আরবি-বাংলা

ইসলামিয়া কুতুব খানা ◆ ঢাকা

www.eelm.weebly.com

প্রকাশক

মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা এম.এম.
৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য [MRP]
হাদিয়া : ১৩০.০০ টাকা মাত্র।
[বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত]

প্রচ্ছদ

কালার ক্রিয়েশন
১৩১, ডি,আই,টি এক্সটেনশন রোড
ফোন ঃ ৮৩১৬৫৮৬

মুদ্রণে

ইসলামিয়া অফসেট প্রেস
প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০।

www.eelm.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
মানতিক পরিচিতি	৫
নামকরণ	৫
মানতিকের আলোচ্য বি য়	৫
ইলমে মানতিকের উদ্দেশ্য	৬
ইলমে মানতিকের প্রয়োজনীয়তা	৬
ইলমে মানতিকের ইতিহাস	৬
কতিপয় মানতিক সম্রাটের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৬
মিরকাত গ্রন্থকারের জীবনী	৭
الرحمن ও الرحيم -এর মাঝে পার্থক্য	৯
حمد -এর সংজ্ঞা	১০
الصلوة -এর অর্থ	১০
نبى -এর অর্থ	১১
ভূমিকা	১২
العلم -এর পরিচয়	১৩
العلم -এর প্রকারভেদ	১৩
تصديق -এবং تصور -এর অর্থ	১৪
পরিচ্ছেদ : تصور দু' প্রকার	১৮
পরিচ্ছেদ : দালালত সম্পর্কে	২৮
الدوال الاربع -এর আলোচনা	৩০
دلالة لفظية وضعية গুরুত্ব দেওয়ার কারণ	৩২
الدلالة التضمنية -এর আলোচনা	৩৩
দালালতকারী শব্দ হয়ত مفرد হবে বা مركب হবে	৩৫
مفرد -এর অর্থ	৩৫
مركب -এর অর্থ	৩৬
اسم -এর পরিচয়	৩৬
كلمة -এর পরিচয়	৩৬
ادات -এর পরিচয়	৩৬
মানতিক শাস্ত্রের كلمة ও নাহু শাস্ত্রের فعل -এর পার্থক্য	৩৭
পরিচ্ছেদ : مفرد কখনো অন্য বণ্টনে বিভক্ত হয়	৩৯
العلم -এর পরিচয়	৩৯
المتواطى -এর পরিচয়	৩৯
المشكك -এর পরিচয়	৩৯
مفرد তিন প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ	৩৯
পরিচ্ছেদ : একাধিক অর্থ বিশিষ্ট শব্দকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়	৪১
مشترك -এর অর্থ	৪১
منقول -এর অর্থ	৪২
منقول -এর প্রকারভেদ ও তাদের পরিচয়	৪৪
حقيقت -এর পরিচয় ও নামকরণ	৪৪
مجاز -এর পরিচয় ও নামকরণ	৪৪
مركب -এর পরিচয়	৪৫
مركب -এর প্রকারভেদ	৪৬
الخبر -এর পরিচয়	৪৬
الانشاء -এর পরিচয়	৪৬
مركب ناقص -এর পরিচয় ও প্রকারভেদ	৪৭
مركب اضافى -এর পরিচয়	৪৭
পরিচ্ছেদ : مفهوم তথা যা স্মৃতিতে উদয় হয়	৪৮
পরিচ্ছেদ : كلى কয়েক ভাগে বিভক্ত	৫০
পরিচ্ছেদ : দু' كلى -এর মধ্যকার نسبت প্রসঙ্গে	৫৩
পরিচ্ছেদ : কখনো جزئى -এর অন্য অর্থ বর্ণনা করা হয়	৫৫
পরিচ্ছেদ : كليات পাঁচটি	৫৬
كلى -কে পাঁচ প্রকারে সীমিত করণের কারণ	৫৬
পরিচ্ছেদ : نوع -এর বর্ণনায়	৫৭
পরিচ্ছেদ : جنس -এর বিন্যাস প্রসঙ্গ	৫৭
পরিচ্ছেদ : جنس عالى দশটি	৫৯

www.eelm.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিচ্ছেদ : نوع -এর বিন্যাস সম্পর্কে	৫৯
পরিচ্ছেদ : তৃতীয় كلى হচ্ছে فصل	৬১
পরিচ্ছেদ : চতুর্থ كلى হচ্ছে خاصه	৬৪
পরিচ্ছেদ : পঞ্চম كلى হচ্ছে عرض عام	৬৪
لازم -এর পরিচয় ও প্রকারভেদ	৬৬
لازم بين -এর প্রকারভেদ	৬৮
عرض مفارق -এর পরিচয় ও প্রকারভেদ	৬৮
পরিচ্ছেদ : সংজ্ঞাসমূহের বর্ণনা	৬৯
দ্বিতীয় অধ্যায় : দলিল ও তার সংশ্লিষ্ট বি য় সম্পর্কে	
পরিচ্ছেদ : قضية প্রসঙ্গে	৭১
পরিচ্ছেদ : قضية حملية দু' প্রকার	৭৩
পরিচ্ছেদ : موضوع হিসেবে	
قضية -এর প্রকার	৭৫
سور -এর সংজ্ঞা	৭৮
পরিচ্ছেদ : حمليه -এর অন্য এক প্রকার	৮১
কাযিয়ায়ে মুয়াজ্জাহার প্রকারভেদ	৮২
পরিচ্ছেদ : مركبات প্রসঙ্গ	৮৯
শর্তিয়া কাযিয়াসমূহের অধ্যায়	
شرطية -এর পরিচয় ও প্রকারভেদ	৯৬
متصلة -এর প্রকারভেদ	৯৭
علاقة -এর সংজ্ঞা	৯৭
পরিচ্ছেদ : شرطية منفصلة -এর প্রকার	৯৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিচ্ছেদ : قضية شرطية -এর سور বা নমুনার বর্ণনা	১০১
পরিচ্ছেদ : شرطية -এর দু'টি দিক	১০৩
পরিচ্ছেদ : تناقض -এর বর্ণনা প্রসঙ্গ	১০৫
পরিচ্ছেদ : عكس مستوى প্রসঙ্গ	১১৪
পরিচ্ছেদ : عكس نقيض প্রসঙ্গ	১১৯
পরিচ্ছেদ : قياس প্রসঙ্গ	১২২
পরিচ্ছেদ : قياس اقترانى প্রসঙ্গ	১২২
شكل -এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ	১২৫
পরিচ্ছেদ : قياس استثنائى প্রসঙ্গ	১৪১
পরিচ্ছেদ : استقراء প্রসঙ্গ	১৪৩
পরিচ্ছেদ : التمثيل প্রসঙ্গ	১৪৩
পরিচ্ছেদ : البرهان ও তার আনু ঙ্গিক বি য় সম্পর্কে	১৫০
পরিচ্ছেদ : برهان দু' প্রকার	১৫৯
পরিচ্ছেদ : قياس جدلى প্রসঙ্গ	১৬১
পরিচ্ছেদ : قياس خطابى প্রসঙ্গ	১৬৩
পরিচ্ছেদ : قياس شعرى প্রসঙ্গ	১৬৫
পরিচ্ছেদ : قياس سفسطى প্রসঙ্গ	১৬৮
পরিচ্ছেদ : ত্রুটির কারণ প্রসঙ্গ	১৭০
পরিচ্ছেদ : অর্থগত কারণে ভ্রমসমূহের প্রসঙ্গ	১৭৪
পরিচ্ছেদ : অষ্টশির প্রসঙ্গ	১৯৪
এক নজরে মিরকাত	১৯৭

www.eelm.weebly.com

تَعْرِيْفُ الْمَنْطِقْ

মানতিক পরিচিতি

مَعْنَى الْمَنْطِقِ لُغَةً : مَنْطِقْ-এর শাব্দিক অর্থ : مَنْطِقْ শব্দটি বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার। তখন তার "م" টি হবে মাসদারে মীমী। অর্থ হচ্ছে- اَلتَّكَلُّمُ তথা কথা বলা, মনের ভাব প্রকাশ করা, ব্যক্ত করা ইত্যাদি।

অথবা مَنْطِقْ শব্দটি اِسْمُ ظَرْفٍ-এর وَاحِدْ-এর সীগাহ। বাবে ضَرَبَ মূলবর্ণ (ن ـ ط ـ ق) অর্থ কথা বলার স্থান বা সময়। কুরআন মাজীদে শব্দটির প্রয়োগ এভাবে দেখা যায়। যথা- * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى

مَعْنَى الْمَنْطِقِ اِصْطِلَاحًا : مَنْطِقْ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. মিরকাত প্রণেতা বলেন- اَلْمَنْطِقُ هُوَ عِلْمٌ بِقَوَانِيْنَ تَعْصِمُ مُرَاعَاتُهَا الذِّهْنَ عَنِ الْخَطَأِ فِى الْفِكْرِ অর্থাৎ মানতিক এমন কতিপয় নীতিমালা জানার নাম যার অনুসরণে ذِهْنْ বা মস্তিষ্ককে চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার ভুল-ভ্রান্তি হতে রক্ষা করে।

২. মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- هُوَ عِلْمٌ يَعْصِمُ مُرَاعَاتُهَا الذِّهْنَ عَنِ الْخَطَأِ فِى الْفِكْرِ অর্থাৎ মানতিক এমন একটি শাস্ত্র, যা মন-মস্তিষ্ককে ভ্রান্ত চিন্তাধারা থেকে সংরক্ষণ করে।

৩. সুল্লামুল উলূম গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার বলেন- اِنَّهٗ عِلْمٌ يُوْزَنُ بِهِ الْفِكْرُ وَالنَّظْرُ بِاَنَّهٗ صَحِيْحٌ اَوْ خَطَأٌ

৪. প্রখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাযালী (র.) বলেন- اَلْمَنْطِقُ هُوَ الْقَانُوْنُ الَّذِىْ بِهٖ يَمَيِّزُ صَحِيْحُ الْحَدِّ وَالْقِيَاسِ عَنْ فَاسِدِهِمَا فَيَتَمَيَّزُ الْعِلْمُ الْيَقِيْنُ عَمَّا لَيْسَ يَقِيْنًا . অর্থাৎ মানতিক এমন বিধি-বিধানমূলক শাস্ত্র, যা দ্বারা ভ্রান্ত-বিকৃত সংজ্ঞা ও ধারণা থেকে বিশুদ্ধ সংজ্ঞা ও ধারণাকে পৃথক করা যায়। ফলে প্রত্যয়ী জ্ঞান থেকে অপ্রত্যয়ী বিষয়গুলো আলাদা করা যায়।

মোটকথা হলো, চিন্তা ও গবেষণা করতে গিয়ে মানুষ ভুল-ত্রুটির সম্মুখীন হয়ে থাকে, আর যে সকল নীতি অনুসরণের মাধ্যমে সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা যায়, তাকেই মানতিক বলে।

اَلذِّهْنُ-এর সংজ্ঞা : ذِهْنْ ঐ যোগ্যতা বা শক্তিকে বলে যা দ্বারা কোনো বিষয়কে জানা ও বুঝা যায়।

اَلْفِكْرُ-এর সংজ্ঞা : فِكْرٌ হলো জানা বিষয়কে এমনভাবে সাজানো যার দ্বারা অজানা বিষয়গুলোর জ্ঞান অর্জন করা যায়।

وَجْهُ التَّسْمِيَةِ (নামকরণ) : এ শাস্ত্রকে মানতিক বলে নামকরণের কারণ হলো, مَنْطِقْ অর্থ- কথা বলা ও বাক্যালাপ করা। যেহেতু এ শাস্ত্রের নিয়মাবলি نُطْقِ ظَاهِرِىْ এবং نُطْقِ بَاطِنِىْ তথা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কথাবার্তার মধ্যে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কেননা, যিনি এ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ তিনি খুবই বিচক্ষণতা ও পারদর্শিতার সাথে কথা বলতে পারবেন। যা মানতিকে অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তদ্রূপ একজন مَنْطِقِىْ ব্যক্তি বস্তুর অবস্থা সম্পর্কে যতটুকু সচেতন; একজন জাহেল তার দ্বারপ্রান্তেও নেই। এদিকে ইঙ্গিত করেই মিরকা গ্রন্থকার বলেন- وَاَمَّا تَسْمِيَتُهٗ بِالْمَنْطِقِ فَلِتَاثِيْرِهٖ فِى النُّطْقِ الظَّاهِرِىْ وَالنُّطْقِ الْبَاطِنِىْ অর্থাৎ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কথাবার্তার মধ্যে বিরাট প্রভাব বিস্তার করার কারণে একে মানতিক বলে নামকরণ করা হয়েছে।

অবশ্য মানতিককে কখনো কখনো মীযানও বলা হয়। আর এর কারণ হচ্ছে- مِيْزَانٌ অর্থ-পাল্লা। আর মানতিক- শাস্ত্র জ্ঞান, বুদ্ধির এমন একটি পাল্লা যার দ্বারা সঠিক চিন্তার ও ভ্রান্ত চিন্তার পরিমাপ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় এবং ভুল ও নির্ভুলের মাঝে পার্থক্য করা যায়।

مَوْضُوْعُ عِلْمِ الْمَنْطِقِ : মানতিক শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় : ইলমের মধ্যে যার প্রাসঙ্গিক বিয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয় তা-ই সে ইলমের আলোচ্য বিষয়রূপে পরিগণিত হয়। যথা- جَسَدُ الْاِنْسَانِ (মানুষের শরীর) عِلْمُ طِبٍّ তথা চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বা مَوْضُوْع কেননা, চিকিৎসা বিজ্ঞানে মানুষের শরীরের সুস্থতা-অসুস্থতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, বিধায় جَسَدُ الْاِنْسَانِ টি চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। তদ্রূপ ইলমে নাহুর আলোচ্য বিষয় হলো كَلِمَةْ ও كَلَامْ বা শব্দ ও বাক্য। কেননা, ইলমে নাহুর মধ্যে كَلِمَةْ (শব্দ) ও كَلَامْ (বাক্য)-কে নিয়েই আলোচনা করা হয়।

ইলমে মানতিকের আলোচ্য বিষয় নিয়ে মানতেকীদের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. গ্রন্থকার আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদী (র.) বলেন- مَوْضُوْعُ الْمَنْطِقِ الْمَعْلُوْمَاتِ التَّصَوُّرِيَّةُ وَالتَّصْدِيْقِيَّةُ لٰكِنْ لَا مُطْلَقًا بَلْ مِنْ حَيْثُ اَنَّهَا مُوْصِلَةٌ اِلَى الْمَجْهُوْلِ التَّصَوُّرِىْ وَالتَّصْدِيْقِىْ . অর্থাৎ মানতিকশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, এককক বিষয়ের জ্ঞাত তথ্যাদি এবং বচনভিত্তিক জ্ঞাত তাৎপর্যাদি। কিন্তু এ দু'টি শর্তহীন নয়; বরং জ্ঞাত তথ্যাদির দ্বারা অজ্ঞাত তথ্যাদি এবং জ্ঞাত তাৎপর্যাদির দ্বারা অজ্ঞাত তাৎপর্যাদির উপলব্ধি হতে হবে।

২. কারো কারো মতে, মানতিকের আলোচ্য বিষয় হলো. مَعْقُوْلَاتْ ثَانِيَةْ (দ্বিতীয় মা'কূলাত)।

৩. আবার কারো কারো মতে, مُطْلَقْ مَعْقُوْلَاتْ (সাধারণ মা'কূলাত)।

উল্লেখ্য যে, مَعْقُوْلَاتْ দু' প্রকার : ১. مَعْقُوْلَاتْ اُوْلٰى ২. مَعْقُوْلَاتْ ثَانِيَةْ ; مَعْقُوْلَاتْ اُوْلٰى বলা হয় মস্তিষ্কে কোনো বস্তুর জ্ঞান অর্জিত হওয়া, তাতে গুণের বিচার-বিবেচনা থাকবে না ; তবে مَعْقُوْلَاتْ ثَانِيَةْ-এর মধ্যে গুণের বিচার-বিবেচনা হয়ে থাকে।

www.eelm.weebly.com

৪. আবার কারো কারো মতে, মানতিকের আলোচ্য বিষয় হলো- اَلْاَلْفَاظُ مِنْ حَيْثُ الدَّالُّ عَلَى الْمَعْنٰى অর্থাৎ 'অর্থ প্রকাশের জন্য যে সকল শব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে তাই মানতিকের আলোচ্য বিষয়।' তবে এটা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তারা আলোচ্য বিষয়ের সংস্থা সম্পর্কে অবহিত নন।

৫. مَطَالِعْ গ্রন্থকার বলেন, মানতিকের আলোচ্য বিষয় হলো- مَعْلُوْمَاتْ تَصَوُّرِيَّةْ এবং مَعْلُوْمَاتْ تَصْدِيْقِيَّةْ [মিরকাতের লিখকেরও এই অভিমত]। অর্থাৎ তাদের মতে মানতিকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে- اَعَمَّ الْمَعْقُوْلَاتِ চাই مَعْقُوْلَاتْ اُوْلٰى হোক বা مَعْقُوْلَاتْ ثَانِيَةْ হোক। আর যার দ্বারা مَعْلُوْمْ تَصَوُّرِىْ وَتَصْدِيْقِىْ-কে- مَجْهُوْلْ تَصَوُّرِىْ وَتَصْدِيْقِىْ-এর দিকে পৌঁছে দেয় তা মানতিকের আলোচ্য বিষয় নয়। তবে যা দ্বারা مَجْهُوْلْ تَصَوُّرِىْ-এর দিকে পৌঁছা যায় তাকে مُعَرِّفْ বলে এবং যার দ্বারা مَجْهُوْلْ تَصْدِيْقِىْ-এর দিকে পৌঁছা যায় তাকে حُجَّتْ বলে। مُعَرِّفْ ও حُجَّتْ-কেও ইলমে মানতিকের আলোচ্য বিষয় বলা যেতে পারে।

غَرَضُ عِلْمِ الْمَنْطِقِ : মানতিকের উদ্দেশ্য :

১. প্রতিটি বিষয় বা শাস্ত্রের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। আর মানতিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গ্রহন্থকার ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (র.) বলেন- اَلْاِصَابَةُ فِى الْفِكْرِ وَحِفْظُ الرَّأْىِ عَنِ الْخَطَاِ فِى النَّظْرِ ـ অর্থাৎ চিন্তাশক্তির বিশুদ্ধতা অর্জন ও যুক্তির ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি হতে মতামতকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা।

২. আর কেউ কেউ বলেন, ইলমে মানতিকের غَرَضْ বা উদ্দেশ্য হলো- صِيَانَةُ الذِّهْنِ عَنِ الْخَطَاِ فِى الْفِكْرِ অর্থাৎ চিন্তার ভুলভ্রান্তি হতে মস্তিষ্ককে রক্ষা করা।

ضَرُوْرَةُ عِلْمِ الْمَنْطِقِ : ইলমে মানতিকের প্রয়োজনীয়তা : ইসলামের মধ্যে মানতিকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ কথা বুঝাবার জন্য ইমাম গাযযালী (র.)-এর নিম্নোক্ত উক্তির প্রতি লক্ষ্য করলেই তা স্পষ্টভাবে বুঝে আসে। কেননা, তিনি বলেন- اَلْمَنْطِقُ نِعْمَ الْعَوْنُ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَنْطِقَ فَلَا ثِقَةَ لَهٗ فِى الْعُلُوْمِ كُلِّهَا অর্থাৎ মানতিক কতই না উত্তম সাহায্যকারী। যে ব্যক্তি মানতিকশাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ তার সকল ইলমের মধ্যে কোনোরূপ নির্ভরতা নেই।

এ ছাড়াও মানতিকে পাণ্ডিত্য অর্জনকারী ব্যক্তি نُطْقْ ظَاهِرِىْ (প্রকাশ্য কথাবার্তা) ও نُطْقْ بَاطِنِىْ (অপ্রকাশ্য কথাবার্তা) তে এত বেশি পটু ও শক্তিশালী হয় যা অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নয়। মানতিকশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বস্তু ও বিষয়ের حَقِيْقَتْ (সত্তা) ও مَاهِيَتْ (প্রকৃতি) সম্পর্কে এমন অভিজ্ঞতা রাখে, যা মানতিকে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ রাখতে সক্ষম নন। এ কারণেই তো মানতিকশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টি অত্যন্ত গভীর ও সুনিপুণ হয়ে থাকে।

ইমাম তাহাবী (র.) বলেন- اَلْمَنْطِقُ مِعْيَارُ الْعِلْمِ مَنْ لَا يَعْرِفُهٗ لَا يُوْثَقُ بِعِلْمِهٖ অর্থাৎ মানতিক হলো ইলমের মাপকাঠি। যে তা সম্পর্কে অজ্ঞ তার ইলমে কোনোরূপ ভরসা করা যায় না।

পূর্বযুগের অধিকাংশ শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যম ছিল মানতিকশাস্ত্র সম্পর্কীয়। তাই সে সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হলে প্রথমেই মানতিকে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হবে। এতএব উক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝাগেল যে, মানতিকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

মানতিকের প্রথম আবিষ্কারক ও জনক ছিলেন হাকীম আরাস্তাতালীস। সংক্ষেপে তাঁকে বলা হতো আরাস্তু। তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের কিছুকাল পূর্বে ধরাপৃষ্ঠে আগমন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ইস্কান্দার রূমীর নির্দেশে মানতিকশাস্ত্রের কতিপয় নীতিমালা প্রণয়ন করেন। অতঃপর এগুলোকে কিতাব আকারে জাতির সম্মুখে উপস্থাপন করেন। এ কারণেই তাঁকে মানতিক مُعَلِّمْ اَوَّلْ তথা প্রথম জনক বলা হয়। ইতিহাসে তিনি এরিস্টোটল নামে পরিচিত।

এরপর ইমাম ফারাবী আরাস্তুর লিখিত মানতিকী নীতিমালার যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে উক্ত শাস্ত্রকে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করেন। তাই তাঁকে মানতিক শাস্ত্রের مُعَلِّمْ ثَانِىْ তথা দ্বিতীয় জনক বলা হয়।

কালের চক্রের বিবর্তনের সাথে সাথে ইমাম ফারাবীর সুবিন্যস্ত মানতিকগুলোও একদিন বিনষ্ট হয়ে যায়, ফলে পরবর্তীতে ইমাম আবূ আলী ইবনে সীনা পুনরায় মানতিকশাস্ত্রকে বিস্তারিতভাবে লিখে প্রচার করেন। তাই তাঁকে মানতিকশাস্ত্রের مُعَلِّمْ ثَالِثْ বা তৃতীয় জনক বলা হয়। এরপর থেকে অদ্যাবধি সেই আবূ আলী ইবনে সীনার রচিত মানতিক-ই পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে চলে আসছে।

কতিপয় মানতিক সম্রাটের সংক্ষিপ্ত জীবনী

১. **اَرَسْطَاطَالِيْس [আরাস্তাতালীস বা এরিস্টোটল] :** তাঁর নাম আরাস্তাতালীস, ইংরেজিতে বলা হয় Aristotle সংক্ষেপে আরাস্তু বলা হয়। উপাধি اَلْمُعَلِّمُ الْاَوَّلُ (প্রথম শিক্ষক)। তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে মকদুনিয়া শহরের অন্তর্গত স্ট্যাগিরা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জনৈক জ্যোতিষের পরামর্শে তিনি বিখ্যাত দার্শনিক আফলাতুন (Plato)-এর নিকট দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে এথেন্স শহরে গমন করেন। আফলাতুনের স্কুলে বিশ বছর যাবৎ পড়াশুনা করে শিক্ষাকোর্স শেষ করার পর বাদশাহ ফিলিপস্-এর রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি এ দায়িত্ব ছেড়ে পুনরায় এথেন্স শহরে চলে যান এবং সেখানে আফলাতুনের বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার দায়িত্বে নিযুক্ত হন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর খ্যাতি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফিলিপস্ যুবরাজ

www.eelm.weebly.com

ইস্কান্দারের (Alexander) শিক্ষা-দীক্ষার জন্য তাঁকে মকদুনিয়া শহরে ডাকালেন। প্রায় আট বছর যাবৎ এই কাজে নিয়োজিত থাকার পর, আবার তিনি এথেন্স শহরে ফিরে যান। এবার তিনি নিজেই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন, যা পরবর্তীতে আফলাতুনের প্রতিষ্ঠানের চেয়েও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। অগণিত ছাত্র তাঁর নিকট শিক্ষা লাভ করে জ্ঞান পিপাসা নিবারণ করে। তাঁর পালকীর পিছনেও অগণিত শিষ্য জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে চলত। এ জন্য তাঁর অনুসারীদেরকে مَشَّائِيْن তথা পদব্রজে গমনকারী বলা হয়। যেহেতু তিনিই সর্বপ্রথম দর্শনশাস্ত্রকে রূপ দান করেছেন এবং মানব সমাজে তার বিকাশ ঘটিয়েছেন, তাই তাঁকে اَلْمُعَلِّمُ الْاَوَّلُ বলা হয়। তাঁর ওস্তাদ ছিলেন আফলাতুন (প্লেটো), আর আফলাতুনের ওস্তাদ ছিলেন সক্রেটিস, সক্রেটিসের ওস্তাদ ছিলেন পীথার্গোরাস, পীথাগোরাসের ওস্তাদ হলেন তালীস এবং তালীসের ওস্তাদ ছিলেন হাকীম লোকমান।

হাকীম আরাস্তু শেষ পর্যন্ত নিজ হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষা দানে রত থাকেন। অতঃপর বাষট্টি বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। কারো মতে, তিনি পানিতে ডুবে মারা গিয়েছেন; আর কেউ বলেন, পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি জীবনে বহু গ্রন্থ লিখে গেছেন। তন্মধ্যে كِتَابُ جِرْمِ الْعَالَمِ . كِتَابُ السَّمَاءِ . اَلْاِلٰهِيَّاتُ . كِتَابُ النَّبَاتِ . اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ . প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২. فَارَابِى [ইমাম ফারাবী বা প্লেটো] : তাঁর উপনাম আবূ নসর। নাম মুহাম্মদ ইবনে তরকান। বংশগতভাবে ফার্সি ভাষা-ভাষী ছিলেন। তিনি ফারাবে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রের একজন অভিজ্ঞ আলিম ছিলেন। অধিকাংশ সময় তাকে প্রবাহিত নালা অথবা ঘন বাগানের পাশে দেখা যেত। যেহেতু মুসলমান দার্শনিকদের মধ্যে আফলাতুন এবং আরাস্তু-এর কথার সবচেয়ে বড় ব্যাখ্যাদানকারী ফারাবীই ছিলেন। তাই তাঁকে মানতিকশাস্ত্রের مُعَلِّمْ ثَانِىْ তথা দ্বিতীয় উস্তাদ বলা হতো। তাঁর লিখিত অনেক গ্রন্থ আছে। তিনি আব্বাসী খেলাফত আমলে ৮০ বছর বয়সে দামেস্কে ইন্তেকাল করেন।

৩. اِبْنُ سِيْنَا [ইবনে সীনা] : শায়খ আবূ আলী হোসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সীনা বুখারার নিকটে নখলা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি হামাদানে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বড় আলিম এবং চিকিৎসক ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি কুরআনে হাফেজ ছিলেন। ৩৭০ হিজরিতে তার জন্ম এবং ৪৪৮ হিজরিতে আব্বাসী আমলে ইন্তেকাল করেন। কানুনে শিফা, ইশারাত ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কিতাব তাঁরই লিখিত।

৪. اِمَامْ رَازِىْ [ইমাম রাযী] : তিনি ছিলেন ইমাম ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে জিয়াউদ্দীন ইবনে ওমর রাযী। তাঁর উপনাম আবূ আবদুল্লাহ। তার নাম মুহাম্মদ ইবনে ওমর। তিনি ৫৪৪ হিজরি সালে 'রাখা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বেলায় তিনি তাঁর পিতা হতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কামাল সুময়ানী হতে হাদীস ও ফিক্হ-এর শিক্ষা গ্রহণ করেন, আল্লামা মজদুদ্দীন হতে তিনি দর্শন শিক্ষা করেন। তিনি এত অভিজ্ঞতা ও বিশেষত্বের অধিকারী ছিলেন যে, ইসলামি জগতের বিভিন্ন অঞ্চলের হাজার হাজার মাইল দূর হতে লোক তাঁর নিকট আসত। তাঁর সাথে অনেক আলিম-ওলামা ও জ্ঞানী-গুণী লোক থাকতেন। তিনি শায়খুল ইসলাম উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তাঁর লিখিত কিতাবাদির মধ্যে তাফসীরে কাবীর, আসাসুত্তাকদীস, কিতাবুল মাহাসিল, হাদায়েকুল ওমর বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই বিখ্যাত মনীষী ৬০৬ হিজরিতে ঈদুল ফিতরের দিনে এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া হতে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

মিরকাত গ্রন্থকারের জীবনী

নাম ও পরিচয় : মিরকাত কিতাবের গ্রন্থকার ছিলেন মাওলানা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী। যিনি আল্লামা ফযলে খায়রাবাদী নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর পিতা মুহাম্মাদ আরশাদ একজন ফেরেশতা চরিত্রের লোক ছিলেন। তাঁর বংশের যোগসূত্র বত্রিশতম মাধ্যমের পর হযরত ওমর ফারুক (রা.) পর্যন্ত গিয়ে পৌছে এবং পনেরতম মাধ্যমের পর হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) পর্যন্ত গিয়ে পৌছে।

জন্ম : তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের সীতাপুর জেলায়র অন্তর্গত খায়রাবাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি শাহজাহানপুরে বসবাস করেন। তাই তিনি শাহাজাহানপুরী হিসেবেও পরিচিত ছিলেন।

জ্ঞানার্জন : আল্লামা খায়রাবাদী একজন মেধাবী, বিচক্ষণ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিত আলিমের নিকট হতে তিনি ইলমে দীন শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উস্তাদদের মধ্যে যার নিকট হতে তিনি বেশি উপকৃত হয়েছেন তিনি হলেন মাওলানা সাইয়েদ আব্দুল ওয়াজেদ কিরমানী খায়রাবাদী (র.)।

কর্মজীবন : আল্লামা খায়রাবাদী ভারতের দারুল হুকুমাত দিল্লীতে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রধান বিচারপতির পদে সমাসীন ছিলেন। তাঁর জীবনের নানা ব্যস্ততা এবং চাকরির দায়িত্ব পালনের পরও তিনি সর্বদা অধ্যাপনা এবং লেখনীর কাজ অব্যাহত রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন দক্ষতা ও যোগ্যতা দান করেছিলেন যে, তাঁর পাঠে একবার বসার পর কোনো ছাত্র অন্য কারো কাছে পড়ার ইচ্ছা পোষণ করত না।

ছাত্রবৃন্দ : অসংখ্য জ্ঞান পিপাসু তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ করে স্বীয় জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– ১. তাঁর পুত্র ফযলে হক, ২. মুফতী সদরুদ্দীন খান, ৩. মৌলভী সালাউদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ শফী, ৪. শাহ গাউস আলী প্রমুখ।

আধ্যাত্মিকতা : আল্লামা ফযলে ইমাম তাকওয়া ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অসাধারণ সাধনা করেছেন। তাকওয়া ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তিনি উঁচুস্তরের একজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত মাওলানা সালাহউদ্দীন সাফাভীর শিষ্য ছিলেন। তা ছাড়া তিনি যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এবং মাওলানা শাহ আব্দুল কাদির (র.)-এর সমসাময়িক ছিলেন।

রচনাবলি : আল্লামা ফযলে ইমাম অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি হলো– ১. মিরকাত, ২. তালখীসুস শিফা, ৩. আমদ নামা, ৪. হাশিয়ায়ে মোল্লা জালাল, ৫. হাশিয়ায়ে উফুকল মুবীন, ৬. হাশিয়ায়ে মীর যাহেদ, ৭. নুখবাতুস্সির ইত্যাদি।

ইন্তেকাল: আল্লামা ফযলে ইমাম ১২৪০ হিজরি মোতাবেক ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ই জিলহজ ইহধাম ত্যাগ করেন। হযরত শায়খ মাখদুম শামসুদ্দীন (র.)-এর মাজারে তাঁর দাদা উস্তাদ আল্লামা সিন্ধুভী এবং মাওলানা আব্দুল ওয়াজেদ কিরমানী খায়রাবাদী (র.)-এর পার্শ্বে তাঁকে দাফন করা হয়।

www.eelm.weebly.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَبْدَعَ الْاَفْلَاكَ وَالْاَرْضِيْنَ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَّاٰدَمُ بَيْنَ الْمَاۤءِ وَالطِّيْنِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَبَعْدُ فَهٰذِهٖ عِدَّةُ فُصُوْلٍ فِىْ عِلْمِ الْمِيْزَانِ لَابُدَّ مِنْ حِفْظِهَا وَضَبْطِهَا لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّتَذَكَّرَ مِنْ اُولِى الْاَذْهَانِ وَعَلَى اللّٰهِ التَّوَكُّلُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ -

সরল অনুবাদ : সকল প্রশংসা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর জন্য। আর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই সত্তার প্রতি, যিনি হযরত আদম (আ.) মাটি ও পানিতে থাকাকালীনও [আদম (আ.)-এর সৃষ্টির পূর্বে] নবী ছিলেন এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাথি-সঙ্গী সকলের উপর।

হামদ ও সালাতের পর এগুলো মান্তিক শাস্ত্রের এমন কয়েকটি পরিচ্ছেদ; যা শিক্ষানবিশদের মধ্য হতে যারা এগুলো স্মরণ রাখতে আগ্রহী তাদের জন্য মুখস্থ রাখা ও স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করা একান্ত আবশ্যক। ভরসা আল্লাহর উপরই এবং তিনি সাহায্য প্রার্থনা করার উপযুক্ত সত্তা।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য اَلَّذِىْ اَبْدَعَ যিনি সৃষ্টি করেছেন اَلْاَفْلَاكَ وَالْاَرْضِيْنَ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল وَالصَّلٰوةُ আর দরূদ ও সালাম عَلٰى مَنْ كَانَ نَبِيًّا বর্ষিত হোক সেই নবীর প্রতি, যিনি নবী ছিলেন وَاٰدَمُ হযরত আদম (আ.) بَيْنَ الْمَاۤءِ وَالطِّيْنِ মাটি ও পানিতে থাকাকালীনও [হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির পূর্বে] وَعَلٰى اٰلِهٖ এবং তাঁর পরিবার-পরিজন وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ও তাঁর সাথি-সঙ্গী সকলের উপর وَبَعْدُ হামদ ও সালাতের পর فَهٰذِهٖ عِدَّةُ فُصُوْلٍ এগুলো এমন কয়েকটি পরিচ্ছেদ فِىْ عِلْمِ الْمِيْزَانِ ইলমে মানতিকের বর্ণনা প্রসঙ্গে لَابُدَّ একান্ত আবশ্যক مِنْ حِفْظِهَا وَضَبْطِهَا যা মুখস্থ রাখা ও স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করা لِمَنْ اَرَادَ যে আগ্রহী اَنْ يَّتَذَكَّرَ এগুলো স্মরণ রাখতে مِنْ اُولِى الْاَذْهَانِ শিক্ষানবীশদের মধ্য হতে وَعَلَى اللّٰهِ التَّوَكُّلُ ভরসা আল্লাহর উপরই وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ এবং তিনি সাহায্য প্রার্থনা করার উপযুক্ত সত্তা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-এর আলোচনা : بِسْمِ اللّٰهِ-এর بَاءْ অক্ষরটি حُرُوْفُ الْمَعَانِىْ-এর অন্তর্ভুক্ত। নিয়ম অনুসারে এতে سَاكِنْ হওয়াই উচিত ছিল; কিন্তু بَاءْ অক্ষরটি শব্দের শুরুতে হওয়ায় سَاكِنْ দিয়ে পড়া সম্ভব নয়, নীতি বিধি অনুসারে এটাকে যবর দিয়ে পড়তে হবে। কেননা, যবরকে اُخْتُ سَاكِنْ বা সাকিনের বোন বলা হয়, অথচ বাস্তবে এটা كَسْرَةْ বিশিষ্ট হয়েছে। এর সমাধানে ভাষাবিদ ও মুহাক্কেকীনগণ নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন– ক. جَرّ একটি হরকত হলেও স্থায়িত্ব ও ব্যবহার খুব কম হওয়ায় এটা যেন سَاكِنْ-এর মতোই عَدَمُ الْحَرَكَةِ তথা হরকতশূন্য। তাই فِعْلْ ও غَيْرُ مُنْصَرِفْ-এর ক্ষেত্রে-এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় না। سَاكِنْ ও جَرّ-এর মধ্যে এরূপ সামঞ্জস্য থাকার কারণেই বলা হয়– اَلسَّاكِنُ اِذَا حُرِّكَ حُرِّكَ بِالْكَسْرِ অর্থাৎ সাকিনকে যখন হরকত প্রদান করা হয়, তখন كَسْرَةْ প্রদান করা হয়। এ সূত্রের ভিত্তিতেই এখানে بَاءْ অক্ষরটিতে كَسْرَةْ দেওয়া হয়েছে। খ. بَاءْ অক্ষরটি اِسْم ব্যতীত অন্য কোনো كَلِمَةْ-এর প্রথমে ব্যবহৃত হয় না। আর اِسْمٌ-এর একমাত্র ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য হলো, তা كَسْرَةْ গ্রহণ করে থাকে। এদিকে লক্ষ্য রেখেই بَاءْ অক্ষরটিতেও كَسْرَةْ প্রদান করা হয়েছে। গ. بَاءْ অক্ষরটি حَرْف ব্যতীত অন্য কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং যেসব حَرْف কখনো কখনো اِسْم-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা থেকে باء-কে পৃথকীকরণের জন্য এটাকে كَسْرَةْ প্রদান করা হয়েছে। ঘ. بَاءْ-এর পর যে শব্দটি আসে তা অবশ্যই كَسْرَةْ বিশিষ্ট হবে। তাই এ বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে باء অক্ষরটিতেও كَسْرَةْ প্রদান করা হয়েছে।

কারো কারো মতে, بِسْمِ اللّٰهِ-এর بَاءْ অক্ষরটি حَرْفِ جَارّ যা বিভিন্ন অর্থের জন্য প্রয়োগ হয়ে থাকে। তন্মধ্যে এখানে بَاءْ অক্ষরটি اِسْتِعَانَتْ তথা সাহায্য চাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهٗ اِسْم-এর আলোচনা : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, اِسْمٌ শব্দের প্রথমে আগত ا অক্ষটি هَمْزَةُ لِلْوَصْلِ যা প্রথমে সাকিনযুক্ত শব্দের প্রথম গঠনের সুবিধার জন্য নেওয়া হয়।

www.eelm.weebly.com

লিসানুল আরব গ্রন্থে إِسْمٌ শব্দটির পাঁচটি কেরাত উল্লেখ হয়েছে। যথা– اسم ,اسم ,سم ,سم ,سمى তবে إِسْمٌ শব্দটি কোন শব্দ হতে উদ্ভূত হয়েছে, সে ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া যায়।

১. বসরার ব্যাকরণবিদগণ বলেন, إِسْمٌ শব্দটি سُمُوٌّ শব্দমূল হতে নিষ্পন্ন। এর অর্থ হচ্ছে اَلْعُلُوُّ وَالرِّفْعَةُ তথা উন্নত ও সুউচ্চ। এ মতানুযায়ী اِسْمٌ-কে এ জন্য إِسْمٌ বলা হয়, প্রত্যেক নামধারী স্বীয় নাম দ্বারা মর্যাদার উচ্চাসন লাভ করে। অথবা, এরূপও হতে পারে যে, كَلِمَةٌ-এর অন্যান্য প্রকারের মধ্যে اِسْمٌ-এর স্থান সুউচ্চে এবং সর্বসম্মতিক্রমে اِسْمٌ সকল প্রকার كَلِمَةٌ-এর মূল ও অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী।

২. কূফার ব্যাকরণবিদগণ এ প্রসঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, اِسْمٌ শব্দটি سِمَةٌ শব্দ হতে নিষ্পন্ন। এর অর্থ হচ্ছে– اَلْعَلَامَةُ বা চিহ্ন। اِسْمٌ সংশ্লিষ্ট নামধারীর আলামত বা চিহ্নস্বরূপ। এ মতানুযায়ী إِسْمٌ শব্দের প্রকৃত রূপ وِسْمٌ ছিল। وَاوْ-কে উহ্য রেখে তদস্থলে একটি هَمْزَةُ الْوَصْلِ যুক্ত করে إِسْمٌ করা হয়েছে। [কিন্তু বাস্তবতার কষ্টিপাথরে যাচাই করলে দেখা যায়, বসরী ব্যাকরণবিদদের মতামতই অধিক গ্রহণযোগ্য। এখানে اِسْمٌ এমন শব্দ যা কোনো ذَاتٌ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। اِسْمٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে أَسْمَاءٌ।]

قَوْلُهُ اللّٰهِ : اَللّٰهُ শব্দের আলোচনা : اَللّٰهُ শব্দটি মূলত কি ছিল এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। প্রখ্যাত নাহুবীদ সীবওয়াইহ বলেন, اَللّٰهُ শব্দটি মূলত لَاهٌ ছিল। এর প্রথমে আলিফ-লাম যোগ করে اَللّٰهُ শব্দ গঠন করা হয়েছে। ইমাম কিসায়ী ও ফাররা (র.) বলেন, اَللّٰهُ শব্দটি মূলত اَلْإِلٰهُ ছিল। মূল হামযাকে বিলুপ্ত করে اَللّٰهُ করা হয়েছে। اَلْإِلٰهُ শব্দটি جِنْسٌ বা জাতিবাচক শব্দ। শব্দটি হক ও বাতিলের সকল প্রকার উপাস্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তবে اَللّٰهُ শব্দটি একটি স্মরণীয় ব্যতিক্রম শব্দ। অতএব اَلْإِلٰهُ শব্দোদ্ভূত হওয়ার পরও এর দ্বারা হক ও বাতিলের উপাস্যকে বুঝানো যায় না; বরং একমাত্র হক উপাস্যের ক্ষেত্রেই اَللّٰهُ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আর اَللّٰهُ হচ্ছেন– اَللّٰهُ عَلَمٌ لِذَاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُوْدِ الْمُسْتَجْمِعُ لِجَمِيْعِ الصِّفَاتِ الْكَمَالِ الْمُنَزَّهُ عَنْ سِمَاتِ النَّقْصِ وَالزَّوَالِ

অর্থাৎ আল্লাহ হলেন যিনি চিরঞ্জীব ও চিরন্তন এবং যাবতীয় পূর্ণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আর যিনি ত্রুটি-বিচ্যুতির চিহ্ন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। اَللّٰهُ শব্দটি কুরআন মাজীদে ২৬৯৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمِ-এর আলোচনা : رَحْمٰنُ শব্দটি فَعْلَانٌ-এর ওযনে এবং رَحِيْمٌ শব্দটি فَعِيْلٌ-এর ওযনে اِسْمُ فَاعِلٍ-এর সীগাহ। শব্দ দু'টিই مُبَالَغَةٌ اَلرَّحْمَةُ মাসদার থেকে নিষ্পন্ন। اَلرَّحْمٰنُ শব্দটি আল্লাহর জন্য খাস বা নির্দিষ্ট, অন্য কারো জন্য শব্দটি ব্যবহার করা যায় না এবং এর লিঙ্গান্তরও হয় না। কিন্তু رَحِيْمٌ শব্দটি আম। এ শব্দের লিঙ্গান্তর হয় رَحِيْمَةٌ (রাহীমা) অর্থ– رِقَّةُ الْقَلْبِ তথা অন্তরের কোমলতা; رَحْمًا . رَحْمَةً . مَرْحَمَةً অর্থাৎ দয়া করা, দান করা ইত্যাদি। আল-কুরআনে اَلرَّحْمٰنُ শব্দটি ৫৭ বার এবং رَحِيْمٌ শব্দটি ১৪ বার উল্লেখ করা হয়েছে।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الرَّحْمٰنِ وَالرَّحِيْمِ : رَحْمٰنُ ও رَحِيْمٌ -এর মাঝে পার্থক্য :

১. আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারী (র.) বলেন, اَللّٰهُ নামের পর اَلرَّحْمٰنُ নামটিই সর্বাপেক্ষা অর্থপূর্ণ গুণবাচক নাম। কিন্তু اَلرَّحِيْمُ এতটা অর্থবহ ও গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থাৎ اَلرَّحْمٰنُ হলো رَحْمٰنُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ আর اَلرَّحِيْمُ হলো رَحِيْمُ الدُّنْيَا।

২. রূহুল মা'আনী প্রণেতার মতে, اَلرَّحْمٰنُ শব্দটি কেবল আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর اَلرَّحِيْمُ শব্দটি আল্লাহর নামের পাশাপাশি মুহাম্মদ ﷺ-এর জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. কেউ কেউ বলেন, اَلرَّحْمٰنُ শব্দটি عَامٌ বা ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এর মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত ছোট বড় সব রকমের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক কল্যাণই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু اَلرَّحِيْمُ শব্দ হচ্ছে خَاصٌ বা বিশেষ অর্থবোধক শব্দ। এর দ্বারা শুধুমাত্র মু'মিনদের জন্য অবধারিত পরকালীন নিয়ামতকে বুঝানো হয়।

৪. তাফসীরে ইবনে কাছীর গ্রন্থকার বলেন, اَلرَّحْمٰنُ শব্দটি আল্লাহ তা'আলার জন্য خَاصٌ আর رَحِيْمٌ শব্দটি عَامٌ কেননা, رَحِيْمٌ শব্দটি আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর বান্দা উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী– حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَحِيْمٌ .

৫. ইমাম বায়যাবী (র.) বলেন, اَلرَّحْمٰنُ বলতে আল্লাহর সে সকল অনুগ্রহ নির্দেশ করা হয়েছে, যা মুসলিম-অমুসলিম, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদ ও অন্যান্য সকল সৃষ্টির জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু اَلرَّحِيْمُ-এর অনুগ্রহ বা দয়া কেবলমাত্র মুমিনদের জন্য।

৬. اَلرَّحْمٰنُ শব্দে এমন দয়া নির্দেশ করে, যা প্রত্যাহারযোগ্য ও সীমিতাকারে প্রদেয়; কিন্তু اَلرَّحِيْمُ সীমাহীন ও অনন্তকালীন দয়া ও অনুগ্রহের প্রদায়ক।

৭. اَلرَّحْمٰنُ শব্দের কোনো লিঙ্গান্তর হয় না; কিন্তু اَلرَّحِيْمُ শব্দের লিঙ্গান্তর হয়। মোটকথা, رَحْمٰنُ শব্দের মধ্যে رَحِيْمٌ শব্দের তুলনায় অর্থের আধিক্য রয়েছে। কারণ, كَثْرَةُ الْحُرُوْفِ تَدُلُّ عَلٰى كَثْرَةِ الْمَعَانِيْ

বিসমিল্লাহ প্রারম্ভে আনার কারণ : গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থের প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ আনার কারণ হলো রাসূল ﷺ বলেছেন– كُلُّ اَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فِيْهِ بِاسْمِ اللّٰهِ فَهُوَ اَبْتَرُ অর্থাৎ, যে কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ নেওয়া হয় না, সে কাজটি অসম্পূর্ণ ও অকল্যাণকর হয়। তাই তিনি কিতাবখানি বিসমিল্লাহ দিয়েই আরম্ভ করেছেন।

قَوْلُهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -এর আলোচনা : اَلْحَمْدُ শব্দের اَلْ টি اِسْتِغْرَاقِيْ না جِنْسِيْ এ নিয়ে আলিমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, اَلْحَمْدُ শব্দের اَلِفْ لَامْ -টি اِسْتِغْرَاقِيْ কেননা, আল্লাহ তা'আলা বান্দার যাবতীয় কর্মের خَالِقٌ ; পক্ষান্তরে আল্লামা যামাখশারী (র.) ও মু'তাযিলাদের মতে, اَلِفْ لَامْ-টি হলো جِنْسِيْ কেননা তারা মনে করে বান্দা তার কর্মের خَالِقٌ নিজেই। মোটকথা, اِسْتِغْرَاقِيْ অবস্থায় হামদের প্রত্যেকটি অংশ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হবে আর جِنْسِيْ অবস্থায় হামদের প্রকৃত অবস্থা (مَاهِيَّتٌ) আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হবে।

www.eelm.weebly.com

تَعْرِيْفُ الْحَمْدِ : حَمْد-এর সংজ্ঞা :

১. আল্লামা যামাখশারী (র.)-এর মতে, حَمْد-এর অর্থ হলো– هُوَ الثَّنَاءُ وَالنِّدَاءُ عَلَى الْجَمِيْلِ مِنْ نِعْمَةٍ وَغَيْرِهَا অর্থাৎ কারো অর্জিত গুণাবলির প্রশংসা করা– চাই তাই উত্তম নিয়ামতের বিনিময়ে হোক বা নিয়ামত ছাড়াই হোক।

আল্লামা যামাখশারী (র.) আরো বলেন– اَلْحَمْدُ بِاللِّسَانِ وَحْدَهٗ অর্থাৎ হামদ এমন প্রশংসাকে বলে যা শুধুমাত্র মুখের ভাষার মাধ্যমেই উচ্চারিত হয়।

২. আল্লামা কাযী বায়যাবী (র.) বলেন– اَلْحَمْدُ هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى الْجَمِيْلِ الْاِخْتِيَارِىْ مِنْ نِعْمَةٍ اَوْ غَيْرِهَا অর্থাৎ ভাষার মাধ্যমে কারো অর্জিত গুণাবলির প্রশংসা করা। চাই তা কোনো অনুগ্রহের বিনিময়ে হোক বা অনুগ্রহ ব্যতীত হোক।

৩. আল্লামা তাফতাযানী (র.)-এর মতে– هُوَ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَىٰ قَصْدِ التَّعْظِيْمِ وَمَوْرِدُ الْحَمْدِ لَا يَكُوْنُ اِلَّا بِاللِّسَانِ অর্থাৎ কাউকে সম্মানের উদ্দেশ্যে মুখ দিয়ে প্রশংসা করার নামই হচ্ছে হামদ। [এতে বুঝা গেল– যে প্রশংসা মুখে উচ্চারিত হয় না, তা হামদ নয়।]

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْحَمْدِ وَالْمَدْحِ : حَمْد ও مَدْح-এর মধ্যে পার্থক্য :

১. حَمْد জীবিতের সাথে খাস বা নির্দিষ্ট, আর مَدْح জীবিত এবং মৃত উভয়ের জন্য আম।
২. حَمْد আলিমের সাথে খাস, আর مَدْح আলিম ও জাহিল উভয়ের জন্য আম।
৩. حَمْد হয় صِفَاتٌ كَمَالِيَةٌ [সিফতে কামালিয়া]-এর উপর, আর مَدْح হয় صِفَاتٌ كَمَالِيَةٌ [সিফতে কামালিয়া] ও صِفَاتٌ مُسْتَحْسَنَةٌ [সিফতে মুসতাহসানা] উভয়ের উপর।
৪. حَمْد ভালোবাসার সাথে হয়, আর مَدْح ভালোবাসা ছাড়াও হতে পারে।
৫. حَمْد ইয়াকীনের সাথে খাস, আর مَدْح ইয়াকীন এবং ধারণা উভয়ের জন্য আম।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ : حَمْد ও شُكْر-এর মধ্যে পার্থক্য :

১. নিয়ামত পেয়ে বা না পেয়ে মুখ দিয়ে যে প্রশংসা করা হয়, তাকে حَمْد বলে। আর নিয়ামতের পরিবর্তে মুখ বা অন্য কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে যে প্রশংসা করা হয়, তাকে شُكْر বলে।

২. حَمْد-এর বিপরীত লাউম বা তিরস্কার ও ভর্ৎসনা আসে, আর شُكْر-এর বিপরীত কুফর আসে। যেমন আল্লাহর বাণী– فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ

৩. شُكْر ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে ধমক আছে কিন্তু حَمْد ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে ধমক নেই। যেমন আল্লাহর বাণী– لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ ـ

৪. আবুল আব্বাস এবং মুবাররাদ (র.)-এর মতে, حَمْد ও شُكْر-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, উভয়টি একই অর্থবোধক।

قَوْلُهٗ اَبْدَعَ-এর বিশ্লেষণ : اَبْدَعَ শব্দটি اَلْاِبْدَاعُ মাসদার হতে বাবে اِفْعَالٌ-এর ওজনে ব্যবহৃত। সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْلْ مَاضِى مَعْرُوْف অর্থ– তিনি দৃষ্টান্তহীনভাবে সৃষ্টি করেছেন।

পরিভাষায় اَبْدَعَ হলো– اِخْرَاجُ الشَّيْئِ مِنَ الْعَدَمِ اِلَى الْوُجُوْدِ بِغَيْرِ مَادَّةٍ সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য দৃষ্টান্তের কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহর বাণী– وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

اَلْاَفْلَاكْ এবং اَلْاَرَضِيْن শব্দদ্বয়কে جَمْع বা বহুবচন নেওয়ার কারণ : আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা তালাকে ইরশাদ করেছেন– اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা সপ্তাকাশ ও অনুরূপ সাত জমিনকে সৃষ্টি করেছেন।' উক্ত আয়াতে কারীমায় সাতটি আসমান ও সাতটি জমিনের কথা বলা হয়েছে। আর গ্রন্থকার আল্লামা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (র.) আকাশ ও জমিন সাতটি হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করার জন্যই এখানে اَلْاَرَضِيْن এবং اَفْلَاك শব্দ দয়কে جَمْع বা বহুবচনের শব্দ দিয়ে উল্লেখ করেছেন।

অবশ্য কেউ কেউ এখানে একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন এভাবে যে, اَلْاَفْلَاكْ ও اَلْاَرَضِيْن-এর মাঝে ৭টি অক্ষর বিদ্যমান। আর আকাশ ও পৃথিবীর সংখ্যাও সাতটি। এ কারণেই গ্রন্থকার এখানে উক্ত শব্দ দু'টি বহুবচনরূপে নিয়ে এসেছেন। যাতে করে পাঠক বুঝতে পরে যে, আকাশ ও পৃথিবীর সংখ্যাও অনুরূপ সাতটি।

اَلصَّلٰوةُ-এর আভিধানিক অর্থ : صَلٰوة শব্দটি فَعَالٌ-এর ওজনে বাবে تَفْعِيْلٌ-এর মাসদার। صَلّٰى মাদ্দাহ থেকে নির্গত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ–বাঁকাকাষ্ঠ আগুনে পুড়িয়ে সোজা করা। তা صَلَّيْتُ الْعُوْدَ عَلَى النَّارِ হতে নেওয়া হয়েছে। صَلٰوة শব্দের নেসবতের বিভিন্নতার কারণে তার অর্থেরও বিভিন্ন রূপ হয়। যেমন– صَلٰوة-এর নেসবত আল্লাহ তা'আলার দিকে হলে তার অর্থ হবে 'অনুগ্রহ'। ফেরেশতাদের দিকে হলে এর অর্থ হবে 'ক্ষমা প্রার্থনা করা'। আর মানুষের সাথে সম্বন্ধ হলে এর অর্থ হবে প্রার্থনা করা। আর অন্যান্য প্রাণীর দিকে صَلٰوة-এর নেসবত হলে অর্থ হবে গুণকীর্তন করা। কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে صَلٰوة শব্দটি প্রথমোক্ত তিনটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহর তা'আলার বাণী–

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ ـ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

www.eelm.weebly.com

اَلصَّلٰوةُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, শরিয়ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে কিয়াম, রুকু ও সিজদার মাধ্যমে আল্লাহর গুণকীর্তন করাকে صَلٰوةٌ বলা হয়।

আল-মু'জামুল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতার মতে- اَلْعِبَادَةُ الْمَخْصُوْصَةُ الْمُبَيَّنَةُ حُدُوْدُ اَوْقَاتِهَا فِى الشَّرِيْعَةِ আল্লাহ তা'আলার বাণী- অর্থাৎ সালাত এমন একটি বিশেষ ইবাদতের নাম, যার সময়সীমা শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত।

قَوْلُهٗ نَبِيًّا - نَبِىٌّ-এর আভিধানিক অর্থ : نَبِىٌّ শব্দটি نَبَأٌ শব্দমূল থেকে নির্গত। এটা একবচন, বহুবচনে اَنْبِيَاءُ -এর আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে অভিধানবেত্তাদের বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। যেমন-

১. কারো মতে, এটা نَبَاءٌ শব্দ হতে নির্গত। এর অর্থ-সংবাদ বাহক।

২. কারো মতে, এর মূল হচ্ছে نَبُوْءٌ অর্থ-উচ্চ মর্যাদাবান ও উন্নত মান-সম্মান সম্পন্ন।

৩. আযহারীর মতে, এটা نَبِىْءٌ হতে নির্গত। এর অর্থ-পন্থা ও রাস্তা প্রদর্শক।

نَبِىٌّ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামি পরিভাষায় বলা হয়-

مَنْ يَصْطَفِيْهِ اللّٰهُ مِنَ النَّاسِ لِهِدَايَةِ الْبَشَرِ وَلٰكِنْ مَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ অর্থাৎ 'নবী হলো মানবজাতিকে হেদায়াত করার জন্য মহান আল্লাহ মানুষের মধ্য হতে যাঁকে মনোনীত করেছেন, কিন্তু তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করা হয়নি।' এখানে নবী দ্বারা আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে। কারণ, তাঁকেই আদম (আ.) সৃষ্টির বহু আগেই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। তিনি মূলত রাসূলও বটে। উল্লেখ্য, প্রত্যেক রাসূলই নবীর মর্যাদায় ভূষিত, কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল হিসেবে স্বীকৃত নন।

قَوْلُهٗ وَاٰدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ-এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারত দ্বারা বুঝা যায়, হযরত আদম (আ.) পানি ও মাটির মধ্যে ছিলেন। এ কথার মর্মার্থ হচ্ছে, আদম (আ.)-এর জন্ম না হওয়ার পূর্ববর্তী সময়। অর্থাৎ হযরত আদম (আ.)-এর জন্মের পূর্বেও হযরত মুহাম্মদ ﷺ নবী ছিলেন। যেমন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন- كُنْتُ نَبِيًّا وَاٰدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ

قَوْلُهٗ وَعَلٰى اٰلِهٖ-এর আলোচনা : اٰلٌ শব্দটি মূলত اَهْلٌ ছিল। কেননা, এর تَصْغِيْر আসে اُهَيْلٌ আর تَصْغِيْر দ্বারা মূল হরফের পরিচয় পাওয়া যায়। অতঃপর هَا-কে خِلَافُ قِيَاسٍ (খিলাফে কিয়াস) আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

اٰلٌ ও اَهْلٌ-এর মধ্যে পার্থক্য : اٰلٌ ও اَهْلٌ-এর পার্থক্য নিম্নরূপ-

১. اٰلٌ শব্দটি خَاصٌّ যা শুধুমাত্র সম্ভ্রান্ত বংশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। চাই দুনিয়ার দিক দিয়ে হোক কিংবা আখিরাতের দিক দিয়ে হোক। আর اَهْلٌ শব্দটি عَامٌّ সম্মানী ও অসম্মানী সকল বংশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

২. اٰلٌ শব্দের সম্বোধন ذوى العقول-এর দিকে হয়। আর اَهْلٌ শব্দের সম্বোধন ذَوِى الْعُقُوْلِ ও غَيْرُ ذَوِى الْعُقُوْلِ সবার দিকে হয়।

৩. اٰلٌ শব্দটি পুরুষের দিকে, আর اَهْلٌ শব্দটি পুরুষ-মহিলা উভয়ের দিকে হয়।

৪. اٰلٌ-এর اِضَافَتٌ ইসমে ظَاهِرٌ-এর দিকে। আর اَهْلٌ-এর اِضَافَتٌ ইসমে ظَاهِرٌ ও ইসমে ضَمِيْر উভয়ের দিকে হয়।

قَوْلُهٗ اَصْحَابٌ -এর আলোচনা : এখানে اَصْحَابٌ শব্দটি صَحْبٌ-এর বহুবচন এবং صَحْبٌ শব্দটি صَاحِبٌ-এর বহুবচন। মাদ্দাহ (ص - ح - ب) আর صَحَابِىٌّ সেই ব্যক্তি, যিনি ঈমান অবস্থায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং ঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লামা সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান (র.)-এর ভাষায়-

اَلصَّحَابِىُّ هُوَ مَنْ لَقِىَ النَّبِىَّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهٖ وَمَاتَ عَلَى الْاِيْمَانِ.

قَوْلُهٗ بَعْدُ-এর আলোচনা : بَعْدُ শব্দটি ظُرُوْفُ زَمَانِيَّةٌ-এর অন্তর্ভুক্ত। এর مُضَافُ اِلَيْهِ নিয়তে উহ্য থাকে। সুতরাং এটা পেশের উপর مَبْنِىٌّ হয়েছে, মূল ইবারত হলো- بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلٰوةِ আরব ঐতিহাসিকদের মতে, সর্বপ্রথম কুস ইবনে সায়েদা পণ্ডিত তাঁর বক্তব্যে اَمَّا بَعْدُ শব্দের ব্যবহার করেন।

قَوْلُهٗ فَهٰذِهٖ-এর আলোচনা : গ্রন্থকার এখানে هٰذِهٖ দ্বারা ইলমে মানতিকের কাল্পনিক মাসআলাগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যেগুলো অত্র কিতাবে আলোচিত হবে। এতে فَاءٌ অক্ষরটি تَوَهُّمُ اَمَّا-এর ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে। تَوَهُّمُ اَمَّا-এর অর্থ হলো 'যদিও'। এখানে প্রকৃতপক্ষে اَمَّا শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু এরূপ স্থানে সাধারণত اَمَّا নেওয়া হয়ে থাকে। আর اَمَّا-এর জবাবে যেহেতু فَاءٌ নেওয়া হয়, সেহেতু এখানে فَاءٌ নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهٗ عِلْمُ الْمِيْزَانِ -এর আলোচনা : আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, عِلْمُ الْمِيْزَانِ দ্বারা عِلْمُ مَنْطِقٍ-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা, عِلْمُ مَنْطِقٍ এটা عَقْلٌ-এর জন্য পাল্লাস্বরূপ, যা দ্বারা সহীহ বা শুদ্ধ ধ্যান-ধারণা, পরিমাপ ও ভ্রান্ত ধারণার ত্রুটি-বিচ্যুতি ইত্যাদি জানা যায়। আর পরিমাপ করার যন্ত্রকে আরবিতে مِيْزَانٌ বলা হয়। সুতরাং عِلْمُ مَنْطِقٍ জ্ঞান ও আকলের জন্য পাল্লা বা পরিমাপ যন্ত্র বিশেষ বিধায় এটাকে عِلْمُ الْمِيْزَانِ বলা হয়েছে। শব্দটির ব্যবহার পবিত্র কুরআনেও লক্ষ্য করা যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী-

١. وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ.

٢. وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ.

٣. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ.

ضَبَطَهَا ও حَفِظَهَا বাক্যে هَا যমীরের مَرْجِعٌ : আলোচ্য শব্দদ্বয় তথা حَفِظَهَا ও ضَبَطَهَا-এর মধ্যকার ، যমীর দু'টিই এর পূর্বের فُصُوْلٌ-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। এর অর্থ- এ পরিচ্ছেদগুলো মুখস্থ করা এবং সংরক্ষণ করা অত্যাবশ্যক।

www.eelm.weebly.com

مُقَدِّمَةٌ
ভূমিকা

اِعْلَمْ اَنَّ الْعِلْمَ يُطْلَقُ عَلٰى مَعَانٍ اَوَّلُهَا حُصُوْلُ صُوْرَةِ الشَّئْ فِى الْعَقْلِ ثَانِيْهَا الصُّوْرَةُ الْحَاصِلَةُ مِنَ الشَّئْ عِنْدَ الْعَقْلِ ثَالِثُهَا اَلْحَاضِرُ عِنْدَ الْمُدْرِكِ رَابِعُهَا قَبُوْلُ النَّفْسِ لِتِلْكَ الصُّوْرَةِ خَامِسُهَا اَلْاِضَافَةُ الْحَاصِلَةُ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْمَعْلُوْمِ ـ وَيَنْقَسِمُ عَلٰى قِسْمَيْنِ اَحَدُهُمَا يُقَالُ لَهُ التَّصَوُّرُ وَثَانِيْهِمَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالتَّصْدِيْقِ اَمَّا التَّصَوُّرُ فَهُوَ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِيْنَ اَلْاِدْرَاكُ الْخَالِىْ عَنِ الْحُكْمِ وَالْمُرَادُ بِالْحُكْمِ نِسْبَةُ اَمْرٍ اِلٰى اَمْرٍ اٰخَرَ اِيْجَابًا اَوْ سَلْبًا وَاِنْ شِئْتَ قُلْتَ اِيْقَاعًا اَوْ اِنْتِزَاعًا وَقَدْ يُفَسَّرُ الْحُكْمُ بِوُقُوْعِ النِّسْبَةِ اَوْ لَاوُقُوْعِهَا كَمَا اِذَا تَصَوَّرْتَ "زَيْدًا" وَحْدَهُ اَوْ "قَائِمًا" وَحْدَهُ مِنْ دُوْنِ اَنْ تُثْبِتَ الْقِيَامَ لِزَيْدٍ اَوْ تَسْلِبَهُ عَنْهُ ـ

সরল অনুবাদ : জেনে রাখো যে, عِلْمٌ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়। তন্মধ্যে প্রথমটি হলো– কোনো জিনিসের আকৃতি অন্তরে অর্জিত হওয়া। দ্বিতীয়টি হলো– ঐ আকৃতি যা কোনো জিনিস হতে অন্তরে অর্জিত হয়। তৃতীয়টি হলো– বোধসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট উপস্থিত বিষয়। চতুর্থটি হলো– ঐ (ধারণকৃত) আকৃতিটিকে অন্তর কর্তৃক গ্রহণ করা। পঞ্চমটি হলো– ঐ সম্পর্ক যা عَالِمْ (জ্ঞানী) ও مَعْلُوْمْ (জ্ঞাত) বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান।

আর তা (عِلْمُ حُصُوْلِى حَادِثْ) আবার দু' ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে একটিকে বলা হয় تَصَوُّرْ এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় تَصْدِيْق। সুতরাং تَصَوُّرْ হলো এমন ইলম যা হুকুমশূন্য, আর হুকুম বলতে এক বস্তুর সাথে অপর বস্তুর ইতিবাচক বা নেতিবাচক সম্পর্ককে বুঝানো হয়েছে। এটাকে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, একটি বিষয়ের সাথে অপর একটি বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপন (اِيْقَاعْ) করা বা দূরীভূত (اِنْتِزَاعْ) করা। কখনো حُكْم-এর ব্যাখ্যা 'সম্পর্ক স্থাপন' বা 'সম্পর্ক না হওয়া'র দ্বারাও করা হয়। যথা– তুমি যায়েদের দণ্ডায়মান হওয়া বা না হওয়ার গুণ সাব্যস্ত ব্যতীত শুধু যায়েদ বা শুধু দণ্ডায়মান হওয়ার কল্পনা করলে।

শাব্দিক অনুবাদ : مُقَدِّمَةٌ ভূমিকা اِعْلَمْ জেনে রাখো اَنَّ الْعِلْمَ যে, عِلْم শব্দটি يُطْلَقُ عَلٰى مَعَانٍ বিভিন্ন অর্থের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় اَوَّلُهَا তন্মধ্যে প্রথমটি হলো– حُصُوْلُ অর্জিত হওয়া صُوْرَةُ الشَّئْ কোনো জিনিসের আকৃতি فِى الْعَقْلِ অন্তরে ثَانِيْهَا দ্বিতীয়টি হলো– الصُّوْرَةُ ঐ আকৃতি الْحَاصِلَةُ مِنَ الشَّئْ যা কোনো জিনিস হতে অর্জিত হয় عِنْدَ الْعَقْلِ অন্তরে ثَالِثُهَا তৃতীয়টি হলো– اَلْحَاضِرُ উপস্থিত বিষয় عِنْدَ الْمُدْرِكِ বোধসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট رَابِعُهَا চতুর্থ হলো– قَبُوْلُ النَّفْسِ অন্তর কর্তৃক গ্রহণ করা لِتِلْكَ الصُّوْرَةِ ঐ (ধারণকৃত) আকৃতিকে خَامِسُهَا পঞ্চমটি হলো– اَلْاِضَافَةُ الْحَاصِلَةُ ঐ সম্পর্ক যা بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْمَعْلُوْمِ عَالِمْ (জ্ঞানী) ও مَعْلُوْمْ (জ্ঞাত) বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান وَيَنْقَسِمُ আর তা আবার বিভক্ত عَلٰى قِسْمَيْنِ দু'ভাগে اَحَدُهُمَا তন্মধ্যে একটিকে يُقَالُ لَهُ التَّصَوُّرُ বলা হয় تَصَوُّرْ ـ وَثَانِيْهِمَا এবং দ্বিতীয়টিকে يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالتَّصْدِيْقِ বলা হয় تَصْدِيْق ـ اَمَّا التَّصَوُّرُ সুতরাং تَصَوُّرْ হলো فَهُوَ الْاِدْرَاكُ الْخَالِىْ এমন ইলম যা শূন্য عن الحكم হুকুম হতে وَالْمُرَادُ بِالْحُكْمِ আর হুকুম বলতে বুঝানো হয়েছে

www.eelm.weebly.com

وَاِنْ شِئْتَ قُلْتَ نِسْبَةُ اَمْرٍ اِلٰى اَمْرٍ اٰخَرَ এক বস্তুর সাথে অপর বস্তুর সম্পর্ককে اِيْجَابًا اَوْ سَلْبًا ইতিবাচক বা নেতিবাচক অথবা এভাবেও বলা যেতে পারে যে, اِيْقَاعًا اَوْ اِنْتِزَاعًا একটি বিষয়ের সাথে অপর একটি বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপন (اِيْقَاع) করা বা দূরীভূত (اِنْتِزَاع) করা وَقَدْ يُفَسَّرُ الْحُكْمُ কখনো حُكْم-এর ব্যাখ্যা করা হয় بِوُقُوْعِ النِّسْبَةِ اَوْ لَا وُقُوْعِهَا 'সম্পর্ক স্থাপন' বা 'সম্পর্ক না হওয়া'র দ্বারাও كَمَا اِذَا تَصَوَّرْتَ যথা–তুমি কল্পনা করলে "زَيْدًا" وَحْدَهٗ শুধু যায়েদের اَوْ "قَائِمًا" وَحْدَهٗ বা শুধু দণ্ডায়মান হওয়ার مِنْ دُوْنِ ব্যতীত اَنْ تَثْبُتَ الْقِيَامَ لِزَيْدٍ যায়েদের দণ্ডায়মান সাব্যস্ত হওয়ার اَوْ سَلْبُهٗ عَنْهُ বা না হওয়ার।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ مُقَدَّمَةٌ -এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, مُقَدَّمَةٌ শব্দটি اِسْمُ مَفْعُوْلٍ-এর সীগাহ, বাবে تَفْعِيْلٌ থেকে ব্যবহৃত। অর্থ– ভূমিকা, পূর্বাভাষা, যা মূল আলোচ্য বিষয়ের পূর্বে উল্লেখ করা হয়। যাতে মূল বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয় এবং যা দ্বারা মূল বিষয়ের সাথে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এখানে مُقَدَّمَةٌ শব্দটি هٰذِهٖ উহ্য মুবতাদার খবর। এটি مُقَدَّمَةُ الْجَيْشِ হতে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সৈন্যদের ঐ দল যারা সৈন্যদের পূর্বে যুদ্ধের মাঠে পৌছে পানি ইত্যাদির ব্যবস্থা করে। অতঃপর مُقَدَّمَةٌ দু' প্রকার। ১. مُقَدَّمَةُ الْعِلْمِ ২. مُقَدَّمَةُ الْكِتَابِ সুতরাং عِلْمٌ . غَرَضٌ . تَعْرِيْفُ عِلْمٍ এবং مَوْضُوْعُ عِلْمٍ-কে مُقَدَّمَةُ الْعِلْمِ বলে। আর যে বিষয় মূল বিষয়ের বুঝার সহায়ক হয়, তাকে مُقَدَّمَةُ الْكِتَابِ বলা হয়। যেমন– ভূমিকায় বর্ণিত পরিভাষা ইত্যাদি যা মূল বিষয়ের পূর্বে হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ عِلْمٌ-এর আলোচনা :

আভিধানিক অর্থ : اَلْعِلْمُ শব্দটি বাবে سَمِعَ-এর মাসদার। মাদ্দাহ (ع . ل . م) জিনসে صَحِيْحٌ ইংরেজি প্রতিশব্দ Knowledge. এটা একবচন, বহুবচনে عُلُوْمٌ ; আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. اِدْرَاكُ الشَّيْءِ بِحَقِيْقَتِهٖ তথা কোনো কিছুকে যথার্থরূপে পাওয়া বা সে সম্বন্ধে জানা।
২. اَلْمَعْرِفَةُ তথা জানা। যেমন আল্লাহর বাণী– لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا
৩. اَلْفَهْمُ তথা উপলব্ধি করা।
৪. اَلتَّعَقُّلُ তথা হৃদয়ঙ্গম করা।
৫. اَلْيَقِيْنُ তথা দৃঢ়বিশ্বাস।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. মিরকাত প্রণেতা আল্লামা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (র.) বলেন– اَلْعِلْمُ هُوَ حُصُوْلُ صُوْرَةِ الشَّيْءِ فِى الْعَقْلِ
অর্থাৎ عِلْم হলো কোনো বস্তুর আকার-আকৃতি স্মৃতিপটে অঙ্কিত হওয়া।
২. শরহে তাহযীব গ্রন্থকার বলেন– اَلْعِلْمُ هُوَ الصُّوْرَةُ الْحَاصِلَةُ مِنَ الشَّيْءِ عِنْدَ الْعَقْلِ
অর্থাৎ ইলম হলো স্মৃতিতে অঙ্কিত কোনো বিষয়ের প্রতিচ্ছবি।
৩. আল্লামা মাতুরীদী (র.) বলেন– اَلْعِلْمُ هُوَ صِفَةٌ بَسِيْطَةٌ ذَاتَ اِضَافَةٍ اِلَى الْمَعْلُوْمِ
অর্থাৎ عِلْم হচ্ছে এমন একটি সুপ্রশস্ত গুণ, যা জ্ঞাত বিষয়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত।
৪. মিরকাত প্রণেতা عِلْم-এর পাঁচটি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যথা– ক. حُصُوْلُ صُوْرَةِ الشَّيْءِ فِى الْعَقْلِ তথা কোনো বস্তুর আকৃতি স্মৃতিপটে অর্জিত হওয়া। খ. اَلصُّوْرَةُ الْحَاصِلَةُ مِنَ الشَّيْءِ عِنْدَ الْعَقْلِ তথা স্মৃতিতে অঙ্কিত কোনো কিছুর প্রতিচ্ছবি। গ. اَلْحَاضِرُ عِنْدَ الْمُدْرِكِ তথা বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট উপস্থিত বিষয়। ঘ. قَبُوْلُ النَّفْسِ لِتِلْكَ الصُّوْرَةِ তথা ঐ ধারণকৃত আকৃতিটি স্মৃতি কর্তৃক গ্রহণ করা। ঙ. اَلْاِضَافَةُ الْحَاصِلَةُ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْمَعْلُوْمِ তথা জ্ঞানী ও জ্ঞাত বিষয়ের মধ্যকার অর্জিত সম্পর্কটি হলো ইলম।
৫. কারো কারো মতে– اَلْعِلْمُ هُوَ نُوْرٌ يَهْتَدِىْ بِهِ النَّاسُ مِنَ الْجَهَالَةِ অর্থাৎ عِلْمٌ হচ্ছে এমন একটি আলো যা দ্বারা মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকার হতে সঠিক পথের সন্ধান পায়।
৬. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেন– اَلْعِلْمُ هُوَ مِنْ اَجْلَى الْبَدِيْهِيَّاتِ অর্থাৎ عِلْم হচ্ছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট বস্তু, যাতে ব্যাখ্যার কোনো অবকাশ নেই।

اَقْسَامُ الْعِلْمِ : اَلْعِلْمُ-এর প্রকারভেদ :

ইলম প্রথমত দু'প্রকার : ১. عِلْمٌ حُضُوْرِىٌّ ২. عِلْمٌ حُصُوْلِىٌّ এ উভয়টি আবার দু'ভাগে বিভক্ত ১. قَدِيْمٌ ২. حَادِثٌ

এখন সর্বমোট عِلْم চারভাগে বিভক্ত : ১. حُضُوْرِىٌّ حَادِثٌ ২. حُضُوْرِىٌّ قَدِيْمٌ ৩. حُصُوْلِىٌّ حَادِثٌ ৪. حُصُوْلِىٌّ قَدِيْمٌ অতঃপর عِلْم-এর সম্মুখে যদি مَعْلُوْمٌ-এর সত্তা বিদ্যমান হয় তখন এটি عِلْمٌ حُضُوْرِىٌّ হবে। আর যদি শুধু مَعْلُوْمٌ-এর গঠন ও আকৃতি

www.eelm.weebly.com

বিদ্যমান হয়, তাহলে عِلْم حُصُوْلِيْ হবে। আর এখানে ইলম বলতে عِلْمُ حُصُوْلِيْ حَادِثْ-ই উদ্দেশ্য হবে; বাকিগুলো নয়। কেননা, এ চার প্রকার ইলমের মধ্যে শুধুমাত্র عِلْم حُصُوْلِيْ حَادِثْ-ই بَدِيْهِيْ-এর দিকে বিভক্ত হয় এবং জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, حُكَمَاءْ এবং اَجَلْ مُتَكَلِّمِيْن-এর নিকট مَفْهُوْم عِلْم টা نَظَرِيْ ও بَدِيْهِيْ হওয়ার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য রয়েছে। কারো মতে, عِلْم টি হলো اَلْبَدِيْهِيَّاتْ তথা স্পষ্ট بَدِيْهِيَّاتْ-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দরুন এর সংজ্ঞা বর্ণনা করার কোনো আবশ্যকতা নেই। আবার কারো কারো মতে, এটা نَظَرِيَّاتْ-এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর আবার তাঁদের মধ্যে কয়েক শ্রেণী হয়ে গেছে। এক শ্রেণীর অভিমত হলো, مَفْهُوْم عِلْم টি হলো نَظَرِيْ তবে مُمْكِنُ الْحُصُوْلِ বা অর্জন করা সম্ভব। আর এক শ্রেণীর মন্তব্য হলো এটি نَظَرِيْ তবে مُمْتَنِعُ الْحُصُوْلِ বা অর্জন করা অসম্ভব।

উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা গেল যে, মানতিকশাস্ত্রে ইলম বলতে عِلْمُ حُصُوْلِيْ حَادِثْ-কেই বুঝানো হয়। কাজেই حُصُوْلِيْ حَادِثْ অর্থে عِلْم টা দু'ভাগে বিভক্ত : ১. تَصَوُّرْ (কল্পনাগত জ্ঞান), ২. تَصْدِيْقْ (প্রতিপন্ন জ্ঞান)।

قَوْلُهٗ وَيَنْقَسِمُ الخ-এর আলোচনা : عِلْم-এর প্রকারভেদ : মানতিক গ্রন্থকার عِلْمُ حُصُوْلِيْ الْحَادِثُ-এর প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, عِلْم প্রথমত দু' প্রকার। যথা– ১. تصور ২. تَصْدِيْق উক্ত দু' প্রকার عِلْم-এর পরিচয় নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

مَعْنَى التَّصَوُّرِ لُغَةً : [تَصَوُّرْ-এর আভিধানিক অর্থ] : تَصَوُّرْ শব্দটি বাবে تَفَعُّلْ-এর মাসদার। মূলবর্ণ (ص . و . ر) জিনসে اجوف واوى অর্থ– ১. اَلتَّوَهُّمُ বা ধারণা করা, ২. اَلشَّكْلُ বা আকৃতি, আকার, ৩. اَلتَّصْوِيْرُ বা ছবি আঁকা। যেমন আল্লাহর বাণী– ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ৪. اِسْتِحْضَارُ صُوْرَةٍ فِى الذِّهْنِ বা স্মৃতিপটে কোনো কিছুর আকৃতি উপস্থিত হওয়া।

مَعْنَى التَّصَوُّرِ اِصْطِلَاحًا [تَصَوُّرْ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা] :

১. মিরকাত গ্রন্থকার আল্লামা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (র.) বলেন– هُوَ الْاِدْرَاكُ الْخَالِىْ عَنِ الْحُكْمِ অর্থাৎ تَصَوُّرْ হলো সে উপলব্ধি যা হুকুম হতে মুক্ত, যার মধ্যে কোনো প্রকার হুকুম থাকে না।

২. মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন– هُوَ اِدْرَاكُ الْمُفْرَدِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهَا بِنَفْيٍ اَوْ اِثْبَاتٍ অর্থাৎ تَصَوُّرْ হ্যাঁ-বাচক বা না-বাচকের হুকুম না দিয়ে مُفْرَد-এর অনুধাবন করা।

৩. ইলমুল নাফস গ্রন্থে বলা হয়েছে– اِسْتِحْضَارُ صُوْرَةِ الشَّيْءِ مَحْسُوْسٍ فِى الْعَقْلِ دُوْنَ التَّصَرُّفِ فِيْهِ অর্থাৎ কোনো অনুভূতিযোগ্য বস্তু কোনোরূপ পরিবর্তন ছাড়া বিবেকে উপস্থিত করা।

مَعْنَى التَّصْدِيْقِ لُغَةً : [تَصْدِيْق-এর আভিধানিক অর্থ] : تَصْدِيْق শব্দটি বাবে تَفْعِيْل-এর মাসদার, মূলবর্ণ (ص . د . ق) জিনসে صَحِيْح অর্থ হলো– ১. ضِدُّ التَّكْذِيْبِ বা মিথ্যার বিপরীত মনে করা, ২. حَقَّقَهٗ বা সঠিক ভাবা, ৩. আস্থা স্থাপন করা, ৪. সত্যতা প্রমাণ করা, ৫. বিশ্বাস করা। যেমন, কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে শব্দটির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়–

١. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ .
٢. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى .
٣. فَاَتِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ .
٤. وَالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ .

مَعْنَى التَّصْدِيْقِ اِصْطِلَاحًا : تَصْدِيْق-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. মিরকাত গ্রন্থকার আল্লামা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (র.) বলেন– هُوَ الْاِدْرَاكُ مَعَ الْحُكْمِ অর্থাৎ হুকুমসহ কোনো বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। যেমন– زَيْدٌ قَائِمٌ অর্থাৎ যায়েদ দাঁড়ানো। এখানে যায়েদের সাথে দাঁড়ানোর হুকুম স্থাপিত হয়েছে।

২. হুকামাদের মতে– اَلتَّصْدِيْقُ هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْحُكْمِ الْمُقَارِنِ لِلتَّصَوُّرَاتِ الثَّلَاثَةِ অর্থাৎ تَصْدِيْق বলা হয় ঐ হুকুমকে, যা তিনটি تَصَوُّرْ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট।

৩. ইমাম রাযী (র.) বলেন– هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوْعِ الْحُكْمِ وَتَصَوُّرَاتِ الْاَطْرَافِ অর্থাৎ تَصْدِيْق হচ্ছে বাক্যের অংশসমূহের تَصَوُّرْ এবং হুকুমসমূহের নাম

৪. আল-মু'জামুল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতা বলেন– هُوَ اِدْرَاكُ الْحُكْمِ اَوِ النِّسْبَةِ طَرَفَيِ الْقَضِيَّةِ অর্থাৎ تَصْدِيْق বলা হয়। হুকুমের জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হওয়া। অথবা قَضِيَّةٌ-এর দুই দিকের নিসবত সম্পর্কে অবগত হওয়াকে।

৫. সুল্লামুল উলূম গ্রন্থকারের মতে– فَاِنْ كَانَ اِعْتِقَادُ النِّسْبَةِ خَبَرِيَّةً فَتَصْدِيْقٌ অর্থাৎ নিনিসবতের ই'তিকাদটি যদি সংবাদ হয় তাহলে তাকেই تَصْدِيْق বলা হবে।

সার কথা হলো, যে হুকুম তিনটি تَصْدِيْق-এর সাথে সম্পৃক্ত, তাকে تَصْدِيْق বলে।

www.eelm.weebly.com

قَوْلُهُ عَنِ الْحُكْمِ الخ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে حُكْم-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার (র.) বলেন, حُكْم চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা- ১. اِعْتِقَادٌ جَازِمٌ ২. نِسْبَةٌ تَقْيِيْدِيَّةٌ ৩. نِسْبَةٌ خَبَرِيَّةٌ ৪. نِسْبَةٌ حُكْمِيَّةٌ

تَصَوُّرٌ ও تَصْدِيْقٌ-এর বর্ণিত সংজ্ঞায় সাধারণত শেষোক্ত অর্থটিই [نِسْبَةٌ حُكْمِيَّةٌ] প্রযোজ্য। এটাকে نِسْبَتْ اِذْعَانِىْ-ও বলা হয়। এ নিসবত পুনরায় দু'প্রকার। যথা- ১. اِيْجَابِىْ (ইতিবাচক) যথা- زَيْدٌ قَائِمٌ এখানে قِيَامٌ-কে زَيْد-এর জন্য اِيْجَابٌ সাব্যস্ত করা হয়েছে। ২. سَلْبِىْ (নেতিবাচক) যথা- زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ এখানে قِيَامٌ-কে زَيْدٌ থেকে سَلْب তথা দূর করা হয়েছে।

تَصْدِيْق-এর উপর تَصَوُّرْ-কে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণ : تَصْدِيْق-এর উপর تَصَوُّرْ-কে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার বলেন- لِتَقَدُّمِهِ طَبْعًا لِاَنَّ كُلَّ تَصْدِيْقٍ لَابُدَّ فِيْهِ مِنَ التَّصَوُّرِ অর্থাৎ স্বভাবগতভাবে تَصَوُّرْ-টি تَصْدِيْق-এর উপর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। কারণ, تَصْدِيْق-এর জন্য تَصَوُّرْ আবশ্যক।

قَوْلُهُ وُقُوْعُ النِّسْبَةِ اَوْ لَا وُقُوْعُهَا-এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে-মুসান্নিফ (র.) نِسْبَةٌ সংগঠিত হওয়া বা না হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং এখানে মুসান্নিফ (র.) حُكْم দ্বারা দ্বিতীয় অর্থকে উদ্দেশ্য করেছেন। কিন্তু এখানে দ্বিতীয় অর্থ প্রযোজ্য নয়। কেননা, দ্বিতীয় অর্থে تَصَوُّرْ-এর মধ্যেও হুকুম পাওয়া যায়। যেমন- কল্পনা (تَخْيِيْل), সন্দেহ (شَكّ) ও ধারণা (وَهْم) যুক্ত বাক্যেও حُكْم পাওয়া যায়। অথচ এ সবগুলোই হচ্ছে تَصَوُّرْ।
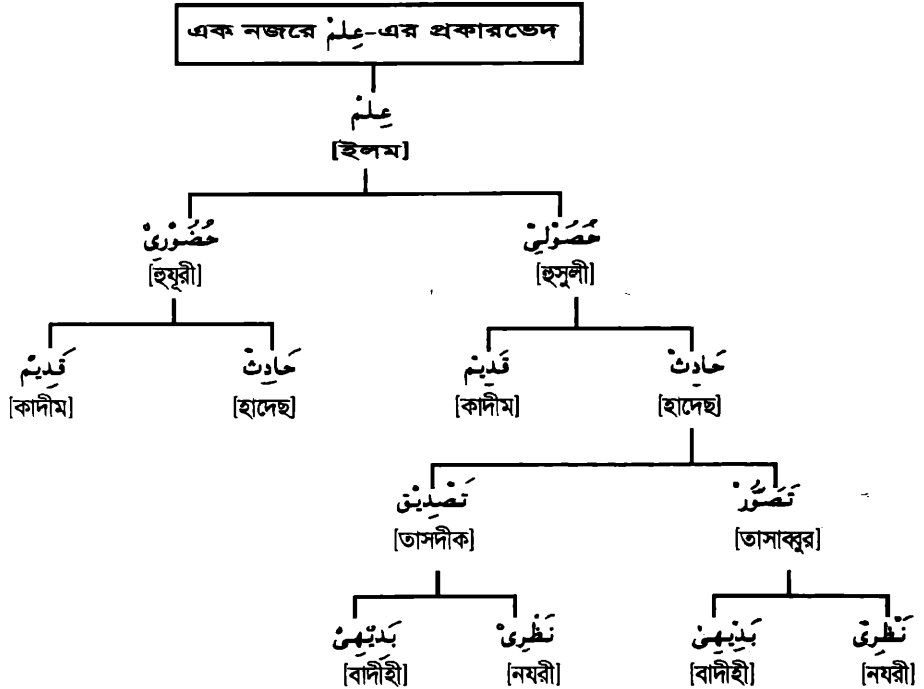
قَوْلُهُ كَمَا اِذَا تَصَوَّرْتَ زَيْدًا وَحْدَهُ الخ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতের মাধ্যমে শুধুমাত্র تَصَوُّرٌ مُفْرَدٌ-এর এক প্রকারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া تَصَوُّر-এর আরো কয়েকটি প্রকার রয়েছে। যেমন-

১. اَلتَّصَوُّرُ بِلَا نِسْبَةٍ অর্থাৎ কোনো প্রকার نِسْبَةٌ ছাড়াই تَصَوُّرْ।

২. এমন বিষয়ের تَصَوُّرْ যাতে نِسْبَةٌ تَامَّةٌ হবে না; বরং نِسْبَةٌ تَاكِيْدِىْ হবে। যেমন- غُلَامُ زَيْدٍ-এর تَصَوُّرْ।

৩. এমন বিষয়ের تَصَوُّرْ যাতে نِسْبَةٌ تَامَّةٌ হয়েও نِسْبَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ হবে, তবে نِسْبَةٌ خَبَرِيَّةٌ হবে না। যেমন- اِضْرِبْ

৪. এমন বিষয়ের تَصَوُّرْ যাতে نِسْبَةٌ تَامَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়ে شَكِّىْ হবে, কিন্তু نِسْبَةٌ اِذْعَانِىْ হবে না।

www.eelm.weebly.com

اَمَّا التَّصْدِيْقُ فَهُوَ عَلٰى قَوْلِ الْحُكَمَاءِ عِبَارَةٌ عَنِ الْحُكْمِ الْمُقَارِنِ لِلتَّصَوُّرَاتِ فَالتَّصَوُّرَاتُ الثَّلٰثَةُ شَرْطٌ لِوُجُوْدِ التَّصْدِيْقِ وَمِنْ ثَمَّ لَايُوْجَدُ التَّصْدِيْقُ بِلَا تَصَوُّرٍ وَالْاِمَامُ الرَّازِىُّ يَقُوْلُ اِنَّهٗ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوْعِ الْحُكْمِ وَتَصَوُّرَاتِ الْاَطْرَافِ فَاِذَا قُلْتَ زَيْدٌ قَائِمٌ وَاَذْعَنْتَ بِقِيَامِ زَيْدٍ تَحْصُلُ لَكَ عُلُوْمٌ ثَلٰثَةٌ اَحَدُهَا عِلْمُ زَيْدٍ وَثَانِيْهَا اِدْرَاكُ مَعْنٰى قَائِمٍ وَثَالِثُهَا عِلْمُ الْمَعْنَى الرَّابِطِيِّ الَّذِىْ يُعَبَّرُ عَنْهُ فِى الْفَارِسِيَّةِ بِهَسْت فِى الْاِيْجَابِ وَنِيْست فِى السَّلْبِ وَ ہے وَ نہيں فِى الْهِنْدِيَّةِ وَيُقَالُ لِهٰذَا الْمَعْنَى الْحُكْمُ تَارَةً وَالنِّسْبَةُ الْحُكْمِيَّةُ اُخْرٰى فَاِذَا اَتْقَنْتَ مَا عَلَّمْنَاكَ فَاعْلَمْ اَنَّ الْحُكَمَاءَ يَزْعَمُوْنَ اَنَّ التَّصْدِيْقَ لَيْسَ اِلَّا اِدْرَاكُ الْمَعْنَى الرَّابِطِيِّ وَالْاِمَامُ يَزْعَمُ اَنَّ التَّصْدِيْقَ مَجْمُوْعُ الْاِدْرَاكَاتِ الثَّلٰثَةِ اَعْنِىْ تَصَوُّرَ الْمَحْكُوْمِ عَلَيْهِ وَتَصَوُّرَ الْمَحْكُوْمِ بِهٖ وَاِدْرَاكُ النِّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ الْمُسَمّٰى بِالْحُكْمِ ـ

সরল অনুবাদ : সুতরাং تَصْدِيْق তা হুকামাদের মতানুসারে এমন হুকুম যা تَصَوُّرْ সমূহের সাথে সম্পৃক্ত। অতএব, تَصَوُّرَاتْ ثَلَاثَهْ বা তাসাব্বুরত্রয় تَصْدِيْق-এর অস্তিত্বের জন্য শর্ত। এ কারণেই تَصَوُّرْ ব্যতীত تَصْدِيْق লাভ হয় না। আর ইমাম রাযী (র.)-এর মতে– تَصْدِيْق হচ্ছে হুকুমের সমষ্টি ও تَصَوُّرَاتْ اَطْرَافْ তথা বাক্যের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নাম। কাজেই যখন তুমি বল যে, زَيْدٌ قَائِمٌ বা 'যায়েদ দণ্ডায়মান' এবং তুমি যায়েদের দণ্ডায়মান হওয়ার বিশ্বাসও রাখ' তখন তোমার তিনটি বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়ে যাবে।

১. যায়েদের জ্ঞান, ২. 'দণ্ডায়মান'-এর অর্থের জ্ঞান। ৩. সংযোগ রক্ষাকারী বিষয়ের জ্ঞান। যাকে ফারসিতে ইতিবাচকের ক্ষেত্রে هَسْت এবং নেতিবাচকের ক্ষেত্রে نِيْسْت দ্বারা এবং উর্দুতে ইতিবাচকের ক্ষেত্রে ہے এবং নেতিবাচকের ক্ষেত্রে نہيں দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। আর এ সংযোগ রক্ষাকারী বিষয়কে কখনো হুকুম এবং কখনো نِسْبَةْ حُكْمِيَّةْ বলা হয়। সুতরাং যখন আমরা তোমাকে যা জানালাম তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলে, তখন জেনে রাখো যে, হুকামাদের ধারণা মতে تَصْدِيْق সংযোগ রক্ষাকারী অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর ইমাম রাযী (র.)-এর মতে تَصْدِيْق তিনটি জ্ঞানের সমষ্টির নাম অর্থাৎ مَحْكُوْم عَلَيْهِ এবং مَحْكُوْم بِهٖ এবং نِسْبَةْ حُكْمِيَّةْ যাকে حُكْم বলে নামকরণ করা হয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : اَمَّا التَّصْدِيْقُ সুতরাং تَصْدِيْق ـ فَهُوَ عَلٰى قَوْلِ الْحُكَمَاءِ তা হুকামাদের মতানুসারে عِبَارَةٌ عَنِ الْحُكْمِ এমন হুকুম الْمُقَارِنِ لِلتَّصَوُّرَاتِ যা تَصَوُّرْ সমূহের সাথে সম্পৃক্ত فَالتَّصَوُّرَاتُ الثَّلٰثَةُ অতএব تَصَوُّرَاتْ ثَلَاثَهْ বা তাসাব্বুরত্রয় شَرْطٌ لِوُجُوْدِ التَّصْدِيْقِ ـ تَصْدِيْق-এর অস্তিত্বের জন্য শর্ত وَمِنْ ثَمَّ এ কারণেই لَايُوْجَدُ التَّصْدِيْقُ - تَصْدِيْق লাভ হয় না بِلَا تَصَوُّرٍ ـ تَصَوُّرْ ব্যতীত وَالْاِمَامُ الرَّازِىُّ يَقُوْلُ আর ইমাম রাযী (র.)-এর মতে اِنَّهٗ عِبَارَةٌ ـ تَصْدِيْق হচ্ছে عَنْ مَجْمُوْعِ الْحُكْمِ হুকুমের সমষ্টি وَتَصَوُّرَاتِ الْاَطْرَافِ এবং تَصَوُّرَاتْ اَطْرَافْ তথা বাক্যের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নাম فَاِذَا قُلْتَ কাজেই যখন তুমি বল যে, زَيْدٌ قَائِمٌ যায়েদ দণ্ডায়মান وَاَذْعَنْتَ بِقِيَامِ زَيْدٍ এবং তুমি যায়েদের দণ্ডায়মান হওয়ার বিশ্বাসও রাখ تَحْصُلُ لَكَ তখন তোমার লাভ হয়ে

www.eelm.weebly.com

যাবে عُلُوْمٌ ثَلٰثَةٌ তিনটি বিষয়ের জ্ঞান أَحَدُهَا عِلْمُ زَيْدٍ ১. যায়েদের জ্ঞান وَثَانِيْهَا اِدْرَاكُ مَعْنَى قَائِمٌ ২. 'দণ্ডায়মান'-এর অর্থের জ্ঞান وَثَالِثُهَا عِلْمُ الْمَعْنَى الرَّابِطِيْ ৩. সংযোগ রক্ষাকারী বিষয়ের জ্ঞান اَلَّذِيْ يُعَبَّرُ عَنْهُ فِى الْفَارِسِيَّةِ যাকে ফারসিতে ব্যক্ত করা হয় بهست فِى الْإِيْجَاب ইতিবাচকের ক্ষেত্রে هست দ্বারা ونيست فِى السَّلْب এবং নেতিবাচকের ক্ষেত্রে نيست দ্বারা وبے ونهيں فِى الْهِنْدِيَّة এবং উর্দুতে ইতিবাচকের ক্ষেত্রে ہے এবং নেতিবাচকের ক্ষেত্রে نهيں দ্বারা وَيُقَالُ আর বলা হয় لِهٰذَا الْمَعْنٰى এ সংযোগ রক্ষাকারী বিষয়কে الْحُكْمُ تَارَةً কখনো হুকুম وَالنِّسْبَةُ الْحُكْمِيَّةُ أُخْرٰى এবং কখনো فَاِذَا اتْقَنْتَ - نِسْبَتْ حُكْمِيَّة সুতরাং যখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলে مَا عَلَّمْنَاكَ আমরা তোমাকে যা জানালাম তা فَاعْلَمْ তখন জেনে রাখো اَنَّ الْحُكَمَاءَ يَزْعَمُوْنَ যে, হুকামাদের ধারণা মতে اَنَّ التَّصْدِيْقَ নিশ্চয় تَصْدِيْق. لَيْسَ اِلَّا اِدْرَاكُ الْمَعْنَى الرَّابِطِيْ সংযোগ রক্ষাকারী অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা ব্যতীত আর কিছুই নয় وَالْاِمَامُ يَزْعَمُ আর ইমাম রাযী (র.)-এর মতে اَنَّ التَّصْدِيْقَ নিশ্চয় تَصْدِيْق. مَجْمُوْعُ الْاِدْرَاكَاتِ الثَّلٰثَةِ তিনটি জ্ঞানের সমষ্টির নাম اَعْنِىْ অর্থাৎ تَصَوُّرُ الْمَحْكُوْمِ عَلَيْهِ মাহকূম আলাইহ وَتَصَوُّرُ الْمَحْكُوْمِ بِهٖ মাহকূম বিহী وَاِدْرَاكُ النِّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ ও নিসবতে হুকমিয়্যা اَلْمُسَمّٰى بِالْحُكْمِ যাকে حُكْم বলে নামকরণ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَمَّا التَّصْدِيْقُ الخ-এর আলোচনা : মুসান্নিফ (র.) এখানে হুকামা ও ইমাম রাযীর মধ্যকার মতান্তরসহ تَصْدِيْق-এর পরিচয় তুলে ধরেছেন। হুকামাদের মতে تَصْدِيْق হচ্ছে بَسِيْط [অমিশ্রিত] কেবল তাসাব্বুরত্রয়ের সাথে মিলিত হুকুমকে تَصْدِيْق বলা হয়। তাদের মতে তাসাব্বুরত্রয় تَصْدِيْق-এর জন্য শর্ত। তাসাব্বুরত্রয় হচ্ছে– মাহকূম আলাই-এর তাসাব্বুর, মাহকূম বিহীর তাসাব্বুর ও নিসবাতে হুকমিয়ার তাসাব্বুর। আর ইমাম রাযী (র)-এর মতে তাসদীক মুরাক্কাব। তাসাব্বুরত্রয় এবং হুকুমের সমষ্টির নাম تَصْدِيْق [তাসদীক]। তাঁর মতে তাসাব্বুরত্রয় تَصْدِيْق-এর অংশ বিশেষ।

قَوْلُهُ الْحُكَمَاءُ -এর আলোচনা : পৃথিবীর বুকে সৃষ্ট সীমাহীন সমস্যাকে সমাধান করতে গিয়ে যুগে যুগে যে সমস্ত দলের উদ্ভব ঘটেছে; তাদের মধ্যে মুতাকাল্লিমীন, ইশরাকীঈন এবং মাশ্‌শাঈন উল্লেখযোগ্য। যারা আসমানী কিতাবের অধীনে থেকে নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান স্বীয় চিন্তাশক্তির মাধ্যমে করেন, তাঁদেরকে মুতাকাল্লিমীন বলা হয়। যারা আসমানী কিতাব ব্যতীত শুধু খোদায়ী নূরের প্রভাবে স্বীয় সমস্যার সমাধান খুঁজে নেয়, তাঁদেরকে ইশরাকীঈন বলা হয়। আর যারা এ দু'টি ব্যতীত শুধু নিজেদের বিচার-বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, তাঁরাই হলেন মাশ্‌শাঈন বা হুকামা নামে পরিচিত।

قَوْلُهٗ فَاِذَا قُلْتَ الخ -এর আলোচনা : লেখক এখানে تَصْدِيْق-এর উদাহরণ বর্ণনা করেছেন– যদি কেউ বলে 'যায়েদ দণ্ডায়মান' আর যায়েদের দাঁড়ানোর কথা সঠিক হয়ে থাকে, এক্ষেত্রে তার তিনটি বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। তন্মধ্যে ১. যায়েদের জ্ঞান, ২. দণ্ডায়মান শব্দের অর্থের জ্ঞান, ৩. সংযোজক বিষয়ের জ্ঞান। উল্লিখিত উদাহরণে যায়েদ ও দণ্ডায়মান এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে যে তৃতীয় বিষয়টি সংযোজন সৃষ্টি করেছে তাকে ফারসি ভাষায় ইতিবাচক বাক্যে 'هست' দ্বারা ব্যক্ত করা হয়, আর নেতিবাচক বাক্যে 'نيست' দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। উর্দূ ভাষায় ইতিবাচক বাক্যে 'ہے' দ্বারা এবং নেতিবাচক বাক্যে 'نهيں' দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। বাংলা ভাষায় ইতিবাচক বাক্যে 'আছে' এবং নেতিবাচক বাক্যে 'না' বা 'নাই' দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় না। যেমন– زَيْدٌ قَائِمٌ -এর বঙ্গানুবাদ 'যায়েদ দণ্ডায়মান' এ ক্ষেত্রে مَعْنَى رَابِطِيْ তথা সংযোজক বিষয়ের অর্থ শব্দগতভাবে প্রকাশ পায়নি।

قَوْلُهُ الْاِمَامُ يَزْعَمُ الخ-এর আলোচনা :

ইমাম দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে اِمَامٌ দ্বারা গ্রন্থকার ইমাম রাযী (র.)-কে বুঝিয়েছেন। ইমাম রাযীর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ। তিনি ফখরুদ্দীন রাযী নামেই সমধিক পরিচিত। জীবনের সূচনাতেই তাঁকে আর্থিক দৈন্যদশার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে ক্রমে ক্রমে চারিদিকে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তখন তাঁর জীবনের দুঃখ-দুর্দশা দূর হয়ে একটি সচ্ছল জীবিকা অর্জনের পথ খুলে যায়। তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানসহ দর্শন এবং আকাইদশাস্ত্রেও অধিক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। আরবি ও ফারসি ভাষায় তিনি ছিলেন অনলবর্ষী বক্তা। তিনি ৫৪৩ মতান্তরে ৫৪৪ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ৬০৬ হিজরিতে ঈদুল ফিতরের দিন ইহধাম ত্যাগ করেন।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : اَلتَّصَوُّرُ قِسْمَانِ اَحَدُهُمَا بَدِيْهِيٌّ اَىْ حَاصِلٌ بِلَا نَظْرٍ وَكَسْبٍ ـ كَتَصَوُّرِنَا الْحَرَارَةَ وَالْبُرُوْدَةَ وَيُقَالُ لَهُ الضَّرُوْرِيُّ اَيْضًا وَثَانِيْهِمَا نَظْرِيٌّ اَىْ يَحْتَاجُ فِىْ حُصُوْلِهِ اِلَى الْفِكْرِ وَالنَّظْرِ كَتَصَوُّرِنَا الْجِنَّ وَالْمَلَائِكَةَ فَاِنَّا مُحْتَاجُوْنَ فِىْ اَمْثَالِ هٰذِهِ التَّصَوُّرَاتِ اِلٰى تَجَشُّمِ فِكْرٍ وَتَرْتِيْبِ نَظْرٍ وَيُقَالُ لَهُ الْكَسْبِىُّ اَيْضًا وَالتَّصْدِيْقُ اَيْضًا قِسْمَانِ اَحَدُهُمَا الْبَدِيْهِىُّ الْحَاصِلُ مِنْ غَيْرِ فِكْرٍ وَكَسْبٍ وَثَانِيْهِمَا النَّظْرِىُّ الْمُفْتَقِرُ اِلَيْهِ مِثَالُ الْاَوَّلِ اَلْكُلُّ اَعْظَمُ مِنَ الْجُزْءِ وَالْاِثْنَانِ نِصْفُ الْاَرْبَعَةِ وَمِثَالُ الثَّانِىْ اَلْعَالَمُ حَادِثٌ وَالصَّانِعُ مَوْجُوْدٌ وَنَحْوُ ذٰلِكَ ـ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : تَصَوُّرْ (কল্পনা) দু' প্রকার : তন্মধ্যে প্রথম প্রকার হলো– بَدِيْهِىْ অর্থাৎ যা نَظْر ও كَسْب তথা চিন্তা ও শ্রম ব্যতীত অর্জিত হয়। যেমন– আমাদের গরম ও ঠাণ্ডার تَصَوُّرْ বা কল্পনা। تَصَوُّرْ بَدِيْهِىْ-কে تَصَوُّرْ ضَرُوْرِىْ-ও বলে। তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি হলো– تَصَوُّرْ نَظْرِىْ অর্থাৎ যা অর্জন করতে চিন্তা ও যুক্তির প্রতি মুখাপেক্ষী হয়। যেমন– জিন ও ফেরেশতার ব্যাপারে আমাদের تَصَوُّرْ বা কল্পনা। কেননা, আমরা এ সকল تَصَوُّرَاتْ-এর ব্যাপারে চিন্তা-শক্তিকে কষ্টে লিপ্ত করতে এবং যুক্তিকে সাজাতে মুখাপেক্ষী হয়ে থাকি। আর এরূপ تَصَوُّرْ-কে تَصَوُّرْ كَسْبِىْ-ও বলে। আর تَصْدِيْق-ও দু' প্রকার। প্রথমটি হলো– تَصْدِيْق بَدِيْهِىْ যা অর্জন করতে চিন্তা ও শ্রমের প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়টি হলো– تَصْدِيْق نَظْرِىْ যা অর্জনের ব্যাপারে চিন্তা শ্রমের মুখাপক্ষী হয়। প্রথমটির তথা تَصَوُّرْ بَدِيْهِىْ-এর উদাহরণ اَلْكُلُّ اَعْظَمُ مِنَ الْجُزْءِ (পূর্ণ জিনিস তার অংশ হতে বড়) وَالْاِثْنَانِ نِصْفُ الْاَرْبَعَةِ (দুই চারের অর্ধেক) দ্বিতীয়টির তথা تَصَوُّرْ نَظْرِىْ -এর উদাহরণ اَلْعَالَمُ حَادِثٌ (জগত নশ্বর) وَالصَّانِعُ مَوْجُوْدٌ (সৃষ্টিকর্তা বিরাজমান) ইত্যাদি।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلتَّصَوُّرُ قِسْمَانِ ـ تَصَوُّرْ (কল্পনা) দু'প্রকার اَحَدُهُمَا بَدِيْهِىٌّ তন্মধ্যে প্রথম প্রকার হলো– বাদীহী اَىْ حَاصِلٌ بِلَا نَظْرٍ وَكَسْبٍ অর্থাৎ যা نَظْرْ ও كَسْبْ তথা চিন্তা ও শ্রম ব্যতীত অর্জিত হয় كَتَصَوُّرِنَا الْحَرَارَةَ وَالْبُرُوْدَةَ যেমন– আমাদের গরম ও ঠাণ্ডার تَصَوُّرْ বা কল্পনা وَيُقَالُ لَهُ الضَّرُوْرِيُّ اَيْضًا ـ تَصَوُّرْ بَدِيْهِىْ-কে تَصَوُّرْ ضَرُوْرِىْ-ও বলে وَثَانِيْهِمَا نَظْرِيٌّ দ্বিতীয়টি হলো নজরী اَىْ يَحْتَاجُ فِىْ حُصُوْلِهِ অর্থাৎ যা অর্জন করতে মুখাপেক্ষী হয় اِلَى الْفِكْرِ وَالنَّظْرِ চিন্তা ও যুক্তির প্রতি كَتَصَوُّرِنَا الْجِنَّ وَالْمَلَائِكَةَ যেমন–জিন ও ফেরেশতার ব্যাপারে আমাদের تَصَوُّرْ (কল্পনা) فَاِنَّا مُحْتَاجُوْنَ কেননা, আমরা মুখাপেক্ষী হয়ে থাকি فِىْ اَمْثَالِ هٰذِهِ التَّصَوُّرَاتِ এ সকল تَصَوُّرَاتْ-এর ব্যাপারে اِلٰى تَجَشُّمِ فِكْرٍ চিন্তাশক্তিকে কষ্টে লিপ্ত করতে وَتَرْتِيْبِ نَظْرٍ এবং যুক্তিকে সাজাতে وَيُقَالُ لَهُ الْكَسْبِىُّ اَيْضًا আর এরূপ تَصَوُّرْ-কে تَصَوُّرْ كَسْبِىْ-ও বলে وَالتَّصْدِيْقُ اَيْضًا قِسْمَانِ আর تَصْدِيْق-ও দু'প্রকার اَحَدُهُمَا الْبَدِيْهِىُّ প্রথমটি হলো– تَصْدِيْق بَدِيْهِىْ [তাসদীকে বদীহী] اَلْحَاصِلُ যা অর্জন করতে مِنْ غَيْرِ فِكْرٍ وَكَسْبٍ চিন্তা ও শ্রমের প্রয়োজন হয় না وَثَانِيْهِمَا দ্বিতীয়টি হলো– تَصْدِيْق نَظْرِىْ [তাস্‌দীকে নজরী] اَلْمُفْتَقِرُ اِلَيْهِ যা অর্জনের ব্যাপারে চিন্তা ও শ্রমের মুখাপেক্ষী হয় مِثَالُ الْاَوَّلِ প্রথমটির তথা تَصَوُّرْ بَدِيْهِىْ-এর উদাহরণ اَلْكُلُّ اَعْظَمُ مِنَ الْجُزْءِ পূর্ণ জিনিস তার অংশ হতে বড় وَالْاِثْنَانِ نِصْفُ الْاَرْبَعَةِ এবং দুই চারের অর্ধেক وَمِثَالُ الثَّانِىْ দ্বিতীয়টির তথা تَصَوُّرْ نَظْرِىْ-এর উদাহরণ اَلْعَالَمُ حَادِثٌ জগৎ নশ্বর وَالصَّانِعُ مَوْجُوْدٌ এবং সৃষ্টিকর্তা বিরাজমান وَنَحْوُ ذٰلِكَ ইত্যাদি।

www.eelm.weebly.com

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلتَّصَوُّرُ قِسْمَانِ الخ -এর আলোচনা : تَصَوُّرٌ-এর প্রকারভেদ : মিরকাত গ্রন্থকার বলেন, تَصَوُّرٌ দু'ভাগে বিভক্ত। যেমন– ১. بَدِيْهِيٌّ (প্রকাশ্য কল্পনা), ২. نَظَرِيٌّ (চিন্তাপ্রসূত কল্পনা)।

আভিধানিক অর্থ : بَدِيْهِيٌّ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– ভাবনা ছাড়াই কিছু বলা, সাবলীল।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : মিরকাত গ্রন্থকার আল্লামা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (র.) বলেন, بَدِيْهِيٌّ হলো– حَاصِلٌ بِلَا نَظْرٍ وَكَسْبٍ অর্থাৎ যা চিন্তা-গবেষণা ও সাধনা ব্যতীত অর্জিত হয়. তাই بَدِيْهِيٌّ - কে تَصَوُّرْ ضَرُوْرِيْ-ও বলা হয়।

সাইয়েদ মুফতী আমীমুল ইহসান (র.) বলেন– اَلْبَدِيْهِيُّ هُوَ الَّذِيْ لَا يَتَوَقَّفُ حُصُوْلُهُ عَلٰى نَظْرٍ وَكَسْبٍ -উদাহরণ হলো ঠাণ্ডা ও গরমের তাসাব্বুর।

تَصْدِيْق بَدِيْهِيٌّ-এর উপমা হলো– اَلْاِثْنَانِ نِصْفُ الْاَرْبَعَةِ তথা দুই চারের অর্ধেক।

نَظَرِيٌّ-এর আভিধানিক অর্থ : نَظَرِيٌّ শব্দটি نَظْرٌ শব্দমূল থেকে গঠিত। যার অর্থ– চিন্তা-ভাবনা করা, সময় দেওয়া, দেখা, প্রত্যক্ষ করা ইত্যাদি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : মিরকাত প্রণেতা আল্লামা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (র.) বলেন– هُوَ مَا يَحْتَاجُ فِيْ حُصُوْلِهٖ اِلَى الْفِكْرِ وَالنَّظْرِ অর্থাৎ যে تَصَوُّرٌ-এর জ্ঞান চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত হয়, তাকে نَظَرِيٌّ বলে। তাই تَصَوُّرْ نَظَرِيٌّ কে كَسْبِيٌّ নামেও অভিহিত করা হয়। এর উদাহরণ হলো ফেরেশতা ও জিনের تَصَوُّرٌ।

تَصْدِيْق نَظَرِيٌّ -এর উপমা হলো– اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ فَالْعَالَمُ حَادِثٌ-এর তাসদীক।

قَوْلُهُ الْحَرَارَةُ وَالْبُرُوْدَةُ الخ-এর আলোচনা : গরম ও ঠাণ্ডা এ দু'টি এমন এক বিষয়, যা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে কোনো চিন্তা-গবেষণা ও প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। কারণ. এগুলো স্পর্শ করা মাত্রই তার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন হয়ে যায়।

قَوْلُهُ الْجِنُّ وَالْمَلَائِكَةُ -এর আলোচনা :

جِنٌّ-এর আভিধানিক অর্থ : جِنٌّ শব্দটির মূলবর্ণ (ج - ن - ن) এরূপ মাদ্দাহ থেকে যেসব শব্দ গঠিত হয় সেগুলো গোপন, আড়াল ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়। যেহেতু جِنٌّ মানুষের আড়ালে থাকে সেহেতু তাকে جِنٌّ বলে। এভাবে جَنَّةٌ ও جَنِيْنٌ ইত্যাদি।

جِنٌّ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় جِنٌّ বলা হয়–

هُوَ جِسْمٌ لَطِيْفٌ نَارِيٌّ يَتَشَكَّلُ بِاَيِّ اَشْكَالٍ شَاءَ، يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ يَاْكُلُ وَيَشْرَبُ .

অর্থাৎ, জিন এমন এক সূক্ষ্ম অগ্নিদেহ, যারা যে কোনো আকৃতি ধারণ করতে পারে। এর পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ হয় এবং পানাহার করে।

مَلَائِكَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ : مَلَائِكَةٌ শব্দটি مَلْئَكٌ-এর বহুবচন। আর مَلْئَكٌ শব্দটি মূলত ছিল مَالِكٌ সহজ করার জন্য لَامْ-কে আগে এনে হামযাকে পরে নেওয়া হয়েছে, অর্থ– ফেরেশতা।

مَلَائِكَةٌ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় مَلَائِكَةٌ বলা হয়– هُوَ جِسْمٌ لَطِيْفٌ نُوْرِيٌّ يَتَشَكَّلُ بِاَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ لَا يُذَكَّرُ وَلَا يُؤَنَّثُ وَلَا يَاْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ مَصْرُوْفٌ فِيْ اَمْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى دَائِمًا . অর্থাৎ ফেরেশতা সূক্ষ্ম নূরের দেহবিশিষ্ট, যা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারে। এরা নারী-পুরুষ হয় না। পানাহার থেকেও মুক্ত, সর্বদা আল্লাহর নির্দেশ পালনে লিপ্ত। কারো কারো মতে– اِنَّهَا اَجْسَامٌ لَطِيْفَةٌ قَادِرَةٌ عَلَى التَّشَكُّلِ بِاَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ অর্থাৎ ফেরেশতাগণ হলেন এমন সূক্ষ্ম আকৃতিবিশিষ্ট, যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারেন।

قَوْلُهُ تَرْتِيْبُ الخ-এর আলোচনা :

আভিধানিক অর্থ : تَرْتِيْبٌ শব্দটি বাবে تَفْعِيْلٌ থেকে ব্যবহৃত হয়। এর আভিধানিক অর্থ হলো– প্রত্যেক জিনিসকে তার স্থানে রাখা (وَضْعُ الشَّيْءِ فِيْ مَحَلِّهٖ)।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় تَرْتِيْبٌ হলো, জানা বিষয়কে এমনভাবে সাজানো যাতে অজানা বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

قَوْلُهُ عَالَمُ الخ-এর আলোচনা : عَالَمٌ-এর আভিধানিক অর্থ হলো– مَا يُعْلَمُ بِهِ الصَّانِعُ যা দ্বারা স্রষ্টার পরিচয় লাভ করা যায়। আর عَالَمٌ বলতে আল্লাহ ছাড়া সব কিছুকেই বুঝায়। عَالَمٌ যথা– عَالَمُ نَبَاتَاتٌ - عَالَمُ اِنْسَانٌ . عَالَمُ حَيْوَانَاتٌ ইত্যাদি।

قوله الصانع موجود-এর আলোচনা : اَلصَّانِعُ مَوْجُوْدٌ (সৃষ্টিকর্তা বিরাজমান)-এর জ্ঞান অর্জন করতে যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন হয়। যেমন– সাধ্য আশ্রয় বাক্য (صُغْرٰى) اَلصَّانِعُ مُؤَثِّرٌ فِى الْمَصْنُوْعَاتِ الْمَوْجُوْدَاتِ পক্ষ আশ্রয় বাক্য وَكُلُّ مُؤَثِّرٍ فِيْ الْمَصْنُوْعَاتِ الْمَوْجُوْدَاتُ فَهُوَ مَوْجُوْدٌ (كُبْرٰى)-এ দু'টি যুক্তিবাক্য সাজালে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তা হলো فَالصَّانِعُ مَوْجُوْدٌ সুতরাং এ সকল নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে যুক্তি, চিন্তা ও সাধনা ছাড়া সম্ভব নয়।

www.eelm.weebly.com

فَائِدَةٌ : وَإِذَا عَلِمْتَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ النَّظَرِيَّاتِ مُطْلَقًا تَصَوُّرِيًّا كَانَتْ أَوْ تَصْدِيقِيًّا مُفْتَقِرَةٌ إِلَى نَظْرٍ وَفِكْرٍ فَلَابُدَّ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ مَعْنَى النَّظْرِ فَأَقُولُ اَلنَّظْرُ فِيْ اِصْطِلَاحِهِمْ عِبَارَةٌ عَنْ تَرْتِيْبِ أُمُوْرٍ مَعْلُوْمَةٍ لِيَتَأَدَّى ذٰلِكَ التَّرْتِيْبُ إِلَى تَحْصِيْلِ الْمَجْهُوْلِ كَمَا إِذَا رَتَّبْتَ الْمَعْلُوْمَاتِ الْحَاصِلَةَ لَكَ مِنْ تَغَيُّرِ الْعَالَمِ وَحُدُوْثِ كُلِّ مُتَغَيِّرٍ وَتَقُوْلُ "اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ" وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ فَحَصَلَ لَكَ مِنْ هٰذَا النَّظْرِ وَالتَّرْتِيْبِ عِلْمُ قَضِيَّةٍ أُخْرَى لَمْ يَكُنْ حَاصِلًا لَكَ قَبْلُ وَهِيَ "اَلْعَالَمُ حَادِثٌ" .

فَصْلٌ : إِيَّاكَ وَأَنْ تَظُنَّ أَنَّ كُلَّ تَرْتِيْبٍ يَكُوْنُ صَوَابًا مُوْصِلًا إِلَى عِلْمٍ صَحِيْحٍ كَيْفَ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذٰلِكَ مَا وَقَعَ الْاِخْتِلَافُ وَالتَّنَاقُضُ بَيْنَ أَرْبَابِ النَّظْرِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ فَمِنْ قَائِلٍ يَقُوْلُ "اَلْعَالَمُ حَادِثٌ" وَيَسْتَدِلُّ بِقَوْلِهِ "اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ" وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ فَالْعَالَمُ حَادِثٌ وَمِنْ زَاعِمٍ يَزْعَمُ أَنَّ الْعَالَمَ قَدِيْمٌ غَيْرُ مَسْبُوْقٍ بِالْعَدَمِ وَيُبَرْهِنُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ "اَلْعَالَمُ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْمُؤَثِّرِ وَكُلُّ مَا هٰذَا شَانُهُ فَهُوَ قَدِيْمٌ"

সরল অনুবাদ : জ্ঞাতব্য: আমাদের বর্ণিত বিষয় হতে যখন তোমরা জানতে পারলে যে, نَظَرِيَّاتٌ চাই তা تَصَوُّرْنَظْرِىْ হোক বা تَصْدِيْق نَظْرِى হোক তা نَظْر و فِكْر তথা চিন্তা ও যুক্তির মুখাপেক্ষী। সুতরাং তোমার জন্য نَظْر-এর অর্থ অবগত হওয়া আবশ্যক। অতএব, আমি বলছি যে, মানতিকশাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় জানা বিষয়কে এরূপভাবে সাজানো যা অজানা বিষয় অবগত হওয়ার দিকে পৌঁছায়, তাকে نَظْر বলে। যেমন– তুমি তোমার অবগত বিষয় 'জগত পরিবর্তনশীল এবং প্রত্যেক পরিবর্তনশীল নতুন'-কে সাজালে, যা তোমার অর্জিত আছে এবং তুমি বললে اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ (জগত পরিবর্তনশীল) وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ (এবং প্রত্যেক পরিবর্তনশীল নশ্বর– তখন এ نَظْر ও تَرْتِيْب দ্বারা তোমার জন্য অপর একটি قَضِيَّةٌ (বাক্যের) অভিজ্ঞতা অর্জিত হলো, যা পূর্বে তোমার অর্জিত ছিল না, আর তা হলো– اَلْعَالَمُ حَادِثٌ

পরিচ্ছেদ : তোমার এ ধারণা সমীচীন নয় যে, প্রতিটি তারতীবই তোমায় সঠিক ও যথার্থ জ্ঞানের দিকে পৌছে দিবে। এটা কি করে সম্ভব? আর যদি তাই হতো! তবে দার্শনিকদের মধ্যে কখনো মতান্তর ও বিতর্কের সৃষ্টি হতো না ; অথচ বাস্তবে তাই ঘটছে। কেননা, কেউ বলে– اَلْعَالَمُ حَادِثٌ অর্থাৎ পৃথিবী ধ্বংসশীল এবং এ কথা দ্বারা প্রমাণ পেশ করে যে, اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ অর্থাৎ পৃথিবী পরিবর্তনশীল। আর প্রতিটি পরিবর্তনশীল বস্তুই ধ্বংসশীল। فَالْعَالَمُ حَادِثٌ কাজেই পৃথিবীও ধ্বংসীল। আবার কারো ধারণা মতে– اَلْعَالَمُ قَدِيْمٌ অর্থাৎ পৃথিবী পুরাতন বা শাশ্বত ; পূর্বে এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আর তারা প্রমাণ পেশ করে যে, اَلْعَالَمُ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْمُؤَثِّرِ وَكُلُّ مَا هٰذَا شَانُهُ فَهُوَ قَدِيْمٌ অর্থাৎ পৃথিবী সর্বদা কোনো মহাশক্তির প্রভাব হতে মুক্ত। আর যার অবস্থা এরূপ তা শাশ্বত ও চিরন্তন হয়ে থাকে। কাজেই পৃথিবীও শাশ্বত ও চিরন্তন।

শাব্দিক অনুবাদ : فَائِدَةٌ জ্ঞাতব্য : وَإِذَا عَلِمْتَ যখন তোমরা জানতে পারলে مَا ذَكَرْنَا আমাদের বর্ণিত বিষয় হতে أَنَّ যে, নজরিয়্যাত اَلنَّظَرِيَّاتِ সাধারণভাবে مُطْلَقًا চাই তা تَصَوُّرِيًّا كَانَتْ হোক تَصَوُّرْ نَظْرِىْ বা أَوْ تَصْدِيْقِيًّا তَصْدِيْق نَظْرِىْ হোক نَظْرَانِ তা مُفْتَقِرَةٌ إِلَى نَظْرٍ وَفِكْرٍ তথা চিন্তা ও যুক্তির মুখাপেক্ষী نَظْر وَفِكْر সুতরাং তোমার জন্য আবশ্যক فَلَابُدَّ لَكَ -এর অবগত হওয়া أَنْ تَعْلَمَ مَعْنَى النَّظْرِ অতএব আমি বলছি যে, فَأَقُوْلُ মানতিক শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় اَلنَّظْرُ فِيْ اِصْطِلَاحِهِمْ বলে نَظْر জানা বিষয়কে এরূপভাবে সাজানো عِبَارَةٌ عَنْ تَرْتِيْبِ أُمُوْرٍ مَعْلُوْمَةٍ যা পৌছায় لِيَتَأَدَّى ঐ সাজানো ذٰلِكَ التَّرْتِيْبُ إِلَى অজানা বিষয় অবগত হওয়ার দিকে تَحْصِيْلِ الْمَجْهُوْلِ যেমন– كَمَا إِذَا رَتَّبْتَ তুমি সাজালে اَلْمَعْلُوْمَاتِ الْحَاصِلَةَ لَكَ তোমার অবগত বিষয়কে مِنْ تَغَيُّرِ الْعَالَمِ জগৎ পরিবর্তনশীল وَحُدُوْثِ كُلِّ مُتَغَيِّرٍ এবং প্রত্যেক পরিবর্তনশীল নশ্বর وَتَقُوْلُ এবং তুমি বললে اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ জগৎ পরিবর্তনশীল وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ এবং প্রত্যেক পরিবর্তনশীল নশ্বর فَحَصَلَ لَكَ তখন তোমার জন্য অর্জিত হলো مِنْ هٰذَا النَّظْرِ وَالتَّرْتِيْبِ এ نظر ও تَرْتِيْب দ্বারা عِلْمُ قَضِيَّةٍ أُخْرَى অপর একটি قَضِيَّةٌ (বাক্য)-এর অভিজ্ঞতা لَمْ

www.eelm.weebly.com

إِيَّاكَ وَاَنْ تَظُنَّ يَكُنْ حَاصِلًا لَكَ যা তোমার অর্জিত ছিল না قَبْلُ পূর্বে وَهِيَ আর তা হলো اَلْعَالَمُ حَادِثٌ জগৎ নশ্বর فَصْلٌ পরিচ্ছেদ তোমার এ ধারণা সমীচীন নয় اِنَّ كُلَّ تَرْتِيْبٍ যে, প্রতিটি তারতীবই يَكُوْنُ صَوَابًا مُوْصِلًا সঠিক হবে এবং তোমায় পৌঁছে দিবে اِلَى عِلْمٍ صَحِيْحٍ যথার্থ জ্ঞানের দিকে كَيْفَ এটা কি করে সম্ভব? وَلَوْ كَانَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ আর যদি তাই হতো لَمَا وَقَعَ الْاِخْتِلَافُ তবে মতান্তর সৃষ্টি হতো না وَالتَّنَاقُضُ ও বিতর্ক بَيْنَ اَرْبَابِ النَّظَرِ দার্শনিকদের মধ্যে مَعَ اَنَّهُ قَدْ وَقَعَ অথচ বাস্তবে তাই ঘটছে فَمِنْ قَائِلٍ কেননা, কেউ বলে اَلْعَالَمُ حَادِثٌ পৃথিবী ধ্বংসশীল وَيُسْتَدَلُّ بِقَوْلِهِ এবং একথা দ্বারা প্রমাণ পেশ করে যে اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ পৃথিবী পরিবর্তনশীল وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ আর প্রতিটি পরিবর্তনশীল বস্তুই ধ্বংসশীল فَالْعَالَمُ حَادِثٌ কাজেই পৃথিবীও ধ্বংসশীল وَمِنْ زَاعِمٍ يَزْعَمُ আবার কারো ধারণা মতে اَنَّ الْعَالَمَ قَدِيْمٌ পৃথবী পুরাতন বা শাশ্বত غَيْرُ مَسْبُوْقٍ بِالْعَدَمِ পূর্বে এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না وَيُبَرْهِنُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ আর তারা প্রমাণ পেশ করে যে اَلْعَالَمُ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْمُؤَثِّرِ পৃথিবী সর্বদা কোনো মহাশক্তির প্রভাব হতে মুক্ত وَكُلُّ مَا هٰذَا شَانُهُ আর যার অবস্থা এরূপ فَهُوَ قَدِيْمٌ তা শাশ্বত ও চিরন্তন হয়ে থাকে (কাজেই পৃথিবীও শাশ্বত ও চিরন্তন)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا عَلِمْتَ الخ -এর আলোচনা : تَصَوُّرٌ এবং تَصْدِيْقٌ উভয়টি نَظَرِيْ হতে পারে। যেমন- تَصَوُّرٌ نَظَرِيْ এবং تصديق نظرى - মানতিক শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় অজানাকে জানার জন্য জানা বিষয় সাজানোকে نَظْر وَفِكْرٌ বলে। যেমন- কোনো ব্যক্তির জগৎ পরবর্তনশীল হওয়ার এবং প্রত্যেক পরিবর্তনশীল নশ্বর এবং সে তার এ জানা বিষয়কে اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ বর্ণনায় সাজাল। এ সাজানোকে شِكْلِ اَوَّلُ বলে। এর প্রথম বাক্যকে صُغْرٰى আর দ্বিতীয় বাক্যকে كُبْرٰى বলে। আর صُغْرٰى ও كُبْرٰى-এর মধ্যে যে শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হয়, তাকে حَدِّ اَوْسَطْ বলে। এই حَدِّ اَوْسَطْ কে বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই হবে نَتِيْجَةٌ বা ফলাফল। সুতরাং اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ-এর মধ্যে تَغَيُّرٌ শব্দ পুনঃ পুনঃ আসছে, তাই এটি حَدِّ اَوْسَطْ হিসেবে বাদ দেওয়ার পর এবং كُلْ শব্দ سُوْر হিসেবে তাও বাদ যাওয়ার পর অবশিষ্ট থাকবে اَلْعَالَمُ حَادِثٌ তাই পূর্বোক্ত বাক্যদ্বয়ের نَتِيْجَةٌ ও ফল। যা এই تَرْتِيْبٌ-এর পূর্বে জানা ছিল না ; তা تَرْتِيْبٌ দ্বারা জানা গেছে।

قَوْلُهُ اِصْطِلَاحُهُمْ-এর আলোচনা : اِصْطِلَاحٌ-এর আভিধানিক অর্থ পরস্পর সন্ধি করা। পরিভাষায় اِصْطِلَاحٌ বলা হয়- اِجْتِمَاعُ قَوْمٍ مَخْصُوْصٍ عَلٰى شَيْءٍ مَخْصُوْصٍ অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায় কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর একমত হওয়া। উল্লেখ্য, আলোচ্য ইবারতে اِصْطِلَاحُهُمْ-এর মধ্যকার هُمْ সর্বনাম দ্বারা মানতিক শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষাকে বুঝানো হয়েছে।

উহ্য প্রশ্ন : نَظْرٌ-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- تَرْتِيْبُ اُمُوْرٍ مَعْلُوْمَةٍ এতে বুঝা যায়, مُرَكَّبٌ ছাড়া نَظْر হতে পারে না। বস্তুত مُفْرَدٌ-এর সাথে نَظْر হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সুতরাং نَظْر-এর সংজ্ঞায় تَرْتِيْبُ اُمُوْرٍ مَعْلُوْمَةٍ বলা সঙ্গত হয়নি।

জবাব : এখানে نَظْر দ্বারা اُمُوْرٌ مَعْلُوْمَةٌ-এর تَرْتِيْبٌ অর্থ নয়; বরং نَظْر-এর অর্থ হলো- تَاَمُّلٌ এবং এক্ষেত্রে نَظْرٌ-এর সংজ্ঞা- مُلَاحَظَةُ الْمَعْقُوْلِ لِتَحْصِيْلِ الْمَجْهُوْلِ দ্বারা করা উচিত। তাহলে نَظْر-এর সর্বপ্রকার এ সংজ্ঞার আওতায় আসবে।

قَوْلُهُ نَظْر-এর আলোচনা : জানা বিষয়কে সাজিয়ে অজানাকে জানার নাম হলো نَظْر আর এ نَظْر-এর ক্ষেত্রে تَصَوُّرْ-এর মধ্যে জানা বিষয়কে قَوْلُ شَارِحٌ বলে। আর تَصْدِيْقٌ-এর মধ্যে حُجَّتْ وَ دَلِيْل আর অজানা বিষয়কে مَطْلُوْبٌ বলে।

قَوْلُهُ اِيَاكَ وَاَنْ تَظُنَّ الخ -এর আলোচনা : ইলমে মানতিকের প্রয়োজনীয়তা : গ্রন্থকার আল্লামা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (র.) আলোচ্য ইবারতের মাধ্যমে عِلْمُ مَنْطِقٍ-এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এতে সন্দেহ নেই যে, প্রতিটি تَرْتِيْبٌ সঠিক ও ত্রুটিমুক্ত নয় এবং প্রত্যেকটি تَرْتِيْبٌ দ্বারা সঠিক জ্ঞান লাভ করা যায় না। এর কারণ হলো, আমরা চিন্তাশীল ও গবেষকদের মাঝে একই বিষয় নিয়ে মতবিরোধ দেখতে পাই। যেমন- পৃথিবী নিয়ে (এটা কি নশ্বর, না চিরন্তন) হুকামা ও মুতাকাল্লিমীনদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। হুকামাদের মতে, পৃথিবী চিরন্তন, আর মুতাকাল্লেমীনদের মতে, এ পৃথিবী নশ্বর। এ দু'টি মতের যে কোনো একটি ত্রুটিপূর্ণ। কারণ, চিরন্তন ও নশ্বর- এ দু'টি পরস্পর বিরোধী বস্তু, তা কখনো একত্র হতে পারে না। এটা নির্ধারণে এমন একটি নীতিমালা প্রয়োজন, যা চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করবে, আর যাতে জানা বিষয়ের মাধ্যমে অজানা বিষয়ের নিয়ম- পদ্ধতি বর্ণিত হবে। এ নীতিমালার নামই মীযান বা মানতিক।

قَوْلُهُ اَنَّ كُلَّ تَرْتِيْبٍ يَكُوْنُ الخ-এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, تَرْتِيْبٌ সহীহ হওয়ার অর্থ-প্রথমে جِنْس-কে উল্লেখ করবে, তারপর فَصْل দ্বারা جِنْس-কে সীমিত করবে। আর تَعْرِيْفٌ-এর গঠন সহীহ হওয়ার অর্থ হলো كُلْ-এর اَجْزَاءٌ বা অঙ্গগুলোর জন্য এমন একটি একক আকৃতি অর্জিত হওয়া যার মাধ্যমে সে تَعْرِيْفٌ টি مُعَرَّفٌ-এর مُطَابِقٌ বা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়। যেমন- اَلْاِنْسَانُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ এই উদাহরণে اِنْسَانٌ টি হবে مُعَرَّفٌ আর حَيَوَانٌ نَاطِقٌ হলো تَعْرِيْفٌ এবং এর تَرْتِيْبٌ সহীহ হলো। কেননা, এতে جِنْسٌ- কে উল্লেখ করার পর فَصْل দ্বারা তাকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এবং এর গঠনও ঠিক হয়েছে। কেননা, حَيَوَانٌ نَاطِقٌ-এর একটি একক আকৃতি অর্জিত হয়ে তা اِنْسَانٌ-এর অনুকূলে হয়েছে। আর قِيَاسٌ সহীহ হওয়ার অর্থ হলো- তার যাবতীয় مُقَدَّمَةٌ গুলোকে যথাযোগ্য পদ্ধতিতে স্থাপন করা।

উল্লিখিত পদ্ধতির ব্যতিক্রম অন্য কোনো পদ্ধতি হলে তাকে فَاسِدٌ বলা হবে।

www.eelm.weebly.com

وَلَا اَظُنُّكَ شَاكًّا فِىْ اَنَّ اَحَدَ الْفِكْرَيْنِ صَحِيْحٌ حَقٌّ وَالْاٰخَرُ فَاسِدٌ غَلَطٌ وَاِذَا كَانَ قَدْ وَقَعَ الْغَلَطُ فِىْ فِكْرِ الْعُقَلَاءِ فَعُلِمَ مِنْ ذٰلِكَ اَنَّ الْفِطْرَةَ الْاِنْسَانِيَّةَ غَيْرُ كَافِيَةٍ فِىْ تَمَيُّزِ الْخَطَاِ مِنَ الصَّوَابِ وَامْتِيَازِ الْقِشْرِ عَنِ اللُّبَابِ فَجَاءَتِ الْحَاجَةُ فِىْ ذٰلِكَ اِلٰى قَانُوْنٍ عَاصِمٍ عَنِ الْخَطَاِ فِى الْفِكْرِ يُبَيَّنُ فِيْهِ طُرُقُ اِكْتِسَابِ الْمَجْهُوْلَاتِ عَنِ الْمَعْلُوْمَاتِ وَهٰذَا الْقَانُوْنُ هُوَ الْمَنْطِقُ وَالْمِيْزَانُ اَمَّا تَسْمِيَتُهٗ بِالْمَنْطِقِ فَلِتَاثِيْرِهٖ فِى النُّطْقِ الظَّاهِرِىِّ اَعْنِى التَّكَلُّمَ اِذِ الْعَارِفُ بِهٖ يَقْوٰى عَلَى التَّكَلُّمِ بِمَا لَا يَقْوٰى عَلَيْهِ الْجَاهِلُ وَكَذَا فِى الْمَنْطِقِ الْبَاطِنِىْ اَعْنِى الْاِدْرَاكَ لِاَنَّ الْمَنْطِقِىَّ يَعْرِفُ حَقَائِقَ الْاَشْيَاءِ وَيَعْلَمُ اَجْنَاسَهَا وَفُصُوْلَهَا وَاَنْوَاعَهَا وَلَوَازِمَهَا وَخَوَاصَّهَا بِخِلَافِ الْغَافِلِ عَنْ هٰذَا الْعِلْمِ الشَّرِيْفِ وَاَمَّا تَسْمِيَتُهٗ بِالْمِيْزَانِ فَلِاَنَّهٗ قِسْطَاسٌ لِلْعَقْلِ يُوْزَنُ بِهِ الْاَفْكَارُ الصَّحِيْحَةُ وَيُعْرَفُ بِهٖ نُقْصَانُ مَا فِى الْاَفْكَارِ الْفَاسِدَةِ وَاخْتِلَالُ مَا فِى الْاَنْظَارِ الْكَاسِدَةِ وَمِنْ ثَمَّ يُقَالُ لَهُ الْعِلْمُ الْاٰلِىْ لِكَوْنِهٖ اٰلَةً لِجَمِيْعِ الْعُلُوْمِ لَاسِيَّمَا لِلْعُلُوْمِ الْحِكْمِيَّةِ -

সরল অনুবাদ : এ বিষয়ে তোমার সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, উপরিউক্ত দু'টি সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি সঠিক ও অপরটি সঠিক নয়। যখন জ্ঞানীদের গবেষণা ও বিবেকে ভ্রান্তি ও ত্রুটি আছে প্রমাণিত হলো, এতে বুঝা গেল যে, মানব প্রকৃতি ভুল ও নির্ভুলের মধ্যে পার্থক্যকরণে এবং শস্য হতে আবরণ পৃথকী করণে যথেষ্ট নয়। অতঃপর (উল্লিখিত চাহিদা মিটানোর জন্য) এমন একটি নিয়ম-নীতির প্রয়োজন দেখা দিল যা فِكْر তথা চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার ভুল-ত্রুটি হতে রক্ষা করে, যেই নিয়ম-নীতির মধ্যে জানা বিষয় দ্বারা অজানা বিষয় জানার পদ্ধতি বর্ণনা করা হবে। আর এই নিয়ম-পদ্ধতির নামই হলো- مَنْطِق এবং مِيْزَان। আর এ পদ্ধতিকে "مَنْطِق" নামকরণের কারণ হলো- এটি نُطْق ظَاهِرِىْ তথা বাহ্যিক আলাপ-আলোচনার মধ্যে প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিস্তার করার কারণে। কেননা, এ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কথা-বার্তা ও আলাপ-আলোচনার উপর এ পরিমাণ শক্তি রাখে, যে পরমিাণ শক্তি এ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নেই। অনুরূপ نُطْق بَاطِنِىْ তথা অনুভূতির মধ্যেও এ শাস্ত্রের প্রভাব রয়েছে। কেননা, মানতিকে পারদর্শী ব্যক্তি حَقَائِق اَشْيَاء অর্থাৎ বস্তুসমূহের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে অবগত এবং বস্তুসমূহের اَجْنَاس জাতসমূহ, فُصُوْل লক্ষণাদি, لَوَازِم আবশ্যকীয় বিষয়াদি ও خَوَاص বৈশিষ্ট্যসমূহ ইত্যাদি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে থাকে। কিন্তু এ ইলম হতে অমনোযোগী ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম। আর 'মানতিক' কে "مِيْزَان" এ জন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, মানতিক عَقْل বা জ্ঞানের জন্য পাল্লাস্বরূপ। যা দ্বারা সহীহ ধ্যান-ধারণা পরিমাপ করা যায় এবং ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অচল উপক্রমণিকার ত্রুটি-বিচ্যুতি জানা যায়। আর এ জন্যই এ শাস্ত্রকে عِلْمُ الْاٰلِىْ বলা হয়। কেননা, এটি সমস্ত عُلُوْم তথা শাস্ত্রের জন্য اٰلَة বা যন্ত্রবিশেষ। বিশেষ করে ইলমে হিকমতের জন্য।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَا اَظُنُّكَ شَاكًّا তোমার সন্দেহ থাকা উচিত নয় فِىْ اَنَّ اَحَدَ الْفِكْرَيْنِ এ বিষয়ে যে, উপরিউক্ত দু'টি সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি صَحِيْحٌ حَقٌّ সঠিক وَالْاٰخَرُ فَاسِدٌ غَلَطٌ ও অপরটি সঠিক নয় وَاِذَا كَانَ قَدْ وَقَعَ الْغَلَطُ যখন ভ্রান্তি ও ত্রুটি আছে প্রমাণিত হলো فِىْ فِكْرِ الْعُقَلَاءِ জ্ঞানীদের গবেষণা ও বিবেকে فَعُلِمَ مِنْ ذٰلِكَ এতে বুঝা গেল اَنَّ الْفِطْرَةَ الْاِنْسَانِيَّةَ যে, মানব প্রকৃতি غَيْرُ كَافِيَةٍ যথেষ্ট নয় فِىْ تَمَيُّزِ الْخَطَاِ ভুল পার্থক্যকরণে مِنَ الصَّوَابِ নির্ভুল হতে وَامْتِيَازِ الْقِشْرِ عَنِ اللُّبَابِ এবং শস্য হতে আবরণ পৃথকীকরণে فَجَاءَتِ الْحَاجَةُ فِىْ ذٰلِكَ অতঃপর (উল্লিখিত চাহিদা মিটানোর জন্য) প্রয়োজন দেখা দিল اِلٰى قَانُوْنٍ এমন একটি নিয়ম-নীতির عَاصِمٍ যা রক্ষা করে عَنِ الْخَطَاِ فِى الْفِكْرِ - فِكْر তথা চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার ভুল-ত্রুটি হতে يُبَيَّنُ فِيْهِ যে নিয়ম-নীতির মধ্যে বর্ণনা করা হবে طُرُقُ اِكْتِسَابِ الْمَجْهُوْلَاتِ অজানা বিষয় জানার পদ্ধতি عَنِ الْمَعْلُوْمَاتِ জানা বিষয় দ্বারা وَهٰذَا الْقَانُوْنُ আর এ নিয়ম-পদ্ধতির নামই হলো هُوَ الْمَنْطِقُ وَالْمِيْزَانُ মানতিক এবং মীযান اَمَّا تَسْمِيَتُهٗ بِالْمَنْطِقِ আর এ

www.eelm.weebly.com

পদ্ধতিকে مَنْطِقْ নামকরণের কারণ হলো لِتَأْثِيْرِ এটি প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিস্তার করার কারণে فِي النُّطْقِ الظَّاهِرِيْ নুতকে যাহিরীতে اَعْنِي التَّكَلُّمِ তথা বাহ্যিক আলাপ-আলোচনার মধ্যে اِذِ الْعَارِفُ بِهِ কেননা, এ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি يَقْوِيْ عَلَى التَّكَلُّمِ কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনার উপর এ পরিমাণ শক্তি রাখে بِمَا لَا يَقْوِيْ عَلَيْهِ الْجَاهِلُ যে পরিমাণ শাক্তি এ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নেই لِاَنَّ الْمَنْطِقِيَّ وَكَذَا فِي النُّطْقِ الْبَاطِنِيِّ অনুরূপ নুতকে বাতিনীর اَعْنِي الْاِدْرَاكَ তথা অনুভূতির মধ্যেও এ শাস্ত্রের প্রভাব রয়েছে يَعْرِفُ কেননা, মানতিক পারদর্শী ব্যক্তি অবগত حَقَائِقَ الْاَشْيَاءِ বস্তুসমূহের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে وَيَعْلَمُ اَجْنَاسَهَا এবং বস্তুসমূহের জাতসমূহ সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে থাকে وَفُصُوْلَهَا وَاَنْوَاعَهَا লক্ষণাদি, প্রকারাদি وَلَوَازِمَهَا وَخَوَاصَّهَا আবশ্যকীয় বিষয়াদি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ بِخِلَافِ الْغَافِلِ কিন্তু অমনযোগী ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম عَنْ هٰذَا الْعِلْمِ الشَّرِيْفِ এ মহৎ ইলম হতে وَاَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمِيْزَانِ আর 'মানতিক'-কে "مِيْزَانٌ" এ জন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, فَلِاَنَّهُ قِسْطَاسٌ لِلْعَقْلِ মানতিক عَقْل বা জ্ঞানের জন্য পাল্লাস্বরূপ يُوْزَنُ بِهِ نُقْصَانُ مَا فِي الْاَفْكَارِ الْاَفْكَارُ الصَّحِيْحَةُ যা দ্বারা সহীহ ধ্যান-ধারণা পরিমাপ করা যায় وَيُعْرَفُ بِهِ এবং যা দ্বারা জানা যায় وَمِنْ ثَمَّ ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার ক্রটি-বিচ্যুতি وَاخْتِلَالُ مَا فِي الْاَنْظَارِ الْكَاسِدَةِ ও অচল উপক্রমণিকার ক্রটি-বিচ্যুতি الْفَاسِدَةِ আর এ জন্যই يُقَالُ لَهُ الْعِلْمُ الْاٰلِيُّ এ শাস্ত্রকে عِلْمُ الْاٰلِيْ বলা হয় لِكَوْنِهِ اٰلَةً কেননা, এটি اٰلَه বা যন্ত্রবিশেষ لِجَمِيْعِ الْعُلُوْمِ সমস্ত عُلُوْم তথা শাস্ত্রের জন্য لَاسِيَّمَا বিশেষ করে لِلْعُلُوْمِ الْحِكْمِيَّةِ ইলমে হিকমতের জন্য।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا اَظُنُّكَ شَاكًّا -এর আলোচনা : উল্লেখ্য যে, شَكّ বলে اِسْتِوَاءُ طَرْفَيْنِ-কে, অর্থাৎ কোনো বিষয়ের হওয়া না হওয়া উভয় দিক সমান হওয়া। আর যদি কোনো বিষয়ের এক দিক হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে প্রবল হয়, তবে তাকে ظَنّ বলে। আর যদি কোনো বিষয়ের হওয়া বা না হওয়ার দিক নিশ্চিত হয়, তবে তাকে يَقِيْن বলে।

قَوْلُهُ اَلْفِطْرَةُ الْاِنْسَانِيَّةُ-এর আলোচনা : فِطْرَت اِنْسَانِيَّه-এর অর্থ হলো মানতিক প্রকৃতি মানবিক বিবেক বিবেচনা। যার মাধ্যমে মানুষ কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে এবং বিষয়ের প্রতি মন্তব্য গ্রহণ করে।

قَوْلُهُ اِلَى قَانُوْنِ الخ -এর আলোচনা : قَانُوْن-এর আভিধানিক অর্থ হলো– রুলার। মানতিকশাস্ত্রের পরিভাষায় এমন নীতিমালাকে قَانُوْن বলে, যা তার সমস্ত একককে অন্তর্ভুক্ত করে। যাতে যে কোনো এককের হুকুম জানার মাধ্যমে অন্যান্য এককের হুকুমও অবগত হওয়া যায়। যার নিয়ম এই যে, নীতিমালার مَوْضُوْع-কে কোনো এককের مَحْمُوْل বানিয়ে صُغْرٰى সাব্যস্ত করা হবে। আর সেই নীতিমালাকে كُبْرٰى সাব্যস্ত করা হবে। যেমন– নাহুবীদদের উক্তি كُلُّ فَاعِلٍ مَرْفُوْعٌ (প্রত্যেক فَاعِلْ পেশাবিশিষ্ট হবে) এটি একটি নীতিমালা। এ নীতিমালায় مَوْضُوْع তথা فَاعِلْ-কে আমাদের উক্তি– ضَرَبَ زَيْدٌ-এর মধ্যে مَحْمُوْل বানিয়ে صُغْرٰى বানানো হবে এবং বলা হবে– زَيْدٌ فَاعِلٌ وَكُلُّ فَاعِلٍ مَرْفُوْعٌ অতঃপর এর نَتِيْجَه বা ফলাফল হবে زَيْدٌ مَرْفُوْعٌ কেননা, زَيْد হলো فَاعِلْ সুতরাং زَيْد এটি كُلُّ فَاعِلٍ مَرْفُوْعٌ-এর এক অঙ্গ হিসেবে তার হুকুম জানা গেল।

قَوْلُهُ وَاَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمَنْطِقِ الخ -এর আলোচনা : مَنْطِقْ-কে মানতিক নামকরণের কারণ : গ্রন্থকার আল্লামা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (র.) আলোচ্য বর্ণনায় مَنْطِقْ-কে মানতিক নামকরণের কারণ বর্ণনা করেছেন। مَنْطِقْ শব্দের অর্থ–বাক্যলাপ, যেহেতু এ শাস্ত্র দ্বারা نُطْق ظَاهِرِيْ তথা বাহ্যিক কথাবার্তার ব্যাপারে সহায়তা করে। আমরা দেখতে পাই মানতিকশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যে পরিমাণ বাকপটু মানতিকশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সে পরিমাণ বাকপটু হয় না। অনুরূপ এটা نُطْق بَاطِنِيْ তথা বস্তু জগতের حَقِيْقَتْ অনুধাবন করার ব্যাপারে সহায়তা করে। অতএব, আমরা দেখতে পাই একজন مَنْطِقِيْ বস্তুর হাকীকত جِنْس ، فَصْل ، نَوْع ইত্যাদি ব্যাপারে যেরূপ দক্ষতা রাখে একজন غَيْر مَنْطِقِيْ সেরূপ দক্ষতা রাখে না।

قَوْلُهُ وَاَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمِيْزَانِ -এর আলোচনা : مَنْطِقْ-কে মীযান নামকরণের কারণ : مَنْطِقْ-কে মীযান নামকরণের কারণ হলো, علم منطق জ্ঞানের জন্য মীযান তথা পাল্লাস্বরূপ। পাল্লা হওয়ার অর্থ হলো مَنْطِقْ দ্বারা জ্ঞান বিশুদ্ধ ধ্যান-ধারণা ও অশুদ্ধ ধ্যান-ধারণার মাঝে পরিমাপ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যেভাবে পাল্লা দ্বারা মাপের কমবেশি নির্ণয় করা হয়।

قَوْلُهُ يَعْرِفُ حَقَائِقَ الخ -এর আলোচনা : মানতিকী দাবি এই যে, তারা حَقَائِق اَشْيَاء তথা বিষয়বস্তুর মূলতত্ত্ব জানে– এ কথাটি ঠিক নয়। কেননা আবূ আলী ইবনে সীনা তাঁর تَعْلِيْقَات গ্রন্থে বলেছেন যে, আমরা শুধু জিনিসের خَوَاص এবং لَوَازِمْ জানি– ঐ সকল فُصُوْل সম্পর্কে আমাদের জানা নেই; যা দ্বারা জিনিসের হাকীকত জানা যায়। কেননা, আমরা . زَمِيْن . اَسْمَان . نَفْس نَاطِقَه عَقْل . وَاجِبُ الْوُجُوْد সহ কিছুরই হাকীকত জানি না।

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য نُطْق-এর বর্ণনা : মানতিকশাস্ত্রের নিয়ম-নীতি প্রকাশ্য ও অপ্রাকাশ্য সকল ধরনের نُطْق তথা কথাবার্তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব বিস্তার করে, نُطْق ظَاهِرِيْ বলতে প্রকাশ্য কথাবার্তাকে বুঝানো হয়। আর نُطْق بَاطِنِيْ বলতে اِدْرَاكْ বা অনুভূতিকে বুঝানো হয়। মানতিকশাস্ত্র অনুভূতি ও বিবেকের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব সৃষ্টি করে।

www.eelm.weebly.com

فَائِدَةٌ : اِعْلَمْ اَنَّ اَرَسْطَاطَالِيْسَ الْحَكِيْمَ دَوَّنَ هٰذَا الْعِلْمَ بِاَمْرِ الْاِسْكَنْدَرِ الرُّوْمِيِّ وَلِهٰذَا يُلَقَّبُ بِالْمُعَلِّمِ الْاَوَّلِ وَالْفَارَابِيُّ هَذَّبَ هٰذَا الْفَنَّ وَهُوَ الْمُعَلِّمُ الثَّانِيُّ وَبَعْدَ اِضَاعَةِ كُتُبِ الْفَارَابِيِّ فَصَّلَهُ الشَّيْخُ اَبُوْ عَلِيِّ بْنُ سِيْنَا . فَصْلٌ : وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ بِمَا تَلَوْنَا عَلَيْكَ فِيْ بَيَانِ الْحَاجَةِ حَدَّ الْمَنْطِقِ وَتَعْرِيْفَهُ مِنْ اَنَّهُ عِلْمٌ بِقَوَانِيْنَ تَعْصِمُ مُرَاعَاتُهَا الذِّهْنَ عَنِ الْخَطَاِ فِي الْفِكْرِ .

সরল অনুবাদ : ফায়দা : জেনে রাখো ! বাদশা ইস্কান্দার রুমীর নির্দেশক্রমে হাকীম আরাস্তাতালীস এ শাস্ত্র সংকলন করেছেন। এজন্য তাঁকে (এই বিষয়ের) اَلْمُعَلِّمُ الْاَوَّلُ বা প্রথম শিক্ষক বলা হয়। আর আবূ নসর ফারাবী এ বিষয়কে সুসজ্জিত করেছেন, তাই তাঁকে اَلْمُعَلِّمُ الثَّانِيُّ বা দ্বিতীয় শিক্ষক নামে অভিহিত করা হয়। আর ফারাবীর কিতাবসমূহ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার পর শায়খ আবূ আলী ইবনে সীনা একে বিস্তারিত রূপদান করেছেন।

পরিচ্ছেদ : মানতিকের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনায় যা আলোচনা করেছি, তাতে সম্ভবত তুমি ইলমে মানতিকের সংজ্ঞা জানতে পেরেছ। তথা মানতিক এমন কতিপয় বিধি-বিধানকে বলা হয়, যেগুলোর অনুসরণ-অনুকরণ মস্তিষ্ককে চিন্তা-গবেষণায় ভুল-ভ্রান্তি হতে রক্ষা করে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَائِدَةٌ ফায়দা اِعْلَمْ জেনে রাখো اَنَّ اَرَسْطَاطَالِيْسَ الْحَكِيْمَ হাকীম আরাস্তাতালীস دَوَّنَ هٰذَا الْعِلْمَ এ শাস্ত্র সংকলন করেছেন بِاَمْرِ الْاِسْكَنْدَرِ الرُّوْمِيِّ বাদশা ইস্কান্দার রুমীর নির্দেশক্রমে وَلِهٰذَا يُلَقَّبُ এ জন্যই তাঁকে বলা হয় بِالْمُعَلِّمِ الْاَوَّلِ এ বিষয়ের প্রথম শিক্ষক وَالْفَارَابِيُّ هَذَّبَ هٰذَا الْفَنَّ আর আবূ নসর ফারাবী এ বিষয়কে সুসজ্জিত করেছেন وَهُوَ الْمُعَلِّمُ الثَّانِيُّ তাই তাঁকে দ্বিতীয় শিক্ষক নামে অভিহিত করা হয় وَبَعْدَ اِضَاعَةِ كُتُبِ الْفَارَابِيِّ আর ফারাবীর কিতাবসমূহ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার পর فَصَّلَهُ একে বিস্তারিত রূপদান করেছেন الشَّيْخُ اَبُوْ عَلِيِّ ابْنُ سِيْنَا শায়খ আবূ আলী ইবনে সীনা। فَصْلٌ পরিচ্ছেদ وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ সম্ভবত তুমি জানতে পেরেছ بِمَا تَلَوْنَا عَلَيْكَ যা আলোচনা করেছি, তাতে فِيْ بَيَانِ الْحَاجَةِ حَدَّ الْمَنْطِقِ মানতিকের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনায় وَتَعْرِيْفَهُ আর ইলমে মানতিকের সংজ্ঞা مِنْ اَنَّهُ عِلْمٌ بِقَوَانِيْنَ তথা মানতিক এমন কতিপয় বিধি-বিধানকে বলা হয় تَعْصِمُ مُرَاعَاتُهَا الذِّهْنَ যেগুলোর অনুসরণ-অনুকরণ মস্তিষ্ককে রক্ষা করে عَنِ الْخَطَاِ فِي الْفِكْرِ চিন্তা-গবেষণায় ভুল-ভ্রান্তি হতে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِعْلَمْ اَنَّ اَرَسْطَاطَالِيْسَ الخ **-এর আলোচনা :** আলোচ্য ইবারতে মানতিকশাস্ত্রের ঐতিহাসিক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ শাস্ত্রটি যাঁদের একান্ত প্রচেষ্টায় রচিত হয়েছে তাঁরা হলেন– আরাস্তাতালীস, আবূ আলী ইবনে সীনা। আবূ নসর মুহাম্মদ ফারাবী, আরাস্তাতালীসকে এ শাস্ত্রের প্রথম শিক্ষক, আবূ নসর মুহাম্মদ ফারাবীকে দ্বিতীয় শিক্ষক এবং আবূ আলী ইবনে সীনাকে তৃতীয় শিক্ষক হিসেবে অভিহিত করা হয়। নিম্নে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো–

এক. আরাস্তাতালীস :

পরিচিতি : তাঁর নাম আরাস্তাতালীস, সংক্ষেপে আরাস্তু বলা হয়। ইংরেজিতে বলা হয় Aristotle হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের পূর্বে ৩৮৪ খ্রিস্টাব্দে মকদুনিয়া শহরের অন্তর্গত স্ট্যাগিরা নামক এক পল্লিতে তাঁর জন্ম হয়। উল্লেখ্য, জনৈক জৌতিষীর পরামর্শে তিনি প্রখ্যাত দার্শনিক আফলাতুন (প্লেটো)-এর নিকট দর্শনশাস্ত্র শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে এথেন্স শহরে আগমন করেন। সেখানে আফলাতুনের স্কুলে বিশ বছর সময়কাল ব্যাপী পড়াশোনার পর বাদশা ফিলিপসের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত হন। কিন্তু কিছু দিন এ দায়িত্ব পালন করার পর তা ছেড়ে দিয়ে পুনরায় এথেন্স শহরে চলে আসেন এবং সেখানে আফলাতুনের বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার দায়িত্বে নিযুক্ত হন। অল্প দিনের মধ্যে তাঁর প্রতিভার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফিলিপ যুবরাজ ইস্কান্দার [আলেকজান্ডার]-এর শিক্ষা-দীক্ষার জন্য তাঁকে মকদুনিয়া শহরে ডেকে পাঠান। প্রায় আট বছর যাবৎ এ কাজে নিয়োজিত থাকার পর পুনরায় তিনি এথেন্স শহরে প্রত্যাবর্তন করেন। এবার তিনি নিজেই

www.eelm.weebly.com

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, যা পরবর্তীতে আফলাতুনের প্রতিষ্ঠানের চেয়েও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। অসংখ্য ছাত্র তাঁর নিকট শিক্ষালাভ করে জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করত। তাঁর ভ্রমণের সময় পালকীর পেছনেও অগণিত শিষ্য জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে পথ অনুসরণ করত। আর এজন্য তাঁর অনুসারীদেরকে মাশশাঈন তথা পদব্রজে গমনকারী বলা হয়। যেহেতু তিনিই সর্বপ্রথম দর্শনশাস্ত্রকে পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রে রূপদান করেছেন এবং মানব সমাজে তার বিকাশ সাধনে ভূমিকা রেখেছেন, তাই তাঁকে এ শাস্ত্রের মুয়াল্লিমে আউয়াল বা প্রথম শিক্ষক বলা হয়। এরিস্টোটলের শিক্ষক হলেন প্লেটো (আফলাতুন), তাঁর শিক্ষক হলেন সক্রেটিস, তাঁর শিক্ষক হলেন পীথাগোরাস, তাঁর শিক্ষক হলেন তালীস, তাঁর শিক্ষক হলেন লোকমান হাকীম। এরিস্টোটল মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষাদানে রত ছিলেন।

মৃত্যু : ৬২ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয়। কারো মতে, তিনি পানিতে ডুবে মারা গেছেন। কেউ বলেন, পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

রচনাবলি : আরাস্তাতালীস তাঁর দর্শনজীবনে বহু প্রসিদ্ধ মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে স্বীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ১. كِتَابُ السَّمَاءِ ২. كِتَابُ جَرْيِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ৩. كِتَابُ النَّبَاتِ ৪. اَلْاِلٰهَاتُ ৫. اَلْعَالَمُ ইত্যাদি।

দুই. ফারাবী :

পরিচিতি : তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবূ নসর, পিতার নাম তারখান। নিসবতী নাম ফারাবী। তিনি পারস্যের ফারাব নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। দর্শনশাস্ত্রে তিনি পারদর্শী ছিলেন। স্বভাবগতভাবে একাকী থাকতে তিনি ভালোবাসতেন। তিনি আফলাতুন ও আরাস্তুর পরিত্যক্ত জ্ঞানের বিশ্লেষণ করেন এবং দর্শনশাস্ত্রকে সুসজ্জিত করে মানব সমাজে উপস্থাপন করেন। এ জন্য তাঁকে দর্শনশাস্ত্রের দ্বিতীয় শিক্ষক বলা হয়।

মৃত্যু : ৩৩৯ হিজরিতে আব্বাসীয় যুগে ৮০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

রচনাবলি : তিনি অসংখ্য মূলবান গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো–
১. اِحْصَاءُ الْعُلُوْمِ مَا يَنْبَغِىْ اَنْ تَعْلَمَ ২. مَقَالَةٌ فِى الْعَقْلِ قَبْلَ الْفَلْسَفَةِ ৩. تَحْصِيْلُ السَّعَادَةِ ৪. اٰرَاءُ الْمَدِيْنَةِ الْفَاضِلَةِ

তিন. ইবনে সীনা :

পরিচিতি : তাঁর নাম হোসাইন, উপনাম আবূ আলী, পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে সীনা। ৩৭০ হিজরিতে বুখারার অন্তর্গত আখশানা নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শায়খ আবূ আলী হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি চিকিৎসা, দর্শন, সাহিত্য, জ্যামিতি ইত্যাদি শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তিনি হাফেজে কুরআন ছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত ইউনানী চিকিৎসা আজ পর্যন্ত বিশ্বে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞান হিসেবে সমাদৃত।

রচনাবলি : তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর বহু গ্রন্থ লিখেছেন। তন্মধ্যে– ১. قَانُوْنُ النَّجَاتِ ২. اِشَارَاتُ ৩. شِفَاءُ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মৃত্যু : তিনি ৪৪৮ হিজরিতে আব্বাসিয় যুগে মৃত্যুবরণ করেন।

চার. ইস্কান্দার রূমী : ইস্কান্দার রূমী আলেকজান্ডার নামে পরিচিত। তিনি একজন প্রভাবশালী বাদশা ছিলেন। তিনি রোম ও পারস্য দখল করেছিলেন। তিনি ছিলেন এরিস্টোটলের দর্শনের ভক্ত। তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই এরিস্টোটল এ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। কারো মতে, এরিস্টোটল তাঁর মন্ত্রী ছিলেন। ঈসা (আ.)-এর জন্মের প্রায় তিনশ বছর পূর্বে তিনি বাদশা ছিলেন। তাঁকে সিকান্দর গ্রীক, মকদুন, রূমী ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হতো। তিনি দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করে তার রাজ্য দখল করেন। তিনি ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা।

قَوْلُهٗ لَعَلَّكَ عَلِمْتَ الخ-এর আলোচনা : কিতাবের আলোচ্য বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, ইলমে মানতিকের প্রয়োজনীয়তার বর্ণনা হতেই বিচক্ষণ ছাত্রগণ ইলমে মানতিকের সংজ্ঞা অবগত হয়েছে, তারপর لَعَلَّكَ عَلِمْتَ-এর ইঙ্গিতের দ্বারা মধ্যম স্তরের ছাত্রগণকেও ইলমে মানতিকের সংজ্ঞা অবগত করানো হয়েছে। এরপর এখানকার বর্ণিত সংজ্ঞা عِلْمٌ بِقَوَانِيْنَ الخ দ্বারা সাধারণ ছাত্রগণকে ইলমে মানতিকের সংজ্ঞা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে গ্রন্থকার ছাত্রদের তিনটি স্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। স্তর তিনটি হচ্ছে– ১. ذَكِىٌّ বা তীক্ষ্ণ, ২. مُتَوَسِّطٌ বা সাধারণ মেধাবী, ৩. غَبِىٌّ বা স্থূল সাধারণ।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : مَوْضُوْعُ كُلِّ عِلْمٍ مَا يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ عَوَارِضِهِ الذَّاتِيَةِ لَهُ كَبَدَنِ الْاِنْسَانِ لِلطِّبِّ وَالْكَلِمَةِ وَالْكَلَامِ لِعِلْمِ النَّحْوِ فَمَوْضُوْعُ الْمَنْطِقِ اَلْمَعْلُوْمَاتُ التَّصَوُّرِيَّةُ وَالتَّصْدِيْقِيَّةُ لٰكِنْ لَا مُطْلَقًا بَلْ مِنْ حَيْثُ اَنَّهَا مُوْصِلَةٌ اِلَى الْمَجْهُوْلِ التَّصَوُّرِيِّ وَالتَّصْدِيْقِيِّ ـ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : প্রত্যেক ইলম বা শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হলো ঐ জিনিস যা তার عَوَارِض ذَاتِيَة তথা স্বভাবগত প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে ঐ ইলমের মধ্যে আলোচনা করা হয়। যথা– মানুষের দেহ, চিকিৎসাশাস্ত্রের বিষয়বস্তু। كَلِمَه এবং كَلَامْ হচ্ছে ইলমে নাহুর বিষয়বস্তু। সুতরাং ইলমে মানতিকের বিষয়বস্তু হচ্ছে–مَعْلُوْمَات تَصَوُّرِىْ وَتَصْدِيْقِىْ তথা জানা تَصَوُّر এবং জানা تَصْدِيْق সমূহ। কিন্তু مَعْلُوْمَات تَصَوُّرِىْ এবং مَعْلُوْمَات تَصْدِيْقِى সরাসরি ইলমে মানতিকের مَوْضُوْع বা বিষয়বস্তু নয়; বরং এ হিসেবে যে, এরা مَجْهُوْلَات تَصَوُّرِىْ وَ تَصْدِيْقِىْ তথা অজ্ঞাত تَصَوُّرْ ও تَصْدِيْق-এর দিকে পৌঁছে দেয়।

فَائِدَةٌ : اِعْلَمْ اَنَّ لِكُلِّ عِلْمٍ وَصَنَاعَةٍ غَايَةٌ وَاِلَّا لَكَانَ طَلَبُهُ عَبَثًا وَالْجِدُّ فِيْهِ لَغْوًا وَغَايَةُ عِلْمِ الْمِيْزَانِ اَلْاِصَابَةُ فِى الْفِكْرِ وَحِفْظُ الرَّأْيِ عَنِ الْخَطَأِ فِى النَّظَرِ ـ

ফায়দা : জেনে রেখো যে, প্রত্যেক ইলমের কোনো না কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে, অন্যথায় সে ইলমের অন্বেষণ অনর্থক হয় এবং তার জন্য সাধনা অর্থহীন হয়। আর ইলমে মানতিকের উদ্দেশ্য হলো– চিন্তাশক্তি যাতে সঠিক হয় তাকে অর্জন করা এবং ধ্যান-ধারণার ভুল-ভ্রান্তি হতে সিদ্ধান্তকে রক্ষা করা।

فَصْلٌ : لَا شُغْلَ لِلْمَنْطِقِيِّ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مَنْطِقِيٌّ بِبَحْثِ الْاَلْفَاظِ كَيْفَ وَهٰذَا الْبَحْثُ بِمَعْزِلٍ عَنْ غَرْضِهِ وَغَايَتِهِ وَمَعَ ذٰلِكَ فَلَابُدَّ لَهُ مِنْ بَحْثِ الْاَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمَعَانِىْ لِاَنَّ الْاِفَادَةَ وَالْاِسْتِفَادَةَ مَوْقُوْفَةٌ عَلَيْهِ وَلِذٰلِكَ يُقَدَّمُ بَحْثُ الدَّلَالَةِ وَالْاَلْفَاظِ فِىْ كُتُبِ الْمَنْطِقِ ـ

পরিচ্ছেদ : মানতিকশাস্ত্রবিদগণ মানতিকশাস্ত্রবিদ হিসেবে শাব্দিক আলোচনার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আর তা কি করে হতে পারে? বস্তুত শাব্দিক আলোচনা তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে পৃথক ব্যাপার ; তা সত্ত্বেও মানতিকশাস্ত্রবিদগণের জন্য এমন শাব্দিক আলোচনা আবশ্যক যা অর্থকে বুঝায়। কেননা, অপরের থেকে উপকার অর্জন করা এবং অপরকে উপকার পৌঁছানো শব্দের অর্থ বুঝানোর উপর নির্ভর করে। এ জন্যই دَلَالَة এবং اَلْفَاظ -এর আলোচনাকে মানতিক শাস্ত্রের কিতাবের মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ مَوْضُوْعُ كُلِّ عِلْمٍ প্রত্যেক ইলম বা শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় مَا يُبْحَثُ فِيْهِ যাতে আলোচনা করা হয় عَنْ عَوَارِضِهِ الذَّاتِيَةِ لَهُ তার স্বভাবগত প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে كَبَدَنِ الْاِنْسَانِ যথা– মানুষের দেহ لِلطِّبِّ চিকিৎসাশাস্ত্রের বিষয়বস্তু وَالْكَلِمَةِ وَالْكَلَامِ لِعِلْمِ النَّحْوِ আর كَلِمَه ও كَلَامْ হচ্ছে ইলমে নাহুর বিষয়বস্তু فَمَوْضُوْعُ الْمَنْطِقِ সুতরাং ইলমে মানতিকের বিষয়বস্তু হচ্ছে اَلْمَعْلُوْمَاتُ التَّصَوُّرِيَّةُ وَالتَّصْدِيْقِيَّةُ জানা تَصَوُّرْ এবং জানা تَصْدِيْق সমূহ لٰكِنْ لَا مُطْلَقًا কিন্তু সরাসরি ইলমে মানতিকের বিষয়বস্তু নয় بَلْ مِنْ حَيْثُ বরং এ হিসেবে যে اَنَّهَا مُوْصِلَةٌ এরা পৌঁছে দেয় اِلَى الْمَجْهُوْلِ التَّصَوُّرِيِّ وَالتَّصْدِيْقِيِّ অজ্ঞাত تَصَوُّرْ ও تَصْدِيْق -এর দিকে। فَائِدَةٌ ফায়দা اِعْلَمْ জেনে রাখো اَنَّ لِكُلِّ عِلْمٍ وَصَنَاعَةٍ غَايَةٌ যে, প্রত্যেক ইলমের কোনো না কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে وَاِلَّا لَكَانَ طَلَبُهُ عَبَثًا অন্যথায় সে ইলমের অন্বেষণ অনর্থক হয় وَالْجِدُّ فِيْهِ لَغْوًا এবং তার জন্য সাধনা অর্থহীন হয় وَغَايَةُ عِلْمِ الْمِيْزَانِ আর ইলমে মানতিকের উদ্দেশ্য হলো اَلْاِصَابَةُ فِى الْفِكْرِ চিন্তাশক্তি যাতে সঠিক হয় তাকে অর্জন করা وَحِفْظُ الرَّأْيِ এবং সিদ্ধান্তকে রক্ষা করা عَنِ الْخَطَأِ فِى النَّظَرِ ধ্যান-ধারণার ভুল-ভ্রান্তি হতে। فَصْلٌ পরিচ্ছেদ لَا شُغْلَ لِلْمَنْطِقِيِّ মানতিকশাস্ত্রবিদগণের কোনো সম্পর্ক নেই مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مَنْطِقِيٌّ সে একজন

www.eelm.weebly.com

মানতিকশাস্ত্রবিদ হিসেবে يَبْحَثُ الْاَلْفَاظَ শাব্দিক আলোচনার সাথে كَيْفَ আর তা কি করে হতে পারে? وَهٰذَا الْبَحْثُ বস্তুত শাব্দিক আলোচনা فَلَابُدَّ لَهُ بِمَعْزِلٍ عَنْ غَرَضِهِ وَغَايَتِهِ তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে পৃথক ব্যাপার وَمَعَ ذٰلِكَ তা সত্ত্বেও মানতিকশাস্ত্রবিদগণের জন্য আবশ্যক مِنْ بَحْثِ الْاَلْفَاظِ এমন শাব্দিক আলোচনা الدَّالَّةِ عَلَى الْمَعَانِيْ যা অর্থকে বুঝায় لِاَنَّ الْاِفَادَةَ وَالْاِسْتِفَادَةَ কেননা, অপরের থেকে উপকার অর্জন করা এবং অপরকে উপকার পৌছানো مَوْقُوْفَةٌ عَلَيْهِ অর্থ বুঝার উপর নির্ভর করে وَلِذٰلِكَ يُقَدَّمُ এ জন্যই অগ্রাধিকার দেওয়া হয় بَحْثُ الدَّلَالَةِ . دَلَالَة -এর আলোচনা وَالْاَلْفَاظِ এবং اَلْفَاظ-এর আলোচনা فِيْ كُتُبِ الْمَنْطِقِ মানতিকশাস্ত্রের কিতাবের মধ্যে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَوْضُوْعُ كُلِّ عِلْمٍ الخ-এর আলোচনা : কোনো শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় এমন একটি বিষয়বস্তু হয়ে থাকে যে, ঐ শাস্ত্রে ঐ বিষয় অথবা ঐ বস্তুর মৌলিক দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। মৌলিক বিষয় বা عَوَارِض ذَاتِيَه কোনো বস্তুর এমন একটি গুণ যা ঐ বস্তুর ذَاتِيْ বা প্রকৃতিগত নয়; বরং তা সে বস্তুর মৌলিক সত্তার সম্পূর্ণ বাইরের বিষয়। আর একেই আরবিতে عَوَارِضُ الذَّاتِيَه বলা হয়।

اَلْعَوَارِضُ الذَّاتِيَّةُ-এর আলোচনা : বস্তুর পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলো সাধারণত ছয় প্রকার–

১. কোনো وَاسِطَه বা মাধ্যম ব্যতীতই কোনো কোনো সময় অপর বস্তুর সাথে মিলিত হয়। অথচ ব্যাপকতার দিক দিয়ে তা সর্বদা বস্তুর সমান। যেমন– বিস্ময় এবং মানুষ। কেননা, বিস্ময়তা কোনো মাধ্যম ব্যতীতই মানুষের ذَاتْ বা প্রকৃতির সাথে মিলিত হয়। আর যে বিস্ময়াভিভূত সে-ই মানুষ। আবার যে মানুষ সে-ই বিস্ময়াভিভূত। অতএব ব্যাপকতার দিক দিয়ে দু'টোই সমান।

২. আবার কোনো সময় ঐ বিষয়গুলো কোনো বস্তুর মধ্যস্থতায় মিলিত হয়, আর সে মাধ্যমটি সে-ই বস্তুর অংশ বিশেষ হয়। যেমন– নিজের ইচ্ছায় নড়াচড়া করা। এটি মানুষের সাথে মিলিত হয়, মানুষ প্রাণী বা حَيَوَانْ হওয়ার কারণে। আর জীব হওয়াটা মানুষের اِحْسَاس বা উপলব্ধির একাংশ। কারণ মানুষ حَيَوَانْ বা প্রাণী হওয়া ও نَاطِقْ হওয়ার সমষ্টি। অতএব, প্রাণী বা حَيَوَانْ হওয়াও মানুষের একাংশ হলো।

৩. কোনো সময় তা কোনো বস্তুর সাথে কোনো কিছুর মাধ্যমে মিলিত হয়, কিন্তু তা কখনো বস্তুর অংশ হয় না। যেমন- ضِحْك বা হাসি।

৪. কখনো তা বস্তুর সাথে কোনো মাধ্যমে মিলিত হলেও সে মাধ্যম কোনো কোনো সময় ব্যাপকতর হয়ে থাকে। যেমন– সাদা রং, এটা দেহের মাধ্যমে মিলিত হয়, কিন্তু দেহ স্বভাবত সাদা হতে ব্যাপকতর। কেননা, অনেক দেহ এমনও রয়েছে যা সাদা নয়।

৫. আবার কখনো তা বস্তুর সাথে কোনো কিছুর মাধ্যমে মিলিত হলেও মাধ্যম বস্তু হতে ব্যাপকতর হয়ে থাকে। যেমন– হাসি বা প্রশান্তি, এটি জীবের সাথে মিলিত হয় মানুষের মাধ্যমে, অথচ মানুষ জীব হতে খাস।

৬. কখনো তা বস্তুর সাথে কোনো কিছুর মাধ্যমে মিলিত হয়, কিন্তু মাধ্যম ও বস্তুর মধ্যে সর্বদা পারস্পরিক বিরোধী সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। যেমন–উষ্ণতা, আগুনের মাধ্যমে পানির সাথে মিলিত হয়, কিন্তু পানি ও আগুন স্বাভাবিকভাবেই একে অপরের বিপরীত।

قَوْلُهُ فِي النَّظَرِ الخ-এর আলোচনা : মানতিকীদের পরিভাষায় نَظَرٌ বলা হয়– "اَلنَّظَرُ عِبَارَةٌ عَنْ تَرْتِيْبِ اُمُوْرٍ مَعْلُوْمَةٍ لِيَتَأَدّٰى ذٰلِكَ التَّرْتِيْبُ اِلٰى حُصُوْلِ الْمَجْهُوْلِ" অর্থাৎ জানা বিষয়সমূহকে সাজানোর মাধ্যমে অজানা বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা।

قَوْلُهُ لَا شُغْلَ لِلْمَنْطِقِيِّ الخ-এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنٰى তথা শব্দ অর্থের উপর دَلَالَة করার আলোচনা মানতিকশাস্ত্রবিদগণের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে مَعْنٰى -এর আলোচনা। তা সত্ত্বেও মূল উদ্দেশ্য তথা مَعْنٰى -এর উপকার গ্রহণ করা ও প্রদান করা শব্দের دَلَالَتْ ব্যতীত সম্ভব নয়। এজন্য মানতিকশাস্ত্রবিদগণের মূল উদ্দেশ্য مَعْنٰى -এর জন্য শব্দের আলোচনা, مَوْقُوْف عَلَيْه হিসেবে মানতিকশাস্ত্রবিদগণ دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنٰى -এর আলোচনা করতে বাধ্য হয়ে دَلَالَة -এর আলোচনা করে থাকেন এবং এ জন্য মানতিকের কিতাবে মূল উদ্দেশ্যের পূর্বে শব্দের আলোচনা করা হয়।

قَوْلُهُ مَوْقُوْفَةٌ عَلَيْهِ الخ-এর আলোচনা : অন্যকে কোনো فَائِدَه [ফায়দা] পৌছানো এবং অন্য হতে কোনো فَائِدَه [ফায়দা] অর্জন করা এটি ভাব ও উপলব্ধির ব্যাপার। আর ভাব ও উপলব্ধি ব্যক্ত করার জন্য শব্দ আবশ্যক। তাই মানতিকীদের মূল লক্ষ্য مَعْنٰى -এর প্রকাশের জন্য مَوْقُوْف عَلَيْه হলো শব্দের আলোচনা। আর مَوْقُوْف عَلَيْه অগ্রাধিকারযোগ্য হিসেবে دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنٰى-কে মানতিকের কিতাবের প্রথমাংশে নেওয়া হয়েছে।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

١- عَرِّفْ عِلْمَ الْمَنْطِقِ مَعَ بَيَانِ مَوْضُوْعِهِ وَغَرَضِهِ ثُمَّ اذْكُرْ وَجْهَ تَسْمِيَتِهِ بِالْمَنْطِقِ .

٢- عَرِّفِ الْمَنْطِقَ ثُمَّ بَيِّنْ لِمَ مَسَّتِ الْحَاجَةُ اِلَيْهِ وَلِمَ سُمِّيَ بِهِ؟ وَمَا مَوْضُوْعُهُ وَغَرَضُهُ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا .

٣- مَا مَعْنَى الْعِلْمِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟ بَيِّنْ اَقْسَامَهُ بِالتَّمْثِيْلِ وَالتَّفْصِيْلِ .

٤- عَرِّفِ التَّصَوُّرَ وَالتَّصْدِيْقَ . ثُمَّ بَيِّنْ اَقْسَامَهُمَا مَعَ بَيَانِ الْاِخْتِلَافِ بَيْنَ الْحُكَمَاءِ وَالْاِمَامِ الرَّازِيْ فِيْ تَعْرِيْفِ التَّصْدِيْقِ .

٥- اِلَامَ اَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ "مَوْضُوْعُ كُلِّ عِلْمٍ مَا يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ عَوَارِضِهِ الذَّاتِيَةِ لَهُ؟" فَصِّلِ الْمَقَامَ حَقَّ التَّفْصِيْلِ .

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ فِى الدَّلَالَةِ : اَلدَّلَالَةُ لُغَةً هُوَ الْإِرْشَادُ اَىْ رَاه نَمُوْدَنْ وَفِى الْاِصْطِلَاحِ كَوْنُ الشَّئِ بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَئٍ اٰخَرَ وَالدَّلَالَةُ قِسْمَانِ لَفْظِيَّةٌ وَغَيْرُ لَفْظِيَّةٍ وَاللَّفْظِيَّةُ مَا يَكُوْنُ الدَّالُّ فِيْهِ اللَّفْظُ وَغَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ مَا لَايَكُوْنُ الدَّالُّ فِيْهِ اللَّفْظُ وَكُلٌّ مِنْهُمَا عَلٰى ثَلٰثَةِ اَنْحَاءٍ اَحَدُهَا اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ كَدَلَالَةِ لَفْظِ زَيْدٍ عَلٰى مُسَمَّاهُ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : دَلَالَة সম্পর্কে। دَلَالَة-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- পথ প্রদর্শন করা, রাস্তা বলে দেওয়া। আর পরিভাষায়- কোনো বস্তুর এমন হওয়া যাতে তা জানার ফলে অন্য বস্তুও জানা যায়। دَلَالَة টি দু' প্রকার। ১. لَفْظِيَّة ২. غَيْر لَفْظِيَّة ; لَفْظِيَّة বলা হয়, যাতে নির্দেশক لَفْظ বা শব্দ হয়। আর غَيْر لَفْظِيَّة ঐ দালালতকে বলা হয়, যাতে নির্দেশক لَفْظ বা শব্দ হয় না। এর প্রত্যেকটি আবার তিন প্রকার। প্রথমটি لَفْظِيَّة وَضْعِيَّة যেমন- زَيْد শব্দের দালালত নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ فِى الدَّلَالَةِ পরিচ্ছেদ : دَلَالَة সম্পর্কে اَلدَّلَالَةُ لُغَةً -দালালত-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে هُوَ الْاِرْشَادُ পথ প্রদর্শন করা اَىْ رَاه نَمُوْدَنْ অর্থাৎ রাস্তা বলে দেওয়া وَفِى الْاِصْطِلَاحِ আর পরিভাষায় كَوْنُ الشَّئِ بِحَيْثُ কোনো বস্তুর এমন হওয়া يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهٖ যাতে তা জানার ফলে হয়ে যায় الْعِلْمُ بِشَئٍ اٰخَرَ অন্য বস্তু জানা وَالدَّلَالَةُ قِسْمَانِ দালালত দু'প্রকার لَفْظِيَّةٌ وَغَيْرُ لَفْظِيَّةٍ ১. لَفْظِيَّة ২. غَيْر لَفْظِيَّة وَاللَّفْظِيَّةُ আর لَفْظِيَّة বলা হয় مَا يَكُوْنُ الدَّالُّ فِيْهِ اللَّفْظُ যাতে নির্দেশক لَفْظ বা শব্দ হয় وَغَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ আর غَيْر لَفْظِيَّة ঐ দালালতকে বলা হয় مَا لَا يَكُوْنُ الدَّالُّ فِيْهِ اللَّفْظُ যাতে নির্দেশক لَفْظ বা শব্দ হয় না وَكُلٌّ مِنْهُمَا এর প্রত্যেকটি আবার عَلٰى ثَلٰثَةِ اَنْحَاءٍ তিন প্রকার اَحَدُهَا اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ প্রথমটি لَفْظِيَّة وَضْعِيَّة كَدَلَالَةِ لَفْظِ زَيْدٍ যেমন- زَيْد শব্দের দালালত عَلٰى مُسَمَّاهُ নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

دَلَالَة-এর আভিধানিক অর্থ : دَلَالَة শব্দটি বাবে نَصَرَ-এর মাসদার। মূলবর্ণ (د ـ ل ـ ل) জিনসে مُضَاعَف ثُلَاثِى তার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Cuidence, Direction. আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ- (ক) মিরকাত গ্রন্থকার বলেন, اَلْاِرْشَادُ তথা রাস্তা দেখানো বা সৎ পরামর্শ দেওয়া। (খ) মিসবাহ গ্রন্থকার বলেন, راستہ دکھانا ۔ رہنمائی کرنا তথা পথ দেখানো ও পথ নির্দেশ করা। (গ) আল-মুনজিদ গ্রন্থকার বলেন, مَا تَدُلُّ بِهٖ عَلٰى صَدِيْقِكَ তথা তুমি যাদ্বারা তোমার বন্ধুকে পথ নির্দেশ কর, তাই دَلَالَة (ঘ) কারো মতে, সঠিক পথ দেখানো। (ঙ) কারো মতে, اِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ বা রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া।

مَعْنَى الدَّلَالَةِ اِصْطِلَاحًا : [دَلَالَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা] : ১. دَلَالَة-এর সংজ্ঞা প্রদানে মিরকাত প্রণেতা আল্লামা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (র.) বলেন- كَوْنُ الشَّئِ بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَئٍ اٰخَرَ অর্থাৎ কোনো বস্তুর অবস্থা এরূপ হওয়া, যার জ্ঞান অর্জিত হলে অন্য বস্তুর জ্ঞানও আবশ্যক হয়ে পড়ে। প্রথম বস্তুটি যা দ্বারা দ্বিতীয় বস্তুটির জ্ঞান অর্জিত হয়, তাকে دَالّ আর (দ্বিতীয় বস্তুর) অর্জিত জ্ঞানকে مَدْلُوْل বলা হয়।

২. কুতবী গ্রন্থকার বলেন- هُوَ كَوْنُ الشَّئِ بِحَالَةٍ يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَئٍ اٰخَرَ অর্থাৎ কোনো বস্তু এমন হওয়া যে, তার জ্ঞান দ্বারা অপর বস্তুর জ্ঞান আবশ্যক হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও প্রথমটি دَالّ আর দ্বিতীয়টি مَدْلُوْل হবে।

৩. আল-মু'জামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- هُوَ مَا يَقْتَضِيْهِ اللَّفْظُ عِنْدَ اِطْلَاقِهٖ অর্থাৎ দালালত হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা শব্দ ব্যবহারের تَقَاضَا করে। যেমন- سَحَاب শব্দটি বললে মানুষ যেমন মেঘমালা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে, তেমন مَطَر-এর দ্বারা বৃষ্টি সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জিত হয়। এক্ষেত্রে سَحَابٌ হচ্ছে دَالّ আর مَطَرٌ হচ্ছে مَدْلُوْل

৪. আল্লামা সা'দ উদ্দিন তাফতাযানী (র.) বলেন- اَلدَّلَالَةُ هِىَ كَوْنُ الشَّئِ بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَئٍ اٰخَرَ اَلْاَوَّلُ هُوَ الدَّالُّ وَالثَّانِىْ هُوَ الْمَدْلُوْلُ

৫. মীযানুল মানতিক গ্রন্থের টীকায় دَلَالَة-এর সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো বিষয় এভাবে হওয়া, যার অভিজ্ঞতা অন্য বিষয়ের অভিজ্ঞতাকে আবশ্যক করে। যেমন- دَلَالَةُ الدُّخَانِ عَلَى النَّارِ অর্থাৎ ধোঁয়ার দালালত আগুনের উপর।

قَوْلُهُ اَلدَّلَالَةُ قِسْمَانِ الخ-এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে গ্রন্থকার (র.) دَلَالَة সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, اَلدَّلَالَةُ প্রথমত দু'প্রকার। যথা- ১. دَلَالَةُ اللَّفْظِيَّةِ (শাব্দিক নির্দেশনা), ২. اَلدَّلَالَةُ غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ (শব্দবিহীন নির্দেশনা)।

১. اَلدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ-এর পরিচয় : মিরকাত প্রণেতা আল্লামা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (র.) বলেন- اَللَّفْظِيَّةُ مَا يَكُوْنُ الدَّالُّ فِيْهِ اللَّفْظُ অর্থাৎ ঐ দালালত যার মধ্যে দালালতকারী কোনো শব্দ হবে। যেমন- كِتَاب বললে বইয়ের উপর এবং زَيْد বললে কারো নামের উপর دَلَالَة لَفْظِيَّة করে।

২. اَلدَّلَالَةُ غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ-এর পরিচয় : মিরকাত গ্রন্থকার আল্লামা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (র.) এ প্রসঙ্গে বলেন- هِىَ مَا لَا يَكُوْنُ الدَّالُّ فِيْهِ اللَّفْظُ. অর্থাৎ دَالّ বা নির্দেশকারী যদি শব্দ ব্যতীত অন্য কিছুর মাধ্যমে হয়, তখন তাকে دَلَالَة غَيْر لَفْظِيَّة বলা হয়। যেমন- ধোঁয়া। কেননা, ধোঁয়া দেখলেই আগুনের অস্তিত্ব বুঝা যায়। এটা বুঝতে কোনো শব্দের প্রয়োজন হয় না।

এগুলোর প্রত্যেকটি পুনরায় তিন ভাগে বিভক্ত। যেমন- ১. وَضْعِيَّة (গঠনগত), ২. عَقْلِيَّة (বুদ্ধিগত) ৩. طَبْعِيَّة (স্বভাবগত)। অতএব, دَلَالَة মোট ৬ প্রকার হলো। এ ছাড়াও دَلَالَة لَفْظِيَّة وَضْعِيَّة আবার তিন প্রকার। যেমন- ১. مُطَابِقِىْ (পূর্ণ দালালত), ২. تَضَمُّنِىْ (আনুষাঙ্গিক) ৩. اِلْتِزَامِىْ (আবশ্যিক)।

www.eelm.weebly.com

وَثَانِيْهَا اللَّفْظِيَّةُ الطَّبْعِيَّةُ كَدَلَالَةِ لَفْظِ أُحْ أُحْ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَسُكُوْنِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَقِيْلَ بِفَتْحِهَا عَلٰى وَجْعِ الصَّدْرِ فَإِنَّ الطَّبْعِيَّةَ تَضْطَرُّ بِإِحْدَاثِ هٰذَا اللَّفْظِ عِنْدَ عُرُوْضِ الْوَجْعِ فِي الصَّدْرِ وَثَالِثُهَا اللَّفْظِيَّةُ الْعَقْلِيَّةُ كَدَلَالَةِ لَفْظِ دَيْزٍ الْمَسْمُوْعِ مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ عَلٰى وُجُوْدِ اللَّافِظِ وَرَابِعُهَا غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ الْوَضْعِيَّةِ كَدَلَالَةِ الدَّوَالِّ الْأَرْبَعِ عَلٰى مَدْلُوْلَاتِهَا وَخَامِسُهَا غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ الطَّبْعِيَّةِ كَدَلَالَةِ صُهَيْلِ الْفَرَسِ عَلٰى طَلَبِ الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَسَادِسُهَا غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ كَدَلَالَةِ الدُّخَانِ عَلَى النَّارِ فَهٰذِهٖ سِتُّ دَلَالَاتٍ وَالْمَنْطِقِيُّ إِنَّمَا يَبْحَثُ عَنِ الدَّلَالَةِ اللَّفْظِيَّةِ الْوَضْعِيَّةِ لِأَنَّ الْإِفَادَةَ لِلْغَيْرِ وَالْإِسْتِفَادَةَ مِنَ الْغَيْرِ إِنَّمَا يَتَيَسَّرُ بِهَا بِسُهُوْلَةٍ بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَإِنَّ الْإِفَادَةَ وَالْإِسْتِفَادَةَ بِهَا لَا يَخْلُوْ عَنْ صُعُوْبَةٍ هٰذَا ـ

সরল অনুবাদ : দ্বিতীয়টি لَفْظِيَّة طَبْعِيَّة যেমন- أُحْ أُحْ শব্দের দালালত বুকের ব্যথার উপর। أُحْ শব্দটির হামযায় পেশ ও হা'তে সাকিন হবে। কেউ কেউ বলেন, হামযাতে যবর হবে। কেননা, বুকে ব্যথা হলে মানুষ স্বভাবত এ জাতীয় শব্দ উচ্চারণ করতে বাধ্য হয়। আর دَلَالَة لَفْظِيَّة -এর তৃতীয় প্রকার হলো- دَلَالَة عَقْلِيَّة যেমন- দেয়ালের পিছন দিক হতে শোনা যাওয়া دَيْز শব্দ উচ্চারণকারীর অস্তিত্বের উপর دَلَالَة করা। চতুর্থ প্রকার হলো- دَلَالَة غَيْر اللَّفْظِيَّةِ الْوَضْعِيَّةِ যেমন- দালালতকারী চতুষ্টয়ে دَلَالَة করা তাদের অর্থের উপর دَلَالَة করা। পঞ্চম প্রকার হলো- غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ الطَّبْعِيَّةِ যেমন- পানি এবং ঘাসের চাহিদার উপর ঘোড়ার আওয়াজের دَلَالَة করা। ষষ্ঠ প্রকার হলো- غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ যেমন- ধোঁয়ার دَلَالَة আগুনের উপর। সুতরাং এ মোট ৬টি دَلَالَة হলো।

আর মানতেকীগণ اَلدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ সম্পর্কে আলোচনা করেন। কেননা, অন্যকে উপকার পৌঁছানো এবং অন্য হতে উপকৃত হওয়া اَلدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ দ্বারা সহজে অর্জিত হয়। কিন্তু অন্যান্য دَلَالَة -এর অবস্থা এর ব্যতিক্রম। কেননা, اَلدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ ব্যতীত অন্যান্য دَلَالَة দ্বারা উপকার পৌঁছানো এবং উপকৃত হওয়া কঠিন বা সমস্যামুক্ত নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَثَانِيْهَا اللَّفْظِيَّةُ الطَّبْعِيَّةُ দ্বিতীয়টি لَفْظِيَّة طَبْعِيَّة . كَدَلَالَةِ لَفْظِ أُحْ أُحْ যেমন- أُحْ أُحْ শব্দের দালালত - بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَسُكُوْنِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أُحْ أُحْ শব্দটির হামযায় পেশ ও 'হা'তে সাকিন হবে وَقِيْلَ কেউকেউ বলেন- بِفَتْحِهَا হামযাতে যবর হবে عَلٰى وَجْعِ الصَّدْرِ বুকের ব্যথার উপর فَإِنَّ الطَّبْعِيَّةَ কেননা, মানুষ স্বভাবত تَضْطَرُّ বাধ্য হয় بِإِحْدَاثِ هٰذَا اللَّفْظِ এ জাতীয় শব্দ উচ্চারণ করতে عِنْدَ عُرُوْضِ الْوَجْعِ فِي الصَّدْرِ বুকে ব্যথা হলে وَثَالِثُهَا اللَّفْظِيَّةُ আর دَلَالَة لَفْظِيَّة-এর তৃতীয় প্রকার হলো الْعَقْلِيَّةُ দালাতে আকলিয়া كَدَلَالَةِ لَفْظِ دَيْزٍ الْمَسْمُوْعِ যেমন- دَيْز শব্দের دَلَالَة যা শোনা যায় مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ দেয়ালের পিছন দিক হতে عَلٰى وُجُوْدِ اللَّافِظِ উচ্চারণকারীর অস্তিত্বের উপর وَرَابِعُهَا চতুর্থ প্রকার হলো غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ الْوَضْعِيَّةِ - দালালাতে গাইরে লাফযিয়া অযয়িয়া - كَدَلَالَةِ الدَّوَالِّ الْأَرْبَعِ যেমন- দালালতকারী চতুষ্টয়ের دَلَالَة করা عَلٰى مَدْلُوْلَاتِهَا তাদের অর্থের উপর وَخَامِسُهَا পঞ্চম প্রকার হলো غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ الطَّبْعِيَّةِ - দালালাতে গাইরে লাফযিয়া তাবয়িয়া - كَدَلَالَةِ صُهَيْلِ الْفَرَسِ যেমন- ঘোড়ার আওয়াজের دَلَالَة করা عَلٰى طَلَبِ الْمَاءِ وَالْكَلَأِ পানি এবং ঘাসের চাহিদার উপর وَسَادِسُهَا ষষ্ঠ প্রকার হলো غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ - দালালাতে গাইরে লাফযিয়া আকলিয়া - كَدَلَالَةِ الدُّخَانِ যেমন- ধোঁয়ার دَلَالَة - عَلَى النَّارِ আগুনের উপর فَهٰذِهٖ سِتُّ دَلَالَاتٍ সুতরাং এ মোট ছয়টি دَلَالَة হলো وَالْمَنْطِقِيُّ আর মানতিকীগণ إِنَّمَا يَبْحَثُ আলোচনা করেন عَنِ الدَّلَالَةِ اللَّفْظِيَّةِ الْوَضْعِيَّةِ - دَلَالَة لَفْظِيَّة وَضْعِيَّة সম্পর্কে لِأَنَّ الْإِفَادَةَ لِلْغَيْرِ কেননা, অন্যকে উপকার পৌঁছানো وَالْإِسْتِفَادَةَ مِنَ الْغَيْرِ এবং অন্য হতে উপকৃত হওয়া إِنَّمَا يَتَيَسَّرُ بِهَا - دَلَالَة لَفْظِيَّة وَضْعِيَّة দ্বারা অর্জিত হয় بِسُهُوْلَةٍ সহজে بِخِلَافِ غَيْرِهَا কিন্তু অন্যান্য دَلَالَة-এর অবস্থা এর ব্যতিক্রম فَإِنَّ الْإِفَادَةَ وَالْإِسْتِفَادَةَ بِهَا কেননা, دَلَالَة لَفْظِيَّة وَضْعِيَّة ব্যতীত অন্যান্য دَلَالَة দ্বারা উপকার পৌঁছানো এবং উপকৃত হওয়া لَا يَخْلُوْ عَنْ صُعُوْبَةٍ هٰذَا কঠিন বা সমস্যামুক্ত নয়।

www.eelm.weebly.com

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلدَّوَالُّ الْاَرْبَعَةُ-এর আলোচনা : এর অর্থ হলো দালালতকারী চতুষ্টয়। এ চারটি হলো– ১. خُطُوْطٌ তথা দাগ বা রেখাসমূহ ; যা বিশেষ কোনো কিছু বুঝায়। ২. نُصُبٌ বা দাঁড় করানো প্রতীক জাতীয়। যেমন– রাস্তার মাইল পোষ্ট, যাতে মাইলের সংখ্যা বর্ণিত থাকে এবং দুই মাইলের মধ্যবর্তী স্থান নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। ৩. عُقُوْدٌ বা গিরাসমূহ। যেমন– হাতের আঙুলের দাগসমূহ ইত্যাদি যা সংখ্যা বুঝায়। ৪. اِشَارَاتٌ আর اِشَارَاتٌ শব্দটি اِشَارَةٌ-এর বহুবচন, এটি ইঙ্গিত বিশেষ, কোনো অর্থ বুঝায়। এগুলো শব্দ না হওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট অর্থ বুঝায় বিধায় এদের دَلَالَةٌ হলো اَلدَّلَالَةُ غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ الْعَقْلِيَّةُ

قَوْلُهُ صُهَيْلُ الْفَرَسِ-এর আলোচনা : قَوْلُهُ صُهَيْلُ الْفَرَسِ এটি اَلدَّلَالَةُ غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ الطَّبْعِيَّةِ-এর উদাহরণ। ঘোড়া পানি ও ঘাসের প্রয়োজনে বিশেষ আওয়াজ দিয়ে থাকে। ঘোড়া মূক, ভাষাহীন প্রাণী হিসেবে -এর আওয়াজ শব্দ নয় ; বিধায় ঘোড়ার আওয়াজ اَلدَّلَالَةُ غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ হবে এবং এটি তার স্বভাবের কারণে হয় বিধায় এই دَلَالَةٌ টি اَلدَّلَالَةُ غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ الطَّبْعِيَّةِ ও বটে।

قَوْلُهُ فَهٰذِهٖ سِتُّ دَلَالَاتٍ الخ -এর আলোচনা : মানতিক প্রণেতাদের ভাষ্য মোতাবেক ছয় প্রকার দালালতের সংক্ষিপ্তরূপ নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১. دَلَالَةٌ لَفْظِيَّةٌ وَضْعِيَّةٌ -এর পরিচয় : اِنْ كَانَ اللَّفْظُ يَدُلُّ عَلٰى مَدْلُوْلِهٖ مِنْ حَيْثُ وَضْعِيَّتِهٖ অর্থাৎ শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে সে অর্থের প্রতি নির্দেশ করলে তাকে دَلَالَةٌ لَفْظِيَّةٌ وَضْعِيَّةٌ বলে। যেমন– زَيْدٌ শব্দ দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝায় যার নাম زَيْدٌ রাখা হয়েছে।

২. دَلَالَةٌ لَفْظِيَّةٌ طَبْعِيَّةٌ -এর পরিচয় : আল্লামা তাফতাযানী (র.) বলেন– اِنْ كَانَ الدَّالُّ بِسَبَبِ اِقْتِضَاءِ الطَّبْعِ حُدُوْثُ الدَّالِّ عِنْدَ عُرُوْضِ الْمَدْلُوْلِ فَطَبْعِيَّةٌ অর্থাৎ শব্দ গঠনগত অর্থ না বুঝিয়ে স্বভাবগত অর্থ বুঝালে, তাকে دَلَالَةٌ لَفْظِيَّةٌ طَبْعِيَّةٌ বলে। যেমন– اُحْ . اُحْ শব্দ দ্বারা মনের ব্যথা প্রকাশ করা; যদিও এগুলো দুঃখ, ব্যথা বুঝানোর জন্য গঠন করা হয়নি।

৩. دَلَالَةٌ لَفْظِيَّةٌ عَقْلِيَّةٌ-এর পরিচয় : যদি শব্দটি নিজ مَدْلُوْلٌ-এর উপর وَضْعٌ ও طَبْعِيَّتٌ-এর দৃষ্টিতে دَلَالَةٌ না করে বিবেকের চাহিদানুপাতে নির্দেশ করে, তখন এ দালালত-কে دَلَالَةٌ لَفْظِيَّةٌ عَقْلِيَّةٌ বলা হয়। যেমন– কেউ দেয়ালের পেছনে دَيْزٌ শব্দ উচ্চারণ করলে عَقْلٌ তথা বিবেক এটা বুঝাবে যে, সেখানে কেউ রয়েছে।

৪. دَلَالَةٌ غَيْرُ لَفْظِيَّةٍ وَضْعِيَّةٌ-এর পরিচয় : دَالٌّ বা নির্দেশকারী যদি শব্দ না হয় এবং গঠনগত দিক থেকে স্বয়ং مَدْلُوْلٌ-এর উপর নির্দেশ করে, তবে তাকে دَلَالَةٌ غَيْرُ لَفْظِيَّةٍ وَضْعِيَّةٌ বলা হয়। যেমন– دَوَالُّ اَرْبَعَةٌ বা চারটি দিক নির্দেশকারী। আর সেগুলো হচ্ছে, যথাক্রমে خُطُوْطٌ বা রেখা, عُقُوْدٌ বা গিরাসমূহ, نُصُبٌ বা নির্দিষ্ট চিহ্ন, اَلْاِشَارَاتُ বা ইঙ্গিত। دَوَالُّ اَرْبَعَةٌ দ্বারা এমন চার প্রকার বিষয়কে বুঝানো হয়েছে যেগুলো শব্দ নয়, কিন্তু প্রত্যেকটি কোনো একটি অর্থ বুঝানোর উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছে।

৫. دَلَالَةٌ غَيْرُ لَفْظِيَّةٍ طَبْعِيَّةٌ-এর পরিচয় : دَالٌّ বা নির্দেশকারী যদি শব্দ না হয় এবং স্বীয় مَدْلُوْلٌ-এর উপর স্বাভাবিকভাবে নির্দেশ করে, তবে তাকে دَلَالَةٌ غَيْرُ لَفْظِيَّةٍ طَبْعِيَّةٌ বলা হয়। যেমন- صُهَيْلُ الْفَرَسِ বা ঘোড়ার হি হি শব্দ তার ক্ষুধা লাগার উপর দালালত করে।

৬. دَلَالَةٌ غَيْرُ لَفْظِيَّةٍ عَقْلِيَّةٌ-এর পরিচয় : دَالٌّ বা নির্দেশকারী যদি শব্দ না হয় এবং স্বীয় مَدْلُوْلٌ-এর উপর عَقْلٌ বা বুদ্ধির ভিত্তিতে নির্দেশ করে, তবে তাকে دَلَالَةٌ غَيْرُ لَفْظِيَّةٍ عَقْلِيَّةٌ বলা হয়। যেমন– دَلَالَةُ الدُّخَانِ عَلَى النَّارِ বা অনেক দূরে ধোঁয়া দেখতে পাওয়া সেখানে আগুন আছে বলে দালালত করে।

قَوْلُهُ هٰذَا -এর আলোচনা : هٰذَا শব্দটি خُذْ কিংবা اِحْفَظْ উহ্য فِعْلٌ-এর مَفْعُوْلٌ بِهٖ সুতরাং এর অর্থ হবে– হে পাঠক! তুমি উপরিউক্ত কথাগুলো গুরুত্বের সাথে গ্রহণ কর বা মুখস্থ কর।

একনজরে দালালত -এর প্রকারভেদ
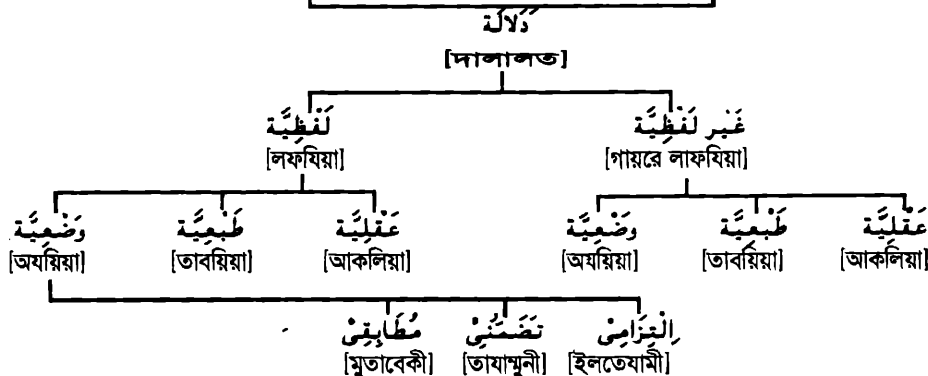
উক্ত ছয় প্রকারে সীমাবদ্ধতার কারণ : দালালত ছয় প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার কারণ হলো, دَالٌّ বা নির্দেশক শব্দ হবে কিংবা হবে না। যদি دَالٌّ বা নির্দেশক শব্দ হয়, তাহলে তার তিন অবস্থা। হয়তো উক্ত শব্দটি কোনো গঠনকারী নির্দিষ্ট কোনো অর্থের জন্য গঠন করবে, অথবা মেজাজের তাড়নায় উক্ত অর্থ বুঝা যাবে কিংবা বিবেক দ্বারা তা বুঝা যাবে। প্রথমটির নাম لَفْظِيَّةٌ وَضْعِيَّةٌ দ্বিতীয়টির নাম لَفْظِيَّةٌ طَبْعِيَّةٌ এবং তৃতীয়টির নাম لَفْظِيَّةٌ عَقْلِيَّةٌ আর যদি دَالٌّ শব্দ না হয়, সেক্ষেত্রেও তার তিনটি অবস্থা। এ কারণেই ছয় প্রকারে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : وَيَنْبَغِىْ اَنْ يُعْلَمَ اَنَّ الدَّلَالَةَ اللَّفْظِيَّةَ الْوَضْعِيَّةَ الَّتِىْ لَهَا الْعِبْرَةُ فِى الْمُحَاوَرَاتِ وَالْعُلُوْمُ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَنْحَاءٍ اَحَدُهَا الْمُطَابِقِيَّةُ وَهِىَ اَنْ يَدُلَّ اللَّفْظُ عَلٰى تَمَامِ مَا وُضِعَ لَهُ ذٰلِكَ اللَّفْظُ لَهُ كَدَلَالَةِ الْاِنْسَانِ عَلٰى مَجْمُوْعِ الْحَيَوَانِ وَالنَّاطِقِ وَثَانِيْهَا التَّضَمُّنِيَّةُ وَهِىَ اَنْ يَدُلَّ اللَّفْظُ عَلٰى جُزْءِ الْمَعْنَى الْمَوْضُوْعِ لَهُ كَدَلَالَتِهِ عَلَى الْحَيَوَانِ فَقَطْ اَوْ عَلَى النَّاطِقِ فَقَطْ وَثَالِثُهَا الدَّلَالَةُ الْاِلْتِزَامِيَّةُ وَهِىَ اَنْ لَايَدُلَّ اللَّفْظُ عَلَى الْمَوْضُوْعِ لَهُ وَلَا عَلٰى جُزْئِهِ بَلْ عَلٰى مَعْنًى خَارِجٍ لَازِمٍ لِلْمَوْضُوْعِ لَهُ وَاللَّازِمُ هُوَ مَا يَنْتَقِلُ الذِّهْنُ مِنَ الْمَوْضُوْعِ لَهُ اِلَيْهِ كَدَلَالَةِ الْاِنْسَانِ عَلٰى قَابِلِ الْعِلْمِ وَصَنْعَةِ الْكِتَابَةِ وَكَدَلَالَةِ لَفْظِ الْعَمٰى عَلَى الْبَصَرِ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : জেনে রাখা দরকার যে, دَلَالَةٌ لَفْظِيَّةٌ وَضْعِيَّةٌ যা পরিভাষা ও শাস্ত্রসমূহে গ্রহণযোগ্য, তা তিন প্রকার। প্রথমটি হলো اَلْمُطَابِقِيَّةُ তা হচ্ছে– শব্দটি যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে পরিপূর্ণ সে অর্থটিই বুঝাবে। যথা– اَلْاِنْسَانُ দ্বারা حَيَوَانٌ এবং نَاطِقٌ -এর সমষ্টি বুঝানো। আর দ্বিতীয়টি হলো اَلتَّضَمُّنِيَّةُ তা হচ্ছে– শব্দটিকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, তার অংশ বিশেষকে বুঝাবে। যথা– اَلْاِنْسَانُ দ্বারা শুধু حَيَوَانٌ বা শুধু نَاطِقٌ বুঝানো। আর তৃতীয়টি হলো– اَلدَّلَالَةُ الْاِلْتِزَامِيَّةُ তা হচ্ছে– শব্দটিকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, সে অর্থও বুঝাবে না এবং তার অংশ বিশেষও বুঝাবে না ; বরং এমন একটি অর্থ বুঝাবে যে অর্থ শব্দকে যার জন্য গঠন করা হয়েছে তার মধ্যে থাকা অপরিহার্য বা লাযিম। যথা– اَلْاِنْسَانُ দ্বারা صَنْعَةُ الْكِتَابَةِ বুঝানো। অনুরূপভাবে اَلْعَمٰى দ্বারা اَلْبَصَرُ (দৃষ্টিশক্তি) বুঝানো।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ وَيَنْبَغِىْ اَنْ يُعْلَمَ জেনে রাখা দরকার اَنَّ الدَّلَالَةَ اللَّفْظِيَّةَ الْوَضْعِيَّةَ যে, دَلَالَةٌ لَفْظِيَّةٌ وَضْعِيَّةٌ - الَّتِىْ لَهَا الْعِبْرَةُ যা গ্রহণযোগ্য فِى الْمُحَاوَرَاتِ وَ الْعُلُوْمُ পরিভাষা ও শাস্ত্রসমূহে عَلٰى ثَلٰثَةِ اَنْحَاءٍ তা তিন প্রকার اَحَدُهَا الْمُطَابِقِيَّةُ প্রথমটি হলো মুতাবিকিয়া وَهِىَ তা হচ্ছে اَنْ يَدُلَّ اللَّفْظُ শব্দটি বুঝাবে عَلٰى تَمَامِ পরিপূর্ণ সে অর্থটিই مَا وُضِعَ لَهُ যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে ذٰلِكَ اللَّفْظُ لَهُ সে শব্দটি যার জন্য كَدَلَالَةِ الْاِنْسَانِ যেমন– اِنْسَانٌ দ্বারা বুঝানো عَلٰى مَجْمُوْعِ الْحَيَوَانِ وَالنَّاطِقِ - حَيَوَانٌ এবং نَاطِقٌ-এর সমষ্টির উপর وَثَانِيْهَا আর দ্বিতীয়টি হলো اَلتَّضَمُّنِيَّةُ তাযাম্মুনিয়া وَهِىَ তা হচ্ছে اَنْ يَدُلَّ اللَّفْظُ শব্দটি বুঝাবে عَلٰى جُزْءِ الْمَعْنَى অর্থের অংশ বিশেষকে الْمَوْضُوْعِ لَهُ তাকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে كَدَلَالَتِهِ যথা– اِنْسَانٌ দ্বারা বুঝানো عَلَى الْحَيَوَانِ فَقَطْ - حَيَوَانٌ শুধু اَوْ عَلَى النَّاطِقِ فَقَطْ বা শুধু نَاطِقٌ - وَثَالِثُهَا আর তৃতীয়টি হলো اَلدَّلَالَةُ الْاِلْتِزَامِيَّةُ দালালাতে ইলতিযামিয়া وَهِىَ তা হচ্ছে اَنْ لَايَدُلَّ اللَّفْظُ শব্দটি বুঝাবে না عَلَى الْمَوْضُوْعِ لَهُ তাকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে তার জন্য وَلَا عَلٰى جُزْئِهِ এবং তার অংশ বিশেষের জন্য بَلْ عَلٰى مَعْنًى خَارِجٍ বরং এমন একটি অর্থ বুঝাবে যা مَوْضُوْعٌ لَهُ বহির্ভূত لَازِمٍ لِلْمَوْضُوْعِ لَهُ তবে مَوْضُوْعٌ لَهُ-এর জন্য লাযেম বা অপরিহার্য وَاللَّازِمُ আর لَازِمٌ হলো هُوَ مَا তা يَنْتَقِلُ যা স্থানান্তরিত হয় اَلذِّهْنُ মেধা مِنَ الْمَوْضُوْعِ لَهُ মাওযূ' লাহু হতে اِلَيْهِ তার দিকে كَدَلَالَةِ الْاِنْسَانِ যথা– اَلْاِنْسَانُ দ্বারা বুঝানো عَلٰى قَابِلِ الْعِلْمِ ইলম গ্রহণকারীর উপর وَصَنْعَةِ الْكِتَابَةِ এবং হস্তশিল্পের উপর وَكَدَلَالَةِ অনুরূপভাবে বুঝানো لَفْظِ الْعَمٰى - اَلْعَمٰى শব্দ দ্বারা عَلَى الْبَصَرِ দৃষ্টিশক্তির উপর।

www.eelm.weebly.com

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَنْحَاءٍ الخ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতের মাধ্যমে গ্রন্থকার আল্লামা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (র.) دَلَالَة لَفْظِيَّة وَضْعِيَّة-এর প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থকার বলেন, যে দালালতের মধ্যে دال-টি শব্দ হয় এবং গঠনের দৃষ্টিতে مَدْلُول-কে বুঝায়, তাকে دَلَالَة لَفْظِيَّة وَضْعِيَّة বলে। গ্রন্থকার এর তিনটি প্রকার উল্লেখ করেছেন। যথা– ১. دَلَالَة مُطَابِقِيَّة বা পূর্ণ নির্দেশনা, ২. دَلَالَة تَضَمُّنِيَّة বা আনুষঙ্গিক নির্দেশনা, ৩. دَلَالَة اِلْتِزَامِيَّة বা আবশ্যিক নির্দেশনা।

১. **دَلَالَة مُطَابِقِيَّة-এর পরিচয় :** মিরকাত প্রণেতা আল্লামা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (র.)-এর ভাষায়– وَهِيَ اَنْ يَدُلَّ اللَّفْظُ عَلٰى تَمَامِ مَا وُضِعَ لَهٗ অর্থাৎ দালালতকারী শব্দটি যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে তা যদি সম্পূর্ণরূপে সেই পূর্ণাঙ্গ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে তাকে دَلَالَة مُطَابِقِيَّة বলা হয়। যেমন– اِنْسَانٌ শব্দ দ্বারা حَيَوَانٌ نَاطِقٌ বুঝালে তা دَلَالَة مُطَابِقِيَّة হবে।

২. **دَلَالَة تَضَمُّنِيَّة-এর পরিচয় :** মিরকাত প্রণেতার মতে– وَهِيَ اَنْ يَدُلَّ اللَّفْظُ عَلٰى جُزْءِ الْمَعْنَى الْمَوْضُوْعِ لَهٗ অর্থাৎ শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, যদি ঐ অর্থের আংশিক বুঝায়, তাহলে তাকে دَلَالَة تَضَمُّنِيَّة বলা হয়। যেমন– اِنْسَانٌ শব্দ দ্বারা যদি শুধু حَيَوَانٌ বা শুধুমাত্র نَاطِقٌ উদ্দেশ্য করা হয়, তবে তা دَلَالَة تَضَمُّنِيَّة হবে। কেননা, حَيَوَانٌ বা نَاطِقٌ শব্দটি اِنْسَانٌ-এর পূর্ণ অর্থ নয়; বরং অর্থের অংশ মাত্র।

৩. **دَلَالَة اِلْتِزَامِيَّة-এর পরিচয় :** মিরকাত প্রণেতার মতে– وَهِيَ اَنْ لَا يَدُلَّ اللَّفْظُ عَلَى الْمَوْضُوْعِ لَهٗ وَلَا عَلٰى جُزْئِهٖ بَلْ عَلٰى مَعْنًى خَارِجٍ لَازِمٍ لِلْمَوْضُوْعِ لَهٗ . অর্থাৎ শব্দটি যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, সে অর্থ বুঝাবে না তার অংশবিশেষও বুঝাবে না; বরং এমন একটি অর্থ বুঝাবে, যা তার জন্য অত্যাবশ্যক এ ধরনের دَلَالَة-কে دَلَالَة اِلْتِزَامِيَّة বলা হয়। যেমন– اِنْسَانٌ শব্দ দ্বারা كَاتِبٌ বা লেখক উদ্দেশ্য করা। যেহেতু মানুষ ছাড়া লেখক হওয়ার যোগ্যতা অন্য কিছুর নেই।

নামকরণ : তিনটিকে তিনটি নামে নামকরণের কারণ নিম্নরূপ–

১. دَلَالَة مُطَابِقِيْ-এর দ্বারা পূর্ণ مَوْضُوْع لَهٗ বুঝানো হয়। তাই এ دَلَالَة-এর মধ্যে وَضْع (গঠন) مُطَابِقْ বুঝানো বা دَلَالَة রয়েছে বিধায় তাকে دَلَالَة مُطَابِقِيْ নাম করণ করা হয়।

২. دَلَالَة تَضَمُّنِيْ-এর দ্বারা বুঝানো অর্থটি مَوْضُوْع لَهٗ-এর ضِمَنْ-এর অংশ বিধায়, তাকে دَلَالَة تَضَمُّنِيْ নামে নাম করণ করা হয়।

৩. دَلَالَة اِلْتِزَامِيْ-এর দ্বারা বুঝানো অর্থটি مَوْضُوْع لَهٗ-এর বহির্ভূত হলেও তা مَوْضُوْع لَهٗ-এর জন্য لَازِمْ বা আবশ্যক বিধায় তাকে دَلَالَة اِلْتِزَامِيْ নামকরণ করা হয়।

كَدَلَالَةِ لَفْظِ الْعَمٰى الخ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে গ্রন্থকার একটি উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, دَلَالَةُ الْعَمٰى عَلَى الْبَصَرِ বলা হয় عَدَم بَصَرْ বা দৃষ্টিহীনতাকে সুতরাং عَمٰى শব্দটি بَصَرْ-এর جُزْء বা অংশ, তাই দালালতে ইলতিযামীর দৃষ্টান্ত হতে পারে না; বরং তা دَلَالَة تَضَمُّنِيْ-এর দৃষ্টান্ত হবে। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, عَمٰى যদি عَدَمْ ও بَصَرْ-এর সমষ্টির নাম হয়, তাহলে প্রশ্ন ঠিক হবে; কিন্তু عَمٰى যখন عَدَم بَصَرْ (দৃষ্টিহীনতা)-এর নাম হয়, তখন এ প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে না।

دَلَالَة لَفْظِيَّة وَضْعِيَّة-কে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণ : دَلَالَة মোট ছয় প্রকার। কিন্তু যে কোনো অর্থ অন্যকে বুঝানো বা অন্য হতে নিজে বুঝে নেওয়া دَلَالَة لَفْظِيَّة وَضْعِيَّة দ্বারা যতটুকু সহজ, অন্যান্য دَلَالَة দ্বারা ততটা সহজ নয় বিধায় মানতিকীদের নিকট এর গুরুত্ব অপরিসীম। কবির ভাষায় دَلَالَة لَفْظِيَّة وَضْعِيَّة-এর প্রকারসমূহকে এভাবে সাজানো হয়েছে–

دلالت سه قسم است منطق تمام * تطابق تضمن دگر التزام –

অর্থাৎ মানতিকশাস্ত্রে দালালত তিন প্রকার। যথা– *মুতাবেকী, তাযাম্মুনী ও ইলতেযামী।*

জ্ঞাতব্য : لَازِمْ দু'প্রকার। যথা– ১. عُرْفِيْ ও ২. عَقْلِيْ

১. لَازِم عُرْفِيْ তথা لَازِمْ-টি مَلْزُوْمْ-এর জন্য عُرْف বা প্রচলনগতভাবে لَازِمْ হওয়া।

২. لَازِم عَقْلِيْ তথা عَقْل বা জ্ঞানের দৃষ্টিতে مَلْزُوْمْ-এর জন্য لَازِمْ হওয়া। অতএব, اِنْسَانٌ-এর دَلَالَة ইলমের যোগ্য ব্যক্তির উপর হওয়া لَازِم عُرْفِيْ-এর উদাহরণ। আর عَمٰى শব্দের দালালত بَصَرْ -এর উপর হওয়া لَازِم عَقْلِيْ -এর উদাহরণ।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : اَلدَّلَالَةُ التَّضَمُّنِيَّةُ وَالْاِلْتِزَامِيَّةُ لَا تُوجَدَانِ بِدُوْنِ الْمُطَابِقَةِ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ الْجُزْءَ لَا يُتَصَوَّرُ بِدُوْنِ الْكُلِّ وَكَذَا اللَّازِمِ بِدُوْنِ الْمَلْزُوْمِ وَالتَّابِعُ لَا يُوْجَدُ بِدُوْنِ الْمَتْبُوْعِ وَالْمُطَابِقَةُ قَدْ تُوْجَدُ بِدُوْنِهِمَا لِجَوَازِ اَنْ يُوْضَعَ اللَّفْظُ لِمَعْنًى بَسِيْطٍ لَا جُزْءَ لَهُ وَلَا لَازِمَ لَهُ ـ فَاِنْ قُلْتَ لَا نُسَلِّمُ اَنْ يُوْجَدَ مَعْنًى لَا لَازِمَ لَهُ فَاِنَّ لِكُلِّ مَعْنًى لَازِمًا اَلْبَتَّةَ وَاَقَلُّهُ اَنَّهُ لَيْسَ غَيْرَهُ قُلْنَا اَلْمُرَادُ بِاللَّازِمِ هُوَ اللَّازِمُ الْبَيِّنُ الَّذِىْ يَنْتَقِلُ الذِّهْنُ مِنَ الْمَلْزُوْمِ اِلَيْهِ وَقَوْلُكَ لَيْسَ غَيْرُهُ لَيْسَ مِنَ لِلَّوَازِمِ الْبَيِّنَةِ لِاَنَّا كَثِيْرًا مَّا نَتَصَوَّرُ الْمَعَانِىْ وَلَا يَخْطُرُ بِبَالِنَا مَعْنَى الْغَيْرِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ لَيْسَ غَيْرُهُ ـ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : دَلَالَة تَضَمُّنِى ও دَلَالَة اِلْتِزَامِى উভয়টিই دَلَالَة مُطَابِقِى ব্যতিরেকে পাওয়া যায় না। কেননা كُل ছাড়া جُزْء -এর কল্পনাও করা যায় না। তদ্রূপ مَلْزُوْم ব্যতীত لَازِم -এর কল্পনা করা যায় না এবং مَتْبُوْع ব্যতীত تَابِع -কেও পাওয়া যায় না। তবে مُطَابِقَة -কে কখনো উক্ত দু'টি ছাড়াও পাওয়া যায়। শব্দটিকে এমন بَسِيْط -এর জন্য গঠন করা বৈধ হওয়ার কারণে, যার কোনো جُزْء এবং لَازِمْ নেই।

যদি তুমি বল যে, কোনো অর্থ لَازِمْ বিহীন রয়েছে, তা আমরা মেনে নিতে পারি না, কেননা, প্রতিটি অর্থের জন্য কোনো না কোনো لَازِمْ অবশ্যই রয়েছে। অন্তত পক্ষে এতটুকুতো অবশ্যই রয়েছে যে, এ অর্থটি একমাত্র এ জন্যই নির্দিষ্ট, তাহলে আমি বলবো যে, لَازِم বলতে এখানে لَازِم بَيِّنَة বুঝানো হয়েছে। আর তা হচ্ছে– যে শব্দ উচ্চারণ করার সাথে সাথে চিন্তা-গবেষণা ব্যতীত-ই খেয়াল যে لَازِمْ -এর দিকে ধাবিত হয়। আর তোমার কথা لَيْسَ غَيْرُهُ 'এ অর্থটি ব্যতীত অন্য কিছু না' এটা لَازِم بَيِّنَة নয়। কেননা, আমরা অনেক সময় অনেক অর্থের কল্পনা করে থাকি; কিন্তু ঐ সকল অর্থ ব্যতীত অন্য শব্দের অর্থ আমাদের হৃদয়ে কখনো আসে না, আর لَيْسَ غَيْرُهُ এটি কল্পনায় আসা তো অনেক দূরের কথা।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلدَّلَالَةُ التَّضَمُّنِيَّةُ দালালাতে তাযাম্মুনিয়া وَالْاِلْتِزَامِيَّةُ ও দালালাতে ইলতিযামিয়া لَا تُوجَدَانِ উভয়টিই পাওয়া যায় না بِدُوْنِ الْمُطَابِقَةِ দালালাতে মুতাবিকী ব্যতিরেকে وَ ذٰلِكَ আর তা لِاَنَّ الْجُزْءَ কেননা جُزْء [অংশ]-এর لَا يُتَصَوَّرُ কল্পনাও করা যায় না بِدُوْنِ الْكُلِّ - كُلّ [পূর্ণ] ছাড়া وَكَذَا اللَّازِمَ তদ্রূপ لَازِمْ-এর কল্পনা করা যায় না بِدُوْنِ الْمَلْزُوْمِ - مَلْزُوْم ব্যতীত وَالتَّابِعُ এবং تَابِعْ-কে لَا يُوْجَدُ পাওয়া যায় না بِدُوْنِ الْمَتْبُوْعِ - مَتْبُوْع ব্যতীত وَالْمُطَابِقَةُ তবে مُطَابِقَة-কে قَدْ تُوْجَدُ কখনো পাওয়া যায় بِدُوْنِهِمَا উক্ত দু'টি ছাড়াও لِجَوَازِ বৈধ হওয়ার কারণে اَنْ يُوْضَعَ اللَّفْظُ শব্দটিকে গঠন করা لِمَعْنًى بَسِيْطٍ এমন بَسِيْط-এর জন্য لَا جُزْءَ لَهُ যার কোনো جُزْء নেই وَلَا لَازِمَ لَهُ এবং لَازِمْ নেই فَاِنْ قُلْتَ যদি তুমি বল যে لَا نُسَلِّمُ আমরা মেনে নিতে পারি না اَنْ يُوْجَدَ مَعْنًى কোনো অর্থ পাওয়া যাওয়া لَا لَازِمَ لَهُ যার কোনো لَازِمْ নেই فَاِنَّ কেননা لِكُلِّ مَعْنًى প্রতিটি অর্থের জন্য لَازِمًا اَلْبَتَّةَ কোনো না কোনো لَازِمْ অবশ্যই রয়েছে وَاَقَلُّهُ অন্তত পক্ষে এতটুকুতো অবশ্যই রয়েছে اَنَّهُ لَيْسَ غَيْرُهُ যে, এ অর্থটি একমাত্র এ জন্যই নির্দিষ্ট অন্য কিছুর জন্য নয় قُلْنَا তাহলে আমরা বলবো যে, اَلْمُرَادُ بِاللَّازِمِ - لَازِمْ বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে هُوَ اللَّازِمُ الْبَيِّنُ তা لَازِم بَيِّن - الَّذِىْ يَنْتَقِلُ তা হচ্ছে– যা ধাবিত হয় الذِّهْنُ খেয়াল مِنَ الْمَلْزُوْمِ মালযূম হতে اِلَيْهِ যে لَازِمْ -এর দিকে وَقَوْلُكَ আর তোমার কথা لَيْسَ غَيْرُهُ লাইসা গাইরুহু (এ অর্থটি ব্যতীত অন্য কিছু নয়) শব্দটি لَيْسَ مِنَ اللَّوَازِمِ الْبَيِّنَةِ এটি لَازِم بَيِّنَة নয় لِاَنَّا كَثِيْرًا مَّا কেননা, আমরা অনেক সময় نَتَصَوَّرُ কল্পনা করে থাকি الْمَعَانِىْ অনেক অর্থের وَلَا يَخْطُرُ কিন্তু আসে না بِبَالِنَا আমাদের হৃদয়ে مَعْنَى الْغَيْرِ ঐ সকল অর্থ ব্যতীত অন্য শব্দের অর্থ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ কল্পনায় আশা তো অনেক দূরের কথা لَيْسَ غَيْرُهُ - لَيْسَ غَيْرُهُ টি।

www.eelm.weebly.com

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلدَّلَالَةُ التَّضَمُّنِيَّةُ الخ -এর আলোচনা : মুসান্নিফ (র.) দালালতের প্রকারত্রয় তথা مُطَابِقِى, تَضَمُّنِى ও اِلْتِزَامِىْ বর্ণনা করার পর তাদের পরস্পরের সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন যে, دَلَالَة تَضَمُّنِى এবং دَلَالَة اِلْتِزَامِىْ এ দু'টি আপন অস্তিত্ব লাভের ব্যাপারে مُطَابِقِى-এর মুখাপেক্ষী। কারণ, دَلَالَة تَضَمُّنِى হয় جُزْء -এর উপর, আর دَلَالَة اِلْتِزَامِىْ হয় লাযেমের উপর। যেহেতু جُزْء কখনো كُلّ ব্যতীত এবং লাযেম مَلْزُوْم ব্যতীত পাওয়া যায় না, সেহেতু دَلَالَة تَضَمُّنِى ও دَلَالَة اِلْتِزَامِىْ এ দু'টি دَلَالَة مُطَابِقِى ছাড়া পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে دَلَالَة مُطَابِقِى টি دَلَالَة تَضَمُّنِى ও دَلَالَة اِلْتِزَامِىْ ব্যতীত পাওয়া যেতে পারে। কেননা, কোনো একটি শব্দ এমন অর্থের জন্য গঠিত হয়েছে, যা بَسِيْط (যার কোনো জুয নেই) এবং তার কোনো লাযেমও নেই। সুতরাং এ ক্ষেত্রে دَلَالَة مُطَابِقِى পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু جُزْء এবং লাযেম না থাকার দরুন دَلَالَة تَضَمُّنِى [দালালতে তাযাম্মুনী] ও دَلَالَة اِلْتِزَامِىْ [দালালতে ইলতিযামী] পাওয়া যাচ্ছে না।

قَوْلُهُ فَاِنْ قُلْتَ لَا نُسَلِّمُ الخ -এর আলোচনা : এখানে একটি সম্ভাব্য প্রশ্ন উত্থাপন করত তার উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, পূর্বে বলা হয়েছে যে, এমন অর্থও হতে পারে যার কোনো لَازِمْ নেই ; কথাটা সঠিক নয়, কেননা لَازِمْ বিহীন কোনো مَعْنٰى নেই। কারণ, প্রত্যেক مَعْنٰى-রই কোনো না কোনো লাযেম না আছে, কমপক্ষে এতটুকু বিষয় অবশ্যই তার জন্য লাযেম যে, সে তার غَيْر [গায়ের] নয়। লেখক উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলেন, পূর্বে যে লাযেমের কথা আলোচনা করা হয়েছে তা দ্বারা لَازِم بَيِّنَة -কে বুঝানো হয়েছে। لَازِم بَيِّنَة ঐ লাযেমকে বলা হয়, মালযূমের কথা বলা হলে যার দিকে ধারণা যায়। আর لَيْسَ غَيْرَهُ "তা নিজের গায়ের নয়" এ বিষয়টি لَازِم بَيِّنَة-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, আমরা কতক مَعْنٰى-এর কল্পনা করে থাকি কিন্তু لَيْسَ غَيْرَهُ (তা নিজের গায়ের নয়) দূরের কথা, غَيْر (ভিন্ন)-এর مَعْنٰى-এর দিকেই ধারণা যায় না। সুতরাং এটি কোনো مَعْنٰى-এর জন্য লাযেম হতে পারে না।

قَوْلُهُ اَللَّازِمُ الْبَيِّنُ-এর আলোচনা : لَازِمْ দু'প্রকার। যথা- ১. لَازِم بَيِّنْ, ২. لَازِم غَيْرِ بَيِّنْ। অতঃপর لَازِم بَيِّنْ আবার দু'প্রকার। যেমন- ১. لَازِم بَيِّنْ بِالْمَعْنَى الْاَعَمِّ, ২. لَازِم بَيِّنْ بِالْمَعْنَى الْاَخَصِّ

১. **لَازِم بَيِّنْ بِالْمَعْنَى الْاَعَمِّ-এর পরিচয় :** যখন মালযূম ও লাযেমের কল্পনা করে তখন মালযূম ও লাযেমের মধ্যে لُزُوْم-এর নিশ্চয়তা অর্জিত হয়।
আর لَازِم غَيْرِ بَيِّنْ بِالْمَعْنَى الْاَعَمِّ ঐ لَازِمْ-কে বলে, যে لَازِمْ ও مَلْزُوْم-এর কল্পনা করলে উভয়ের মধ্যে لُزُوْم-এর নিশ্চয়তা অর্জিত হয় না।

২. **لَازِم بَيِّنْ بِالْمَعْنَى الْاَخَصِّ-এর পরিচয় :** কোনো ব্যক্তি যখন مَلْزُوْم-এর تَصَوُّرْ (কল্পনা) করে, তখন مَلْزُوْم হতে لَازِم-এর দিকে সরাসরি ذِهْن প্রত্যাবর্তিত হবে।
আর لَازِم غَيْرِ بَيِّنْ بِالْمَعْنَى الْاَخَصِّ ঐ لَازِمْ-কে বলে مَلْزُوْم হতে যার দিকে ذِهْن প্রত্যাবর্তিত হয় না। উল্লেখ্য, لازم بين بِالْمَعْنَى الْاَخَصِّ দালালতে ইলতেযামীর জন্য প্রয়োজন।

একনজরে لَازِمْ-এর প্রকারভেদ

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : اَللَّفْظُ الدَّالُّ إِمَّا مُفْرَدٌ وَإِمَّا مُرَكَّبٌ فَالْمُفْرَدُ مَا لَا يُقْصَدُ بِجُزْئِهِ الدَّلَالَةُ عَلٰى جُزْءِ مَعْنَاهُ كَدَلَالَةِ هَمْزَةِ الْإِسْتِفْهَامِ عَلٰى مَعْنَاهُ وَ دَلَالَةِ زَيْدٍ عَلٰى مُسَمَّاهُ وَ دَلَالَةِ عَبْدِ اللّٰهِ عَلَى الْمَعْنَى الْعَلَمِيِّ وَالْمُرَكَّبُ مَا يُقْصَدُ بِجُزْئِهِ الدَّلَالَةُ عَلٰى جُزْءِ مَعْنَاهُ كَدَلَالَةِ زَيْدٌ قَائِمٌ عَلٰى مَعْنَاهُ وَ دَلَالَةِ رَامِي السَّهْمِ عَلٰى فَحْوَاهُ ثُمَّ الْمُفْرَدُ عَلٰى اَنْحَاءٍ ثَلٰثَةٍ لِاَنَّهُ اِنْ كَانَ مَعْنَاهُ مُسْتَقِلًّا بِالْمَفْهُوْمِيَّةِ اَىْ لَمْ يَكُنْ فِىْ فَهْمِهٖ مُحْتَاجًا اِلٰى ضَمِّ ضَمِيْمَةٍ فَهُوَ اِسْمٌ اِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى بِزَمَانٍ مِنَ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ وَكَلِمَةٌ اِنِ اقْتَرَنَ بِهٖ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْنَاهُ مُسْتَقِلًّا فَهُوَ اَدَاةٌ فِىْ عُرْفِ الْمِيْزَانِيِّيْنَ وَحَرْفٌ فِىْ اِصْطِلَاحِ النَّحْوِيِّيْنَ هٰذَا ـ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : দালালতকারী শব্দ হয়তো مُفْرَدٌ হবে বা مُرَكَّبٌ হবে। مُفْرَدٌ এমন শব্দকে বলা হয় যার অংশ দ্বারা তার অর্থের অংশের উপর দালালত করা উদ্দেশ্য হয় না। যেমন– هَمْزَةُ الْاِسْتِفْهَامِ-এর দালালত তার অর্থের উপর এবং زَيْد শব্দের দালালত তার مُسَمّٰى-এর উপর এবং عَبْدُ اللّٰهِ-এর দালালত তার নাম বাচক অর্থের উপর। আর مُرَكَّبٌ ঐ শব্দকে বলা হয় যার অংশ দ্বারা তার অর্থের অংশের উপর দালালত করা উদ্দেশ্য হবে। যথা– زَيْدٌ قَائِمٌ (যায়েদ দণ্ডায়মান)-এর দালালত তার অর্থের উপর এবং رَامِي السَّهْمِ (তীর নিক্ষেপকারী)-এর দালালত তার ভাবার্থের উপর। অতঃপর مُفْرَدٌ আবার তিন ভাগে বিভক্ত এজন্য যে, যদি তা স্বীয় অর্থ প্রকাশে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় তথা তার অর্থ বুঝতে অন্য কিছু মিলানোর প্রয়োজন না হয় ; তবে তাকে اِسْمٌ বলা হবে– যদি ঐ অর্থটি তিন কালের কোনো এক কালের সাথে সম্পৃক্ত না হয়। আর যদি কোনো এক কালের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তবে তাকে كَلِمَة বলা হবে। আর যদি স্বীয় অর্থ প্রকাশে পরের মুখাপেক্ষী হয়, তবে তাকে মানতিকী পরিভাষায় اَدَاتٌ বলা হবে, আর নাহবীদের পরিভাষায় তাকে حَرْف বলা হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَللَّفْظُ الدَّالُّ দালালতকারী শব্দ اِمَّا مُفْرَدٌ হয়তো مُفْرَدٌ হবে وَاِمَّا مُرَكَّبٌ বা مُرَكَّبٌ হবে فَالْمُفْرَدُ মুফরাদ এমন শব্দকে বলা হয় مَا لَا يُقْصَدُ উদ্দেশ্য হয় না بِجُزْئِهٖ যার অংশ দ্বারা الدَّلَالَةُ দালালত করা عَلٰى جُزْءِ مَعْنَاهُ তার অর্থের অংশের উপর كَدَلَالَةِ যেমন– দালালত هَمْزَةِ الْاِسْتِفْهَامِ হামযায়ে ইসতিফহামের عَلٰى مَعْنَاهُ তার অর্থের উপর وَ دَلَالَةِ زَيْدٍ এবং زَيْد শব্দের দালালত عَلٰى مُسَمَّاهُ তার مُسَمّٰى-এর উপর وَدَلَالَةِ عَبْدِ اللّٰهِ এবং عَبْدُ اللّٰهِ-এর দালালত عَلَى الْمَعْنَى তার অর্থের উপর الْعَلَمِيِّ নামবাচক وَالْمُرَكَّبُ আর مُرَكَّبٌ ঐ শব্দকে বলা হয় مَا يُقْصَدُ উদ্দেশ্য হবে بِجُزْئِهٖ যার অংশ দ্বারা الدَّلَالَةُ দালালত করা عَلٰى جُزْءِ مَعْنَاهُ তার অর্থের অংশের উপর كَدَلَالَةِ যেমন– দালালত زَيْدٌ قَائِمٌ যায়েদ দণ্ডায়মান-এর عَلٰى مَعْنَاهُ তার অর্থের উপর وَ دَلَالَةِ এবং দালালত رَامِي السَّهْمِ তীর নিক্ষেপকারী-এর عَلٰى فَحْوَاهُ তার ভাবার্থের উপর ثُمَّ الْمُفْرَدُ অতঃপর مُفْرَدٌ আবার عَلٰى اَنْحَاءٍ ثَلٰثَةٍ তিন ভাগে বিভক্ত لِاَنَّهٗ নিশ্চয়ই اِنْ كَانَ যদি তা مَعْنَاهُ مُسْتَقِلًّا স্বীয় অর্থ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় بِالْمَفْهُوْمِيَّةِ প্রকাশে اَىْ لَمْ يَكُنْ তথা না হয় فِىْ فَهْمِهٖ তার অর্থ বুঝাতে مُحْتَاجًا মুখাপেক্ষী اِلٰى ضَمِّ মিলানোর ضَمِيْمَةٍ অন্য কিছু فَهُوَ اِسْمٌ তবে তাকে اِسْم বলা হবে اِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ যদি সম্পৃক্ত না হয় ذٰلِكَ الْمَعْنٰى ঐ অর্থটি بِزَمَانٍ কোনো এক কালের সাথে مِنَ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ তিন কালের وَكَلِمَةٌ আর তাকে كَلِمَه বলা হবে اِنِ اقْتَرَنَ بِهٖ যদি সম্পৃক্ত হয় وَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْنَاهُ আর যদি স্বীয় অর্থ প্রকাশে না হয় مُسْتَقِلًّا স্বয়ংসম্পূর্ণ فَهُوَ اَدَاةٌ তবে তাকে اَدَاةٌ বলা হবে فِىْ عُرْفِ الْمِيْزَانِيِّيْنَ মানতিকীদের পরিভাষায় وَحَرْفٌ আর حَرْف বলা হয় فِىْ اِصْطِلَاحِ النَّحْوِيِّيْنَ هٰذَا নাহবীদের পরিভাষায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَللَّفْظُ الدَّالُّ الخ-এর আলোচনা : মুসান্নিফ (র.) এখানে مُطَابِقِى হিসেবে স্বীয় অর্থের উপর দালালতকারী শব্দের প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন। তা দু' প্রকার ১. مُفْرَدٌ ২. مُرَكَّبٌ

১. مُفْرَدٌ-এর আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে مُفْرَدٌ শব্দটি বাবে اِفْعَالٌ-এর اَلْاِفْرَادُ মাসদার হতে اِسْم مَفْعُوْل-এর সীগাহ। এর অর্থ হলো– وَاحِدٌ বা এক। যথা– جَمْعٌ اِفْرَادٌ ; আবার এর অর্থ اَلْوَحِيْدُ বা একক। যথা, আল্লাহর বাণী– رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا

www.eelm.weebly.com

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. مُفْرَدٌ-এর পারিভাষিক পরিচয় দিতে গিয়ে মিরকাত গ্রন্থকার বলেন– اَلْمُفْرَدُ مَا لَايُقْصَدُ بِجُزْئِهِ الدَّلَالَةُ عَلٰى جُزْءِ مَعْنَاهُ অর্থাৎ مُفْرَدٌ এমন শব্দ যার অংশ তার অর্থের অংশের উপর দালালত করা উদ্দেশ্য হয় না।

২. গ্রন্থকার (র.)-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন– اَلدَّالُّ بِالْمُطَابِقَةِ اِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِجُزْئِهٖ دَلَالَةٌ عَلٰى جُزْءِ مَعْنَاهُ অর্থাৎ যে শব্দ دَلَالَةْ مُطَابِقِيَّةْ অনুযায়ী অর্থ প্রকাশ করে ; সে শব্দের অর্থ দ্বারা যদি তার অর্থের অংশ বুঝানো উদ্দেশ্য না হয়, তবে তাকে مُفْرَدٌ বলে।

৩. আল-মু'জামুল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতা বলেন– اَلْمُفْرَدُ مَا لَايَدُلُّ جُزْءُهٗ عَلٰى جُزْءِ مَعْنَاهُ অর্থাৎ مُفْرَدٌ ঐ শব্দ যার অংশ তার অর্থের অংশকে বুঝায় না। যথা– زَيْدٌ শব্দটি দ্বারা কোনো এক ব্যক্তিকে বুঝায়, কিন্তু শব্দটির তিনটি অংশ রয়েছে। যথা– ز – ى – د -এর যে-কোনো একটি দ্বারা যায়েদের কোনো অংশ উদ্দেশ্য হয় না।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, مُفْرَدٌ-এর কয়েকটি অবস্থা রয়েছে–

১. শব্দেরও অংশ হবে না এবং অর্থেরও অংশ হবে না। যথা – هَمْزَةُ الْاِسْتِفْهَامِ বা প্রশ্নবোধক হামযাহ।

২. শব্দের অংশ আছে কিন্তু শব্দের অংশ অর্থের অংশের উপর দালালত করবে না। যথা– زَيْدٌ কেননা زَيْدٌ-এর শব্দের অংশ হলো ز – ى – د কিন্তু এ অংশগুলো দ্বারা যায়েদের অর্থের কোনো অংশ বুঝাবে না।

৩. শব্দের অংশ রয়েছে এবং অর্থের অংশও রয়েছে, কিন্তু শব্দের অংশ অর্থের অংশের উপর دَلَالَةْ করা উদ্দেশ্য হবে না। যথা– عَبْدُ اللّٰهِ (যদি কারো নাম হয়)। এ শব্দটির শব্দের অংশ হলো عَبْدٌ ও اَللّٰهُ আর এর অর্থের অংশ হলো বান্দা ও আল্লাহ। কিন্তু উভয় শব্দটিকে একত্রে মিলিয়ে কোনো এক ব্যক্তির নাম রেখে দেওয়ার কারণে তা উদ্দেশ্য হয় না, বিধায় এটি مُفْرَدٌ হবে।

৪. শব্দ ও অর্থ উভয়ের অংশ আছে, শব্দের অংশ অর্থের অংশের উপর دَلَالَةْও করে, কিন্তু এ دَلَالَةْ এখানে উদ্দেশ্য হবে না। যথা– حَيَوَانٌ نَاطِقٌ যদি কারো নাম রেখে দেওয়া হয়। এখানে শব্দের অংশ রয়েছে এবং অর্থের অংশও রয়েছে এবং শব্দের অংশ অর্থের অংশের উপর দালালতও করে, কিন্তু এখানে حَيَوَانٌ نَاطِقٌ টি কোনো ব্যক্তির নাম রেখে দেওয়ার কারণে তা উদ্দেশ্য হয় না, বিধায় এটি مُفْرَدٌ হবে।

২. **مُرَكَّبٌ-এর আভিধানিক অর্থ :** مُرَكَّبٌ শব্দটি اِسْمِ مَفْعُوْل-এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ-এর সীগাহ। মাসদার اَلتَّرْكِيْبُ মাদ্দাহ (ر ـ ك ـ ب) জিনসে সহীহ। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Compound. আভিধানিক অর্থ– ১. اَلضَّمُّ বা মিশানো, ২. تَأْلِيْفُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ বা এক বস্তুর সাথে অন্য বস্তুকে মিলানো, ৩. اَلْاِخْتِلَاطُ বা একাধিক বস্তুর মিশ্রণ ঘটানো, ৪. اَلْاِضَافَةُ বা সম্বন্ধযুক্ত করা, ৫. যৌগিক, ৬. মিশ্রিত ইত্যাদি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : مُرَكَّبٌ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে আলিমদের অভিমত নিম্নরূপ–

১. মিরকাত গ্রন্থকার আল্লামা ফযলে ইমাম (র.) বলেন– اَلْمُرَكَّبُ هُوَ مَا يُقْصَدُ بِجُزْئِهِ الدَّلَالَةُ عَلٰى جُزْءِ مَعْنَاهُ অর্থাৎ مُرَكَّبٌ এমন শব্দকে বলা হয়, যার অংশ দ্বারা তার অর্থের অংশের উপর দালালত করা উদ্দেশ্য হয়।

২. মীযানুল মানতিক গ্রন্থকার বলেন– اَلدَّلَالَةُ بِالْمُطَابِقَةِ اِنْ قُصِدَ بِجُزْئِهٖ دَلَالَةٌ عَلٰى جُزْءِ مَعْنَاهُ فَهُوَ مُرَكَّبٌ অর্থাৎ দালালতে মুতাবেকী দ্বারা যদি এমন উদ্দেশ্য নেওয়া হয় যে, এর শব্দাংশ তার অর্থের অংশের উপর দালালত করবে, তবে তাকে মুরাক্কাব বলে।

৩. কারো কারো মতে– اَلْمُرَكَّبُ هُوَ دَلَالَةُ جُزْءِ اللَّفْظِ عَلٰى جُزْءِ الْمَعْنٰى

৪. আবার কেউ বলেন– مَا يَدُلُّ جُزْءُهٗ عَلٰى جُزْءِ مَعْنَاهُ

উপরিউক্ত সংজ্ঞা দ্বারা বুঝা যায়, مُرَكَّبٌ-এর চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন– ১. مُرَكَّبٌ-এর শব্দের جُزْءٌ থাকবে। ২. শব্দের جُزْءٌ অর্থের جزء-এর উপর দালালত করবে। ৩. مُرَكَّبٌ-এর অর্থের جُزْءٌ থাকবে। ৪. এ دَلَالَةْ একই সাথে উদ্দেশ্য হবে।

قَوْلُهٗ ثُمَّ الْمُفْرَدُ عَلٰى اَنْحَاءٍ ثَلَاثَةٍ الخ -এর আলোচনা : গ্রন্থকার উক্ত ইবারতে مُفْرَدٌ-এর প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন। مُفْرَدٌ তিন প্রকার। যথা– ১. اِسْم ২. كَلِمَةْ ৩. اَدَاتٌ নিম্নে এগুলোর পরিচয় বর্ণিত হলো–

১. **اِسْم-এর পরিচয় :** মিরকাত প্রণেতার মতে, যে مُفْرَدٌ শব্দ স্বতন্ত্রভাবে নিজ অর্থ প্রকাশে সক্ষম এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এ তিনকালের কোনো কালের সাথে সে সম্পর্ক রাখে না, তাকে اِسْم বলে। যেমন– رَجُلٌ [পুরুষ]।

২. **كَلِمَةْ-এর পরিচয় :** মিরকাত প্রণেতার মতে, যে مُفْرَدٌ শব্দ স্বতন্ত্রভাবে নিজ অর্থ প্রকাশে সক্ষম এবং তিনকালের কোনো এককালের সাথে সম্পর্ক রাখে, তাকে كَلِمَةْ বলা হয়। আর নাহুবিদদের পরিভাষায় এটাকে فِعْل বলা হয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই শব্দকে নাহুবিদদের মতে فِعْل বলা হলেও মানতিকীদের মতে كَلِمَةْ [কালিমা] বলা হয় না। যেমন– اِفْعَلْ নাহুবিদদের মতে فِعْل কিন্তু মানতিকীদের মতে كَلِمَةْ নয়। কারণ, كَلِمَةْ হলো মুফরাদের প্রকার বিশেষ। আর اِفْعَلْ শব্দের جزء দ্বারা তার مَعْنٰى-এর جُزْءٌ-এর উপর دَلَالَةْ উদ্দেশ্য হেতু এটা মুরাক্কাব; মুফারাদ নয়।

৩. **اَدَاتٌ-এর পরিচয় :** মিরকাত প্রণেতার মতে, যে مُفْرَدٌ অন্যের সাহায্য বা আশ্রয় ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে স্বীয় অর্থ প্রকাশ করতে পারে না, তাকে মানতিকীদের পরিভাষায় اَدَاتٌ বলা হয়। নাহুবিদদের পরিভাষায় এটাকে حَرْف বলা হয়। যেমন– هٰذَا শব্দটি خُذْ উহ্য فِعْل-এর মাফউল এর অর্থ হলো– স্মরণ রাখো বা মুখস্থ করে নাও। অথবা এখানে هَا শব্দটি اِسْمِ فِعْل-এর অর্থ خُذْ আর ইসমে ইশারা ذَا মাফউল। সুতরাং উভয় অবস্থায় একই অর্থ হবে।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : اِعْلَمْ اَنَّهُ قَدْ ظَنَّ بَعْضُهُمْ اَنَّ الْكَلِمَةَ عِنْدَ اَهْلِ الْمِيْزَانِ هِىَ مَا يُسَمّٰى فِىْ عِلْمِ النَّحْوِ بِالْفِعْلِ وَلَيْسَ هٰذَا الظَّنُّ بِصَوَابٍ فَاِنَّ الْفِعْلَ اَعَمُّ مِنَ الْكَلِمَةِ اَلَا تَرٰى اَنَّ نَحْوَ اَضْرِبُ وَنَضْرِبُ وَاَمْثَالَهُ فِعْلٌ عِنْدَ النُّحَاةِ وَلَيْسَ بِكَلِمَةٍ عِنْدَ الْمَنْطِقِيِّيْنَ . لِاَنَّ الْكَلِمَةَ مِنْ اَقْسَامِ الْمُفْرَدِ وَنَحْوُ اَضْرِبُ مَثَلًا لَيْسَ بِمُفْرَدٍ بَلْ هُوَ مُرَكَّبٌ لِدَلَالَةِ جُزْءِ اللَّفْظِ عَلٰى جُزْءِ الْمَعْنٰى فَاِنَّ الْهَمْزَةَ تَدُلُّ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ وض . ر . ب عَلَى الْمَعْنَى الْحَدَثِ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : তোমরা জেনে রাখো যে, কোনো কোনো লোকের ধারণা মানতিক- শাস্ত্রবিদদের মতে যা كَلِمَةٌ তাকেই নাহুশাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় فِعْل বলা হয়। বস্তুত এ ধারণাটি সঠিক নয়। কেননা, فِعْل এটি كَلِمَةٌ -এর তুলনায় ব্যাপক। কি দেখ না ! যে উদাহরণত اَضْرِبُ وَنَضْرِبُ এবং এদের অনুরূপ শব্দ নাহু শাস্ত্রবিদদের মতে ফে'ল, অথচ তা মানতিকশাস্ত্রবিদদের মতে كَلِمَةٌ [কালিমা] নয়। কেননা, কালিমা মুফরাদের প্রকার। আর অনুরূপ উদাহরণ اَضْرِبُ শব্দটিও مُفْرَدٌ নয়, বরং তা مُرَكَّبٌ; শব্দের অঙ্গ অর্থের অঙ্গের উপর دَلَالَةٌ করার কারণে। কেননা, هَمْزَه টি مُتَكَلِّمٌ -এর উপর دَلَالَةٌ করে। আর ض . ر . ب মূলধাতু مَعْنٰى حَدَثٌ -এর উপর دَلَالَةٌ করে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اِعْلَمْ তোমরা জেনে রাখো যে, اَنَّهُ قَدْ ظَنَّ بَعْضُهُمْ কোনো কোনো লোকের ধারণা اَنَّ الْكَلِمَةَ যা কালিমা عِنْدَ اَهْلِ الْمِيْزَانِ মানতিকশাস্ত্রবিদদের মতে هِىَ مَا يُسَمّٰى তাকেই বলা হয় فِىْ عِلْمِ النَّحْوِ নাহুশাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় بِالْفِعْلِ ফে'ল وَلَيْسَ هٰذَا الظَّنُّ বস্তুত এ ধারণাটি নয় بِصَوَابٍ সঠিক فَاِنَّ الْفِعْلَ কেননা, ফে'ল اَعَمُّ مِنَ الْكَلِمَةِ এটি كَلِمَه-এর তুলনায় ব্যাপক اَلَا تَرٰى তুমি কি দেখ না! اَنَّ نَحْوَ اَضْرِبُ وَنَضْرِبُ যে উদাহরণত اَضْرِبُ وَنَضْرِبُ - وَاَمْثَالَهُ এবং এদের অনুরূপ শব্দ فِعْلٌ ফে'ল عِنْدَ النُّحَاةِ নাহুশাস্ত্রবিদদের মতে وَلَيْسَ بِكَلِمَةٍ অথচ তা কালিমা নয় عِنْدَ الْمَنْطِقِيِّيْنَ মানতিকশাস্ত্রবিদদের মতে لِاَنَّ الْكَلِمَةَ কেননা, কালিমা مِنْ اَقْسَامِ الْمُفْرَدِ মুফরাদের প্রকার وَنَحْوُ اَضْرِبُ আর অনুরূপ اَضْرِبُ শব্দটিও مَثَلًا উদাহরণত لَيْسَ بِمُفْرَدٍ মুফরাদ নয় بَلْ هُوَ مُرَكَّبٌ বরং তা মুরাক্কাব لِدَلَالَةِ দালালত করার কারণে جُزْءِ اللَّفْظِ শব্দের অঙ্গ عَلٰى جُزْءِ الْمَعْنٰى অর্থের অঙ্গের উপর فَاِنَّ الْهَمْزَةَ কেননা, هَمْزَه টি تَدُلُّ দালালত করে عَلَى الْمُتَكَلِّمِ - مُتَكَلِّمٌ-এর উপর وض . ر . ب আর ض . ر . ب মূলধাতু عَلَى الْمَعْنَى الْحَدَثِ - مَعْنٰى حَدَثٌ-এর উপর দালালত করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِعْلَمْ اَنَّهُ قَدْ ظَنَّ الخ -এর আলোচনা : مُفْرَدٌ-এর প্রকারের মধ্যে كَلِمَةٌ -এর ব্যাপারে কারো কারো অভিমত হলো যে, মানতিকীদের নিকট যা كَلِمَةٌ নাহুবিদদের মতে তা فِعْل গ্রন্থকার এখানে এই ধারণাটিকে ভ্রান্ত বলে বর্ণনা করেন এবং ভ্রান্ত হওয়ার প্রমাণ হিসেবে বলেন যে, মানতিকী পরিভাষায় مُفْرَدٌ হলো যার অংশ অর্থের অংশের উপর دَلَالَةٌ করা উদ্দেশ্য নয়। আর নাহুবিদদের পরিভাষায় فِعْل যথা اَضْرِبُ ইত্যাদির অংশ অর্থের অংশের উপর دلالة করে; বিধায় তা مُفْرَدٌ নয়; বরং مُرَكَّبٌ- কেননা, اَضْرِبُ -এর হামযাহ مُتَكَلِّمٌ বুঝায় এবং ضَرْب এটি مَعْنٰى مَصْدَرِىْ বুঝায়। সুতরাং মানতিকী كلمة নাহবী فعل নয়।

قَوْلُهُ فَاِنَّ الْفِعْلَ اَعَمُّ مِنَ الْكَلِمَةِ-এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, মানতিকশাস্ত্রে যাকে كَلِمَةٌ বলা হয় তা-ই কিন্তু নাহুশাস্ত্রে فِعْل নয়। কেননা, মানতিকীদের নিকট যা كَلِمَةٌ তা مُفْرَدٌ-এর প্রকার। আর নাহুবিদগণের মতে যা فِعْل যথা– اَضْرِبُ এবং نَضْرِبُ ইত্যাদি মানতিকীদের নিকট كَلِمَةٌ নয়; বরং এগুলো مُرَكَّبٌ কেননা, এ সকল فِعْل-এর মধ্যে শব্দের অংশ অর্থের অংশ বুঝায়। যথা– اَضْرِبُ-এর মধ্যে هَمْزَه টি مُتَكَلِّمٌ (উত্তম পুরুষ) এবং ض - ر - ب মূলধাতুর অর্থ প্রকাশ করে। তদ্রূপ مُضَارِعٌ-এর মধ্যম পুরুষের পদসমূহ। কাজেই এগুলো مُرَكَّبٌ হবে, كَلِمَه হবে না, যা مُفْرَدٌ-এর প্রকার। অবশ্য কোনো কোনো فِعْل কখনো كَلِمَةٌ হবে। যথা– অতীতকালের পদ ضَرَبَ ইত্যাদি। কাজেই এ কথা স্পষ্টই বুঝা গেল যে, মানতিকীদের كَلِمَةٌ ও নাহুবিদদের فِعْل-এর মধ্যে عَام خَاص مُطْلَقٌ -এর সম্পর্ক রয়েছে। কেননা, মানতিকীদের প্রতিটি كَلِمَةٌ নাহুবিদদের فِعْل কিন্তু নাহুবিদদের প্রত্যেক فِعْل -ই মানতিকীদের নিকট كَلِمَةٌ নয়; বরং কোনো কোনো فِعْل মানতিক শাস্ত্রবিদগণের মতে كَلِمَةٌ; এ ছাড়াও নাহুবিদগণের মতে যা فِعْل তা সত্য-মিথ্যার অবকাশ রাখে, অথচ مُفْرَدٌ কখনো সত্য-মিথ্যার অবকাশ রাখে না, বিধায় তা مُرَكَّبٌ হবে। উল্লেখ্য, যে সকল مُفْرَدٌ শব্দে কোনো কাল নেই, যথা– شَجَرٌ অথবা কাল আছে কিন্তু তা নির্ধারিত তিনকালের কোনো কাল নয়, যথা– زَمَانٌ، وَقْتٌ অথবা নির্দিষ্ট কাল আছে তবে তা গঠনগত দিক হতে নয়, যথা– اِسْمِ فَاعِلٌ ও اِسْمِ مَفْعُوْلٌ ইত্যাদি। এ সকল অবস্থায় اِسْم টি مُفْرَدٌ হবে।

জ্ঞাতব্য যে, عَلَمٌ-এর জন্য ضَمِيْر ، اِشَارَةٌ ও مَعْهُوْدٌ না হওয়ার শর্ত সম্মানিত গ্রন্থকার করেছেন। কেননা, عَلَمٌ টা ব্যাপকতা মুক্ত হওয়া আবশ্যক, কিন্তু اِسْم ضَمِيْر ، اِشَارَةٌ এবং مَعْهُوْدٌ -এর মধ্যে গ্রন্থকার এ শর্ত করেননি; বরং তিনি ضَمِيْر ও اِسْمِ اِشَارَةٌ-কে عَلَمٌ -এর উদাহরণ রূপে উপস্থাপন করেছেন।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : قَدْ يَنْقَسِمُ الْمُفْرَدُ بِتَقْسِيْمٍ اُخَرَ وَهُوَ اَنَّ الْمُفْرَدَ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ مَعْنَاهُ وَاحِدًا اَوْ يَكُوْنَ كَثِيْرًا وَالَّذِىْ لَهُ مَعْنًى وَاحِدٌ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَضْرُبٍ لِاَنَّهُ لَا يَخْلُوْ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى مُتَعَيَّنًا مُشَخَّصًا اَوْ لَمْ يَكُنْ وَالْاَوَّلُ يُسَمّٰى عَلَمًا كَزَيْدٍ وَهٰذَا وَهُوَ وَالْاَوْلٰى اَنْ يُسَمّٰى هٰذَا الْقِسْمُ بِالْجُزْئِى الْحَقِيْقِىِّ وَالثَّانِىْ اَىْ مَا لَا يَكُوْنُ مَعْنَاهُ الْوَاحِدُ مُشَخَّصًا بَلْ يَكُوْنُ لَهُ اَفْرَادٌ كَثِيْرَةٌ هُوَ ضَرْبَانِ اَحَدُهُمَا اَنْ يَكُوْنَ صِدْقُ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى عَلٰى سَائِرِ اَفْرَادِهٖ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِوَاءِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَتَفَاوَتَ بِاَوَّلِيَّةٍ اَوْ اَوْلَوِيَّةٍ اَوْ اَشَدِّيَّةٍ اَوْ اَزْيَدِيَّةٍ وَيُسَمّٰى هٰذَا الْقِسْمُ بِالْمُتَوَاطِى لِتَوَاطُؤِ اَفْرَادِهٖ وَتَوَافُقِهَا فِىْ تَصَادُقِ ذٰلِكَ الْمَعْنَى الْعَامِّ كَالْاِنْسَانِ بِالنِّسْبَةِ اِلٰى زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَبَكْرٍ - ثَانِيْهِمَا اَنْ لَا يَكُوْنَ صِدْقُ ذٰلِكَ الْمَعْنَى الْعَامِّ فِىْ جَمِيْعِ اَفْرَادِهٖ عَلٰى وَجْهِ الْاِسْتِوَاءِ بَلْ يَكُوْنُ صِدْقُ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى عَلٰى بَعْضِ الْاَفْرَادِ بِالْاَوَّلِيَّةِ اَوِ الْاَشَدِّيَّةِ اَوِ الْاَوْلَوِيَّةِ وَصِدْقُهَا عَلَى الْبَعْضِ الْاٰخَرِ بِاَضْدَادِ ذٰلِكَ كَالْوُجُوْدِ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْوَاجِبِ جَلَّ مَجْدُهٗ وَبِالنِّسْبَةِ اِلَى الْمُمْكِنِ وَكَالْبَيَاضِ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الثَّلْجِ وَالْعَاجِ وَيُسَمّٰى هٰذَا الْقِسْمُ مُشَكِّكًا لِاَنَّهُ يُوْقِعُ النَّاظِرَ فِى الشَّكِّ فِىْ كَوْنِهٖ مُتَوَاطِيًا اَوْ مُشْتَرِكًا -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : مُفْرَدْ কখনো অন্য বণ্টনে বিভক্ত হয়, আর তা এটি যে مُفْرَدْ-এর হয়তো এক অর্থ হবে অথবা অনেক অর্থ হবে। আর ঐ مُفْرَدْ যার অর্থ একটি হবে তা তিন প্রকার। এ জন্য যে, مُفْرَدْ দু'টি অবস্থা হতে (একত্রে) মুক্ত হবে না ; অর্থটি হয়তো مُتَعَيَّنْ مُشَخَّصْ তথা নির্দিষ্ট হবে, অথবা নির্দিষ্ট হবে না। প্রথমটিকে عَلَمْ [আলাম] বলা হয়। যেমন- زَيْدٌ - هٰذَا এবং هُوَ তবে এ প্রকারের নাম جُزْئِىْ حَقِيْقِىْ রাখাই উত্তম। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ যার একটি অর্থ হয়ে নির্ধারিত হবে না; বরং তার অনেক اَفْرَادْ হবে, তা দু' প্রকার : এ দু'টির একটি হলো এই যে, এ অর্থটি তার সকল اَفْرَادْ বা সংখ্যার উপর সমভাবে প্রযোজ্য হবে। এদের মধ্যে প্রাথমিকতা, উত্তমতা, কঠোরতা ও আধিক্যতার কোনো পার্থক্য হবে না। আর এ ব্যাপক অর্থটি প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপারে তার اَفْرَادْ বা সাম স্য হওয়ার কারণে একে مُتَوَاطِىْ বলে। যেমন- اِنْسَانْ-এর اَفْرَادْ সংখ্যা زَيْدٌ - عَمْرٌو - بَكْرٌ ইত্যাদি।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে- ঐ ব্যাপক অর্থ যা তার সমুদয় اَفْرَادْ-এর উপর সমভাবে প্রযোজ্য হয় না; বরং তার কিছু اَفْرَادْ -এর উপর প্রথমতা, উত্তমতা ও আধিক্যতা হিসেবে প্রযোজ্য হয়। আর অবশিষ্ট اَفْرَادْ -এর উপর উল্লিখিত অবস্থার বিপরীতভাবে প্রযোজ্য হয়। যথা- اَلْوُجُوْدُ (অস্তিত্ব)। আল্লাহর শাশ্বত অস্তিত্ব এবং ক্ষণস্থায়ী বস্তুর অস্তিত্ব হিসেবে এবং اَلْبَيَاضُ (শুভ্রতা) বরফ ও হস্তীদন্ত হিসেবে। এ প্রকারকে مُشَكِّكْ বলা হয়। কেননা, এটি দর্শককে এই সন্দেহে নিপতিত করে যে, এটি مُتَوَاطِىْ নাকি مُشْتَرِكْ

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ قَدْ يَنْقَسِمُ কখনো বিভক্ত হয় اَلْمُفْرَدُ মুফরাদ بِتَقْسِيْمٍ اُخَرَ অন্য বণ্টনে وَهُوَ আর তা এই اَنَّ الْمُفْرَدَ যে مُفْرَدْ-এর اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ হয়তো হবে مَعْنَاهُ তার অর্থ وَاحِدًا একটি اَوْ يَكُوْنَ كَثِيْرًا অথবা অনেক অর্থ হবে وَالَّذِىْ لَهُ আর ঐ مُفْرَدْ যার مَعْنًى وَاحِدٌ একটি অর্থ হবে عَلٰى ثَلٰثَةِ اَضْرُبٍ তা তিন প্রকার لِاَنَّهُ এ জন্য যে, لَا يَخْلُوْ মুক্ত হবে না

www.eelm.weebly.com

يُسَمّٰى وَالْاَوَّلُ প্রথমটিকে إِمَّا اَنْ يَكُوْنَ হয়তো হবে ذٰلِكَ الْمَعْنٰى অর্থটি مُتَعَيَّنًا مُشَخَّصًا নির্দিষ্ট اَوْ لَمْ يَكُنْ অথবা নির্দিষ্ট হবে না এ هٰذَا الْقِسْمُ اَنْ يُسَمّٰى নাম রাখা اَلْاَوْلٰى তবে উত্তম هُوَ ও هٰذَا এবং وَهٰذَا وَهُوَ ـ زَيْد যেমন- كَزَيْدٍ আলাম عَلَمًا বলা হয় এ مَعْنَاهُ اَلْوَاحِدُ অর্থাৎ যার হবে না اَيْ مَا لَا يَكُوْنُ আর দ্বিতীয়টি وَالثَّانِيْ রাখাই جُزْئِيْ حَقِيْقِيْ ـ بِالْجُزْئِيِّ الْحَقِيْقِيِّ প্রকারের এ اَحَدُهُمَا তা দু'প্রকার هُوَ ضَرْبَانِ অনেক كَثِيْرَةً ـ اَفْرَادٌ তার لَهٗ اَفْرَادٌ বরং হবে بَلْ يَكُوْنُ নির্ধারিত مُشَخَّصًا একটি অর্থ হয়ে দু'টির একটি হলো اَنْ يَكُوْنَ যে, হবে صِدْقُ প্রযোজ্য ذٰلِكَ الْمَعْنٰى এ অর্থটি عَلٰى سَائِرِ اَفْرَادِهٖ তার সকল اَفْرَادٌ বা সংখ্যার উপর اَوْ اَشَدِّيَّةٍ উত্তমতা اَوْ اَوْلَوِيَّةٍ প্রাথমিকতা بِاَوَّلِيَّةٍ কোনো পার্থক্য اَنْ يَتَفَاوَتَ হবে না مِنْ غَيْرِ সমভাবে عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِوَاءِ কঠোরতা اَوْ اَزْيَدِيَّةٍ ও আধিক্যতার وَيُسَمّٰى আর বলে هٰذَا الْقِسْمُ এ প্রকারকে بِالْمُتَوَاطِئِ মুতাওয়াতী لِتَوَاطُؤِ اَفْرَادِهٖ তার সকল اَلْعَامَّ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى অর্থটি فِيْ تَصَادُقِ প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপারে وَتَوَافُقِهَا ও সামঞ্জস্য হওয়ার কারণে اَفْرَادُ এক অন্যের অনুরূপ ব্যাপক كَالْاِنْسَانِ যেমন- اِنْسَانٌ-এর اَفْرَادٌ সংখ্যা بِالنِّسْبَةِ নিসবত হিসেবে اِلٰى زَيْدٍ যায়েদ وَعَمْرٍو وَبَكْرٍ আমর ও বকর ثَانِيْهِمَا দ্বিতীয়টি হচ্ছে اَنْ لَا يَكُوْنَ হয় না صِدْقُ প্রযোজ্য ذٰلِكَ الْمَعْنَى الْعَامِّ ঐ ব্যাপক অর্থ فِيْ جَمِيْعِ اَفْرَادِهٖ তার সমুদয় عَلٰى بَعْضِ الْاَفْرَادِ তার اَفْرَادٌ-এর উপর عَلٰى وَجْهِ الْاِسْتِوَاءِ সমভাবে بَلْ يَكُوْنُ বরং হয় صِدْقُ প্রযোজ্য ذٰلِكَ الْمَعْنٰى ঐ অর্থটি عَلَى কিছু اَفْرَادٌ-এর উপর بِالْاَوَّلِيَّةِ প্রথমতা اَوِ الْاَشَدِّيَّةِ আধিক্যতা اَوِ الْاَوْلَوِيَّةِ ও উত্তমতা হিসেবে وَصِدْقُهَا আর প্রযোজ্য হয় بِالنِّسْبَةِ اَلْبَعْضِ الْاٰخَرِ অবশিষ্ট اَفْرَادٌ-এর উপর بِاَضْدَادِ ذٰلِكَ উল্লিখিত অবস্থার বিপরীতভাবে كَالْوُجُوْدِ যেমন- اَلْوُجُوْدُ (অস্তিত্ব) وَكَالْبَيَاضِ ক্ষণস্থায়ী বস্তুর অস্তিত্ব اِلَى الْمُمْكِنِ এবং হিসেবে যে, وَبِالنِّسْبَةِ আল্লাহর শাশ্বত অস্তিত্ব اِلَى الْوَاجِبِ جَلَّ مَجْدُهٗ হিসেবে مُشَكِّكًا এ প্রকারকে هٰذَا الْقِسْمُ বলা হয় وَيُسَمّٰى ও হস্তীদণ্ড وَالْعَاجِ বরফ اِلَى الثَّلْجِ হিসেবে بِالنِّسْبَةِ (শুভ্রতা) اَلْبَيَاضُ এবং مُتَوَاطِيًا اَوْ যে, এটি فِيْ كَوْنِهٖ এই সন্দেহে فِي الشَّكِّ দর্শককে النَّاظِرَ কেননা, এটি নিপতিত করে لِاَنَّهٗ يُوْقِعُ মুশাককিক مُشْتَرِكٌ নাকি مُتَوَاطِئٌ ـ مُشْتَرِكًا।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ قَدْ يَنْقَسِمُ الْمُفْرَدُ الخ -এর আলোচনা : এ পরিচ্ছেদে লেখক এক এবং একাধিক হওয়া হিসেবে مُفْرَدٌ-এর অপর এক প্রকারভেদের বর্ণনা করেছেন। مُفْرَدٌ-এর অর্থ একটিও হতে পারে ; আবার একাধিকও হতে পারে। এক অর্থবিশিষ্ট مُفْرَدٌ তিন প্রকার। যথা- ১. اَلْعَلَمُ [নির্দিষ্ট অর্থবাচক] ২. اَلْمُتَوَاطِئُ [সমভাবে প্রয়োগবাচক] ৩. اَلْمُشَكِّكُ [সন্দেহ নিরূপণকারী]।

اَلْعَلَمُ-এর আভিধানিক অর্থ : عَلَمٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَعْلَامٌ-এর আভিধানিক অর্থ- ১. عَلَامَةٌ বা চিহ্ন, ২. رَسْمُ الثَّوْبِ বা কাপড়ের নকশা, ৩. اَلسَّيِّدُ لِلْقَوْمِ বা সম্প্রদায়ের নেতা, ৪. اَلْعَلَامَةُ وَالْاِمَارَةُ চিহ্ন বা নিদর্শন।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. মিরকাত প্রণেতা বলেন- اِنْ كَانَ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى مُتَعَيَّنًا مُشَخَّصًا فَهُوَ عَلَمٌ অর্থাৎ مُفْرَدٌ শব্দের অর্থ যদি নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বুঝায়, তাহলে তা عَلَمٌ (আলাম)।

২. মীযানুল মানতিক প্রণেতা বলেন- فَاِنْ تَعَيَّنَ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى وَلَمْ يَكُنْ ضَمِيْرًا اَوْ اِسْمَ اِشَارَةٍ اَوْ مَعْهُوْدًا فَهُوَ عَلَمٌ অর্থাৎ যদি একক অর্থ হয়ে সে অর্থটি নির্দিষ্ট হয়; কিন্তু ضَمِيْر বা اِسْمِ اِشَارَة কিংবা নির্ধারিত না হয়, তাহলে উক্ত মুফরাদটিকে عَلَمٌ বলা হবে। যেমন- زَيْدٌ বললে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝায়।

مُتَوَاطِئٌ-এর আভিধানিক অর্থ : مُتَوَاطِئٌ শব্দটি বাবে تَفَاعُلٌ থেকে اِسْمِ فَاعِلٍ-এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ-এর সীগাহ। এটা وَطْئٌ মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ- ক. اَلْمُتَسَاوِيْ [সমভাবে] খ. اَلْاِجْتِمَاعُ [একত্র হওয়া] গ. اَلْمُتَشَامِلُ [অন্তর্ভুক্তকারী]।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : মীযানুল মানতিক প্রণেতা বলেন- وَاِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ فَمُتَوَاطِئٌ اِنْ كَانَ حُصُوْلُهٗ فِيْ كُلِّ الْاَفْرَادِ عَلَى السَّوَاءِ. অর্থাৎ مُفْرَدٌ শব্দের অর্থটি নির্দিষ্ট না হয়ে যদি তার সকল اَفْرَادٌ-এর উপর সমানভাবে প্রযোজ্য হয়, তাহলে তাকে مُتَوَاطِئٌ বলে। যেমন- اِنْسَانٌ শব্দটি زَيْدٌ. خَالِدٌ. بَكْرٌ সাবার উপর সমভাবে প্রযোজ্য।

مُشَكِّكٌ-এর আভিধানিক অর্থ : مُشَكِّكٌ শব্দটি اِسْمِ فَاعِلٍ-এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ-এর সীগাহ। شَكٌّ মাদ্দাহ থেকে নির্গত। বাবে تَفْعِيْلٌ জিনসে مُضَاعَفْ ثُلَاثِيْ; এর আভিধানিক অর্থ- ১. اَلْمُتَرَدِّدُ তথা সন্দেহ পোষণকারী, ২. সংশয়কারী। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Doubtable.

www.eelm.weebly.com

পারিভাষিক সংজ্ঞা : মানতিকীদের পরিভাষায়–

هُوَ مَا يَكُوْنُ مَعْنَاهُ مُتَّحِدًا اَوْ لَهُ اَفْرَادٌ كَثِيْرَةٌ وَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا ذٰلِكَ الْمَعْنٰى عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِوَاءِ .

অর্থাৎ مُفْرَدٌ শব্দ একটি মাত্র অর্থ দেবে এবং তার অধীনে অনেক مُفْرَدٌ থাকবে; কিন্তু প্রত্যেক فَرْد-এর উপর সমানভাবে প্রযোজ্য না; বরং মর্যাদা অনুযায়ী হবে। যেমন– وُجُوْدٌ শব্দটি اِسْم مُفْرَدٌ ; এর দু'টি فَرْد যথা– ক. وَاجِبُ الْوُجُوْدِ খ. مُمْكِنُ الْوُجُوْدِ উভয় প্রকার وُجُوْد-এর উপর প্রযোজ্য হয় বলেই এটাকে مُشَكِّكْ বলে।

قَوْلُهُ ثَانِيْهِمَا الخ-এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, مُفْرَدٌ-এর অর্থ তার অনেক اَفْرَادْ -এর উপর প্রযোজ্য হওয়ার দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হলো– مُفْرَدٌ -এর সেই ব্যাপক অর্থটি যার اَفْرَادْ -এর উপর সমানভাবে প্রযোজ্য না হওয়া। এরূপ مُفْرَدٌ -কে مُشَكِّكْ বলা হয়।

قَوْلُهُ بِالْاَوَّلِيَّةِ الخ-এর আলোচনা : مُفْرَدٌ -এর অর্থ তার اَفْرَادْ সমূহের উপর প্রযোজ্য না হওয়ার ব্যাপারে চারটি অবস্থা বর্ণনা করেছেন। ১. اَوَّلِيَّةٌ প্রাথমিকভাবে। এর বিপরীত হলো ثَانَوِيَّةٌ তথা দ্বিতীয়ভাবে। ২. اَوْلَوِيَّةٌ অর্থ– উত্তমভাবে, এর বিপরীত হলো اَدْنَائِيَّةٌ অনুত্তমভাবে। ৩. اَشَدِّيَّةٌ কঠোরভাবে, এর বিপরীত اَضْعَفِيَّةٌ দুর্বলভাবে। ৪. اَزْيَدِيَّةٌ আধিক্যতার সাথে, এর বিপরীত اَنْقَصِيَّتْ অনাধিক্যতার সাথে।

১. اَوَّلِيَّةٌ -এর অর্থ হলো– كُلِّيْ কোনো কোনো অর্থের উপর প্রযোজ্য হওয়া অপর অর্থের উপর প্রযোজ্য হওয়ার জন্য عِلَّةٌ হবে। তথা যতক্ষণ সে কোনো اَفْرَادْ -এর উপর প্রযোজ্য না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অপর اَفْرَادْ -এর উপর প্রযোজ্য হওয়া مُحَالْ বা অসম্ভব হবে।

২. اَوْلَوِيَّةٌ -এর অর্থ হলো كُلِّيْ -এর প্রযোজ্য হওয়া কোনো কোনো اَفْرَادْ -এর উপর সত্তাগতভাবে হবে তথা كُلِّيْ তার اَفْرَادْ-এর উপর প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপারে অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক মধ্যস্থতার আবশ্যক হবে না। আর অপর اَفْرَادْ -এর উপর كُلِّيْ -এর প্রযোজ্য হওয়া প্রাসঙ্গিক হবে তথা তার উপর كُلِّيْ প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপারে প্রাসঙ্গিকতার মধ্যস্থতা আবশ্যক হবে। যেমন– وُجُوْد একটি كُلِّيْ তার اَفْرَادْ হলো وَاجِبُ الْوُجُوْدِ এবং مُمْكِنُ الْوُجُوْدِ উভয়টি কিন্তু وُجُوْد এটি وَاجِبُ الْوُجُوْدِ তথা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের উপর প্রাথমিকভাবে প্রযোজ্য হয়। আর مُمْكِنُ الْوُجُوْدِ তথা সৃষ্টির উপর, তা দ্বিতীয়ভাবে প্রযোজ্য হয়। কেননা, وُجُوْد وَاجِبْ এটি وُجُوْد مُمْكِنْ -এর জন্য عِلَّةٌ বিশেষ। আর عِلَّةٌ পাওয়া যাওয়ার পূর্বে مَعْلُوْلْ পাওয়া যাওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া وُجُوْدٌটি وَاجِبُ الْوُجُوْدِ তথা স্রষ্টার উপর কোনো প্রসঙ্গ ছাড়াই প্রযোজ্য হয়। আর مُمْكِنُ الْوُجُوْدِ তথা স্রষ্টার উপর وُجُوْدْ মধ্যস্থতার সাথে প্রযোজ্য হয়। কেননা, প্রত্যেক সৃষ্ট তার অস্তিত্বের ব্যাপারে তার স্রষ্টার প্রতি মুখাপেক্ষী।

৩. اَشَدِّيَّةٌ তথা كُلِّيْ তার কোনো কোনো فَرْد -এর উপর شِدَّتْ বা কঠোরভাবে হয়। আর কোনো কোনো فَرْد -এর উপর ضُعْف বা দুর্বলভাবে হয়ে থাকে।

৪. اَزْيَدِيَّةٌ -এর অর্থ হলো এই যে, كُلِّيْ -এর প্রকাশ তার কোনো কোনো فَرْد -এর মধ্যে অধিক ; আর কোন فَرْد -এর মধ্যে কম হবে। যেমন– بَيَاضْ একটি كُلِّيْ এর প্রকাশ বরফের মধ্যে অধিকভাবে হবে, আর হাতির দাঁতের মধ্যে দুর্বলভাবে হবে। কেননা, হাতির দাঁতের তুলনায় বরফের শুভ্রতা দ্বিগুণ, তিন গুণেরও অধিক।

বি. দ্র. اَشَدِّيَّةٌ এবং اَضْعَفِيَّةٌ -এর সম্পর্ক كَيْفِيَّاتْ বা অবস্থা-এর সাথে হবে। আর اَزْيَدِيَّةٌ ও اَنْقَصِيَّةٌ -এর সম্পর্ক كَمِيَّاتْ পরিমাণের সাথে হবে।

قَوْلُهُ وَيُسَمّٰى هٰذَا الْقِسْمُ-এর আলোচনা : এখানে লেখক مُشَكِّكْ -এর নামকরণে এ কথার উল্লেখ করেছেন যে, اَفْرَادْ -এর প্রতি দৃষ্টিকারী যখন দৃষ্টি করে, তখন مُشَكِّكْ -কে مُتَّحِدُ الْمَعْنٰى দেখে তাকে مُتَوَاطِئْ মনে করবে, না এটি এর شَكْ -এর উপর প্রযোজ্য হওয়ার মতভেদ দেখে একে مُشْتَرِكْ মনে করবে ; এই সন্দেহে পড়ে। আর দৃষ্টিকারীকে এ সন্দেহে নিপতিতকারী مُشَكِّكْ বলেই مُشَكِّكْ -কে مُشَكِّكْ বলে নামকরণ করা হয়েছে।

বি. দ্র. **مُفْرَدٌ তিন প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ :** مُفْرَدٌ দ্বারা হয়তো কোন বিষয়ের خَبَرْ (সংবাদ) দেওয়া যাবে বা যাবে না। যদি সংবাদ দেয়া না যায়, তবে তা اَدَاةٌ বা حَرْف আর যদি তা দ্বারা সংবাদ দেয়া যায়, তবে তার দু'অবস্থা, হয়তো তা তিনকালের কোন এককালের সাথে সম্পৃক্ত হবে বা হবে না। যদি কোন কালের সাথে সম্পৃক্ত হয় তবে তা فِعْل বা كَلِمَةٌ আর যদি কালের সাথে সম্পৃক্ত না হয় তাহলে তা اِسْم হবে।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : اَلْمُتَكَثِّرُ الْمَعْنٰى لَهٗ اَقْسَامٌ عَدِيْدَةٌ وَجْهُ الْحَصْرِ اَنَّ اللَّفْظَ الَّذِىْ كَثُرَ مَعْنَاهُ اِنْ وُضِعَ ذٰلِكَ اللَّفْظُ لِكُلِّ مَعْنًى اِبْتِدَاءً بِاَوْضَاعٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَلٰى حِدَةٍ يُسَمّٰى مُشْتَرِكًا كَالْعَيْنِ وُضِعَ تَارَةً لِلذَّهَبِ وَتَارَةً لِلْبَاصِرَةِ وَتَارَةً لِلرُّكْبَةِ وَاِنْ لَمْ يُوْضَعْ لِكُلٍّ اِبْتِدَاءً بَلْ وُضِعَ اَوَّلًا لِمَعْنًى ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِىْ مَعْنًى ثَانٍ لِاَجْلِ مُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا اِنِ اشْتَهَرَ فِى الثَّانِىْ وَتُرِكَ مَوْضُوْعُهُ الْاَوَّلُ يُسَمّٰى مَنْقُوْلًا ـ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : একাধিক অর্থ বিশিষ্ট শব্দকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। সীমিতকরণের কারণ– যে শব্দের অনেক অর্থ রয়েছে, সে শব্দটি যদি প্রথম হতেই প্রত্যেক অর্থের জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে গঠন করা হয়, তবে তাকে مُشْتَرَكٌ বলা হবে। যথা– اَلْعَيْنُ শব্দটিকে কখনো স্বর্ণের অর্থ বুঝানোর জন্য, আবার কখনো চক্ষুর অর্থ বুঝানোর জন্য, আবার কখনো হাঁটুর অর্থ প্রদানের জন্য গঠন করা হয়েছে। আর যদি প্রত্যেক অর্থের জন্য প্রথম হতেই গঠন না করা হয়; বরং প্রথমে এক অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছিল পরবর্তীতে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে। এ অবস্থায় শব্দটি যদি দ্বিতীয় অর্থের ক্ষেত্রে অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং প্রথম অর্থকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে তাকে مَنْقُوْلٌ বলা হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْمُتَكَثِّرُ الْمَعْنٰى একাধিক অর্থবিশিষ্ট শব্দকে لَهٗ اَقْسَامٌ عَدِيْدَةٌ কয়েকভাগে ভাগ করা যায় وَجْهُ الْحَصْرِ সীমিতকরণের কারণ اَنَّ اللَّفْظَ الَّذِىْ যে শব্দের كَثُرَ مَعْنَاهُ অনেক অর্থ রয়েছে اِنْ وُضِعَ যদি গঠন করা হয় ذٰلِكَ اللَّفْظُ সে শব্দটি لِكُلِّ مَعْنًى প্রত্যেক অর্থের জন্য اِبْتِدَاءً প্রথম হতেই بِاَوْضَاعٍ مُتَعَدِّدَةٍ বিভিন্নরূপে عَلٰى حِدَةٍ ভিন্ন ভিন্নভাবে يُسَمّٰى তবে তাকে বলা হয় مُشْتَرِكًا মুশতারিক كَالْعَيْنِ যথা– [চক্ষু] শব্দটি وُضِعَ গঠন করা হয়েছে تَارَةً কখনো لِلذَّهَبِ স্বর্ণের অর্থ বুঝানোর জন্য وَتَارَةً আবার কখনো لِلْبَاصِرَةِ চক্ষুর অর্থ বুঝানোর জন্য وَتَارَةً আবার কখনো لِلرُّكْبَةِ হাঁটুর অর্থ প্রদানের জন্য وَاِنْ لَمْ يُوْضَعْ আর যদি গঠন না করা হয় لِكُلٍّ প্রত্যেক অর্থের জন্য اِبْتِدَاءً প্রথম হতেই بَلْ وُضِعَ বরং গঠন করা হয়েছিল اَوَّلًا প্রথমে لِمَعْنًى এক অর্থের জন্য ثُمَّ اسْتُعْمِلَ পরবর্তীতে ব্যবহৃত হয়েছে فِىْ مَعْنًى ثَانٍ অন্য অর্থে لِاَجْلِ مُنَاسَبَةٍ পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে بَيْنَهُمَا উভয়ের মাঝে اِنِ اشْتَهَرَ যদি প্রসিদ্ধি লাভ করে فِى الثَّانِىْ দ্বিতীয় অর্থের ক্ষেত্রে وَتُرِكَ ছেড়ে দেওয়া হয় مَوْضُوْعُهُ الْاَوَّلُ প্রথম অর্থকে يُسَمّٰى তবে তাকে বলা হয় مَنْقُوْلًا [মানকূল]।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلْمُتَكَثِّرُ الْمَعْنٰى الخ -এর আলোচনা : এক অর্থবিশিষ্ট مُفْرَدٌ-এর প্রকার বর্ণনা করার পর গ্রন্থকার একাধিক অর্থবিশিষ্ট مُفْرَدٌ-এর প্রকার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একাধিক অর্থবিশিষ্ট مُفْرَدٌ চার প্রকার। যথা– ১. مُشْتَرَكٌ, ২. مَنْقُوْلٌ, ৩. مَجَازٌ ৪. حَقِيْقَةٌ এগুলোর পরিচয় বর্ণিত হলো–

১. مُشْتَرَكٌ-এর আভিধানিক অর্থ : مُشْتَرَكٌ শব্দটি বাবে اِفْتِعَالٌ-এর اَلْاِشْتِرَاكُ মাসদার থেকে اِسْمُ مَفْعُوْلٍ-এর وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ-এর সীগাহ। মূলবর্ণ (ش ـ ر ـ ك) জিনসে সহীহ। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Compound আভিধানিক অর্থ– ১. অংশীদারিত্বপূর্ণ, দ্বৈত অর্থবোধক, ২. مَا لَهٗ اَكْثَرُ مِنْ مَعْنًى তথা যার একাধিক অর্থ রয়েছে, ৩. লিসানুল আরব গ্রন্থকার বলেন– تَشْتَرِكُ فِيْهِ مَعَانٍ كَثِيْرَةٌ তথা যাতে অনেক অর্থ রয়েছে।

www.eelm.weebly.com

পারিভাষিক সংজ্ঞা : মিরকাত গ্রন্থকার বলেন–

هُوَ الْمُفْرَدُ اَنَّ اللَّفْظَ الَّذِيْ كَثُرَ مَعْنَاهُ اِنْ وُضِعَ ذٰلِكَ اللَّفْظُ لِكُلِّ مَعْنًى اِبْتِدَاءً بِاَوْضَاعٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَلٰى حِدَةٍ ـ

অর্থাৎ মুশতারিক ঐ মুফরাদকে বলা হয়, যে শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে এবং সে শব্দটি প্রথম হতেই প্রত্যেক অর্থের জন্য বিভিন্নরূপে পৃথক পৃথকভাবে গঠন করা হয়েছে।

মীযানুল মানতিক গ্রন্থকার বলেন– اَلْمُفْرَدُ اِنْ كَانَ كَثِيْرًا فَاِنْ وَضَعَهُ لِتِلْكَ الْمَعَانِيْ عَلَى السَّوِيَّةِ فَهُوَ مُشْتَرِكٌ ـ

উদাহরণ : اَلْعَيْنُ শব্দটি مُشْتَرِكٌ কেননা, তা চক্ষু, ঝর্ণা, স্বর্ণ, গুপ্তচর এরকম প্রায় ৬০টি অর্থ প্রকাশ করে। আর এ সকল অর্থ প্রকাশের জন্য সূচনা থেকে عَيْنٌ শব্দটিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে গঠন করা হয়েছে।

مَنْقُوْلٌ-এর আভিধানিক অর্থ : مَنْقُوْلٌ শব্দটি বাবে نَصَرَ থেকে اِسْمُ مَفْعُوْلٍ-এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ-এর সীগাহ। এটা نَقْلٌ মাদ্দাহ থেকে নেওয়া হয়েছে। জিনসে সহীহ। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Changed. আভিধানিক অর্থ– ১. اَلْمَقْلُوْبُ তথা পরিবর্তন, ২. اَلْمُنْتَقِلُ তথা স্থানান্তরিত, ৩. حَوْلُ الشَّيْئِ مِنْ مَوْضِعٍ اِلٰى مَوْضِعٍ অর্থাৎ, বস্তুকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

ক. مَنْقُوْلٌ-এর সংজ্ঞায় মিরকাত গ্রন্থকার বলেন–

اِنْ لَمْ يُوْضَعْ لِكُلٍّ اِبْتِدَاءً بَلْ وُضِعَ اَوَّلًا لِمَعْنًى ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِيْ مَعْنًى ثَانٍ لِاَجْلِ مُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا اِنِ اشْتَهَرَ فِي الثَّانِيْ وَتُرِكَ مَوْضُوْعُهُ الْاَوَّلُ يُسَمّٰى مَنْقُوْلًا ـ

অর্থাৎ مُفْرَدٌ টি যদি مُشْتَرَكٌ-এর মতো না হয়; বরং এটাকে যদি দু'টি অর্থের কোনো একটির জন্য গঠন করা হয়, অতঃপর দ্বিতীয় অর্থে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এ দ্বিতীয় অর্থটিই প্রসিদ্ধি লাভ করায় প্রথম অর্থকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে তাকে مَنْقُوْلٌ বলে।

খ. কুতবী গ্রন্থ প্রণেতা বলেন–

اَنْ تَخَلَّلَ بَيْنَ تِلْكَ الْمَعَانِيْ نُقِلَ فَاِمَّا اَنْ يَتْرُكَ اِسْتِعْمَالَهُ فِي الْمَعَانِي الْاَوَّلِ اَوْ لَا فَاِنْ تُرِكَ يُسَمّٰى لَفْظًا مَنْقُوْلًا ـ

গ. মীযানুল মানতিক গ্রন্থকার বলেন–

اِنْ لَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ بَلْ وُضِعَ لِاَحَدِهِمَا فَنُقِلَ اِلَى الثَّانِيْ فَحِيْنَئِذٍ اِنْ تُرِكَ مَوْضُوْعُهُ الْاَوَّلُ يُسَمّٰى مَنْقُوْلًا ـ

অর্থাৎ একাধিক অর্থবিশিষ্ট যে مُفْرَدٌ-কে প্রথম থেকেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থের জন্য গঠন করা হয়নি; বরং প্রথমত এক অর্থের জন্য গঠিত হয়েছিল পরে তা অন্য অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রথম অর্থটি পরিত্যক্ত হয়েছে, তবে তাকে مَنْقُوْلٌ বলে।

উদাহরণ : صَلٰوةٌ শব্দটিকে প্রথমে دُعَاءٌ অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছিল, কিন্তু পরে ইসলামি শরিয়তে এটাকে اَرْكَانٌ مَخْصُوْصَةٌ-এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, তাই এটা مَنْقُوْلٌ-এর সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

حَقِيْقَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ : حَقِيْقَةٌ শব্দটি فَعِيْلَةٌ-এর ওযনে সিফাতের সীগাহ। এটি একবচন, বহুবচনে حَقَائِقُ; এর আভিধানিক অর্থ– ১. প্রকৃত ও মূল, ২. خَالِصَةٌ বা বিশুদ্ধ, ৩. اَلشَّيْئُ الثَّابِتُ يَقِيْنًا তথা অকাট্যভাবে সাব্যস্ত বস্তু।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : মীযানুল মানতিক গ্রন্থকার বলেন– اِنْ لَمْ يَتْرُكْ يُسَمّٰى بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْاَوَّلِ حَقِيْقَةً

অর্থাৎ যার একাধিক অর্থ রয়েছে এবং প্রথমে এক অর্থের জন্য এবং পরে অন্য অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, তবে দ্বিতীয় অর্থটি প্রসিদ্ধি লাভ করেনি এবং প্রথম অর্থটিও বর্জিত হয়নি, তখন প্রথম অর্থে শব্দ ব্যবহার করাকে حَقِيْقَةٌ বলা হয়।

উদাহরণ : যেমন– اَسَدٌ শব্দটির দু'টি অর্থ রয়েছে। ১. হিংস্র জন্তু সিংহ, ২. বাহাদুর মানুষ। শব্দটি যদি তার প্রকৃত অর্থ তথা সিংহ অর্থে ব্যবহার হ,য় তখন তা হচ্ছে حَقِيْقَةٌ।

مَجَازٌ-এর আভিধানিক অর্থ : مَجَازٌ শব্দটি বাবে نَصَرَ-এর মাসদার। جَوْزٌ শব্দমূল থেকে নির্গত। আভিধানিক অর্থ– অতিক্রম করা, স্থানান্তর করা ইত্যাদি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : মীযানুল মানতিক গ্রন্থকার বলেন– اِنْ لَّمْ يَتْرُكْ يُسَمّٰى بِالنِّسْبَةِ اِلَى الثَّانِيْ مَجَازًا অর্থাৎ মাজায হলো এমন একাধিক অর্থবিশিষ্ট مُفْرَدٌ যাকে প্রথমে এক অর্থের জন্য এবং পরে অন্য অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে। তবে দ্বিতীয় অর্থটি প্রসিদ্ধি লাভ করেনি এবং প্রথম অর্থটিও বর্জিত হয়নি। এমতাবস্থায় শব্দটি দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করাকে مَجَازٌ বলা হয়।

উদাহরণ : যেমন– কারো বীরত্বের কারণে যদি তাকে اَسَدٌ বা সিংহ বলা হয়, তখন এটা হবে مَجَازٌ বা রূপক।

www.eelm.weebly.com

وَالْمَنْقُوْلُ بِالنَّظْرِ اِلَى النَّاقِلِ يَنْقَسِمُ اِلٰى ثَلٰثَةِ اَقْسَامٍ اَحَدُهَا اَلْمَنْقُوْلُ الْعُرْفِىْ بِاعْتِبَارِ كَوْنِ النَّاقِلِ عُرْفًا عَامًّا وَثَانِيْهَا الْمَنْقُوْلُ الشَّرْعِىْ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهٖ اَرْبَابُ الشَّرْعِ وَثَالِثُهَا الْمَنْقُوْلُ الْاِصْطِلَاحِىْ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهٖ عُرْفًا خَاصًّا وَطَائِفَةً مَخْصُوْصَةً مِثَالُ الْاَوَّلِ كَلَفْظِ الدَّابَّةِ كَانَ فِى الْاَصْلِ مَوْضُوْعًا لِمَا يَدُبُّ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَقَلَهُ الْعَامَّةُ لِلْفَرَسِ اَوْ لِذَاتِ الْقَوَائِمِ الْاَرْبَعِ مِثَالُ الثَّانِىْ كَلَفْظِ الصَّلٰوةِ كَانَ فِى الْاَصْلِ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ ثُمَّ نَقَلَهُ الشَّارِعُ اِلٰى اَرْكَانٍ مَخْصُوْصَةٍ مِثَالُ الثَّالِثِ كَلَفْظِ الْاِسْمِ كَانَ فِى اللُّغَةِ بِمَعْنَى الْعُلُوِّ ثُمَّ نَقَلَهُ النُّحَاةُ اِلٰى كَلِمَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ فِى الدَّلَالَةِ غَيْرُ مُقْتَرِنَةٍ بِزَمَانٍ مِنَ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ وَاِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ فِى الثَّانِىْ وَلَمْ يُتْرَكِ الْاَوَّلُ بَلْ يُسْتَعْمَلُ فِى الْمَوْضُوْعِ الْاَوَّلِ مَرَّةً وَفِى الثَّانِىْ اُخْرٰى يُسَمّٰى بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْاَوَّلِ حَقِيْقَةً وَبِالنِّسْبَةِ اِلَى الثَّانِىْ مَجَازًا كَالْاَسَدِ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ وَالرَّجُلِ الشُّجَاعِ فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْاَوَّلِ حَقِيْقَةٌ وَ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الثَّانِىْ مَجَازٌ۔

সরল অনুবাদ : আর مَنْقُوْل তথা দ্বিতীয় অর্থে প্রসিদ্ধ مُفْرَدْ টি نَاقِلْ -এর হিসেবে তিন প্রকার : ১. مَنْقُوْل عُرْفِىْ এ হিসেবে যে, এর نَاقِلْ সাধারণ প্রচলন অর্থাৎ عُرْف عَامْ হবে। ২. مَنْقُوْل شَرْعِىْ এ হিসেবে যে, نَاقِلْ তথা শরিয়ত প্রণেতা এর اَرْبَابُ شَرْع হবে। ৩. مَنْقُوْل اِصْطِلَاحِىْ এ হিসেবে যে, عُرْف خَاصْ তথা বিশেষ প্রচলন বা طَائِفَةْ مَخْصُوْصَةْ বিশেষ সম্প্রদায় এর نَاقِلْ হবে। প্রথমটির উদাহরণ যেমন- دَابَّةْ শব্দ। এটি মূলত ভূমিতে বিচরণকারীর জন্য গঠিত হয়েছিল। অতঃপর সর্ব সাধারণের প্রচলন শব্দটিকে فَرَسْ ঘোড়া অথবা চতুষ্পদ জন্তুর অর্থের দিকে নিয়ে গেছে। আর مَنْقُوْل -এর দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হলো صَلٰوةْ শব্দ, যা دُعَا অর্থে গঠিত হয়েছিল। অতঃপর শরিয়ত প্রবর্তক একে اَرْكَانْ مَخْصُوْصَةْ -এর অর্থ প্রকাশের জন্য নিয়েছেন। তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ হলো- اِسْم শব্দ। অভিধানে এটি عُلُوْ বা উঁচু অর্থের জন্য গঠিত হয়েছিল। অতঃপর নাহুশাস্ত্রবিদগণ একে এমন শব্দের অর্থের জন্য স্থানান্তর করেছেন, যা তিন কালের কোনো একটি কালের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া ব্যতীত অর্থ প্রকাশে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

আর এক অর্থের জন্য গঠিত হওয়া مُفْرَدْ অন্য অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার পর যদি দ্বিতীয় অর্থে প্রসিদ্ধ না হয় এবং প্রথম অর্থটি ছেড়ে দেওয়া হয়নি এবং শব্দটি একবার প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং একবার দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয় ; তখন প্রথম অর্থের দৃষ্টিতে শব্দটিকে حَقِيْقَةْ বলা হয়, আর দ্বিতীয় অর্থের দৃষ্টিতে শব্দটিকে مَجَازْ বলা হয়। যেমন- اَسَدْ এটি حَيَوَانْ مُفْتَرِسْ তথা হিংস্র প্রাণী অর্থে এবং বীর পুরুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং প্রথম অর্থের দৃষ্টিতে একে حَقِيْقَةْ বলা হয় এবং দ্বিতীয় অর্থের দৃষ্টিতে একে مَجَازْ বলা হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْمَنْقُوْلُ আর مَنْقُوْل তথা দ্বিতীয় অর্থে প্রসিদ্ধ مُفْرَدْ টি بِالنَّظْرِ اِلَى النَّاقِلِ - نَاقِلْ -এর হিসেবে يَنْقَسِمُ বিভক্ত হয় اِلٰى ثَلٰثَةِ اَقْسَامٍ তিন ভাগে اَحَدُهَا الْمَنْقُوْلُ الْعُرْفِىْ ১. মানকূলে উরফী بِاعْتِبَارِ كَوْنِ النَّاقِلِ এ হিসেবে যে, এর نَاقِلْ হবে عُرْفًا عَامًّا সাধারণ প্রচলন وَثَانِيْهَا الْمَنْقُوْلُ الشَّرْعِىْ ২. মানকূলে শরয়ী بِاعْتِبَارِ كَوْنِهٖ এ হিসেবে যে, এর نَاقِلْ হবে اَرْبَابُ الشَّرْعِ তথা শরিয়ত প্রণেতা وَثَالِثُهَا الْمَنْقُوْلُ الْاِصْطِلَاحِىْ ৩. মানকূলে ইসতিলাহী بِاعْتِبَارِ كَوْنِهٖ এ হিসেবে যে, এর نَاقِلْ হবে عُرْفًا خَاصًّا বিশেষ প্রচলন وَطَائِفَةً مَخْصُوْصَةً বা বিশেষ সম্প্রদায় مِثَالُ الْاَوَّلِ প্রথমটির উদাহরণ كَلَفْظِ الدَّابَّةِ যেমন- دَابَّةْ শব্দ كَانَ فِى الْاَصْلِ এটি মূলত مَوْضُوْعًا গঠিত হয়েছিল لِمَا يَدُبُّ বিচরণকারীর জন্য فِى الْاَرْضِ ভূমিতে ثُمَّ نَقَلَهُ অতঃপর শব্দটিকে নিয়ে গেছে الْعَامَّةُ সর্ব সাধারণের প্রচলন لِلْفَرَسِ ঘোড়া اَوْ لِذَاتِ الْقَوَائِمِ الْاَرْبَعِ অথবা চতুষ্পদ জন্তুর অর্থের দিকে وَمِثَالُ الثَّانِىْ আর مَنْقُوْل-এর দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হলো كَلَفْظِ الصَّلٰوةِ যথা- صَلٰوةْ শব্দ كَانَ فِى الْاَصْلِ যা মূলত بِمَعْنَى الدُّعَاءِ দোয়া অর্থে

www.eelm.weebly.com

গঠিত হয়েছিল ثُمَّ نَقَلَهُ অতঃপর একে নিয়েছে الشَّارِعُ শরিয়ত প্রবর্তক إِلَى أَرْكَانٍ مَخْصُوصَةٍ বিশেষ আরকান-এর অর্থ প্রকাশের জন্য مِثَالُ الثَّالِثِ তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ হলো كَلَفْظِ الْاِسْمِ যেমন- اِسْمٌ শব্দ كَانَ فِي اللُّغَةِ অভিধানে এটি গঠিত হয়েছিল بِمَعْنَى الْعُلُوِّ উঁচু অর্থের জন্য ثُمَّ نَقَلَهُ অতঃপর একে স্থানান্তর করেছেন النُّحَاةُ নাহুশাস্ত্রবিদগণ إِلَى كَلِمَةٍ এমন শব্দের অর্থের জন্য مُسْتَقِلَّةٍ فِي الدَّلَالَةِ অর্থ প্রকাশে স্বয়ংসম্পূর্ণ غَيْرُ مُقْتَرِنَةٍ যা সংশ্লিষ্ট হওয়া ব্যতীত بِزَمَانٍ কোনো একটি কালের সাথে مِنَ الْأَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ তিন কালের وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ আর যদি প্রসিদ্ধ না হয় فِي الثَّانِي দ্বিতীয় অর্থে وَلَمْ يُتْرَكِ الْأَوَّلُ এবং প্রথম অর্থটি ছেড়ে দেওয়া হয়নি بَلْ يَسْتَعْمِلُ বরং শব্দটি ব্যবহৃত হয় فِي الْمَوْضُوعِ الْأَوَّلِ مَرَّةً একবার প্রথম অর্থে وَفِي الثَّانِي এবং দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয় أُخْرٰى আরেকবার يُسَمّٰى তখন শব্দটিকে বলা হয় بِالنِّسْبَةِ দৃষ্টিতে إِلَى الْأَوَّلِ প্রথম অর্থের حَقِيقَةً হাকীকত وَبِالنِّسْبَةِ আর দৃষ্টিতে إِلَى الثَّانِي দ্বিতীয় অর্থের مَجَازًا মাজায كَالْأَسَدِ যেমন- أَسَدٌ শব্দটি بِالنِّسْبَةِ দৃষ্টিতে إِلَى الْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ হিংস্র প্রাণী অর্থে وَالرَّجُلِ الشُّجَاعِ এবং বীর পুরুষ অর্থে فَهُوَ সুতরাং একে بِالنِّسْبَةِ দৃষ্টিতে إِلَى الْأَوَّلِ প্রথম অর্থের حَقِيقَةٌ হাকীকত বলা হয় وَبِالنِّسْبَةِ এবং দৃষ্টিতে إِلَى الثَّانِي দ্বিতীয় অর্থের مَجَازٌ একে مَجَازٌ বলা হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَحَدُهَا الْمَنْقُوْلُ الخ-এর আলোচনা : সম্মানিত গ্রন্থকার এখান থেকে তিন প্রকারের مَنْقُوْلٌ-এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। নিম্নে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলো।

مَنْقُوْلٌ-এর প্রারভেদ : উল্লেখ্য যে, نَاقِلٌ-এর আলোকে مَنْقُوْلٌ টি তিন ভাগে বিভক্ত : ১. مَنْقُوْلٌ عُرْفِيٌّ বা উরফগত মানকূল, ২. مَنْقُوْلٌ شَرْعِيٌّ বা শরিয়তগত মনকূল, ৩. مَنْقُوْلٌ اِصْطِلَاحِيٌّ বা পরিভাষাগত মানকূল।

১. **مَنْقُوْلٌ عُرْفِيٌّ-এর পরিচয় :** ক. গ্রন্থকার এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন যে, إِنْ كَانَ النَّاقِلُ عُرْفًا عَامًّا فَهُوَ مَنْقُوْلٌ عُرْفِيٌّ অর্থাৎ مُفْرَدٌ টিকে অন্য অর্থে প্রত্যাবর্তনকারী যদি عُرْفٌ عَامٌّ বা সর্ব সাধারণের প্রচলন হয়, তবে তাকে مَنْقُوْلٌ عُرْفِيٌّ বলা হবে। খ. মীযানুল মানতিক গ্রন্থে বলা হয়েছে, نَاقِلٌ বা পরিবর্তনকারী যদি عُرْفٌ عَامٌّ বা সাধারণ প্রচলনকারী হয়। তবে তাকে مَنْقُوْلٌ عُرْفِيٌّ বলা হয়। যথা- دَابَّةٌ শব্দের অর্থ- مَا يَدِبُّ فِي الْأَرْضِ বা যা জমিনে বিচরণ করে। কিন্তু عرف তাকে চতুষ্পদ জন্তুর জন্য নির্ধারণ করেছে, বিধায় তা مَنْقُوْلٌ হয়েছে।

২. **مَنْقُوْلٌ شَرْعِيٌّ-এর পরিচয় :** ক. এর পরিচয় দিতে গিয়ে লিখক বলেন- إِنْ كَانَ النَّاقِلُ مِنْ أَهْلِ الشَّرْعِ يُسَمّٰى مَنْقُوْلًا شَرْعِيًّا অর্থাৎ نَاقِلٌ বা পরিবর্তনকারী যদি শরিয়ত হয়, তবে তাকে مَنْقُوْلٌ شَرْعِيٌّ বলা হয়।

খ. কারো মতে- إِنْ كَانَ النَّاقِلُ مِنْ أَهْلِ الشَّرْعِ فَيُسَمّٰى بِمَنْقُوْلٍ شَرْعِيٍّ অর্থাৎ نَاقِلٌ যদি শরিয়ত প্রবর্তক হয়, তবে সে পরিবর্তনকে مَنْقُوْلٌ شَرْعِيٌّ বলা হয়। যথা- حَجٌّ শব্দের অর্থ হলো- الْقَصْدُ وَالْإِرَادَةُ বা সংকল্প করা, ইচ্ছা করা; কিন্তু শরিয়ত একে নির্দিষ্ট একটি ইবাদত তথা হজের জন্য নির্ধারণ করে ফেলেছে, বিধায় এটা مَنْقُوْلٌ شَرْعِيٌّ হয়েছে।

৩. **مَنْقُوْلٌ اِصْطِلَاحِيٌّ-এর পরিচয় :** ক. এর পরিচয় দিতে গিয়ে গ্রন্থকার বলেন- إِنْ كَانَ نَاقِلُهُ عُرْفًا خَاصًّا অর্থাৎ যদি مَنْقُوْلٌ-এর নকলকারী কোনো বিশেষ পরিভাষা হয়, তখন তাকে مَنْقُوْلٌ اِصْطِلَاحِيٌّ বলা হবে।

খ. তর্কশাস্ত্রবিদদের মতে- إِنْ كَانَ النَّاقِلُ مِنْ أَهْلِ الْاِصْطِلَاحِ فَيُسَمّٰى بِالْاِصْطِلَاحِيِّ অর্থাৎ مَنْقُوْلٌ اِصْطِلَاحِيٌّ বলে ঐ مَنْقُوْلٌ-কে যার নাকিল কোনো বিশেষ পরিভাষা হয়। যথা- اِسْمٌ শব্দটি নিদর্শন, আলামত, চিহ্ন বা উঁচু অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছিল, পরবর্তীতে নাহুবিদদের পরিভাষায় اِسْمٌ কাল সংশ্লিষ্ট নয় এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কাজেই এটি مَنْقُوْلٌ اِصْطِلَاحِيٌّ হলো।

قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ الخ-এর আলোচনা : এ ইবারত হতে লেখক حَقِيقَةٌ ও مَجَازٌ-এর পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন-

حَقِيقَةٌ-এর পরিচয় : حَقِيقَةٌ-এর শাব্দিক অর্থ হলো- ثَابِتٌ বা সাব্যস্ত। আর পরিভাষায় حَقِيقَةٌ বলা হয়, শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, শব্দটি যদি সে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে তাকে حَقِيقَةٌ বলা হবে। যথা- أَسَدٌ শব্দটি দ্বারা সিংহ উদ্দেশ্য করা হয়, তবে তা حَقِيقَةٌ হবে।

حَقِيقَةٌ-এর নামকরণ : حَقِيقَةٌ-এর মধ্যে যেহেতু শব্দটি তার বাস্তব مَعْنٰى مَوْضُوعٍ لَهُ বা গঠনমূলক অর্থে প্রয়োগ হয়ে থাকে, বিধায় তাকে حَقِيقَةٌ বলে নামকরণ করা হয়েছে।

مَجَازٌ-এর পরিচয় : مَجَازٌ শব্দটির مِيْمٌ হলো مِيْمٌ مَصْدَرِيٌّ; আর তা اِسْمُ فَاعِلٍ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে অর্থাৎ مَجَازٌ শব্দের অর্থ হলো- অতিক্রমকারী। আর পরিভাষায় مَجَازٌ বলা হয়- শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, শব্দটি যদি সে অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে তার সাথে সাদৃশ্যশীল কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে مَجَازٌ বলা হবে।

مَجَازٌ-এর নামকরণ : যেহেতু مَجَازٌ শব্দটি তার مَعْنٰى مَوْضُوعٍ لَهُ বা গঠনমূলক অর্থকে অতিক্রম করে অন্য অর্থে ব্যবহার হয়, বিধায় তাকে مَجَازٌ বলা হয়।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : اِنْ كَانَ اللَّفْظُ مُتَعَدِّدًا وَالْمَعْنٰى وَاحِدًا يُسَمّٰى مُرَادِفًا كَالْاَسَدِ وَاللَّيْثِ وَالْمَطَرِ وَالْغَيْثِ ـ

فَصْلٌ : اَلْمُرَكَّبُ قِسْمَانِ اَحَدُهُمَا الْمُرَكَّبُ التَّامُّ وَهُوَ مَا يَصِحُّ السُّكُوْتُ عَلَيْهِ كَزَيْدٌ قَائِمٌ وَثَانِيْهِمَا الْمُرَكَّبُ النَّاقِصُ وَهُوَ مَالَيْسَ كَذٰلِكَ ـ

فَصْلٌ : اَلْمُرَكَّبُ التَّامُّ ضَرْبَانِ يُقَالُ لِاَحَدِهِمَا الْخَبَرُ وَالْقَضِيَّةُ وَهُوَ مَا قُصِدَ بِهِ الْحِكَايَةُ وَيَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكِذْبَ وَيُقَالُ لِقَائِلِهٖ اَنَّهٗ صَادِقٌ اَوْ كَاذِبٌ نَحْوُ اَلسَّمَاءُ فَوْقَنَا وَالْعَالَمُ حَادِثٌ فَاِنْ قِيْلَ قَوْلُنَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَضِيَّةٌ وَخَبَرٌ مَعَ اَنَّهٗ لَا يَحْتَمِلُ الْكِذْبَ قُلْتُ مُجَرَّدُ اللَّفْظِ يَحْتَمِلُهٗ وَاِنْ كَانَ نَظَرًا اِلٰى خُصُوْصِيَّةِ الْحَاشِيَتَيْنِ غَيْرَ مُحْتَمِلٍ لِلْكِذْبِ وَيُقَالُ لِثَانِي الْقِسْمَيْنِ الْاِنْشَاءُ وَالْاِنْشَاءُ اَقْسَامُ اَمْرٍ وَنَهْيٍ وَتَمَنٍّ وَتَرَجٍّ وَاِسْتِفْهَامٍ وَنِدَاءٍ ـ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : যদি একাধিক শব্দসমূহের মাত্র একটি অর্থ থাকে, তবে একে مُرَادِفٌ বা সমার্থক শব্দ বলা হয়। যেমন– اَلْاَسَدُ ও اَللَّيْثُ উভয়ের অর্থই সিংহ এবং اَلْمَطَرُ ও اَلْغَيْثُ দু'টিকেই বৃষ্টির অর্থে ব্যবহার করা হয়।

পরিচ্ছেদ : مُرَكَّبٌ দু' প্রকার। একটির নাম مُرَكَّبٌ تَامٌ বা পূর্ণ যৌগিক, যা বলার পর বক্তার উপর চুপ থাকা সহীহ হয়। যেমন– زَيْدٌ قَائِمٌ। অপরটি مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ বা অপূর্ণ যৌগিক, যা প্রথমটির মতো নয়।

পরিচ্ছেদ : مُرَكَّبٌ تَامٌ বা পূর্ণ যৌগিক আবার দু' প্রকার, তার একটিকে خَبَرٌ বা قَضِيَّةٌ বলা হয়। আর তা হচ্ছে– এমন مُرَكَّبٌ যার দ্বারা কোনো কিছুর বর্ণনা উদ্দেশ্য করা হয় এবং তাতে সত্য মিথ্যার অবকাশ থাকে। বক্তাকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী উভয়টিই বলা যেতে পারে। যথা– اَلسَّمَاءُ فَوْقَنَا (আকাশ আমাদের উপর), اَلْعَالَمُ حَادِثٌ (পৃথিবী ধ্বংসশীল)। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আমাদের উক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বাক্যটি قَضِيَّةٌ এবং خَبَرٌ তবে এতে মিথ্যার কোনোই সম্ভাবনা নেই। জবাবে বলবো– যদিও مَحْكُوْمٌ عَلَيْهِ এবং مَحْكُوْمٌ بِهٖ-এর বৈশিষ্ট্য হিসেবে এতে মিথ্যার সম্ভাবনা নেই, তবে শব্দগতভাবে তাতে মিথ্যার সম্ভাবনা রয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রকারকে اِنْشَاءٌ বলা হয়। اِنْشَاءٌ আবার কয়েক প্রকার : ১. اَمْرٌ ২. نَهْيٌ ৩. تَمَنِّيْ ৪. تَرَجِّيْ ৫. اِسْتِفْهَامٌ ৬. نِدَاءٌ।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اِنْ كَانَ اللَّفْظُ যদি শব্দসমূহের থাকে مُتَعَدِّدًا একাধিক وَالْمَعْنٰى وَاحِدًا মাত্র একটি অর্থ يُسَمّٰى مُرَادِفًا তবে একে مُرَادِفٌ বা সামর্থক শব্দ বলা হয় كَالْاَسَدِ যেমন– সিংহ وَاللَّيْثُ ও সিংহ وَالْمَطَرُ এবং [বৃষ্টি] وَالْغَيْثُ ও [বৃষ্টি] فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْمُرَكَّبُ قِسْمَانِ - مُرَكَّبٌ দু' প্রকার اَحَدُهُمَا একটির নাম اَلْمُرَكَّبُ التَّامُّ পূর্ণ যৌগিক وَهُوَ مَا يَصِحُّ যা বলার পর সহীহ হয় السُّكُوْتُ عَلَيْهِ তার বক্তার উপর চুপ থাকা كَزَيْدٌ قَائِمٌ যেমন– যায়েদ দণ্ডায়মান وَثَانِيْهِمَا অপরটি اَلْمُرَكَّبُ النَّاقِصُ অপূর্ণ যৌগিক وَهُوَ مَا لَيْسَ كَذٰلِكَ যা প্রথমটির মতো নয়। فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْمُرَكَّبُ التَّامُّ পূর্ণ যৌগিক ضَرْبَانِ আবার দু'প্রকার يُقَالُ لِاَحَدِهِمَا তার একটিকে বলা হয় اَلْخَبَرُ وَالْقَضِيَّةُ - خَبَرٌ বা قَضِيَّةٌ - وَهُوَ مَا قُصِدَ بِهٖ আর তা হচ্ছে এমন مُرَكَّبٌ যার দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয় اَلْحِكَايَةُ কোনো কিছুর বর্ণনা وَيَحْتَمِلُ এবং তাতে অবকাশ থাকে اَلصِّدْقَ وَالْكِذْبَ সত্য মিথ্যার وَيُقَالُ এবং বলা যেতে পারে لِقَائِلِهٖ তার বক্তাকে اَنَّهٗ صَادِقٌ সত্যবাদী اَوْ كَاذِبٌ অথবা মিথ্যাবাদী نَحْوُ যথা– اَلسَّمَاءُ فَوْقَنَا আকাশ আমাদের উপর وَالْعَالَمُ حَادِثٌ পৃথিবী ধ্বংসশীল فَاِنْ قِيْلَ যদি প্রশ্ন করা হয় যে, قَوْلُنَا আমাদের উক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বাক্যটি قَضِيَّةٌ কাযিয়া এবং খবর وَخَبَرٌ مَعَ اَنَّهٗ তবে এতে لَا يَحْتَمِلُ কোনোই সম্ভাবনা নেই اَلْكِذْبُ মিথ্যার قُلْتُ জবাবে বলবো مُجَرَّدُ اللَّفْظِ শব্দগতভাবে يَحْتَمِلُهٗ তাতে মিথ্যার সম্ভাবনা রয়েছে وَاِنْ كَانَ نَظَرًا যদিও হিসেবে اِلٰى خُصُوْصِيَّةِ বৈশিষ্ট্য اَلْحَاشِيَتَيْنِ মাহকূম আলাইহ এবং মাহকূম বিহীর غَيْرَ مُحْتَمِلٍ এতে সম্ভাবনা নেই لِلْكِذْبِ মিথ্যার وَيُقَالُ আর বলা হয় لِثَانِي الْقِسْمَيْنِ দ্বিতীয় প্রকারকে اَلْاِنْشَاءُ ইনশা وَالْاِنْشَاءُ আবার ইনশা اَقْسَامٌ কয়েক প্রকার– ১. اَمْرٌ আমর ২. نَهْيٌ নাহী ৩. تَمَنِّيْ তামান্নী ৪. تَرَجِّيْ তারাজ্জী ৫. اِسْتِفْهَامٌ ইস্তিফহাম ৬. وَنِدَاءٌ এবং নিদা।

www.eelm.weebly.com

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِنْ كَانَ اللَّفْظُ الخ -এর আলোচনা : পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার একাধিক অর্থবিশিষ্ট একক শব্দের আলোচনা করেছেন। আর এ পরিচ্ছেদে একার্থবোধক একাধিক শব্দের আলোচনা করেছেন। যেমন- مُرَادِفٌ এ শব্দটি وَاحِدْ مُذَكَّرْ-এর اِسْمُ فَاعِلْ-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- একে অপরের সাহায্যকারী, পেছনে আগমনকারী।

আর মানতিকশাস্ত্রের পরিভাষায়, যদি একাধিক শব্দের একটি অর্থ থাকে, তবে তাকে مُرَادِفٌ বা সমার্থক বলা হয়। যেমন- اَللَّيْثُ ও اَلْاَسَدُ এ দু'টি শব্দের একই অর্থ। তা হচ্ছে 'সিংহ'। সুতরাং اَسَدٌ এবং লাইস শব্দ দু'টি একটি অপরটির مرادف।

قَوْلُهُ الْمُرَكَّبُ قِسْمَانِ الخ -এর আলোচনা : مُرَكَّبٌ-এর প্রকারভেদ : গ্রন্থকার পূর্বের পরিচ্ছেদে مُفْرَدٌ-এর প্রকারভেদের আলোচনা শেষে আলোচ্য ইবারতে مُرَكَّبٌ-এর প্রকার সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। গ্রন্থকার বলেন, مُرَكَّبٌ প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত। যথা- ১. مُرَكَّبْ تَامٌ বা পরিপূর্ণ যৌগিক, ২. مُرَكَّبْ نَاقِصٌ বা অসম্পূর্ণ যৌগিক।

مُرَكَّبْ تَامٌ-এর আভিধানিক অর্থ : تَامٌ শব্দের অর্থ হলো- পরিপূর্ণ আর مُرَكَّبٌ শব্দের অর্থ- যৌগিক। সুতরাং مُرَكَّبْ تَامٌ-এর অর্থ হচ্ছে- পরিপূর্ণ যৌগিক।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. মিরকাত প্রণেতা مُرَكَّبْ تَامٌ-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন- اَلْمُرَكَّبُ التَّامُّ هُوَ مَا يَصِحُّ السُّكُوْتُ عَلَيْهِ অর্থাৎ مُرَكَّبْ تَامٌ হলো যা শ্রবণ করার পর শ্রোতার জন্য তার উপর চুপ থাকা শুদ্ধ হয়।

২. কারো কারো মতে- هُوَ عِبَارَةٌ مِمَّا يُفِيْدُ الْمُخَاطَبُ فَائِدَةً تَامَّةً فَلَا يُسْئَلُ عَنْهُ অর্থাৎ যে مُرَكَّبٌ-টি শ্রোতাকে পূর্ণ উপকারিতা প্রদান করে এবং যা বুঝতে কোনোরূপ প্রশ্নের প্রয়োজন হয় না, তাকেই مُرَكَّبْ تَامٌ বলা হয়। যেমন- كَاتِبٌ (খালিদ একজন লেখক) অথবা جَابِرٌ عَالِمٌ (জাবির বিদ্বান)। এতে কোনো প্রকার প্রশ্নের অবকাশ নেই।

مُرَكَّبْ نَاقِصٌ-এর আভিধানিক অর্থ : نَاقِصٌ শব্দের অর্থ হলো- অপূর্ণাঙ্গ আর مُرَكَّبٌ শব্দের অর্থ- যৌগিক। সুতরাং مُرَكَّبْ نَاقِصٌ-এর অর্থ হচ্ছে- অপূর্ণাঙ্গ যৌগিক।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : মিরকাত গ্রন্থকার বলেন- هُوَ مَا لَا يَصِحُّ السُّكُوْتُ عَلَيْهِ অর্থাৎ যার উপর চুপ থাকা শুদ্ধ হয় না।

উদাহরণ : যেমন- غُلَامُ زَيْدٍ বাক্যটির ভাব অসম্পূর্ণ থাকায় শ্রোতার মনে প্রশ্ন থেকে যায়, তাই এটা مُرَكَّبْ نَاقِصٌ।

জ্ঞাতব্য বিষয় : শ্রোতা চুপ হওয়ার অর্থ হলো, مُرَكَّبٌ-টি শ্রবণ করার পর শ্রোতা বক্তার বক্তব্য পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারা এবং তার মনে কোনোরূপ সংশয় না থাকা। আর শ্রোতার চুপ থাকা তখনই শুদ্ধ যখন বক্তব্যে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গত বিষয়টি উল্লেখ থাকে। অন্যথায় তাকে مُرَكَّبْ نَاقِصٌ তথা অপূর্ণ যৌগিক বলা হয়।

قَوْلُهُ مُرَكَّبُ التَّامُّ الخ -এর আলোচনা :

১. شَرْحُ التَّهْذِيْبِ গ্রন্থকার مُرَكَّبٌ-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন- اَلْمُرَكَّبُ التَّامُّ هُوَ مَا يَصِحُّ السُّكُوْتُ عَلَيْهِ অর্থাৎ যা শ্রবণ করার পর শ্রোতার জন্য তার উপর চুপ থাকা সঠিক হয়, তাকেই مُرَكَّبْ تَامٌ বলে।

২. কারো কারো মতে- هُوَ عِبَارَةٌ مِمَّا يُفِيْدُ الْمُخَاطَبُ فَائِدَةً تَامَّةً فَلَا يُسْئَلُ عَنْهُ অর্থাৎ যে مُرَكَّبٌ টি শ্রোতাকে পূর্ণ উপকারিতা দান করে এবং যা বুঝতে কোনোরূপ জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয় না, তাকেই مُرَكَّبْ تَامٌ বলা হয়। যথা- بَكْرٌ كَاتِبٌ অর্থাৎ বকর একজন লেখক।

مُرَكَّبْ تَامٌ -এর প্রকারভেদ : مُرَكَّبْ تَامٌ দু' প্রকার। যথা- ১. اَلْخَبَرُ ২. اَلْاِنْشَاءُ

১. **اَلْخَبَرُ-এর পরিচয় :** خَبَرٌ শব্দটি একবচন, বহুবচন হলো اَخْبَارٌ ; এর অর্থ হলো- সংবাদ। পরিভাষায় خَبَرٌ বলা হয়- اِنِ احْتَمَلَ الصِّدْقَ وَالْكِذْبَ فَهُوَ خَبَرٌ অর্থাৎ مُرَكَّبْ تَامٌ টি যদি সত্য-মিথ্যার অবকাশ রাখে, তবে তাকে خَبَرٌ বলে। যথা- زَيْدٌ حَاضِرٌ অর্থাৎ যায়েদ উপস্থিত।

২. **اِنْشَاءٌ -এর পরিচয় :** اِنْشَاءٌ শব্দটি বাবে اِفْعَالٌ-এর মাসদার। এর অর্থ হলো- اَلْخَلْقُ বা সৃষ্টি করা। পরিভাষায় اِنْشَاءٌ বলা হয়- هُوَ مَا لَا يَصِحُّ اَنْ يُقَالَ لِقَائِلِهِ اَنَّهُ صَادِقٌ فِيْهِ اَوْ كَاذِبٌ অর্থাৎ যার বক্তাকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী বলার কোনো অবকাশ নেই। যথা- اُنْصُرْ زَيْدًا (তুমি যায়েদকে সাহায্য করো) এখানে বক্তাকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী বলার কোনোই অবকাশ নেই।

قَوْلُهُ وَيَحْتَمِلُ الصِّدْقَ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ বাক্যটি এমন যে সত্যবাদী অথবা মিথ্যাবাদী বলা যেতে পারে। যেমন কেউ বলল, اَلسَّمَاءُ فَوْقَنَا (আকাশ আমাদের উপর)। এখন এ ব্যক্তিকে আমরা বলত পারি যে, সে সত্য বলেছে। এমনিভাবে কেউ বলল, اَلْاِثْنَانِ نِصْفُ الثَّلٰثَةِ (দুই তিনের অর্ধেক)। এ ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো যে, সে মিথ্যা বলেছে। পক্ষান্তরে اِنْشَاءٌ-এর ক্ষেত্রে এরূপ বলা যাবে না। যেমন- কেউ যদি বলে, اِضْرِبْ (প্রহার করো) তবে তাকে আমরা সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী কোনোটিই বলতে পারবো না।

قَوْلُهُ فَاِنْ قِيْلَ الخ -এর আলোচনা : মুসান্নিফ (র.) এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে নিজেই তার উত্তর প্রদান করেছেন। প্রশ্নটি হলো, قَضِيَّةٌ এবং خَبَرٌ-এর উল্লেখিত সংজ্ঞা অনুযায়ী لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-কে قَضِيَّةٌ বা خَبَرٌ বলা যাবে না। কারণ, এতে মিথ্যার সম্ভাবনাই নেই। অথচ এটি সর্বসম্মতিক্রমে خَبَرٌ ও قَضِيَّةٌ।

এর উত্তরে বলা হয়- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর দু' প্রান্ত তথা مَحْكُوْمٌ بِهٖ ও مَحْكُوْمٌ عَلَيْهِ-এর বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করলে অবশ্য বলতেই হবে যে, এতে মিথ্যার সম্ভাবনা নেই; কিন্তু শুধু শব্দগতভাবে এতেও মিথ্যার সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহর সত্তা, মা'বূদের অর্থ ও সংবাদদাতার সত্যতার প্রতি লক্ষ্য করলে ঐ সম্ভাবনা দূর হয়ে যাবে। অতএব, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-কেও خَبَرٌ ও قَضِيَّةٌ বলা হবে।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : اَلْمُرَكَّبُ النَّاقِصُ عَلٰى اَنْحَاءٍ مِنْهَا الْمُرَكَّبُ الْاِضَافِيُّ كَغُلَامِ زَيْدٍ وَمِنْهَا الْمُرَكَّبُ التَّوْصِيْفِيُّ كَالرَّجُلِ الْعَالِمِ وَمِنْهَا الْمُرَكَّبُ غَيْرُ التَّقْيِيْدِيِّ كَفِى الدَّارِ وَهٰهُنَا قَدْ تَمَّ بَحْثُ الْاَلْفَاظِ وَالْاٰنَ نُرْشِدُكَ اِلٰى بَحْثِ الْمَعَانِيْ -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : مُرَكَّبْ نَاقِصْ কয়েক প্রকার : ১. مُرَكَّبْ اِضَافِيْ যথা- غُلَامُ زَيْدٍ [যায়েদের দাস]। ২. مُرَكَّبْ تَوْصِيْفِيْ যথা- اَلرَّجُلُ الْعَالِمُ [জ্ঞানী ব্যক্তি]। ৩. مُرَكَّبْ غَيْرُ تَقْيِيْدِيْ যথা- فِى الدَّارِ [ঘরের মধ্যে]। আপাতত এখানে শব্দের আলোচনা শেষ হলো, এখন তোমাকে অর্থসমূহের আলোচনার দিকে পথ দেখাবো।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْمُرَكَّبُ النَّاقِصُ অপূর্ণ যৌগিক عَلٰى اَنْحَاءٍ কয়েক প্রকার ১. مِنْهَا الْمُرَكَّبُ الْاِضَافِيُّ মুরাক্কাবে ইযাফী كَغُلَامِ زَيْدٍ যথা- যায়েদের দাস ২. وَمِنْهَا الْمُرَكَّبُ التَّوْصِيْفِيُّ মুরাক্কাবে তাওসিফী كَالرَّجُلِ الْعَالِمِ যথা- জ্ঞানী ব্যক্তি ৩. وَمِنْهَا الْمُرَكَّبُ غَيْرُ التَّقْيِيْدِيِّ মুরাক্কাবে গায়রে তাকয়িদী كَفِى الدَّارِ যথা- (ঘরের মধ্যে وَهٰهُنَا এখানে قَدْ تَمَّ আপাতত শেষ হলো بَحْثُ الْاَلْفَاظِ শব্দের আলোচনা وَالْاٰنَ এখন نُرْشِدُكَ তোমাকে পথ দেখাবো اِلٰى بَحْثِ الْمَعَانِيْ অর্থসমূহের আলোচনার দিকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْمُرَكَّبُ النَّاقِصُ -এর আলোচনা : এখানে লেখক مُرَكَّبْ نَاقِصْ -এর প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নিম্নে এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হলো-

قَوْلُهُ مُرَكَّبْ نَاقِصْ -এর পরিচয় : مُرَكَّبْ نَاقِصْ -এর পরিচয় দিতে গিয়ে গ্রন্থকার বলেন- هُوَ مَا لَا يَصِحُّ السُّكُوْتُ عَلَيْهِ অর্থাৎ যে বক্তব্যের উপর শ্রোতার চুপ থাকা শুদ্ধ হয় না। অন্যত্র এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে- مَا لَا يُفِيْدُ الْمُخَاطَبَ بَعْدَ السَّمْعِ فَيَحْتَمِلُ السُّؤَالَ عَنْهُ অর্থাৎ যা শ্রবণ করার পর শ্রোতার বক্তব্য বুঝতে প্রশ্ন করার অবকাশ থাকে, তাকেই مُرَكَّبْ نَاقِصْ বলা হয়। যথা- غُلَامُ زَيْدٍ অর্থ- যায়েদের গোলাম। এখানে স্বভাবতই প্রশ্নের অবকাশ থাকে যে, যায়েদের গোলাম কি দণ্ডায়মান- না বসা ইত্যাদি।

مُرَكَّبْ نَاقِصْ -এর প্রকারভেদ : مُرَكَّبْ نَاقِصْ টি তিন ভাগে বিভক্ত। যথা- ১. مُرَكَّبْ اِضَافِيْ ২. مُرَكَّبْ تَوْصِيْفِيْ ৩. مُرَكَّبْ غَيْرُ تَقْيِيْدِيْ

১. **مُرَكَّبْ اِضَافِيْ -এর পরিচয় :** যে مُرَكَّبْ টি مُضَافْ ও مُضَافْ اِلَيْهِ মিলে গঠিত হয়, তাকে مُرَكَّبْ اِضَافِيْ বলা হয়। যথা- رَسُوْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর দূত। এখানে رَسُوْلُ হলো مُضَافْ আর اَللّٰهُ হলো مُضَافْ اِلَيْهِ কাজেই বাক্যটি مُرَكَّبْ اِضَافِيْ হয়েছে।

১. **مُرَكَّبْ تَوْصِيْفِيْ -এর পরিচয় :** যে مُرَكَّبْ টি مَوْصُوْفْ ও صِفَتْ মিলে গঠিত হয়, তাকে مُرَكَّبْ تَوْصِيْفِيْ বলা হয়। যথা- رَجُلٌ شَرِيْفٌ অর্থাৎ একজন ভদ্র লোক। এখানে رَجُلٌ হলো مَوْصُوْفْ আর شَرِيْفٌ হলো তার সিফাত, কাজেই এটি مُرَكَّبْ تَوْصِيْفِيْ হয়েছে।

২. **مُرَكَّبْ غَيْرُ تَقْيِيْدِيْ -এর পরিচয় :** যে مُرَكَّبْ -এর মধ্যে এক অংশ অন্য অংশের জন্য قَيْدْ হয়, তাকেই مُرَكَّبْ غَيْرُ تَقْيِيْدِيْ বলা হয়। যথা- فِى الدَّارِ অর্থাৎ ঘরের মধ্যে। এখানে فِيْ এবং دَارْ যুক্ত হয়ে مُرَكَّبْ হয়েছে, তবে এখানে এক অংশ অন্য অংশের জন্য قَيْدْ নয়।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

١- مَا هِيَ الدَّلَالَةُ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا ؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهَا ؟ فَصِّلْ بِالتَّفْصِيْلِ وَالتَّمْثِيْلِ .

٢- مَا هِيَ الدَّلَالَةُ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا ؟ ثُمَّ بَيِّنْ اَقْسَامَ الدَّلَالَةِ اللَّفْظِيَّةِ الْوَضْعِيَّةِ مُمَثِّلًا وَمُفَصِّلًا .

٣- عَرِّفِ الْمُفْرَدَ ثُمَّ بَيِّنْ اَقْسَامَهُ مُفَصِّلًا وَمُمَثِّلًا .

٤- اَلْمُفْرَدُ مَا هُوَ؟ ثُمَّ اذْكُرْ اَقْسَامَ الْمُفْرَدِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنٰى الْمُتَّحِدِ بِالتَّمْثِيْلِ .

٥- كَمْ قِسْمًا لِلْمُفْرَدِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنٰى الْمُتَكَثِّرِ؟ بَيِّنْ مُفَصِّلًا وَمُمَثِّلًا .

٦- عَرِّفِ الْمُفْرَدَ وَالْمُرَكَّبَ . ثُمَّ بَيِّنْ اَقْسَامَ الْمُرَكَّبِ بَيَانًا تَامًّا .

٧- مَا هُوَ الْمُرَكَّبُ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟ بَيِّنْ بِالتَّفْصِيْلِ وَالتَّمْثِيْلِ .

٨- مَا هُوَ الْمَنْقُوْلُ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟ بَيِّنْ بِالتَّفْصِيْلِ وَالتَّمْثِيْلِ .

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : اَلْمَفْهُوْمُ اَىْ مَا حَصَلَ فِى الذِّهْنِ قِسْمَانِ اَحَدُهُمَا جُزْئِىٌّ وَالثَّانِىْ كُلِّىٌّ اَمَّا الْجُزْئِىُّ فَهُوَ مَا يَمْتَنِعُ نَفْسُ تَصَوُّرِهٖ عَنْ صِدْقِهٖ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو وَهٰذَا الْفَرَسُ وَهٰذَا الْجِدَارُ وَاَمَّا الْكُلِّىُّ فَهُوَ مَا لَايَمْتَنِعُ نَفْسُ تَصَوُّرِهٖ عَنْ وُقُوْعِ الشِّرْكَةِ فِيْهِ وَعَنْ صِدْقِهٖ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ كَالْاِنْسَانِ وَالْفَرَسِ وَقَدْ يُفَسَّرُ الْكُلِّىُّ وَالْجُزْئِىُّ بِتَفْسِيْرَيْنِ اٰخَرَيْنِ اَمَّا الْكُلِّىُّ فَهُوَ مَا جَوَّزَ الْعَقْلُ تَكَثُّرَهٗ مِنْ حَيْثُ تَصَوُّرِهٖ وَاَمَّا الْجُزْئِىُّ فَهُوَ مَا لَايَكُوْنُ كَذٰلِكَ

فَصْلٌ : اَلْكُلِّىُّ اَقْسَامٌ اَحَدُهَا مَا يَمْتَنِعُ وُجُوْدُ اَفْرَادِهٖ فِى الْخَارِجِ كَاللَّا شَىْءَ وَاللَّا مُمْكِنْ وَاللَّا مَوْجُوْد وَثَانِيْهَا مَا يُمْكِنُ اَفْرَادُهٗ وَلَمْ تُوْجَدْ كَالْعَنْقَاءِ وَجَبَلٌ مِنَ الْيَاقُوْتِ وَثَالِثُهَا مَا اَمْكَنَتْ اَفْرَادُهٗ وَلَمْ تُوْجَدْ مِنْ اَفْرَادِهٖ اِلَّا فَرْدٌ وَاحِدٌ كَالشَّمْسِ وَالْوَاجِبِ تَعَالٰى وَ رَابِعُهَا مَا وُجِدَتْ لَهٗ اَفْرَادٌ كَثِيْرَةٌ اِمَّا مُتَنَاهِيَةٌ كَالْكَوَاكِبِ السَّيَّارَةِ فَاِنَّهَا سَبْعٌ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْمِرِّيْخُ وَالزُّهْرَةُ و زُحَلٌ وَعَطَارِدُ وَالْمُشْتَرِى اَوْ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ كَاَفْرَادِ الْاِنْسَانِ وَالْفَرَسِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ ـ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : مَفْهُوْم তথা যা স্মৃতিতে উদয় হয় ; তা দু' প্রকার ১. جُزْئِىْ ২. كُلِّىْ । جُزْئِىْ ঐ مَفْهُوْم -কে বলে, যার কল্পনা একাধিক বিষয়ের উপর প্রযোজ্য হওয়াকে বাধা প্রদান করে। যথা- যায়েদ, ওমর, এ ঘোড়াটি, এ দেয়ালটি। আর كُلِّىْ হচ্ছে এমন مَفْهُوْم যার تَصَوُّرْ বা কল্পনা কোনো জিনিসের অংশীদারিত্বকে এবং একাধিক বিষয়ের উপর প্রযোজ্য হওয়াকে বাধা প্রদান করে না। যথা- اَلْاِنْسَانُ (মানুষ) اَلْفَرَسُ (ঘোড়া)। আবার কখনো كُلِّىْ এবং جُزْئِىْ -এর পরিচয় অন্যভাবেও দেওয়া হয়- كُلِّىْ এমন مَفْهُوْم কে বলে যার تَصَوُّرْ করলে বিবেক তাতে একাধিক বিষয়কে সমর্থন করে। আর جُزْئِىْ হচ্ছে, যার تَصَوُّرْ করলে বিবেক তাতে একাধিক বিষয়কে সমর্থন করে না।

পরিচ্ছেদ : كُلِّىْ আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে- এমন كُلِّىْ যার اَفْرَادْ বাস্তবে পাওয়া অসম্ভব। যথা- لَاشَىْءَ (কোনো কিছুই নয়), لَامُمْكِنْ (অসম্ভব), لَامَوْجُوْدْ (অস্তিত্বহীন)। দ্বিতীয়টি হচ্ছে- যার اَفْرَادْ বাস্তবে পাওয়া যাওয়া সম্ভব ; তবে পাওয়া যায় না। যথা- اَلْعَنْقَاءُ (এক জাতীয় পাখি), ইয়াকুত পাথরের পাহাড়। তৃতীয়টি হচ্ছে- যার اَفْرَادْ পাওয়া যাওয়া সম্ভব, তবে একটির অধিক পাওয়া যায় না। যথা- اَلشَّمْسُ (সূর্য), اَلْوَاجِبُ تَعَالٰى (আল্লাহ তা'আলা)। চতুর্থটি হচ্ছে- এমন كُلِّىْ যার অনেক اَفْرَادْ আছে, হয়তো তা مُتَنَاهِىْ বা সীমিত হবে। যথা- اَلْكَوَاكِبُ السَّيَّارَةِ (পরিভ্রমণকারী গ্রহ), কেননা এগুলো মোট সাতটি- ১. সূর্য, ২. চন্দ্র, ৩ মঙ্গল গ্রহ, ৪. শুক্র গ্রহ, ৫. শনি গ্রহ, ৬. বুধ গ্রহ, ৭. বৃহস্পতি গ্রহ। অথবা غَيْرُ مُتَنَاهِىْ বা অগণিত হবে। যথা- মানুষ, ঘোড়া, ছাগল, গরু ইত্যাদির এককসমূহ।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْمَفْهُوْمُ মাফহূম اَىْ অর্থাৎ مَاحَصَلَ যা উদয় হয় فِى الذِّهْنِ স্মৃতিতে قِسْمَانِ তা দু' প্রকার اَحَدُهُمَا جُزْئِىٌّ ১. জুযয়ী وَالثَّانِىْ كُلِّىٌّ ২. কুল্লী اَمَّا الْجُزْئِىُّ জুযয়ী فَهُوَ ঐ مَفْهُوْمُ-কে বলে مَا يَمْتَنِعُ যা বাধা প্রদান করে نَفْسُ تَصَوُّرِهٖ যার কল্পনা عَنْ صِدْقِهٖ প্রযোজ্য হওয়াকে عَلٰى كَثِيْرِيْنَ একাধিক বিষয়ের উপর كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو যথা- যায়েদ, আমর وَهٰذَا الْفَرَسُ এ ঘোড়াটি ও وَهٰذَا الْجِدَارُ ও এ দেয়ালটি وَاَمَّا الْكُلِّىُّ আর كُلِّىْ হচ্ছে فَهُوَ এমন মাফহূম مَا لَايَمْتَنِعُ যা বাধা প্রদান করে না نَفْسُ تَصَوُّرِهٖ যার কল্পনা عَنْ وُقُوْعِ الشِّرْكَةِ فِيْهِ কোনো জিনিসের অংশীদারিত্বকে وَعَنْ صِدْقِهٖ এবং প্রযোজ্য হওয়াকে عَلٰى كَثِيْرِيْنَ একাধিক বিষয়ের উপর كَالْاِنْسَانِ وَالْفَرَسِ যথা- মানুষ ও ঘোড়া وَقَدْ يُفَسَّرُ আবার কখনো পরিচয় দেওয়া হয় الْكُلِّىُّ وَالْجُزْئِىُّ কুল্লী ও জুযয়ীর بِتَفْسِيْرَيْنِ اٰخَرَيْنِ অন্যভাবেও اَمَّا الْكُلِّىُّ আর কুল্লী فَهُوَ এমন মাফহূমকে বলে مَا جَوَّزَ الْعَقْلُ বিবেক সমর্থন করে تَكَثُّرَهٗ

www.eelm.weebly.com

مَا لَا يَكُونُ হতে একাধিক বিষয়কে مِنْ حَيْثُ تَصَوُّرِهِ যার تَصَوُّرْ করলে وَاَمَّا الْجُزْئِيُّ আর জুযয়ী হচ্ছে فَهُوَ এমন মাফহুমকে বলে مَا يَمْتَنِعُ যা হবে না كَذٰلِكَ অনুরূপ فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْكُلِّيُّ اَقْسَامٌ কুল্লী আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত اَحَدُهَا তন্মধ্যে একটি হচ্ছে وَالَّا مَوْجُوْدٌ কুল্লী অসম্ভব وُجُوْدُ اَفْرَادِهٖ যার اَفْرَادٌ পাওয়া فِى الْخَارِجِ বাস্তবে كَاللَّا شَئْ যথা– কোনো কিছুই নয় وَالَّا مُمْكِنٌ অসম্ভব كَالْعَنْقَاءِ অস্তিত্বহীন وَثَانِيْهَا দ্বিতীয়টি হচ্ছে مَا يُمْكِنُ সম্ভব اَفْرَادُهٗ যার اَفْرَادٌ বাস্তবে পাওয়া যাওয়া وَلَمْ تُوْجَدْ তবে পাওয়া যায় না যথা– عَنْقَاءُ (এক জাতীয় পাখি) وَجَبَلٌ مِنَ الْيَاقُوْتِ ইয়াকুত পাথরের পাহাড় وَثَالِثُهَا তৃতীয়টি হচ্ছে مَا اَمْكَنَتْ সম্ভব اَفْرَادُهٗ যার আফরাদ পাওয়া যাওয়া وَلَمْ تُوْجَدْ তবে পাওয়া যায় না مِنْ اَفْرَادِهٖ তার আফরাদ اِلَّا فَرْدٌ وَاحِدٌ একটির অধিক كَالشَّمْسِ যথা– সূর্য وَالْوَاجِبُ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলা وَرَابِعُهَا চতুর্থটি হচ্ছে مَا وُجِدَتْ لَهٗ এমন কুল্লী যার আছে اَفْرَادٌ كَثِيْرَةٌ অনেক আফরাদ مُتَنَاهِيَةٌ হয়তো তা সীমিত হবে كَالْكَوَاكِبِ السَّيَّارَةِ যথা– পরিভ্রমণকারী গ্রহ فَاِنَّهَا سَبْعٌ কেননা, এগুলো মোট সাতটি ১. اَلشَّمْسُ সূর্য ২. وَالْقَمَرُ চন্দ্র ৩. وَالْمِرِّيْخُ মঙ্গল গ্রহ ৪. وَالزُّهْرَةُ শুক্র গ্রহ ৫. وَزُحَلُ শনি গ্রহ ৬. وَعَطَارِدُ বুধ গ্রহ ৭. وَالْمُشْتَرِىْ বৃহস্পতি গ্রহ اَوْ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ অথবা অগণিত হবে كَاَفْرَادِ الْاِنْسَانِ যথা– মানুষ وَالْفَرَسِ ঘোড়া وَالْغَنَمِ ছাগল وَالْبَقَرِ গরু ইত্যাদির এককসমূহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلْمَفْهُوْمُ الخ -এর আলোচনা : লেখক এ পর্যন্ত শব্দ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখান থেকে তিনি مَعْنٰى তথা অর্থ নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছেন। مَعْنٰى এবং مَفْهُوْمٌ হচ্ছে مُرَادِفٌ বা একই অর্থবোধক দু'টি শব্দ। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

مَفْهُوْمٌ-এর আভিধানিক অর্থ : مَفْهُوْمٌ শব্দটি اِسْمُ مَفْعُوْلٍ-এর وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ-এর সীগাহ। বাবে سَمِعَ থেকে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হলো– জ্ঞাত হওয়া, কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

مَفْهُوْمٌ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : মানতিকশাস্ত্রের পরিভাষায়– اَلْمَفْهُوْمُ هُوَ مَا يَحْصُلُ فِى الذِّهْنِ بِاللَّفْظِ

অর্থাৎ শব্দ দ্বারা মস্তিষ্কে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তাকে مَفْهُوْمٌ বলে। যেমন– زَيْدٌ বলার সাথে সাথে মস্তিষ্ক বুঝে যে, সে একজন মানুষ। আর তা শব্দের উদ্দেশ্য হিসেবে مَعْنٰى নামে অভিহিত। আর শব্দ তার উপর দালালত করে হিসেবে তা শব্দের মাদলূল। শব্দ হতে অর্জিত বিষয়টি বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিভিন্ন নামে অভিহিত হলেও মূলত এরা এক ও অভিন্ন।

اَقْسَامُ الْمَفْهُوْمِ : [مَفْهُوْمٌ-এর প্রকারভেদ] : মমিরকাত প্রণেতার মতে مَفْهُوْمٌ দু' প্রকার। যথা– ১. جُزْئِىٌّ (আংশিক), ২. كُلِّىٌّ (পরিপূর্ণ)।

جُزْئِىٌّ-এর আভিধানিক অর্থ : جُزْئِىٌّ শব্দটি جُزْءٌ-এর দিকে নিসবত করেছে। মূলবর্ণ [ج . ز . ء] জিনসে مَهْمُوْزُ لَامٌ ইংরেজি প্রতিশব্দ Partly. এর আভিধানিক অর্থ– ১. نَصِيْبٌ তথা অংশ বা পাওয়া, ২. قِطْعَةٌ তথা টুকরা বা খণ্ড বিশেষ, ৩. حِصَّةٌ বা অংশ। ৪. Partion, Share.

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

ক. মিরকাত প্রণেতার মতে– هُوَ مَا يَمْتَنِعُ نَفْسُ تَصَوُّرِهٖ عَنْ صِدْقِهٖ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ

অর্থাৎ جُزْئِىٌّ ঐ مَفْهُوْمٌ-কে বলা হয়, যা তার تصور বা কল্পনাকে একাধিক বিষয়ের উপর প্রযোজ্য হওয়া থেকে বাধা দেয়।

খ. মীযানুল আখবার প্রণেতার মতে– اِنْ مَنَعَ نَفْسُ تَصَوُّرِهٖ عَنْ وُقُوْعِ الشِّرْكَةِ فِيْهِ فَهُوَ كُلِّىٌّ

অর্থাৎ যদি কোনো مَفْهُوْمٌ স্বীয় تَصَوُّرٌ-কে অংশীদারিত্ব থেকে বাধা দেয়, তবে তাকে جُزْئِىٌّ বলে।

গ. মীযানুল মানতিক প্রণেতা বলেন, যে مَفْهُوْمٌ-এর نَفْسُ تَصَوُّرٍ-এর মাঝে অংশীদারিত্ব নিষেধ, তাই جُزْئِىٌّ।

ঘ. কারো কারো মতে– اَمَّا الْجُزْئِىُّ فَهُوَ اِنْ يَمْنَعَ نَفْسُ تَصَوُّرِهٖ عَنْ وُقُوْعِ الشِّرْكَةِ فِيْهِ

উদাহরণ : যেমন– زَيْدٌ শব্দ বললে তার মাঝে অন্য কারো অংশীদারিত্ব বুঝায় না, শুধু একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝায়। এর সাথে অংশীদারিত্ব কল্পনা করা যায় না।

كُلِّىٌّ-এর আভিধানিক অর্থ : كُلِّىٌّ শব্দটি اِسْمُ الْمَنْسُوْبِ-এর শেষে ى বর্ণটি نِسْبَتٌ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত। শব্দটি كُلٌّ মূলধাতু থেকে اِسْمُ جَامِدٌ। মূলবর্ণ (ك . ل . ل) জিনসে مُضَاعَفٌ ثُلَاثِىٌّ ইংরেজি প্রতিশব্দ Completely, Fully. এর আভিধানিক অর্থ– ১. جَمِيْعٌ বা সমস্ত, ২. প্রত্যেক। যেমন আল্লাহর বাণী– وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ৩. পরিপূর্ণ।

www.eelm.weebly.com

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১ মিরকাত প্রণেতার মতে- هُوَ مَا لَا يَمْتَنِعُ نَفْسُ تَصَوُّرِهِ عَنْ وُقُوْعِ الشِّرْكَةِ فِيْهِ وَعَنْ صِدْقِهِ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ
অর্থাৎ যে مَفْهُوْم একাধিক বিষয় শরিক হওয়াকে নিষেধ করে না এবং অনেকের উপর প্রযোজ্য হয়, তাকে كُلِّيٌّ বলে।

২. সুল্লামুল উলূম গ্রন্থকার বলেন- اَلْمَفْهُوْمُ اِنْ جَوَّزَ الْعَقْلُ تَكَثُّرَهُ مِنْ حَيْثُ التَّصَوُّرِ فَكُلِّيٌّ
অর্থাৎ, নিজস্ব সত্তার দিক থেকে مَفْهُوْم যদি একাধিক এককের উপর প্রযোজ্য হয়, তবে তাকে كُلِّيٌّ বলে।

৩. মীযানুল আখবার প্রণেতার মতে- اِنْ مَنَعَ نَفْسُ تَصَوُّرِهِ عَنْ وُقُوْعِ الشِّرْكَةِ فِيْهِ فَهُوَ كُلِّيٌّ
অর্থাৎ যে مَفْهُوْم তার উপর আরোপিত অংশীদারিত্বকে নিষেধ করে না, তাই كُلِّيٌّ।

৪. কারো কারো মতে, যার কল্পনা কোনো জিনিসের অংশীদারিত্বকে এবং একাধিক বিষয়ের উপর প্রযোজ্য হওয়াকে বাধা দেয় না, তাই كُلِّيٌّ।

উদাহরণ : যেমন- اِنْسَانٌ শব্দটি زَيْدٌ . بَكْرٌ . رَاشِدٌ সবার উপর সমানভাবে প্রযোজ্য।

كُلِّيٌّ ও جُزْئِيٌّ-এর সংজ্ঞার قَيْدٌ-এর বর্ণনা : جُزْئِيٌّ-এর সংজ্ঞায় نَفْسُ تَصَوُّرِهِ-এর قَيْد দ্বারা যেসব كُلِّيٌّ বের হয়ে গেছে যা বাস্তবে অংশীদারিত্ব মুক্ত, কিন্তু কল্পনাগত দিক থেকে অংশীদারিত্ব মুক্ত নয়। আর كُلِّيٌّ-এর সংজ্ঞায় نَفْسُ تَصَوُّرِهِ-এর قَيْد দ্বারা ঐ সব كُلِّيٌّ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা বাস্তবে অংশীদারিত্ব মুক্ত। যেমন- وَاجِبُ الْوُجُوْدِ

উল্লেখ্য, অত্র আলোচনায় جُزْئِيٌّ ও كُلِّيٌّ-এর সংজ্ঞায় একটু ভিন্নতর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা উপরোল্লিখিত বর্ণনার ব্যতিক্রম হলেও উভয় সংজ্ঞার মূল বক্তব্য এক ও অভিন্ন।

قَوْلُهُ اَلْكُلِّيُّ اَقْسَامٌ الخ-এর আলোচনা : এখানে كُلِّيٌّ-এর প্রকারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর كُلِّيٌّ-এর اَفْرَادٌ বাস্তব ও অবাস্তব এবং কম বা বেশি ও সীমিত ও সীমাহীন হওয়ার দিক দিয়ে كُلِّيٌّ চার প্রকার। এদের সার এই যে, كُلِّيٌّ-এর اَفْرَادٌ-এর অস্তিত্ব পাওয়া যাবে বা যাবে না । اَفْرَادٌ পাওয়া না গেলে প্রথম প্রকার। আর পাওয়া গেলে এর সংখ্যা এক হবে বা অধিক হবে। এক হলে এটি দ্বিতীয় প্রকার। আর اَفْرَادٌ অধিক হলে সীমিত হবে বা সীমাহীন হবে সীমিত হলে এটি তৃতীয় প্রকার। অন্যথায় চতুর্থ প্রকার।

قَوْلُهُ اَحَدُهَا يَمْتَنِعُ الخ-এর আলোচনা : كُلِّيٌّ-এর প্রথম প্রকার ঐ كُلِّيٌّ যার কোনো فَرْدٌ (একক) خَارِجٌ (বাস্তবে) পাওয়া যাবে না। যেমন- لَا شَيْئٌ . لَا مُمْكِنٌ . لَا مَوْجُوْدٌ এগুলোর مَفْهُوْمٌ এ তিনটি كُلِّيٌّ কিন্তু এগুলোর কোনোটির কোনো فَرْدٌ বা একক বাস্তবে পাওয়া যেতে পারে না। কেননা, বাস্তবে যা পাওয়া যায় তাকে شَيْئٌ مُمْكِنٌ এবং شَيْئٌ مَوْجُوْدٌ বলা হয়। অতঃপর لَا مَوْجُوْدٌ . لَا مُمْكِنٌ . لَا شَيْئٌ ও যদি বাস্তবে পাওয়া যায়, তাহলে এটি اِجْتِمَاعُ نَقِيْضَيْنِ (দু বৈপরীত্যের একত্রিকরণ) জরুরি হবে, যা অসম্ভব।

قَوْلُهُ كَالْعَنْقَاءِ-এর আলোচনা : এটি كُلِّيٌّ-এর দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ। كُلِّيٌّ-এর দ্বিতীয় প্রকার হলো- যার اَفْرَادٌ বাস্তবে পাওয়া যাওয়া সম্ভব; কিন্তু তার একটি فَرْدٌও পাওয়া যায় না। যেমন- عَنْقَاءُ-এর مَفْهُوْمٌ এবং ইয়াকুতের পাহাড়ের مَفْهُوْمٌ -কেননা, عَنْقَاءُ-এর ব্যাপারে কথিত আছে যে, তা এমন একটি পাখি যার চারটি পা আছে, দু'টি ডানা আছে, একটি ডানা مَشْرِقٌ-এ এবং একটি ডানা مَغْرِبٌ-এ থাকে। এমন পাখি বাস্তবে পাওয়া যাওয়া সম্ভব ; কিন্তু এ যাবৎ পাওয়া যায়নি। অনুরূপ ইয়াকুতের পাহাড় পাওয়া যাওয়া সম্ভব ; কিন্তু পাওয়া যায়নি।

قَوْلُهُ وَثَالِثُهَا مَا اَمْكَنَتْ الخ-এর আলোচনা : كُلِّيٌّ-এর তৃতীয় প্রকার যার اَفْرَادٌ পাওয়া যাওয়া সম্ভব ; কিন্তু বাস্তবে মাত্র একটি فَرْدٌ পাওয়া যাবে। এরূপ كُلِّيٌّ দু' প্রকার :

১. كُلِّيٌّ-এর এক فَرْدٌ-এর অধিক বাস্তবে পাওয়া যাওয়া সম্ভব নয়। যেমন- وَاجِبُ تَعَالٰى যার শুধু একমাত্র একক। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বাস্তব, বাস্তবে যার অন্য কোনো সংখ্যা নেই। কেননা, তার অন্য কোনো সংখ্যা থাকলে শিরক হবে যা অসম্ভব।

২. যার এক فَرْدٌ বাস্তবে পাওয়া যায় তবে একাধিক فَرْدٌ পাওয়া যাওয়াও সম্ভব। যেমন- اَلشَّمْسُ (সূর্য যার) একটি فرد পাওয়া যায়। একাধিক পাওয়া যাওয়ার ব্যাপারেও عَقْلًا কোনো আপত্তি নেই।

قَوْلُهُ وَرَابِعُهَا مَا وُجِدَتْ الخ-এর আলোচনা : চতুর্থ প্রকার ঐ كُلِّيٌّ যার অনেক اَفْرَادٌ বাস্তবে পাওয়া যায়। তবে তা দু' প্রকার- ১. যার افراد বাস্তবে সীমিত। যেমন- كَوَاكِبُ سَيَّارَةٌ যার اَفْرَادٌ বাস্তবে অনেক পাওয়া যাওয়ার ব্যাপারে عَقْلًا কোনো আপত্তি নেই। তবে বাস্তবে শুধু সাতটি পাওয়া যায়, যা سَبْعُ سَيَّارَةٌ নামে অপরিচিত। এরা হলো مُشْتَرِيْ . زُحَلٌ . مِرِّيْخٌ . زُهْرَةٌ . عُطَارِدٌ . اَلْقَمَرُ . اَلشَّمْسُ ২. যার اَفْرَادٌ বাস্তবে সীমাহীন, যেমন- اِنْسَانٌ এবং فَرَسٌ ইত্যাদির اَفْرَادٌ বাস্তবে غَيْرُ مُتَنَاهِيْ তবে যারা عَالَمٌ-কে حَادِثٌ বলে তাদের মতে اِنْسَانٌ اَفْرَادٌ সীমিত বা مُتَنَاهِيْ হবে। আর আমাদের উদাহরণ ঐ সকল বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে যারা عَالَمٌ-কে قَدِيْمٌ বলেন।

www.eelm.weebly.com

وَقَدْ اُوْرِدَ عَلٰى تَعْرِيْفِ الْكُلِّيِّ وَالْجُزْئِيِّ سُؤَالٌ تَقْرِيْرُهٗ اَنَّ الصُّوْرَةَ الْحَاصِلَةَ مِنَ الْبَيْضَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَالشَّبْهِ الْمَرْئِىْ مِنْ بَعِيْدٍ وَمَحْسُوْسَ الطِّفْلِ فِىْ مَبْدَأِ الْوِلَادَةِ كُلُّهَا جُزْئِيَّاتٌ مَعَ اَنَّهٗ يَصْدُقُ عَلَيْهَا تَعْرِيْفُ الْكُلِّىْ لِاَنَّ فِىْ هٰذِهِ الصُّوْرَةِ فَرْضُ صِدْقِهَا عَلٰى كَثِيْرِيْنَ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ وَالْجَوَابُ اَنَّ الْمُرَادَ بِصِدْقِ الْمَفْهُوْمِ فِىْ تَعْرِيْفِ الْكُلِّيِّ هُوَ الصِّدْقُ عَلٰى وَجْهِ الْاِجْتِمَاعِ وَهٰذِهِ الصُّوَرُ اَعْنِىْ صُوْرَةُ الْبَيْضَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَغَيْرُهَا اِنَّمَا يَصْدُقُ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ بَدَلًا لَا اِجْتِمَاعًا فَاِنَّ الْوَحْدَةَ مَاخُوْذَةٌ فِىْ هٰذِهِ الصُّوْرَةِ ضَرُوْرَةَ اَنَّهَا مَاخُوْذَةٌ مِنْ مَادَّةٍ مُعَيَّنَةٍ جُزْئِيَّةٍ وَلَوْلَا فِيْهَا اِعْتِبَارُ التَّوَحُّدِ لَكَانَتْ كُلِّيَّةً مِنْ غَيْرِ لُزُوْمِ اَشْكَالِ هٰذَا

সরল অনুবাদ : আর كُلِّى এবং جُزْئِى-এর সংজ্ঞার উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। যার বিশ্লেষণ হলো, নির্দিষ্ট ডিমের অর্জিত আকৃতি, দূর হতে অবলোকিত আকৃতি এবং শিশু জন্মের প্রাথমিক অবস্থায় অনুভূত আকৃতি– এসব কিছুই جُزْئِى অথচ এগুলোর উপর كُلِّى -এর সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয়। কেননা, এ অবস্থায় এদের একাধিক বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া অসম্ভব নয়।

উত্থাপিত প্রশ্নটির উত্তর এই যে, كُلِّى -এর সংজ্ঞার ব্যাপারে কোনো বিষয় প্রযোজ্য হওয়ার অর্থ হচ্ছে– তার ব্যাপারে সমষ্টিগতভাবে প্রযোজ্য হওয়া, আর নির্দিষ্ট একটি ডিমের আকৃতি এবং আরো যা কিছু রয়েছে এগুলো একাধিক বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় বদল বা পরিবর্তন হিসেবে সমষ্টিগত হিসেবে নয়। কেননা, এ সকল আকৃতি হচ্ছে جُزْئِى এবং নির্দিষ্ট বস্তু হতে সংগৃহীত বিধায় এগুলোর মধ্যে এককত্ব রয়েছে। আর যদি এগুলোর মধ্যে এককত্বের বিবেচনা না হতো, তবে বিনা প্রশ্নেই এগুলো كُلِّى হিসেবে ধর্তব্য হতো।

فَصْلٌ فِى النِّسْبَةِ بَيْنَ الْكُلِّيَّيْنِ : اِعْلَمْ اَنَّ النِّسْبَةَ بَيْنَ الْكُلِّيَّيْنِ تَتَصَوَّرُ عَلٰى اَنْحَاءٍ اَرْبَعَةٍ لِاَنَّكَ اِذَا اَخَذْتَ كُلِّيَّيْنِ فَاَمَّا اَنْ يَصْدُقَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلٰى مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْاٰخَرُ فَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ كَالْاِنْسَانِ وَالنَّاطِقِ لِاَنَّ كُلَّ اِنْسَانٍ نَاطِقٌ وَكُلُّ نَاطِقٍ اِنْسَانٌ اَوْ يَصْدُقُ اَحَدُهُمَا عَلٰى مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْاٰخَرُ وَلَا يَصْدُقُ الْاٰخَرُ عَلٰى جَمِيْعِ اَفْرَادِ اَحَدِهِمَا فَبَيْنَهُمَا عُمُوْمٌ وَخُصُوْصٌ مُطْلَقًا كَالْحَيَوَانِ وَالْاِنْسَانِ فَيَصْدُقُ الْحَيَوَانُ عَلٰى كُلِّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْاِنْسَانُ وَلَا يَصْدُقُ الْاِنْسَانُ عَلٰى كُلِّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْحَيَوَانُ بَلْ عَلٰى بَعْضِهٖ اَوْ لَا يَصْدُقُ شَىْءٌ مِنْهُمَا عَلٰى شَىْءٍ مِمَّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْاٰخَرُ فَهُمَا مُتَبَايِنَانِ كَالْاِنْسَانِ وَالْفَرَسِ

পরিচ্ছেদ : দু' كُلِّى -এর মধ্যে نِسْبَةٌ-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে। জেনে রাখো যে, দু'টি كُلِّى -এর মধ্যে চার প্রকারের نِسْبَةٌ কল্পনা করা যায়। কেননা, যখন তুমি দু'টি كُلِّى গ্রহণ করবে, তখন হয়তো উভয়ের প্রত্যেক كُلِّى ঐ সকল اَفْرَادٌ -এর উপর প্রযোজ্য হবে যাদের উপর অপর كُلِّى প্রযোজ্য হবে। তখন এ উভয় كُلِّى-কে مُتَسَاوِيَانِ বলা হবে। যেমন– اِنْسَانٌ এবং نَاطِقٌ কেননা, প্রত্যেক اِنْسَانٌ ই-نَاطِقٌ এবং প্রত্যেক نَاطِقٌ ই-اِنْسَانٌ অথবা উভয় كُلِّى -এর একটি كُلِّى এমন সকল اَفْرَادٌ -এর উপর প্রযোজ্য হবে যাদের উপর অপর كُلِّى প্রযোজ্য হয় ; কিন্তু অপর كُلِّى প্রথম كُلِّى -এর সকল اَفْرَادٌ -এর উপর প্রযোজ্য হবে না। এরূপ দু' كُلِّى -এর মধ্যে عُمُوْم خُصُوْص مُطْلَقْ -এর نِسْبَةٌ হবে। যেমন– حَيَوَانٌ এবং اِنْسَانٌ সুতরাং حَيَوَانٌ যে সকল اِنْسَانٌ -এর উপর প্রযোজ্য হবে اَفْرَادٌ তাদের সকলের উপর প্রযোজ্য হবে না; বরং তাদের অংশের উপর প্রযোজ্য হবে। অথবা দু' كُلِّى -এর কোনো كُلِّى ঐ সকল اَفْرَادٌ সমূহ হতে কোনো فَرْدٌ -এর উপর প্রযোজ্য হবে না যার উপর অপর كُلِّى প্রযোজ্য হবে। আর এ দু' كُلِّى -কে مُتَبَايِنَانِ বলে। যেমন– اِنْسَانٌ এবং فَرَسٌ

www.eelm.weebly.com

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَدْ أَوْرَدَ আর উত্থাপিত হয়েছে عَلَى تَعْرِيْفِ الْكُلِّيِّ وَالْجُزْئِيِّ কুল্লী ও জুযয়ীর সংজ্ঞার উপর سُؤَالٌ একটি প্রশ্ন تَقْرِيْرُهُ যার বিশ্লেষণ হলো أَنَّ الصُّوْرَةَ الْحَاصِلَةَ অর্জিত আকৃতি مِنَ الْبَيْضَةِ الْمُعَيَّنَةِ নির্দিষ্ট ডিমের وَالشَّبْحِ الْمَرْئِيِّ অবলোকিত আকৃতি مِنْ بَعِيْدٍ দূর হতে وَمَحْسُوْسُ الطِّفْلِ আর শিশুর অনুভূতি فِيْ مَبْدَإِ الْوِلَادَةِ জন্মের প্রাথমিক অবস্থার كُلُّهَا جُزْئِيَّاتٌ এসব কিছুই জুযয়ী مَعَ أَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهَا অথচ এগুলোর উপর প্রয়োজ্য হয় تَعْرِيْفُ الْكُلِّيِّ কুল্লীর সংজ্ঞা لِأَنَّ فِيْ هٰذِهِ الصُّوْرَةِ কেননা, এ অবস্থায় فَرْضُ صِدْقِهَا عَلٰى كَثِيْرِيْنَ এদের একাধিক বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া غَيْرُ مُمْتَنِعٍ অসম্ভব নয় وَالْجَوَابُ উত্থাপিত প্রশ্নটির উত্তর এই যে أَنَّ الْمُرَادَ بِصِدْقِ الْمَفْهُوْمِ কোনো বিষয় প্রযোজ্য হওয়ার অর্থ হচ্ছে فِيْ تَعْرِيْفِ الْكُلِّيِّ কুল্লীর সংজ্ঞার ব্যাপারে هُوَ الصِّدْقُ তার ব্যাপারে প্রযোজ্য হওয়া عَلٰى وَجْهِ الْاِجْتِمَاعِ সমষ্টিগতভাবে وَهٰذِهِ الصُّوْرَةُ আর এ সকল আকৃতি أَعْنِيْ صُوْرَةَ الْبَيْضَةِ الْمُعَيَّنَةِ তথা নির্দিষ্ট একটি ডিমের আকৃতি وَغَيْرَهَا আর যা কিছু রয়েছে إِنَّمَا يَصْدُقُ এগুলো প্রযোজ্য হয় عَلٰى كَثِيْرِيْنَ بَدَلًا একাধিক বস্তুর ক্ষেত্রে বদল বা পরিবর্তন হিসেবে لَا اِجْتِمَاعًا সমষ্টিগত হিসেবে নয় فَإِنَّ الْوَحْدَةَ কেননা, একককত্ব مَأْخُوْذَةٌ রয়েছে فِيْ هٰذِهِ الصُّوْرَةِ এ আকৃতিগুলোর মধ্যে ضَرُوْرَةً বিধায় أَنَّهَا مَأْخُوْذَةٌ কেননা, এ সকল আকৃতি সংগৃহীত مِنْ مَادَّةٍ مُعَيَّنَةٍ নির্দিষ্ট বস্তু হতে جُزْئِيَّةٍ জুযয়ী وَلَوْلَا فِيْهَا আর যদি এগুলোর মধ্যে না হতো اِعْتِبَارُ التَّوَحُّدِ একককত্বের বিবেচনা لَكَانَتْ كُلِّيَّةً তবে এগুলো কুল্লী হিসেবে ধর্তব্য হতো مِنْ غَيْرِ لُزُوْمِ إِشْكَالٍ هٰذَا বিনা প্রশ্নেই فَصْلٌ পরিচ্ছেদ فِي النِّسْبَةِ - نِسْبَةٌ-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে بَيْنَ الْكُلِّيَّيْنِ দুই কুল্লীর মধ্যে اِعْلَمْ জেনে রাখো أَنَّ النِّسْبَةَ যে নিসবত بَيْنَ الْكُلِّيَّيْنِ দু'টি কুল্লীর মধ্যে تَتَصَوَّرُ কল্পনা করা যায় عَلٰى أَنْحَاءٍ أَرْبَعَةٍ চার প্রকারের لِأَنَّكَ কেননা, إِذَا أَخَذْتَ তুমি যখন গ্রহণ করবে كُلِّيَّيْنِ দু'টি কুল্লী فَإِمَّا তখন হয়তো أَنْ يَصْدُقَ প্রযোজ্য হবে كُلٌّ مِنْهُمَا উভয়ের প্রত্যেক কুল্লী عَلٰى مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ যার উপর প্রযোজ্য হবে الْآخَرُ অপর কুল্লী ঐ সকল أَفْرَادٌ-এর উপর فَهُمَا তখন এ উভয় কুল্লীকে مُتَسَاوِيَانِ - مُتَسَاوِيَانِ বলা হবে كَالْإِنْسَانِ যেমন– মানুষ وَالنَّاطِقِ এবং বাকশক্তিসম্পন্ন لِأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ কেননা, প্রত্যেক মানুষ-ই نَاطِقٌ - বাকশক্তিসম্পন্ন وَكُلُّ نَاطِقٍ এবং প্রত্যেক نَاطِقٌ-ই إِنْسَانٌ মানুষ أَوْ يَصْدُقُ অথবা এমন সকল أَفْرَادٌ-এর উপর প্রযোজ্য হবে أَحَدُهُمَا উভয় كُلِّيٌّ-এর একটি عَلٰى مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ যাদের উপর প্রযোজ্য হবে الْآخَرُ অপর كُلِّيٌّ - وَلَا يَصْدُقُ কিন্তু প্রযোজ্য হবে না الْآخَرُ অপর কুল্লী عَلٰى جَمِيْعِ أَفْرَادِ أَحَدِهِمَا প্রথম কুল্লী-এর সকল أَفْرَادٌ-এর উপর فَبَيْنَهُمَا এরূপ দু'টি كُلِّيٌّ-এর মধ্যে عُمُوْمٌ وَخُصُوْصٌ مُطْلَقًا - عُمُوْمٌ خُصُوْصٌ مُطْلَقٌ-এর নিসবত হবে كَالْحَيَوَانِ وَالْإِنْسَانِ যেমন– حَيَوَانٌ এবং إِنْسَانٌ فَيَصْدُقُ الْحَيَوَانُ - সুতরাং حَيَوَانٌ প্রযোজ্য হবে عَلٰى كُلِّ যে সকল أَفْرَادٌ-এর উপর مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ যাদের সকলের উপর প্রযোজ্য হবে الْإِنْسَانُ - إِنْسَانٌ শব্দটি وَلَا يَصْدُقُ الْإِنْسَانُ আর إِنْسَانٌ শব্দটি প্রযোজ্য হবে না عَلٰى كُلِّ সে সকল أَفْرَادٌ-এর উপর مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ যার উপর প্রযোজ্য হয়েব الْحَيَوَانُ - حَيَوَانٌ শব্দটি بَلْ বরং عَلٰى بَعْضِهٖ তাদের অংশের উপর প্রযোজ্য হবে أَوْ لَا يَصْدُقُ অথবা প্রযোজ্য হবে না شَيْءٌ مِنْهُمَا দুই কুল্লী-এর কোনো كُلِّيٌّ - عَلٰى شَيْءٍ ঐ সকল أَفْرَادٌ সমূহ হতে কোনো فَرْدٌ-এর উপর مِمَّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ যার উপর প্রযোজ্য হবে الْآخَرُ অপর কুল্লী فَهُمَا مُتَبَايِنَانِ আর এ দুই كُلِّيٌّ-কে مُتَبَايِنَانِ বলে كَالْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ যেমন– إِنْسَانٌ এবং فَرَسٌ -।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَدْ أَوْرَدَ عَلٰى تَعْرِيْفِ الخ –এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে সম্মানিত গ্রন্থকার كُلِّيٌّ এবং جُزْئِيٌّ-এর উপর আরোপিত তিনটি প্রশ্নের জবাব প্রদান করেছেন।

প্রথম প্রশ্ন : ইতোপূর্বে বলা হয়েছে– যা একাধিক বস্তুর উপর প্রযোজ্য, তাকে كُلِّيٌّ বলা হয়। আর যা একাধিক বস্তুর উপর প্রযোজ্য হয় না, তাকে جُزْئِيٌّ বলে। কাজেই কুল্লী ও জুযয়ীর উক্ত সংজ্ঞা সঠিক নয়। কেননা, যদি একটি নির্দিষ্ট ডিম কাউকেও দেখানো হয়, তারপর তা লুকিয়ে রাখা হয়। কিছুক্ষণ পর আবার দেখানো হয়, আবার লুকিয়ে রাখা হয়। এমনিভাবে কেউ বারবার এরূপ করতে থাকে এবং দর্শক এটি বুঝতে না পারে, তখন সে তাকে একাধিক ডিম মনে করে। তখন একে كُلِّيٌّ বলতে হবে। কেননা, দর্শকের ধারণানুযায়ী একই বস্তু একাধিক جُزْئِيٌّ-এর জন্য প্রযোজ্য হচ্ছে। অথচ এটি جُزْئِيٌّ, এতে জুযয়ী কুল্লীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে كُلِّيٌّ ও جُزْئِيٌّ প্রত্যেকটির সংজ্ঞাই বাতিল বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : দূর হতে কোনো একটি আকৃতি দেখে দর্শক মনে করে তা ছাগল। তারপর কিছু নিকটবর্তী হয়ে মনে করে তা গাভী। তারপর আরো নিকটবর্তী হয়ে সে মনে করে তা মহিষ। এখানে একই বস্তু একাধিক বস্তুর জন্য প্রযোজ্য হচ্ছে, বিধায় একে كُلِّيٌّ বলা হবে– অথচ এটি جُزْئِيٌّ। এতেও جُزْئِيٌّ টা كُلِّيٌّ-এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। ফলে كُلِّيٌّ ও جُزْئِيٌّ উভয়টির সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ মনে হচ্ছে।

www.eelm.weebly.com

তৃতীয় প্রশ্ন : ছোট শিশু যখন মায়ের কোলে যায়, তখন তাকে নিজের মা মনে করে এবং তার ধারণায় একটি আকৃতি অর্জিত হয়। তারপর মায়ের কোল হতে খালা বা ফুফীর কোলে যখন যায় তখন তাদেরকেও মা-ই মনে করে। এখানেও একটি নির্দিষ্ট বস্তু একাধিক বস্তুর জন্য প্রযোজ্য হচ্ছে ; বিধায় একেও كُلِّىْ বলা হবে। এখানেও جُزْئِىْ টা كُلِّىْ -এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, যার ফলে كُلِّىْ ও جُزْئِىْ -এর উভয় সংজ্ঞাই অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

উল্লিখিত প্রশ্নত্রয়ের সমাধান : গ্রন্থকার উপরিউক্ত প্রশ্নত্রয়ের একটি উত্তর দিয়েছেন। তা হচ্ছে- كُلِّىْ-এর সংজ্ঞায় একই বিষয় একাধিক বিষয়ের জন্য প্রযোজ্য হওয়ার কথা যা বলা হচ্ছে, তার মৌলিক অর্থ হলো- সমষ্টিগতভাবে প্রযোজ্য হওয়া, পরিবর্তনের দ্বারা নয়। আর উল্লিখিত উদাহরণগুলোতে একই বস্তু একাধিক বস্তুর জন্য প্রযোজ্য হয়েছে, সমষ্টিগতভাবে নয়; বরং পরিবর্তনের মাধ্যমে। অতএব, এগুলোকে كُـلِّـىْ বলা হবে না। আর এতে كُـلِّىْ ও جُـزْئِى -এর সংজ্ঞা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত থেকে যাবে।

قَوْلُهٗ فِى النِّسْبَةِ بَيْنَ الْكُلِّيَيْنِ الخ -এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, মানতিকশাস্ত্রে দু'টি كُلِّىْ -এর মধ্যে চার প্রকারের نِسْبَةْ বা সম্পর্ক হতে পারে। যথা- ১. نِسْبَةُ التَّسَاوِىْ [সমতা সম্পর্ক] ২. نِسْبَةُ التَّبَايُنْ [বৈপরীত্যের সম্পর্ক] ৩. نِسْبَةُ الْعُمُوْمِ وَالْخُصُوْصِ مُطْلَقْ [সাধারণভাবে সমতামূলক সম্পর্ক] ৪. نِسْبَةُ الْعُمُوْمِ وَالْخُصُوْصِ مِنْ وَجْهٍ [ক্ষেত্র বিশেষ সমতামূলক সম্পর্ক]। নিম্নে তার বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হলো।

نِسْبَةُ تَسَاوِىْ -এর পরিচয় : আভিধানিক দৃষ্টিতে نِسْبَةٌ শব্দের অর্থ- সম্পর্ক। আর تَسَاوِىْ শব্দটি বাবে تَفَاعُلْ-এর মাসদার। অর্থ হলো- পরস্পর সমতা অর্জন করা। এর পারিভাষিক পরিচয় দিতে গিয়ে মীযানুল মানতিক প্রণেতা বলেন-

"اِنْ صَدَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلٰى كُلِّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْاٰخَرُ"

অর্থাৎ দু'টি كُلِّىْ-এর একটি অপরটির اَفْرَادْ -এর উপর সমভাবে প্রযোজ্য হলে, তাকে نِسْبَةُ التَّسَاوِىْ বলে। যেমন- اِنْسَانْ এবং نَاطِقْ। কেননা, اِنْسَانْ (মানুষ) كُلِّىْ টি نَاطِقْ -এর সমস্ত اَفْرَادْ -এর উপর সমভাবে প্রযোজ্য, অনুরূপ نَاطِقْ টি اِنْسَانْ -এর সমস্ত اَفْرَادْ -এর উপরও সমভাবে প্রযোজ্য। যেমন, বলা হয়- كُلُّ اِنْسَانٍ نَاطِقٌ : আবার এটাও বলা যায় যে, كُلُّ نَاطِقٍ اِنْسَانٌ ; কাজেই এটা نِسْبَةُ تَسَاوِىْ হলো।

نِسْبَةُ الْعُمُوْمِ وَالْخُصُوْصِ مُطْلَقْ-এর পরিচয় : আভিধানিক দৃষ্টিতে عَامٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে عُمُوْمٌ অর্থ- ব্যাপক। আর خَاصٌ শব্দটিও একবচন, বহুবচনে خُصُوْصٌ অর্থ-নির্দিষ্ট। مُطْلَقٌ সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব, বাক্যটির সমষ্টিগত অর্থ হলো-সাধারণ ব্যাপকতা ও সাধারণ বিশেষত্বের সম্পর্ক। এর পারিভাষিক সংজ্ঞা-

اِنْ صَدَقَ اَحَدُهُمَا عَلٰى كُلِّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْاٰخَرُ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ

অর্থাৎ যদি দু'টি كُلِّىْ -এর একটি অপরটির সকল فَرْدْ-এর উপর প্রযোজ্য হয়, কিন্তু দ্বিতীয়টি অপরটির সকল فَرْدْ -এর উপর প্রযোজ্য না হয়, তবে তাকে نِسْبَةُ الْعُمُوْمِ وَالْخُصُوْصِ مُطْلَقْ বলে। যথা- اِنْسَانْ এবং حَيَوَانْ এ كُلِّىْ দু'টির মধ্যকার সম্পর্ক। কেননা, كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ বা সকল মানুষ প্রাণী কথাটি প্রযোজ্য হয়; কিন্তু সকল প্রাণী মানুষ এ কথা প্রযোজ্য হয় না, তাই বলা হয়- كُلُّ حَيَوَانٍ لَيْسَ بِاِنْسَانٍ অর্থাৎ সকল প্রাণী মানুষ নয়।

قَوْلُهٗ فَهُمَا مُتَبَايِنَانِ الخ -এর আলোচনা :

تَبَايُنْ শব্দের আভিধানিক অর্থ : تَبَايُنْ শব্দটি বাবে تَفَاعُلْ-এর মাসদার। অর্থ- পারস্পরিক বৈপরীত্য, বিচ্ছিন্ন। এটা نِسْبَةُ تَسَاوِىْ-এর বিপরীত।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : মিরকাত প্রণেতার মতে-

اَنْ لَا يَصْدُقَ شَئٌ مِنْهُمَا عَلٰى شَئٍ مِمَّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْاٰخَرُ فَهُمَا مُتَبَايِنَانِ

অর্থাৎ যদি দু'টি كُلِّىْ-এর কোনো একটি অপরটির افراد-এর উপর প্রযোজ্য না হয়, তাহলে উক্ত كُلِّىْ দু'টির মধ্যকার সম্পর্ককে نِسْبَةُ تَبَايُنْ বলে।

উদাহরণ : اِنْسَانْ (মানুষ) এবং فَرَسْ (ঘোড়া) এখানে মানুষ এবং ঘোড়া দু'টি যা একটি অপরটির উপর প্রযোজ্য হয় না। অতএব বলা যায়- لَيْسَ اَحَدٌ مِنَ الْاِنْسَانِ بِفَرَسٍ অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কেউ ঘোড়া নয়। অনুরূপ لَيْسَ اَحَدٌ مِنَ الْفَرَسِ অর্থাৎ কোনো ঘোড়া মানুষ নয়।

www.eelm.weebly.com

أَوْ يَصْدُقَ بَعْضُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلٰى بَعْضِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْاٰخَرُ فَبَيْنَهُمَا عُمُوْمٌ وَخُصُوْصٌ مِنْ وَجْهٍ كَـالْاَبْيَضِ وَالْحَيَوَانِ فَفِى الْبَطِّ يَصْدُقُ كُلٌّ مِنْهُمَا وَفِى الْفِيْلِ يَصْدُقُ الْحَيَوَانُ فَقَطْ وَفِى الثَّلْجِ وَالْعَاجِّ يَصْدُقُ الْاَبْيَضُ فَقَطْ فَهٰذِهٖ اَرْبَعُ نُسَبٍ ـ اَلتَّسَاوِىْ وَالتَّبَايُنُ وَالْعُمُوْمُ وَالْخُصُوْصُ مُطْلَقًا وَالْعُمُوْمُ وَالْخُصُوْصُ مِنْ وَجْهٍ فَاحْفَظْ ذٰلِكَ ـ

সরল অনুবাদ : অথবা দু' كُلِّى -এর এক كُلِّى ঐ সকল اَفْرَادْ সমূহ হতে কিছু اَفْرَادْ -এর উপর প্রযোজ্য হবে, যার উপর অপর كُلِّى প্রযোজ্য হবে। এরূপ দু' كُلِّى -এর মধ্যে عُمُوْم وَخُصُوْص مِنْ وَجْهٍ -এর نِسْبَةْ হবে। যেমন– اَبْيَضْ এবং حَيَوَانْ। অতঃপর بَطْ তথা হাঁসের মধ্যে حَيَوَانْ এবং اَبْيَضْ উভয় كُلِّى প্রযোজ্য হবে। আর اَلْفِيْلُ তথা হাতির মধ্যে শুধু حَيَوَانْ প্রযোজ্য হবে এবং اَلثَّلْجُ তথা বরফ ও اَلْعَاجُّ তথা হাতির দাঁতের উপর শুধু اَبْيَضْ প্রযোজ্য হবে। সুতরাং এরা চারটি نِسْبَةْ ১. نِسْبَةْ تَسَاوِىْ ২. نِسْبَةْ تَبَايُنْ ৩. نِسْبَةْ عَامْ وَخَاصْ مُطْلَقْ ৪. نِسْبَةْ عَامْ وَخَاصْ مِنْ وَجْهٍ তাদের স্মরণ রাখ।

শাব্দিক অনুবাদ : اَوْ يَصْدُقُ অথবা প্রযোজ্য হবে بَعْضُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا দুই كُلِّىْ-এর এক كُلِّىْ ঐ সকল اَفْرَادْ হতে কিছু اَفْرَادْ-এর উপর عَلٰى بَعْضٍ কিছু اَفْرَاد-এর উপর مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْاٰخَرُ যার উপর অপর كُلِّىْ প্রযোজ্য হবে فَبَيْنَهُمَا এরূপ দুই كُلِّىْ-এর মধ্যে হবে عُمُوْمٌ وَخُصُوْصٌ مِنْ وَجْهٍ - عُمُوْم وَخُصُوْص مِنْ وَجْهٍ -এর নিসবত كَالْاَبْيَضِ وَالْحَيَوَانِ যেমন– اَبْيَضْ এবং حَيَوَانْ - فَفِى الْبَطِّ অতঃপর بَطْ তথা হাঁসের মধ্যে يَصْدُقُ প্রযোজ্য হবে كُلٌّ مِنْهُمَا - حَيَوَانْ এবং اَبْيَضْ উভয় কুল্লী وَفِى الْفِيْلِ আর হাতির মধ্যে يَصْدُقُ الْحَيَوَانُ فَقَطْ শুধু حَيَوَانْ প্রযোজ্য হবে وَفِى الثَّلْجِ وَالْعَاجِّ এবং বরফ ও হাতির দাঁতের উপর يَصْدُقُ الْاَبْيَضُ فَقَطْ শুধু اَبْيَضْ প্রযোজ্য হবে فَهٰذِهٖ সুতরাং এরা اَرْبَعُ نُسَبٍ চারটি নিসবত اَلتَّسَاوِىْ ১. নিসবতে তাসাবী وَالتَّبَايُنُ ২. নিসবতে তাবায়ুন وَالْعُمُوْمُ وَالْخُصُوْصُ مُطْلَقًا ৩. নিসবতে আম ও খাস মুতলক - وَالْعُمُوْمُ وَالْخُصُوْصُ مِنْ وَجْهٍ ৪. নিসবতে আম ও খাস মিন ওয়াজহিন - فَاحْفَظْ ذٰلِكَ তাদের স্মরণ রাখো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ عُمُوْمٌ وَخُصُوْصٌ مِنْ وَجْهٍ الخ -এর আলোচনা :

عَامْ خَاصْ مِنْ وَجْهٍ-এর আভিধানিক অর্থ : عُمُوْمٌ শব্দটি বহুবচন, একবচনে عَامْ অর্থ– ব্যাপক। অনুরূপ خُصُوْصٌ শব্দটি বহুবচন, একবচনে خَاصْ অর্থ– বিশেষ। مِنْ وَجْهٍ-এর অর্থ– আংশিক। عُمُوْمٌ وَخُصُوْصٌ مِنْ وَجْهٍ-এর অর্থ– ব্যাক্যাংশের অর্থে আংশিক ব্যাপকতা এবং আংশিক বিশেষত্বের সম্পর্ক।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : মিরকাত প্রণেতা বলেন–

اَنْ يَصْدُقَ بَعْضُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلٰى بَعْضِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْاٰخَرُ فَبَيْنَهُمَا عُمُوْمٌ وَخُصُوْصٌ مِنْ وَجْهٍ ـ অর্থাৎ দুই كُلِّىْ-এর প্রত্যেকটি অপরটির কতিপয় اَفْرَادْ-এর উপর আংশিকভাবে প্রযোজ্য হলে, তাকে عَامْ خَاصْ مِنْ وَجْهٍ বলে।

উদাহরণ : যেমন– اَبْيَضْ (সাদা) এবং حَيَوَانْ (প্রাণী) শব্দদ্বয় একে অপরের উপর আংশিকভাবে প্রযোজ্য। কেননা, কোনো কোনো প্রাণী সাদা, আবার কোনো কোনো প্রাণী সাদা নয় এবং কোনো কোনো সাদাও প্রাণী নয়।

মোটকথা, দু'টি كُلِّىْ-এর প্রথমটি যদি দ্বিতীয়টির উপর আংশিকভাবে এবং দ্বিতীয়টি যদি প্রথমটির উপর আংশিকভাবে প্রযোজ্য হয়, তাহলে সে সম্পর্ককে نِسْبَةْ عَامْ خَاصْ مِنْ وَجْهٍ বলে।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : وَقَدْ يُقَالُ لِلْجُزْئِيِّ مَعْنًى اٰخَرَ وَهُوَ مَا كَانَ اَخَصَّ تَحْتَ الْاَعَمِّ فَالْاِنْسَانُ عَلٰى هٰذَا التَّعْرِيْفِ جُزْئِيٌّ لِدُخُوْلِهٖ تَحْتَ الْحَيَوَانِ وَكَذَا الْحَيَوَانُ لِدُخُوْلِهٖ تَحْتَ الْجِسْمِ النَّامِيِّ وَكَذَا الْجِسْمُ النَّامِيُّ لِدُخُوْلِهٖ تَحْتَ الْجِسْمِ الْمُطْلَقِ وَكَذَا الْجِسْمُ الْمُطْلَقُ لِدُخُوْلِهٖ تَحْتَ الْجَوْهَرِ وَ النِّسْبَةُ بَيْنَ الْجُزْئِيِّ الْحَقِيْقِيِّ وَبَيْنَ هٰذَا الْجُزْئِيِّ الْمُسَمّٰى بِالْجُزْئِيِّ الْاِضَافِيْ عُمُوْمٌ وَخُصُوْصٌ مُطْلَقًا لِاِجْتِمَاعِهِمَا فِيْ زَيْدٍ مَثَلًا وَصِدْقُ الْاِضَافِيْ بِدُوْنِ الْحَقِيْقِيْ فِي الْاِنْسَانِ فَاِنَّهٗ جُزْئِيٌّ اِضَافِيٌّ وَلَيْسَ بِجُزْئِيٍّ حَقِيْقِيٍّ لِاَنَّ صِدْقَهٗ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : কখনো جُزْئِيْ-এর অন্য অর্থ বর্ণনা করা হয়। আর তা হলো প্রত্যেক এমন خَاصْ যা عَامْ-এর অধীনে হবে। এ সংজ্ঞা অনুসারে اِنْسَانْ (মানুষ) جُزْئِيْ হবে। কেননা, তা حَيَوَانْ-এর অধীনে। তদ্রূপ حَيَوَانْ (প্রাণী) এটি جِسْم نَامِيْ (বর্ধনশীল দেহ)-এর অধীনে হওয়ার কারণে جُزْئِيْ হবে। অনুরূপ جِسْم نَامِيْ এটি جِسْم مُطْلَقْ (সাধারণ দেহ)-এর অধীনে হওয়ার দরুন جُزْئِيْ আর جِسْمٌ مُطْلَقٌ এটি جُزْئِيْ হবে جَوْهَرْ (মূলধাতু)-এর অধীনে হওয়ার কারণে। আর جُزْئِيْ حَقِيْقِيْ এবং جُزْئِيْ اِضَافِيْ-এর মধ্যে عُمُوْم وَخُصُوْص مُطْلَقْ-এর নিসবত হবে। কেননা উভয় جُزْئِيْ উদাহরণত যায়েদের মধ্যে প্রযোজ্য। আর اِنْسَانْ-এর মধ্যে جُزْئِيْ اِضَافِيْ প্রযোজ্য– جُزْئِيْ حَقِيْقِيْ প্রযোজ্য নয়। কেননা, اِنْسَانْ এটি جُزْئِيْ حَقِيْقِيْ নয় তবে جُزْئِيْ اِضَافِيْ। কেননা, اِنْسَانْ টি অনেক اَفْرَادْ-এর উপর প্রযোজ্য হতে কোনো বাধা নেই।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ وَقَدْ يُقَالُ কখনো বর্ণনা করা হয় لِلْجُزْئِيِّ জুযয়ী-এর مَعْنًى اٰخَرَ অন্য অর্থ وَهُوَ আর তা হলো مَا كَانَ اَخَصَّ প্রত্যেক এমন خَاصّ যা تَحْتَ الْاَعَمِّ - عَامْ-এর অধীনে হবে فَالْاِنْسَانُ সুতরাং اِنْسَانْ (মানুষ) عَلٰى هٰذَا التَّعْرِيْفِ এ সংজ্ঞা অনুসারে جُزْئِيٌّ জুযয়ী হবে لِدُخُوْلِهٖ কেননা, তা হওয়ার কারণে تَحْتَ الْحَيَوَانِ - حَيَوَانْ-এর অধীনে وَكَذَا الْحَيَوَانُ তদ্রূপ حَيَوَانْ প্রাণী لِدُخُوْلِهٖ এটি হওয়ার কারণে تَحْتَ الْجِسْمِ النَّامِيْ বর্ধনশীল দেহ-এর অধীনে وَكَذَا الْجِسْمُ النَّامِيْ অনুরূপ جِسْم نَامِيْ لِدُخُوْلِهٖ - جِسْم مُطْلَقْ এটি হওয়ার দরুন تَحْتَ الْجِسْمِ الْمُطْلَقِ সাধারণ দেহ-এর অধীনে وَكَذَا الْجِسْمُ الْمُطْلَقُ তদ্রূপ جِسْم مُطْلَقْ - لِدُخُوْلِهٖ এটি হওয়ার কারণে تَحْتَ الْجَوْهَرِ মূলধাতু-এর অধীনে وَالنِّسْبَةُ আর নিসবত হবে بَيْنَ الْجُزْئِيِّ الْحَقِيْقِيِّ জুযয়ী হাকীকী-এর মধ্যে وَبَيْنَ هٰذَا الْجُزْئِيِّ এবং জুযয়ী الْمُسَمّٰى যাকে নামকরণ করা হয় بِالْجُزْئِيِّ الْاِضَافِيْ জুযয়ী ইযাফী عُمُوْمٌ وَخُصُوْصٌ مُطْلَقًا - عُمُوْم وَخُصُوْص مُطْلَقْ-এর لِاِجْتِمَاعِهِمَا কেননা, উভয় جُزْئِيْ প্রযোজ্য فِيْ زَيْدٍ مَثَلًا উদাহরণত যায়েদের মধ্যে وَصِدْقُ الْاِضَافِيْ আর جُزْئِيْ اِضَافِيْ প্রযোজ্য بِدُوْنِ الْحَقِيْقِيْ - جُزْئِيْ حَقِيْقِيْ প্রযোজ্য নয় فِي الْاِنْسَانِ - اِنْسَانْ-এর মধ্যে فَاِنَّهٗ কেননা, اِنْسَانْ - جُزْئِيْ اِضَافِيْ এটি জুযয়ী ইযাফী وَلَيْسَ بِجُزْئِيٍّ حَقِيْقِيٍّ এবং জুযয়ী হাকীকী নয় لِاَنَّ صِدْقَهٗ কেননা اِنْسَانْ টি প্রযোজ্য হতে عَلٰى كَثِيْرِيْنَ অনেক اَفْرَادْ-এর উপর غَيْرُ مُمْتَنِعٍ কোনো বাধা নেই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَقَدْ يُقَالُ لِلْجُزْئِيِّ الخ-এর আলোচনা : جُزْئِيْ-এর প্রকারভেদ : উল্লেখ্য جُزْئِيْ দু' প্রকার: ১. جُزْئِيْ حَقِيْقِيْ তথা প্রকৃত جُزْئِيْ যা একক اَفْرَادْ-এর উপর প্রযোজ্য হয় না। যেমন– زَيْدٌ নির্দিষ্ট ব্যক্তি। ২. جُزْئِيْ اِضَافِيْ যা عَامْ বা রূপকের অধীনে হবে। যেমন– اِنْسَانْ এটি زَيْد - عَمْر - بَكْر ইত্যাদি اَفْرَادْ-এর উপর প্রযোজ্য হলেও حَيَوَانْ-এর অধীনে হিসেবে এটি جُزْئِيْ তবে এরূপ جُزْئِيْ-কে جُزْئِيْ اِضَافِيْ তথা তুলনামূলক جُزْئِيْ বলে। আর جُزْئِيْ حَقِيْقِيْ এবং جُزْئِيْ اِضَافِيْ-এর মধ্যে عُمُوْم وَخُصُوْص مُطْلَقْ-এর নিসবত হবে। যেমন زَيْد এবং اِنْسَانْ-এর মধ্যকার নিসবত।

قَوْلُهٗ وَهُوَ مَا كَانَ اَخَصَّ الخ-এর আলোচনা : ঐ جُزْئِيْ مَفْهُوْم-কে বলে যার تَصَوُّرْ বা কল্পনা অনেক اَفْرَادْ-এর উপর তার প্রযোজ্য হওয়াকে বাধা দেয়। যেমন– مَفْهُوْم زَيْد-এর কল্পনা দ্বারা শুধু নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝায়।

আর جُزْئِيْ اِضَافِيْ এটি প্রত্যেক ঐ اَخَصّ কে বলে, যা اَعَمّ-এর অধীনে হবে। চাই তার مَفْهُوْم-এর تَصَوُّرْ (কল্পনা) اَفْرَادْ-এর উপর প্রযোজ্য হোক বা না হোক। যেমন– اِنْسَانْ এটি اَفْرَادْ-এর উপর প্রযোজ্য হওয়া সত্ত্বেও حَيَوَانْ-এর অধীনে হওয়ায় এটি جُزْئِيْ اِضَافِيْ হবে। তদ্রূপ حَيَوَانْ ও جِسْم نَامِيْ-এর অধীনে হওয়ায় এটিও جُزْئِيْ اِضَافِيْ তদ্রূপ جِسْم نَامِيْ এটি جِسْم مُطْلَقْ-এর অধীনে হওয়ায় এটিও جُزْئِيْ اِضَافِيْ হবে। তবে جَوْهَرْ এটি جُزْئِيْ اِضَافِيْ হবে না। কেননা, এটি অন্য কোনো عَامْ-এর অধীনে হয়নি।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : اَلْكُلِّيَّاتُ خَمْسٌ اَلْاَوَّلُ الْجِنْسُ هُوَ كُلِّيٌّ مَقُوْلٌ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ مُخْتَلِفِيْنَ بِالْحَقَائِقِ فِىْ جَوَابِ مَاهُوَ كَالْحَيَوَانِ فَاِنَّهُ مَقُوْلٌ عَلَى الْاِنْسَانِ وَالْفَرَسِ وَالْغَنَمِ اِذَا سُئِلَ عَنْهَا بِمَاهِىَ وَيُقَالُ الْاِنْسَانُ وَالْفَرَسُ مَاهُمَا فَالْجَوَابُ حَيَوَانٌ ـ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : كُلِّيَّاتٌ পাঁচটি। প্রথমটি হলো جِنْسٌ [জাতি] তা ঐ كُلِّيٌّ যা مَا هُوَ দ্বারা প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন حَقِيْقَةٌ সম্পন্ন অনেক বস্তু বা বিষয়ের উপর প্রযোজ্য হয়। যেমন- حَيَوَانٌ [প্রাণী] তা اِنْسَانٌ [মানুষ], فَرَسٌ [ঘোড়া], غَنَمٌ [বকরি] -এর উপর বলা যায়। যখন এদের সম্পর্কে مَاهِىَ দ্বারা প্রশ্ন করা হয় এবং বলা হয় যে اَلْاِنْسَانُ وَالْفَرَسُ مَاهُمَا তথা মানুষ এবং ঘোড়া এরা কি ? এর উত্তরে বলা হবে حَيَوَانٌ [প্রাণী]।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْكُلِّيَّاتُ خَمْسٌ - كُلِّيَّاتٌ পাঁচটি اَلْاَوَّلُ اَلْجِنْسُ প্রথমটি হলো جِنْسٌ [জাতি] وَهُوَ كُلِّيٌّ তা ঐ কুল্লী مَقُوْلٌ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ যা অনেক বস্তু বা বিষয়ের উপর প্রযোজ্য হয় مُخْتَلِفِيْنَ بِالْحَقَائِقِ বিভিন্ন حَقِيْقَةٌ সম্পন্ন فِىْ جَوَابِ مَاهُوَ - مَاهُوَ দ্বারা প্রশ্নের উত্তরে كَالْحَيَوَانِ যেমন- প্রাণী فَاِنَّهُ مَقُوْلٌ তা বলা হয় عَلَى الْاِنْسَانِ মানুষ-এর উপর وَالْفَرَسِ ঘোড়া وَالْغَنَمِ বকরি اِذَا سُئِلَ যখন প্রশ্ন করা হয় عَنْهَا এদের সম্পর্কে بِمَاهِىَ - مَاهِىَ দ্বারা وَيُقَالُ এবং বলা হয় যে, اَلْاِنْسَانُ وَالْفَرَسُ مَاهُمَا মানুষ এবং ঘোড়া এরা কি فَالْجَوَابُ حَيَوَانٌ এর উত্তরে বলা হবে حَيَوَانٌ প্রাণী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْكُلِّيَّاتُ خَمْسٌ الخ **-এর আলোচনা :** মুসান্নিফ (র.) جُزْئِىٌّ-এর বর্ণনা হতে অবসর গ্রহণ করতঃ كُلِّىٌّ -এর প্রকার বর্ণনা করছেন। كُلِّىٌّ তার اَفْرَادٌ-এর عَيْنِ مَاهِيَّتْ অথবা جُزْءُ مَاهِيَّتْ বা خَارِجِ مَاهِيَّتْ হওয়ার দিক হতে তা পাঁচ প্রকার। যথা- ১. جِنْسٌ ২. نَوْعٌ ৩. فَصْلٌ ৪. خَاصَّةٌ ৫. عَرْضٌ عَامٌ.

سَبَبُ الْحَصْرِ فِى الْخَمْسِ : **[كُلِّىٌّ-কে পাঁচ প্রকারে সীমিতকরণের কারণ] :** كُلِّىٌّ হয়তো তার সমস্ত এককের হাকীকত হতে বাইরে হবে অথবা হবে না। যদি বাইরে হয় ; তবে তা দু' প্রকার- ১. عَرْضٌ عَامٌ (ব্যাপক উপলক্ষণ), ২. خَاصَّةٌ (বিশেষ উপলক্ষণ)। আর যদি حَقِيْقَةٌ -এর বাইরে না হয়, তবে اَىُّ شَيْءٍ هُوَ فِىْ ذَاتِهٖ-এর উত্তরে যে كُلِّىٌّ আসবে তাকে فَصْلٌ বলে। কিন্তু مَاهُوَ -এর উত্তরে যা আসবে তাকে আবার দু' ভাগে বিভক্ত করা হয়। হয়তো বা প্রশ্ন এমন এককের উপর করা হবে ; যাদের حقيقة বা সত্তা বিভিন্ন অথবা বিভিন্ন নয়। যদি বিভিন্ন হয়, তবে তা جِنْسٌ বা জাতি। আর যদি তা না হয়, তবে তাকে نَوْعٌ বলা হবে।

مَعْنَى الْجِنْسِ لُغَةً : **[جِنْسٌ-এর আভিধানিক অর্থ] :** جِنْسٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَجْنَاسٌ মূলবর্ণ (ج ـ ن ـ س) ইংরেজি প্রতিশব্দ Kind, Nature -এর শাব্দিক অর্থ নিম্নরূপ- ১. اَلْاَصْلُ বা মূল, ২. اَلْجَمَاعَةُ বা দল, ৩. اَلنَّسَبُ বা বংশ, ৪. اَلْقَوْمُ বা জাতি, ৫. اَلنَّوْعُ বা শ্রেণী, ৬. مَادَّةٌ বা মূল, ৭. প্রকৃতি, প্রকার ইত্যাদি।

مَعْنَى الْجِنْسِ اِصْطِلَاحًا : **[جِنْسٌ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা] :**

১. মিরকাত প্রণেতা বলেন- اَلْجِنْسُ هُوَ كُلِّىٌّ مَقُوْلٌ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ مُخْتَلِفِيْنَ بِالْحَقَائِقِ فِىْ جَوَابِ مَاهُوَ
অর্থাৎ جنس এমন একটি كُلِّىٌّ যা বিভিন্ন হাকীকতবিশিষ্ট অনেক اَفْرَادٌ-কে একত্র করে مَاهُوَ দ্বারা প্রশ্ন করলে তার জবাবে বলা হয়।

২. আল-মু'জামুল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতার মতে- مَا يَدُلُّ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ مُخْتَلِفِيْنَ بِالْاَنْوَاعِ

৩. মীযানুল মানতিক গ্রন্থকার বলেন- اَلْجِنْسُ هُوَ صَادِقٌ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ مُخْتَلِفِيْنَ بِالْحَقَائِقِ فِىْ جَوَابِ مَاهُوَ
এক কথায়, যে كُلِّىٌّ বিভিন্ন حَقِيْقَةٌ বিশিষ্ট অনেক اَفْرَادٌ-কে অন্তর্ভুক্ত করে নেয় তাকে জিনস বলে।

উদাহরণ : যেমন- حَيَوَانٌ এটা فَرَسٌ ـ غَنَمٌ ـ اِنْسَانٌ ইত্যাদি বিভিন্ন حَقِيْقَةٌ বিশিষ্ট اَفْرَادٌ-কে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং এটা جنس [জিনস]।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : اَلثَّانِى النَّوْعُ وَهُوَ كُلِّىٌّ مَقُوْلٌ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ مُتَّفِقِيْنَ بِالْحَقَائِقِ فِىْ جَوَابِ مَاهُوَ وَلِلنَّوْعِ مَعْنًى اٰخَرُ وَيُقَالُ لَهُ النَّوْعُ الْاِضَافِىُّ وَهُوَ مَاهِيَةٌ يُقَالُ عَلَيْهَا وَعَلٰى غَيْرِهَا الْجِنْسُ فِىْ جَوَابِ مَاهُوَ وَبَيْنَ النَّوْعِ الْحَقِيْقِىِّ وَالنَّوْعِ الْاِضَافِىِّ عُمُوْمٌ وَخُصُوْصٌ مِنْ وَجْهٍ لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى الْاِنْسَانِ وَصَدَقَ الْحَقِيْقِىُّ بِدُوْنِ الْاِضَافِىِّ فِى النُّقْطَةِ وَصَدَقَ الْاِضَافِىُّ بِدُوْنِ الْحَقِيْقِىِّ فِى الْحَيَوَانِ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : পঞ্চ كُلِّىْ-এর দ্বিতীয়টি হলো- نَوْع বা উপজাতি। আর তা একই হাকীকত বা সত্তা বিশিষ্ট একাধিক বস্তুর উপর مَاهُوَ দ্বারা প্রশ্ন করলে জবাবে যে كُلِّىْ আসে, তাকে نَوْع (উপজাতি) বলা হয়। نَوْع (উপজাতি)-এর আরো একটি অর্থ রয়েছে, তাকে نَوْع اِضَافِىْ (সম্বন্ধবাচক উপজাতি) বলা হয়। তা ঐ مَاهِيَة (প্রকৃতি)-কে বলা হয় যার সাথে অন্য এক مَاهِيَة যোগ করে مَاهُوَ দ্বারা প্রশ্ন করলে তার জবাবে جِنْس (জাতি) প্রযোজ্য হয়। نَوْع اِضَافِىْ ও نَوْع حَقِيْقِىْ-এর মধ্যে عُمُوْم خُصُوْص مِنْ وَجْه -এর সম্পর্ক। কেননা, উভয়টি اِنْسَانْ-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। نَوْع حَقِيْقِىْ টা نَوْع اِضَافِىْ ব্যতীত نُقْطَة [বিন্দু]-এর জন্য প্রযোজ্য হয়, আর نَوْع اِضَافِىْ টা نَوْع حَقِيْقِىْ ব্যতীত حَيَوَانْ -এর জন্য প্রযোজ্য হয়।

فَصْلٌ فِىْ تَرْتِيْبِ الْاَجْنَاسِ: اَلْجِنْسُ اِمَّا سَافِلٌ وَهُوَ مَا لَا يَكُوْنُ تَحْتَهُ جِنْسٌ وَيَكُوْنُ فَوْقَهُ جِنْسٌ بَلْ اِنَّمَا يَكُوْنُ تَحْتَهُ النَّوْعُ كَالْحَيَوَانِ فَاِنَّ تَحْتَهُ الْاِنْسَانُ وَهُوَ نَوْعٌ وَفَوْقَهُ الْجِسْمُ النَّامِىُّ وَهُوَ جِنْسٌ فَالْحَيَوَانُ جِنْسٌ سَافِلٌ وَاِمَّا مُتَوَسِّطٌ وَهُوَ مَا يَكُوْنُ تَحْتَهُ جِنْسٌ وَفَوْقَهُ اَيْضًا جِنْسٌ كَالْجِسْمِ النَّامِىِّ فَاِنَّ تَحْتَهُ الْحَيَوَانُ وَفَوْقَهُ الْجِسْمُ الْمُطْلَقُ وَاِمَّا عَالٍ وَهُوَ مَا لَا يَكُوْنُ فَوْقَهُ جِنْسٌ وَيُسَمّٰى بِجِنْسِ الْاَجْنَاسِ اَيْضًا كَالْجَوْهَرِ فَاِنَّهُ لَيْسَ فَوْقَهُ جِنْسٌ وَتَحْتَهُ الْجِسْمُ الْمُطْلَقُ وَالْجِسْمُ النَّامِىُّ وَالْحَيَوَانُ

পরিচ্ছেদ : جِنْس [জাতিসমূহের বিন্যাস প্রসঙ্গে] جِنْس হয়তো নিম্নস্তরের হবে। তা ঐ জিনসকে বলা হয়, যার নিচে আর কোনো جِنْس থাকে না, তার উপরে جِنْس থাকে। তার নিচে কেবল نَوْع (উপজাতি) থাকে। যেমন- حَيَوَانْ (প্রাণী) তার নিচে اِنْسَانْ (মানুষ) তার نَوْع। আর তার উপরে جِسْم نَامِىْ (বর্ধনশীল দেহ) তা جنس। অতএব حَيَوَانْ (প্রাণী) جِنْس سَافِلْ (সর্বনিম্ন জিনস) অথবা مُتَوَسِّطْ (মধ্যবর্তী) হবে। তা ঐ জিনস যার নিচেও جِنْس, আবার উপরেও جِنْس। যেমন- جِسْم نَامِىْ (বর্ধনশীল দেহ) তার নিচে حَيَوَانْ (প্রাণী)। আর তার উপরে جِسْم مُطْلَقْ (সাধারণ দেহ)। অথবা তা عَالِىْ (উর্ধ্বতন) হবে। তা ঐ جِنْس-কে বলা হয় যার উর্ধ্বে আর কোনো جِنْس নেই। একে جِنْسُ الْاَجْنَاسِ (সর্বোচ্চ জাতি) বলা হয়। যেমন- جَوْهَرْ (মূলধাতু)। কেননা, তার উর্ধ্বে কোনো জিনস নেই। তবে নিচে جِنْس مُطْلَقْ ، جِنْس نَامِىْ ও حَيَوَانْ (প্রাণী) রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلثَّانِى পঞ্চ كُلِّىْ-এর দ্বিতীয় প্রকার হলো اَلنَّوْعُ উপজাতি وَهُوَ كُلِّىٌّ আর তা ঐ কুল্লী مَقُوْلٌ যা আসে عَلٰى كَثِيْرِيْنَ একাধিক বস্তুর উপর مُتَّفِقِيْنَ بِالْحَقَائِقِ একই হাকীকত বা সত্তা বিশিষ্ট فِىْ جَوَابِ مَاهُوَ - مَاهُوَ দ্বারা প্রশ্ন করলে জবাবে وَلِلنَّوْعِ উপজাতি-এর রয়েছে مَعْنًى اٰخَرُ আরো একটি অর্থ وَيُقَالُ لَهُ তাকে বলা হয় اَلنَّوْعُ الْاِضَافِىُّ সম্বন্ধবাচক উপজাতি وَهُوَ مَاهِيَةٌ তা ঐ مَاهِيَة (প্রকৃতি)-কে বলা হয় يُقَالُ عَلَيْهَا যার সাথে প্রযোজ্য হয় وَعَلٰى غَيْرِهَا অন্য এক مَاهِيَة যোগ করে اَلْجِنْسُ জাতি فِىْ جَوَابِ مَاهُوَ - مَاهُوَ দ্বারা প্রশ্ন করলে তার জবাবে وَبَيْنَ النَّوْعِ الْحَقِيْقِىِّ আর نَوْع حَقِيْقِىْ ও وَالنَّوْعِ الْاِضَافِىِّ - نَوْع اِضَافِىْ-এর মধ্যে عُمُوْمٌ وَخُصُوْصٌ مِنْ وَجْهٍ উমূম ওয়া খুসূস মিন ওয়াজহিন-এর সম্পর্ক لِتَصَادُقِهِمَا কেননা, উভয়টি প্রযোজ্য হয় عَلَى الْاِنْسَانِ - اِنْسَانْ এর ক্ষেত্রে وَصَدَقَ الْحَقِيْقِىُّ - نَوْع حَقِيْقِىْ টা প্রযোজ্য হয় بِدُوْنِ الْاِضَافِىِّ - نَوْع اِضَافِىْ ব্যতীত فِى النُّقْطَةِ বিন্দু-এর জন্য وَصَدَقَ الْاِضَافِىُّ আর نَوْع اِضَافِىْ টা প্রযোজ্য হয় بِدُوْنِ الْحَقِيْقِىِّ - نَوْع حَقِيْقِىْ ব্যতীত فِى الْحَيَوَانِ - حَيَوَانْ-এর জন্য فَصْلٌ পরিচ্ছেদ فِىْ تَرْتِيْبِ الْاَجْنَاسِ জাতি সমূহের বিন্যাস প্রসঙ্গে اَلْجِنْسُ اِمَّا سَافِلٌ - جِنْس হয়তো নিম্নস্তরের হবে وَهُوَ তা ঐ জিনসকে বলা হয় مَا لَا يَكُوْنُ تَحْتَهُ যার নিচে থাকে না جِنْسٌ আর কোনো জিনস

www.eelm.weebly.com

وَيَكُوْنُ فَوْقَهُ جِنْسٌ তার উপরে জিনস থাকে بَلْ إِنَّمَا يَكُوْنُ কেবল থাকে تَحْتَهُ النَّوْعُ তার নিচে نَوْع উপজাতি كَالْحَيَوَانِ তার নিচে حَيَوَانٌ প্রাণী اَلْجِسْمُ النَّامِيُّ তার নিচে মানুষ فَإِنَّ تَحْتَهُ الْإِنْسَانُ তা وَهُوَ نَوْعٌ উপজাতি نَوْع আর তার উপর وَفَوْقَهُ বর্ধনশীল দেহ تা وَهُوَ جِنْسٌ জাতি جِنْس সর্বনিম্ন জিনস جِنْس سَافِل অতএব প্রাণী فَالْحَيَوَانُ جِنْسٌ سَافِلٌ অথবা وَإِمَّا مُتَوَسِّطٌ মধ্যবর্তী হবে وَهُوَ مَا يَكُوْنُ তা ঐ জিনস جِنْسٌ যার নিচেও জিনস تَحْتَهُ جِنْسٌ আবার উপরেও وَفَوْقَهُ أَيْضًا জিনস হবে كَالْجِسْمِ النَّامِيْ যেমন- جِسْم نَامِيْ বর্ধনশীল দেহ فَإِنَّ تَحْتَهُ الْحَيَوَانُ তার নিচে حَيَوَانٌ প্রাণী وَفَوْقَهُ الْجِسْمُ الْمُطْلَقُ আর তার উপরে جِسْم مُطْلَق সাধারণ দেহ وَإِمَّا عَالٍ অথবা তা عَالِيْ ঊর্ধ্বতন হবে وَهُوَ مَا لَا يَكُوْنُ তা ঐ জিনসেকে বলা হয় নেই فَوْقَهُ جِنْسٌ যার ঊর্ধ্বে আর কোনো জিনস يُسَمَّى একে বলা হয় جِنْسُ الْأَجْنَاسِ - بِجِنْسِ الْأَجْنَاسِ أَيْضًا সর্বোচ্চ জাতি كَالْجَوْهَرِ যেমন-মূলধাতু فَإِنَّهُ কেননা لَيْسَ فَوْقَهُ جِنْسٌ তার ঊর্ধ্বে কোনো জিনস নেই وَتَحْتَهُ তবে তার নিচে রয়েছে اَلْجِسْمُ الْمُطْلَقُ সাধারণ দেহ وَالْجِسْمُ النَّامِيُّ - جِسْم نَامِيْ বর্ধনশীল দেহ وَالْحَيَوَانُ এবং প্রাণী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الثَّانِي النَّوْعُ الخ-এর আলোচনা : نَوْعٌ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো أَنْوَاعٌ ; এর শাব্দিক অর্থ হলো- اَلْقِسْمُ বা প্রকার। পরিভাষায় نَوْع বলা হয়- اَلنَّوْعُ وَهُوَ صَادِقٌ عَلَى كَثِيْرِيْنَ مُتَّفِقِيْنَ بِالْحَقَائِقِ فِيْ جَوَابِ مَاهُوَ অর্থাৎ نَوْع এমন كُلِّيْ যা مَاهُوَ দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তরে একই হাকীকত বিশিষ্ট অনেক أَفْرَادْ বা সংখ্যার উপর প্রযোজ্য হয়। যেমন- إِنْسَانٌ।

قَوْلُهُ كُلِّيٌّ مَقُوْلٌ الخ-এর আলোচনা : এখানে نَوْع حَقِيْقِيْ এবং نَوْع إِضَافِيْ-এর সংজ্ঞা এবং তাদের মধ্যকার نِسْبَةٌ বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, نَوْع حَقِيْقِيْ এবং نَوْع إِضَافِيْ-এর মধ্যে عَام وَخَاص مِنْ وَجْهٍ-এর نِسْبَةٌ হবে। যেমন- إِنْسَانٌ হলো نَوْع حَقِيْقِيْ এবং نَوْع إِضَافِيْ হলো حَيَوَانٌ।

قَوْلُهُ وَهُوَ كُلِّيٌّ مَقُوْلٌ عَلَى كَثِيْرِيْنَ الخ-এর আলোচনা : উল্লেখ্য যে, نَوْع حَقِيْقِيْ ঐ كلي-কে বলে যা مَاهُوَ-এর প্রশ্নের উত্তরে এমন অনেক أَفْرَادْ-এর উপর প্রযোজ্য হবে যারা حَقِيْقَةٌ গতভাবে এক ও অভিন্ন। যেমন- إِنْسَانٌ (মানুষ) এটি خَالِدٌ - بَكْرٌ - عَمْرٌو - زَيْدٌ ইত্যাদির أَفْرَادْ-এর উপর প্রযোজ্য, যারা حَقِيْقَةٌ গতভাবে এক। কেননা, زَيْدٌ - عَمْرٌو - بَكْرٌ ইত্যাদি إِنْسَانٌ হিসেবে এদের حَقِيْقَةٌ হলো- حَيَوَانٌ نَاطِقٌ

আর نَوْع إِضَافِيْ ঐ مَاهِيَةٌ-কে বলে, যে ماهو দ্বারা প্রশ্নের উত্তরে তার এবং তার অন্যের উপর جِنْس প্রযোজ্য হয়। যেমন- إِنْسَانٌ একটি كُلِّيْ ذَاتِيْ যা حَيَوَانٌ - جِسْم نَامِيْ - جِسْم مُطْلَقْ এবং جَوْهَرٌ-এর অধীনে। অতঃপর যখন إِنْسَانٌ-এর সাথে فَرَسٌ-কে মিলিয়ে مَاهُوَ দ্বারা প্রশ্ন করা হয়। তখন উত্তরে حَيَوَانٌ হবে। আর যখন إِنْسَانٌ-এর সাথে شَجَرٌ-কে একত্রিত করে প্রশ্ন করা হয়, তখন উত্তরে جِسْم نَامِيْ হবে। আর যখন إِنْسَانٌ-এর সাথে حَجَرٌ-কে একত্রিত করে প্রশ্ন করা হয়, তখন উত্তরে جِسْم مُطْلَقْ হবে। আর যদি إِنْسَانٌ-এর সাথে عَقْلٌ-কে একত্রিত করে প্রশ্ন করা হয়, তখন উত্তরে جَوْهَرٌ বলা হবে। সুতরাং إِنْسَانٌ উল্লিখিত চারটি جِنْس হতে نَوْع إِضَافِيْ হবে। তদ্রূপ جِسْم نَامِيْ-এর দৃষ্টিতে حَيَوَانٌ ও نَوْع إِضَافِيْ এবং جِسْم مُطْلَقْ-এর দৃষ্টিতে جِسْم نَامِيْ ও جَوْهَرٌ-এর দৃষ্টিতে جِسْم مُطْلَقْ টি نَوْع إِضَافِيْ হবে।

قَوْلُهُ عُمُوْمٌ وَخُصُوْصٌ الخ-এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, نَوْع حَقِيْقِيْ এবং نَوْع إِضَافِيْ-এর মধ্যকার نسبة হলো عُمُوْمٌ وَخُصُوْصٌ مِنْ وَجْهٍ-এর نِسْبَةٌ যেমন- إِنْسَانٌ এবং حَيَوَانٌ - কেননা, إِنْسَانٌ টি نَوْع حَقِيْقِيْ ও হবে এবং نوع اضافى ও হবে। আর نَوْع حَقِيْقِيْ শুধু نُقْطَه হবে نَوْع إِضَافِيْ নয়। কেননা, এটি কোনো جِنْس-এর অধীনে নয়। আর حَيَوَانٌ এটি نَوْع إِضَافِيْ হবে, نَوْع حَقِيْقِيْ নয়। কেননা, এর أَفْرَادْ বিভিন্ন حَقِيْقَةٌ সম্পন্ন।

كُلِّيَّاتْ-এর স্তরের বর্ণনা : উল্লেখ্য যে, جِنْس এটি نَوْع-এর جُزْءٌ বা অংশ হওয়ার দরুন মানতিকীগণ একে نَوْع-এর উপর مُقَدَّمْ করেছেন। আর অন্যান্য كُلِّيَاتْ-কে পরে নেওয়ার কারণ এই যে, فَصْل টি نَوْع-এর অংশ হওয়ার কারণে একে পরে নেওয়া হয়েছে। আর خَاصَّةٌ এবং عَرْض عَامٌ এরা عَرْضِيَاتْ হওয়ার কারণে এদেরকে ذَاتِيَاتْ-এর পরে নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ فِيْ تَرْتِيْبِ الْأَجْنَاسِ-এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, جِنْس ঊর্ধ্বগতিমূলক تَرْتِيْب বা স্তরসম্পন্ন হবে এবং এ স্তরের ভিত্তিতে جِنْس তিন প্রকার : ১. جِنْس سَافِلْ ২. جِنْس مُتَوَسِّطْ ৩. جِنْس عَالِيْ আর جَوْهَرٌ-কে যদি عَقْل-এর جِنْس না মানা হয় তাহলে عَقْل এটি جِنْس مُفْرَدْ-এর উদাহরণ হবে। কেননা, جِنْس مُفْرَدْ ঐ جِنْس-কে বলে, যার উপরেও جِنْس নেই এবং নিচেও جِنْس নেই। আর عَقْل ও অনুরূপ جِنْس। উল্লেখ্য যে, جِنْس عَالِيْ সবচেয়ে عَامٌ এবং جِنْس سَافِلْ সবচেয়ে خَاصٌ এবং جِنْس مُتَوَسِّطْ কোনো جِنْس-এর দৃষ্টিতে خَاصٌ আর কোনো جِنْس-এর দৃষ্টিতে عَامٌ।

جِنْس سَافِلْ-এর সংজ্ঞা : جِنْس سَافِلْ ঐ جِنْس-কে বলে, যার নিচে جِنْس হবে না ; বরং نَوْع হবে, তবে তার উপরে جِنْس হবে। যেমন- حَيَوَانٌ-এর নিচে جِنْس নেই তবে نَوْع আছে। আর সেই نَوْع হলো انسان (মানুষ) আর حَيَوَانٌ-এর উপরের جِنْس হলো جِسْم نَامِيْ - جِسْم مُطْلَقْ ইত্যাদি। সুতরাং حَيَوَانٌ এটি جِنْس سَافِلْ।

جِنْس مُتَوَسِّطْ-এর সংজ্ঞা : جِنْس مُتَوَسِّطْ ঐ جِنْس-কে বলে, যার উপরে ও নিচে جنس আছে। যেমন- جِسْم نَامِيْ যার নিচের جِنْس হলো حَيَوَانٌ-এর উপরের جِنْس হলো جِسْم مُطْلَقْ সুতরাং جِسْم نَامِيْ এটি جِنْس مُتَوَسِّطْ।

جِنْس عَالِيْ-এর সংজ্ঞা : যে جِنْس-এর নিচে جِنْس আছে, কিন্তু উপরে جنس নেই, তাকে جِنْس عَالِيْ বলে। যথা- جَوْهَرٌ তার উপরে جِنْس নেই তবে নিচে جِنْس আছে। আর মানতিকীদের পরিভাষায় جِنْس عَالِيْ-কে جِنْسُ الْأَجْنَاسِ ও বলে।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : اَلْاَجْنَاسُ الْعَالِيَةُ عَشَرَةٌ وَلَيْسَ فِي الْعَالَمِ شَيْءٌ خَارِجًا عَنْ هٰذِهِ الْاَجْنَاسِ وَيُقَالُ لِهٰذِهِ الْاَجْنَاسِ الْعَالِيَةِ الْمَقُوْلَاتُ الْعَشَرُ اَيْضًا اَحَدُهَا الْجَوْهَرُ وَالْبَاقِي الْمَقُوْلَاتُ التِّسْعُ لِلْعَرْضِ وَالْجَوْهَرُ هُوَ الْمَوْجُوْدُ لَا فِيْ مَوْضُوْعٍ اَىْ مَحَلٍّ بَلْ قَائِمٌ بِنَفْسِهٖ كَالْاَجْسَامِ وَالْعَرَضُ هُوَ الْمَوْجُوْدُ فِيْ مَوْضُوْعٍ اَىْ مَحَلٍّ وَالْمَقُوْلَاتُ الْعَرَضِيَّةُ هِيَ الْكَمُّ وَالْكَيْفُ وَالْاِضَافَةُ وَالْاَيْنُ وَالْمَلْكُ وَالْفِعْلُ وَالْاِنْفِعَالُ وَالْمَتٰى وَالْوَضْعُ وَتَجْمَعُهَا هٰذَا الْبَيْتُ الْفَارِسِيُّ -

مردے دراز نیکو دیدم بشہر امروز *
با خواستہ نشستہ از کرد خویشش فیروز

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : جِنْس عَالِىْ : দশটি, জগতের কোনো কিছু এ দশটি جِنْس -এর বাইরে নেই। আর এ اَجْنَاس عَالِيَه -কে مَقُوْلَاتِ عَشَر ও বলে। مَقُوْلَاتِ عَشَر -এর একটি হলো جَوْهَر অবশিষ্ট নয়টি مَقُوْلَاتْ হলো عَرَض বা পরনির্ভরশীল। اَلْجَوْهَرُ ঐ বিদ্যমান জিনিসকে বলে যা কোনো স্থানের মুখাপেক্ষী নয়। বরং তা নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত তথা স্বনির্ভরশীল। যেমন- اَجْسَامْ তথা দেহসমূহ اَلْعَرَضُ ঐ বিদ্যমান বস্তু যা কোনো স্থানের মুখাপেক্ষী। مَقُوْلَات عَرَضِيَّه হলো فِعْل - اِنْفِعَال - مَلْك - اَيْنَ - اِضَافَة - كَيْف - كَم - وَضْع - مَتٰى - যাদেরকে একটি ফারসি ছন্দ একত্র করেছে।

ছন্দের অর্থ : আমি আজ শহরে একজন সৎ দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে দেখলাম, সে স্বীয় কর্মে সফল হয়ে নিজ ধন-সম্পদের সাথে বসে আছে।

فَصْلٌ : فِيْ تَرْتِيْبِ الْاَنْوَاعِ اِعْلَمْ اَنَّ الْاَنْوَاعَ قَدْ تُتَرَتَّبُ مُتَنَازِلَةً فَالنَّوْعُ قَدْ يَكُوْنُ تَحْتَهٗ نَوْعٌ وَلَا يَكُوْنُ فَوْقَهٗ نَوْعٌ فَهُوَ النَّوْعُ الْعَالِيْ وَقَدْ يَكُوْنُ تَحْتَهٗ نَوْعٌ وَفَوْقَهٗ نَوْعٌ وَهُوَ النَّوْعُ الْمُتَوَسِّطُ وَقَدْ لَا يَكُوْنُ تَحْتَهٗ نَوْعٌ وَيَكُوْنُ فَوْقَهٗ نَوْعٌ وَهُوَ النَّوْعُ السَّافِلُ وَيُقَالُ لَهٗ نَوْعُ الْاَنْوَاعِ اَيْضًا ٠

পরিচ্ছেদ : نَوْع (উপজাতি) সমূহের বিন্যাস সম্পর্কে। জেনে রাখো যে, نَوْع (উপজাতি) সমূহ কোনো কোনো সময় উপর হতে নিচের দিকে বিন্যাসিত হয়ে থাকে। কোনো কোনো نَوْع (উপজাতি) এমন হয়, যার নিম্নে نَوْع (উপজাতি) থাকে, কিন্তু ঊর্ধ্বে কোনো نَوْع থাকে না। আর একে نَوْع عَالِىْ বলা হয়। আর কোনো কোনো সময় نَوْع (উপজাতি)-এর নিম্নেও نَوْع থাকে, আর ঊর্ধ্বেও نَوْع থাকে। তা হলো نَوْع مُتَوَسِّطْ - আর কোনো কোনো সময় নিম্নে কোনো نَوْع থাকে না, কিন্তু ঊর্ধ্বে نَوْع থাকে। তাকে نَوْع سَافِلْ বলে। তাকে نَوْعُ الْاَنْوَاعِ ও বলা হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْاَجْنَاسُ الْعَالِيَةُ عَشَرَةٌ - جِنْس عَالِىْ দশটি وَلَيْسَ فِي الْعَالَمِ জগতের নেই شَيْءٌ কোনো কিছু خَارِجًا عَنْ هٰذِهِ الْاَجْنَاسِ এ দশটি জিনসের বাইরে وَيُقَالُ আর বলে لِهٰذِهِ الْاَجْنَاسِ الْعَالِيَةِ এ اَجْنَاس عَالِيَه -কে اَلْمَقُوْلَاتُ الْعَشَرُ اَيْضًا মাকুলাতে আশারাও اَحَدُهَا الْجَوْهَرُ - مَقُوْلَاتِ عَشَر এর একটি হলো جَوْهَر (মূলধাতু) وَالْبَاقِي اَلْمَقُوْلَاتُ التِّسْعُ অবশিষ্ট নয়টি مَقُوْلَاتْ হলো لِلْعَرَضِ - عَرَض বা পরনির্ভরশীল وَالْجَوْهَرُ আর جَوْهَر বা মূলধাতু هُوَ الْمَوْجُوْدُ ঐ বিদ্যমান জিনসকে বলে لَا فِيْ مَوْضُوْعٍ যা কোনো স্থানের মুখাপেক্ষী নয় اَىْ مَحَلٍّ তথা জায়গার بَلْ قَائِمٌ بِنَفْسِهٖ বরং তা নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত তথা স্বনির্ভরশীল كَالْاَجْسَامِ যেমন- اَجْسَام তথা দেহসমূহ وَالْعَرَضُ আর عَرَض বা পরনির্ভরশীল هُوَ الْمَوْجُوْدُ ঐ বিদ্যমান বস্তু فِيْ مَوْضُوْعٍ যা কোনো স্থানের মুখাপেক্ষী اَىْ مَحَلٍّ তথা জায়গার وَالْمَقُوْلَاتُ الْعَرَضِيَّةُ هِيَ আর مَقُوْلَات عَرَضِيَّه হলো اَلْكَمُّ وَالْكَيْفُ وَالْاِضَافَةُ - كَم ، كَيْف ، اِضَافَة وَالْاَيْنَ وَالْمَلْكُ وَالْفِعْلُ - اَيْنَ، مَلْك، فِعْل وَالْاِنْفِعَالُ وَالْمَتٰى - اِنْفِعَال، مَتٰى، وَضْع - وَالْوَضْعُ وَتَجْمَعُهَا যাদেরকে একত্র করেছে هٰذَا الْبَيْتُ الْفَارِسِيُّ একটি ফারসি ছন্দ- ১. مرادے জাওহার ২. دراز কাম ৩. نیکو কাইফ ৪. دیدم ইনফিয়াল ৫. بشہر আইনা ৬. امروز মাতা ৭. خواستہ ইযাফত ৮. نشستہ ওয়াযা' ৯. کرد ফে'ল ১০. فیروز মিলক فَصْلٌ পরিচ্ছেদ فِيْ تَرْتِيْبِ الْاَنْوَاعِ - نوع (উপজাতি) সমূহের বিন্যাস সম্পর্কে اِعْلَمْ জেনে রাখো اَنَّ الْاَنْوَاعَ যে, نَوْع (উপজাতি) সমূহ قَدْ تُتَرَتَّبُ কোনো কোনো সময় বিন্যাসিত হয়ে থাকে مُتَنَازِلَةً উপর হতে নিচের দিকে فَالنَّوْعُ কোনো কোনো نَوْع (উপজাতি) এমন হয় قَدْ يَكُوْنُ تَحْتَهٗ نَوْعٌ যার নিম্নে نَوْع থাকে وَلَا يَكُوْنُ فَوْقَهٗ نَوْعٌ কিন্তু ঊর্ধ্বে কোনো نَوْع থাকে না فَهُوَ النَّوْعُ الْعَالِيْ আর একে نَوْع عَالِىْ বলা হয় وَقَدْ يَكُوْنُ আর কোনো কোনো সময় تَحْتَهٗ نَوْعٌ - نَوْع -এর নিম্নেও

www.eelm.weebly.com

وَقَدْ لَايَكُوْنُ - نَوْع مُتَوَسِّط আর কোনো কোনো نَوْع থাকে وَفَوْقَهُ نَوْعٌ আর উর্ধ্বেও نَوْع থাকে وَهُوَ النَّوْعُ الْمُتَوَسِّطُ তা হলো নিম্নে কোনো نَوْع - وَيَكُوْنُ فَوْقَهُ نَوْعٌ কিন্তু উর্ধ্বে نَوْع থাকে وَهُوَ النَّوْعُ السَّافِلُ তাকে نَوْع سَافِل বলে সময় থাকে না تَحْتَهُ نَوْعٌ আর তাকে বলা نَوْعُ الْاَنْوَاعِ اَيْضًا - نَوْعُ الْاَنْوَاعِ وَيُقَالُ لَهُ ও।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْاَجْنَاسُ الْعَالِيَةُ-এর আলোচনা : এখানে اَجْنَاس عَالِيَه-এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। اَجْنَاس عَلِيَه মোট দশটি এবং দশটি اَجْنَاس-কে مَقُوْلَاتِ عَشَرَ বলা হয়। আর مَقُوْلَاتِ عَشَرَ-এর মধ্যে একটি হলো جَوْهَرٌ আর অবশিষ্ট ৯টি مَقُوْلَاتٌ হলো عَرَض। জগতের প্রত্যেকটি জিনিস কোনো না কোনো مقوله-এর অধীনে হয়ে থাকবে। চাই তা مَقُوْلَه جَوْهَرٌ-এর অধীনে হোক বা مَقُوْلَه عَرَض-এর অধীনে হোক। جَوْهَرٌ ঐ বস্তুকে বলে যা স্বনির্ভরশীল কোনো مَحَلّ-এর মুখাপেক্ষী নয়। আর عرض ঐ বস্তুকে বলে যা স্বনির্ভরশীল নয়; বরং তা কোনো না কোনো مَحَلّ-এর মুখাপেক্ষী। দশটি مَقُوْلَاتٌ-কে এখানে একটি ফারসি ছন্দের মধ্যে একত্রে নেওয়া হয়েছে।

১. كَمّ-এর বর্ণনা : كَمّ এমন عَرَض-কে বলে, যা স্বভাবগতভাবে বণ্টন ও খণ্ডনযোগ্য। এটা দু'প্রকার। যথা– ক. مُتَّصِل : যদি তার অংশসমূহের মধ্যে حَدّ مُشْتَرَك বিদ্যমান থাকে, তাহলে তাকে كَمّ مُتَّصِلَة বলা হয়। যেমন– مِقْدَارٌ (পরিমাণ)। খ. منفصل : আর যদি حَدّ مُشْتَرَك না থাকে, তাহলে তাকে كَمّ مُنْفَصِلَة বলে। যেমন– عَدَدٌ (সংখ্যা) ইত্যাদি। كَمّ مُتَّصِل আবার দু'প্রকার। যথা– ক. قَارٌ ও খ. غَيْر قَارٌ

ক. قَارٌ [কার] : যদি তার সমুদয় অংশ এক সঙ্গে অস্তিত্ব লাভ করে, তবে তাকে قَارٌ (কার) বলে। যেমন– جِسْم

খ. غَيْر قَارٌ [গায়রে কার] : আর যদি তার অংশ এক সঙ্গে অস্তিত্ব লাভ না করে, তবে তাকে غَيْر قَارٌ বলে। যেমন– زَمَانٌ বা কাল, এর সমস্ত অংশ এক সঙ্গে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না।

২. كَيْف-এর বর্ণনা : كَيْف এমন একটি عَرَض যা বণ্টন ও সম্বন্ধের দাবি করে না।

৩. اِضَافَة-এর বর্ণনা : اِضَافَة হলো এমন একটি সম্পর্ক যা অপর একটি সম্পর্কের মাধ্যমে বুঝা যায়। আর অপর সম্পর্কটিও এটি ব্যতীত বুঝে আসে না। যেমন– اُبُوَّةٌ ও بُنُوَّةٌ-এর সম্পর্ক। কেননা, পিতা বুঝতে হলে পুত্র বুঝা বাঞ্ছনীয়। এমনিভাবে পুত্র বুঝতেও পিতা বুঝতে হয়।

৪. اَيْن-এর বর্ণনা : اين এমন একটি সম্বন্ধ, যা কোনো বস্তু তার আপন স্থানে অধিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারা বুঝা যায়। এটা দু' প্রকার– ১. حَقِيْقِيْ ২. غَيْر حَقِيْقِيْ
حَقِيْقِيْ হলো, স্থান গ্রহণকারী বস্তুটি যদি স্থান গ্রহণ করার পর উক্ত স্থান পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং এর কিছু অংশ অবশিষ্ট না থাকে তাকে حَقِيْقِيْ বলে। আর এর বিপরীত অবস্থা হলে তাকে غَيْر حَقِيْقِيْ বলে।

৫. مَلَك-এর বর্ণনা : مَلَك দেহের এমন কিছু অবস্থাকে বলা হয়, যা দেহের সাথে অন্য কোনো বস্তু সম্পৃক্ত হওয়ার দরুন লাভ হয় এবং এতে দেহের স্থানান্তরও হয়ে থাকে। যেমন– জামা পরিধান করার পর সৃষ্ট অবস্থা।

৬. فِعْل-এর বর্ণনা : কোনো বস্তুকে ক্রমাগত এক নির্ধারিত যোগ্যতা হতে فِعْل-এর দিকে নিয়ে যাওয়াকে فِعْل বলে। যেমন– গরম করা, ঠাণ্ডা করা ইত্যাদি।

৭. اِنْفِعَال-এর বর্ণনা : কোনো কাজ সম্পন্ন করার পর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তাকে اِنْفِعَال বলে। যেমন– পানি গরম হওয়া। এখানে গরম হওয়াটাই اِنْفِعَال।

৮. مَتٰى-এর বর্ণনা : কালের সাথে কোনো বস্তুর যে সম্বন্ধ লাভ হয়, তাকে مَتٰى বলে। مَتٰى দু'ভাগে বিভক্ত। যথা– ক. مَتٰى حَقِيْقِيْ খ. مَتٰى غَيْر حَقِيْقِيْ

৯. وَضْع-এর বর্ণনা : কোনো বস্তুর আপন অংশসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে যে অবস্থা লাভ হয়, তাকে وَضْع বলে।

قَوْلُهُ تَجْمَعُهَا هٰذَا الْبَيْتُ-এর আলোচনা : উল্লেখ্য যে, مَقُوْلَاتِ عَشَرَ-কে কিতাবে উল্লেখিত ফারসি ছন্দটি দ্বারা দেখানো হয়েছে। যার বিবরণ হলো– ১. مرد এটি مَقُوْلَة جَوْهَرْ, ২. دراز এটি مَقُوْلَة كَمّ, ৩. نيكو এটি مَقُوْلَة كَيْف, ৪. دِيْدَم এটি مَقُوْلَة اِنْفِعَال, ৫. بشهر এটি مَقُوْلَة اَيْن, ৬. امروز এটি مَقُوْلَة مَتٰى, ৭. خواسته এটি مَقُوْلَة اِضَافَتْ, ৮. نشسته এটি مَقُوْلَة وَضْع, ৯. كرد এটি مَقُوْلَة مَلَك, ১০. فيروز এটি مَقُوله فِعْل ও

قَوْلُهُ فِيْ تَرْتِيْبِ الْاَنْوَاعِ-এর আলোচনা : جِنْس-এর যেরূপ স্তর বিন্যাস হয়, তদ্রূপ نَوْع-এরও স্তর বিন্যাস হয়। نَوْع উপর হতে নিচের দিকে স্তর বিন্যাস হয়। نَوْع-এর তিনটি স্তর। যথা– ১. نَوْع عَالِيْ যার নিচে نَوْع আছে; কিন্তু তার উপরে কোনো نَوْع নেই। ২. نَوْع مُتَوَسِّط যার উপরে ও নিচে উভয় স্তরেই نَوْع আছে। ৩. نَوْع سَافِل যার উপরে نَوْع আছে; কিন্তু নিচে কোনো نَوْع নেই। আর سَافِل نَوْع-কে نَوْعُ الْاَنْوَاعِ বলা হয়। কেননা, অন্যান্য نَوْع-এর তুলনায় এটা اَخَصّ হয়। এ দিক হতে نَوْع-এর স্তর جِنْس-এর স্তরের বিপরীত কেননা, جِنْس-এর মধ্যে جِنْس عَالِيْ-কে جِنْسُ الْاَجْنَاسِ বলে, আর نَوْع-এর মধ্যে نَوْع سَافِل-কে نَوْعُ الْاَنْوَاعِ বলে।
উল্লেখ্য যে, اَنْوَاع-এর এ স্তর বিন্যাস শুধু نَوْع اِضَافِيْ-এর মধ্যে প্রযোজ্য نَوْع حَقِيْقِيْ-এর মধ্যে নয়।

اَنْوَاع-এর উদাহরণ : উল্লেখ্য যে, যে نَوْع-এর উপরে نَوْع নেই তবে নিচে نَوْع আছে, তাকে نَوْع عَالِيْ বলে। যেমন– جِسْم مُطْلَق তা نَوْع عَالِيْ তার উপরে কোনো نَوْع নেই। তবে এর নিচে جِسْم نَامِيْ ـ حَيْوَانٌ ـ اِنْسَانٌ ইত্যাদি نَوْع আছে। আর যে نَوْع-এর উপরে ও নিচে نَوْع আছে, তাকে نَوْع مُتَوَسِّط বলে। যেমন– حَيْوَانٌ এবং جِسْم نَامِيْ এরা نَوْع مُتَوَسِّط - কেননা, এদের নিচে اِنْسَانٌ এবং উপরে جِسْم مُطْلَق আছে এবং এরা نوع। যে نوع-এর উপরে نَوْع আছে, কিন্তু নিচে نَوْع নেই, তাকে نَوْع سَافِل বলে। যেমন– اِنْسَانٌ-এর নিচে نَوْع নেই। তবে এর উপরে حَيْوَانٌ ـ جِسْم نَامِيْ ـ جِسْم مُطْلَق আছে।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : اَلثَّالِثُ الْفَصْلُ وَهُوَ كُلِّيٌّ مَقُوْلٌ عَلَى الشَّيْءِ فِيْ جَوَابِ اَيِّ شَيْءٍ هُوَ فِيْ ذَاتِهٖ كَمَا اِذَا سُئِلَ الْاِنْسَانُ بِاَيِّ شَيْءٍ هُوَ فِيْ ذَاتِهٖ فَيُجَابُ بِاَنَّهٗ نَاطِقٌ وَهُوَ قِسْمَانِ قَرِيْبٌ وَبَعِيْدٌ فَالْقَرِيْبُ هُوَ الْمُمَيِّزُ عَنِ الْمُشَارَكَاتِ فِي الْجِنْسِ الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدُ هُوَ الْمُمَيِّزُ عَنِ الْمُشَارَكَاتِ فِي الْجِنْسِ الْبَعِيْدِ فَالْاَوَّلُ كَالنَّاطِقِ لِلْاِنْسَانِ وَالثَّانِيْ كَالْحَسَّاسِ لَهٗ - وَلِلْفَصْلِ نِسْبَةٌ اِلَى النَّوْعِ فَيُسَمّٰى مُقَوِّمًا لِدُخُوْلِهٖ فِيْ قِوَامِ النَّوْعِ وَحَقِيْقَتِهٖ وَ نِسْبَةٌ اِلَى الْجِنْسِ فَيُسَمّٰى مُقَسِّمًا لِاَنَّهٗ يُقَسِّمُ الْجِنْسَ وَيَحْصُلُ قِسْمًا لَهٗ كَالنَّاطِقِ فَهُوَ مُقَوِّمٌ لِلْاِنْسَانِ لِاَنَّ الْاِنْسَانَ هُوَ الْحَيَوَانُ النَّاطِقُ وَمُقَسِّمٌ لِلْحَيَوَانِ لِاَنَّ النَّاطِقَ حَصَلَ لِلْحَيَوَانِ قِسْمَانِ اَحَدُهُمَا الْحَيَوَانُ النَّاطِقُ وَالْاٰخَرُ الْحَيَوَانُ لِغَيْرِ النَّاطِقِ -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : তৃতীয় كُلِّيٌّ হলো فَصْل ; আর فَصْل ঐ كُلِّيٌّ -কে বলে, যা কোনো বিষয়ের ব্যাপারে اَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِيْ ذَاتِهٖ তথা তা সত্তাগতভাবে কি? এ প্রশ্নের উত্তরে প্রযোজ্য হয়। যেমন- যখন প্রশ্ন করা হয় যে, اَلْاِنْسَانُ اَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِيْ ذَاتِهٖ অর্থাৎ মানুষ তা সত্তাগতভাবে কি? তখন তার উত্তরে বলা যাবে যে, তা نَاطِقٌ (বাকশক্তি সম্পন্ন)। আর فَصْل দু' প্রকার : ১. فَصْل قَرِيْب ২. فَصْل بَعِيْد অতঃপর فَصْل قَرِيْب ঐ فَصْل কে বলে, যা مَاهِيَّة -কে جِنْس قَرِيْب -এর مُشَارَكَاتٌ তথা অংশীদারিত্ব হতে পৃথক করে দেয়। আর فَصْل بَعِيْد ঐ فَصْل কে বলে, যা مَاهِيَّتْ -কে جِنْس بَعِيْد -এর مُشَارَكَاتٌ হতে পৃথক করে দেয়। فَصْل قَرِيْب -এর উদাহরণ হলো, যেমন- اِنْسَانٌ -এর জন্য نَاطِقٌ তথা বাকশক্তি সম্পন্ন হওয়া। আর فَصْل بَعِيْد -এর উদাহরণ হলো, যেমন- اِنْسَانٌ -এর জন্য حَسَّاسٌ তথা অনুভূতিসম্পন্ন হওয়া।

نَوْع -এর সাথে فَصْل -এর একটি সম্পর্ক রয়েছে। আর এ হিসেবে فَصْل -কে مُقَوِّمٌ বলা হয়। কেননা, فَصْل এটি نَوْع -এর قِوَامٌ প্রতিষ্ঠাকারী ও حَقِيْقَة প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। আর فَصْل -এর একটি সম্পর্ক হলো جِنْس -এর সাথে এবং সে হিসেবে فَصْل -কে مُقَسِّمٌ বলা হয়। কেননা, فَصْل এটি جِنْس -কে বিভক্ত করে এবং جِنْس -এর জন্য প্রকার সৃষ্টি করে। যেমন – نَاطِقٌ এটি اِنْسَانٌ -এর জন্য مُقَوِّمٌ কেননা, اِنْسَانٌ হলো حَيَوَانٌ نَاطِقٌ আর نَاطِقٌ এটি حَيَوَانٌ -এর জন্য مُقَسِّمٌ কেননা, نَاطِقٌ এটি حَيَوَانٌ -এর জন্য দু'টি প্রকার সৃষ্টি করে ; একটি হলো حَيَوَانٌ نَاطِقٌ আর অপরটি হলো حَيَوَانٌ غَيْرُ نَاطِقٍ।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلثَّالِثُ الْفَصْلُ তৃতীয় كُلِّيٌّ হলো فَصْل - وَهُوَ كُلِّيٌّ আর فَصْل ঐ كُلِّيٌّ বলে مَقُوْلٌ عَلَى الشَّيْءِ যা কোনো বিষয়ের ব্যাপারে প্রযোজ্য হয় فِيْ جَوَابِ اَيِّ شَيْءٍ هُوَ فِيْ ذَاتِهٖ তা সত্তাগতভাবে কি? এ প্রশ্নের উত্তরে كَمَا اِذَا سُئِلَ যেমন- যখন প্রশ্ন করা হয় যে, اَلْاِنْسَانُ بِاَيِّ شَيْءٍ هُوَ فِيْ ذَاتِهٖ অর্থাৎ মানুষ তা সত্তাগতভাবে কি? فَيُجَابُ তখন তার উত্তরে বলা যাবে بِاَنَّهٗ نَاطِقٌ যে, তা বাকশক্তিসম্পন্ন وَهُوَ قِسْمَانِ আর فَصْل দু'প্রকার قَرِيْبٌ وَبَعِيْدٌ - ১. فَصْل قَرِيْب ২. فَصْل بَعِيْد - فَالْقَرِيْبُ অতঃপর فَصْل قَرِيْب ঐ فَصْل কে বলে هُوَ الْمُمَيِّزُ যা مَاهِيَة –কে পৃথক করে দেয় عَنِ الْمُشَارَكَاتِ - مُشَارَكَاتٌ তথা অংশীদারিত্ব হতে فِي الْجِنْسِ الْقَرِيْبِ - جِنْس قَرِيْب-এর وَالْبَعِيْدُ আর فَصْل بَعِيْد ঐ فَصْل-কে বলে هُوَ الْمُمَيِّزُ যা مَاهِيَة-কে পৃথক করে দেয় عَنِ الْمُشَارَكَاتِ. مُشَارَكَاتٌ তথা অংশীদারিত্ব হতে فِي الْجِنْسِ الْبَعِيْدِ - جِنْس بَعِيْد-এর فَالْاَوَّلُ - فَصْل قَرِيْب-এর উদাহরণ হলো كَالنَّاطِقِ যেমন- نَاطِقٌ তথা বাকশক্তিসম্পন্ন لِلْاِنْسَانِ - اِنْسَانٌ-এর জন্য وَالثَّانِيْ আর فَصْل بَعِيْد-এর উদাহরণ হলো كَالْحَسَّاسِ لَهٗ যেমন- اِنْسَانٌ-এর জন্য حَسَّاسٌ তথা অনুভূতিসম্পন্ন হওয়া وَلِلْفَصْلِ نِسْبَةٌ اِلَى النَّوْعِ আর نَوْع-এর সাথে فَصْل-এর একটি সম্পর্ক রয়েছে فَيُسَمّٰى এবং এ হিসেবে فَصْل-কে বলা হয় مُقَوِّمًا মুকাওয়িম لِدُخُوْلِهٖ কেননা, فَصْل টি অন্তর্ভুক্ত فِيْ قِوَامِ النَّوْعِ - نَوْع-এর প্রতিষ্ঠাকারী وَحَقِيْقَتِهٖ ও حَقِيْقَه বা প্রকৃতির وَنِسْبَةٌ اِلَى الْجِنْسِ আর فَصْل-এর আরেকটি সম্পর্ক হলো جِنْس-এর সাথে فَيُسَمّٰى مُقَسِّمًا এবং সে হিসেবে فَصْل-কে مُقَسِّمٌ বলা হয় لِاَنَّهٗ يُقَسِّمُ الْجِنْسَ কেননা, فَصْل টি جِنْس-কে বিভক্ত করে وَيَحْصُلُ এবং সৃষ্টি করে قِسْمًا لَهٗ - جِنْس-এর জন্য প্রকার كَالنَّاطِقِ যেমন-

www.eelm.weebly.com

هُوَ الْحَيَوَانُ النَّاطِقُ (বাকশক্তি সম্পন্ন) إِنْسَانٌ হলো إِنْسَانٌ কেননা, لِاَنَّ الْاِنْسَانَ -এর জন্য إِنْسَانٌ - لِلْاِنْسَانِ - مُقَوِّمٌ এটি فَهُوَ مُقَوِّمٌ নাতিক টি نَاطِقٌ সৃষ্টি حَصَلَ টি نَاطِقٌ কেননা, لِاَنَّ بِالنَّاطِقِ -এর জন্য حَيَوَانٌ - لِلْحَيَوَانِ - مُقَسِّمٌ টি نَاطِقٌ আর وَمُقَسِّمٌ হাইয়াওয়ানে নাতিক النَّاطِقُ করে لِلْحَيَوَانِ - حَيَوَانٌ-এর জন্য قِسْمَانِ দু'টি প্রকার اَحَدُهُمَا একটি হলো اَلْحَيَوَانُ النَّاطِقُ হাইয়াওয়ানে নাতিক (বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণী) وَالْاٰخَرُ আর অপরটি হলো اَلْحَيَوَانُ لِغَيْرِ النَّاطِقِ হাইয়াওয়ানে গাইরে নাতিক (বাকশক্তিহীন প্রাণী)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلثَّالِثُ اَلْفَصْلُ الخ -এর আলোচনা : فَصْلٌ-এর আভিধানিক অর্থ : فَصْلٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে فُصُوْلٌ। মূল অক্ষর ف ـ ص ـ ل, জিনসে صَحِيْح আভিধানিক অর্থ– ১. اَلْمَوْسَمُ বা ঋতু। ২. اَلْحَدُّ بَيْنَ الْاَرْضَيْنِ তথা দু'টি জমিনের মাঝে সীমানা বা রেখা। ৩. اَلْحِجَابُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ তথা দু'টি বস্তুর মাঝে পর্দা। ৪. اَلتَّفْصِيْلُ ـ اَلْفَصْلُ তথা বিস্তার লাভ করা। ৫. বিভক্ত হওয়া। যেমন কুরআনের বাণী– هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ৬. পৃথক হওয়া। যেমন আল্লাহর বাণী– اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ পবিত্র কুরআনুল কারীমে فَصْلٌ শব্দটির ব্যবহার ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ
২. وَمَآ اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ
৩. هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ

فصل-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. মিরকাত প্রণেতার মতে– اَلْفَصْلُ هُوَ كُلِّيٌّ مَقُوْلٌ عَلَى الشَّيْءِ فِيْ جَوَابِ اَيِّ شَيْءٍ هُوَ فِيْ ذَاتِهٖ
অর্থাৎ কোনো كُلِّيٌّ-কে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এ বস্তুর জাত কি? তখন উত্তরে যে كُلِّيٌّ টি পাওয়া যায়, তাকে فَصْلٌ বলে।

২. কারো কারো মতে– هُوَ كُلِّيٌّ مَقُوْلٌ عَلٰى اَيِّ شَيْءٍ هُوَ فِيْ ذَاتِهٖ كَمَا اِذَا سُئِلَ الْاِنْسَانُ اَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِيْ ذَاتِهٖ فَيُجَابُ بِاَنَّهٗ نَاطِقٌ
অর্থাৎ فَصْلٌ এমন একটি كُلِّيٌّ যা কোনো বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে اَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِيْ ذَاتِهٖ প্রশ্নের উত্তরে প্রযোজ্য হয়। যেমন– কোনো মানুষের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো, সে সত্তাগতভাবে কি? উত্তরে বলা হলো نَاطِقٌ বা বাকশক্তিসম্পন্ন। এটাই فَصْلٌ।

৩. কেউ বলেন– هُوَ الْمَقُوْلُ عَلَى الشَّيْءِ فِيْ جَوَابِ اَيِّ شَيْءٍ هُوَ فِيْ ذَاتِهٖ যেমন যদি প্রশ্ন করা হয়– اَلْاِنْسَانُ اَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِيْ ذَاتِهٖ
অর্থাৎ, মানুষ সত্তাগতভাবে কি? তাহলে উত্তরে বলা হবে نَاطِقٌ সুতরাং এ نَاطِقٌ হচ্ছে فَصْلٌ।

قَوْلُهُ وَهُوَ قِسْمَانِ الخ -এর আলোচনা :

فَصْل-এর প্রকারভেদ : প্রকাশ থাকে যে, فَصْلٌ দু'ভাগে বিভক্ত। যথা– ১. فَصْل قَرِيْب (নিকটবর্তী فَصْل) ২. فَصْل بَعِيْد (দূরবর্তী فَصْل)

১. **فَصْل قَرِيْب-এর পরিচয় :** মানতিকশাস্ত্রের পরিভাষায়– هُوَ الْمُمَيِّزُ عَنِ الْمُشَارَكَاتِ فِى الْجِنْسِ الْقَرِيْبِ
অর্থাৎ فَصْل قَرِيْب এমন একটি كُلِّيٌّ যা مَاهِيَة-কে জিনসে قَرِيْب-এর অংশীদারিত্ব থেকে পৃথক করে দেয়। যেমন– حَيَوَانٌ হতে نَاطِقٌ দ্বারা حَيَوَانٌ نَاطِقٌ বলে اِنْسَانٌ (মানুষ) نَوْع-কে পৃথক করা হলো, তাই نَاطِقٌ শব্দটি فَصْل قَرِيْب হয়েছে।

২. **فَصْل بَعِيْد-এর পরিচয় :** মানতিক শাস্ত্রের পরিভাষায়– هُوَ الْمُمَيِّزُ عَنِ الْمُشَارَكَاتِ فِى الْجِنْسِ الْبَعِيْدِ
অর্থাৎ فَصْل بَعِيْد হলো ঐ كُلِّيٌّ যা مَاهِيَة-কে جِنْس بَعِيْد-এর অংশীদারিত্ব হতে পৃথক করে দেয়। যেমন– اِنْسَانٌ-এর সাথে حَسَّاسٌ (অনুভূতি) যোগ করে এবং جِسْم-এর সাথে نَامِيْ যোগ করে نَوْع থেকে আলাদা করা হয়েছে। সুতরাং حَسَّاسٌ এবং جِسْم نَامِيْ এ দু'টি فَصْل بَعِيْد।

قَوْلُهُ فَيُسَمّٰى مُقَوِّمًا الخ -এর আলোচনা :

فَصْل-কে فَصْل مُقَوِّم নামকরণের কারণ : مُقَوِّمٌ শব্দটির সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ অর্থ– প্রতিষ্ঠাকারী। نَوْع-এর সাথে فَصْل-এর সম্পর্কের দৃষ্টিতে فَصْل-কে مُقَوِّمٌ বলা হয়। কারণ, এটা نَوْع-কে প্রতিষ্ঠা করে। তা ছাড়া نَوْع হাকীকতের অন্তর্গত। যেমন– حَيَوَانٌ-এর সাথে نَاطِقٌ মিলিত হয়ে حَيَوَان نَاطِق তথা نَوْع اِنْسَانٌ সৃষ্টি করে।

এভাবে مُقَسِّمٌ শব্দটিও অনুরূপ বিভক্তকারী। যেহেতু فَصْل জিনসকে বিভক্ত করে এ জন্য فَصْل-কে جِنْس-এর مُقَسِّمٌ বলে। যেমন– حَيَوَانٌ-এর সাথে نَاطِقٌ মিলিত হয়ে حَيَوَانٌ-কে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। حَيَوَانٌ نَاطِقٌ ও حَيَوَانٌ غَيْرُ نَاطِقٍ।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : كُلُّ مُقَوِّمٍ لِلْعَالِىْ مُقَوِّمٌ لِلسَّافِلِ كَالْقَابِلِ لِلْاَبْعَادِ فَإِنَّهُ مُقَوِّمٌ لِلْجِسْمِ وَمُقَوِّمٌ لِلْجِسْمِ النَّامِىْ وَالْحَيَوَانِ وَالْاِنْسَانِ وَكَالنَّامِىْ فَإِنَّهُ كَمَا أَنَّهُ مُقَوِّمٌ لِلْجِسْمِ النَّامِىْ مُقَوِّمٌ لِلْحَيَوَانِ وَمُقَوِّمٌ لِلْاِنْسَانِ أَيْضًا وَكَالْحَسَّاسِ وَالْمُتَحَرِّكِ بِالْإِرَادَةِ فَإِنَّهُمَا كَمَا أَنَّهُمَا مُقَوِّمَانِ لِلْحَيَوَانِ كَذٰلِكَ مُقَوِّمَانِ لِلْاِنْسَانِ وَلَيْسَ كُلُّ مُقَوِّمٍ لِلسَّافِلِ مُقَوِّمًا لِلْعَالِىْ فَإِنَّ النَّاطِقَ مُقَوِّمٌ لِلْاِنْسَانِ وَلَيْسَ مُقَوِّمًا لِلْحَيَوَانِ.

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : প্রত্যেক عَالِىْ -এর জন্য যা স্থিতিস্থাপক তা সাধারণত سَافِلْ -এর জন্যও স্থিতিস্থাপক। যেমন- قَابِلٌ لِلْاَبْعَادِ অর্থাৎ তিন ভাগে বণ্টন উপযোগী বিষয়। এটি দেহের স্থাপক। অনুরূপভাবে এটি جِسْم نَامِىْ ، حَيَوَانٌ ও اِنْسَانٌ-এরও স্থিতিস্থাপক। আর যেমন- نَامِىْ (পরিবর্ধনশীল) কেননা, এটা যেভাবে جِسْم نَامِىْ -এর স্থিতিস্থাপক, এমনিভাবে حَيَوَانٌ (প্রাণী) এবং اِنْسَانٌ-এরও স্থিতিস্থাপক। আর حَسَّاسٌ (অনুভূতিশীল) এবং مُتَحَرِّكٌ بِالْاِرَادَةِ (স্বেচ্ছায় বিচরণকারী) এ দু'টিই যেমনিভাবে حَيَوَانٌ (প্রাণী)-এর স্থিতিস্থাপক, তদ্রূপ اِنْسَانٌ (মানুষ)-এরও স্থিতিস্থাপক। তবে এ কথা নয় যে, যা سَافِلْ -এর জন্য স্থিতিস্থাপক, তা عَالِىْ-এর জন্যও স্থিতিস্থাপক হবে। কেননা, نَاطِقٌ ইনসানের জন্য স্থিতিস্থাপক; কিন্তু حَيَوَانٌ-এর জন্য তা স্থিতিস্থাপক নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ كُلُّ مُقَوِّمٍ যেসব فَصْل স্থিতিস্থাপক لِلْعَالِىْ - عَالِىْ-এর জন্য مُقَوِّمٌ তা সাধারণত স্থিতিস্থাপক لِلسَّافِلِ - سَافِلْ-এর জন্য كَالْقَابِلِ لِلْاَبْعَادِ যেমন- তিন ভাগে বণ্টন উপযোগী বিষয় فَإِنَّهُ مُقَوِّمٌ কেননা, এটি স্থিতিস্থাপক لِلْجِسْمِ দেহের وَهُوَ مُقَوِّمٌ অনুরূপভাবে এটি স্থিতিস্থাপক لِلْجِسْمِ النَّامِىْ বর্ধনশীল দেহের وَالْحَيَوَانِ প্রাণীর وَالْاِنْسَانِ ও মানুষের وَكَالنَّامِىْ আর যেমন- نَامِىْ (পরিবর্ধনশীল) فَإِنَّهُ كَمَا أَنَّهُ কেননা, এটা যেভাবে مُقَوِّمٌ لِلْجِسْمِ - جِسْم نَامِىْ-এর স্থিতিস্থাপক مُقَوِّمٌ لِلْحَيَوَانِ এমনিভাবে حَيَوَانٌ (প্রাণী)-এর স্থিতিস্থাপক وَمُقَوِّمٌ لِلْاِنْسَانِ أَيْضًا এবং اِنْسَانٌ-এরও স্থিতিস্থাপক وَكَالْحَسَّاسِ আর যেমন- حَسَّاسٌ (অনুভূতিশীল) وَالْمُتَحَرِّكِ بِالْاِرَادَةِ এবং مُتَحَرِّكٌ بِالْاِرَادَةِ (স্বেচ্ছায় বিচরণকারী) فَإِنَّهُمَا كَمَا أَنَّهُمَا مُقَوِّمَانِ এ দু'টি যেমনিভাবে স্থিতিস্থাপক لِلْحَيَوَانِ - حَيَوَانٌ (প্রাণী)-এর كَذٰلِكَ مُقَوِّمَانِ لِلْاِنْسَانِ তদ্রূপ اِنْسَانٌ (মানুষ)-এরও স্থিতিস্থাপক وَلَيْسَ كُلُّ مُقَوِّمٍ তবে একথা নয় যে, যা স্থিতিস্থাপক لِلسَّافِلِ - سَافِلْ-এর জন্য مُقَوِّمًا لِلْعَالِىْ তা عَالِىْ-এর জন্যও স্থিতিস্থাপক হবে فَإِنَّ النَّاطِقَ কেননা, نَاطِقٌ - مُقَوِّمٌ لِلْاِنْسَانِ ইনসানের জন্য স্থিতিস্থাপক وَلَيْسَ مُقَوِّمًا কিন্তু তা স্থিতিস্থাপক নয় لِلْحَيَوَانِ - حَيَوَانٌ-এর জন্য।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كُلُّ مُقَوِّمٍ لِلْعَالِىْ الخ -এর আলোচনা : যে সকল ফসল উচ্চস্তরে কোনো জাতির হাকীকতের অংশ হয়, তা নিম্নবর্তী জাতিরও হাকীকতের অংশ হবে। যেমন- قَابِلٌ لِلْاَبْعَادِ ثَلٰثَةٍ অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা এ তিনভাবে বিভাজ্য বিষয়টি দেহের জন্য স্থিতিস্থাপক। আর এটি হলো جِسْم -এর নিম্নবর্তী জাতি, যেমন- جِسْم نَامِىْ (বর্ধনশীল দেহ) حَيَوَانٌ (প্রাণী) এবং ইনসানেরও স্থিতিস্থাপক। সুতরাং নামী যেমনিভাবে جِسْم نَامِىْ -এরও স্থিতিস্থাপক তদ্রূপ حَيَوَانٌ এবং ইনসানেরও স্থিতিস্থাপক। কেননা, নিম্নস্তরের مَاهِيَّة গুলো উপরের مَاهِيَّة -এর শ্রেণীবিশেষ। উপরের مَاهِيَّة গুলোতে যে বিষয় ধর্তব্য তা নিম্নবর্তী مَاهِيَّة -এও ধর্তব্য হবে। কিন্তু سَافِلْ -এর প্রত্যেক স্থিতিস্থাপক عَالِىْ-এর স্থিতিস্থাপক হওয়া জরুরি নয়। যেমন- نَاطِقٌ (বাকশক্তিসম্পন্ন) اِنْسَانٌ -এর জন্য স্থিতিস্থাপক, কিন্তু حَيَوَانٌ -এর জন্য স্থিতিস্থাপক নয়।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : كُلُّ فَصْلٍ مُقَسِّمٌ لِلسَّافِلِ مُقَسِّمٌ لِلْعَالِيْ فَالنَّاطِقُ كَمَا يُقَسِّمُ الْحَيَوَانَ إِلَى النَّاطِقِ وَغَيْرِ النَّاطِقِ كَذٰلِكَ يُقَسِّمُ الْجِسْمَ الْمُطْلَقَ إِلَيْهِمَا وَلَيْسَ كُلُّ مُقَسِّمٍ لِلْعَالِيْ مُقَسِّمًا لِلسَّافِلِ فَإِنَّ الْحَسَّاسَ مَثَلًا يُقَسِّمُ الْجِسْمَ النَّامِيَ إِلَى الْجِسْمِ النَّامِي الْحَسَّاسِ وَإِلَى الْجِسْمِ النَّامِي الْغَيْرِ الْحَسَّاسِ وَلَيْسَ يُقَسِّمُ الْحَيَوَانَ إِلَيْهِمَا فَإِنَّ كُلَّ حَيَوَانٍ حَسَّاسٌ وَلَا يُوْجَدُ حَيَوَانٌ غَيْرُ حَسَّاسٍ

فَصْلٌ : اَلْكُلِّيُّ الرَّابِعُ الْخَاصَّةُ وَهُوَ كُلِّيٌّ خَارِجٌ عَنْ حَقِيْقَةِ الْاَفْرَادِ مَحْمُوْلٌ عَلٰى اَفْرَادٍ وَاقِعَةٍ تَحْتَ حَقِيْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ كَالضَّاحِكِ لِلْاِنْسَانِ وَالْكَاتِبِ لَهٗ

فَصْلٌ : اَلْخَامِسُ مِنَ الْكُلِّيَّاتِ الْعَرَضُ الْعَامُّ وَهُوَ الْكُلِّيُّ الْخَارِجُ الْمَقُوْلُ عَلٰى اَفْرَادِ حَقِيْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَلٰى غَيْرِهَا كَالْمَاشِيْ الْمَحْمُوْلِ عَلٰى اَفْرَادِ الْاِنْسَانِ وَالْفَرَسِ

فَائِدَةٌ : وَاِذْ قَدْ عَلِمْتَ مِمَّا ذَكَرْنَا اَنَّ الْكُلِّيَّاتِ خَمْسٌ اَلْاَوَّلُ الْجِنْسُ وَالثَّانِي النَّوْعُ وَالثَّالِثُ الْفَصْلُ وَالرَّابِعُ الْخَاصَّةُ وَالْخَامِسُ الْعَرَضُ الْعَامُّ فَاعْلَمْ اَنَّ الثَّلَاثَةَ الْاَوَّلَ يُقَالُ لَهَا الذَّاتِيَاتُ وَيُقَالُ لِلْاَخِيْرَيْنِ الْعَرْضِيَاتُ وَقَدْ يَخْتَصُّ اِسْمُ الذَّاتِيْ بِالْجِنْسِ وَالْفَصْلِ فَقَطْ وَلَا يُطْلَقُ عَلَى النَّوْعِ بِهٰذَا الْاِطْلَاقِ لَفْظُ الذَّاتِيْ ـ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : প্রত্যেক ঐ فَصْل যা جِنْس سَافِل-এর জন্য مُقَسِّم তা جِنْس عَالِيْ-এর জন্যও مُقَسِّم সুতরাং نَاطِقْ শব্দটি যেভাবে حَيَوَانْ-কে نَاطِقْ ও غَيْر نَاطِقْ-এর দিকে বিভক্ত করে– তদ্রূপ نَاطِقْ শব্দটি جِسْم مُطْلَقْ-কে نَاطِقْ ও غَيْر نَاطِقْ-এর দিকে বিভক্ত করে। আর যে فَصْل টি جِنْس عَالِيْ-এর জন্য مُقَسِّم হবে এটি جِنْس سَافِلْ-এর জন্যও مُقَسِّمْ হবে। অতএব, যেমন উদাহরণত حَسَّاسْ এটি جِسْم نَامِيْ حَسَّاسْ এবং جِسْم نَامِيْ غَيْر حَسَّاسْ রূপে جِسْم نَامِيْ কে দু' ভাগে বিভক্ত করে। তবে حَسَّاسْ এটি حَيَوَانْ-কে অনুরূপ দু' ভাগে বিভক্ত করে না। কেননা, প্রত্যেক حَيَوَانْ-ই حَسَّاسْ (অনুভূতি সম্পন্ন), আর حَيَوَانْ-এর কোনো فَرْد-কে غَيْر حَسَّاسْ পাওয়া যায় না।

পরিচ্ছেদ : كُلِّيْ-এর চতুর্থ প্রকার হলো خَاصَّه। আর خَاصَّه ঐ كُلِّيْ-কে বলে যা তার اَفْرَادْ-এর حَقِيْقَة বহির্ভূত এবং শুধু একটি حَقِيْقَة-এর অধীনস্থ اَفْرَادْ-এর উপর প্রযোজ্য। যেমন–اِنْسَانْ-এর জন্য ضَاحِكْ এবং তার জন্য كَاتِبْ হলো خَاصَّه

পরিচ্ছেদ : كُلِّيْ-এর পঞ্চম প্রকার হলো عَرْض عَامْ আর عَرْض عَامْ ঐ حَقِيْقَة বহির্ভূত كُلِّيْ-কে বলে যা এক حقيقة এবং অপর حَقِيْقَة-এর اَفْرَادْ-এর উপর প্রযোজ্য হয়। যেমন– مَاشِيْ (বিচরণকারী) এটি اِنْسَانْ ও فَرَسْ-এর اَفْرَادْ-এর উপর প্রযোজ্য।

ফায়েদা : আমাদের বর্ণনা হতে যখন তুমি জানতে পারলে যে, كُلِّيْ পাঁচ প্রকার : ১. جِنْس ২. نَوْع ৩. فَصْل ৪. خَاصَّه ৫. عَرْض عَامْ - অতঃপর তুমি জেনে রাখো যে, كُلِّيْ-এর প্রথম তিন প্রকারকে ذَاتِيَاتْ বলা হয়। আর শেষ দু' প্রকারকে عَرْضِيَاتْ বলা হয়। আর কখনো ذَاتِيْ নাম শুধু جِنْس এবং فَصْل-এর সাথে নির্ধারিত হয়। আর এ প্রয়োগ অনুসারে نَوْع-এর উপর ذَاتِيْ বলা যায় না।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ كُلُّ فَصْلٍ প্রত্যেক ঐ ফসল مُقَسِّمٌ যা مُقَسِّمْ - لِلسَّافِلِ - جِنْس سَافِلْ-এর জন্য مُقَسِّمٌ لِلْعَالِيْ তা مُقَسِّمْ - جِنْس عَالِيْ-এর জন্যও فَالنَّاطِقُ সুতরাং نَاطِقْ - كَمَا يُقَسِّمُ الْحَيَوَانَ এটি যেমন حَيَوَانْ-কে বিভক্ত করে - اِلَى النَّاطِقِ وَغَيْرِ النَّاطِقِ نَاطِقْ ও غَيْر نَاطِقْ-এর দিকে كَذٰلِكَ يُقَسِّمُ তদ্রূপ এটি বিভক্ত করে الْجِسْمَ الْمُطْلَقَ - جِسْم مُطْلَقْ-কে اِلَيْهِمَا - نَاطِقْ ও غَيْر نَاطِقْ-এর দিকে وَلَيْسَ كُلُّ مُقَسِّمٍ আর নয় যে فَصْل টি مُقَسِّمْ হবে لِلْعَالِيْ - جِنْس عَالِيْ-এর জন্য مُقَسِّمًا لِلسَّافِلِ টি مُقَسِّمْ হবে جِنْس سَافِلْ-এর জন্যও فَاِنَّ الْحَسَّاسَ مَثَلًا অতএব যেমন উদাহরণত حَسَّاسْ - يُقَسِّمُ এটি বিভক্ত করে الْجِسْمَ النَّامِيْ - جِسْم نَامِيْ-কে اِلَى الْجِسْمِ النَّامِي الْحَسَّاسِ - جِسْم نَامِيْ حَسَّاسْ-এর দিকে وَاِلَى الْجِسْمِ النَّامِي الْغَيْرِ الْحَسَّاسِ এবং جِسْم نَامِيْ غَيْر حَسَّاسْ-এর দিকে وَلَيْسَ يُقَسِّمُ তবে حَسَّاسْ টি বিভক্ত করে না

www.eelm.weebly.com

وَلَا يُوْجَدُ آর الْحَيَوَانُ - اَلْحَيْوَانُ اِلَيْهِمَا -কে অনুরূপ দু'ভাগে فَاِنَّ كُلَّ حَيَوَانٍ কেননা, প্রত্যেক حَيَوَانٌ ই حَسَّاسٌ অনুভূতিসম্পন্ন পাওয়া যায় না حَيَوَانٌ - حَيْوَانٌ-এর কোনো فَرْد-কে غَيْرُ حَسَّاسٍ অনুভূতিহীন فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْكُلِّيُّ الرَّابِعُ - كُلِّي-এর চতুর্থ প্রকার হলো الْخَاصَّةُ খাস্‌সাহ وَهُوَ كُلِّيٌّ আর ঐ خَاصَّة -কে বলে كُلِّ خَارِجٌ যা বহির্ভূত عَنْ حَقِيْقَتِهِ الْاَفْرَادِ তার اَفْرَادٌ-এর حَقِيْقَة হতে مَحْمُوْلٌ প্রযোজ্য عَلٰى اَفْرَادٍ - اَفْرَادٌ-এর উপর وَاقِعَةٍ সংঘটিত تَحْتَ حَقِيْقَةٍ হাকীকতের অধীনস্থ وَاحِدَةٍ فَقَطْ শুধু একটি فَصْلٌ ۔ خَاصَّه যেমন– كَالضَّاحِكِ তথা হাস্যকারী ضَاحِكٌ لِلْاِنْسَانِ মানুষ-এর জন্য وَالْكَاتِبِ لَهٗ এবং তার জন্য كَاتِبٌ হলো حَقِيْقَةٍ পরিচ্ছেদ اَلْخَامِسُ مِنَ الْكُلِّيَّاتِ - كُلِّي-এর পঞ্চম প্রকার হলো اَلْعَرْضُ الْعَامُّ আরযে 'আম ঐ وَهُوَ الْكُلِّيُّ الْخَارِجُ বহির্ভূত كُلِّي-কে বলে اَلْمَقُوْلُ যা প্রযোজ্য হয় عَلٰى اَفْرَادِ حَقِيْقَةٍ وَاحِدَةٍ এক حَقِيْقَة বিশিষ্ট اَفْرَاد-এর উপর وَعَلٰى غَيْرِهَا এবং অপর حَقِيْقَة-এর উপর كَالْمَاشِيْ যেমন– مَاشِيْ তথা বিচরণকারী اَلْمَحْمُوْلُ এটি প্রযোজ্য عَلٰى اَفْرَادِ الْاِنْسَانِ - اِنْسَانٌ-এর اَفْرَاد-এর উপর وَالْفَرَسِ ও فَرَسٌ-এর فَائِدَه ফায়দা وَاِذْ قَدْ عَلِمْتَ যখন তুমি জানতে পারলে مِمَّا ذَكَرْنَا আমাদের বর্ণনা হতে اَنَّ الْكُلِّيَّاتِ خَمْسٌ যে, كُلِّي পাঁচ প্রকার ১. اَلْاَوَّلُ الْجِنْسُ جِنْسٌ জাতি ২. وَالثَّانِي النَّوْعُ نَوْعٌ বা উপজাতি ৩. وَالثَّالِثُ الْفَصْلُ ফসল ৪. وَالرَّابِعُ الْخَاصَّةُ খাস্‌সাহ ৫. وَالْخَامِسُ الْعَرْضُ الْعَامُّ আরযে 'আম فَاعْلَمْ অতঃপর তুমি জেনে রাখো اَنَّ الثَّلٰثَةَ الْاُوَلَ যে, كُلِّي-এর প্রথম তিন প্রকার يُقَالُ لَهَا الذَّاتِيَّاتُ তাদেরকে ذَاتِيَاتٌ বলা হয় وَيُقَالُ لِلْاَخِيْرَيْنِ আর শেষ দু'প্রকারকে বলা হয় اَلْعَرَضِيَّاتُ - عَرَضِيَاتٌ তথা অমৌলিক وَقَدْ يَخْتَصُّ আর কখনো নির্ধারিত হয় اِسْمُ الذَّاتِيِّ - ذَاتِيٌّ নাম فَقَطْ بِالْجِنْسِ وَالْفَصْلِ শুধু جِنْس এবং فَصْل-এর সাথে وَلَا يُطْلَقُ আর বলা যায় না عَلَى النَّوْعِ - نَوْع-এর উপর بِهٰذَا الْاِطْلَاقِ এ প্রয়োগ অনুসারে لَفْظُ الذَّاتِيِّ - ذَاتِيٌّ শব্দ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ كُلُّ فَصْلٍ مُقَسِّمٌ الخ-এর আলোচনা : فَصْل-এর কাজ হলো জিনসকে বিভিন্ন نَوْع-এ বিভক্ত করে দেওয়া। যে فَصْل কোনো নিম্নবর্তী جِنْس-কে বিভক্ত করে তা ঊর্ধ্বতন جِنْس-কেও বিভক্ত করে। যেমন– نَاطِقٌ - فَصْل টি حَيَوَانٌ -কে দু'ভাগে বিভক্ত করে দেয়, যার ফলে حَيَوَان نَاطِقٌ ও حَيَوَان غَيْر نَاطِقٌ এ দু' শ্রেণী পাওয়া যায়। কেননা, حَيَوَانٌ -এর মধ্যে কিছু আছে نَاطِقٌ (বাকশক্তিসম্পন্ন) যেমন– اَلْاِنْسَانُ (মানুষ), আর কিছু আছে غَيْر نَاطِقٌ (বাকশক্তিহীন) যেমন– اَلْبَقَرُ (গরু), اَلْفَرَسُ (ঘোড়া) ইত্যাদি। অনুরূপভাবে তা جِسْم مُطْلَقٌ-কেও দু' ভাগে বিভক্ত করে দেয়। যেমন– جسم مطلق ناطق (বাকশক্তিসম্পন্ন সাধারণ দেহ) ও جِسْم مُطْلَق غَيْر نَاطِقٌ (বাকশক্তিহীন সাধারণ দেহ)।

قَوْلُهٗ وَلَيْسَ كُلُّ مُقَسِّمٍ لِلْعَالِيْ الخ -এর আলোচনা : যে فَصْل-টি জিনসে عَالِيْ-এর জন্য مُقَسِّمٌ হবে, তা জিনসে سَافِلْ-এর জন্য مقسم (বিভক্তকারী) হবে না। সুতরাং উদাহরণত حَسَّاسٌ জিসমে নামীকে جِسْم نَامِيْ حَسَّاسٌ ও جِسْم نَامِيْ غَيْر حَسَّاس রূপে বিভক্ত করে; কিন্তু হাসসাস حيوان-কে বিভক্ত করে না। কেননা, এটা জিনসে سَافِلْ। অতএব, প্রত্যেক حَيَوَانٌ হলো حَسَّاس বা অনুভূতিসম্পন্ন।

قَوْلُهٗ اَلْكُلِّيُّ الرَّابِعُ الْخَاصَّةُ الخ -এর আলোচনা : পাঁচটি কুল্লীর মধ্যে উপরিউক্ত তিনটি কুল্লীর কোনটি مَاهِيَة-এর অংশ আবার কোনটি হুবহু ما هية সেগুলো আলোচনার পর গ্রন্থকার خَاصَّة-এর আলোচনা করেছেন। কেননা خَاصَّة মাহিয়াত বহির্ভূত।

خَاصَّة-এর অর্থ : خَاصَّة শব্দের আভিধানিক অর্থ– বিশিষ্ট, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও বাছাইকৃত ইত্যাদি। মানতিকশাস্ত্রের পরিভাষায় خَاصَّة হলো ঐ كُلِّيٌّ যা তার اَفْرَادٌ-এর حَقِيْقَة থেকে বের হয়ে একই হাকীকতবিশিষ্ট اَفْرَادٌ-এর জন্য প্রযোজ্য হয়। যেমন– ضَاحِكٌ এটা اِنْسَانٌ-এর خَاصَّة যা মানুষের হাকীকত বহির্ভূত, কিন্তু اِنْسَانٌ-এর اَفْرَادٌ-এর জন্যই প্রযোজ্য। এভাবে كَاتِبٌ যা اِنْسَانٌ-এর حَقِيْقَة বহির্ভূত হলেও اِنْسَانٌ-এর اَفْرَادٌ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। এটা দু'প্রকার। যথা– ১. خَاصَّة شَامِلَة ২. خَاصَّة غَيْر شَامِلَة

شَامِلَة হলো যা একটি حَقِيْقَة-এর সকল اَفْرَادٌ-কে শামিল করে। যেমন– كِتَابَت بِالْقُوَّة; غَيْر شَامِلَة হলো, যা একটি حَقِيْقَة-এর সকল اَفْرَادٌ-কে শামিল করে না। যেমন– كِتَابَت بِالْفِعْل কেননা كِتَابَتْ-এর যোগ্যতা সকলের মধ্যে বিদ্যমান, কিন্তু বর্তমানে হয়তো সকলেই كَاتِبٌ নন।

قَوْلُهٗ اَلْخَامِسُ مِنَ الْكُلِّيَّاتِ الخ-এর আলোচনা : কুল্লীসমূহের পঞ্চম প্রকার عَرْض عَام যেহেতু এ كُلِّيٌّ হাকীকতের অংশবিশেষ নয় এবং একই حَقِيْقَة বিশিষ্ট اَفْرَاد-এর জন্য নির্দিষ্ট নয়, সেহেতু এটাকে সর্বশেষ বর্ণনা করেছেন। মানতিকশাস্ত্রের পরিভাষায় عَرْض عَام এমন একটি كُلِّي যা হাকীকত বহির্ভূত এবং একাধিক حَقِيْقَة বিশিষ্ট اَفْرَاد-এর জন্য প্রযোজ্য। যেমন– مَاشِيْ এটা মানুষ, গরু, ঘোড়া ইত্যাদির জন্য প্রযোজ্য হলেও এগুলোর প্রত্যেকের حقيقة ভিন্ন ভিন্ন।

قَوْلُهٗ فَاعْلَمْ اَنَّ الثَّلٰثَةَ الْاُوَلَ الخ -এর আলোচনা : আলোচ্য অংশে গ্রন্থকার পূর্বোল্লিখিত পাঁচটি কুল্লির বিশেষ নামকরণের কথা আলোচনা করেছেন। প্রথমোক্ত কুল্লীত্রয় তথা جِنْس . نَوْع . فَصْل-কে ذَاتِيَاتٌ বা মৌলিক বলা হয়। আর শেষোক্ত كُلِّيٌّ দ্বয়কে عَرَضِيَاتٌ (অমৌলিক) বলা হয়। উল্লেখ্য, ذَاتِيَة-এর দু'ধরনের সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়ে থাকে। প্রথমত ذَاتِيٌّ ঐ كُلِّيٌّ-কে বলে, যা جُزْئِيٌّ সমূহের হাকীকতের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত ذَاتِيٌّ ঐ كُلِّيٌّ-কে বলা হয়, যা جُزْئِيٌّ সমূহের حَقِيْقَة বহির্ভূত নয়। প্রথমোক্ত সংজ্ঞানুযায়ী نَوْع টি ذَاتِيَة-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, نَوْعٌ জুযয়ীসমূহের হুবহু حَقِيْقَة-এর অংশ বিশেষ নয়। আর দ্বিতীয় সংজ্ঞানুযায়ী نَوْع যাতিয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, نَوْع জুযয়ীসমূহের حَقِيْقَة বহির্ভূত নয়।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : اَلْعَرَضِيُّ اَعْنِي الْخَاصَّةَ وَالْعَرَضَ الْعَامَّ يَنْقَسِمُ اِلٰى لَازِمٍ وَمُفَارِقٍ فَاللَّازِمُ مَا يَمْتَنِعُ اِنْفِكَاكُهُ عَنِ الشَّيْءِ الْمَعْرُوْضِ اِمَّا بِالنَّظَرِ اِلَى الْمَاهِيَةِ كَالزَّوْجِيَّةِ لِلْاَرْبَعَةِ وَالْفَرْدِيَّةِ لِلثَّلٰثَةِ فَاِنَّ اِنْفِكَاكَ الزَّوْجِيَّةِ عَنِ الْاَرْبَعَةِ وَالْفَرْدِيَّةِ عَنِ الثَّلٰثَةِ مُسْتَحِيْلٌ وَاِمَّا بِالنَّظَرِ اِلَى الْوُجُوْدِ كَالسَّوَادِ لِلْحَبْشِيِّ فَاِنَّ اِنْفِكَاكَ السَّوَادِ عَنْ وُجُوْدِ الْحَبْشِيِّ مُسْتَحِيْلٌ لَا عَنْ مَاهِيَتِهٖ لِاَنَّ مَاهِيَتَهُ الْاِنْسَانُ فَظَاهِرٌ اَنَّ السَّوَادَ لَيْسَ بِلَازِمٍ لِلْاِنْسَانِ وَالْعَرَضُ الْمُفَارِقُ مَا لَمْ يَمْتَنِعْ اِنْفِكَاكُهُ عَنِ الْمَلْزُوْمِ كَالْكِتَابَةِ بِالْفِعْلِ لِلْاِنْسَانِ وَالْمَشْيِ بِالْفِعْلِ لَهٗ -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : كُلِّي عَرَضِيْ তথা خَاصَّة এবং عَرَض عَام দু' ভাগে বিভক্ত : ১. عرض لازم ২. عَرَض مُفَارِق অতঃপর كُلِّي عَرَضِيْ ঐ عَرَض لَازِم -কে বলে, যার مَعْرُوْض হতে পৃথক হওয়া অসম্ভব। হয়তো مَاهِيَة হিসেবে لُزُوْم হবে। যেমন— চারের জোড় হওয়া আর তিনের বেজোড় হওয়া لَازِم বা আবশ্যক। কেননা, চার হতে زَوْجِيَة -এর পৃথক হওয়া এবং তিন হতে فَرْدِيَة -এর পৃথক হওয়া অসম্ভব। অথবা এ لُزُوْم অস্তিত্বের দৃষ্টিতে হবে। যেমন— কালোত্ব হাবশীর জন্য لَازِم -কেননা, হাবশীর অস্তিত্ব হতে কালোত্ব পৃথক হওয়া অসম্ভব, হাবশীর مَاهِيَة হতে নয়, কেননা হাবশীর مَاهِيَة হলো اِنْسَانْ আর এ কথা স্পষ্ট যে, কালোত্ব এটি اِنْسَانْ -এর জন্য لَازِم বা আবশ্যক নয়। আর عَرَض مُفَارِق ঐ كُلِّي عَرَضِيْ যার مَلْزُوْم হতে পৃথক হওয়া অসম্ভব নয়। যেমন— اِنْسَانْ -এর জন্য كِتَابَة بِالْفِعْل তথা বর্তমানে লেখার যোগ্য হওয়া এবং তার জন্য مَشْيٌ بِالْفِعْل তথা বর্তমানে বিচরণশীল হওয়া لَازِمْ নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْعَرَضِيُّ কুল্লী আরযী اَعْنِي الْخَاصَّةَ وَالْعَرَضَ الْعَامَّ তথা خَاصَّة এবং عَرَض عَامْ - يَنْقَسِمُ বিভক্ত اِلٰى لَازِمٍ وَمُفَارِقٍ লাযিম ও মুফারিকের এর দিকে فَاللَّازِمُ অতঃপর ১. عَرَض لَازِمْ ঐ كُلِّي عَرَضِيْ -কে বলে مَا يَمْتَنِعُ যার অসম্ভব اِنْفِكَاكُهٗ পৃথক হওয়া عَنِ الشَّيْءِ الْمَعْرُوْضِ - مَعْرُوْض হতে اِمَّا بِالنَّظَرِ হয়তো হিসেবে اِلَى الْمَاهِيَةِ মাহিয়াত كَالزَّوْجِيَّةِ যেমন— জোড় হওয়া لِلْاَرْبَعَةِ চারের وَالْفَرْدِيَّةِ আর বিজোড় হওয়া لِلثَّلٰثَةِ তিনের فَاِنَّ اِنْفِكَاكَ কেননা, পৃথক হওয়া الزَّوْجِيَّةِ - زَوْجِيَة-এর عَنِ الْاَرْبَعَةِ চার হতে وَالْفَرْدِيَّةِ এবং فَرْدِيَة-এর عَنِ الثَّلٰثَةِ তিন হতে مُسْتَحِيْلٌ অসম্ভব وَاِمَّا بِالنَّظَرِ অথবা এ لُزُوْم দৃষ্টিতে হবে اِلَى الْوُجُوْدِ অস্তিত্বের كَالسَّوَادِ যেমন— কালোত্ব لِلْحَبْشِيِّ হাবশীর জন্য (لَازِم) فَاِنَّ اِنْفِكَاكَ কেননা, পৃথক হওয়া السَّوَادِ কালোত্ব عَنْ وُجُوْدِ الْحَبْشِيِّ হাবশীর অস্তিত্ব হতে مُسْتَحِيْلٌ অসম্ভব لَا عَنْ مَاهِيَتِهٖ হাবশীর مَاهِيَة হতে নয় لِاَنَّ مَاهِيَتَهُ কেননা, হাবশীর مَاهِيَة হলো اَلْاِنْسَانُ - اِنْسَانْ (মানুষ) فَظَاهِرٌ আর এ কথা স্পষ্ট اَنَّ السَّوَادَ যে, কালোত্ব لَيْسَ بِلَازِمٍ এটি لَازِم বা আবশ্যক নয় لِلْاِنْسَانِ - اِنْسَانْ-এর জন্য وَالْعَرَضُ الْمُفَارِقُ আর ২. عَرَض مُفَارِق ঐ كُلِّي عَرَضِيْ - مَا لَمْ يَمْتَنِعْ যার অসম্ভব নয় اِنْفِكَاكُهٗ পৃথক হওয়া عَنِ الْمَلْزُوْمِ - مَلْزُوْم হতে كَالْكِتَابَةِ بِالْفِعْلِ যেমন— كِتَابَة بِالْفِعْل তথা বর্তমানে লেখার যোগ্য হওয়া لِلْاِنْسَانِ - اِنْسَانْ-এর জন্য وَالْمَشْيِ بِالْفِعْلِ لَهٗ এবং তার জন্য مَشْي بِالْفِعْل তথা বর্তমানে বিচরণশীল হওয়া لَازِمْ নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلْعَرَضِيُّ اَعْنِيْ الخ -এর আলোচনা : উল্লেখ্য যে, كُلِّي عَرَضِيْ দু' প্রকার : ১. خَاصَّه ২. عَرَض عَامْ অতঃপর উভয়টি আবার দু' প্রকার : ১. خَاصَّه لَازِمْ ২. خَاصَّه مُفَارِق ১. عَرَض عَام لَازِمْ ২. عَرَض عَام مُفَارِق সুতরাং মোট চার প্রকার। অতঃপর لَازِمْ আবার দু প্রকার : ১. لَازِم مَاهِيَتْ ২. لَازِم وُجُوْد তারপর لازم ماهيت ঐ عَرَض لَازِمْ -কে বলে, যা তার مَلْزُوْم -এর مَاهِيَة হতে পৃথক হওয়া নিষিদ্ধ। যেমন— জোড় হওয়া চারের مَاهِيَة হতে পারে না। অনুরূপ বিজোড় হওয়া তিনের مَاهِيَة হওয়া অসম্ভব। আর لَازِمْ وُجُوْد ঐ عَرَض لَازِمْ কে বলে— যা مَلْزُوْم -এর অস্তিত্ব হতে পৃথক হওয়া নিষিদ্ধ مَلْزُوْمْ -এর مَاهِيَت হতে নয়। যেমন— কালো হাবশীর অস্তিত্বের জন্য لَازِمْ কিন্তু হাবশীর مَاهِيَت তথা حَيْوَان نَاطِق -এর জন্য কালো হওয়া আবশ্যক নয়। আর عَرَض مُفَارِق ঐ عَرَض -কে বলে যা مَعْرُوْض হতে পৃথক হওয়া অসম্ভব নয়। যেমন— كِتَابَة بِالْفِعْل এবং مَشْي بِالْفِعْل এরা اِنْسَانْ -এর জন্য عَرَض مُفَارِق কেননা, اِنْسَانْ যখন اِنْسَانْ হয় তখন তার জন্য চলা এবং লেখা আবশ্যক নয়।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : وَالْعَرْضُ اللَّازِمُ قِسْمَانِ اَلْاَوَّلُ مَا يَلْزَمُ تَصَوُّرُهُ مِنْ تَصَوُّرِ الْمَلْزُوْمِ كَالْبَصَرِ لِلْعَمٰى وَالثَّانِىْ مَا يَلْزَمُ مِنْ تَصَوُّرِ الْمَلْزُوْمِ وَاللَّازِمِ الْجَزْمُ بِاللُّزُوْمِ كَالزَّوْجِيَّةِ لِلْاَرْبَعَةِ فَاِنَّ مَنْ تَصَوَّرَ الْاَرْبَعَةَ وَتَصَوَّرَ مَفْهُوْمَ الزَّوْجِيَّةِ يَجْزِمُ بَدَاهَةً اَنَّ الْاَرْبَعَةَ زَوْجٌ وَمُنْقَسِمَةٌ بِمُتَسَاوِيَيْنِ -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : اَلْعَرْضُ اللَّازِمُ দু' প্রকার : প্রথমটি হলো مَلْزُوْم-এর কল্পনা দ্বারা লাযম-এর কল্পনা আবশ্যক হয়ে পড়ে। যেমন- অন্ধের জন্য দৃষ্টিশক্তি। দ্বিতীয় প্রকার হলো لَازِمْ এবং مَلْزُوْم উভয়ের কল্পনা দ্বারা আবশ্যকতার সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। (অর্থাৎ যখন মালযূম ও লাযেমের কল্পনা হবে, তখন এ কথাটির দৃঢ় বিশ্বাস হবে যে, এ লাযেম তার মালযূমের জন্য অপরিহার্য।) যেমন- জোড় চার সংখ্যার জন্য। কেননা, চার সংখ্যার কল্পনা দ্বারা, আর জোড় এর কল্পনা দ্বারা স্বাভাবিকভাবে স্পষ্ট বিশ্বাস হবে যে, চার জোড় সংখ্যা, যা সমান বিভক্ত।

فَصْلٌ : اَلْعَرْضُ الْمُفَارِقُ اَعْنِىْ مَا يُمْكِنُ اِنْفِكَاكُهُ عَنِ الْمَعْرُوْضِ اَيْضًا قِسْمَانِ اَحَدُهُمَا مَا يَدُوْمُ عُرُوْضُهُ لِلْمَلْزُوْمِ كَالْحَرَكَةِ لِلْفَلَكِ وَالثَّانِىْ مَا يَزُوْلُ عَنْهُ اِمَّا بِسُرْعَةٍ كَحُمْرَةِ الْخَجِلِ وَصَفْرَةِ الْوَجِلِ اَوْ بِبُطْؤٍ كَالشَّيْبِ وَالشَّبَابِ -

পরিচ্ছেদ : عَرَض مُفَارِق অর্থাৎ যা আপন مَعْرُوْض হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। তাও দু' প্রকার- প্রথমটি ঐ আরয, যা মালযূমের সাথে যার সম্পর্ক সার্বক্ষণিক হয়। যেমন- কক্ষ পথের ঘূর্ণন। দ্বিতীয়টি ঐ আরয, যা مَعْرُوْض হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হয়তো দ্রুত বিচ্ছিন্ন হবে, যেমন- লজ্জিত ব্যক্তির চেহারার রক্তিম অবস্থা ও সন্ত্রস্ত বা ভীত ব্যক্তির চেহারার ধূসরতা। অথবা ধীর মন্থর গতিতে বিলুপ্ত হবে, যেমন বার্ধক্য ও যৌবন।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ وَالْعَرْضُ اللَّازِمُ আরযে লাযেম قِسْمَانِ দু'প্রকার اَلْاَوَّلُ প্রথমটি হলো مَا يَلْزَمُ আবশ্যক হয়ে পড়ে تَصَوُّرُهُ - لَازِمْ-এর কল্পনা مِنْ تَصَوُّرِ الْمَلْزُوْمِ - مَلْزُوْم-এর কল্পনা দ্বারা كَالْبَصَرِ যেমন- দৃষ্টিশক্তি لِلْعَمٰى অন্ধের জন্য وَالثَّانِىْ দ্বিতীয় প্রকার مَا يَلْزَمُ সুদৃঢ় হয় مِنْ تَصَوُّرِ الْمَلْزُوْمِ - مَلْزُوْم-এর কল্পনা দ্বারা وَاللَّازِمِ এবং লাযম-এর الْجَزْمُ بِاللُّزُوْمِ আবশ্যকতার সম্পর্ক كَالزَّوْجِيَّةِ যেমন- জোড় لِلْاَرْبَعَةِ চার সংখ্যার জন্য فَاِنَّ مَنْ تَصَوَّرَ الْاَرْبَعَةَ কেননা, চার সংখ্যার কল্পনা দ্বারা وَتَصَوَّرَ مَفْهُوْمَ الزَّوْجِيَّةِ আর জোড়-এর কল্পনা দ্বারা يَجْزِمُ স্পষ্ট বিশ্বাস হবে بَدَاهَةً স্বাভাবিকভাবে اَنَّ الْاَرْبَعَةَ যে, চার সংখ্যা زَوْجٌ জোড় مُنْقَسِمَةٌ যা বিভক্ত بِمُتَسَاوِيَيْنِ সমান দু'ভাগে। فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْعَرْضُ الْمُفَارِقُ আরযে মুফারিক اَعْنِىْ অর্থাৎ مَا يُمْكِنُ যা হতে পারে اِنْفِكَاكُهُ বিচ্ছিন্ন عَنِ الْمَعْرُوْضِ আপন مَعْرُوْض হতে اَيْضًا قِسْمَانِ তাও দু' প্রকার اَحَدُهُمَا প্রথমটি ঐ আরয مَا يَدُوْمُ যা সার্বক্ষণিক হয় عُرُوْضُهُ যার সম্পর্ক لِلْمَلْزُوْمِ মালযূমের সাথে كَالْحَرَكَةِ যেমন- ঘূর্ণন لِلْفَلَكِ কক্ষ পথের وَالثَّانِىْ দ্বিতীয়টি ঐ আরয مَا يَزُوْلُ عَنْهُ যা مَعْرُوْض হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় اِمَّا بِسُرْعَةٍ হয়তো দ্রুত বিচ্ছিন্ন হবে كَحُمْرَةِ الْخَجِلِ যেমন- লজ্জিত ব্যক্তির চেহারার রক্তিম অবস্থা وَصَفْرَةِ الْوَجِلِ ও সন্ত্রস্ত বা ভীত ব্যক্তির চেহারার ধূসরতা اَوْ بِبُطْؤٍ অথবা ধীর মন্থর গতিতে বিলুপ্ত হবে كَالشَّيْبِ وَالشَّبَابِ যেমন-বার্ধক্য ও যৌবন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْعَرْضُ اللَّازِمُ قِسْمَانِ الخ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে গ্রন্থকার (র.) لَازِمْ-এর প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। নিম্নে لَازِمْ-এর পরিচয় উল্লেখপূর্বক لَازِمْ-এর প্রকারভেদ প্রদত্ত হলো।

لَازِمْ-এর আভিধানিক অর্থ : لَازِمْ শব্দটি وَاحِدْ مُذَكَّرْ-এর সীগাহ, বহছ اِسْم فَاعِل মাসদার اَللُّزُوْمُ মূলবর্ণ (ل ـ ز ـ م) অর্থ- আবশ্যিক বা অপরিহার্য। এ শব্দটির ব্যবহার পবিত্র কুরআনে পাওয়া যায়। যেমন-

১. وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِىْ عُنُقِهِ -

২. وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا -

لَازِمْ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. মীযানুল মানতিক প্রণেতার মতে- اَلْخَارِجُ عَنِ الشَّيْءِ اِنِ امْتَنَعَ اِنْفِكَاكُهُ عَنْهُ فَهُوَ لَازِمٌ অর্থাৎ যে كُلِّىْ কোনো বস্তুর حَقِيْقَتْ হতে বহির্ভূত হয়েও যদি كُلِّىْ তার حَقِيْقَة হতে পৃথক হওয়া নিষিদ্ধ হয়, তাকে لازم বলে।

২. মিরকাত প্রণেতা বলেন- اَللَّازِمُ مَا يَمْتَنِعُ اِنْفِكَاكُهُ عَنِ الشَّيْءِ الْمَعْرُوْضِ اَمَّا بِالنَّظَرِ اِلَى الْمَاهِيَةِ অর্থাৎ যদি كُلِّىْ مَعْرُوْض থেকে পৃথক হওয়া নিষিদ্ধ হয়, তবে তাকে لَازِمْ বলে। এটা কখনো وُجُوْد-এর জন্য আবার কখনো مَاهِيَة বা মূলধাতুর জন্যও হতে পারে। যেমন- حَبْشِىْ বা নিগ্রো ব্যক্তিরা কালোই হয়ে থাকে, কৃষ্ণতা তাদের থেকে পৃথক হয় না, এটা لَازِمِ وُجُوْد-এর উদাহরণ। আর لَازِمِ مَاهِيَت-এর উদাহরণ হলো- اِثْنَانِ বা দু সংখ্যাটি। কেননা, এ সংখ্যাটি জোড় হওয়া لَازِمْ বা আবশ্যিক।

www.eelm.weebly.com

لَازِمْ-এর প্রকারভেদ : لَازِمْ দু'প্রকার। যথা- ১. لَازِمْ بَيِّنْ (স্পষ্ট আবশ্যিক), ২. لَازِمْ غَيْرُ بَيِّنْ (অস্পষ্ট বা যুক্তিযুক্ত আবশ্যিক)।

১. **لَازِمْ بَيِّنْ-এর পরিচয় :** মিরকাত প্রণেতা আল্লামা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (র.) বলেন- لَازِمْ مَا يَلْزَمُ تَصَوُّرُهُ مِنْ تَصَوُّرِ الْمَلْزُوْمِ. অর্থাৎ لَازِمْ بَيِّنْ হলো যে لَازِمْ-এর কল্পনা তার مَلْزُوْمْ-এর কল্পনা দ্বারা হয়ে থাকে।

মীযানুল মানতিক প্রণেতার মতে- هُوَ الَّذِيْ لَايَفْتَقِرُ بِقَوْلِنَا لِأَنَّهُ অর্থাৎ لَازِمْ যদি আমাদের উক্তি لِأَنَّهُ-এর সাথে মিলিত না হয়, তাহলে তাকে لَازِمْ بَيِّنْ বলে।

لَازِمْ بَيِّنْ আবার দু' প্রকার। যথা- ক. لَازِمْ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ খ. لَازِمْ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ

ক. **لَازِمْ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ-এর পরিচয় :** لَازِمْ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ ঐ لَازِمْ-কে বলে যার কল্পনা ব্যতীত مَلْزُوْمْ-এর কল্পনা করা যায় না। যেমন- بصر বা দৃষ্টিশক্তির কল্পনা করলে عَمٰى বা অন্ধত্বের কল্পনা এমনিতেই এসে যায়।

খ. **لَازِمْ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ-এর পরিচয় :** لَازِمْ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ ঐ لَازِمْ-কে বলে, যে لَازِمْ এবং مَلْزُوْمْ-এর মধ্যকার সম্পর্কের কল্পনা দ্বারা لُزُوْمْ-এর প্রকাশ পায়। যেমন- أَرْبَعْ বা চার সংখ্যার জন্য জোড় হওয়া।

২. **لَازِمْ غَيْرُ بَيِّنْ-এর পরিচয় :** মানতিকশাস্ত্রের পরিভাষায়- وَإِمَّا غَيْرُ بَيِّنٍ وَهُوَ الَّذِيْ يَفْتَقِرُ بِهِ اَيْ بِقَوْلِنَا . অর্থাৎ যে لَازِمْ কারণ দর্শানোর সাথে সংযুক্ত হয়, তাকে لَازِمْ غَيْرُ بَيِّنْ বলে। যেমন- اَلْعَالَمُ حَادِثٌ তথা পৃথিবী ধ্বংসশীল। এ কথাটি শ্রোতাকে বুঝাতে হলে কারণ ও যুক্তি প্রদান করতে হয়। যেমন- اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ فَالْعَالَمُ حَادِثٌ - অর্থাৎ পৃথিবী পরিবর্তনশীল, প্রত্যেক পরিবর্তনশীল বস্তুই ধ্বংসশীল। সুতরাং পৃথিবী ধ্বংসশীল।

قَوْلُهُ الْعَرْضُ الْمُفَارِقُ الخ -এর আলোচনা : **عَرْض مُفَارِقْ-এর পরিচয় :** মানতিকশাস্ত্রের পরিভাষায়- اَلْعَرْضُ الْمُفَارِقُ أَعْنِىْ مَا يُمْكِنُ اِنْفِكَاكُهُ عَنِ الْمَعْرُوْضِ اَيْضًا অর্থাৎ عَرْض مُفَارِقْ ঐ কুল্লিয়ে আরযীকে বলা হয়, যা স্বীয় মা'রূয হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারে।

কেউ কেউ বলেন- اَلْخَارِجُ عَنِ الشَّيْئِ اِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ اِنْفِكَاكُهُ عَنْهُ فَهُوَ عَرْض مُفَارِقٌ অর্থাৎ যে كُلِّيْ কোনো বস্তুর حَقِيْقَةْ বহির্ভূত হয়েও كلى টি حَقِيْقَةْ হতে পৃথক হওয়া নিষিদ্ধ না হয়, তাকে عَرْض مُفَارِقْ বলা হয়।

عَرْض مُفَارِقْ-এর প্রকারভেদ : عَرْض مُفَارِقْ টি زَوَالْ-এর দিক হতে দু'ভাগে বিভক্ত। যেমন-

১. سَرِيْعُ الزَّوَالِ তথা ঐ عَرْض যা দ্রুত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যেমন- লজ্জিত ব্যক্তির চেহারার রক্তিমতা ও ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তির মুখমণ্ডলের ধূসরতা। এ অবস্থাগুলো বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না; বরং দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যায়।

২. سَرِيْعُ بَطِيْئُ الزَّوَالِ তথা ঐ عَرْض যা নিজ مَعْرُوْض হতে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়। যেমন- যৌবন ও বার্ধক্য, এগুলোর অবস্থা হলো যা দ্রুত দূরীভূত হয় না; বরং ক্রমশ দূর হয়। কেননা, কোনো ব্যক্তি আকস্মিকভাবে যুবক হয়ে যায় না এবং বার্ধক্যেও উপনীত হয় না।

নিম্নে كُلِّيْ-এর প্রকারসমূহ ছকে দেখানো হলো

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : فِى التَّعْرِيْفَاتِ مُعَرِّفُ الشَّىْءِ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ لِاِفَادَةِ تَصَوُّرِهٖ وَهُوَ عَلٰى اَرْبَعَةِ اَقْسَامٍ اَلْحَدُّ التَّامُّ وَالْحَدُّ النَّاقِصُ وَالرَّسْمُ التَّامُّ وَالرَّسْمُ النَّاقِصُ فَالتَّعْرِيْفُ اِنْ كَانَ بِالْجِنْسِ الْقَرِيْبِ وَالْفَصْلِ الْقَرِيْبِ يُسَمّٰى حَدًّا تَامًّا كَتَعْرِيْفِ الْاِنْسَانِ بِالْحَيَوَانِ النَّاطِقِ وَاِنْ كَانَ بِالْجِنْسِ الْبَعِيْدِ وَالْفَصْلِ الْقَرِيْبِ اَوْ بِهٖ وَحْدَهٗ يُسَمّٰى حَدًّا نَاقِصًا وَاِنْ كَانَ بِالْجِنْسِ الْقَرِيْبِ وَالْخَاصَّةِ يُسَمّٰى رَسْمًا تَامًّا وَاِنْ كَانَ بِالْجِنْسِ الْبَعِيْدِ وَبِالْخَاصَّةِ اَوِ الْخَاصَّةِ وَحْدَهَا يُسَمّٰى رَسْمًا نَاقِصًا مِثَالُ الْحَدِّ النَّاقِصِ تَعْرِيْفُ الْاِنْسَانِ بِالْجِسْمِ النَّاقِصِ اَوْ بِالنَّاطِقِ فَقَطْ وَمِثَالُ الرَّسْمِ التَّامِّ تَعْرِيْفُ الْاِنْسَانِ بِالْحَيَوَانِ الضَّاحِكِ وَمِثَالُ الرَّسْمِ النَّاقِصِ تَعْرِيْفُهٗ بِالْجِسْمِ الضَّاحِكِ اَوْ بِالضَّاحِكِ وَحْدَهٗ وَلَا دَخْلَ فِى التَّعْرِيْفَاتِ لِلْعَرَضِ الْعَامِّ لِاَنَّهٗ لَا يُفِيْدُ التَّمْيِيْزَ ـ

فَصْلٌ : اَلتَّعْرِيْفُ قَدْ يَكُوْنُ حَقِيْقِيًّا كَمَا ذَكَرْنَا وَقَدْ يَكُوْنُ لَفْظِيًّا وَهُوَ مَا يُقْصَدُ بِهٖ تَفْسِيْرُ مَدْلُوْلِ اللَّفْظِ كَقَوْلِهِمْ سَعْدَانَةٌ نَبْتٌ وَ الْغَضَنْفَرُ اَسَدٌ وَهٰهُنَا قَدْ تَمَّ بَحْثُ التَّصَوُّرَاتِ اَعْنِى الْقَوْلَ الشَّارِحَ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : সংজ্ঞাসমূহের বর্ণনায় : কোনো জিনিসের مُعَرِّف বা সংজ্ঞা তাকে বলা হয় যা বিষয়টির تَصَوُّرْ-এর فَائِدَه অর্জনের জন্য তার উপর প্রযোজ্য হয়, তা চার প্রকার। ১. حَدّ تَامّ ২. حَدّ نَاقِصْ ৩. رسم تام ৪. رَسم نَاقِصْ আর যদি تَعْرِيْف বা সংজ্ঞা جِنس قَرِيْب এবং فَصْل قَرِيْب দ্বারা হয়, তবে তাকে حَدّتَامّ বলে। যেমন- اِنْسَانْ-এর পরিচয় حَيَوَانْ نَاطِقْ দ্বারা। আর যদি تَعْرِيْف টি جِنس بَعِيْد এবং فَصْل قَرِيْب দ্বারা অথবা শুধু فَصْل قَرِيْب দ্বারা হয়, তবে তাকে حَدّ نَاقِصْ বলে। আর جِنس قَرِيْب এবং خَاصَّه দ্বারা تَعْرِيْف হলে, তাকে رَسْم تَامّ বলে। আর যদি جِنْس بَعِيْد এবং خَاصَّه দ্বারা تَعْرِيْف করা হয়, তাহলে তাকে رَسْم نَاقِصْ বলে। حَدّ نَاقِصْ-এর উদাহরণ হলো اِنْسَانْ-এর সংজ্ঞা جِسْم نَاطِقْ অথবা শুধু نَاطِقْ দ্বারা করা। رَسْم تَامّ-এর উদাহরণ হলো اِنْسَانْ-এর সংজ্ঞা حَيَوَان ضَاحِك দ্বারা। আর رَسْم نَاقِصْ-এর উদাহরণ হলো اِنْسَانْ-এর সংজ্ঞা جِسْم ضَاحِك অথবা শুধু ضَاحِك দ্বারা করা। আর تَعْرِيْفَاتْ-এর মধ্যে عَرَض عَامّ-এর কোনো দখল নেই। কেননা, عَرَض عَامّ তা تَمْيِيْز-এর فَائِدَه দেয় না।

পরিচ্ছেদ : تَعْرِيْف (সংজ্ঞা) কোনো সময় حَقِيْقِىْ হবে। যেমন- আমরা বর্ণনা করেছি। আর কোনো কোনো সময় لَفْظِىْ হবে। আর تَعْرِيْف لَفْظِىْ তাকে বলে, যা দ্বারা শব্দের তাফসীর উদ্দেশ্য হয়। যেমন- اَهل لُغَتْ এর উক্তি سَعْدَانَةٌ نَبْتٌ অর্থাৎ سَعْدَانَةٌ এক প্রকারের ঘাস এবং اَلْغَضَنْفَرُ اَسَدٌ অর্থাৎ اَلْغَضَنْفَرُ অর্থাৎ সিংহ। এখানে تَصَوُّرَاتْ-এর আলোচনা সমাপ্ত হলো।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ فِى التَّعْرِيْفَاتِ সংজ্ঞাসমূহের বর্ণনায় مُعَرِّفُ الشَّىْءِ কোনো জিনিসের সংজ্ঞা তাকে বলা হয় مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ যা বিষয়টির উপর প্রযোজ্য হয় لِاِفَادَةِ تَصَوُّرِهٖ - تَصَوُّرْ-এর ফায়দা অর্জনের জন্য وَهُوَ عَلٰى اَرْبَعَةِ اَقْسَامٍ তা চার প্রকার اَلْحَدُّ التَّامُّ হদ্দে তাম وَالْحَدُّ النَّاقِصُ হদ্দে নাকিস وَالرَّسْمُ التَّامُّ রসমে তাম وَالرَّسْمُ النَّاقِصُ সমে নাকিস فَالتَّعْرِيْفُ আর সংজ্ঞা اِنْ كَانَ যদি হয় بِالْجِنْسِ الْقَرِيْبِ - جِنس قَرِيْب দ্বারা وَالْفَصْلِ الْقَرِيْبِ এবং فَصْل قَرِيْب দ্বারা يُسَمّٰى তবে তাকে বলে حَدًّا تَامًّا হদ্দে তাম كَتَعْرِيْفِ الْاِنْسَانِ যেমন- اِنْسَانْ-এর পরিচয় بِالْحَيَوَانِ النَّاطِقِ - حَيَوَانْ نَاطِقْ দ্বারা وَاِنْ كَانَ আর যদি হয় بِالْجِنْسِ الْبَعِيْدِ - جِنس بَعِيْد দ্বারা وَالْفَصْلِ الْقَرِيْبِ এবং فَصْل قَرِيْب দ্বারা اَوْ بِهٖ وَحْدَهٗ অথবা শুধু فَصْل قَرِيْب দ্বারা يُسَمّٰى তবে তাকে বলে حَدًّا نَاقِصًا হদ্দে নাকিস وَاِنْ كَانَ আর যদি হয় بِالْجِنْسِ الْقَرِيْبِ - جِنس قَرِيْب দ্বারা يُسَمّٰى তবে তাকে বলে رَسْمًا تَامًّا রসমে তাম وَاِنْ كَانَ আর যদি হয় بِالْجِنْسِ الْبَعِيْدِ - جِنس بَعِيْد দ্বারা وَالْخَاصَّةِ এবং خَاصَّة দ্বারা اَوِ الْخَاصَّةِ وَحْدَهَا অথবা শুধু خَاصَّه দ্বারা يُسَمّٰى তাহলে তাকে বলে رَسْمًا نَاقِصًا রসমে নাকিস

www.eelm.weebly.com

جِنْس نَاطِق - بِالْجِسْمِ النَّاطِقِ - تَعْرِيْفُ الْإِنْسَانِ - إِنْسَانٌ-এর সংজ্ঞা দ্বারা حَدٌ نَاقِص-এর উদাহরণ হলো مِثَالُ الْحَدِّ النَّاقِص - إِنْسَانٌ - تَعْرِيْفُ الْإِنْسَانِ - রসম তাম-এর উদাহরণ হলো وَمِثَالُ الرَّسْمِ التَّامِّ - رَسْم تَام দ্বারা نَاطِق অথবা শুধু أَوْ بِالنَّاطِقِ فَقَطْ-এর সংজ্ঞা إِنْسَانٌ - تَعْرِيْفُهُ - رَسْم نَاقِص-এর উদাহরণ وَمِثَالُ الرَّسْمِ النَّاقِصِ আর حَيَوَانٌ ضَاحِكٌ দ্বারা بِالْحَيَوَانِ الضَّاحِكِ - فِي অথবা শুধু ضَاحِك দ্বারা করা وَلَا دَخْلَ আর কোনো দখল নেই أَوْ بِالضَّاحِكِ وَحْدَهُ দ্বারা جِسْم ضَاحِك - بِالْجِسْمِ الضَّاحِكِ - التَّمْيِيْزُ - لِأَنَّهُ لَا يُفِيْدُ কেননা, عَرْض عَام ফায়দা দেয় না - لِلْعَرَضِ الْعَامِّ - عَرْض عَام-এর মধ্যে التَّعْرِيْفَاتُ-এর تَعْرِيْفَات - التَّعْرِيْفَاتِ - تَمْيِيْز-এর فَصْل পরিচ্ছেদ اَلتَّعْرِيْفُ সংজ্ঞা قَدْ يَكُوْنُ কোনো সময় হবে حَقِيْقِيًّا প্রকৃত كَمَا ذَكَرْنَا যেমন– আমরা বর্ণনা করেছি وَقَدْ يَكُوْنُ আর কোনো কোনো সময় হবে لَفْظِيًّا শাব্দিক وَهُوَ আর تَعْرِيف لَفْظِي তাকে বলে مَا يُقْصَدُ بِهِ যা দ্বারা উদ্দেশ্য হয় تَفْسِيْرُ مَدْلُوْلِ اللَّفْظِ শব্দের তাফসীর كَقَوْلِهِمْ যেমন– أَهْل لُغَتْ-এর উক্তি سَعْدَانَةٌ نَبْتٌ অর্থাৎ سَعْدَانَةٌ এক প্রকার ঘাস أَعْنِي অর্থাৎ اَلْغَضَنْفَرُ অর্থ সিংহ وَالْغَضَنْفَرُ الْأَسَدُ وَهٰهُنَا এখানে قَدْ تَمَّ সমাপ্ত হলো بَحْثُ التَّصَوُّرَاتِ - تَصَوُّرَات আলোচনা অর্থাৎ اَلْقَوْلُ الشَّارِحُ কাওলে শারিহের আলোচনা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فِي التَّعْرِيْفَاتِ -এর আলোচনা : تَعْرِيْفَات শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো تَعْرِيْف ; এটা বাবে تَفْعِيْل-এর মাসদার। অর্থ হলো– পরিচয়। مُعَرِّف শব্দটি 'রা' বর্ণে কাসরাযোগে اِسْم فَاعِل একবচন-এর সীগাহ। অর্থ– পরিচয় দানকারী। আর اَلشَّيْءُ শব্দটি একবচন; অর্থ হলো– বস্তু। অতএব উভয়ের একত্রে অর্থ হলো– বস্তুর পরিচায়দানকারী বা বস্তুর সংজ্ঞা।

এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মীযানুল মানতিক প্রণেতা বলেন– اَلْمُعَرِّفُ لِلشَّيْءِ وَهُوَ الَّذِيْ يَسْتَلْزِمُ تَصَوُّرُهُ تَصَوُّرَ ذٰلِكَ الشَّيْءِ অর্থাৎ কোনো বস্তুর مُعَرِّف বা পরিচয়দাতা ঐ বিষয়কে বলে, যার কল্পনা করলে বস্তুর কল্পনাও অনিবার্য হয়ে পড়ে।

আল্লামা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (র.) বলেন– مُعَرِّفُ الشَّيْءِ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ لِإِفَادَةِ تَصَوُّرِهِ অর্থাৎ যে-কোনো বিষয়ের সংজ্ঞা তাকে বলা হয়, যা বিষয়টির تَصَوُّر-এর ফায়দা অর্জনের জন্য তার উপর আরোপিত হয়। এর উদাহরণ হলো– الانسان ; এর معرف হচ্ছে– اَلْحَيَوَانُ النَّاطِقُ বা বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণী।

مُعَرِّفُ لِلشَّيْءِ-এর প্রকারভেদ : প্রকাশ থাকে যে, مُعَرِّف لِلشَّيْءِ চার প্রকার। যথা– ১. حَدٌ تَامٌ [পূর্ণ সংজ্ঞা] ২. حَد نَاقِص [অসম্পূর্ণ সংজ্ঞা] ৩. رَسْم تَامٌ [সম্পূর্ণ চিহ্নিতকরণ] ৪. رَسْم نَاقِص [অসম্পূর্ণ চিহ্নিতকরণ]।

১. **حَدم تَامٌ-এর পরিচয় :** পরিপূর্ণ সংজ্ঞা বলতে ঐ معرف-কে বলে যা শুধু جِنْس قَرِيْب এবং فَصْل قَرِيْب-এর সমন্বয়ে গঠিত হয়। যেমন– إِنْسَانٌ-এর সংজ্ঞা اَلْحَيَوَانُ النَّاطِقُ দ্বারা প্রদান করা। এখানে حَيَوَانٌ হলো جنس قريب এবং ناطق হলো فَصْل قَرِيْب ।

২. **حَد نَاقِص-এর পরিচয় :** যদি বস্তুর পরিচয় جِنْس بَعِيْد ও فَصْل قَرِيْب দ্বারা দেওয়া হয় অথবা শুধু فَصْل قَرِيْب দ্বারা প্রদান করা হয়, তবে তাকে حَد نَاقِص বলে। যথা– إِنْسَانٌ-এর সংজ্ঞা اَلْحَيَوَانُ النَّاطِقُ বা শুধু حَيَوَانٌ দ্বারা প্রদান করা।

৩. **رَسْم تَامٌ-এর পরিচয় :** যদি বস্তুর تَعْرِيف বা সংজ্ঞা جِنْس قَرِيْب ও خَاصَّة দ্বারা প্রদান করা হয়, তাহলে তাকে رَسْم تَامٌ বা পূর্ণ চিহ্নিতকরণ বলে। যথা– إِنْسَانٌ-এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয় حَيَوَان ضَاحِك দ্বারা। এখানে حَيَوَانٌ হলো جِنْس قَرِيْب আর ضاحك হলো خَاصَّة ।

৪. **رَسْم نَاقِص-এর পরিচয় :** যদি কোনো বিষয়ের সংজ্ঞা جِنْس بَعِيْد ও خاصة-এর সমন্বয়ে প্রদান করা হয় অথবা শুধু خَاصَّة দ্বারা প্রদান করা হয়, তবে তাকে رَسْم نَاقِص বলে। যথা– إِنْسَانٌ-এর পরিচয় শুধু ضَاحِك অথবা جِسْم ضَاحِك দ্বারা প্রদান করা। এখানে ضَاحِك পদটি হলো خَاصَّة আর جسم কুল্লীটি হলো إِنْسَانٌ-এর জন্য جِنْس بَعِيْد ; অতএব সংজ্ঞাটি رَسْم نَاقِص হলো।

قَوْلُهُ قَدْ يَكُوْنُ الخ -এর আলোচনা : শাব্দিক সংজ্ঞার অর্থ এই যে, কখনো পরিচিত এবং প্রসিদ্ধ শব্দ দ্বারা অন্য এক অপরিচিত শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন– غَضَنْفَر, একটি অপ্রসিদ্ধ শব্দ, أَسَد বা সিংহ শব্দ দ্বারা এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। তদ্রূপ سَعْدَانَة অপরিচিত শব্দের ব্যাখ্যা نَبْت বা ঘাস দিয়ে করা হয়েছে।

قَوْلُهُ هٰهُنَا قَدْتَمَّ الخ -এর আলোচনা : ইত:পূর্বে যে বিষয়সমূহের উপর আলোচনা চলছিল, তা ছিল تَصَوُّر বা হুকুমবিহীন ইলমের আলোচনা। আর মানতিকীদের পরিভাষায় تَصَوُّر-কে قَوْل شَارِح ও বলা হয়ে থাকে। আর تَصَوُّرَات-এর আলোচনা এখানেই সমাপ্ত হলো।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

١- عَرِّفِ الْكُلِّيَّ وَالْجُزْئِيَّ . ثُمَّ بَيِّنْ اَقْسَامَ الْكُلِّيِّ مُمَثِّلًا .
٢- عَرِّفِ الْكُلِّيَّ وَالْجُزْئِيَّ - ثُمَّ بَيِّنِ النِّسْبَةَ بَيْنَ الْكُلِّيَّيْنِ مُمَثِّلًا .
٣- عَرِّفِ الْجِنْسَ . ثُمَّ بَيِّنْ مَرَاتِبَهُ بِالْاَمْثِلَةِ .
٤- عَرِّفِ النَّوْعَ وَالْجِنْسَ . ثُمَّ بَيِّنْ اَقْسَامَهُمَا بِالتَّفْصِيْلِ .
٥- مَا هُوَ النَّوْعُ؟ ثُمَّ بَيِّنْ مَرَاتِبَهُ بِالْاَمْثِلَةِ .
٦- عَرِّفِ الْفَصْلَ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا وَمُمَثِّلًا .

www.eelm.weebly.com

اَلْبَابُ الثَّانِىْ فِى الْحُجَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

দ্বিতীয় অধ্যায় : দলিল ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে

فَصْلٌ : فِى الْقَضَايَا : اَلْقَضِيَّةُ قَوْلٌ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكِذْبَ وَقِيْلَ هُوَ قَوْلٌ يُقَالُ لِقَائِلِهٖ اَنَّهٗ صَادِقٌ فِيْهِ اَوْ كَاذِبٌ وَهِىَ قِسْمَانِ حَمْلِيَّةٌ وَشَرْطِيَّةٌ اَمَّا الْحَمْلِيَّةُ فَهُوَ مَا حُكِمَ فِيْهَا بِثُبُوْتِ شَىْءٍ لِشَىْءٍ اَوْ نَفْيِهٖ عَنْهُ كَقَوْلِكَ زَيْدٌ قَائِمٌ وَ زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ وَاَمَّا الشَّرْطِيَّةُ فَمَا لَايَكُوْنُ فِيْهِ ذٰلِكَ الْحُكْمُ وَقِيْلَ اَلشَّرْطِيَّةُ مَا يَنْحَلُّ اِلٰى قَضِيَّتَيْنِ كَقَوْلِنَا اِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ وَلَيْسَ اَلْبَتَّةَ اِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَاللَّيْلُ مَوْجُوْدٌ فَاِذَا حُذِفَ الْاَدَوَاتُ بَقِىَ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ وَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : قَضِيَّة (সংবাদমূলক বাক্য) প্রসঙ্গে : قَضِيَّة এমন উক্তি যাতে সত্য মিথ্যার সম্ভাবনা থাকে। আর কেউ কেউ বলেন, তা এমন উক্তি যার কথককে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী বলা যেতে পারে। তা দু' প্রকার– ১. حَمْلِيَّة (সরল বাক্য), ২. شَرْطِيَّة (শর্তযুক্ত বাক্য)। حَمْلِيَّة (সরল বাক্য) ঐ قَضِيَّة-কে বলে, যাতে একটি বস্তু অপর একটি বস্তুর জন্য সাব্যস্ত করার অথবা একটি বস্তু অপর একটি বস্তু হতে বিদূরীত করার হুকুম আরোপ করা হবে। যেমন– তোমার উক্তি زَيْدٌ قَائِمٌ (যায়েদ দণ্ডায়মান) ও زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ (যায়েদ দণ্ডায়মান নয়)। আর شَرْطِيَّة ঐ قَضِيَّة-কে বলে, যাতে উক্ত হুকুম আরোপ করা হয় না। আর কেউ কেউ বলন, شَرْطِيَّة ঐ قَضِيَّة-কে বলা হয়, যা দু'টি কাযিয়া বা বাক্যে রূপান্তরিত হয়। যেমন– আমাদের উক্তি اِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ (যদি সূর্য উদিত হয় তবে দিবস বিদ্যমান হবে)। আর এরূপ কখনও নয় যে, اِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَاللَّيْلُ مَوْجُوْدٌ (যখন সূর্য উদিত হবে, তখন রাত্র বিদ্যমান থাকবে)। অতঃপর যখন অব্যয়গুলো উহ্য করে দেওয়া হয় তখন অবশিষ্ট থাকবে, اَلشَّمْسُ طَالِعَةٌ وَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ (সূর্য উদিত ও দিবস বিদ্যমান)।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْبَابُ الثَّانِىْ দ্বিতীয় অধ্যায় فِى الْحُجَّةِ দলিল وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهٖ ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে فَصْلٌ পরিচ্ছেদ فِى الْقَضَايَا - قَضِيَّة (সংবাদমূলক বাক্য) প্রসঙ্গে اَلْقَضِيَّةُ কাযিয়া قَوْلٌ এমন উক্তি يَحْتَمِلُ যাতে সম্ভাবনা থাকে اَلصِّدْقَ সত্য ও মিথ্যার وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেন هُوَ قَوْلٌ তা এমন উক্তি يُقَالُ لِقَائِلِهٖ যার কথককে বলা যেতে পারে اَنَّهٗ صَادِقٌ فِيْهِ যে তিনি তার কথায় সত্যবাদী اَوْ كَاذِبٌ বা মিথ্যাবাদী وَهِىَ قِسْمَانِ তা দু'প্রকার حَمْلِيَّةٌ সরল বাক্য وَشَرْطِيَّةٌ শর্তযুক্ত বাক্য اَمَّا الْحَمْلِيَّةُ - حَمْلِيَّة সরল বাক্য فَهُوَ ঐ قَضِيَّةٌ-কে বলে مَا حُكِمَ فِيْهَا যাতে হুকুম আরোপ করা হবে بِثُبُوْتِ সাব্যস্ত করার شَىْءٍ একটি বস্তু অপর একটি বস্তুর জন্য لِشَىْءٍ اَوْ نَفْيِهٖ عَنْهُ অথবা একটি বস্তু অপর একটি বস্তু হতে বিদূরীত করার كَقَوْلِكَ যেমন– তোমার উক্তি زَيْدٌ قَائِمٌ যায়েদ দণ্ডায়মান وَ زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ ও যায়েদ দণ্ডায়মান নয় وَاَمَّا الشَّرْطِيَّةُ আর شَرْطِيَّة ঐ قَضِيَّة-কে বলে فَمَا لَايَكُوْنُ فِيْهِ যাতে ذٰلِكَ الْحُكْمُ উক্ত হুকুম আরোপ করা হয় না وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেন اَلشَّرْطِيَّةُ - شَرْطِيَّة ঐ قَضِيَّة-কে বলা হয় مَا يَنْحَلُّ যা রূপান্তরিত হয় اِلٰى قَضِيَّتَيْنِ দু'টি কাযিয়া বা বাক্যে كَقَوْلِنَا যেমন– আমাদের উক্তি اِنْ كَانَتِ যদি হয় اَلشَّمْسُ সূর্য طَالِعَةً উদিত فَالنَّهَارُ তবে দিবস مَوْجُوْدٌ বিদ্যমান হবে وَلَيْسَ اَلْبَتَّةَ আর এরূপ কখনও নয় যে, اِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ যখন সূর্য طَالِعَةً উদিত হবে فَاللَّيْلُ তখন রাত্র থাকবে مَوْجُوْدٌ বিদ্যমান فَاِذَا حُذِفَ অতঃপর যখন উহ্য করে দেওয়া হয় اَلْاَدَوَاتُ অব্যয়গুলো بَقِىَ তখন অবশিষ্ট থাকবে اَلشَّمْسُ طَالِعَةٌ সূর্য উদিত وَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ ও দিবস বিদ্যমান।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فِى الْحُجَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا الخ -এর আলোচনা : উল্লেখ্য যে, حُجَّة ঐ تَصْدِيْق مَعْلُوْمَه-কে বলে, যা দ্বারা تَصْدِيْق مَجْهُوْل অর্জিত হয়। حُجَّة তিন প্রকার। যথা– ১. قِيَاس, ২. اِسْتِقْرَاء, ৩. تَمْثِيْل। আর حُجَّة-এর সংশ্লিষ্ট বিষয় দ্বারা عَكْس এবং نَقِيْض ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهٗ اَلْقَضِيَّةُ قَوْلٌ الخ -এর আলোচনা : حُجَّة সম্পর্কে জানতে হলে قَضِيَّة ও তার حُكْم সমূহ জানতে হবে, তাই গ্রন্থকার সর্বপ্রথম قَضِيَّة-এর পরিচয়ের আলোচনা আরম্ভ করেছেন।

www.eelm.weebly.com

قَضِيَّة-এর আভিধানিক অর্থ : قَضِيَّة শব্দটি বাবে ضَرَبَ মাসদার। শব্দটি একবচন, বহুবচনে قَضَايَا মূলবর্ণ (ق ـ ض ـ ى) জিনসে نَاقِص يَائِى ইংরেজি প্রতিশব্দ Solution. Order এর আভিধানিক অর্থ হলো– ১. اَلْحُكْمُ বা ফয়সালা, ২. اَلْبَيَانُ বা বর্ণনা করা, ৩. اَلْجُمْلَةُ বা বাক্য, ৪. اَلْاَمْرُ বা নির্দেশ, ৫. اَلرَّأْىُ বা সিদ্ধান্ত, ৬. সম্পন্ন হওয়া ইত্যাদি। কুরআন মাজীদে এ শব্দটির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন– فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ

قَضِيَّة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. মিরকাত প্রণেতা আল্লামা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (র.) বলেন– هُوَ قَوْلٌ يُقَالُ لِقَائِلِهٖ اِنَّهٗ صَادِقٌ فِيْهِ اَوْ كَاذِبٌ অর্থাৎ قَضِيَّة এমন একটি বাক্য যার বক্তাকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী উভয় বলা যায়।

২. মীযানুল মানতিক গ্রন্থে বলা হয়েছে– اَلْقَضِيَّةُ قَوْلٌ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكِذْبَ

৩. আল-মু'জামুল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতা বলেন– هُوَ قَوْلٌ مُكَوَّنٌ مِنْ مَوْضُوْعٍ وَمَحْمُوْلٍ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكِذْبَ لِذَاتِهٖ

৪. আল্লামা আবূ আলী ইবনে সীনা قَضِيَّة-এর দু'টি সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। যেমন– ক. قَضِيَّة হলো ঐ مُرَكَّبْ যার মধ্যে সত্য এবং মিথ্যার সম্ভাবনা রয়েছে। খ. অথবা, ঐ مُرَكَّبْ যার বক্তাকে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী বলা যায়। তবে উভয় সংজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম সংজ্ঞায় صِدْق এবং كِذْب মুরাক্কাব-এর صِفَة হবে। আর দ্বিতীয় সংজ্ঞায় صِدْق এবং كِذْب এরা مُتَكَلِّم-এর صِفَة হবে। আর صِدْق-এর অর্থ হলো, বাস্তবমুখি হওয়া এবং كِذْب-এর অর্থ হলো বাস্তব বিরোধী হওয়া। যেমন– زَيْدٌ قَائِمٌ (যায়েদ দণ্ডায়মান) এ বাক্যটি সত্য ও মিথ্যা উভয়ই হতে পারে।

قَضِيَّة-এর সংজ্ঞায় فَوَائِد قُيُوْد : প্রকাশ থাকে যে, قَضِيَّة-এর উভয় সংজ্ঞায় قَوْل শব্দ جِنْس-এর স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং এটি مركب نَاقِص এবং مُرَكَّب تَامّ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। আর প্রথম সংজ্ঞায় يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكِذْبَ এবং দ্বিতীয় সংজ্ঞায় يُقَالُ لِقَائِلِهٖ اِنَّهٗ صَادِقٌ فِيْهِ اَوْ كَاذِبٌ হচ্ছে فَصْل-এর স্থানে। এর দ্বারা مُرَكَّبَات نَاقِص এবং انشاء-এর সকল প্রকার বের হয়ে যায়। কেননা, এরা صِدْق এবং كِذْب-এর সম্ভাবনা রাখে না।

قَضِيَّة-এর প্রকারভেদ : قضية প্রথমত দু' প্রকার। যথা– ১. قَضِيَّة حَمْلِيَّة (সংবাদমূলক সরল বাক্য), ২. قَضِيَّة شَرْطِيَّة (সংবাদমূলক শর্তযুক্ত বাক্য)। নিম্নে প্রত্যেকটির বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

قَضِيَّة حَمْلِيَّة-এর সংজ্ঞা :

১. মিরকাত গ্রন্থকার বলেন– اَلْحَمْلِيَّةُ هِىَ مَا حُكِمَ فِيْهَا بِثُبُوْتِ لِشَيْءٍ اَوْ نَفْيِهٖ عَنْهُ مِثْلُ زَيْدٌ قَائِمٌ - وَ زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ অর্থাৎ حَمْلِيَّة এমন একটি قَضِيَّة যার মধ্যে একটি বস্তু অপর একটি বস্তুকে সাব্যস্ত করা অথবা একটি বস্তু হতে অন্য একটি বস্তুকে বিদূরিত করার হুকুম দেওয়া হয়। যেমন– زَيْدٌ قَائِمٌ (যায়েদ দণ্ডায়মান) এখানে যায়েদের জন্য قِيَام সাব্যস্ত হওয়ার হুকুম হয়েছে– زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ (যায়েদ দণ্ডায়মান নয়) এখানে زَيْد থেকে قِيَام বিদূরিত করার হুকুম হয়েছে।

২. মীযানুল মানতিক গ্রন্থকার বলেন– اِنْ لَمْ تَنْحَلَّ اِلٰى قَضِيَّتَيْنِ بَعْدَ حَذْفِ الرَّابِطِ فَهُوَ حَمْلِيَّةٌ

৩. কারো কারো মতে– هُوَ مَا يَنْحَلُّ اِلٰى قَضِيَّتَيْنِ فَهُوَ حَمْلِيَّةٌ

اَقْسَامُ الْقَضِيَّةِ الْحَمْلِيَّةِ : قَضِيَّة حَمْلِيَّة-এর প্রকারভেদ : قضية حملية দু' প্রকার। যথা– ১. حَمْلِيَّة مُوْجِبَة ২. حَمْلِيَّة سَالِبَة

১. قَضِيَّة حَمْلِيَّة مُوْجِبَة ঐ قَضِيَّة যার মধ্যে একটি বস্তুর জন্য অন্য একটি বস্তু সাব্যস্ত হওয়ার হুকুম হবে। যেমন– زَيْدٌ قَائِمٌ অর্থাৎ যায়েদ দণ্ডায়মান। অত্র বাক্যে যায়েদের জন্য قِيَامْ সাব্যস্ত হওয়ার হুকুম হয়েছে।

২. قَضِيَّة حَمْلِيَّة سَالِبَة ঐ قضية যার মধ্যে একটি বস্তু হতে অন্য একটি বস্তুকে বিদূরিত করার হুকুম আরোপিত হবে। যেমন– زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ বা যায়েদ দণ্ডায়মান নয়। এতে زَيْد-এর জন্য قِيَامْ বিদূরিত হওয়ার হুকুম আরোপিত হয়েছে।

قَضِيَّة شَرْطِيَّة-এর সংজ্ঞা :

১. মিরকাত গ্রন্থকার বলেন– فَمَا لَايَكُوْنُ فِيْهَا ذٰلِكَ الْحُكْمُ অর্থাৎ যার মধ্যে قَضِيَّة حَمْلِيَّة -এর حُكْم আরোপিত হবে না, তাকে شَرْطِيَّة বলে।

২. মীযানুল মানতিক গ্রন্থ প্রণেতার মতে– مَا يَنْحَلُّ اِلٰى قَضِيَّتَيْنِ بَعْدَ حَذْفِ الرَّابِطِ অর্থাৎ قضية شرطية হলো رابط বিলুপ্ত করার পর যা দু'টি قَضِيَّة-তে বিভক্ত হয়।

৩. কারো কারো মতে, قضية شرطية ঐ قضية যার মধ্যে ثُبُوْتُ الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ وَنَفْيُ الشَّيْءِ عَنِ الشَّيْءِ-এর হুকুম আরোপিত হবে না। اِنْحِلَال قَضِيَّة-এর অর্থ হলো– قَضِيَّة شَرْطِيَّة হতে اتصال এবং انفصال-এর অব্যয় যেমন– مَا ـ اِمَّا ـ اَوْ ـ اِنْ ইত্যাদিকে বিলুপ্ত করে দেয়। অতঃপর اِنْحِلَال-এর পর যদি قَضِيَّة টি দুই قَضِيَّة রূপে পরিণত হয়, তাহলে قَضِيَّة شَرْطِيَّة হবে।

قَضِيَّة شَرْطِيَّة-এর প্রকারভেদ : قَضِيَّة شَرْطِيَّة দু'প্রকার। যথা– ১. قَضِيَّة شَرْطِيَّة مُوْجِبَة ২. قَضِيَّة شَرْطِيَّة سَالِبَة

১. قَضِيَّة شَرْطِيَّة مُوْجِبَة ঐ قضية-কে বলা হয়, যার মধ্যে একটি নিসবত সাব্যস্ত হওয়াকে মেনে নেওয়ার উপর অন্য একটি সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে। যেমন– اِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ অর্থাৎ যদি সূর্য উদিত হয় তবে দিন বিদ্যমান হয়। এখানে طُلُوْعُ الشَّمْسِ মেনে নেওয়ার উপর وُجُوْد نَهَار-এর হুকুম আরোপিত হবে। আর এখানে اِتْصَال-এর অব্যয় اِنْ এবং فَاء অক্ষরটি বিলুপ্ত করে দেওয়ার পর الشمس طالعة এবং النهار موجود দু'টি বাক্য থেকে যাবে।

২. قَضِيَّة شَرْطِيَّة سَالِبَة ঐ قَضِيَّة-কে বলা হয়, যার মধ্যে একটি نِسْبَة-কে মেনে নেওয়ার উপর অন্য نِسْبَة-এর نَفِى করার হুকুম আরোপিত হবে। যেমন– لَيْسَ الْبَتَّةَ اِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَاللَّيْلُ مَوْجُوْدٌ অত্র বাক্যে طُلُوْعُ الشَّمْسِ মেনে নেওয়ার উপর لَيْل (রাত)-এর نَفِى-এর হুকুম আরোপিত হবে এবং এ قَضِيَّة হতে لَيْسَ الْبَتَّةَ এবং اِذَا كَانَتْ ও فَاء-কে حَذْف করে দেওয়ার পর দু'টি قَضِيَّة হয়ে যাবে। আর তা হলো اَلشَّمْسُ طَالِعَةٌ এবং اَلنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ।

www.eelm.weebly.com

وَالْحَمْلِيَّةُ مَا لَايَنْحَلُّ اِلٰى قَضِيَّتَيْنِ بَلْ يَنْحَلُّ اِمَّا اِلٰى مُفْرَدَيْنِ كَقَوْلِكَ زَيْدٌ هُوَ قَائِمٌ فَاِنَّكَ اِذَا حَذَفْتَ الرَّابِطَةَ اَعْنِىْ هُوَ بَقِىَ زَيْدٌ وَقَائِمٌ وَهُمَا مُفْرَدَانِ وَاِمَّا اِلٰى مُفْرَدٍ وَقَضِيَّةٍ كَمَا فِىْ قَوْلِكَ زَيْدٌ اَبُوْهُ قَائِمٌ فَاِذَا حَلَلْتَهُ بَقِىَ زَيْدٌ وَهُوَ مُفْرَدٌ وَاَبُوْهُ قَائِمٌ وَهُوَ قَضِيَّةٌ ـ

فَصْلٌ : اَلْحَمْلِيَّةُ ضَرْبَانِ مُوْجِبَةٌ وَهِىَ الَّتِىْ حُكِمَ فِيْهَا بِثُبُوْتِ شَىْءٍ لِشَىْءٍ وَسَالِبَةٌ وَهِىَ الَّتِىْ حُكِمَ فِيْهَا بِنَفْىِ شَىْءٍ عَنْ شَىْءٍ نَحْوُ اَلْاِنْسَانُ حَيَوَانٌ وَالْاِنْسَانُ لَيْسَ بِفَرَسٍ ـ

সরল অনুবাদ : قَضِيَّهْ حَمْلِيَّهْ ঐ قَضِيَّهْ-কে বলে, যা দু' قَضِيَّةْ-এর দিকে বিভক্ত হয় না; বরং তা দুই مُفْرَدْ-এর দিকে বিভক্ত হয়। যেমন–তোমার উক্তি زَيْدٌ هُوَ قَائِمٌ অর্থ যায়েদ সে দাঁড়ানো। অতঃপর তুমি যখন আলোচ্য قَضِيَّةْ হতে رَابِطَةْ তথা هُوَ-কে হযফ করবে তখন বাকি থাকবে زَيْدٌ وَقَائِمٌ আর তারা হলো দু'টি مُفْرَدْ। অথবা قَضِيَّةْ টি একটি مُفْرَدْ এবং একটি قَضِيَّةْ-এর দিকে বিভক্ত হয়। যেমন– তোমার উক্তি زَيْدٌ اَبُوْهُ قَائِمٌ যখন তুমি এর رَابِطَةْ-কে হযফ করবে তখন অবশিষ্ট থাকবে زَيْدٌ যা مُفْرَدْ এবং বাকি থাকবে اَبُوْهُ قَائِمٌ তা হলো قَضِيَّةْ

পরিচ্ছেদ : قَضِيَّةْ حَمْلِيَّةْ দু' প্রকার : ১. مُوْجِبَةْ ২. سَالِبَةْ আর مُوْجِبَةْ বলে ঐ قَضِيَّةْ-কে যার মধ্যে একটি জিনিসের জন্য অপর একটি জিনিসের সাব্যস্ত করার হুকুম হবে। আর سَالِبَةْ ঐ قَضِيَّةْ-কে বলে যার মধ্যে একটি জিনিস হতে অপর একটি জিনিসকে نَفْىْ করার হুকুম দেওয়া হবে। যেমন– اَلْاِنْسَانُ حَيَوَانٌ وَالْاِنْسَانُ لَيْسَ بِفَرَسٍ অর্থাৎ মানুষ প্রাণী এবং মানুষ ঘোড়া নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْحَمْلِيَّةُ - قَضِيَّةْ حَمْلِيَّةْ ঐ قَضِيَّةْ-কে বলে مَا لَايَنْحَلُّ যা বিভক্ত হয় না اِلٰى قَضِيَّتَيْنِ দু' قَضِيَّةْ-এর দিকে بَلْ يَنْحَلُّ বরং তা বিভক্ত হয় اِمَّا اِلٰى مُفْرَدَيْنِ হয়তো দুই مُفْرَدْ-এর দিকে كَقَوْلِكَ যেমন– তোমার উক্তি زَيْدٌ هُوَ قَائِمٌ যায়েদ সে দাঁড়ানো فَاِنَّكَ اِذَا حَذَفْتَ অতঃপর তুমি যখন হযফ করবে اَلرَّابِطَةَ (আলোচ্য قَضِيَّةْ হতে) رَابِطَةْ-কে اَعْنِىْ هُوَ তথা هُوَ-কে بَقِىَ زَيْدٌ وَقَائِمٌ তখন বাকি থাকবে زَيْدٌ ও قَائِمٌ - وَهُمَا مُفْرَدَانِ আর তারা হলো দু'টি مُفْرَدْ - وَاِمَّا اِلٰى مُفْرَدٍ অথবা قَضِيَّةْ টি একটি مُفْرَدْ-এর দিকে وَقَضِيَّةٍ এবং একটি قَضِيَّةْ-এর দিকে (বিভক্ত হয়) كَمَا فِىْ قَوْلِكَ (যেমন– তোমার উক্তি زَيْدٌ اَبُوْهُ قَائِمٌ যায়েদ, তার পিতা দাঁড়ানো فَاِذَا حَلَلْتَهُ যখন তুমি এর رَابِطَةْ-কে হযফ করবে بَقِىَ زَيْدٌ তখন অবশিষ্ট থাকবে زَيْدٌ - وَهُوَ مُفْرَدٌ যা মুফরাদ ؛ وَاَبُوْهُ قَائِمٌ এবং বাকি থাকবে اَبُوْهُ قَائِمٌ - وَهُوَ قَضِيَّةٌ তা হলো কাযিয়া فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْحَمْلِيَّةُ ضَرْبَانِ - قَضِيَّةْ حَمْلِيَّةْ দু' প্রকার ১. مُوْجِبَةْ - مُوْجِبَةْ وَهِىَ আর مُوْجِبَةْ বলে ঐ কাযিয়া-কে اَلَّتِىْ حُكِمَ فِيْهَا যার মধ্যে হুকুম হবে بِثُبُوْتِ شَىْءٍ لِشَىْءٍ একটি জিনিসের জন্য অপর একটি জিনিসের সাব্যস্ত করার ২. وَسَالِبَةٌ - سَالِبَةْ وَهِىَ আর সালবা ঐ قَضِيَّةْ-কে বলে اَلَّتِىْ حُكِمَ فِيْهَا যার মধ্যে হুকুম দেওয়া হবে بِنَفْىِ شَىْءٍ عَنْ شَىْءٍ একটি জিনিস হতে অপর একটি জিনিসকে نَفْىْ করার نَحْوُ যেমন– اَلْاِنْسَانُ حَيَوَانٌ মানুষ প্রাণী وَالْاِنْسَانُ لَيْسَ بِفَرَسٍ এবং মানুষ ঘোড়া নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْحَمْلِيَّةُ مَا لَايَنْحَلُّ الخ -এর আলোচনা : حَمْلِيَّةْ-এর ব্যবহার ক্ষেত্র : কাযিয়ায়ে হামলিয়া ঐ قَضِيَّةْ-কে বলে যার সংযোজক অব্যয়সমূহ বাদ দেওয়ার পর দু'টি বাক্যের দিকে নয়; বরং দু'টি مُفْرَدْ বা একক শব্দে পরিণত হবে। যেমন– زَيْدٌ هُوَ قَائِمٌ (যায়েদ সে দণ্ডায়মান)। উক্ত বাক্যে هُوَ অব্যয়টি বাদ দিলে শুধু زَيْدٌ ও قَائِمٌ দু'টি একক শব্দ থাকবে, অথবা একটি مُفْرَدْ ও একটি কাযিয়ায় পরিণত হবে। যেমন– زَيْدٌ اَبُوْهُ قَائِمٌ [যায়েদ তার পিতা দণ্ডায়মান] অত্র বাক্যটিকে পৃথক করলে একটি مُفْرَدٌ তথা زَيْدٌ ও একটি কাযিয়া তথা اَبُوْهُ قَائِمٌ [তার পিতা দণ্ডায়মান] অবশিষ্ট থাকবে।

قَوْلُهُ الْحَمْلِيَّةُ ضَرْبَانِ الخ -এর আলোচনা : এখানে গ্রন্থকার قَضِيَّةْ حَمْلِيَّةْ-এর প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন। قَضِيَّةْ حَمْلِيَّةْ নিসবতে হুকমিয়া হিসেবে দু' প্রকার। যথা– ১. مُوْجِبَةْ বা ইতিবাচক, ২. سَالِبَةْ বা নেতিবাচক।

قَوْلُهُ قَضِيَّةٌ مُوْجِبَةٌ -এর আলোচনা : قَضِيَّةْ مُوْجِبَةْ ও سَالِبَةْ-এর পরিচয় : যে কাযিয়ার মধ্যে কোনো একটি বস্তু অপর একটি বস্তুর জন্য সাব্যস্ত হওয়ার حُكْمٌ প্রদান করে, তাকে مُوْجِبَةْ বা ইতিবাচক বাক্য বলে। যেমন– اَلْاِنْسَانُ حَيَوَانٌ (মানুষ প্রাণী) এখানে مَوْضُوْعٌ তথা اِنْسَانْ-এর জন্য مَحْمُوْلٌ তথা حَيَوَانٌ-কে সাব্যস্ত হওয়া সম্পর্কে হুকুম আরোপ করা হয়েছে। আর যে قَضِيَّةْ একটি বস্তু হতে একটি বিষয়ের نَفْىْ-এর হুকুম আরোপ করে, তাকে سَالِبَةْ বা নেতিবাচক বাক্য বলা হয়। যেমন– اَلْاِنْسَانُ لَيْسَ بِفَرَسٍ (মানুষ ঘোড়া নয়)। এতে مَوْضُوْعٌ তথা اِنْسَانْ হতে مَحْمُوْلٌ তথা فَرَسْ-এর نَفْىْ-এর হুকুম প্রদান করা হয়েছে।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْقَضِيَّةِ الْحَمْلِيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ [قَضِيَّةْ حَمْلِيَّةْ ও قَضِيَّةْ شَرْطِيَّةْ-এর মধ্যে পার্থক্য] : قَضِيَّةْ شَرْطِيَّةْ দু'টি قَضِيَّةْ-এর দিকে বিভক্ত হবে; কিন্তু قَضِيَّةْ حَمْلِيَّةْ দুই قَضِيَّةْ-এর দিকে বিভক্ত হবে না। অতঃপর قَضِيَّةْ حَمْلِيَّةْ-এর মধ্যে যদি নিসবতে اِيْجَابِىْ হয়, তাহলে তাকে مُوْجِبَةْ বলে আর যদি নিসবতে سَلْبِىْ হয়, তাহলে তাকে سَالِبَةْ বলে।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : اَلْحَمْلِيَّةُ تَلْتَئِمُ مِنْ اَجْزَاءٍ ثَلٰثَةٍ اَحَدُهَا اَلْمَحْكُوْمُ عَلَيْهِ وَيُسَمّٰى مَوْضُوْعًا وَالثَّانِىْ اَلْمَحْكُوْمُ بِهٖ وَيُسَمّٰى مَحْمُوْلًا وَالثَّالِثُ اَلدَّالُّ عَلَى الرَّابِطِ وَيُسَمّٰى رَابِطٌ فَفِىْ قَوْلِكَ زَيْدٌ هُوَ قَائِمٌ زَيْدٌ مَحْكُوْمٌ عَلَيْهِ وَمَوْضُوْعٌ وَقَائِمٌ مَحْكُوْمٌ بِهٖ وَمَحْمُوْلٌ وَلَفْظَةُ هُوَ نِسْبَةٌ وَ رَابِطَةٌ وَقَدْ تُحْذَفُ الرَّابِطَةُ فِى اللَّفْظِ دُوْنَ الْمُرَادِ فَيُقَالُ زَيْدٌ قَائِمٌ -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : قَضِيَّةٌ حَمْلِيَّةٌ তিন অংশ দ্বারা গঠিত হয়। একটি হলো مَحْكُوْمٌ عَلَيْهِ একে مَوْضُوْعٌ বলে। আর দ্বিতীয় হলো مَحْكُوْمٌ بِهٖ একে مَحْمُوْلٌ বলে। তৃতীয় হলো তা যা رَابِطَةٌ-এর উপর دَلَالَةٌ করে যাকে رَابِطَةٌ বলে। সুতরাং তোমার উক্তি زَيْدٌ هُوَ قَائِمٌ এতে زَيْدٌ হচ্ছে مَحْكُوْمٌ عَلَيْهِ এবং مَوْضُوْعٌ আর قَائِمٌ হচ্ছে مَحْكُوْمٌ بِهٖ এবং مَحْمُوْلٌ আর هُوَ শব্দ نِسْبَةٌ এবং رَابِطَةٌ। আর কখনো কখনো رَابِطَةٌ-কে শব্দ হতে হযফ করা হয় তবে অর্থ হতে নয়। তখন বলা হয়- زَيْدٌ قَائِمٌ

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْحَمْلِيَّةُ কাযিয়ায়ে হামলিয়া تَلْتَئِمُ গঠিত হয় مِنْ اَجْزَاءٍ ثَلٰثَةٍ তিন অংশ দ্বারা اَحَدُهَا একটি হলো اَلْمَحْكُوْمُ عَلَيْهِ মাহকূম আলাইহ وَيُسَمّٰى مَوْضُوْعًا একে مَوْضُوْعٌ বলে وَالثَّانِىْ আর দ্বিতীয় হলো اَلْمَحْكُوْمُ بِهٖ মাহকূম বিহী وَيُسَمّٰى مَحْمُوْلًا একে مَحْمُوْلٌ বলে وَالثَّالِثُ তৃতীয় হলো তা اَلدَّالُّ عَلَى الرَّابِطِ যা رَابِطَةٌ-এর উপর دَلَالَةٌ করে وَيُسَمّٰى رَابِطَةٌ যাকে رَابِطَةٌ বলে فَفِىْ قَوْلِكَ সুতরাং তোমার উক্তি زَيْدٌ هُوَ قَائِمٌ যায়েদ সে দাঁড়ানো زَيْدٌ (এতে) زَيْدٌ হচ্ছে مَحْكُوْمٌ عَلَيْهِ وَمَوْضُوْعٌ মাহকূম আলাইহ এবং মাওযূ' وَقَائِمٌ مَحْكُوْمٌ بِهٖ আর قَائِمٌ হচ্ছে মাহকূম বিহী وَمَحْمُوْلٌ এবং মাহমূল وَلَفْظَةُ هُوَ আর هُوَ শব্দ نِسْبَةٌ وَ رَابِطَةٌ নিসবত এবং রাবিতা وَقَدْ تُحْذَفُ আর কখনো কখনো হযফ করা হয় الرَّابِطَةُ - رَابِطَةٌ-কে فِى اللَّفْظِ শব্দ হতে دُوْنَ الْمُرَادِ তবে অর্থ হতে নয় فَيُقَالُ زَيْدٌ قَائِمٌ তখন বলা হয় زَيْدٌ قَائِمٌ যায়েদ দাঁড়ানো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلْحَمْلِيَّةُ تَلْتَئِمُ الخ -এর আলোচনা : قَضِيَّةٌ حَمْلِيَّةٌ-এর গঠন পদ্ধতি : গ্রন্থকার এ পরিচ্ছেদে قَضِيَّةٌ حَمْلِيَّةٌ-এর গঠন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। উল্লেখ্য, قَضِيَّةٌ-এর ব্যাপারে ওলামায়ে মুতাকাদ্দেমীন ও মুতাআখখেরীনের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। মুতাকদ্দেমীনের নিকট قَضِيَّةٌ-এর তিনটি অংশ রয়েছে। তা হলো- ১. مَوْضُوْعٌ ২. مَحْمُوْلٌ ৩. نِسْبَةٌ حِكَمِيَّةٌ তবে মুতাআখখেরীনদের নিকট উপরিউক্ত তিনটি অংশের সাথে আরো একটি অংশ রয়েছে। তা হলো جُزْءٌ نِسْبِيَّةٌ تَاكِيْدِيَّةٌ যার সাথে حَيَوَانٌ-এর সম্পর্ক।

قَضِيَّةٌ حَمْلِيَّةٌ মোট তিনটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। প্রথমত مَحْكُوْمٌ عَلَيْهِ তা مَوْضُوْعٌ বা উদ্দেশ্য নামে পরিচিত। দ্বিতীয়ত مَحْكُوْمٌ بِهٖ এটা مَحْمُوْلٌ বা বিধেয় নামে পরিচিত। তৃতীয়ত: সম্বন্ধ নির্দেশক যা রাবেতা নামে অভিহিত। যেমন- زَيْدٌ هُوَ قَائِمٌ (যায়েদ সে দণ্ডায়মান)। অত্র উদাহরণে زَيْدٌ শব্দটি مَحْكُوْمٌ عَلَيْهِ আর قَائِمٌ শব্দটি مَحْكُوْمٌ بِهٖ। কেননা, قَائِمٌ দ্বারা زَيْدٌ সম্পর্কে একটি হুকুম আরোপ করা হয়েছে। আর هُوَ শব্দটি رَابِطَةٌ যা এতদুভয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ফারসি ভাষায় এটাকে هست (হাসত) দ্বারা এবং উর্দু ভাষায় ہے (হায়) দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। আরবি ভাষায় এর জন্য কোনো স্বতন্ত্র শব্দ নেই। এ কারণে هُوَ যমীরকে اِسْتِعَارَةٌ হিসেবে নেওয়া হয়েছে। অন্যথায় هُوَ মূলত رَابِطَةٌ নয়। কেননা, رَابِطَةٌ স্বতন্ত্র কোনো বিষয় নয়। আর هُوَ যমীর স্বতন্ত্র বিষয়। উক্ত رَابِطَةٌ কখনো কখনো বাক্যে স্পষ্ট উল্লেখ থাকে আবার কখনো উহ্য হয়ে থাকে।

যখন قَضِيَّةٌ [কাযিয়া] হতে রাবেতা حَذْفٌ [হযফ] করা হয় তখন তাকে সানাইয়া এবং যখন রাবেতা উল্লেখ করা হয়, তখন তাকে সুলাসিয়া বলা হয়। কারণ, রাবেতাকে হযফ করার পর কাযিয়ার দু'টি অংশ বিদ্যমান থাকে। আর রাবেতা উল্লেখ থাকলে কাযিয়ার তিনটি অংশ বিদ্যমান থাকে।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : لِلشَّرْطِيَّةِ اَيْضًا اَجْزَاءٌ وَيُسَمَّى الْجُزْءُ الْاَوَّلُ مِنْهَا مُقَدَّمًا وَالْجُزْءُ الثَّانِيْ مِنْهَا تَالِيًا فَفِيْ قَوْلِكَ اِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا قَوْلُكَ اِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً مُقَدَّمٌ وَقَوْلُكَ كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا تَالٍ وَالرَّابِطَةُ هِيَ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا ـ

فَصْلٌ : وَقَدْ تُقَسَّمُ الْقَضِيَّةُ بِاعْتِبَارِ الْمَوْضُوْعِ فَالْمَوْضُوْعُ اِنْ كَانَ جُزْئِيًّا وَشَخْصًا مُعَيَّنًا سُمِّيَتِ الْقَضِيَّةُ شَخْصِيَّةً وَ مَخْصُوْصَةً كَقَوْلِكَ زَيْدٌ قَائِمٌ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ جُزْئِيًّا بَلْ كَانَ كُلِّيًّا فَهُوَ عَلٰى اَنْحَاءٍ لِاَنَّهَا اِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيْهَا عَلٰى نَفْسِ الْحَقِيْقَةِ تُسَمَّى الْقَضِيَّةُ طَبْعِيَّةً نَحْوُ الْاِنْسَانُ نَوْعٌ وَالْحَيَوَانُ جِنْسٌ وَاِنْ كَانَ عَلٰى اَفْرَادِهَا فَلَا يَخْلُوْ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ كَمِّيَّةُ الْاَفْرَادِ فِيْهَا مُبَيَّنًا اَوْ لَمْ يَكُنْ فَاِنْ بُيِّنَ كَمِّيَّةُ الْاَفْرَادِ تُسَمَّى الْقَضِيَّةُ مَحْصُوْرَةً كَقَوْلِكَ كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَ بَعْضُ الْحَيَوَانِ اِنْسَانٌ وَاِنْ لَمْ يُبَيَّنْ يُسَمَّى الْقَضِيَّةُ مُهْمَلَةً نَحْوُ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : قَضِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ -এরও কয়েকটি অংশ আছে। তার প্রথম অংশকে مُقَدَّمٌ বলে, আর দ্বিতীয় অংশকে تَالِيْ বলে। সুতরাং তোমাদের উক্তি- اِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا এখানে তোমার উক্তি- اِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً টি مُقَدَّمٌ এবং তোমার উক্তি كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا টি হলো تَالِيْ আর رَابِطَةٌ ঐ হুকুমকে বলে, যা مُقَدَّمٌ এবং تَالِيْ -এর মধ্যে অবস্থিত।

পরিচ্ছেদ : কখনো مَوْضُوْع -এর বিবেচনায় قَضِيَّةٌ -কে বিভক্ত করা হয়। অতঃপর مَوْضُوْع যদি جُزْئِيْ حَقِيْقِيْ (প্রকৃত একক) এবং شَخْص مُعَيَّنْ (নির্দিষ্ট ব্যক্তি) হয়, তখন তাকে قَضِيَّةٌ شَخْصِيَّةٌ বা قَضِيَّةٌ مَخْصُوْصَةٌ বলে। যেমন- তোমার উক্তি زَيْدٌ قَائِمٌ আর مَوْضُوْع টি যদি جُزْئِيْ না হয় বরং كُلِّيْ হয়, তখন তা কয়েক প্রকার হবে। যদি حُكْم টি মূল হাকীকতের উপর হয়, তখন قَضِيَّة نَوْع طَبْعِيَّةٌ হবে। যেমন- اَلْاِنْسَانُ نَوْعٌ (মানুষ একটি শ্রেণী) এবং اَلْحَيَوَانُ جِنْسٌ (প্রাণী একটি জাতি)। আর مَوْضُوْعٌ টি كُلِّيْ হওয়া অবস্থায় যদি হুকুম اَفْرَادْ -এর উপর হয়, তাহলে তা দু' অবস্থা হতে মুক্ত নয়। হয়তো اَفْرَادْ -এর مِقْدَارْ বর্ণনা করা হবে, অথবা اَفْرَادْ -এর مِقْدَارْ বর্ণনা করা হবে না। যদি اَفْرَادْ -এর مِقْدَارْ বা পরিমাণ বর্ণিত হয়, তাহলে قَضِيَّةٌ مَحْصُوْرَةٌ হবে। যেমন- তোমাদের উক্তি كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ (প্রত্যেক মানুষ প্রাণী), وَبَعْضُ الْحَيَوَانِ اِنْسَانٌ (কোনো কোনো প্রাণী মানুষ)। আর যদি قَضِيَّةٌ -এর মধ্যে اَفْرَادْ -এর সংখ্যা বর্ণিত না হয়, তাহলে قَضِيَّةٌ -কে قَضِيَّةٌ مُهْمَلَةٌ বলে। যেমন- اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ (মানুষ অবশ্যই ধ্বংসে নিপতিত)।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ لِلشَّرْطِيَّةِ اَيْضًا কাযিয়ায়ে শর্তিয়ার ও اَجْزَاءٌ কয়েকটি অংশ আছে وَيُسَمَّى الْجُزْءُ الْاَوَّلُ مِنْهَا তার প্রথম অংশকে বলে مُقَدَّمًا মুকাদ্দাম وَالْجُزْءُ الثَّانِيْ مِنْهَا আর দ্বিতীয় অংশকে বলে تَالِيًا তালী فَفِيْ قَوْلِكَ সুতরাং তোমার উক্তি اِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً যদি সূর্য উদিত হয়। كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا তাহলে দিন অস্তিত্বে আসবে قَوْلُكَ اِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً এখানে তোমার উক্তি اِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً টি مُقَدَّمٌ মুকাদ্দাম وَقَوْلُكَ كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا এবং তোমার উক্তি كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا টি হলো تَالٍ তালী وَالرَّابِطَةُ আর رَابِطَةٌ - هِيَ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا ঐ হুকুমকে বলে যা مُقَدَّمٌ এবং تَالِيْ-এর মধ্যে অবস্থিত فَصْلٌ পরিচ্ছেদ وَقَدْ تُقَسَّمُ الْقَضِيَّةُ কখনো قضيه-কে বিভক্ত করা হয় بِاعْتِبَارِ الْمَوْضُوْعِ - مَوْضُوْع-এর বিবেচনায় فَالْمَوْضُوْعُ اِنْ كَانَ অতঃপর مَوْضُوْعٌ যদি হয় جُزْئِيًّا - جُزْئِيْ حَقِيْقِيْ (প্রকৃত একক) وَشَخْصًا مُعَيَّنًا এবং شَخْص مُعَيَّنْ (নির্দিষ্ট

www.eelm.weebly.com

ব্যক্তি) كَقَوْلِكَ - قَضِيَّةٌ مَخْصُوصَةٌ বা قَضِيَّةٌ شَخْصِيَّةٌ - شَخْصِيَّةً وَمَخْصُوصَةً তখন তাকে বলে سُمِّيَتِ الْقَضِيَّةُ যেমন– তোমার
উক্তি فَهُوَ عَلَى أَنْحَاءٍ হয় كُلِّيٌّ বরং بَلْ كَانَ كُلِّيًّا না হয় جُزْئِيٌّ টি যদি مَوْضُوع আর وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُزْئِيًّا যায়েদ দাঁড়ানো زَيْدٌ قَائِمٌ
তখন তা কয়েক প্রকার হবে لِأَنَّهَا إِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا কেননা, যদি হুকুমটি হয় عَلَى نَفْسِ الْحَقِيقَةِ মূল হাকীকতের উপর تُسَمَّى
وَإِنْ الْقَضِيَّةُ طَبْعِيَّةً তখন قَضِيَّةٌ طَبْعِيَّةٌ হবে نَحْوُ যেমন– اَلْإِنْسَانُ نَوْعٌ মানুষ একটি শ্রেণী وَالْحَيَوَانُ جِنْسٌ এবং প্রাণী একটি জাতি
كَانَ عَلَى أَفْرَادِهَا আর مَوْضُوع টি كُلِّيٌّ হওয়া অবস্থায় যদি হুকুম أَفْرَاد-এর উপর হয় فَلَا يَخْلُو তাহলে তা দু' অবস্থা হতে মুক্ত নয়
فَإِنْ بُيِّنَ হয়তো করা হবে فِيهَا مُبَيَّنًا বর্ণনা أَوْ لَمْ يَكُنْ অথবা বর্ণনা করা হবে না كَمِّيَّةُ الْأَفْرَادِ - أَفْرَاد-এর পরিমাণ أَمَّا إِنْ يَكُونَ
যদি বর্ণিত হয় كَمِّيَّةُ الْأَفْرَادِ - أَفْرَاد-এর পরিমাণ تُسَمَّى الْقَضِيَّةُ مَحْصُورَةً তাহলে قَضِيَّةٌ مَحْصُورَةٌ হবে كَقَوْلِكَ যেমন– তোমার
উক্তি قَضِيَّةٌ-এর كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ প্রত্যেক মানুষ প্রাণী وَبَعْضُ الْحَيَوَانِ إِنْسَانٌ কোনো কোনো প্রাণী মানুষ وَإِنْ لَمْ يُبَيَّنْ আর যদি
মধ্যে أَفْرَاد-এর সংখ্যা বর্ণিত না হয় تُسَمَّى الْقَضِيَّةُ مُهْمَلَةً তাহলে قَضِيَّةٌ-কে قَضِيَّةٌ مُهْمَلَةٌ বলে نَحْوُ যেমন– إِنَّ الْإِنْسَانَ মানুষ
অবশ্যই لَفِيْ خُسْرٍ ধ্বংসে নিপতিত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَضِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ-এর গঠন প্রণালী : قَضِيَّةٌ حَمْلِيَّةٌ যেমন তিনটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত হয়। দ্রূপ قَضِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ ও তিনটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত হয়। শর্তিয়ার প্রথম অংশকে مُقَدَّمٌ বলা হয়। কেননা, এটি সর্ব প্রথম উল্লেখ করা হয়। দ্বিতীয় অংশটিকে تَالِيْ বলা হয়, যেহেতু এটি মুকাদ্দামের পরে উল্লেখ করা হয়। আর মুকাদ্দাম ও তালীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে হুকুম। যেমন– إِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا (যদি সূর্য উদিত হয় তবে দিবস বিদ্যমান)। এ উদাহরণটিতে إِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً মুকাদ্দাম আর كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا তালী। আর উভয়টির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী হুকুমটি উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَدْ تَنْقَسِمُ الخ-এর আলোচনা : এখানে গ্রন্থকার مَوْضُوع হিসেবে قَضِيَّةٌ حَمْلِيَّةٌ-এর প্রকারভেদের বর্ণনা করেছেন।

مَوْضُوع হিসেবে "قَضِيَّةٌ حَمْلِيَّةٌ"-এর প্রকার : প্রকাশ থাকে যে, مَوْضُوع-এর দিক থেকে قَضِيَّةٌ حَمْلِيَّةٌ চার প্রকার। যথা– ১. شَخْصِيَّةٌ (ব্যক্তিবাচক) ২. طَبْعِيَّةٌ (স্বভাববাচক) ।, ৩. مَحْصُوْرَةٌ (সীমাবদ্ধ) ও ৪. مُهْمَلَةٌ (সন্দেহবাচক)।

১. **شَخْصِيَّةٌ-এর পরিচয় :** شَخْصِيَّةٌ শব্দটির উৎপত্তি شَخْص থেকে। এর অর্থ হলো– ব্যক্তি। এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মীযানুল মানতিক গ্রন্থকার বলেন– "مَوْضُوْعُهَا إِنْ كَانَ شَخْصِيًّا مُعَيَّنًا سُمِّيَتْ شَخْصِيَّةً" অর্থাৎ قَضِيَّةٌ حَمْلِيَّةٌ-এর مَوْضُوْع টি যখন নির্দিষ্ট ব্যক্তি হয়, তখন তাকে شَخْصِيَّةٌ বলে।

মিরকাত প্রণেতা বলেন– "إِنْ كَانَ جُزْئِيًّا وَشَخْصِيًّا مُعَيَّنًا سُمِّيَتِ الْقَضِيَّةُ شَخْصِيَّةً" অর্থাৎ قَضِيَّةٌ-এর উদ্দেশ্য যদি جُزْئِيٌّ ও নির্দিষ্ট ব্যক্তি হয় তখন তাকে شَخْصِيَّةً বলে। যথা– "زَيْدٌ عَالِمٌ" অর্থাৎ যায়েদ জ্ঞানী। এ বাক্যে مَوْضُوع হলো যায়েদ নির্দিষ্ট ব্যক্তি, তাই এটি شَخْصِيَّةٌ-এর উদাহরণ হলো।

২ **طَبْعِيَّةٌ-এর বর্ণনা :** طَبْعِيَّةٌ শব্দটির অর্থ হলো– خَصْلَةٌ বা স্বভাব। এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, قَضِيَّةٌ-এর উদ্দেশ্য যদি নির্দিষ্ট ব্যক্তি না হয়ে كُلِّيٌّ হয় এবং এর হুকুম যদি হাকীকত-এর উপর প্রদত্ত হয়, তবে তাকে طَبْعِيَّةٌ বলা হয়। যথা– اَلْإِنْسَانُ نَوْعٌ : এখানে اَلْإِنْسَانُ টি كُلِّيٌّ যার উপর نَوْع-এর হুকুম দেওয়া হয়েছে।

৩. **مَحْصُوْرَةٌ-এর বর্ণনা :** مَحْصُوْرَةٌ শব্দটি إِسْمُ مَفْعُوْل-এর সীগাহ। অর্থ হলো– সীমাবদ্ধ। পারিভাষিক সংজ্ঞায় আমাদের গ্রন্থকার বলেন– إِنْ كَانَ كُلِّيًّا فَإِنْ بُيِّنَ فِيهَا مِقْدَارُ أَفْرَادِ الْمَوْضُوعِ سُمِّيَتْ مَحْصُوْرَةً অর্থাৎ قَضِيَّةٌ حَمْلِيَّةٌ-এর مَوْضُوع টি যখন كُلِّيٌّ হবে, আর সে كُلِّيٌّ-এর মধ্যে مَوْضُوع-এর পরিমাণ বর্ণিত হয়, তখন তাকে مَحْصُوْرَةٌ বলে। যথা– كُلُّ إِنْسَانٍ نَاطِقٌ অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ বাকশক্তি সম্পন্ন। এখানে إِنْسَانٌ-এর সকল فَرْد-এর উপর نَاطِقٌ হওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, قَضِيَّةٌ مَحْصُوْرَةٌ আবার চার প্রকার। যথা– ১. مُوْجِبَةٌ كُلِّيَّةٌ ২. سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ ৩. مُوْجِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ ৪. سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ

৪. **مُهْمَلَةٌ-এর পরিচয় :** এর সংজ্ঞা হলো, যদি قَضِيَّةٌ-এর مَوْضُوع কুল্লী হয়ে أَفْرَاد-এর উপর হুকুম হয়, তবে সংখ্যার পরিমাণ বর্ণনা করা হবে না। যথা– "إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ" অর্থাৎ নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে নিমজ্জিত। কিন্তু এখানে কোনো পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি, তাই পরিমাণ অনির্ধারিত হলে তাকে مُهْمَلَةٌ বলে।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : اَلْمَحْصُورَاتُ اَرْبَعٌ اَحَدُهَا اَلْمُوْجِبَةُ الْكُلِّيَّةُ كَقَوْلِكَ كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَالثَّانِيَةُ اَلْمُوْجِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ نَحْوُ بَعْضُ الْحَيَوانِ اَسْوَدُ وَ الثَّالِثَةُ اَلسَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ نَحْوُ لَاشَيْئَ مِنَ الزَّنْجِيْ بِاَبْيَضَ وَالرَّابِعَةُ السَّالِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ نَحْوُ بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِاَسْوَدَ -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : قَضِيَةٌ مَحْصُوْرَةٌ চারটি। তন্মধ্যে প্রথমটি مُوْجِبَةٌ كُلِّيَّةٌ (ইতিবাচক কুল্লী) যেমন- তোমার উক্তি كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ (প্রত্যেক মানুষ প্রাণী)। দ্বিতীয়টি مُوْجِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ (ইতিবাচক জুযয়ী) যেমন- بَعْضُ الْحَيَوانِ اَسْوَدُ (কতক প্রাণী কৃষ্ণবর্ণ) তৃতীয়টি سَالِبَةٌ كلية (নেতিবাচক কুল্লী) যেমন- لَا شَيْئَ مِنَ الزَّنْجِيْ بِاَبْيَضَ (কোনো হাবশী সাদা নয়)। চতুর্থটি سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ (নেতিবাচক জুযয়ী) যেমন- بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِاَسْوَدَ (কতেক মানুষ কৃষ্ণবর্ণ নয়।)

فَصْلٌ : اَلَّذِيْ يُبَيَّنُ بِهٖ كَمِّيَّةَ الْاَفْرَادِ مِنَ الْكُلِّيَّةِ وَالْبَعْضِيَّةِ يُسَمّٰى سُوْرًا وَهُوَ مَاخُوْذٌ مِنْ سُوْرِ الْبَلَدِ وَسُوْرُ الْمُوْجِبَةِ الْكُلِّيَّةِ كُلٌّ وَلَامُ الْاِسْتِغْرَاقِ وَسُوْرُ الْمُوْجِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ بَعْضٌ وَ وَاحِدٌ نَحْوُ بَعْضٌ وَ وَاحِدٌ مِنَ الْجِسْمِ جَمَادٌ وَسُوْرُ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ لَا شَيْئَ وَلَا وَاحِدَ نَحْوُ لَا شَيْئَ مِنَ الْغُرَابِ بِاَبْيَضَ وَلَا وَاحِدَ مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ وَ وُقُوْعُ النَّكِرَةِ تَحْتَ النَّفْيِ نَحْوُ مَا مِنْ مَاءٍ اِلَّا وَهُوَ رَطْبٌ وَسُوْرُ السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ لَيْسَ بَعْضُ كَقَوْلِكَ لَيْسَ بَعْضُ الْحَيَوَانِ بِحِمَارٍ وَبَعْضُ لَيْسَ كَمَا تَقُوْلُ بَعْضُ الْفَوَاكِهِ لَيْسَ بِحُلْوٍ اِعْلَمْ اَنَّ فِيْ كُلِّ لِسَانٍ سُوْرًا يَخُصُّهَا فَفِي الْفَارِسِيَّةِ لَفْظُ هر سُوْرُ الْمُوْجِبَةِ الْكُلِّيَّةِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ -

هر آنكس كه دربند حرص اوفتاد *
دهد خرمن زندگانى بباد

পরিচ্ছেদ : كُلّ এবং بَعْض হতে যা দ্বারা একসমূহের পরিমাণ বর্ণনা করা হয়, তাকে سُوْر নামে অভিহিত করা হয়। এটি سُوْرُ الْبَلَدِ অর্থাৎ নগর প্রাচীর হতে গৃহীত। مُوْجِبَةٌ كُلِّيَّةٌ -এর سُوْر হচ্ছে كُلّ (সমস্ত) ও লামে ইস্তিগরাক। مُوْجِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ -এর سُوْر হচ্ছে بَعْض (কতক) ও وَاحِدٌ (এক)। যেমন- لَاشَيْئَ مِنَ الْغُرَابِ بِاَبْيَضَ (কোনো কাকই সাদা নয়) এবং وَلَا وَاحِدَ مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ (কোনো অগ্নিই ঠাণ্ডা নয়) আর নাকেরা শব্দ নফীর পরে উল্লেখ হওয়া। যেমন- مَا مِنْ مَاءٍ اِلَّا هُوَ رَطْبٌ سَالِبَةٌ (প্রত্যেক পানিই আর্দ্র)। আর جُزْئِيَّةٌ -এর سُوْر হচ্ছে لَيْسَ بَعْض কতক নয়। যেমন- لَيْسَ بَعْضُ الْحَيَوَانِ بِحِمَارٍ (কতক প্রাণী গাধা নয়), আর بَعْضُ لَيْسَ যেমন, তুমি বলে থাক- بَعْضُ الْفَوَاكِهِ لَيْسَ بِحُلْوٍ (কিছু ফল মিষ্টি নয়)।

জেনে রাখো যে, প্রত্যেক ভাষাতেই বিশেষ বিশেষ سُوْر রয়েছে। ফারসি ভাষায় هر (হার) মূজিবায়ে কুল্লিয়ার সূর। যেমন- কবির ভাষ্য : যে স্বীয় জীবনকে লোভ-লালসার মোহে আবদ্ধ করেছে, সে যেন আপন জীবনকে ধ্বংসের মধ্যে ঢেলে দিল।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْمَحْصُوْرَاتُ اَرْبَعٌ কাযিয়ায়ে মাহসূরা চারটি اَحَدُهَا তন্মধ্যে প্রথমটি اَلْمُوْجِبَةُ الْكُلِّيَّةُ ইতিবাচক কুল্লী كَقَوْلِكَ যেমন- তোমার উক্তি كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ প্রত্যেক মানুষ প্রাণী وَالثَّانِيَةُ الْمُوْجِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ দ্বিতীয়টি ইতিবাচক জুযয়ী نَحْوُ যেমন- بَعْضُ الْحَيَوَانِ اَسْوَدُ কতক প্রাণী কৃষ্ণবর্ণ وَالثَّالِثَةُ السَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ তৃতীয়টি নেতিবাচক কুল্লী نَحْوُ যেমন- لَا شَيْئَ مِنَ الزَّنْجِيْ بِاَبْيَضَ কোনো হাবশী সাদা নয় وَالرَّابِعَةُ السَّالِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ চতুর্থটি নেতিবাচক জুযয়ী نَحْوُ যেমন- بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِاَسْوَدَ কতক মানুষ কৃষ্ণবর্ণ নয় فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلَّذِيْ يُبَيَّنُ بِهٖ যা দ্বারা বর্ণনা করা হয় كَمِّيَّةُ الْاَفْرَادِ এককসমূহের পরিমাণ مِنَ الْكُلِّيَّةِ وَالْبَعْضِيَّةِ كُل এবং بَعْض হতে يُسَمّٰى سُوْرًا তাকে سُوْر নামে অভিহিত করা হয় وَهُوَ مَاخُوْذٌ এটি গৃহীত مِنْ سُوْرِ الْبَلَدِ নগর প্রাচীর হতে وَسُوْرُ الْمُوْجِبَةِ الْكُلِّيَّةِ - مُوْجِبَةٌ كُلِّيَّةٌ-এর سُوْر হচ্ছে كُلٌّ وَلَامُ الْاِسْتِغْرَاقِ - كُلٌّ (সমস্ত) ও লামে ইস্তিগরাক

www.eelm.weebly.com

نَحْوُ بَعْضُ وَ وَاحِدٌ مِنَ الْجِسْمِ (এক) وَاحِدٌ ও (কতক) بَعْضٌ - بَعْضٌ وَ وَاحِدٌ হচ্ছে سُوْر এর-مُوْجِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ - اَلْمُوْجِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ لَا ও لَا شَيْءَ - لَا شَيْءَ وَلَا وَاحِدَ হচ্ছে سُوْر এর-سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ - وَسُوْرُ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ যেমন- কতক এবং এক দেহ নিষ্ক্রিয় جَمَادٌ وَ وُقُوْعٌ যেমন- لَا شَيْءَ مِنَ الْغُرَابِ بِاَبْيَضَ কোনো কাকই সাদা নয় وَلَا وَاحِدَ مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ কোনো অগ্নিই ঠাণ্ডা নয় نَحْوُ - وَاحِدٌ وَسُوْرُ النَّكِرَةِ تَحْتَ النَّفْيِ আর নাকেরা শব্দ নফীর পরে উল্লেখ হওয়া نَحْوُ যেমন- مَا مِنْ مَاءٍ اِلَّا وَهُوَ رَطْبٌ প্রত্যেক পানিই আর্দ্র لَيْسَ بَعْضُ الْحَيَوَانِ আর سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ এর-سُوْر হচ্ছে لَيْسَ بَعْضُ কতক নয় كَقَوْلِكَ যেমন- তোমার উক্তি اَلسَّالِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ بِحِمَارٍ কতক প্রাণী গাধা নয় وَبَعْضُ لَيْسَ আর بَعْضُ لَيْسَ (কতক নয়) كَمَا تَقُوْلُ যেমন- তুমি বলে থাক بَعْضُ الْفَوَاكِهِ কিছু ফল فَفِى মিষ্টি নয় اِعْلَمْ জেনে রাখো اِنَّ فِى كُلِّ لِسَانٍ যে, প্রত্যেক ভাষাতেই سُوْرًا يَخُصُّهَا বিশেষ বিশেষ سُوْر রয়েছে لَيْسَ بِحُلْوٍ اَلْفَارِسِيَّةِ সুতরাং ফারসি ভাষায় لفظ بر - بر (প্রত্যেক) শব্দটি سُوْرُ الْمُوْجِبَةِ الْكُلِّيَّةِ মূজিবায়ে কুল্লিয়ার সূর كَقَوْلِ الشَّاعِرِ যেমন কবির ভাষ্য بر آنکس که যে ব্যক্তি دربند حرص (স্বীয় জীবনকে) লোভ-লালসার মোহে اوفتاد আবদ্ধ করেছে دهد خرمن সে যেন ঠেলে দিল زندگانی আপন জীবনকে بباد ধ্বংসের মধ্যে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْمَحْصُوْرَاتُ اَرْبَعٌ الخ - এর আলোচনা : উক্ত পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার قَضِيَّةٌ مَحْصُوْرَةٌ -এর প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন। এ প্রকারভেদ মাওযূর আফরাদের পরিমাণ হিসেবে। এ হিসাবে قَضِيَّةٌ مَحْصُوْرَةٌ চার ভাগে বিভক্ত হয়। ১. مُوْجِبَةٌ كُلِّيَّةٌ, ২. مُوْجِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ, ৩. سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ, ৪. سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ।

مُوْجِبَةٌ كُلِّيَّةٌ-এর পরিচয় : যদি قَضِيَّةٌ -এর হুকুম ইতিবাচক হয় আর হুকুম সমস্ত اَفْرَادٌ -এর উপর লাগানো হয়, তবে উক্ত قَضِيَّةٌ-কে مُوْجِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ বলা হয়। যেমন- كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ (সমস্ত মানুষ প্রাণী)। এ বাক্যটিতে হুকুম ইতিবাচক এবং حَيَوَانٌ -এর হুকুম اِنْسَانٌ-এর সমস্ত اَفْرَادٌ -এর উপর প্রদান করা হয়েছে।

مُوْجِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ-এর পরিচয় : যদি قَضِيَّةٌ -এর হুকুম ইতিবাচক হয়, আর হুকুম মাওযূর কতক اَفْرَادٌ -এর উপর লাগানো হয়, তবে তাকে مُوْجِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ বলা হয়। যেমন- بَعْضُ الْحَيَوَانِ اَسْوَدُ (কতক প্রাণী কালো)। উক্ত উদাহরণটিতে قَضِيَّةٌ -এর হুকুম ইতিবাচক এবং اَسْوَدُ -এর মাওযূ'-এর সমস্ত আফরাদের উপর লাগানো হয়নি; বরং কিছু অংশের উপর লাগানো হয়েছে।

سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ-এর পরিচয় : যদি قَضِيَّةٌ -এর হুকুম নেতিবাচক হয় আর হুকুম মাওযূর সমস্ত আফরাদের উপর হয়, তাকে سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ বলা হয়। যেমন- لَا شَيْءَ مِنَ الزَّنْجِيِّ بِاَبْيَضَ (কোনো হাবশী সাদা নয়)।

উক্ত উদাহরণটিতে قَضِيَّةٌ -এর হুকুম নেতিবাচক এবং মাওযূ-এর সমস্ত আফরাদের উপর লাগানো হয়েছে।

سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ-এর পরিচয় : যদি قَضِيَّةٌ -এর হুকুম নেতিবাচক হয়, আর হুকুম মাওযূ'-এর কিছু আফরাদের উপর লাগানো হয়, তবে উক্ত কাযিয়াকে سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ বলা হয়। যেমন হুকুমটি মাওযূর কিছু আফরাদের উপর আরোপিত হয়েছে।

قَوْلُهُ الَّذِىْ يُبَيِّنُ بِهِ الخ-এর আলোচনা : سُوْر-এর সংজ্ঞা : যে শব্দ দ্বারা এককসমূহের পরিমাণ অর্থাৎ সমস্ত না কতক এ কথা বর্ণনা করা হয়, তাকে আরবি ভাষায় سُوْر বলা হয়। এটি سُوْرُ الْبَلَدِ (নগর প্রাচীর) হতে নেওয়া হয়েছে। নগরের প্রাচীর যেমনিভাবে নগরকে চারদিক হতে বেষ্টন করে রাখে, তদ্রূপ كُلٌّ (সমস্ত) بَعْضٌ (কিছু) এ শব্দগুলোও مَوْضُوْعٌ -এর আফরাদকে বেষ্টন করে রাখে, বিধায় এগুলোকে سُوْر নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ سُوْرُ الْمُوْجِبَةِ الْكُلِّيَّةِ الخ - এর আলোচনা : প্রত্যেক প্রকার قَضِيَّةٌ -এর ভিন্ন "سُوْر" রয়েছে। مُوْجِبَةٌ كُلِّيَّةٌ -এর سُوْر হচ্ছে كُلٌّ (প্রত্যেক) ও লামে ইস্তিগরাক। যেমন- كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ (প্রত্যেক মানুষ প্রাণী) اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ (সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত) مُوْجِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ -এর سُوْر হচ্ছে بَعْضٌ (কতক)। যেমন- بَعْضُ الْجِسْمِ جَمَادٌ (কিছু দেহ জড়)। এমনিভাবে وَاحِدٌ (একটি) যেমন- وَاحِدٌ مِنَ الْجِسْمِ جَمَادٌ (একটি দেহ জড়)। سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ -এর سُوْر হচ্ছে لَا شَيْءَ (কিছুই নয়) ও لَا وَاحِدَ (একটি নয়)। যেমন لَا شَيْءَ مِنَ الْغُرَابِ بِاَبْيَضَ (কোনো কাকই সাদা নয়), لَا وَاحِدَ مِنَ الزَّنْجِيِّ بِاَبْيَضَ (কোনো হাবশীই সাদা নয়)। سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ -এর سُوْر হচ্ছে لَيْسَ بَعْضُ (কতক নয়) ও بَعْضُ لَيْسَ যেমন- بَعْضُ الْحَيَوَانِ بِحِمَارٍ (কিছু প্রাণী গাধা নয়) এমনিভাবে, بَعْضُ الْفَوَاكِهِ لَيْسَ بِحُلْوٍ (কিছু ফল মিষ্ট নয়)।

قَوْلُهُ اِعْلَمْ الخ - এর আলোচনা : উল্লেখ্য যে, আরবি ভাষার ন্যায় অন্যান্য ভাষায়ও বিশেষ বিশেষ "سور" রয়েছে যদ্বারা উল্লিখিত উদ্দেশ্য পূরণ করা হয়। যেমন- ফারসি ভাষায় مُوْجِبَةٌ كُلِّيَّةٌ -এর سُوْر হচ্ছে بر। যেমন- শেখ সাদীর নিম্নোক্ত কবিতায় এটি প্রকাশ পেয়েছে-

بر انکس که دربند حرص اوفتاد * دهد خر من زندگانی بباد

[প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে লোভের শিকার হয়েছে, সে যেন গোটা জীবনটাকেই ধ্বংস করে দিয়েছে।]

উল্লিখিত কবিতায় بر শব্দটি مُوْجِبَةٌ كُلِّيَّةٌ -এর سُوْر হচ্ছে। এটি দ্বারা মাওযূ'-এর সমস্ত এককসমূহ বুঝানো হয়েছে। مُوْجِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ জন্য براخ هست (কিছু আছে) سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ -এর জন্য هيچ نيست (কিছুই নয়) ও سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ -এর জন্য برخے نيست ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর বাংলা ভাষায় মূজিবায়ে কুল্লিয়ার জন্য "প্রত্যেক" ও "সমস্ত" এবং মূজিবায়ে জুযয়িয়ার জন্য "কিছু আছে" বা "কিছু" আর সালেবায়ে কুল্লিয়ার জন্য "কোনোটিই নয়", "মোটেই নয়" ইত্যাদি শব্দ সূর হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : قَدْ جَرَتْ عَادَةُ الْمِيْزَانِيِّيْنَ اَنَّهُمْ يُعَبِّرُوْنَ عَنِ الْمَوْضُوْعِ بَجَ وَعَنِ الْمَحْمُوْلِ بَبَ فَمَتٰى اَرَادُوا التَّعْبِيْرَ عَنِ الْمُوْجَبَةِ الْكُلِّيَّةِ يَقُوْلُوْنَ كُلُّ ج، ب ، وَمَقْصُوْدُهُمْ مِنْ ذٰلِكَ الْاِيْجَازُ وَ دَفْعُ تَوَهُّمِ الْاِنْحِصَارِ .

فَصْلٌ : اَلْحَمْلُ فِى اِصْطِلَاحِهِمْ اِتِّحَادُ الْمُتَغَائِرَيْنِ فِى الْمَفْهُوْمِ بِحَسْبِ الْوُجُوْدِ فَفِىْ قَوْلِكَ زَيْدٌ كَاتِبٌ وَعَمْرٌو شَاعِرٌ مَفْهُوْمُ زَيْدٍ مُغَائِرٌ لِمَفْهُوْمِ كَاتِبٍ لٰكِنَّهُمَا مَوْجُوْدَانِ بِوُجُوْدٍ وَاحِدٍ وَكَذَا مَفْهُوْمُ عَمْرٍو وَشَاعِرٌ مُتَغَائِرَيْنِ وَقَدْ اِتَّحَدَا فِى الْوُجُوْدِ ثُمَّ الْحَمْلُ عَلٰى قِسْمَيْنِ لِاَنَّهٗ اِنْ كَانَ بِوَاسِطَةِ فِىْ اَوْ ذُوْ اَوِ اللَّامِ كَمَا فِىْ قَوْلِكَ زَيْدٌ فِى الدَّارِ وَالْمَالُ لِزَيْدٍ وَخَالِدٌ ذُوْ مَالٍ يُسَمَّى الْحَمْلُ بِالْاِشْتِقَاقِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ بَلْ يُحْمَلُ شَيْءٌ عَلٰى شَيْءٍ بِلَا وَاسِطَةِ هٰذِهِ الْوَسَائِطِ يُقَالُ لَهُ الْحَمْلُ بِالْمُوَاطَاةِ نَحْوُ عَمْرٌو طَبِيْبٌ وَبَكْرٌ فَصِيْحٌ -

সরল অনুবাদ : মানতিকীদের এ নীতি প্রচলিত আছে যে, তারা ج বলে مَوْضُوْع এবং ب দ্বারা مَحْمُوْل উদ্দেশ্য করে থাকে। সুতরাং তারা যখন مُوْجِبَةْ كُلِّيَّةْ বর্ণনা করার ইচ্ছা করেন, তখন كُلُّ ج ، ب বলেন এটি দ্বারা মানতিকীগণের উদ্দেশ্য হলো– সংক্ষিপ্তকরণ এবং সীমিত হওয়ার ধারণা দূরীকরণ।

পরিচ্ছেদ : মানতিকীদের পরিভাষায় وُجُوْد বা অস্তিত্বের ভিত্তিতে حَمْل বলে এমন দু'টি জিনিস একত্রিত হওয়া, যারা مَفْهُوْم -এর দিক হতে ভিন্ন। যেমন– তোমার উক্তি زَيْدٌ كَاتِبٌ এবং عَمْرٌو شَاعِرٌ এখানে زَيْدٌ -এর مَفْهُوْمْ টি كَاتِبٌ -এর مَفْهُوْمٌ -এর বিপরীত। কিন্তু এরা পরস্পরে বিপরীত অথচ এরা পরস্পরে وُجُوْدْ গতভাবে এক। আর তদ্রূপ আমর ও শায়ির -এর মাফহূম পরস্পর বিপরীত, অথচ এরা পরস্পর অস্তিত্বগতভাবে এক। অতঃপর حَمْل দু' প্রকার। কেননা, যদি حَمْل টি فِىْ অথবা ذُوْ অথবা لَامْ -এর মাধ্যমে হয়। যেমন তোমার উক্তি– خَالِدٌ ذُوْ مَالٍ ، زَيْدٌ فِى الدَّارِ ، وَالْمَالُ لِزَيْدٍ তখন حَمْل টিকে حَمْل بِالْاِشْتِقَاقِ বলে। আর যদি এরূপ না হয়; বরং একটি জিনিসকে অন্য জিনিসের উপর উল্লিখিত মধ্যমাদি ব্যতীত حَمْل করা হয়, তখন তাকে حَمْل بِالْمُوَاطَاةِ বলা হয়। যেমন– عَمْرٌو طَبِيْبٌ এবং بَكْرٌ فَصِيْحٌ

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ قَدْ جَرَتْ প্রচলিত আছে عَادَةُ الْمِيْزَانِيِّيْنَ মানতিকীদের এ নীতি اَنَّهُمْ يُعَبِّرُوْنَ যে, তারা উদ্দেশ্য করে থাকেন عَنِ الْمَوْضُوْعِ بَجَ - مَوْضُوْع বলে ج - وَعَنِ الْمَحْمُوْلِ بَبَ এবং مَحْمُوْل ب দ্বারা - فَمَتٰى اَرَادُوا التَّعْبِيْرَ সুতরাং তারা যখন বর্ণনা করার ইচ্ছা করেন عَنِ الْمُوْجَبَةِ الْكُلِّيَّةِ মূজিবায়ে কুল্লিয়া يَقُوْلُوْنَ তখন বলেন كُلُّ ج ، ب সমস্ত ج ، ب وَمَقْصُوْدُهُمْ مِنْ ذٰلِكَ- এটি দ্বারা মানতিকীগণের উদ্দেশ্য হলো اَلْاِيْجَازُ সংক্ষিপ্তকরণ وَ دَفْعُ এবং দূরীকরণ تَوَهُّمِ الْاِنْحِصَارِ সীমিত হওয়ার ধারণা فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْحَمْلُ فِىْ اِصْطِلَاحِهِمْ মানতিকীদের পরিভাষায় حَمْل বলে اِتِّحَادِ একত্রিত হওয়া الْمُتَغَائِرَيْنِ فِىْ الْمَفْهُوْمِ এমন দু'টি জিনিস যারা مَفْهُوْم-এর দিক হতে ভিন্ন بِحَسْبِ الْوُجُوْدِ অস্তিত্বের ভিত্তিতে فَفِىْ قَوْلِكَ যেমন– তোমার উক্তি زَيْدٌ যায়েদ লেখক كَاتِبٌ - وَعَمْرٌو شَاعِرٌ এবং আমর কবি مَفْهُوْمُ زَيْدٍ এখানে زَيْد-এর مَفْهُوْم টি مُغَائِرٌ لِمَفْهُوْمِ كَاتِبٍ - كَاتِبٌ-এর مَفْهُوْمِ-এর বিপরীত لٰكِنَّهُمَا অথচ এরা مَوْجُوْدَانِ অস্তিত্বশীল بِوُجُوْدٍ وَاحِدٍ এক ও অভিন্ন অস্তিত্বে وَكَذَا আর তদ্রূপ مَفْهُوْمُ عَمْرٍو - وَشَاعِرٌ এবং عَمْرو - شَاعِرٌ-এর মাফহূম مُتَغَائِرَيْنِ এরা পরস্পর বিপরীত وَقَدْ اِتَّحَدَا فِى الْوُجُوْدِ অথচ এরা পরস্পরে অস্তিত্ব গতভাবে এক ثُمَّ الْحَمْلُ عَلٰى قِسْمَيْنِ অতঃপর حَمْل দু'প্রকার لِاَنَّهٗ اِنْ كَانَ بِوَاسِطَةِ فِىْ কেননা, যদি حَمْل টি فِىْ-এর মাধ্যমে হয় اَوْ ذُوْ اَوِ اللَّامِ অথবা ذُوْ অথবা لَامْ -এর মাধ্যমে كَمَا فِىْ قَوْلِكَ যেমন– তোমার উক্তি زَيْدٌ فِى الدَّارِ যায়েদ ঘরে আছে وَالْمَالُ لِزَيْدٍ যায়েদের সম্পদ وَخَالِدٌ ذُوْ مَالٍ খালেদ সম্পদের অধিকারী يُسَمَّى الْحَمْلُ بِالْاِشْتِقَاقِ তখন حَمْل টিকে اَلْحَمْلُ بِالْاِشْتِقَاقِ বলে وَاِنْ لَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ আর যদি এরূপ না হয় بَلْ يُحْمَلُ شَيْءٌ বরং একটি জিনিসকে عَلٰى شَيْءٍ অন্য জিনিসের উপর حَمْل করা হয় بِلَا وَاسِطَةِ মাধ্যম ব্যতীত هٰذِهِ الْوَسَائِطِ উল্লিখিত মাধ্যমাদি يُقَالُ لَهٗ তখন তাকে বলা হয় اَلْحَمْلُ بِالْمُوَاطَاةِ হামল বিল মুয়াতাত نَحْوُ যেমন– عَمْرٌو طَبِيْبٌ আমর ডাক্তার وَبَكْرٌ فَصِيْحٌ বকর বাকপটু।

www.eelm.weebly.com

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ قَدْ جَرَتْ عَادَةُ الخ -এর আলোচনা : মানতিকীদের একটি রীতি বা নিয়ম হলো, তারা مَوْضُوْعٌ-কে ج দ্বারা আর مَحْمُوْلٌ-কে ب দ্বারা প্রকাশ করে থাকেন। অতএব, তারা যখন مُوْجِبَةٌ كُلِّيَّةٌ-কে প্রকাশ করার ইচ্ছা করেন, তখন বলেন- كُلُّ ج ، ب এখানে ج-কে মাওযূ এবং ب-কে مَحْمُوْلٌ-এর স্থলাভিষিক্ত করেন। তারা দু'টি উদ্দেশ্যে এরূপ করে থাকেন।

প্রথমত, সংক্ষেপে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা। কেননা, مَوْضُوْعٌ ও مَحْمُوْلٌ-কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে গেলে কথা দীর্ঘ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত সীমাবদ্ধতার ধারণাকে দূরীভূত করা। অর্থাৎ যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট উদাহরণে كُلٌّ শব্দটি যোগ করে বলা হয়- كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ তখন হয়তো কারো ধারণা হতে পারে مُوْجِبَةٌ كُلِّيَّةٌ-এর উদাহরণ এটাই। অথচ এরূপ নয়। তাই গ্রন্থকার উল্লিখিত পন্থা অপলম্বন করে এ কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, বিষয়টি কোনো বিশেষ উদাহরণের সাথে নির্দিষ্টভাবে জড়িত নয়; বরং যে কোনো একটি উপমা নেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, হরফে হিজাসমূহ হতে বিশেষভাবে এ দু'টি শব্দ কেন গ্রহণ করা হলো?

উত্তর : এর জবাবে বলা যায়, হরফে হিজাসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম حَرْفٌ হলো اَلِفٌ কিন্তু এর প্রথম অবস্থা سُكُوْنٌ যুক্ত বলে উচ্চারণ অসম্ভব বিধায় গ্রহণ করা হয়নি। পরবর্তী হরফ ب গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন : এখানে আরো একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, مَوْضُوْعٌ -এর স্থান প্রথমে আর مَحْمُوْلٌ-এর স্থান পরে। এ হিসেবে مَوْضُوْعٌ-এর জন্য ب হরফটি এবং مَحْمُوْلٌ-এর জন্য ج হরফটি গ্রহণ করা সমীচীন ছিল। কেন এর বিপরীত করা হলো?

উত্তর : উপরিউক্ত প্রশ্নের দু'টি উত্তর হতে পারে। যেমন-

প্রথমত এরূপ বিপরীত পন্থা অবলম্বন করত গ্রন্থকার এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে. এখানে ج ও ب-এর মূল অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং مَوْضُوْعٌ ও مَحْمُوْلٌ -এর স্থলাভিষিক্ত করা উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত مَوْضُوْعٌ-এর মধ্যে তিনটি বিষয় ধর্তব্য। একটি মাওযূ'-এর ذات বা সত্তা। দ্বিতীয়টি ওয়াসফে উনওয়ানী অর্থাৎ যা দ্বারা مَوْضُوْعٌ-এর জাতিকে প্রকাশ করা হয়। তাই مَوْضُوْعٌ-কে ব্যক্ত করার জন্য ج অক্ষরটি গ্রহণ করা হয়েছে। আর মাহমূলের মধ্যে দু'টি বিষয় ধর্তব্য। একটি মাহমূলের وَصْفٌ বা গুণ। দ্বিতীয়টি মাহমূলের وَصْفٌ দ্বারা গুণান্বিত হওয়া। যেহেতু ب দ্বারা দু'য়ের সংখ্যা বুঝানো হয়, তাই এটাকে মাহমূলের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْحَمْلُ فِيْ اِصْطِلَاحِهِمْ الخ -এর আলোচনা : حَمْلٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ-কোনো বিষয়ের উপর ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক হুকুম প্রদান করা। আর মানতিকীদের পরিভাষায় حَمْلٌ অর্থ مَفْهُوْمٌ বা মর্মার্থ হিসেবে ভিন্ন দু'টি বিষয় অস্তিত্বের দিক দিয়ে অভিন্ন হওয়া। অর্থাৎ দু'টি বিষয়ের مَفْهُوْمٌ ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু বাস্তবে উভয়টি অভিন্ন। যেমন- زَيْدٌ كَاتِبٌ (যায়েদ একজন লিখক)। এ উদাহরণটিতে زَيْدٌ এবং كَاتِبٌ -এর মাফহুম ভিন্ন। কেননা, زَيْدٌ বলতে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝায়, আর كَاتِبٌ বলতে লেখার যোগ্যতা সম্পন্ন এক ব্যক্তিকেই বুঝায়; কিন্তু এখানে زَيْدٌ ও كَاتِبٌ বলতে আসলে একই ব্যক্তি, তবে বাস্তবে এ দু'টি অভিন্ন। কারণ উক্ত বাক্যে যাকে زَيْدٌ বলা হয়েছে, তাকেই লেখক বলা হয়েছে। সুতরাং উভয়টিই এক ব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

قَوْلُهُ ثُمَّ الْحَمْلُ عَلٰى قِسْمَيْنِ الخ -এর আলোচনা : حَمْلٌ দু'প্রকার। যথা- ১. اَلْحَمْلُ بِالْاِشْتِقَاقِ ২. اَلْحَمْلُ بِالْمُوَاطَاةِ

১. اَلْحَمْلُ بِالْاِشْتِقَاقِ-এর পরিচয় : হামল যদি ذُوْ . ل . فِيْ ইত্যাদির মাধ্যমে হয়, তবে তাকে اَلْحَمْلُ بِالْاِشْتِقَاقِ বলা হয়। যেমন- زَيْدٌ فِى الدَّارِ (যায়েদ ঘরে), اَلْمَالُ لِزَيْدٍ (যায়েদের মাল), خَالِدٌ ذُوْمَالٍ (খালেদ বিত্তশালী)।

২. اَلْحَمْلُ بِالْمُوَاطَاةِ-এর পরিচয় : হামল যদি উল্লিখিত মাধ্যম ছাড়া হয়, তবে তাকে اَلْحَمْلُ بِالْمُوَاطَاةِ বলা হয়। যেমন- عَمْرٌو طَبِيْبٌ (আমর ডাক্তর) ও بَكْرٌ فَصِيْحٌ (বকর স্পষ্টভাষী)।

اَلْحَمْلُ بِالْمُوَاطَاةِ পুনরায় দু' প্রকার। যথা- ১. اَلْحَمْلُ الْاَوَّلُ, ২. اَلْحَمْلُ الْمُتَعَارَفُ

১. اَلْحَمْلُ الْاَوَّلُ-এর পরিচয় : مَحْمُوْلٌ যদি মাওযূ-এর উপর জাত ও অস্তিত্ব উভয় হিসেবে প্রযোজ্য হয়, তবে তাকে اَلْحَمْلُ الْاَوَّلُ বলে। যেমন- اَلْاِنْسَانُ اِنْسَانٌ (মানুষ মানুষই)।

২. اَلْحَمْلُ الْمُتَعَارَفُ-এর পরিচয় : مَحْمُوْلٌ যদি مَوْضُوْعٌ-এর উপর শুধু অস্তিত্বের দিক দিয়ে প্রযোজ্য হয়, তবে তাকে اَلْحَمْلُ الْمُتَعَارَفُ বলে। مُتَعَارَفٌ বলার কারণ হলো, অধিক ব্যবহারের দরুন এটা মানুষের নিকট বেশি পরিচিত।

اَلْحَمْلُ الْمُتَعَارَفُ আবার দু'প্রকার যথা- ১. اَلْحَمْلُ الْمُتَعَارَفُ بِالذَّاتِ, ২. اَلْحَمْلُ الْمُتَعَارَفُ بِالْعَرْضِ

১. اَلْحَمْلُ الْمُتَعَارَفُ بِالذَّاتِ-এর পরিচয় : مَحْمُوْلٌ যদি কোনো ذات হয়, তখন তাকে اَلْحَمْلُ الْمُتَعَارَفُ بِالذَّاتِ বলা হয়। যেমন- اَلْاِنْسَانُ حَيَوَانٌ (মানুষ প্রাণী)। এখানে حَيَوَانٌ মাহমূল জাত।

২. اَلْحَمْلُ الْمُتَعَارَفُ بِالْعَرْضِ-এর পরিচয় : যদি مَحْمُوْلٌ আরয বা আনুষঙ্গিক হয়, তবে তাকে اَلْحَمْلُ الْمُتَعَارَفُ بِالْعَرْضِ বলা হয়। যেমন- اَلْاِنْسَانُ كَاتِبٌ (মানুষ লেখক)। এখানে كَاتِبٌ মাহমূলটি আরয, ذَاتٌ বা সত্তা নয়।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : تَقْسِيمٌ اُخَرُ لِلْحَمْلِيَّةِ مَوْضُوْعُ الْحَمْلِيَّةِ اِنْ كَانَ مَوْجُوْدًا فِى الْخَارِجِ وَكَانَ الْحُكْمُ فِيْهَا بِاِعْتِبَارِ تَحَقُّقِ الْمَوْضُوْعِ وَ وُجُوْدِهٖ فِى الْخَارِجِ كَانَتِ الْقَضِيَّةُ خَارِجِيَّةً نَحْوُ اَلْاِنْسَانُ كَاتِبٌ وَاِنْ كَانَ مَوْجُوْدًا فِى الذِّهْنِ وَكَانَ الْحُكْمُ بِاِعْتِبَارِ خُصُوْصِ وُجُوْدِهٖ فِى الذِّهْنِ كَانَتْ ذِهْنِيَّةً نَحْوُ اَلْاِنْسَانُ كُلِّيٌّ وَاِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِاِعْتِبَارِ تَقَرُّرِهٖ فِى الْوَاقِعِ مَعَ عَزْلِ النَّظْرِ عَنْ خُصُوْصِيَّةِ طَرَفِ الْخَارِجِ اَوِ الذِّهْنِ سُمِّيَتِ الْقَضِيَّةُ حَقِيْقِيَّةً نَحْوُ اَلْاَرْبَعَةُ زَوْجٌ وَالسِّتَّةُ ضِعْفُ الثَّلٰثَةِ -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : قَضِيَّةٌ حَمْلِيَّةٌ-এর অন্য এক প্রকার। কাযিয়ায়ে হামলিয়ার مَوْضُوْع যদি বাস্তবে বিদ্যমান থাকে, আর তাকে মাওযূ'-এর বাস্তবতা ও অস্তিত্বের দৃষ্টিতে যদি হুকুম করা হয়, তবে উক্ত কাযিয়াকে خَارِجِيَّةٌ বলা হবে। যেমন اَلْاِنْسَانُ كَاتِبٌ (মানুষ লেখক) আর যদি মাওযূ' শুধুমাত্র কল্পনায় বিদ্যমান থাকে এবং কল্পনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এর অস্তিত্বের দৃষ্টিতে তাতে হুকুম করা হয়, তাহলে তাকে ذِهْنِيَّةٌ বা কাল্পনিক قَضِيَّةٌ বলা হয়। যেমন– اَلْاِنْسَانُ كُلِّيٌّ (মানুষ কুল্লী)। আর যদি বাস্তব ক্ষেত্রে মাওযূ'-এর অস্তিত্বের ভিত্তিতে হুকুম করা হয়, বাহ্যিক ক্ষেত্রে এবং কাল্পনিক অস্তিত্বের দিকে লক্ষ্য করা ব্যতীত, তবে তাকে قَضِيَّةٌ حَقِيْقِيَّةٌ বলা হবে। যেমন– চার সংখ্যাটি জোড় এবং ছয় সংখ্যাটি তিন সংখ্যাটির দ্বিগুণ।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ تَقْسِيْمٌ اُخَرُ অন্য এক প্রকার لِلْحَمْلِيَّةِ - قَضِيَّةٌ حَمْلِيَّةٌ-এর مَوْضُوْعُ الْحَمْلِيَّةِ কাযিয়ায়ে হামলিয়ার مَوْضُوْع - اِنْ كَانَ مَوْجُوْدًا فِى الْخَارِجِ যদি বাস্তবে বিদ্যমান থাকে وَكَانَ الْحُكْمُ فِيْهَا আর তাকে যদি হুকুম করা হয় بِاِعْتِبَارِ تَحَقُّقِ الْمَوْضُوْعِ মাওযূ-এর বাস্তবতার দৃষ্টিতে وَ وُجُوْدِهٖ فِى الْخَارِجِ ও অস্তিত্বের দৃষ্টিতে كَانَتِ الْقَضِيَّةُ خَارِجِيَّةً তবে উক্ত কাযিয়াকে خَارِجِيَّةٌ বলা হবে نَحْوُ যেমন– اَلْاِنْسَانُ كَاتِبٌ মানুষ লেখক وَاِنْ كَانَ مَوْجُوْدًا আর যদি মাওযূ' বিদ্যমান থাকে فِى الذِّهْنِ শুধুমাত্র কল্পনায় وَكَانَ الْحُكْمُ এবং তাতে হুকুম করা হয় بِاِعْتِبَارِ خُصُوْصِ وُجُوْدِهٖ বিশেষভাবে এর অস্তিত্বের দৃষ্টিতে فِى الذِّهْنِ কল্পনার ক্ষেত্রে كَانَتْ ذِهْنِيَّةً তাহলে তাকে ذِهْنِيَّةٌ বা কাল্পনিক قَضِيَّةٌ বলা হয় نَحْوُ যেমন– اَلْاِنْسَانُ كُلِّيٌّ মানুষ কুল্লী وَاِنْ كَانَ الْحُكْمُ আর যদি হুকুম করা হয় بِاِعْتِبَارِ تَقَرُّرِهٖ فِى الْوَاقِعِ বাস্তব ক্ষেত্রে মাওযূ'-এর অস্তিত্বের ভিত্তিতে مَعَ عَزْلِ النَّظْرِ লক্ষ্য করা ব্যতীত عَنْ خُصُوْصِيَّةِ طَرَفِ الْخَارِجِ اَوِ الذِّهْنِ বাহ্যিক ক্ষেত্র এবং কাল্পনিক অস্তিত্বের দিকে سُمِّيَتِ الْقَضِيَّةُ حَقِيْقِيَّةً তবে তাকে قَضِيَّةٌ حَقِيْقِيَّةٌ বলা হবে نَحْوُ যেমন– اَلْاَرْبَعَةُ زَوْجٌ চার সংখ্যাটি জোড় وَالسِّتَّةُ ضِعْفُ الثَّلٰثَةِ এবং ছয় সংখ্যাটি তিন সংখ্যাটির দ্বিগুণ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ تَقْسِيْمٌ اُخَرُ الخ -এর আলোচনা : এখানে গ্রন্থকার বাস্তবের প্রতি লক্ষ্য করে قَضِيَّةٌ حَمْلِيَّةٌ-এর প্রকারভেদের বিবরণ দিয়েছেন–

بِاِعْتِبَارِ وُجُوْدِ مَوْضُوْع -এর প্রকারভেদ : প্রকাশ থাকে যে, কাযিয়ায়ে হামলিয়া مَوْضُوْع -এর অস্তিত্বের ভিত্তিতে তিন প্রকার। যথা– ১. خَارِجِيَّةٌ (বাইরে বিদ্যমান), ২. ذِهْنِيَّةٌ (কল্পনায় বিদ্যমান), ৩. حَقِيْقِيَّةٌ (প্রকৃত বিদ্যমান)। নিম্নে তাদের পরিচয় উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো।

১. **حَمْلِيَّةٌ خَارِجِيَّةٌ - এর পরিচয় :** যদি قَضِيَّةٌ حَمْلِيَّةٌ-এর مَوْضُوْع বাইরের বিষয় হয় এবং বাস্তবে তা বিদ্যমান থাকে ; অতঃপর তার উপর مَحْمُوْل -এর হুকুম আরোপিত হয়, তবে তাকে حَمْلِيَّةٌ خَارِجِيَّةٌ বলে। যথা– اَلْاِنْسَانُ كَاتِبٌ ; উদাহরণটিতে উদ্দেশ্য হলো اِنْسَانٌ এবং বিধেয় হলো كَاتِبٌ যা বাইরের জিনিস, যার উপর হুকুম আরোপিত হয়েছে।

২. **حَمْلِيَّةٌ ذِهْنِيَّةٌ - এর পরিচয় :** যদি قَضِيَّةٌ حَمْلِيَّةٌ -এর مَوْضُوْع বা উদ্দেশ্য মস্তিষ্কে বিদ্যমান থাকে এবং মস্তিষ্কে বিদ্যমান হিসেবেই যদি তার উপর হুকুম প্রদান করা হয়, তাহলে حَمْلِيَّةٌ ذِهْنِيَّةٌ বলে। যথা– اَلْاِنْسَانُ كُلِّيٌّ ; এ উদাহরণটির বিষয়বস্তু মস্তিষ্কে বিদ্যমান আছে, বাইরে এর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

৩. **حَمْلِيَّةٌ حَقِيْقِيَّةٌ - এর পরিচয় :** যদি مَوْضُوْع বা উদ্দেশ্য-এর মধ্যে হুকুম প্রকৃত অবস্থা বা বাস্তবতার নিরিখে প্রদান করা হয়, তবে তাকে حَمْلِيَّةٌ حَقِيْقِيَّةٌ বলে। যথা– اَلْاَرْبَعَةُ ضِعْفُ الْاِثْنَانِ অর্থাৎ চার দু'-এর দ্বিগুণ। এখানে ৪ সংখ্যা ২-এর দ্বিগুণ যা প্রকৃত অবস্থার অনুরূপ।

www.eelm.weebly.com

فَـصْلٌ : اَلْقَضِيَّةُ الْمُوْجِبَةُ وَكَذَا السَّالِبَةُ تَنْقَسِمَانِ اِلٰى مَعْدُوْلَةٍ وَغَيْرِ مَعْدُوْلَةٍ فَالْمَعْدُوْلَةُ مَا يَكُوْنُ فِيْهِ حَرْفُ السَّلْبِ جُزْءٌ مِنَ الْمَوْضُوْعِ اَوْ مِنَ الْمَحْمُوْلِ اَوْ كِلَيْهِمَا مِثَالُ الْاَوَّلِ قَوْلُنَا اللَّاحِيْ جَمَادٌ مِثَالُ الثَّانِيْ زَيْدٌ لَا عَالِمٌ مِثَالُ الثَّالِثِ اَللَّاحِيْ لَا عَالِمٌ هٰذَا فِى الْاِيْجَابِ وَاَمَّا فِى السَّلْبِ فَمِثَالُ الْاَوَّلِ اللَّاحِيْ لَيْسَ بِعَالِمٍ وَمِثَالُ الثَّانِيْ اَلْعَالِمُ لَيْسَ بِلَاحِيْ وَمِثَالُ الثَّالِثِ اَللَّاحِيْ لَيْسَ بِلَاجَمَادٍ وَغَيْرُ الْمَعْدُوْلَةِ بِخِلَافِهَا وَيُسَمّٰى غَيْرُ الْمَعْدُوْلَةِ فِى الْمُوْجِبَةِ بِالْمُحَصَّلَةِ وَفِى السَّالِبَةِ بِالْبَسِيْطَةِ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : قَضِيَةٌ مُوْجِبَةٌ (ইতিবাচক কাযিয়া) অনুরূপ قَضِيَةٌ سَالِبَةٌ (নেতিবাচক কাযিয়া) দু' প্রকার। مَعْدُوْلَةٌ ও غَيْرُ مَعْدُوْلَةٌ। مَعْدُوْلَةٌ ঐ কাযিয়াকে বলা হয়, যাতে হরফে সলব মাওযূ' অথবা মাহমূল অথবা উভয়টির অংশ হয়। প্রথমটির উদাহরণ- اَللَّاحِيْ جَمَادٌ (প্রাণহীন বস্তু জড়)। দ্বিতীয়টির উদাহরণ- زَيْدٌ لَا عَالِمٌ (যায়েদ অনভিজ্ঞ)। তৃতীয়টির উদাহরণ- اَللَّاحِيْ لَا عَالِمٌ (প্রাণহীন জ্ঞানশূন্য)। এটি ঈজাব বা ইতিবাচকের ক্ষেত্রে। আর নেতিবাচকের ক্ষেত্রে প্রথমটির উদাহরণ- اَللَّاحِيْ لَيْسَ بِعَالِمٍ (প্রাণহীন জ্ঞানসম্পন্ন নয়)। দ্বিতীয়টির উদাহরণ- اَلْعَالِمُ لَيْسَ بِلَاحِيْ (জ্ঞানী প্রাণহীন নয়)। তৃতীয়টির উদাহরণ হচ্ছে- اَللَّاحِيْ لَيْسَ بِلَاجَمَادٍ (নিষ্প্রাণ অজড় নয়)। আর গায়রে মা'দূলা এর বিপরীত। গায়রে মা'দূলা মূজিবা হলে তাকে মুহাস্সালা বলা হয়। আর গায়রে মা'দূলা সালিবা বা নেতিবাচক গায়রে মাদূলাকে বসীতা বলা হয়।

فَصْلٌ : وَقَدْ يُذْكَرُ الْجِهَةُ فِى الْقَضِيَّةِ فَيُسَمّٰى مُوَجَّهَةً وَ رُبَاعِيَّةً اَيْضًا وَالْمُوَجَّهَاتُ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَمَانِيَةٌ مِنْهَا بَسِيْطَةٌ وَسَبْعَةٌ مِنْهَا مُرَكَّبَةٌ اَمَّا الْبَسَائِطُ فَاَحَدُهَا الضَّرُوْرِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ وَهِىَ الَّتِىْ حُكِمَ فِيْهَا بِضَرُوْرَةِ ثُبُوْتِ الْمَحْمُوْلِ لِلْمَوْضُوْعِ اَوْ سَلْبِهٖ عَنْهُ مَادَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوْعِ مَوْجُوْدَةً كَقَوْلِكَ اَلْاِنْسَانُ حَيَوَانٌ بِالضَّرُوْرَةِ وَالْاِنْسَانُ لَيْسَ بِحَجَرٍ بِالضَّرُوْرَةِ ـ

وَالثَّانِيَةُ الدَّائِمَةُ الْمُطْلَقَةُ وَهِىَ الَّتِىْ حُكِمَ فِيْهَا بِدَوَامِ ثُبُوْتِ الْمَحْمُوْلِ لِلْمَوْضُوْعِ اَوْ سَلْبِهٖ عَنْهُ كَقَوْلِكَ كُلُّ فَلَكٍ مُتَحَرِّكٌ بِالدَّوَامِ وَلَا شَىْءَ مِنَ الْفَلَكِ بِسَاكِنٍ بِالدَّوَامِ ـ

পরিচ্ছেদ : কখনো قَضِيَةٌ-এর মধ্যে جِهَةٌ-এর উল্লেখ করা হয় এবং এরূপ قَضِيَةٌ-কে مُوَجَّهَةٌ ও رُبَاعِيَةٌ বলা হয়। আর قَضِيَةٌ مُوَجَّهَاتٌ ১৫টি। তন্মধ্যে ৮টি হলো بَسِيْطَةٌ এবং ৭টি হলো مُرَكَّبَةٌ। আর قَضَايَا بَسَائِطُ-এর প্রথমটি হলো ضَرُوْرِيَةٌ مُطْلَقَةٌ এটি ঐ قَضِيَةٌ কে বলে, যার মধ্যে مَوْضُوْعٌ-এর জন্য مَحْمُوْلٌ সাব্যস্ত হওয়ার এবং مَوْضُوْعٌ হতে مَحْمُوْلٌ দূর করার হুকুম আবশ্যিকভাবে হয়; যতক্ষণ পর্যন্ত مَوْضُوْعٌ-এর সত্তা বিদ্যমান থাকে। যেমন- তোমার উক্তি اَلْاِنْسَانُ حَيَوَانٌ بِالضَّرُوْرَةِ وَالْاِنْسَانُ لَيْسَ بِحَجَرٍ بِالضَّرُوْرَةِ (মানুষ অবশ্যই প্রাণী এবং মানুষ অবশ্যই পাথর নয়।) আর দ্বিতীয় হচ্ছে دَائِمَةٌ مُطْلَقَةٌ যার মধ্যে مَوْضُوْعٌ-এর জন্য مَحْمُوْلٌ সাব্যস্ত করার এবং مَوْضُوْعٌ হতে مَحْمُوْلٌ-কে سَلْبٌ করার স্থায়ী হুকুম হবে ; যতক্ষণ পর্যন্ত مَوْضُوْعٌ-এর সত্তা বিদ্যমান থাকবে। যেমন- তোমার উক্তি كُلُّ فَلَكٍ مُتَحَرِّكٌ بِالدَّوَامِ وَلَا شَىْءَ مِنَ الْفَلَكِ بِسَاكِنٍ بِالدَّوَامِ (প্রত্যেক আসমান সর্বদা নড়াচড়া করে। কোনো আসমান সর্বদা স্থির নয়)।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْقَضِيَّةُ الْمُوْجِبَةُ ইতিবাচক কাযিয়া وَكَذَا السَّالِبَةُ অনুরূপ নেতিবাচক কাযিয়া تَنْقَسِمَانِ বিভক্ত اِلٰى مَعْدُوْلَةٍ وَغَيْرِ مَعْدُوْلَةٍ - مَعْدُوْلَةٌ ও غَيْرُ مَعْدُوْلَةٍ-এর দিকে فَالْمَعْدُوْلَةُ - مَعْدُوْلَةٌ ঐ কাযিয়াকে বলা হয় مَا يَكُوْنُ فِيْهِ যাতে হয় حَرْفُ السَّلْبِ হরফে সলব (না-বোধক অব্যয়) جُزْءٌ مِنَ الْمَوْضُوْعِ মাওযূ'য়ের অংশ اَوْ مِنَ الْمَحْمُوْلِ অথবা মাহমূলের اَوْ كِلَيْهِمَا অথবা উভয়টির مِثَالُ الْاَوَّلِ প্রথমটির উদাহরণ قَوْلُنَا আমাদের উক্তি اَللَّاحِيْ جَمَادٌ প্রাণহীন বস্তু জড়

www.eelm.weebly.com

الثَّانِيْ দ্বিতীয়টি উদাহরণ زَيْدٌ لَا عَالِمٌ যায়েদ জ্ঞানী নয় مِثَالُ الثَّالِثِ তৃতীয়টির উদাহরণ اَللَّاحِيُّ لَا عَالِمٌ প্রাণহীন জ্ঞানশূন্য هٰذَا فِيْ
الْاِيْجَابِ এটা ঈজাব বা ইতিবাচকের ক্ষেত্রে وَاَمَّا فِى السَّلْبِ আর নেতিবাচকের ক্ষেত্রে فَمِثَالُ الْاَوَّلِ প্রথমটির উদাহরণ اَللَّاحِيُّ لَيْسَ
بِعَالِمٍ প্রাণহীন জ্ঞানসম্পন্ন নয় وَمِثَالُ الثَّانِيْ দ্বিতীয়টির উদাহরণ اَلْعَالِمُ لَيْسَ بِلَاحِيٍّ জ্ঞানী প্রাণহীন নয় وَمِثَالُ الثَّالِثِ তৃতীয়টির
উদাহরণ হচ্ছে اَللَّاحِيُّ لَيْسَ بِلَاجَمَادٍ প্রাণহীন জড়হীন নয় وَغَيْرُ الْمَعْدُوْلَةِ আর গায়রে মা'দূলা بِخِلَافِهَا এর বিপরীত وَيُسَمّٰى তাকে
বলা হয় غَيْرُ الْمَعْدُوْلَةِ فِى الْمُوْجِبَةِ গায়রে মা'দূলা মূজিবা হলে بِالْمُحَصَّلَةِ মুহাস্‌সালা بِالْبَسِيْطَةِ وَفِى السَّالِبَةِ আর গায়রে
মা'দূলা সালিবা বা নেতিবাচক গায়রে মা'দূলাকে বসীতা বলা হয় فَصْلٌ পরিচ্ছেদ وَقَدْ يُذْكَرُ কখনো উল্লেখ করা হয় الْجِهَةُ - جِهَةٌ-এর
وَالْمُوَجَّهَاتُ - فِى الْقَضِيَّةِ - قَضِيَّةٌ-এর মধ্যে فَيُسَمّٰى এরূপ قَضِيَّةٌ-কে বলা হয় اَيْضًا مُوَجَّهَةً وَّ رُبَاعِيَّةً মুয়াজ্জাহা ও রুবাইয়াও
خَمْسَةَ عَشَرَ আর ৭টি হলো وَسَبْعَةٌ مِنْهَا مُرَكَّبَةٌ - بَسِيْطَةٌ তন্মধ্যে ৮টি হলো ثَمَانِيَةٌ مِنْهَا بَسِيْطَةٌ ১৫টি قَضِيَّةٌ مُوَجَّهَاتٌ আর
مُرَكَّبَةٌ - اَمَّا الْبَسَائِطُ فَاَحَدُهَا - قَضَايَا بَسَائِطُ-এর প্রথমটি হলো اَلضَّرُوْرِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ যরুরিয়া মুতলাকা وَهِيَ الَّتِيْ এটি ঐ
قَضِيَّةٌ-কে বলে حُكِمَ فِيْهَا যার মধ্যে হুকুম হয় بِضَرُوْرَةِ আবশ্যিকভাবে ثُبُوْتُ الْمَحْمُوْلِ মাহমূল সাব্যস্ত হওয়ার لِلْمَوْضُوْعِ
মাওযূ'য়ের জন্য اَوْ سَلْبِهِ عَنْهُ এবং মাওযূ' হতে মাহমূল দূর করার مَادَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوْعِ যতক্ষণ পর্যন্ত مَوْضُوْعٌ-এর সত্তা مَوْجُوْدَةً
বিদ্যমান থাকে كَقَوْلِكَ যেমন– তোমার উক্তি اَلْاِنْسَانُ حَيَوَانٌ بِالضَّرُوْرَةِ মানুষ অবশ্যই প্রাণী وَالْاِنْسَانُ لَيْسَ بِحَجَرٍ بِالضَّرُوْرَةِ এবং
মানুষ অবশ্যই পাথর নয় وَالثَّانِيَةُ الدَّائِمَةُ الْمُطْلَقَةُ আর দ্বিতীয় হচ্ছে دَائِمَةٌ مُطْلَقَةٌ - وَهِيَ الَّتِيْ حُكِمَ فِيْهَا যার মধ্যে হুকুম হবে
بِدَوَامِ স্থায়ী ثُبُوْتُ الْمَحْمُوْلِ لِلْمَوْضُوْعِ - مَوْضُوْعٌ-এর জন্য مَحْمُوْلٌ সাব্যস্ত করার اَوْ سَلْبُهُ عَنْهُ এবং مَوْضُوْعٌ হতে مَحْمُوْلٌ-কে
سَلْبٌ করার كَقَوْلِكَ যেমন– তোমার উক্তি كُلُّ فَلَكٍ প্রত্যেক আসমান مُتَحَرِّكٌ بِالدَّوَامِ সর্বদা নড়াচড়া করে وَلَا شَيْءَ مِنَ الْفَلَكِ কোনো
আসমান নয় بِسَاكِنٍ بِالدَّوَامِ সর্বদা স্থির।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تَنْقَسِمَانِ اِلَى مَعْدُوْلَةٍ الخ-এর আলোচনা : قَضِيَّةٌ চাই مُوْجِبَةٌ হোক, অথবা سَالِبَةٌ হোক এগুলো আবার দু'ভাগে বিভক্ত। যথা– ১. مَعْدُوْلَةٌ, ২. غَيْرُ مَعْدُوْلَةٍ

১. **مَعْدُوْلَةٌ-এর পরিচয় :** قَضِيَّةٌ-এর মধ্যে مَوْضُوْعٌ অথবা مَحْمُوْلٌ-এর অংশ যদি حَرْفُ سَلْبٍ বা নেতিবাচক অক্ষর হয়, অথবা مَوْضُوْعٌ এবং مَحْمُوْلٌ উভয়ের অংশ যদি حَرْفُ سَلْبٍ হয়, তাহলে উক্ত কাযিয়াটিকে مَعْدُوْلَةٌ বলা হয়।
উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হলো যে, مَعْدُوْلَةٌ তিন প্রকার। যথা–

ক. মাদূলায়ে মাওযূয়া, খ. মাদূলায়ে মাহমূলা, গ. মাদূলায়ে তরফাইন।

ক. مَعْدُوْلَةُ الْمَوْضُوْعِ যখন مَوْضُوْعٌ-এর অংশ حَرْفُ سَلْبٍ হবে। যেমন– اَللَّاحِيُّ جَمَادٌ (অপ্রাণী জড়) এখানে اَللَّاحِيُّ শব্দটি مَوْضُوْعٌ এতে حَرْفُ سَلْبٍ হলো لَا যা مَوْضُوْعٌ-এর অংশ।

খ. مَعْدُوْلَةُ الْمَحْمُوْلِ যখন مَحْمُوْلٌ-এর অংশ حَرْفُ سَلْبٍ হয়। যেমন– زَيْدٌ لَاعَالِمٌ (যায়েদ জ্ঞানী নয়)। এখানে مَحْمُوْلٌ-এর মধ্যে لَا হরফে সলবটি তার অংশবিশেষ।

গ. مَعْدُوْلَةُ الطَّرَفَيْنِ যখন হরফে সলব مَوْضُوْعٌ এবং مَحْمُوْلٌ উভয়টির অংশ হবে। যেমন– اَللَّاحِيُّ لَا عَالِمٌ (অপ্রাণী জ্ঞানী নয়)। এখানে لَا হরফে সলবটি مَوْضُوْعٌ এবং مَحْمُوْلٌ উভয়টির অংশ।

২. **اَلْغَيْرُ الْمَعْدُوْلَةُ-এর পরিচয় :** হরফে سَلْبٌ যদি قَضِيَّةٌ-এর مَوْضُوْعٌ কিংবা مَحْمُوْلٌ-এর অংশ না হয়, তাহলে তাকে قَضِيَّةٌ غَيْرُ مَعْدُوْلَةِ الطَّرَفَيْنِ বলে। এটা مُوْجِبَةٌ-ও হতে পারে, سَالِبَةٌ-ও হতে পারে। غَيْرُ مَعْدُوْلَةٍ মু'জিবা হলে, তাকে مُحَصَّلَةٌ বলা হয়। কারণ, এর প্রত্যেকটি অংশ ইতিবাচক। আর غَيْرُ مَعْدُوْلَةٍ সালেবা হলে, তাকে بَسِيْطَةٌ বলে। কারণ, যার কোনো অংশ নেই, তাকে بَسِيْطَةٌ বলা হয়। مَعْدُوْلَةٌ سَالِبَةٌ-এর মধ্যে حَرْفُ سَلْبٍ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যেহেতু তা مَوْضُوْعٌ কিংবা مَحْمُوْلٌ কোনোটারই অংশ হয়নি সেহেতু তাকে بَسِيْطَةٌ বলে আখ্যায়িত করা হয়।

www.eelm.weebly.com

قَوْلُهُ وَقَدْ يُذْكَرُ الخ -এর আলোচনা : قَضِيَّة -এর مَوْضُوْع ও مَحْمُوْل-এর মধ্যে সাধারণত তিন ধরনের সম্পর্ক হতে পারে। ১. ضَرُوْرَتْ [বাধ্যতামূলক] ২. اِمْتِنَاعْ [অসম্ভব] ৩. اِمْكَانْ [সম্ভব]।

ضَرُوْرَتْ -এর আলোচনা : যদি مَوْضُوْع -এর জন্য মাহমূল বাধ্যতামূলকভাবে সাব্যস্ত হয় তবে এতদুভয়ের মধ্যকার সম্পর্কে ضَرُوْرَتْ বলা হয়।

اِمْتِنَاعْ -এর আলোচনা : যদি مَوْضُوْع হতে مَحْمُوْل বিদূরীত হওয়া জরুরি হয়, তবে এতদুভয়ের মধ্যকার সম্পর্ককে اِمْتِنَاعْ বলা হয়।

اِمْكَانْ -এর আলোচনা : যদি مَوْضُوْع -এর জন্য مَحْمُوْل সাব্যস্ত হওয়া জরুরি বা অসম্ভব কোনটিই না হয় বরং সম্ভব হয়, তবে এতদুভয়ের মধ্যকার সম্পর্ককে বলা হয় امكان।

উল্লিখিত সম্পর্কত্রয়ের তিনটি وُجُوْدْ বা অস্তিত্ব রয়েছে। ১. وُجُوْدٌ فِىْ نَفْسِ الْاَمْرِ (প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান থাকা)। ২. وُجُوْدٌ عِنْدَ الْعَقْلِ (বিবেকের নিকট বিদ্যমান থাকা), ৩. وُجُوْدٌ فِى التَّلَفُّظِ (শব্দে বিদ্যমান থাকা)। نَفْسُ الْاَمْرِ বা প্রকৃতপক্ষে মাওযূ‘ বা মাহমূলের মধ্যকার সম্পর্ক উল্লিখিত كَيْفِيَاتْ বা অবস্থাসমূহের মধ্য হতে যে অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত, তাকে مَادَّةُ الْقَضِيَّةِ বলা হয়। আর যে শব্দ উক্ত মাদ্দাকে বুঝায়, তাকে جِهَةُ الْقَضِيَّةِ বলা হয়। আর যে বাক্যে উক্ত جِهَةٌ উল্লেখ থাকে, তাকে مُوَجَّهَةٌ বলা হয় এবং একে رُبَاعِيَّةٌ বা চতুর্থাংশও বলা হয়। কেননা, বাক্যে جِهَةٌ উল্লেখ থাকলে বাক্যের অংশ মোট চারটি হয়। ১. مَوْضُوْع, ২. مَحْمُوْل, ৩. نِسْبَةٌ حُكْمِيَّةٌ, ৪. جِهَةٌ।

قَضِيَّةٌ مُوَجَّهَةٌ -এর প্রকারভেদ : কাযিয়ায়ে মুওয়াজ্জাহা মোট ১৫টি। তন্মধ্যে ৮টি بَسِيْطَةٌ ৭টি مُرَكَّبَةٌ। যে বাক্যে শুধু ইজাব থাকে তাকে বসীতা বলা হয়। আর যে বাক্যে ঈজাব ও সলব উভয়টি উল্লেখ থাকে, তাকে مُرَكَّبَةٌ বলা হয়। বসীতা আটটি হলো– ১. ضَرُوْرِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ, ২. دَائِمَةٌ مُطْلَقَةٌ, ৩. مَشْرُوْطَةٌ عَامَّةٌ, ৪. عُرْفِيَّةٌ عَامَّةٌ, ৫. وَقْتِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ, ৬. مُنْتَشِرَةٌ مُطْلَقَةٌ, ৭. مُطْلَقَةٌ عَامَّةٌ, ৮. مُمْكِنَةٌ عَامَّةٌ।

قَوْلُهُ فَاحَدُهَا الضَّرُوْرِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ الخ -এর আলোচনা : بَسِيْطَةٌ কাযিয়াসমূহের মধ্যে ضَرُوْرِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ ঐ বাক্যকে বলা হয়, যাতে مَوْضُوْع -এর সত্তা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে মাওযূ‘-এর জন্য মাহমূল সাব্যস্ত হওয়ার হুকুম আরোপ করা হয়, অথবা হুকুমের নফী করা হয়। যেমন– اَلْاِنْسَانُ حَيَوَانٌ بِالضَّرُوْرَةِ (মানুষ অবশ্যই প্রাণী)। এখানে اِنْسَانٌ-এর সত্তা যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ সে حَيَوَانٌ থাকবে। এটি ইতিবাচকের উদাহরণ। নেতিবাচকের উদাহরণ হচ্ছে, اَلْاِنْسَانُ لَيْسَ بِحَجَرٍ بِالضَّرُوْرَةِ (নিশ্চয়ই মানুষ পাথর নয়)। যতক্ষণ اِنْسَانٌ -এর জাত বা সত্তা বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ তার উপর বাধ্যতামূলকভাবে حَجَرٌ -এর নেতিবাচক হুকুম আরোপ করা হবে। যেহেতু উক্ত বাক্যে ضَرُوْرَتْ -এর সাথে হুকুম আরোপ করা হয়েছে, আর তা কোনো নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত নয়, তাই তাকে ضَرُوْرِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ বলা হয়।

قَوْلُهُ الثَّانِيَةُ الدَّائِمَةُ الْمُطْلَقَةُ الخ -এর আলোচনা : বসীতার দ্বিতীয় প্রকার دَائِمَةٌ مُطْلَقَةٌ। তা ঐ বাক্যকে বলা হয়, যাতে স্থায়ীভাবে مَوْضُوْع -এর সত্তা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত তার জন্য مَحْمُوْل সাব্যস্ত হওয়া অথবা বিদূরীত হওয়ার হুকুম আরোপ করা হয়। যেমন– كُلُّ فَلَكٍ مُتَحَرِّكٌ بِالدَّوَامِ (প্রত্যেক আকাশ সর্বদাই নড়াচড়া করে)। যতক্ষণ পর্যন্ত আকাশের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নড়াচড়া করতে থাকবে। আর নেতিবাচক বাক্যের উদাহরণ হচ্ছে– وَلَا شَيْءَ مِنَ الْفَلَكِ بِسَاكِنٍ بِالدَّوَامِ (কোনো আকাশ কখনো স্থির নয়)। যেহেতু উক্ত বাক্যে دَوَامْ -এর সাথে হুকুম আরোপ করা হয়েছে, আর তা কোনো নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট অবস্থার সাথে সংযুক্ত নয়, তাই তাকে دَائِمَةٌ مُطْلَقَةٌ বলা হয়।

www.eelm.weebly.com

وَالثَّالِثُ الْمَشْرُوْطَةُ الْعَامَّةُ وَهِيَ الَّتِيْ حُكِمَ فِيْهَا بِضَرُوْرَةِ ثُبُوْتِ الْمَحْمُوْلِ لِلْمَوْضُوْعِ اَوْ نَفْيِهٗ عَنْهُ مَادَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوْعِ مَوْصُوْفًا بِالْوَصْفِ الْعُنْوَانِيِّ وَالْوَصْفُ الْعُنْوَانِيُّ عِنْدَهُمْ مَا يُعَبَّرُ بِهٖ عَنِ الْمَوْضُوْعِ كَقَوْلِنَا كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ بِالضَّرُوْرَةِ مَادَامَ كَاتِبًا وَلَاشَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ بِالضَّرُوْرَةِ مَادَامَ كَاتِبًا وَالرَّابِعَةُ الْعُرْفِيَّةُ الْعَامَّةُ وَهِيَ الَّتِيْ حُكِمَ فِيْهَا بِدَوَامِ ثُبُوْتِ الْمَحْمُوْلِ لِلْمَوْضُوْعِ اَوْ سَلْبُهٗ عَنْهُ مَادَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوْعِ مُتَّصِفًا بِالْوَصْفِ الْعُنْوَانِيِّ كَقَوْلِنَا بِالدَّوَامِ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا وَبِالدَّوَامِ لَا شَيْءَ مِنَ النَّائِمِ بِمُسْتَيْقِظٍ مَادَامَ نَائِمًا . وَالْخَامِسَةُ الْوَقْتِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ وَهِيَ الَّتِيْ حُكِمَ فِيْهَا بِضَرُوْرَةِ ثُبُوْتِ الْمَحْمُوْلِ لِلْمَوْضُوْعِ اَوْ نَفْيِهٗ عَنْهُ فِيْ وَقْتٍ مُعَيَّنٍ مِنْ اَوْقَاتِ الذَّاتِ كَمَا تَقُوْلُ كُلُّ قَمَرٍ مُنْخَسِفٌ بِالضَّرُوْرَةِ وَقْتَ حَيْلُوْلَةِ الْاَرْضِ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الشَّمْسِ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفٍ بِالضَّرُوْرَةِ وَقْتَ التَّرْبِيْعِ وَالسَّادِسَةُ الْمُنْتَشِرَةُ الْمُطْلَقَةُ وَهِيَ الَّتِيْ حُكِمَ فِيْهَا بِضَرُوْرَةِ ثُبُوْتِ الْمَحْمُوْلِ لِلْمَوْضُوْعِ اَوْ نَفْيِهٗ عَنْهُ فِيْ وَقْتٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ مِنْ اَوْقَاتِ الذَّاتِ نَحْوُ كُلُّ حَيَوَانٍ مُتَنَفِّسٌ بِالضَّرُوْرَةِ وَقْتًا مَا وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِمُتَنَفِّسٍ بِالضَّرُوْرَةِ وَقْتًا مَا .

সরল অনুবাদ : আর তৃতীয়টি مَشْرُوْطَةٌ عَامَّةٌ। এটি ঐ বাক্যকে বলা হয়, যাতে যতক্ষণ পর্যন্ত اَلْوَصْفُ الْعُنْوَانِيْ দ্বারা গুণান্বিত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মাওযূ'-এর জন্য মাহমূল আবশ্যিকভাবে সাব্যস্ত হওয়া অথবা مَوْضُوْع হতে مَحْمُوْل বিদূরীত হওয়ার হুকুম আরোপ করা হয়। আর ওয়াসফে উনওয়ানী তাদের (মানতিকীদের) মতে ঐ বিষয়কে বলা হয়, যদ্দারা مَوْضُوْع -কে ব্যক্ত করা হয়। যেমন– আমাদের উক্তি كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ بِالضَّرُوْرَةِ مَادَامَ كَاتِبًا (অবশ্যই প্রত্যেক লেখক যতক্ষণ সে লিখতে থাকবে অঙ্গুলি সঞ্চালিত হবে)। وَلَاشَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ بِالضَّرُوْرَةِ مَادَامَ كَاتِبًا (নিশ্চয়ই কোনো লেখকের অঙ্গুলিই স্থির থাকবে না যতক্ষণ সে লিখবে)। চতুর্থটি عُرْفِيَّةٌ عَامَّةٌ। তা ঐ বাক্য যাতে মাওযূ'-এর সত্তা وَصْف عُنْوَانِيْ দ্বারা মাওসূফ থাকা পর্যন্ত স্থায়ীভাবে মাওযূ'-এর জন্য মাহমূল সাব্যস্ত হওয়া অথবা مَوْضُوْع হতে মাহমূল বিদূরীত হওয়ার হুকুম আরোপ করা হয়। যেমন– আমাদের উক্তি بِالدَّوَامِ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا (প্রত্যেক লেখক যতক্ষণ সে লিখতে থাকবে, ততক্ষণ স্থায়ীভাবে তার অঙ্গুলি সঞ্চালিত হবে)। আর بِالدَّوَامِ لَا شَيْءَ مِنَ النَّائِمِ بِمُسْتَيْقِظٍ مَادَامَ نَائِمًا (কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ জাগ্রত থাকতে পারে না)।" পঞ্চমটি وَقْتِيَةٌ مُطْلَقَةٌ। তা ঐ বাক্য যাতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বাধ্যতামূলকভাবে মাওযূ'-এর জন্য মাহমূল সাব্যস্ত হওয়া অথবা মাওযূ' হতে মাহমূল বিদূরীত করার হুকুম আরোপ করা হয়। যেমন, তোমার উক্তি– كُلُّ قَمَرٍ مُنْخَسِفٌ بِالضَّرُوْرَةِ وَقْتَ حَيْلُوْلَةِ الْاَرْضِ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الشَّمْسِ (নিশ্চয় চন্দ্র এবং সূর্যের মাঝখানে পৃথিবী আড়াল হলে প্রত্যক চন্দ্রেই গ্রহণ লাগবে)। আর لَا شَيْءَ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفٍ بِالضَّرُوْرَةِ وَقْتَ التَّرْبِيْعِ (চন্দ্র ও সূর্যের মাঝখানে আকাশের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ তিনটি কক্ষ পথের ব্যবধান থাকাকালীন কখনও চন্দ্রগ্রহণ হতে পারে না)। ষষ্ঠটি مُنْتَشِرَةٌ مُطْلَقَةٌ। তা ঐ বাক্যকে বলা হয়, যাতে মাওযূ'-এর সত্তার কোনো এক অনির্দিষ্ট সময়ে আবশ্যিকভাবে মাওযূ'-এর জন্য মাহমূল সাব্যস্ত হওয়া অথবা মাওযূ' হতে মাহমূল বিদূরীত হওয়ার হুকুম আরোপ করা হয়। যেমন– كُلُّ حَيَوَانٍ مُتَنَفِّسٌ بِالضَّرُوْرَةِ وَقْتًا مَا (প্রত্যেক প্রাণী কোনো এক সময় অবশ্যই শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণকারী)। আর وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِمُتَنَفِّسٍ بِالضَّرُوْرَةِ وَقْتًا مَا (নিশ্চয়ই কোনো পাথরই কোনো এক সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণকারী নয়)।

www.eelm.weebly.com

শাব্দিক অনুবাদ : وَالثَّالِثَةُ আর তৃতীয়টি اَلْمَشْرُوطَةُ الْعَامَّةُ মাশরূতায়ে আম্মাহ وَهِيَ الَّتِيْ এটি ঐ বাক্যকে বলা হয় حُكِمَ فِيْهَا যাতে হুকুম আরোপ করা হয় بِضَرُوْرَةِ আবশ্যিকভাবে ثُبُوْتِ الْمَحْمُوْلِ لِلْمَوْضُوْعِ মাওযূ'য়ের জন্য মাহমূল সাব্যস্ত হওয়া اَوْ نَفْيِهِ عَنْهُ অথবা মাওযূ' হতে মাহমূল বিদূরীত হওয়ার مَادَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوْعِ যতক্ষণ পর্যন্ত মাওযূ'য়ের অস্তিত্ব مَوْصُوْفًا গুণান্বিত থাকে بِالْوَصْفِ الْعُنْوَانِيِّ - وَالْوَصْفُ الْعُنْوَانِيُّ আর ওয়াসফে উনওয়ানী তাদের (মানতিকীদের) মতে عِنْدَهُمْ وَصْفٌ عُنْوَانِيٌّ দ্বারা ঐ বিষয়কে বলা হয় مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْمَوْضُوْعِ যা দ্বারা مَوْضُوْعِ-কে ব্যক্ত করা হয় كَقَوْلِنَا যেমন- আমাদের উক্তি كُلُّ كَاتِبٍ প্রত্যেক লেখক مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ অঙ্গুলি সঞ্চালিত হবে بِالضَّرُوْرَةِ অবশ্যই مَادَامَ كَاتِبًا যতক্ষণ সে লিখতে থাকবে وَلَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ কোনো লেখকেরই থাকবে না بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ অঙ্গুলি স্থির بِالضَّرُوْرَةِ নিশ্চয়ই مَادَامَ كَاتِبًا যতক্ষণ সে লিখবে وَالرَّابِعَةُ الْعُرْفِيَّةُ الْعَامَّةُ আর চতুর্থটি উপরফিয়ায়ে আম্মাহ وَهِيَ তা ঐ বাক্য الَّتِيْ حُكِمَ فِيْهَا যাতে হুকুম আরোপ করা হয় بِدَوَامِ ثُبُوْتِ الْمَحْمُوْلِ স্থায়ীভাবে মাহমূল সাব্যস্ত হওয়া لِلْمَوْضُوْعِ মাওযূ'য়ের জন্য اَوْ سَلْبُهُ عَنْهُ অথবা মাওযূ' হতে মাহমূল বিদূরীত হওয়ার مَادَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوْعِ মাওযূ'য়ের সত্তা থাকা পর্যন্ত مُتَّصِفًا মাওসূফ (গুণান্বিত) بِالْوَصْفِ الْعُنْوَانِيِّ ওয়াসফে উনওয়ানী দ্বারা كَقَوْلِنَا যেমন- আমাদের উক্তি بِالدَّامِ স্থায়ীভাবে كُلُّ كَاتِبٍ প্রত্যেক লেখক مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ তার অঙ্গুলি সঞ্চালিত হবে مَادَامَ كَاتِبًا যতক্ষণ সে লিখতে থাকবে ততক্ষণ وَبِالدَّوَامِ আর স্থায়ীভাবে لَا شَيْءَ مِنَ النَّائِمِ কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তি থাকতে পারে না بِمُسْتَيْقِظٍ জাগ্রত مَادَامَ نَائِمًا যতক্ষণ ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে ততক্ষণ। وَالْخَامِسَةُ পঞ্চমটি اَلْوَقْتِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ ওয়াকতিয়ায়ে মুতলাকা وَهِيَ তা ঐ বাক্য الَّتِيْ حُكِمَ فِيْهَا যাতে হুকুম আরোপ করা হয় بِضَرُوْرَةِ বাধ্যতামূলকভাবে ثُبُوْتِ الْمَحْمُوْلِ মাহমূল সাব্যস্ত হওয়া لِلْمَوْضُوْعِ মাওযূ'য়ের জন্য اَوْ نَفْيِهِ عَنْهُ অথবা মাওযূ' হতে মাহমূল বিদূরীত করার فِيْ وَقْتٍ مُعَيَّنٍ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে مِنْ اَوْقَاتِ الذَّاتِ সত্তাগত সময় হতে كَمَا تَقُوْلُ যেমন- তোমার উক্তি كُلُّ قَمَرٍ প্রত্যেক চন্দ্রই مُنْخَسِفٌ بِالضَّرُوْرَةِ নিশ্চয় গ্রহণ লাগবে وَقْتَ حَيْلُوْلَةِ الْاَرْضِ পৃথিবী আড়াল হলে بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ চন্দ্র এবং সূর্যের মাঝখানে وَلَا شَيْءَ مِنَ الْقَمَرِ চন্দ্র হতে পারে না بِمُنْخَسِفٍ بِالضَّرُوْرَةِ কখনও গ্রহণযুক্ত وَقْتَ التَّرْبِيْعِ আকাশের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ তিন কক্ষ পথের ব্যবধান থাকাকালীন وَالسَّادِسَةُ ষষ্ঠটি اَلْمُنْتَشِرَةُ الْمُطْلَقَةُ মুনতাশিরায়ে মুতলাকা وَهِيَ তা ঐ বাক্যকে বলা হয় الَّتِيْ حُكِمَ فِيْهَا যাতে হুকুম আরোপ করা হয় بِضَرُوْرَةِ ثُبُوْتِ الْمَحْمُوْلِ আবশ্যিকভাবে মাহমূল সাব্যস্ত হওয়া لِلْمَوْضُوْعِ মাওযূ'য়ের জন্য اَوْ نَفْيِهِ عَنْهُ অথবা মাওযূ' হতে মাহমূল বিদূরীত হওয়ার فِيْ وَقْتٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ কোনো এক অনির্দিষ্ট সময়ে مِنْ اَوْقَاتِ الذَّاتِ মাওযূ'য়ের সত্তার نَحْوُ যেমন- كُلُّ حَيَوَانٍ প্রত্যেক প্রাণী مُتَنَفِّسٌ بِالضَّرُوْرَةِ অবশ্যই শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণকারী وَقْتًا مَا কোনো এক সময় وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ আর কোনো পাথরই নয় بِمُتَنَفِّسٍ بِالضَّرُوْرَةِ নিশ্চয়ই শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণকারী وَقْتًا مَا কোনো এক সময়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلثَّالِثَةُ الْمَشْرُوطَةُ الْعَامَّةُ الخ **-এর আলোচনা :** قَضِيَّةٌ بَسِيْطَةٌ-এর তৃতীয় কাযিয়া হচ্ছে مَشْرُوطَةٌ عَامَّةٌ। مَشْرُوطَةٌ عَامَّةٌ ঐ বাক্যকে বলা হয়, যাতে যতক্ষণ মাওযূ'-এর এককসমূহ ওয়াসফে উনওয়ানী দ্বারা গুণান্বিত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মাওযূ'-এর সাথে মাহমূলের সম্পর্ক বাধ্যতামূলকভাবে বিদ্যমান আছে বলে হুকুম আরোপ করা হয়, অথবা মাওযূ' হতে মাহমূলের সম্পর্ক অস্বীকৃত হয়েছে বলে হুকুম করা হয়।

قَوْلُهُ بِالْوَصْفِ الْعُنْوَانِ **-এর আলোচনা :** আর وَصْفٌ عُنْوَانِيٌّ তর্কশাস্ত্রবিদগণের মতে ঐ গুণকে বলে, যা দ্বারা মাওযূ'কে সার্থকভাবে প্রকাশ করা হয়। যেমন- كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ بِالضَّرُوْرَةِ مَادَامَ كَاتِبًا (প্রত্যেক লেখকের অঙ্গুলি নড়তে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে লিখে)। এ উদাহরণটিতে "كَاتِبٌ" হচ্ছে وَصْفٌ عُنْوَانِيٌّ। মাওযূ'-এর সত্তা যতক্ষণ পর্যন্ত এ গুণে গুণান্বিত থাকবে, ততক্ষণ আবশ্যিকভাবে তার অঙ্গুলি নড়বে। এটি ইতিবাচকের উদাহরণ। আর নেতিবাচকের উদাহরণ হচ্ছে- لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ بِالضَّرُوْرَةِ مَادَامَ كَاتِبًا (নিশ্চয় কোনো লেখকের অঙ্গুলি স্থির থাকে না, যতক্ষণ সে লিখতে থাকে)। উক্ত

www.eelm.weebly.com

বাক্যে যেহেতু ওয়াসফ-এর শর্ত সাপেক্ষ হুকুম আরোপ করা হয়েছে, আর তা مَشْرُوْطَةٌ خَاصَّةٌ -এর তুলনায় ব্যাপক, তাই একে مَشْرُوْطَةٌ عَامَّةٌ বলা হয়।

قَوْلُهُ الرَّابِعَةُ الْعُرْفِيَةُ الخ -এর আলোচনা : বসীতার চতুর্থ প্রকার عُرْفِيَةٌ عَامَّةٌ। عُرْفِيَةٌ عَامَّةٌ ঐ বাক্যকে বলা হয়, যাতে মাওযূ'-এর সত্তা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত স্থায়ীভাবে মাওযূ'-এর জন্য মাহমূল সাব্যস্ত হওয়া অথবা মাওযূ' হতে মাহমূল বিদূরীত হওয়ার হুকুম আরোপ করা হয়। যেমন- بِالدَّوَامِ لَا شَئَ مِنَ النَّائِمِ بِمُسْتَيْقِظٍ مَادَامَ نَائِمًا (কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তিই যতক্ষণ সে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে জাগ্রত হবে না)। উক্ত বাক্যটিকে عُرْفِيَةٌ عَامَّةٌ নামে আখ্যায়িত করার কারণ এই যে, তার সাহায্যে عُرْفِ عَامٌ তথা সর্বসাধারণ উল্লিখিত অর্থ উপলব্ধি করে, আর এটি عُرْفِيَةٌ خَاصَّةٌ -এর তুলনায় ব্যাপক।

قَوْلُهُ الْخَامِسَةُ الخ -এর আলোচনা : بَسِيْطَةٌ -এর পঞ্চম প্রকার وَقْتِيَةٌ مُطْلَقَةٌ। এটি ঐ বাক্যকে বলা হয়, যাতে কোনো নির্দিষ্ট মাওযূর'-এর জন্য মাহমূল সাব্যস্ত হওয়া অথবা মাওযূ' হতে মাহমূল সাব্যস্ত না হওয়ার হুকুম আরোপ করা হয়। যেমন- كُلُّ قَمَرٍ مُنْخَسِفٌ بِالضَّرُوْرَةِ وَقْتَ حَيْلُوْلَةِ الْاَرْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ (চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে পৃথিবী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার সময় প্রত্যেকটি চন্দ্রই আবশ্যিকভাবে গ্রহণপ্রাপ্ত হয়)। এটি হলো ইতিবাচকের উদাহরণ। আর নেতিবাচকের উদাহরণ হলো- لَا شَئَ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفٍ بِالضَّرُوْرَةِ وَقْتَ التَّرْبِيْعِ [সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে কোনো কিছু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করার সময় কোনো চন্দ্র কখনো গ্রহণপ্রাপ্ত হয় না]।

উল্লিখিত উদাহরণদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটিতে বাধ্যতামূলকভাবে قَمَرٌ -এর জন্য এক নির্দিষ্ট সময়ে مُنْخَسِفٌ -এর হুকুম আরোপ করা হয়েছে, তা হচ্ছে সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে পৃথিবী প্রতিবন্ধক হওয়ার সময়। আর দ্বিতীয় বাক্যটিতে قَمَرٌ হতে এক নির্দিষ্ট সময়ে مُنْخَسِفٌ -এর হুকুম বিদূরীত করা হয়েছে। তা হচ্ছে সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে তিনটি কক্ষ পথের ব্যবধান সৃষ্টি হওয়ার সময়। উক্ত বাক্যে যেহেতু নির্দিষ্ট সময়ে হুকুম আরোপ করা হয়, আর তাকে اَلدَّوَامُ দ্বারা মুকাইয়্যাদ করা হয় না, সেজন্য তাকে وَقْتِيَةٌ مُطْلَقَةٌ বলা হয়।

قَوْلُهُ السَّادِسَةُ الخ -এর আলোচনা : مُنْتَشِرَةٌ অর্থ- বিক্ষিপ্ত। উক্ত قَضِيَةٌ -এর مَوْضُوْعٌ -এর জন্য مَحْمُوْلٌ যে কোনো সময় সাব্যস্ত হতে পারে। যেন এর সময় বিক্ষিপ্ত ; তাই একে مُنْتَشِرَةٌ হয়। আর قَضِيَّةٌ তে لَادَوَامٌ -এর قَيْدٌ নেই বিধায় একে مُطْلَقَةٌ বলে।

وَقْتِيَةٌ مُطْلَقَةٌ আর مُنْتَشِرَةٌ مُطْلَقَةٌ -এর পার্থক্য : উল্লেখ্য যে, وَقْتِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ -এর হুকুম নির্দিষ্ট সময়ে হয়। আর مُنْتَشِرَةٌ مُطْلَقَةٌ -এর মধ্যে অনির্দিষ্ট সময়ে হুকুম হয়। যেহেতু সময় নির্দিষ্ট হলেও বক্তা তাকে নির্দিষ্ট করে না, তথা বক্তা একে অনির্দিষ্ট বলে প্রকাশ করে। অতএব, বক্তা যদি وَقْتِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ -এর সময়কে নির্দিষ্ট করে وَقْتًامًا শব্দ দ্বারা হুকুম করে, তাহলে তাও مُنْتَشِرَةٌ مُطْلَقَةٌ হয়ে যাবে।

www.eelm.weebly.com

وَالسَّابِعَةُ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ وَهِيَ الَّتِيْ حُكِمَ فِيْهَا بِوُجُوْدِ الْمَحْمُوْلِ لِلْمَوْضُوْعِ اَوْ سَلْبِهِ عَنْهُ بِالْفِعْلِ اَىْ فِىْ اَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ كَقَوْلِكَ كُلُّ اِنْسَانٍ ضَاحِكٌ بِالْفِعْلِ وَلَا شَئْ مِنَ الْاِنْسَانِ بِضَاحِكٍ بِالْفِعْلِ وَهِيَ الَّتِيْ حُكِمَ فِيْهَا بِسَلْبِ ضَرُوْرَةِ الْجَانِبِ الْمُخَالِفِ كَقَوْلِكَ كُلُّ نَارٍ حَارَّةٌ بِالْاِمْكَانِ الْعَامِّ وَلَا شَئْ مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ بِالْاِمْكَانِ الْعَامِّ -

সরল অনুবাদ : আর সপ্তমটি مُطْلَقَة عَامَّة। তা ঐ বাক্যকে বলা হয়, যাতে তিন কালের কোনো এক কালে مَوْضُوْع -এর জন্য مَحْمُوْل সাব্যস্ত হওয়া অথবা মাওযূ' হতে মাহমূল বিদূরীত হওয়ার হুকুম আরোপ করা হয়। যেমন- তোমার উক্তি- كُلُّ اِنْسَانٍ ضَاحِكٌ بِالْفِعْلِ (প্রত্যেক মানুষ তিন কালের কোনো এক কালে হাসে)। আর وَلَا شَئْ مِنَ الْاِنْسَانِ بِضَاحِكٍ بِالْفِعْلِ (কোনো মানুষই তিন কালের কোনো এক কালে হাসে না)।

আর অষ্টমটি مُمْكِنَة عَامَّة। তা ঐ বাক্যকে বলা হয়, যাতে বিপরীত দিক হতে سَلْب ضَرُوْرَت (আবশ্যকতা বিদূরীতকরণ)-এর হুকুম আরোপ করা হয়। যেমন তোমার উক্তি كُلُّ نَارٍ حَارَّةٌ بِالْاِمْكَانِ الْعَامِّ (প্রত্যেক অগ্নি সাধারণ সম্ভাবনার সাথে গরম) আর وَلَا شَئْ مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ بِالْاِمْكَانِ الْعَامِّ (কোনো অগ্নিই সাধারণ সম্ভাবনার সাথে ঠাণ্ডা নয়)।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالسَّابِعَةُ আর সপ্তমটি الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ মুতলাকায়ে আম্মাহ وَهِيَ তা ঐ বাক্যকে বলা হয় الَّتِيْ حُكِمَ فِيْهَا যাতে হুকুম আরোপ করা হয় بِوُجُوْدِ الْمَحْمُوْلِ মাহমূল সাব্যস্ত হওয়া لِلْمَوْضُوْعِ মাওযূ'য়ের জন্য اَوْ سَلْبِهِ عَنْهُ অথবা মাওযূ' হতে মাহমূল বিদূরীত হওয়ার بِالْفِعْلِ ফে'ল বা ক্রিয়া দ্বারা اَىْ অর্থাৎ فِىْ اَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ তিন কালের কোনো এক কালে كَقَوْلِكَ যেমন- তোমার উক্তি كُلُّ اِنْسَانٍ প্রত্যেক মানুষ ضَاحِكٌ بِالْفِعْلِ তিন কালের কোনো এক কালে হাসে وَلَا شَئْ مِنَ الْاِنْسَانِ কোনো মানুষই নয় بِضَاحِكٍ بِالْفِعْلِ তিন কালের কোনো এক কালে হাসে وَالثَّامِنَةُ আর অষ্টমটি اَلْمُمْكِنَةُ الْعَامَّةُ মুমকিনায়ে আম্মাহ وَهِيَ তা ঐ বাক্যকে বলা হয় الَّتِيْ حُكِمَ فِيْهَا যাতে হুকুম আরোপিত হয় بِسَلْبِ ضَرُوْرَةِ আবশ্যকতা বিদূরীকরণের الْجَانِبِ الْمُخَالِفِ বিপরীত দিক হতে كَقَوْلِكَ যেমন- তোমার উক্তি كُلُّ نَارٍ حَارَّةٌ প্রত্যেক অগ্নি গরম بِالْاِمْكَانِ الْعَامِّ সাধারণ সম্ভাবনার সাথে وَلَا شَئْ مِنَ النَّارِ কোনো অগ্নিই নয় بِبَارِدٍ ঠাণ্ডা بِالْاِمْكَانِ الْعَامِّ সাধারণ সম্ভাবনার সাথে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالسَّابِعَةُ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ الخ **-এর আলোচনা :** সপ্তম প্রকার مُطْلَقَة عَامَّة। একে مُطْلَقَة عَامَّة নামে আখ্যায়িত করার কারণ এই যে, উক্ত বাক্যকে যখন ضَرُوْرَت ও لَادَوَام -এর উল্লেখ ব্যতীত বলা হয় তখন فِعْلِيَّتْ বা তিন কালের কোনো এক কালের সাথে হুকুমের সম্পর্ক বলে বুঝে আসে। আর এটি وُجُوْدِيَّة لَا ضَرُوْرِيَّة ও وُجُوْدِيَّة لَا دَائِمَة -এর তুলনায় ব্যাপক।

قَوْلُهُ الثَّامِنَةُ الْمُمْكِنَةُ الْعَامَّةُ الخ **-এর আলোচনা :** বসীতার অষ্টম প্রকার مُمْكِنَه عَامَّة। যে বাক্যে বিপরীত দিকের سَلْب ضَرُوْرَت (আবশ্যকতা বিদূরীতকরণ)-এর হুকুম আরোপ করা হয়, তাকে مُمْكِنَة عَامَّة বলা হয়। যেমন- كُلُّ نَارٍ حَارَّةٌ بِالْاِمْكَانِ الْعَامِّ (প্রত্যেক অগ্নিই সাধারণ সম্ভাবনার সাথে গরম) অর্থাৎ আগুন ঠাণ্ডা হওয়া জরুরি নয়। উক্ত বাক্যে অগ্নি গরম হওয়ার যে হুকুম আরোপ করা হয়েছে তা এ হিসেবে যে, তার বিপরীত দিক তথা ঠাণ্ডা হওয়া জরুরি নয়। উক্ত বাক্যকে مُمْكِنَة عَامَّة বলে আখ্যায়িত করার কারণ এই যে, এটি اِمْكَان (সম্ভাবনা) সম্বলিত, আর এটি مُمْكِنَة خَاصَّة -এর তুলনায় ব্যাপক।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : فِي الْمُرَكَّبَاتِ اَلْمُرَكَّبَةُ قَضِيَّةٌ رُكِّبَتْ حَقِيْقَتُهَا مِنْ اِيْجَابٍ وَسَلْبٍ وَالْاِعْتِبَارُ فِيْ تَسْمِيَتِهَا مُوْجِبَةً اَوْ سَالِبَةً لِلْجُزْءِ الْاَوَّلِ فَاِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْاَوَّلُ مُوْجِبًا كَقَوْلِكَ بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا سُمِّيَتْ مُوْجِبَةً وَاِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْاَوَّلُ سَالِبًا كَقَوْلِنَا بِالضَّرُوْرَةِ لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لَادَائِمًا سُمِّيَتْ سَالِبَةً -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : مُرَكَّبَاتٌ প্রসঙ্গ। مُرَكَّبَاتٌ ঐ বাক্যকে বলা হয়, যার হাকীকত ঈজাব (হ্যাঁ-বোধক) ও سَلْب (না–বোধক) দ্বারা গঠিত। একে سَالِبَة বা مُوْجِبَة নামকরণ প্রথম অংশের ভিত্তিতে হবে, যদি প্রথম অংশ مُوْجِبَة (ইতিবাচক) হয়, তবে তাকে مُوْجِبَة বলা হবে। যেমন– بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا (নিশ্চয় প্রত্যেক লেখকের অঙ্গুলি নড়বে যতক্ষণ সে লিখতে থাকে, কিন্তু সর্বদার জন্য নয়)। আর যদি প্রথম অংশ سَالِبَة (নেতিবাচক) হয়, তবে তাকে سَالِبَة বলা হবে। যেমন– আমাদের উক্তি بِالضَّرُوْرَةِ لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا (কোনো লেখকই যতক্ষণ পর্যন্ত লিখতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত অপরিহার্যভাবে অঙ্গুলি স্থির রাখতে পারবে না, কিন্তু সর্বদার জন্য নয়)। এ কাযিয়াকে سَالِبَة (নেতিবাচক) নামকরণ করা হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ فِي الْمُرَكَّبَاتِ মুরাক্কাবাত (যৌগিক বিষয়াবলি) প্রসঙ্গে اَلْمُرَكَّبَةُ قَضِيَّةٌ মুরাক্কাবাত ঐ বাক্যকে বলা হয় رُكِّبَتْ حَقِيْقَتُهَا যার হাকীকত গঠিত مِنْ اِيْجَابٍ وَسَلْبٍ ঈজাব (হ্যাঁ-বোধক) ও সলব (না-বোধক) দ্বারা وَالْاِعْتِبَارُ فِيْ تَسْمِيَتِهَا একে নামকরণ ভিত্তিতে হবে مُوْجِبَةً اَوْ سَالِبَةً মূজিবা বা সালিবা لِلْجُزْءِ الْاَوَّلِ প্রথম অংশের فَاِنْ كَانَ যদি হয় الْجُزْءُ الْاَوَّلُ প্রথম অংশ مُوْجِبًا মূজিবা (ইতিবাচক) كَقَوْلِكَ যেমন– তোমার উক্তি بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ كَاتِبٍ নিশ্চয় প্রত্যেক লেখক مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ তার অঙ্গুলি নড়বে مَادَامَ كَاتِبًا যতক্ষণ সে লিখতে থাকে لَا دَائِمًا কিন্তু সর্বদার জন্য নয় سُمِّيَتْ مُوْجِبَةً তবে তাকে مُوْجِبَة বলা হবে وَاِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْاَوَّلُ আর যদি প্রথম অংশ হয় سَالِبًا সালিবা (নেতিবাচক) كَقَوْلِنَا যেমন– আমাদের উক্তি بِالضَّرُوْرَةِ অপরিহার্যভাবে لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ কোনো লেখকই পারবে না بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ অঙ্গুলি স্থির রাখতে مَادَامَ كَاتِبًا যতক্ষণ পর্যন্ত লিখতে থাকবেন ততক্ষণ لَا دَائِمًا কিন্তু সর্বদার জন্য নয় سُمِّيَتْ سَالِبَةً তবে তাকে سَالِبَة বলা হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فِى الْمُرَكَّبَاتِ الخ -এর আলোচনা : লেখক এখানে بَسِيْطَة-এর আলোচনা সমাপ্ত করে مُرَكَّبَة-এর আলোচনা শুরু করেছেন। مُرَكَّبَة এমন কাযিয়াকে বলা হয়, যার হাকীকত ঈজাব (ইতিবাচক) ও সলব (নেতিবাচক) দ্বারা গঠিত। অর্থাৎ কাযিয়ায়ে বসীতার সাথে لَادَوَام ও لَاضَرُوْرَة সংযোগ করলে তা مُرَكَّبَة-এ পরিণত হয়। তবে একে مُوْجِبَة (ইতিবাচক) ও سَالِبَة (নেতিবাচক) করে নাম রাখার ব্যাপারে কাযিয়ার প্রথম অংশের ভিত্তিতে হবে। যদি প্রথম অংশ مُوْجِبَة হয়, তবে উক্ত কাযিয়াকে مُوْجِبَة বলা হবে। যেমন– بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا (নিশ্চয় প্রত্যেক লেখকের অঙ্গুলি যতক্ষণ সে লিখবে নড়বে, এটি সর্বদার জন্য নয়)। আর যদি কাযিয়ার প্রথম অংশ سالبة হয়, তবে তাকে سَالِبَة বলা হবে। যেমন– بِالضَّرُوْرَةِ لَاشَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا (কোনো লিখকের অঙ্গুলি যতক্ষণ সে লিখতে থাকবে স্থির হবে না, এটি সর্বদার জন্য নয়)।

উল্লেখ্য যে, لَادَوَام দ্বারা مُطْلَقَة عَامَّة-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। আর لَا بِالضَّرُوْرَةِ দ্বারা مُمْكِنَة عَامَّة-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। যেমন– উল্লেখিত বাক্যদ্বয়ের মধ্যে প্রথম বাক্যটিতে لَا دَائِمًا দ্বারা كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ بِالْفِعْلِ-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বাক্যটিতে لَا دَوَامَ দ্বারা لَاشَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ بِالْفِعْلِ-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর প্রত্যেক বাক্যেই ঈজাব ও সলব রয়েছে। প্রথম উদাহরণে প্রকাশ্য বাক্যটি মূজিবা ; আর لادائما দ্বারা যে বাক্যটির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা সালেবা। আর দ্বিতীয় উদাহরণটিতে প্রকাশ্য বাক্যটি সালিবা, আর لَادَوَام দ্বারা যে বাক্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা মূজিবা।

قَضِيَّة مُرَكَّبَة মোট সাতটি। ১. مَشْرُوْطَة خَاصَّة, ২. عُرْفِيَّة خَاصَّة, ৩. وَقْتِيَّة, ৪. مُنْتَشِرَة, ৫. وُجُوْدِيَّة لَا ضَرُوْرِيَّة, ৬. وُجُوْدِيَّة لَا دَائِمَة, ৭. مُمْكِنَة خَاصَّة। আগামীতে এদের বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

www.eelm.weebly.com

وَمِنَ الْمُرَكَّبَاتِ الْمَشْرُوْطَةُ الْخَاصَّةُ وَهِيَ الْمَشْرُوْطَةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ اللَّادَوَامِ بِحَسْبِ الذَّاتِ وَمَرَّ مِثَالُهَا إِيْجَابًا وَسَلْبًا وَمِنْهَا الْعُرْفِيَّةُ الْخَاصَّةُ وَهِيَ الْعُرْفِيَّةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ اللَّادَوَامِ بِحَسْبِ الذَّاتِ كَمَا تَقُوْلُ دَائِمًا كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْأَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا وَلَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْأَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا -

وَمِنْهَا الْوُجُوْدِيَّةُ اللَّاضَرُوْرِيَّةُ وَهِيَ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ اللَّاضَرُوْرَةِ بِحَسْبِ الذَّاتِ كَقَوْلِنَا كُلُّ إِنْسَانٍ كَاتِبٌ بِالْفِعْلِ لَا بِالضَّرُوْرَةِ فِي الْإِيْجَابِ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِكَاتِبٍ بِالْفِعْلِ لَا بِالضَّرُوْرَةِ فِي السَّلْبِ وَمِنْهَا الْوُجُوْدِيَّةُ اللَّادَائِمَةُ وَهِيَ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ اللَّادَوَامِ بِحَسْبِ الذَّاتِ كَقَوْلِكَ فِي الْإِيْجَابِ كُلُّ إِنْسَانٍ ضَاحِكٌ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا وَقَوْلُكَ فِي السَّلْبِ لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِضَاحِكٍ بِالْفِعْلِ لَادَائِمًا

وَمِنْهَا الْوَقْتِيَّةُ وَهِيَ الْوَقْتِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ إِذَا قُيِّدَ بِاللَّادَوَامِ بِحَسْبِ الذَّاتِ كَقَوْلِنَا بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ قَمَرٍ مُنْخَسِفٌ وَقْتَ حَيْلُوْلَةِ الْأَرْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ لَا دَائِمًا وَبِالضَّرُوْرَةِ لَاشَيْءَ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفٍ وَقْتَ التَّرْبِيْعِ لَا دَائِمًا

সরল অনুবাদ : قَضِيَّة مُرَكَّبَة -এর মধ্য হতে একটি হলো مَشْرُوْطَة خَاصَّة। مَشْرُوْطَة خَاصَّة বলা হয়- এমন একটি مَشْرُوْطَة عَامَّة, যার সাথে "لَا دَوَام ذَاتِي" -এর শর্ত সংযুক্ত করা হয়েছে। এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হলো- عُرْفِيَّة خَاصَّة। এটি এমন এক عُرْفِيَّة عَامَّة কাযিয়া, যা "لَا دَوَام ذَاتِي" শর্তের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- তোমার উক্তি دَائِمًا كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْأَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا (সার্বক্ষণিক প্রত্যেক লেখক অঙ্গুলি সঞ্চালনকারী, যতক্ষণ পর্যন্ত সে লিখবে এবং সর্বদার জন্যে নয়। (অর্থাৎ কোনো এক সময় কোনো লিখকের অঙ্গুলি-ই নড়ে না।) وَدَائِمًا لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْأَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا আর কোনো লেখকের অঙ্গুলি-ই লেখাকালীন সময়ে স্থির নয়, প্রত্যেক লেখকের অঙ্গুলি-ই কোনো এক সময় স্থির থাকে)।

مُرَكَّبَة -এর তৃতীয় প্রকার وُجُوْدِيَّة لَاضَرُوْرِيَّة। তা ঐ مُطْلَقَه عَامَّة যার সাথে ذَات (প্রকৃতি) হিসেবে لَا ضَرُوْرِيَّة যোগ করা হয়েছে। যেমন- আমাদের উক্তি ইতিবাচকের ক্ষেত্রে كُلُّ إِنْسَانٍ كَاتِبٌ بِالْفِعْلِ لَا بِالضَّرُوْرَةِ (প্রত্যেক মানুষই বাস্তবে লেখক, আবশ্যিকভাবে নয়।) আর নেতিবাচকের ক্ষেত্রে وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِكَاتِبٍ بِالْفِعْلِ لَا بِالضَّرُوْرَةِ (কোনো মানুষই বাস্তবে লেখক নয় এবং আবশ্যিকভাবেও নয়।)

আর مُرَكَّبَة -এর চতুর্থটি وُجُوْدِيَّة لَا دَائِمَة। তা ঐ مُطْلَقَة عَامَّة যার সাথে ذَات (প্রকৃতি) হিসেবে لَا دَوَام যোগ করা হয়েছে। যেমন- ইতিবাচকের ক্ষেত্রে তোমার উক্তি كُلُّ إِنْسَانٍ ضَاحِكٌ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا (প্রত্যেক মানুষ কোনো এক সময় হাস্যকারী, তবে সর্বদা নয়।) আর নেতিবাচকের ক্ষেত্রে তোমার উক্তি لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِضَاحِكٍ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا (কোনো মানুষই কোনো এক সময় হাস্যকারী নয়, তবে এটি সর্বদা নয়।)

مُرَكَّبَة-এর পঞ্চম প্রকার হলো وَقْتِيَّة। وَقْتِيَّة مُطْلَقَة -এর মধ্যে যখন যাত হিসেবে لَا دَوَام যুক্ত করা হয়, তখন وَقْتِيَّة হয়। যেমন- আমাদের উক্তি بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ قَمَرٍ مُنْخَسِفٌ وَقْتَ حَيْلُوْلَةِ الْأَرْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ لَا دَائِمًا (প্রত্যেক চন্দ্রই বাধ্যতামূলকভাবে সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে পৃথিবীর অবস্থানকালে গ্রহণযোগ্য হয়, তবে সর্বদা চন্দ্রগ্রহণ হবে না)। আর لَا شَيْءَ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفٍ وَقْتَ التَّرْبِيْعِ لَا دَائِمًا (সূর্য ও চন্দ্রের মাঝে তিনটি কক্ষ পথের ব্যবধান থাকাকালীন কোনো চন্দ্র গ্রহণ হবে না, তবে এটি সর্বসময়ের জন্য নয়।)

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِنَ الْمُرَكَّبَاتِ কাযিয়ায়ে মুরাক্কাবার মধ্য হতে একটি الْمَشْرُوْطَةُ الْخَاصَّةُ মাশরূতায়ে খাস্‌সাহ وَهِيَ الْمَشْرُوْطَةُ الْعَامَّةُ এটা বলা হয় এমন একটি مَشْرُوْطَة عَامَّة - مَعَ قَيْدِ اللَّادَوَامِ যার সাথে لَادَوَام-এর শর্ত সংযুক্ত করা

www.eelm.weebly.com

হয়েছে بِحَسْبِ الذَّاتِ সত্তার ভিত্তিতে وَمَرَّ مِثَالُهَا এর উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে إِيْجَابًا وَسَلْبًا ইতিবাচক ও নেতিবাচক مَعَ قَيْدِ عُرْفِيَّةٍ عَامَّةٍ কাযিয়া وَمِنْهَا الْعُرْفِيَّةُ الْخَاصَّةُ দ্বিতীয়টি হলো উরফিয়ায়ে খাস্‌সাহ وَهِيَ الْعُرْفِيَّةُ الْعَامَّةُ এটি এমন এক কাযিয়া عُرْفِيَّةٍ عَامَّةٍ كُلُّ كَاتِبٍ যা لَادَوَامُ اللَّادَوَامِ শর্তের সাথে সম্পৃক্ত بِحَسْبِ الذَّاتِ সত্তার ভিত্তিতে كَمَا تَقُوْلُ যেমন– তোমার উক্তি دَائِمًا সার্বক্ষণিক وَلَا شَيْءَ প্রত্যেক লেখক مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ অঙ্গুলি সঞ্চালনকারী مَادَامَ كَاتِبًا যতক্ষণ পর্যন্ত সে লিখবে لَا دَائِمًا এটা সর্বদার জন্যে নয় আর নয় مِنَ الْكَاتِبِ কোনো লেখকের بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ অঙ্গুলি স্থির مَادَامَ كَاتِبًا লেখাকালীন সময়ে لَا دَائِمًا তবে সর্বদার জন্যে নয় - مُطْلَقَةً عَامَّةً তা ঐ وَهِيَ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ উজূদিয়ায়ে লা যরূরিয়া الْوُجُوْدِيَّةُ اللَّاضَرُوْرِيَّةُ -এর তৃতীয় প্রকার مُرَكَّبَةٌ - وَمِنْهَا كُلُّ اِنْسَانٍ যার সাথে لَاضَرُوْرَةَ যোগ করা হয়েছে بِحَسْبِ الذَّاتِ প্রকৃতি হিসেবে كَقَوْلِنَا যেমন– আমাদের উক্তি مَعَ قَيْدِ اللَّاضَرُوْرَةِ وَلَا شَيْءَ مِنَ প্রত্যেক মানুষই بِالْفِعْلِ বাস্তবে লেখক بِالضَّرُوْرَةِ لَا আবশ্যিকভাবে নয় فِي الْاِيْجَابِ ইতিবাচকের ক্ষেত্রে كَاتِبٌ الْاِنْسَانِ আর কোনো মানুষই নয় بِكَاتِبٍ بِالْفِعْلِ বাস্তবে লেখক بِالضَّرُوْرَةِ لَا আবশ্যিকভাবেও নয় فِي السَّلْبِ নেতিবাচকের ক্ষেত্রে مَعَ - مُطْلَقَةً عَامَّةً আর তা ঐ وَهِيَ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ উজূদিয়ায়ে লা দায়িমা الْوُجُوْدِيَّةُ اللَّادَائِمَةُ -এর চতুর্থটি مُرَكَّبَةٌ وَمِنْهَا قَيْدِ اللَّادَوَامِ যার সাথে لَادَوَامُ যোগ করা হয়েছে بِحَسْبِ الذَّاتِ - ذَاتٌ (প্রকৃতি) হিসেবে كَقَوْلِكَ فِي الْاِيْجَابِ যেমন– ইতিবাচকের ক্ষেত্রে তোমার উক্তি كُلُّ اِنْسَانٍ প্রত্যেক মানুষ ضَاحِكٌ بِالْفِعْلِ বাস্তবে কোনো কোনো সময় হাস্যকারী لَا دَائِمًا তবে সর্বদা নয় وَقَوْلُكَ فِي السَّلْبِ আর নেতিবাচকের ক্ষেত্রে তোমার উক্তি لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ কোনো মানুষই নয় بِضَاحِكٍ بِالْفِعْلِ বাস্তবে কোনো এক সময় হাস্যকারী لَا دَائِمًا তবে এটি সর্বদা নয় وَهِيَ الْوَقْتِيَّةُ ওয়াক্তিয়া الْوَقْتِيَّةُ -এর পঞ্চম প্রকার হলো مُرَكَّبَةٌ - وَمِنْهَا كَقَوْلِنَا এটা ওয়াক্তিয়ায়ে মুতলাকা الْمُطْلَقَةُ اِذَا قُيِّدَ بِاللَّادَوَامِ যখন এর মধ্যে لَا دَوَامُ যুক্ত করা হয় بِحَسْبِ الذَّاتِ যাত হিসেবে যেমন– আমাদের উক্তি بِالضَّرُوْرَةِ বাধ্যতামূলকভাবে كُلُّ قَمَرٍ প্রত্যেক চন্দ্রই مُنْخَسِفٌ গ্রহণযুক্ত হয় وَقْتَ حَيْلُوْلَةِ الْاَرْضِ পৃথিবীর অবস্থানকালে بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ চন্দ্র ও সূর্যের মাঝখানে لَا دَائِمًا তবে সর্বদা চন্দ্রগ্রহণ হবে না وَبِالضَّرُوْرَةِ আর বাধ্যতামূলকভাবে لَا شَيْءَ مِنَ الْقَمَرِ কোনো চন্দ্র হবে না بِمُنْخَسِفٍ গ্রহণযুক্ত وَقْتَ التَّرْبِيْعِ চন্দ্র ও সূর্যের মাঝখানে তিনটি কক্ষ পথের ব্যবধান থাকাকালীন لَا دَائِمًا তবে এটি সর্ব সময়ের জন্য নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْمَشْرُوْطَةُ الْخَاصَّةُ الخ **-এর আলোচনা :** مُرَكَّبٌ -এর সাতটি কাযিয়ার মধ্যে প্রথমটি مَشْرُوْطَةٌ خَاصَّةٌ যা مُطْلَقَةٌ عَامَّةٌ -এর সাথে لَادَوَامِ ذَاتِيْ সংযুক্ত করলে مَشْرُوْطَةٌ خَاصَّةٌ গঠিত হয়। যেমন– دَائِمًا كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ بِالضَّرُوْرَةِ مَادَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا এ উদাহরণটিতে كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ بِالضَّرُوْرَةِ مَادَامَ كَاتِبًا - "مَشْرُوْطَةٌ عَامَّةٌ" তার সাথে لَا دَائِمًا যোগ করার ফলে مَشْرُوْطَةٌ خَاصَّةٌ গঠিত হয়েছে। لَا دَائِمًا দ্বারা مُطْلَقَةٌ عَامَّةٌ তথা لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِمُتَحَرِّكِ الْاَصَابِعِ بِالْفِعْلِ -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত কাযিয়াতে ওয়াসফের শর্ত আরোপ করা হয়েছে, আর এটি মাশরূতায়ে আম্মার তুলনায় খাস, তাই একে مَشْرُوْطَةٌ خَاصَّةٌ বলা হয়। উল্লিখিত উদাহরণটি মূজিবা বা ইতিবাচকের, সালিবা বা নেতিবাচকের উদাহরণ হচ্ছে– لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ بِالضَّرُوْرَةِ مَادَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا এ উদাহরণটিতে لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ بِالضَّرُوْرَةِ مَادَامَ كَاتِبًا মাশরূতায়ে আম্মাহ ছিল, তার সাথে لَا دَائِمًا যোগ করার ফলে মাশরূতায়ে খাস্‌সা গঠিত হয়েছে। নিম্নে ছক আকারে বর্ণিত হলো–

مَشْرُوْطَةٌ عَامَّةٌ	مَشْرُوْطَةٌ خَاصَّةٌ
دَائِمًا كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ بِالضَّرُوْرَةِ مَا دَامَ كَاتِبًا	دَائِمًا كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ بِالضَّرُوْرَةِ مَا دَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا ইতিবাচক
كُلُّ كَاتِبٍ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ بِالْفِعْلِ	لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ بِالضَّرُوْرَةِ مَا دَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا নেতিবাচক

قَوْلُهُ الْعُرْفِيَّةُ الْخَاصَّةُ الخ **-এর আলোচনা :** মুরাক্কাবাতের দ্বিতীয় প্রকার عُرْفِيَّةٌ خَاصَّةٌ। عُرْفِيَّةٌ عَامَّةٌ -এর সাথে لَا دَائِمًا যোগ করলে عُرْفِيَّةٌ خَاصَّةٌ গঠিত হয়। যেমন– دَائِمًا كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا এখানে دَائِمًا كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا হচ্ছে عُرْفِيَّةٌ عَامَّةٌ। এর সাথে لَا دَائِمًا যোগ করার ফলে عُرْفِيَّةٌ خَاصَّةٌ গঠিত হয়েছে। আর لَا دَائِمًا দ্বারা مُطْلَقَةٌ عَامَّةٌ তথা لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِمُتَحَرِّكِ الْاَصَابِعِ بِالْفِعْلِ -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটি ছিল ইতিবাচকের উদাহরণ। নেতিবাচকের উদাহরণ হচ্ছে– دَائِمًا لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا এ উদাহরণটিতে دَائِمًا لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا উরফিয়ায়ে আম্মাহ, এর সাথে لَا دَائِمًا যোগ করার ফলে عُرْفِيَّةٌ خَاصَّةٌ গঠিত হয়েছে। আর لَا دَائِمًا দ্বারা مُطْلَقَةٌ عَامَّةٌ তথা كُلُّ كَاتِبٍ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ بِالْفِعْلِ -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

যেহেতু উক্ত কাযিয়াটি দ্বারা عُرْف عَامّ (সর্ব সাধারণ) উল্লিখিত অর্থ বুঝা যায়। আর এটি উরফিয়ায়ে আম্মার তুলনায় খাস, তাই একে উরফিয়ায়ে খাস্‌সা বলা হয়ে থাকে। নিম্নে ছক আকারে বর্ণিত হলো–

عُرْفِيَّة خَاصَّة	عُرْفِيَّة عَامَّة
ইতিবাচক دَائِمًا كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا	دَائِمًا كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا
নেতিবাচক دَائِمًا لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا	دَائِمًا لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا

قَوْلُهُ وَمِنْهَا الْوُجُوْدِيَّةُ الخ -এর আলোচনা : مُرَكَّبَة -এর চতুর্থ প্রকার– وُجُوْدِيَّة لَا ضَرُوْرِيَّة। যে কাযিয়ায়ে مُطْلَقَه عَامَّة -এর সাথে প্রকৃতি হিসেবে لَا ضَرُوْرِيَّة যোগ করা হয় তাকে وُجُوْدِيَّة لَا ضَرُوْرِيَّة বলা হয়। যেমন– كُلُّ اِنْسَانٍ كَاتِبٌ بِالْفِعْلِ لَا بِالضَّرُوْرَةِ (প্রত্যেক মানুষ কোনো এক সময় লেখক, আবশ্যিকভাবে নয়।) এ উদাহরণটিতে كُلُّ اِنْسَانٍ كَاتِبٌ بِالْفِعْلِ প্রত্যেক মানুষ লেখক, কোনো মানুষই লিখক না হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ উদাহরণটিতে كُلُّ اِنْسَانٍ كَاتِبٌ بِالْفِعْلِ মুতলাকায়ে আম্মাহ-এর সাথে لَا ضَرُوْرَةَ যোগ করার ফলে এটি وُجُوْدِيَّة لَا ضَرُوْرِيَّة গঠিত হয়েছে। আর لاضرورة দ্বারা لَا مُمْكِنَة عَامَّة তথা لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ كَاتِبٌ بِالْاِمْكَانِ الْعَامِّ -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত কাযিয়া মুতলাকায়ে আম্মার অর্থ وُجُوْدُ النِّسْبَةِ فِي وَقْتٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ কোনো এক অনির্দিষ্ট সময়ে নিসবত বিদ্যমান হওয়া।' আর তা لَا ضَرُوْرَةَ -এর শর্ত সম্বলিত, তাই তাকে وُجُوْدِيَّة لَا ضَرُوْرِيَّة বলা হয়। নিম্নে ছক আকারে বর্ণিত হলো–

وُجُوْدِيَّة لَا ضَرُوْرِيَّة	مُطْلَقَة عَامَّة
ইতিবাচক كُلُّ اِنْسَانٍ كَاتِبٌ بِالْفِعْلِ لَا بِالضَّرُوْرَةِ	كُلُّ اِنْسَانٍ كَاتِبٌ بِالْفِعْلِ
নেতিবাচক لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِضَاحِكٍ بِالْفِعْلِ لَا بِالضَّرُوْرَةِ	لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِكَاتِبٍ بِالْفِعْلِ

قَوْلُهُ وَمِنْهَا الْوُجُوْدِيَّةُ اللَّادَائِمَةُ الخ -এর আলোচনা : قَضِيَّة مُرَكَّبَة -এর চতুর্থ প্রকার وُجُوْدِيَّة لَا دَائِمَة। যদি মুতলাকায়ে আম্মার সাথে প্রকৃতি হিসেবে لَا دَوَامَ যোগ করা হয়, তবে তাকে وُجُوْدِيَّة لَادَائِمَة বলা হয়। যেমন– كُلُّ اِنْسَانٍ ضَاحِكٌ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا (প্রত্যেক মানুষ কোনো এক সময় হাসে, তবে এটি সর্বদা নয়)। এ উদাহরণটিতে كُلُّ اِنْسَانٍ ضَاحِكٌ بِالْفِعْلِ মুতলাকায়ে আম্মাহ-এর সাথে لَا دَائِمًا যোগ করার ফলে وُجُوْدِيَّة لَا دَائِمَة গঠিত হয়েছে। আর لَا دَائِمًا দ্বারা নেতিবাচক মুতলাকায়ে আম্মার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হচ্ছে– لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِضَاحِكٍ بِالْفِعْلِ যেহেতু মুতলাকায়ে আম্মার অর্থ– وُجُوْدُ النِّسْبَةِ فِي وَقْتٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ আর উল্লিখিত কাযিয়া "لَا دَوَامَ" -এর শর্তের সাথে সংযুক্ত, তাই তাকে وُجُوْدِيَّة لَا دَائِمَة বলা হয়। নিম্নে ছক আকারে বর্ণিত হলো–

وُجُوْدِيَّة لَا دَائِمَة	مُطْلَقَة عَامَّة
ইতিবাচক كُلُّ اِنْسَانٍ ضَاحِكٌ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا	كُلُّ اِنْسَانٍ ضَاحِكٌ بِالْفِعْلِ
নেতিবাচক لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِضَاحِكٍ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا	لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِضَاحِكٍ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا

قَوْلُهُ مِنْهَا وَقْتِيَّةُ الخ -এর আলোচনা : قَضِيَّة مُرَكَّبَة -এর পঞ্চম প্রকার হচ্ছে وَقْتِيَّة। ওয়াক্তিয়ায়ে মুতলাকার সাথে যাত হিসেবে لَا دَوَامَ যোগ করলে وَقْتِيَّة গঠিত হয়। যেমন– بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ قَمَرٍ مُنْخَسِفٌ وَقْتَ حَيْلُوْلَةِ الْاَرْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ لَا دَائِمًا উক্ত উদাহরণটিতে بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ قَمَرٍ مُنْخَسِفٌ وَقْتَ حَيْلُوْلَةِ الْاَرْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ ওয়াক্তিয়ায়ে মুতলাকা। তার সাথে لَا دَائِمًا যোগ করার ফলে وَقْتِيَّة গঠিত হয়েছে। আর لا دائما দ্বারা মুতলাকায়ে আম্মা তথা لَا شَيْءَ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفٍ بِالْفِعْلِ -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটি ইতিবাচকের উদাহরণ। নেতিবাচকের উদাহরণ হচ্ছে– لَا شَيْءَ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفٍ وَقْتَ التَّرْبِيْعِ لَا دَائِمًا -এ উদাহরণটিতে لَا شَيْءَ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفٍ وَقْتَ التَّرْبِيْعِ নেতিবাচক ওয়াক্তিয়ায়ে মুতলাকা। আর তার সাথে لَا دَائِمًا যোগ করার ফলে ওয়াক্তিয়া গঠিত হয়েছে। لَا دَائِمًا দ্বারা মুতলাকায়ে আম্মাহ তথা كُلُّ قَمَرٍ مُنْخَسِفٌ بِالْفِعْلِ -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। নিম্নে ছক আকারে বর্ণিত হলো–

وَقْتِيَّة	وَقْتِيَّة مُطْلَقَة
ইতিবাচক بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ قَمَرٍ مُنْخَسِفٌ وَقْتَ حَيْلُوْلَةِ الْاَرْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ	بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ قَمَرٍ مُنْخَسِفٌ وَقْتَ حَيْلُوْلَةِ الْاَرْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ
নেতিবাচক لَا شَيْءَ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفٍ وَقْتَ التَّرْبِيْعِ لَا دَائِمًا	لَا شَيْءَ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفٍ وَقْتَ التَّرْبِيْعِ

www.eelm.weebly.com

وَمِنْهَا الْمُنْتَشِرَةُ وَهِيَ الْمُنْتَشِرَةُ الْمُطْلَقَةُ الْمُقَيَّدَةُ بِاللَّادَوَامِ بِحَسْبِ الذَّاتِ وَمِثَالُهَا بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ اِنْسَانٍ مُتَنَفِّسٌ فِيْ وَقْتٍ مَّا لَا دَائِمًا وَبِالضَّرُوْرَةِ لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِمُتَنَفِّسٍ وَقْتًامَّا لَادَائِمًا .

وَمِنْهَا الْمُمْكِنَةُ الْخَاصَّةُ وَهِيَ الَّتِيْ حُكِمَ فِيْهَا بِارْتِفَاعِ الضَّرُوْرَةِ الْمُطْلَقَةِ عَنْ جَانِبَيِ الْوُجُوْدِ وَالْعَدَمِ جَمِيْعًا كَقَوْلِكَ بِالْاِمْكَانِ الْخَاصِّ كُلُّ اِنْسَانٍ ضَاحِكٌ وَبِالْاِمْكَانِ الْخَاصِّ لَاشَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِضَاحِكٍ

সরল অনুবাদ : مُرَكَّبَة-এর ষষ্ঠ প্রকার مُنْتَشِرَة এটি ঐ مُنْتَشِرَة مُطْلَقَة যা যাত হিসেবে لَا دَوَام-এর সাথে সম্পৃক্ত। এর উদাহরণ– بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ اِنْسَانٍ مُتَنَفِّسٌ فِيْ وَقْتٍ مَّا لَادَائِمًا (অবশ্যই প্রত্যেক মানুষ কোনো এক সময় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে তবে কোনো মানুষই কোনো এক সময় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে না)। আর بِالضَّرُوْرَةِ لَاشَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِمُتَنَفِّسٍ فِيْ وَقْتٍ مَّا لَادَائِمًا [অবশ্যই কোনো মানুষ কোনো এক সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে না। আর প্রত্যেক মানুষই কোনো এক সময় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে]।

مُرَكَّبَة-এর সপ্তম প্রকার হচ্ছে مُمْكِنَة خَاصَّة তা ঐ কাযিয়া যাতে وُجُوْد [অস্তিত্ব] ও عَدَم [অনস্তিত্ব] উভয়টির সাধারণ আবশ্যকতা বিদূরীতকরণের হুকুম আরোপ করা হয়েছে। যেমন– তোমার উক্তি بِالْاِمْكَانِ الْخَاصِّ كُلُّ اِنْسَانٍ ضَاحِكٌ 'প্রত্যেক মানুষের হাসা বা না হাসা উভয়টি সমভাবে সম্ভব, কোনোটিই জরুরি নয়'। بِالْاِمْكَانِ الْخَاصِّ لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِضَاحِكٍ (বিশেষ সম্ভাবনার সাথে কোনো মানুষই হাসে না) অর্থাৎ মানুষের হাসা না হাসা কোনোটিই জরুরি নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِنْهَا - مُرَكَّبَة-এর ষষ্ঠ প্রকার الْمُنْتَشِرَةُ মুনতাশিরাহ وَهِيَ الْمُنْتَشِرَةُ الْمُطْلَقَةُ এটি ঐ مُنْتَشِرَة مُطْلَقَة - الْمُقَيَّدَةُ بِاللَّادَوَامِ যা لَادَوَام-এর সাথে সম্পৃক্ত بِحَسْبِ الذَّاتِ যাত হিসেবে وَمِثَالُهَا এর উদাহরণ بِالضَّرُوْرَةِ অবশ্যই كُلُّ اِنْسَانٍ প্রত্যেক মানুষ مُتَنَفِّسٌ শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে فِيْ وَقْتٍ مَّا কোনো এক সময় لَا دَائِمًا তবে সর্বাবস্থায় নয় وَبِالضَّرُوْرَةِ অবশ্যই لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ কোনো মানুষ নেই بِمُتَنَفِّسٍ শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে وَقْتًامَّا কোনো এক সময় لَا دَائِمًا তবে সর্বাবস্থায় নয় وَمِنْهَا - مُرَكَّبَة-এর সপ্তম প্রকার হচ্ছে الْمُمْكِنَةُ الْخَاصَّةُ মুমকিনায়ে খাস্‌সা وَهِيَ তা ঐ الَّتِيْ কাযিয়া حُكِمَ فِيْهَا যাতে হুকুম আরোপ করা হয়েছে بِارْتِفَاعِ الضَّرُوْرَةِ الْمُطْلَقَةِ সাধারণ আবশ্যকতা বিদূরীতকরণের عَنْ جَانِبَيِ الْوُجُوْدِ وَالْعَدَمِ অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয়টির جَمِيْعًا উভয়টি সমভাবে সম্ভব كَقَوْلِكَ যেমন– তোমার উক্তি بِالْاِمْكَانِ الْخَاصِّ كُلُّ اِنْسَانٍ ضَاحِكٌ প্রত্যেক মানুষের হাসা বা না হাসা وَبِالْاِمْكَانِ الْخَاصِّ আর বিশেষ সম্ভাবনার সাথে لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِضَاحِكٍ কোনো মানুষই হাসে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَهِيَ الْمُنْتَشِرَةُ الخ -এর আলোচনা : قَضِيَّة مُرَكَّبَة-এর ষষ্ঠ প্রকার হচ্ছে– مُنْتَشِرَة। যদি مُنْتَشِرَة مُطْلَقَة-এর সাথে لَا دَوَام যোগ করা হয়, তবে তাকে منتشرة বলা হয়। যেমন– بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ اِنْسَانٍ مُتَنَفِّسٌ فِيْ وَقْتٍ مَّا لَا دَائِمًا এ উদাহরণটিতে بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ اِنْسَانٍ مُتَنَفِّسٌ فِيْ وَقْتٍ مَّا অংশটি মুনতাশিরায়ে মুতলাকা। এর সাথে لَا دَائِمًا যোগ করার ফলে مُنْتَشِرَة গঠিত হয়েছে। আর لَا دَائِمًا দ্বারা মুতলাকায়ে আম্মাহ তথা لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِمُتَنَفِّسٍ بِالْفِعْلِ-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উক্ত উদাহরণটি ইতিবাচক বাক্যের। নেতিবাচক বাক্যের উদাহরণ– بِالضَّرُوْرَةِ لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِمُتَنَفِّسٍ فِيْ وَقْتٍ مَّا لَا دَائِمًا এখানে بِالضَّرُوْرَةِ لَاشَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِمُتَنَفِّسٍ فِيْ وَقْتٍ مَّا - মুনতাশিরায়ে মুতলাকা। এর সাথে لَا دَائِمًا যোগ করার ফলে مُنْتَشِرَة গঠিত হয়েছে। আর لَا دَائِمًا দ্বারা ইতিবাচক মুনতাশিরায়ে মুতলাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হচ্ছে كُلُّ اِنْسَانٍ مُتَنَفِّسٌ بِالْفِعْلِ-ওয়াক্তিয়ায়ে মুতলাকা ও মুনতাশিরায়ে মুতলাকার সাথে لَا دَائِمًا যোগ করার ফলে মুতলাকা শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে। যার ফলে وَقْتِيَّة ও مُنْتَشِرَة নাম ধারণ করেছে। নিম্নে ছক আকারে বর্ণিত হলো–

	مُنْتَشِرَة	مُنْتَشِرَة مُطْلَقَة
ইতিবাচক	بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ اِنْسَانٍ مُتَنَفِّسٌ فِيْ وَقْتٍ مَّا لَا دَائِمًا	بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ اِنْسَانٍ مُتَنَفِّسٌ فِيْ وَقْتٍ مَّا
নেতিবাচক	بِالضَّرُوْرَةِ لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِمُتَنَفِّسٍ وَقْتًا مَّا لَادَائِمًا	بِالضَّرُوْرَةِ لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِمُتَنَفِّسٍ فِيْ وَقْتٍ مَّا

قَوْلُهُ وَمِنْهَا الْمُمْكِنَةُ الْخَاصَّةُ الخ -এর আলোচনা : قَضِيَّة مُرَكَّبَة-এর সপ্তম প্রকার হচ্ছে مُمْكِنَة خَاصَّة। যে বাক্যে হওয়া, না হওয়া উভয় দিকের আবশ্যকতা বিদূরীতকরণের হুকুম আরোপ করা হয়, তাকে مُمْكِنَة خَاصَّة বলা হয়। যেমন– بِالْاِمْكَانِ الْخَاصِّ كُلُّ اِنْسَانٍ ضَاحِكٌ (প্রত্যেক মানুষ বিশেষ সম্ভাবনার সাথে হাসে)। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের হাসা না হাসা কোনোটিই জরুরি নয়। এমনিভাবে নেতিবাচকের উদাহরণ– بِالْاِمْكَانِ الْخَاصِّ لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِضَاحِكٍ-এর অর্থ এই যে, মানুষের হাসা না হাসা কোনটিই জরুরি নয়। মুমকিনায়ে খাস্‌সার মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় বাক্যের অর্থ একই ধরনের হবে, যেহেতু এর ব্যবহার খাস। দার্শনিকের নিকট তাই একে مُمْكِنَة خَاصَّة বলা হয়।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : اَللَّادَوَامُ إِشَارَةٌ إِلَى مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ وَاللَّا ضَرُوْرَةُ إِشَارَةٌ إِلَى مُمْكِنَةٍ عَامَّةٍ فَإِذَا قُلْتَ كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا فَكَأَنَّكَ قُلْتَ كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعْلِ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِمُتَعَجِّبٍ بِالْفِعْلِ وَإِذَا قُلْتَ كُلُّ حَيَوَانٍ مَاشٍ بِالْفِعْلِ لَا بِالضَّرُوْرَةِ فَكَأَنَّكَ قُلْتَ كُلُّ حَيَوَانٍ مَاشٍ بِالْفِعْلِ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِمَاشٍ بِالْإِمْكَانِ .

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : لَا دَوَامُ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে مُطْلَقَة عَامَّة -এর দিকে। আর لَا ضَرُوْرَة দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়, مُمْكِنَة عَامَّة -এর দিকে। অতএব, তুমি যখন বলবে كُلُّ اِنْسَانٍ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا (প্রতিটি মানুষ তিন কালের মধ্যে যে কোনো এক কালে বিস্ময়াভিভূত হয়, কিন্তু সর্বদার জন্য নয়)। তখন তুমি যেন বললে, كُلُّ اِنْسَانٍ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعْلِ وَلَاشَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِمُتَعَجِّبٍ بِالْفِعْلِ (প্রতিটি মানুষ তিন কালের কোনো এক কালে বিস্ময়াভিভূত হয় এবং কোনো মানুষই তিন কালের কোনো কালে বিস্ময়াভিভূত হয় না)। আর যখন তুমি বলবে- كُلُّ حَيَوَانٍ مَاشٍ بِالْفِعْلِ لَا بِالضَّرُوْرَةِ (প্রত্যেক প্রাণীই তিন কালের যে কোনো এক কালে পদব্রজে গমনকারী কিন্তু আবশ্যিকভাবে নয়)। তখন তুমি যেন বললে- كُلُّ حَيَوَانٍ مَاشٍ بِالْفِعْلِ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِمَاشٍ بِالْاِمْكَانِ (প্রত্যেক প্রাণী তিন কালের যে কোনো এক কালে পদব্রজে গমনকারী এবং কোনো প্রাণীই পদব্রজে গমনকারী নয়, সম্ভাবনার সাথে)।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَللَّا دَوَامُ লা দাওয়াম দ্বারা إِشَارَةٌ ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে إِلَى مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ - مُطْلَقَة عَامَّة-এর দিকে وَاللَّا ضَرُوْرَةُ আর লাজরুরাত দ্বারা إِشَارَةٌ ইঙ্গিত করা হয় إِلَى مُمْكِنَةٍ عَامَّةٍ মুমকিনায়ে আম্মাহ -এর দিকে فَإِذَا অতএব, তুমি যখন বলবে قُلْتَ كُلُّ إِنْسَانٍ প্রতিটি মানুষ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعْلِ তিন কালের মধ্যে যে কোনো এক কালে বিস্ময়াভিভূত হয় لَا دَائِمًا কিন্তু সর্বদার জন্য নয় فَكَأَنَّكَ قُلْتَ তখন তুমি যেন বললে كُلُّ إِنْسَانٍ প্রতিটি মানুষ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعْلِ তিন কালের কোনো এক কালে বিস্ময়াভিভূত হয় وَلَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ এবং কোনো মানুষই নেই بِمُتَعَجِّبٍ بِالْفِعْلِ তিন কালের কোনো এক وَإِذَا قُلْتَ এবং যখন তুমি বলবে كُلُّ حَيَوَانٍ প্রত্যেক প্রাণীই مَاشٍ بِالْفِعْلِ তিন কালের যে কোনো এক কালে পদব্রজে গমনকারী لَا بِالضَّرُوْرَةِ কিন্তু আবশ্যিকভাবে নয় فَكَأَنَّكَ قُلْتَ তখন তুমি যেন বললে كُلُّ حَيَوَانٍ প্রত্যেক প্রাণী مَاشٍ بِالْفِعْلِ তিন কালের যে কোনো এক কালে পদব্রজে গমনকারী وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَوَانِ এবং কোনো প্রাণীই নয় بِمَاشٍ পদব্রজে গমনকারী بِالْاِمْكَانِ সম্ভাবনার সাথে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَاللَّا دَوَامُ إِشَارَةٌ الخ -এর আলোচনা : মুসান্নিফ (র.) قَضِيَّة -এর সর্বশেষ পরিচ্ছেদে بَسِيْطَة -এর সাথে যে শব্দদ্বয় সংযুক্ত করলে مُرَكَّبَة গঠিত হয় এবং সেগুলোর দ্বারা কোন দিকে ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে তার বর্ণনা দিয়েছেন। "دَوَام" দ্বারা সাধারণত মুতলাকায়ে আম্মার দিকে ইঙ্গিত হয়। যেমন- كُلُّ اِنْسَانٍ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا (প্রত্যেক মানুষ কোনো এক সময় বিস্মিত হয় ; আর কোনো মানুষই কোনো এক সময় বিস্মিত হয় না)। এ উদাহরণটিতে لَا دَائِمًا শব্দ দ্বারা অপর একটি মুতলাকায়ে আম্মার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হচ্ছে لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِمُتَعَجِّبٍ بِالْفِعْلِ অতএব, পূর্ণ বাক্যটি এরূপ হবে. كُلُّ اِنْسَانٍ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعْلِ وَلَاشَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِمُتَعَجِّبٍ بِالْفِعْلِ আর لَا ضَرُوْرَة দ্বারা মুমকিনায়ে আম্মার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। যেমন- كُلُّ حَيَوَانٍ مَاشٍ بِالْفِعْلِ لَا بِالضَّرُوْرَةِ এ বাক্যটিতে لَا بِالضَّرُوْرَةِ দ্বারা মুমকিনায়ে আম্মার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হচ্ছে- لَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِمَاشٍ بِالْاِمْكَانِ অতএব পূর্ণ বাক্যটি এরূপ হবে. كُلُّ حَيَوَانٍ مَاشٍ بِالْفِعْلِ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِمَاشٍ بِالْاِمْكَانِ (প্রত্যেক প্রাণী কোনো এক সময় পদচারী, আর কোনো প্রাণীরই পদচারণ জরুরি নয় ; সম্ভাবনার সাথে)।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

١- مَا هِيَ الْقَضِيَّةُ؟ كَمْ قِسْمًا لَهَا؟ بَيِّنْ بِالتَّفْصِيْلِ وَالتَّمْثِيْلِ .

٢- مَا هِيَ الْقَضِيَّةُ؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهَا بِاعْتِبَارِ الْمَوْضُوْعِ؟ بَيِّنْ بِالتَّمْثِيْلِ .

٣- اَلْقَضِيَّةُ الْحَمْلِيَّةُ مَا هِيَ؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهَا بِاعْتِبَارِ وُجُوْدِ الْمَوْضُوْعِ؟ بَيِّنْ مُمَثِّلًا وَمُفَصِّلًا .

٤- عَرِّفِ الْقَضِيَّةَ . ثُمَّ اكْتُبْ اَقْسَامَ الْقَضِيَّةِ الْحَمْلِيَّةِ بِاعْتِبَارِ الْمَوْضُوْعِ . ثُمَّ بَيِّنْ اَقْسَامَ الْمَحْصُوْرَاتِ مَعَ السُّوْرِ مُمَثِّلًا .

www.eelm.weebly.com

بَابُ الشَّرْطِيَّاتِ
শর্তিয়া কাযিয়াসমূহের অধ্যায়

قَدْ عَرَفْتَ مَعْنَى الشَّرْطِيَّةِ وَهِيَ الَّتِي تَنْحَلُّ إِلَى قَضِيَّتَيْنِ وَالْاٰنَ نُهْدِيكَ إِلَى اَقْسَامِهَا وَنُرْشِدُكَ إِلَى اَحْكَامِهَا فَاعْلَمْ اَيُّهَا الْفِطَنُ اللَّبِيبُ وَالْاَذْكَى الْاَرِيبُ اَنَّ الشَّرْطِيَّةَ قِسْمَانِ اَحَدُهُمَا الْمُتَّصِلَةُ وَثَانِيهِمَا الْمُنْفَصِلَةُ اَمَّا الْمُتَّصِلَةُ فَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِثُبُوتِ نِسْبَةٍ عَلٰى تَقْدِيرِ ثُبُوتِ نِسْبَةٍ اُخْرٰى فِي الْاِيجَابِ وَبِنَفْيِ نِسْبَةٍ عَلٰى تَقْدِيرِ نِسْبَةٍ اُخْرٰى فِي السَّلْبِ كَقَوْلِنَا فِي الْاِيجَابِ اِنْ كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا وَقَوْلِنَا فِي السَّلْبِ لَيْسَ اَلْبَتَّةَ اِذَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ فَرَسًا ثُمَّ الْمُتَّصِلَةُ صِنْفَانِ اِنْ كَانَ ذٰلِكَ الْحُكْمُ لِعَلَاقَةٍ بَيْنَ الْمُقَدَّمِ وَالتَّالِي سُمِّيَتْ لُزُومِيَّةً كَمَا مَرَّ وَاِنْ كَانَ ذٰلِكَ الْحُكْمُ بِدُونِ الْعَلَاقَةِ سُمِّيَتْ اِتِّفَاقِيَّةً كَقَوْلِكَ اِذَا كَانَ الْاِنْسَانُ نَاطِقًا فَالْحِمَارُ نَاهِقٌ وَالْعَلَاقَةُ فِي عُرْفِهِمْ عِبَارَةٌ عَنْ اَحَدِ الْاَمْرَيْنِ اِمَّا اَنْ يَكُونَ اَحَدُهُمَا عِلَّةً لِلْاٰخَرِ اَوْ كِلَاهُمَا مَعْلُولَيْنِ لِثَالِثٍ وَاِمَّا اَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَلَاقَةُ التَّضَايُفِ وَالتَّضَايُفُ هُوَ اَنْ يَكُونَ تَعَقُّلُ اَحَدِهِمَا مَوْقُوفًا عَلٰى تَعَقُّلِ الْاٰخَرِ كَالْاُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ فَاِذَا قُلْتَ اِنْ كَانَ زَيْدٌ اَبًا لِعَمْرٍو كَانَ عَمْرٌو اِبْنًا لَهُ يَكُونُ شَرْطِيَّةً مُتَّصِلَةً بَيْنَ طَرَفَيْهَا عَلَاقَةُ التَّضَايُفِ وَاَمَّا الْمُنْفَصِلَةُ فَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِالتَّنَافِي بَيْنَ شَيْئَيْنِ فِي مُوجَبَةٍ وَبِسَلْبِ التَّنَافِي بَيْنَهُمَا فِي سَالِبَةٍ

সরল অনুবাদ : ইতোপূর্বে তুমি شَرْطِيَّة -এর অর্থ অবগত হয়েছ। আর শর্তিয়া এমন এক কাযিয়া, যা দু' কাযিয়ায় পরিণত হয়। এখন আমি তোমাকে তার প্রকারভেদ ও আহকামের পথ নির্দেশ করবো। সুতরাং তুমি জেনে রাখ যে, হে বুদ্ধিমান, বিবেকবান ও প্রতিভাবান! কাযিয়া শর্তিয়া দু' প্রকার : তন্মধ্যে একটি مُتَّصِلَة আর দ্বিতীয়টি مُنْفَصِلَة - مُتَّصِلَة এমন একটি কাযিয়াকে বলা হয়, যাতে ঈজাবের ক্ষেত্রে একটি নিসবত গ্রহণীয় হওয়ার উপর অপর একটি নিসবত সাব্যস্ত হয় এবং সলবের ক্ষেত্রে একটি নিসবত গ্রহণীয় হওয়ার উপর অপর একটি নিসবতের অস্বীকার করা হয়। যেমন– ঈজাবের ক্ষেত্রে আমাদের উক্তি اِنْ كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا (যায়েদ যদি মানুষ হয় তবে সে প্রাণী হবে)। আর নেতিবাচকের ক্ষেত্রে আমাদের উক্তি : لَيْسَ اَلْبَتَّةَ اِذَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ فَرَسًا [এটা অবশ্যই নয় যে, যায়েদ যদি মানুষ হয় তবে সে ঘোড়া হবে।]

مُتَّصِلَة আবার দু' প্রকার। যদি বাক্যে مُقَدَّمْ ও تَالِىْ -এর পরস্পর সম্পর্কের দরুন হুকুম আরোপ করা হয়, তবে তাকে لُزُومِيَّة বলা হয়। যেমন উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। আর যদি কোনো সম্পর্ক ব্যতিরেকে হুকুম আরোপ করা হয়, তবে উক্ত বাক্যকে اِتِّفَاقِيَّة বলা হয়। যেমন– আমাদের উক্তি اِذَا كَانَ الْاِنْسَانُ نَاطِقًا كَانَ الْحِمَارُ نَاهِقًا (যদি মানুষ [বাক শক্তি সম্পন্ন] হয়, তবে গাধা নাহিক হবে) (গাধার চিৎকারকে নাহিক বলা হয়) তাদের (মানতিকীদের) পরিভাষায় عَلَاقَة (সম্পর্ক) দু'টি বিষয়ের যে কোনো একটি বিষয়কে বুঝানো হয়। হয়তো দু'টির একটি অপর একটি বিষয়ের জন্য ইল্লত হবে, অথবা দু'টি বিষয় অপর তৃতীয় একটি বিষয়ের مَعْلُول হবে, অথবা উভয়ের মধ্যে تَضَايُفْ -এর সম্পর্ক হবে। আর تَضَايُفْ অর্থ– যা একটি বিষয় উপলব্ধি করা অপরটি উপলব্ধি করার উপর নির্ভরশীল হওয়া। যেমন– اُبُوَّةٌ (পিতা হওয়া) ও بُنُوَّةٌ (পুত্র হওয়া)। অতএব তুমি যখন বলবে اِنْ كَانَ زَيْدٌ اَبًا لِعَمْرٍو كَانَ عَمْرٌو اِبْنًا لَهٗ [যদি যায়েদ আমরের পিতা হয়, তবে আমর তার পুত্র হবে] তখন এটি شَرْطِيَّة مُتَّصِلَة হবে, যার উভয় দিকে তাযায়ুফের عَلَاقَة (সম্পর্ক) রয়েছে। আর مُنْفَصِلَة ঐ বাক্যকে বলা হয়, যাতে ইতিবাচকের ক্ষেত্রে দু'টি বিষয়ের মধ্যে পরস্পর তানাফী (বিরোধ ভাব)-এর হুকুম আরোপ করা হয়। আর নেতিবাচকের ক্ষেত্রে উভয়টির মধ্যকার تَنَافِىْ বিদূরীত হওয়ার হুকুম আরোপ করা হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : قَدْ عَرَفْتَ ইতঃপূর্বে তুমি অবগত হয়েছ مَعْنَى الشَّرْطِيَّةِ - شَرْطِيَّة -এর অর্থ وَهِيَ আর শর্তিয়া এমন এক কাযিয়া اَلَّتِي تَنْحَلُّ যা পরিণত হয় اِلٰى قَضِيَّتَيْنِ দু'কাযিয়ায় وَالْاٰنَ نُهْدِيكَ এখন আমি তোমাকে পথ নির্দেশ করবো اِلٰى

www.eelm.weebly.com

أَيُّهَا তার প্রকারভেদের اَقْسَامِهَا এবং পথ নির্দেশ করবো وَنُرْشِدُكَ তার আহকামের إِلَى اَحْكَامِهَا সুতরাং তুমি জেনে রাখ فَاعْلَمْ যে, হে বুদ্ধিমান, বিবেকবান الْفِطَنُ اللَّبِيْبُ ও প্রতিভাবান! وَالذَّكِيُّ الْاَرْيَبُ কাযিয়ায়ে শর্তিয়া اَنَّ الشَّرْطِيَّةَ দু'প্রকার قِسْمَانِ তন্মধ্যে একটি মুত্তাসিলাহ اَحَدُهُمَا الْمُتَّصِلَةُ আর দ্বিতীয়টি মুনফাসিলা وَثَانِيْهِمَا الْمُنْفَصِلَةُ মুত্তাসিলা اَمَّا الْمُتَّصِلَةُ এমন একটি কাযিয়াকে বলা হয় فَهِيَ যাতে হুকুম আরোপ করা হয়েছে الَّتِىْ حُكِمَ فِيْهَا একটি নিসবত সাব্যস্ত হওয়ার بِثُبُوْتِ نِسْبَةٍ উপর عَلٰى تَقْدِيْرِ অপর একটি নিসবত গ্রহণীয় হওয়ার উপর ثُبُوْتِ نِسْبَةٍ اُخْرٰى ঈজাবের ক্ষেত্রে فِى الْاِيْجَابِ এবং একটি নিসবতের অস্বীকার করা হয় وَبِنَفْىِ نِسْبَةٍ অপর একটি নিসবত গ্রহণীয় হওয়ার উপর عَلٰى تَقْدِيْرِ نِسْبَةٍ اُخْرٰى সলবের ক্ষেত্রে فِى السَّلْبِ যেমন- আমাদের উক্তি كَقَوْلِنَا ঈজাবের ক্ষেত্রে فِى الْاِيْجَابِ যায়েদ যদি হয় اِنْ كَانَ زَيْدٌ মানুষ اِنْسَانًا তবে সে প্রাণী হবে كَانَ حَيَوَانًا আর আমাদের উক্তি وَقَوْلِنَا নেতিবাচকের ক্ষেত্রে فِى السَّلْبِ এটা অবশ্যই নয় لَيْسَ اَلْبَتَّةَ যে, যায়েদ যদি হয় اِذَا كَانَ زَيْدٌ মানুষ اِنْسَانًا তবে সে ঘোড়া হবে كَانَ فَرَسًا অতঃপর মুত্তাসিলা ثُمَّ الْمُتَّصِلَةُ দু'প্রকার صِنْفَانِ যদি বাক্যে আরোপ করা হয় اِنْ كَانَ ঐ হুকুম ذٰلِكَ الْحُكْمُ সম্পর্কের দরুন لِعَلَاقَةٍ মুকাদ্দাম ও তালীর পরস্পর بَيْنَ الْمُقَدَّمِ وَالتَّالِىْ তবে তাকে বলা হয় سُمِّيَتْ لُزُوْمِيَّةً যেমন উপরে বর্ণনা করা হয়েছে كَمَا مَرَّ আর যদি আরোপ করা হয় وَاِنْ كَانَ ঐ হুকুম ذٰلِكَ الْحُكْمُ কোনো সম্পর্ক ব্যতিরেকে بِدُوْنِ الْعَلَاقَةِ তবে উক্ত বাক্যকে বলা হয় سُمِّيَتْ اِتِّفَاقِيَّةً যেমন- তোমার উক্তি كَقَوْلِكَ যদি মানুষ হয় اِذَا كَانَ الْاِنْسَانُ বাকশক্তিসম্পন্ন نَاطِقًا তবে গাধা চিৎকারকারী হবে فَالْحِمَارُ نَاهِقٌ আর সম্পর্ক وَالْعَلَاقَةُ মানতিকীদের পরিভাষায় فِىْ عُرْفِهِمْ দু'টি বিষয়ের যে-কোনো একটি বিষয়কে বুঝানো হয় عِبَارَةٌ عَنْ اَحَدِ الْاَمْرَيْنِ হয়তো হবে اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ দু'টির একটি اَحَدُهُمَا অপর একটি বিষয়ের জন্য ইল্লত عِلَّةٌ لِلْاٰخَرِ অথবা দু'টি বিষয় اَوْ كِلَاهُمَا অপর তৃতীয় একটি বিষয়ের مَعْلُوْلَيْنِ لِثَالِثٍ হবে وَاِمَّا اَنْ يَكُوْنَ অথবা হবে تَعَقُّلُ উভয়ের মধ্যে بَيْنَهُمَا তাদায়ুফ-এর সম্পর্ক عَلَاقَةُ التَّضَايُفِ - تَضَايُفٌ আর وَالتَّضَايُفُ অর্থ হলো تَضَايُفٌ যা হওয়া هُوَ اَنْ يَكُوْنَ একটি বিষয় উপলব্ধি করা اَحَدِهِمَا নির্ভরশীল مَوْقُوْفًا অপরটি উপলব্ধি করার পর عَلٰى تَعَقُّلِ الْاٰخَرِ যেমন- পিতা হওয়া كَالْاُبُوَّةِ ও পুত্র হওয়া وَالْبُنُوَّةِ অতএব তুমি যখন বলবে فَاِذَا قُلْتَ যদি যায়েদ হয় اِنْ كَانَ زَيْدٌ আমরের পিতা اَبًا لِعَمْرٍو তবে আমর হবে كَانَ عَمْرٌو তার পুত্র اِبْنًا لَهُ তখন এটি يَكُوْنُ شَرْطِيَّةً مُتَّصِلَةً হবে شَرْطِيَّة مُتَّصِلَة যার উভয় দিকে بَيْنَ طَرَفَيْهَا তাযায়ুফের عَلَاقَةُ التَّضَايُفِ (সম্পর্ক) রয়েছে عَلَاقَة আর মুনফাসিলা وَاَمَّا الْمُنْفَصِلَةُ ঐ বাক্যকে বলা হয় فَهِيَ যাতে الَّتِىْ حُكِمَ فِيْهَا হুকুম আরোপ করা হয় بِالتَّنَافِىْ তানাফী (বিরোধ ভাব)-এর بَيْنَ شَيْئَيْنِ দু' বিষয়ের মধ্যে পরস্পর فِىْ مُوْجِبَةٍ ইতিবাচকের ক্ষেত্রে وَبِسَلْبِ التَّنَافِىْ আর تَنَافِىْ বিদূরিত হওয়ার হুকুম আরোপ করা হয় بَيْنَهُمَا উভয়টির মধ্যকার فِىْ سَالِبَةٍ নেতিবাচকের ক্ষেত্রে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بَابُ الشَّرْطِيَّاتِ -এর আলোচনা : قَضِيَّة شَرْطِيَّة-এর সংজ্ঞা :

১. কাযিয়ায়ে শর্তিয়ার সংজ্ঞায় মিরকাত প্রণেতা বলেন- هِيَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ الْحُكْمُ بِثُبُوْتِ شَىْءٍ لِشَىْءٍ اَوْ نَفْيِهِ عَنْهُ .
অর্থাৎ, قَضِيَّة شَرْطِيَّة হচ্ছে ঐ কাযিয়া যাতে কোনো বস্তু অন্য বস্তুর জন্য সাব্যস্ত করা কিংবা না করার হুকুম নেই।

২. সুল্লামুল উলূম গ্রন্থকার বলেন-
اِنْ لَمْ يُحْكَمْ فِيْهَا بِثُبُوْتِ شَىْءٍ لِشَىْءٍ اَوْ نَفْيِهِ عَنْهُ فَشَرْطِيَّةٌ مَثَلًا اِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ .

৩. মীযানুল মানতিক প্রণেতা বলেন- اِنِ انْحَلَّتْ اِلٰى قَضِيَّتَيْنِ بَعْدَ حَذْفِ الرَّابِطِ

৪. মানতিকীদের মতে, قَضِيَّة شَرْطِيَّة হলো- هُوَ مَا لَا يُحْكَمُ فِيْهَا بِثُبُوْتِ شَىْءٍ اَوْ لِنَفْيِهِ عَنْهُ অর্থাৎ قَضِيَّة شَرْطِيَّة ঐ قَضِيَّة-কে বলা হয়, যেখানে একটি বিষয়কে অন্য একটি বিষয়ের জন্য সাব্যস্ত করা বা না করার হুকুম না দেওয়া হয়।

উদাহরণ : اِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ আলোচ্য قَضِيَّة বা বাক্যে দু'টি رَابِط রয়েছে। আর তা হলো যথাক্রমে- اِنْ كَانَتْ ও فَا ; এ দু'টি রাবেত حَذْف করার পরও দু'টি قَضِيَّة অবশিষ্ট থাকে।

شَرْطِيَّة-এর প্রকারভেদ : قَضِيَّة شَرْطِيَّة দু'প্রকার। যথা- ১. مُتَّصِلَة ২. مُنْفَصِلَة

مَعْنَى الْمُتَّصِلَةِ لُغَةً : [مُتَّصِلَة-এর আভিধানিক অর্থ] : مُتَّصِلَة শব্দটি বাবে اِفْتِعَالٌ থেকে ইসমে ফায়েলের واحد مؤنث-এর সীগাহ। মাসদার اَلْاِتِّصَالُ অর্থ- একত্রকারী।

مَعْنَى الْمُتَّصِلَةِ اِصْطِلَاحًا : [مُتَّصِلَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা] :

১. মিরকাত গ্রন্থকার বলেন- هِيَ الَّتِىْ حُكِمَ فِيْهَا بِثُبُوْتِ نِسْبَةٍ عَلٰى تَقْدِيْرِ نِسْبَةٍ اُخْرٰى فِى الْاِيْجَابِ وَبِنَفْىِ نِسْبَةٍ اُخْرٰى فِى السَّلْبِ . অর্থাৎ شَرْطِيَّة مُتَّصِلَة এমন শর্তিয়াকে বলা হয়, যাতে ইতিবাচকের ক্ষেত্রে একটি نِسْبَة গ্রহণীয় হওয়ার উপর অন্য একটি نِسْبَة সাব্যস্ত হওয়া আর নেতিবাচকের ক্ষেত্রে দূরীকরণের হুকুম দেওয়া হয়।

www.eelm.weebly.com

২. কারো মতে- وَهِيَ الَّتِيْ يُحْكَمُ فِيْهَا بِصِدْقِ قَضِيَّةٍ أَوْ لَا صِدْقِهَا عَلٰى تَقْدِيْرِ أُخْرٰى অর্থাৎ مُتَّصِلَةٌ হচ্ছে এমন কাযিয়া, যার মাঝে সত্য মিথ্যার হুকুম অপর قَضِيَّةٌ-এর প্রেক্ষিতে হয়ে থাকে।

উদাহরণ : إِنْ كَانَ زَيْدٌ إِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا এখানে كَانَ زَيْدٌ إِنْسَانًا-এর মধ্যে যে নিসবতটি রয়েছে তার প্রেক্ষিতে كَانَ حَيَوَانًا-এর মধ্যে সে নিসবত সাব্যস্ত হওয়ার হুকুম আরোপ করা হয়েছে। এটা মুত্তাসিলা মূজিবার উদাহরণ। আর لَيْسَتْ اَلْبَتَّةَ إِذَا كَانَ زَيْدٌ إِنْسَانًا كَانَ فَرَسًا এখানে كَانَ زَيْدٌ إِنْسَانًا-এর মধ্যে যে نِسْبَةٌ রয়েছে, তারই প্রেক্ষিতে كَانَ فَرَسًا-এর মধ্যে তা বিদূরিত হওয়ার হুকুম আরোপ করা হয়েছে। এটা সালিবার উদাহরণ।

قَوْلُهُ ثُمَّ الْمُتَّصِلَةُ صِنْفَانِ **-এর আলোচনা :** মুসান্নিফ (র.) এখানে مُتَّصِلَةٌ-এর প্রকারভেদ বর্ণনা করছেন। مُتَّصِلَةٌ দু' প্রকার। ১. لُزُوْمِيَّةٌ ও ২. اِتِّفَاقِيَّةٌ।

১. لُزُوْمِيَّةٌ **[লুযূমিয়া] :** ঐ কাযিয়ায়ে শর্তিয়াকে বলা হয়, যাতে مُقَدَّمْ ও تَالِيْ -এর পরস্পর সম্পর্কের কারণে হুকুম আরোপ করা হয়। যেমন- ان كان زيد انسانا كان حيوانا এ উদাহরণটিতে إِنْ كَانَ زَيْدٌ إِنْسَانًا মুকাদ্দাম ও كَانَ حَيَوَانًا তালী, এতদুভয়ের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ, মানুষ হতে হলে প্রাণী হওয়া জরুরি।

২. اِتِّفَاقِيَّةٌ **[ইত্তিফাকিয়া] :** আর যে বাক্যে মুকাদ্দাম ও তালীর পরস্পর সম্পর্ক ব্যতিরেকে হুকুম আরোপ করা হয়, তাকে اِتِّفَاقِيَّةٌ বলা হয়। যেমন- إِنْ كَانَ الْإِنْسَانُ نَاطِقًا فَالْحِمَارُ نَاهِقٌ উদাহরণটিতে যদিও একটি নিসবতের পরিপ্রেক্ষিতে অপর নিসবত সাব্যস্ত হওয়ার হুকুম অরোপ করা হয়েছে, কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, মানুষ বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়ার সাথে গাধা নাহিক হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। যেহেতু প্রথমটিতে মুকাদ্দাম ও তালীর পরস্পর ইত্তিসাল সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে হুকুম আরোপ করা হয় ; তাই তাকে مُتَّصِلَةٌ বলা হয়। আর দ্বিতীয়টিতে যেহেতু اِتِّفَاقِيَّةٌ বা ঘটনাচক্রে একটি নিসবতের পরিপ্রেক্ষিতে অপর নিসবত সাব্যস্ত হওয়ায় হুকুম আরোপ করা হয়, তাই তাকে اِتِّفَاقِيَّةٌ বলা হয়।

تَعْرِيْفُ الْعَلَاقَةِ : **[عَلَاقَةٌ -এর সংজ্ঞা] :** মানতিকীদের পরিভষায় عَلَاقَةٌ বলতে দু'টি বিষয়ের যে কোনো একটিকে বুঝানো হয়ে থাকে। প্রথমত দু'টি বিষয়ের মধ্যে একটি অপরটির জন্য عِلَّةٌ হওয়া অথবা উভয়টি তৃতীয় একটি বিষয়ের مَعْلُوْلٌ হওয়া। দ্বিতীয়ত দু'টি বিষয়ের মধ্যে আলাকায়ে তাযায়ুফ-এর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা। আলাকায়ে তাযায়ুফ অর্থ কোনো দু'টি বিষয়ের প্রত্যেকটির উপলব্ধি অপরটির উপলব্ধির উপর মওকুফ থাকা। যেমন- ابوة (পিতা হওয়া) ও بنوة (পুত্র হওয়া) এ দু'টি বিষয় এমন যে, একটি অপরটি ছাড়া বুঝে আসে না। কারণ, পিতা ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যার পুত্র আছে। এমনিভাবে পুত্র তাকে বলবে যার পিতা আছে। অতএব, যদি বলা হয় إِنْ كَانَ زَيْدٌ أَبًا لِعَمْرٍو كَانَ عَمْرٌو اِبْنًا لَهُ তবে এই বাক্যটি এমন شَرْطِيَّةٌ مُتَّصِلَةٌ হবে যাতে عَلَاقَةُ تَضَايُفٍ রয়েছে।

مَعْنَى الْمُنْفَصِلَةِ لُغَةً : **[مُنْفَصِلَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ] :** مُنْفَصِلَةٌ শব্দটি বাবে اِنْفِعَالٌ থেকে اِسْمِ فَاعِلٍ-এর وَاحِدْ مُؤَنَّثْ-এর সীগাহ। মাসদার اَلْاِنْفِصَالُ অর্থ- বিচ্ছিন্নকারী।

مَعْنَى الْمُنْفَصِلَةِ اِصْطِلَاحًا : **[مُنْفَصِلَةٌ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা] :**

১. মানতিকশাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় مُنْفَصِلَةٌ হলো- وَهِيَ الَّتِيْ يُحْكَمُ فِيْهَا بِالتَّنَافِيْ بَيْنَ الْقَضِيَّتَيْنِ فِي الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ অর্থাৎ 'مُنْفَصِلَةٌ' হচ্ছে ঐ قَضِيَّةٌ যাতে দু'টি قَضِيَّةٌ-এর মাঝে সত্য-মিথ্যার ক্ষেত্রে বৈপিরীত্যের হুকুম আরোপ করা হয়।

২. মিরকাত প্রণেতার মতে- هِيَ الَّتِيْ حُكِمَ فِيْهَا بِالتَّنَافِيْ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فِيْ مُوْجِبَةٍ وَبِسَلْبِ التَّنَافِيْ بَيْنَهُمَا فِيْ سَالِبَةٍ অর্থাৎ মুনফাসিলাহ ঐ বাক্যকে বলা হয় যাতে ইতিবাচকের ক্ষেত্রে দু'টি বিষয়ের তানফীর হুকুম দেওয়া হয়। আর নেতিবাচকের ক্ষেত্রে উভয়টির মধ্যে تَنَافِيْ (পরস্পর বিরোধ ভাব) দূর করার হুকুম দেওয়া হয়।

উদাহরণ : هٰذَا الْعَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ أَوْ فَرْدٌ (এ সংখ্যাটি জোড় অথবা বেজোড়)। এখানে زَوْج ও فَرْد দু'টি বিষয়ের পরস্পর تَنَافِيْ-এর হুকুম আরোপ করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত বাক্যে اِنْفِصَالٌ তথা বিচ্ছিন্নতার হুকুম আরোপ করা হয়েছে, সেহেতু তাকে مُنْفَصِلَةٌ বলা হয়।

www.eelm.weebly.com
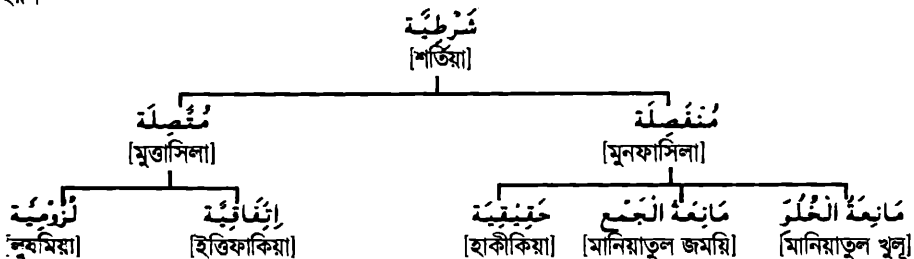
فَصْلٌ : اَلشَّرْطِيَّةُ الْمُنْفَصِلَةُ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَضْرُبٍ لِاَنَّهَا اِنْ حُكِمَ فِيْهَا بِالتَّنَافِىْ اَوْ بِعَدَمِهٖ بَيْنَ النِّسْبَتَيْنِ فِى الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ مَعًا كَانَتِ الْمُنْفَصِلَةُ حَقِيْقِيَّةً كَمَا تَقُوْلُ هٰذَا الْعَدَدُ اِمَّا زَوْجٌ اَوْ فَرْدٌ فَلَا يُمْكِنُ اِجْتِمَاعُ الزَّوْجِيَّةِ وَالْفَرْدِيَّةِ فِىْ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ وَلَا اِرْتِفَاعُهُمَا وَاِنْ حُكِمَ بِالتَّنَافِىْ اَوْ بِعَدَمِهٖ صِدْقًا فَقَدْ كَانَتْ مَانِعَةَ الْجَمْعِ كَقَوْلِكَ هٰذَا الشَّئُ اِمَّا شَجَرٌ اَوْ حَجَرٌ فَلَا يُمْكِنُ اَنْ يَكُوْنَ شَئٌ مُعَيَّنٌ حَجَرًا وَشَجَرًا مَعًا وَيُمْكِنُ اَنْ لَا يَكُوْنَ شَيْئًا مِنْهُمَا وَاِنْ حُكِمَ بِالتَّنَافِىْ اَوْ سَلْبِهٖ كِذْبًا فَقَطْ كَانَتْ مَانِعَةَ الْخُلُوِّ كَقَوْلِ الْقَائِلِ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ زَيْدٌ فِى الْبَحْرِ اَوْ لَا يَغْرِقُ فَارْتِفَاعُهُمَا بِاَنْ لَا يَكُوْنَ زَيْدٌ فِى الْبَحْرِ وَيَغْرِقُ مُحَالٌ وَلَيْسَ اِجْتِمَاعُهُمَا مُحَالًا بِاَنْ يَكُوْنَ فِى الْبَحْرِ وَلَايَغْرِقُ

فَصْلٌ : اَلْمُنْفَصِلَةُ بِاَقْسَامِهَا الثَّلٰثَةِ قِسْمَانِ عِنَادِيَّةٌ وَاِتِّفَاقِيَّةٌ وَالْعِنَادِيَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ اَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ التَّنَافِىْ بَيْنَ الْجُزْئَيْنِ لِذَاتِهِمَا وَالْاِتِّفَاقِيَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ اَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ التَّنَافِىْ بِمُجَرَّدِ الْاِتِّفَاقِ

فَصْلٌ : اِعْلَمْ اَنَّهٗ كَمَا يَنْقَسِمُ الْحَمْلِيَّةُ اِلَى الشَّخْصِيَّةِ وَالْمَحْصُوْرَةِ وَالْمُهْمَلَةِ كَذٰلِكَ الشَّرْطِيَّةُ تَنْقَسِمُ اِلٰى هٰذِهِ الْاَقْسَامِ اِلَّا اَنَّ الْقَضِيَّةَ الطَّبْعِيَّةَ لَا تُتَصَوَّرُ هٰهُنَا ثُمَّ التَّقَادِيْرُ فِى الشَّرْطِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ الْاَفْرَادِ فِى الْحَمْلِيَّةِ فَاِنْ كَانَ الْحُكْمُ عَلٰى تَقْدِيْرٍ مُعَيَّنٍ وَ وَضْعٍ خَاصٍ سُمِّيَتِ الشَّرْطِيَّةُ شَخْصِيَّةً كَقَوْلِنَا اِنْ جِئْتَنِى الْيَوْمَ اُكْرِمْكَ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : شَرْطِيَّة مُنْفَصِلَة তিন প্রকার : এ জন্য যে, যদি দু'টি নিসবতের (বিষয়ের) মধ্যে সত্য ও মিথ্যা উভয়ই তানাফী (পৃথকতা) অথবা আদমে তানাফীর (পৃথকতা হীনতার) হুকুম আরোপ করা হয়, তাহলে তা مُنْفَصِلَة حَقِيْقِيَّة হবে। যেমন- তুমি বলবে- هٰذَا الْعَدَدُ اِمَّا زَوْجٌ اَوْ فَرْدٌ (এ সংখ্যাটি হয়তো জোড় নতুবা একক)। সুতরাং জোড় হওয়া এবং একক হওয়া এক নির্দিষ্ট সংখ্যাতে একত্রিত হওয়া সম্ভব নয় এবং উভয়ের একই সঙ্গে উঠে যাওয়াও সম্ভব নয়। আর যদি শুধু সত্য হিসেবে تَنَافِىْ ও عَدَم تَنَافِىْ -এর হুকুম আরোপ করা হয়, তবে তা مَانِعَةُ الْجَمْع হবে। যেমন, তোমার উক্তি هٰذَا الشَّئُ اِمَّا شَجَرٌ اَوْ حَجَرٌ (এ বস্তুটি হয়তো বৃক্ষ নতুবা পাথর)। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট বস্তু এক সাথে বৃক্ষ এবং পাথর হওয়া অসম্ভব। আর দু'টি বস্তু হতে কোনো একটি না হওয়াও সম্ভব। আর যদি শুধু মিথ্যা হিসেবে تَنَافِىْ ও عَدَم تَنَافِىْ -এর হুকুম আরোপ করা হয়, তবে তা مَانِعَةُ الْخُلُوّ হবে। যেমন- কারো উক্তি اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ زَيْدٌ فِى الْبَحْرِ اَوْ لَايَغْرِقُ (হয়তো বা যায়েদ সমুদ্রে হবে, অথবা ডুববে না) উভয়ই উঠে যাওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ যায়েদ সমুদ্রে হবে না অথচ ডুববে। কিন্তু উভয়ের একত্রিত হওয়া সম্ভব অর্থাৎ যায়েদ সমুদ্রেও হবে আর ডুববেও না।

পরিচ্ছেদ : আর قَضِيَّة مُنْفَصِلَة -এর প্রকারত্রয়ের প্রত্যেকটি দু' প্রকার ঃ ১. عِنَادِيَّة। ২. اِتِّفَاقِيَّة এনাদিয়া বলা হয় এমন একটি কাযিয়াকে, যার দু'টি অংশের মধ্যে তাদের জাতিগতভাবে পরস্পর বিরোধী হয়। আর اِتِّفَاقِيَّة বলা হয়। এমন একটি কাযিয়াকে যার দু'টি অংশের মধ্যে تَنَافِىْ গঠনাক্রমে হয়।

পরিচ্ছেদ : জেনে রাখবে যে, حَمْلِيَّة যেমনিভাবে شَخْصِيَّة, مَحْصُوْرَة ও مُهْمَلَة এ তিন ভাগে বিভক্ত হয়, অনুরূপভাবে شَرْطِيَّة ও উক্ত কয়ভাগে বিভক্ত হয়। তবে قَضِيَّة তাবইয়্যার কল্পনা এখানে করা যেতে পারে না। অতঃপর شَرْطِيَّة -এর তাকদীরসমূহ (অবস্থাসমূহ) حَمْلِيَّة -এর আফরাদতুল্য। অতএব, যদি নির্দিষ্ট তাকদীর ও বিশেষ অবস্থার উপর হুকুম আরোপিত হয়, তবে উক্ত শর্তিয়াকে شَخْصِيَّة বলা হবে। যেমন- আমাদের উক্তি اِنْ جِئْتَنِى الْيَوْمَ اُكْرِمْكَ তুমি যদি আজ আমার নিকট আস, তাহলে আমি তোমাকে সম্মান করবো।

www.eelm.weebly.com

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلشَّرْطِيَّةُ الْمُنْفَصِلَةُ শর্তিয়ায়ে মুনফাসিলা عَلٰى ثَلٰثَةِ اَضْرُبٍ তিন প্রকার لِاَنَّهَا اِنْ এ জন্য যে, যদি حُكِمَ فِيْهَا তাতে হুকুম আরোপ করা হয় بِالتَّنَافِىْ তানাফী (পৃথকতা)-এর اَوْ بِعَدَمِهِ অথবা আদমে তানাফী (পৃথকতা হীনতা)-এর بَيْنَ النِّسْبَتَيْنِ দু'টি নিসবত (বিষয়)-এর মধ্যে فِى الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ مَعًا সত্য ও মিথ্যা উভয়ই كَانَتْ তাহলে তা مُنْفَصِلَةً حَقِيْقِيَّةً হবে كَمَا تَقُوْلُ যেমন- তুমি বলবে هٰذَا الْعَدَدُ এ সংখ্যাটি اِمَّا زَوْجٌ اَوْ فَرْدٌ হয়তো জোড় অথবা একক فَلَا يُمْكِنُ সুতরাং সম্ভব নয় اِجْتِمَاعُ একত্রিত হওয়া الزَّوْجِيَّةِ وَالْفَرْدِيَّةِ জোড় হওয়া এবং একক হওয়া فِىْ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ নির্দিষ্ট সংখ্যাতে وَلَا اِرْتِفَاعُهُمَا এবং উভয়ের একই সঙ্গে উঠে যাওয়াও সম্ভব নয় وَاِنْ حُكِمَ আর যদি হুকুম আরোপ করা হয় بِالتَّنَافِىْ - تَنَافِىْ-এর اَوْ بِعَدَمِهِ অথবা عَدَم تَنَافِىْ-এর صِدْقًا فَقَطْ সত্য হিসেবে كَانَتْ مَانِعَةَ الْجَمْعِ শুধু তবে তা হবে كَقَوْلِكَ যেমন- তোমার উক্তি هٰذَا الشَّيْئُ এ বস্তুটি اِمَّا شَجَرٌ اَوْ حَجَرٌ হয়তো বৃক্ষ নতুবা পাথর فَلَا يُمْكِنُ সুতরাং অসম্ভব اَنْ يَكُوْنَ হওয়া شَيْئٌ مُعَيَّنٌ একটি নির্দিষ্ট বস্তু حَجَرًا وَشَجَرًا مَعًا এক সাথে বৃক্ষ এবং পাথর وَيُمْكِنُ আর সম্ভব اَنْ لَا يَكُوْنَ না হওয়াও شَيْئًا مِنْهُمَا দু'টি বস্তু হতে কোনো একটি وَاِنْ حُكِمَ আর যদি হুকুম আরোপ করা হয় بِالتَّنَافِىْ তানাফী -এর اَوْ سَلْبِهِ অথবা আদমে তানাফী -এর كِذْبًا فَقَطْ শুধু মিথ্যা হিসেবে كَانَتْ مَانِعَةَ الْخُلُوِّ তবে তা মানি'আতুল খুলূ হবে كَقَوْلِ الْقَائِلِ যেমন- কারো উক্তি اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ زَيْدٌ হয়তো বা যায়েদ হবে فِى الْبَحْرِ সমুদ্রে اَوْ لَا يَغْرِقُ অথবা ডুববে না فَارْتِفَاعُهُمَا উভয়ই উঠে যাওয়া بِاَنْ لَا يَكُوْنَ زَيْدٌ অর্থাৎ যায়েদ হবে না فِى الْبَحْرِ সমুদ্রে وَيَغْرِقُ অথচ ডুববে مُحَالٌ অসম্ভব وَلَيْسَ اِجْتِمَاعُهُمَا কিন্তু উভয়ের একত্রিত হওয়া নয় مُحَالًا অসম্ভব بِاَنْ يَكُوْنَ فِى الْبَحْرِ অর্থাৎ যায়েদ সমুদ্রে হবে وَلَا يَغْرِقُ আর ডুববেও না فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْمُنْفَصِلَةُ কাযিয়ায়ে মুনফাসিলা بِاَقْسَامِهَا الثَّلٰثَةِ তার প্রকারত্রয়ের প্রত্যেকটি قِسْمَانِ দু'প্রকার ১. عِنَادِيَّةٌ 'ইনাদিয়াহ وَاتِّفَاقِيَّةٌ ২. ইত্তিফাকিয়া وَالْعِنَادِيَّةُ عِبَارَةٌ আর ইনাদিয়া বলা হয় এমন একটি কাযিয়াকে عَنْ اَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ যার হয় التَّنَافِىْ পারস্পরিক বিরোধ بَيْنَ الْجُزْئَيْنِ দু'টি অংশের মধ্যে لِذَاتِهِمَا তাদের জাতিগতভাবে وَالْاِتِّفَاقِيَّةُ عِبَارَةٌ আর ইত্তিফাকিয়া বলা হয় এমন একটি কাযিয়াকে عَنْ اَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ যার হয় التَّنَافِىْ দু'টি অংশের মধ্যে تَنَافِىْ - بِمُجَرَّدِ الْاِتِّفَاقِ ঘটনাক্রমে فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اِعْلَمْ اَنَّهُ জেনে রাখবে যে, كَمَا يَنْقَسِمُ الْحَمْلِيَّةُ হামলিয়া যেমনিভাবে বিভক্ত হয় اِلَى الشَّخْصِيَّةِ শাখসিয়া وَالْمَحْصُوْرَةِ মাহসূরা وَالْمُهْمَلَةِ ও মুহমালা এ তিনভাগে كَذٰلِكَ الشَّرْطِيَّةُ অনুরূপভাবে শর্তিয়া تَنْقَسِمُ বিভক্ত হয় اِلٰى هٰذِهِ الْاَقْسَامِ উক্ত কয়ভাগে اِلَّا اَنَّ তবে কাযিয়ায়ে তাবইয়্যার اَلْقَضِيَّةَ الطَّبْعِيَّةَ لَا تُتَصَوَّرُ এর কল্পনা করা যেতে পারে না هٰهُنَا এখানে ثُمَّ التَّقَادِيْرُ অতঃপর তাকদীরসমূহ فِى الشَّرْطِيَّةِ শর্তিয়ার بِمَنْزِلَةِ الْاَفْرَادِ আফরাদতুল্য فِى الْحَمْلِيَّةِ হামলিয়ার فَاِنْ كَانَ الْحُكْمُ অতএব যদি হুকুম আরোপিত হয় عَلٰى تَقْدِيْرٍ مُعَيَّنٍ নির্দিষ্ট তাকদীর وَوَضْعٍ خَاصٍّ ও বিশেষ অবস্থার উপর سُمِّيَتِ الشَّرْطِيَّةُ তবে উক্ত শর্তিয়াকে বলা হবে شَخْصِيَّةً শাখসিয়া كَقَوْلِنَا যেমন- আমাদের উক্তি اِنْ جِئْتَنِىْ তুমি যদি আমার নিকট আস اَلْيَوْمَ আজ اُكْرِمْكَ তাহলে আমি তোমাকে সম্মান করবো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلشَّرْطِيَّةُ الْمُنْفَصِلَةُ الخ -এর আলোচনা : অত্র পরিচ্ছেদ গ্রন্থকার شَرْطِيَّة مُنْفَصِلَة-এর প্রকারভেদ আলোচনা করেছেন। شَرْطِيَّة مُنْفَصِلَة সাধারণত তিন প্রকার- ১. حَقِيْقِيَّه ২. مَانِعَةُ الْجَمْعِ ও ৩. مَانِعَةُ الْخُلُوِّ

১. **حَقِيْقِيَّة -এর সংজ্ঞা :** কোনো কাযিয়া যদি صِدْق ও كِذْب উভয় হিসেবে দু'টি نسبة -এর পরস্পর تَنَافِىْ অথবা عَدم تَنَافِىْ -এর হুকুম আরোপ করা হয়, তবে তাকে مُنْفَصِلَة حَقِيْقِيَّة বলে। আর صِدْق বলতে বাক্যের উভয় নিসবত একত্রিত হওয়া। আর كِذْب বলতে উভয়টির এক সঙ্গে অসাব্যস্ত হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। যেমন- هٰذَا الْعَدَدُ اِمَّا زَوْجٌ اَوْ فَرْدٌ এখানে দু'টি نِسْبَة তথা هٰذَا زَوْجٌ ও هٰذَا فَرْدٌ -এর মধ্যে পরস্পর বিরোধী হুকুম আরোপ করা হয়েছে। আর এ দু'টি বিষয় এমন যে, এক সঙ্গে একই সংখ্যায় একত্রিত হতে পারে না। কেননা, কোনো সংখ্যা এমন নেই যা জোড় বা বেজোড় কোনোটিই নয়। যেহেতু তাতে দু'টি نِسْبَة -এর মধ্যেই تَنَافِىْ লক্ষ্য করা যায়, তাই একে حَقِيْقِيَّة বলা হয়।

২. **مَانِعَةُ الْجَمْعِ -এর সংজ্ঞা :** আর যে কাযিয়ায় কেবল صِدْق হিসেবে দু'টি নিসবতের পরস্পর تَنَافِىْ অথবা عَدم تَنَافِىْ -এর হুকুম আরোপ করা হয়, তাকে مَانِعَةُ الْجَمْعِ বলা হয়। যেমন- هٰذَا الشَّيْئُ اِمَّا شَجَرٌ اَوْ حَجَرٌ -এ উদাহরণে যে تَنَافِىْ -এর হুকুম আরোপ করা হয়েছে, তা কেবল صِدْق অর্থাৎ দু'টি বিষয় এক সঙ্গে একত্রিত হওয়ার ব্যাপারে। অতএব, কোনো একটি বস্তু পাথর ও বৃক্ষ উভয়টি হতে পারবে না। কিন্তু কোনো একটি বস্তু পাথর ও বৃক্ষ কোনোটিই না হওয়া সম্ভব। যেহেতু উক্ত বাক্যে দু'টি নিসবত পরস্পর জমা বা একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ, তাই একে مَانِعَةُ الْجَمْعِ বলা হয়।

www.eelm.weebly.com

৩. **مَانِعَةُ الْخُلُوِّ -এর সংজ্ঞা :** যে কাযিয়ায় কেবল كِذْب হিসেবে দু'টি নিসবতের تنافى অথবা سَلْب تَنَافِي-এর হুকুম আরোপ করা হয়, তাকে مَانِعَةُ الْخُلُوِّ বলা হয়। যেমন- إِمَّا اَنْ يَكُوْنَ زَيْدٌ فِى الْبَحْرِ اَوْ لَا يَغْرِقُ এখানে زَيْدٌ فِى الْبَحْرِ ও لَا يَغْرِقُ এ দু'টি নিসবতের মধ্যে تَنَافِيْ -এর হুকুম কেবল كِذْب হিসেবে আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ যায়েদের পানিতে না থাকা অপর দিকে ডুবে যাওয়া, এটি অসম্ভব। হ্যাঁ, উভয়টি একত্রিত হতে পারে। যেমন- যায়েদ পানিতে সাঁতার কাটতে রইল এবং ডুবল না।

বি: দ্র: قَضِيَّة مُنْفَصِلَة কত অংশে গঠিত হয়, এ সম্পর্কে মানতিকীদের বিভিন্ন মতামত দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন- مُنْفَصِلَه حَقِيْقِىْ মাত্র দু' অংশ দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে। অবশ্য مَانِعَةُ الْخُلُوِّ এবং مَانِعَةُ الْجَمْع কাযিয়াদ্বয় তিন অংশ দ্বারাও গঠিত হতে পারে। যেমন- هٰذَا الشَّيْءُ اِمَّا شَجَرٌ اَوْ حَجَرٌ اَوْ حَيَوَانٌ আবার কেউ কেউ বলেন ঃ কোনো قَضِيَّة مُنْفَصِلَة-ই দু' অংশের অধিক দ্বারা গঠিত হতে পারে না। আবার কেউ কেউ বলেন যে, সকল প্রকার কাযিয়া قَضِيَّة مُنْفَصِلَة-ই তিন অংশ দ্বারা গঠিত হতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় মতটিই বিশুদ্ধ বলে মনে করা হয়।

قَوْلُهُ الْمُنْفَصِلَةُ بِاَقْسَامِهَا الخ -এর আলোচনা : গ্রন্থকার এখানে مُنْفَصِلَة-এর অপর একটি প্রকারের আলোচনা করেছেন। مُنْفَصِلَة-এর প্রত্যেক প্রকারই আবার দু'ভাগে বিভক্ত। এর একটি عِنَادِيَّة আর অপরটি اِتِّفَاقِيَّة।

১. **عِنَادِيَّة-এর সংজ্ঞা :** ইনাদিয়া ঐ কাযিয়ায়ে মুনফাসিলাকে বলে, যার অংশদ্বয়ের মধ্যে জাতিগত তানাফী বিদ্যমান। যেমন- هٰذَا الْعَدَدُ اِمَّا زَوْجٌ اَوْ فَرْدٌ কেননা, জোড় ও বিজোড় এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে জাতিগত تَنَافِيْ তথা বিরোধ রয়েছে।

নামকরণ : জাতিগত তানাফী থাকার দরুন এতদুভয়ের মধ্যে বিরোধিতা বিদ্যমান, তাই এটাকে عِنَادِيَّة বলা হয়।

২. **اِتِّفَاقِيَّة-এর সংজ্ঞা :** যে قضية منفصلة-এর মধ্যে কেবল ঘটনাক্রমে تَنَافِيْ-এর হুকুম আরোপিত হয়, তাকে اِتِّفَاقِيَّة বলা হয়। যেমন- اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ زَيْدٌ اَسْوَدَ اَوْ يَكُوْنَ كَاتِبًا (যায়েদ হয়তো কালো হবে অথবা লেখক হবে)। অত্র বাক্যে যায়েদের কালো হওয়া এবং লেখক হওয়ার মধ্যে মূলত কোনো تَنَافِيْ (বিরোধ) নেই। কেবল ঘটনাক্রমে এখানে تَنَافِيْ (বিরোধ) দেখা দিয়েছে।
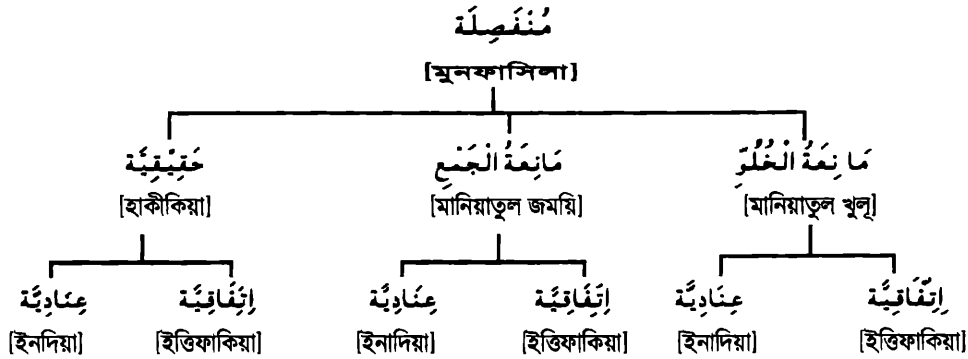
قَوْلُهُ اِعْلَمْ اَنَّهُ كَمَا تَنْقَسِمُ الْحَمْلِيَّةُ الخ -এর আলোচনা : গ্রন্থকার উক্ত পরিচ্ছেদে شَرْطِيَّة-এর অপর একটি প্রকার বর্ণনা করে বলেছেন, قَضِيَّة حَمْلِيَّة যেরূপ শখসিয়া, মাহসূরা ও মুহমালায় বিভক্ত হয়, তদ্রূপ شَرْطِيَّة ও বিভক্ত হয়ে থাকে। তবে পার্থক্য হলো حَمْلِيَّة -এর উক্ত প্রকারগুলো مَوْضُوْع-এর اَفْرَاد তুল্য।

শাখসিয়া : যদি হুকুম مُقَدَّمْ-এর কোনো এক বিশেষ অবস্থার উপর হয়, তখন বাক্যকে شَخْصِيَّة বলা হয়। যেমন- اِنْ جِئْتَنِيْ الْيَوْمَ اُكْرِمْكَ (যদি আজ তুমি আমার নিকট আস, তবে তোমায় সম্মান প্রদর্শন করবো)। এ উদাহরণটিতে اِكْرَامْ (সম্মান প্রদর্শন)-এর যে হুকুম আরোপ করা হয়েছে তা مُقَدَّمْ-এর বিশেষ এক অবস্থা হিসেবে। আর তা হলো আজকের আগমন।

كُلِّيَّة [কুল্লিয়া] : যদি হুকুমটি مُقَدَّمْ-এর সমুদয় অবস্থার উপর আরোপিত হয়, তাহলে বাক্যকে كُلِّيَّة বলা হয়। যেমন- كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا (যখনই সূর্য উদিত হবে তখনই দিনের অস্তিত্ব প্রকাশ পাবে)। এ বাক্যটিতে وُجُوْدُ النَّهَارِ-এর যে হুকুম আরোপ করা হয়েছে তা مُقَدَّمْ তথা طُلُوْعُ الشَّمْسِ-এর কোনো বিশেষ অবস্থায় নয়; বরং مُقَدَّمْ-এর সর্বাবস্থার জন্য।

www.eelm.weebly.com

وَاِنْ كَانَ الْحُكْمُ عَلٰى جَمِيْعِ تَقَادِيْرِ الْمُقَدَّمِ سُمِّيَتْ كُلِّيَّةً نَحْوُ كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا وَاِنْ كَانَ الْحُكْمُ عَلٰى بَعْضِ التَّقَادِيْرِ كَانَتْ جُزْئِيَّةً كَمَا فِىْ قَوْلِنَا قَدْ يَكُوْنُ اِذَا كَانَ الشَّيْئُ حَيَوَانًا كَانَ اِنْسَانًا وَاِنْ تُرِكَ ذِكْرُ التَّقَادِيْرِ كُلًّا اَوْ بَعْضًا كَانَتْ مُهْمَلَةً نَحْوُ اِنْ كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا-

সরল অনুবাদ : আর যদি মুকাদ্দামের সমস্ত অবস্থার উপর হুকুম হয়, তবে তাকে كُلِّيَّة বলা হবে। যেমন- كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا (যখনই সূর্য উদিত হবে, তখনই দিবস বিদ্যমান হবে)। আর যদি কিছু অবস্থার উপর হুকুম হয়, তবে তা جُزْئِيَّة হবে। যেমন-আমাদের উক্তিতে قَدْ يَكُوْنُ اِذَا كَانَ الشَّيْئُ حَيَوَانًا كَانَ اِنْسَانًا (কখনও কখনও এরূপ হতে পারে যে, কোনো বস্তু প্রাণী হলে তা মানুষ হবে)। আর যদি تَقْدِيْر (অবস্থা)-এর উল্লেখ পূর্ণ বা আংশিক কোনো প্রকারেই উল্লেখ করা না হয়, তবে উক্ত قَضِيَّة-কে مُهْمَلَة বলা হবে। যেমন- اِنْ كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا (যদি যায়েদ মানুষ হয় তবে সে প্রাণী হবে)।

فَصْلٌ : فِىْ ذِكْرِ اَسْوَارِ الشَّرْطِيَّاتِ سُوْرُ الْمُوْجِبَةِ الْكُلِّيَّةِ فِى الْمُتَّصِلَةِ لَفْظُ مَتٰى وَمَهْمَا وَكُلَّمَا وَفِى الْمُنْفَصِلَةِ دَائِمًا وَسُوْرُ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ فِى الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ لَيْسَ اَلْبَتَّةَ وَسُوْرُ الْمُوْجِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ فِيْهِمَا قَدْ يَكُوْنُ وَسُوْرُ السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ فِيْهِمَا قَدْ لَايَكُوْنُ وَبِاِدْخَالِ حَرْفِ السَّلْبِ عَلٰى سُوْرِ الْاِيْجَابِ الْكُلِّىْ وَلَفْظَةِ لَوْ وَاِنْ وَاِذَا فِى الْاِتِّصَالِ وَاِمَّا وَاَوْ فِى الْاِنْفِصَالِ تَجِيْئُ فِى الْاِهْمَالِ -

পরিচ্ছেদ : কাযিয়া শর্তিয়ার سُوْر বা নমুনা প্রসঙ্গে। কাযিয়া মুত্তাসিলার মধ্যে مُوْجِبَه كُلِّيَّة-এর سُوْر বা নমুনা كُلَّمَا، مَتٰى، مَهْمَا শব্দ। আর কাযিয়া مُنْفَصِلَة-এর মধ্যে دَائِمًا - আর مُنْفَصِلَة ও مُتَّصِلَة সালিবায়ে কুল্লিয়ার سُوْر হলো لَيْسَ اَلْبَتَّةَ আর উভয়ের মধ্যে মূজিবায়ে জুযয়িয়ার سُوْر হলো قَدْ يَكُوْنُ ও উভয়ের মধ্যে সালিবায়ে জুযয়িয়ার سُوْر হচ্ছে قَدْ لَايَكُوْنُ এবং মূজিবায়ে কুল্লিয়ার سُوْر-এর উপর حَرْف سَلْب প্রবেশ করার ফলে হয়। আর শব্দ لَوْ ـ اِنْ ও اِذَا এ হরফগুলো মুত্তাসিলার ক্ষেত্রে। আর اِمَّا ও اَوْ মুনফাসিলায়ে মুহমালার ক্ষেত্রে আসে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنْ كَانَ الْحُكْمُ আর যদি হুকুম হয় عَلٰى جَمِيْعِ تَقَادِيْرِ সমস্ত অবস্থার উপর الْمُقَدَّمِ মুকাদ্দামের سُمِّيَتْ كُلِّيَّةً তবে তাকে كُلِّيَّة বলা হবে نَحْوُ যেমন- كُلَّمَا كَانَتِ যখনই হবে طَالِعَةً الشَّمْسُ সূর্য উদিত كَانَ النَّهَارُ তখনই দিবস হবে مَوْجُوْدًا বিদ্যমান وَاِنْ كَانَ الْحُكْمُ আর যদি হুকুম হয় عَلٰى بَعْضِ التَّقَادِيْرِ কিছু অবস্থার উপর كَانَتْ جُزْئِيَّةً তবে তা جُزْئِيَّة হবে كَمَا فِىْ قَوْلِنَا যেমন- আমাদের উক্তিতে قَدْ يَكُوْنُ কখনো কখনো এরূপ হতে পারে اِذَا كَانَ الشَّيْئُ যে, কোনো বস্তু حَيَوَانًا প্রাণী হলে كَانَ اِنْسَانًا তা মানুষ হবে وَاِنْ تُرِكَ আর যদি করা না হয় ذِكْرُ التَّقَادِيْرِ অবস্থাসমূহের উল্লেখ كُلًّا পূর্ণ اَوْ بَعْضًا বা আংশিক كَانَتْ مُهْمَلَةً তবে উক্ত قَضِيَّة-কে مُهْمَلَة বলা হবে نَحْوُ যেমন- اِنْ كَانَ زَيْدٌ যদি যায়েদ হয় اِنْسَانًا মানুষ كَانَ حَيَوَانًا তবে সে প্রাণী হবে فَصْلٌ পরিচ্ছেদ فِىْ ذِكْرِ প্রসঙ্গে اَسْوَارِ الشَّرْطِيَّاتِ কাযিয়ায়ে শর্তিয়ার سُوْر বা নমুনা سُوْرُ الْمُوْجِبَةِ الْكُلِّيَّةِ - فِى الْمُتَّصِلَةِ কাযিয়ায়ে মুত্তাসিলার মধ্যে سُوْر-এর مُوْجِبَة كُلِّيَّة - لَفْظُ مَتٰى - مَتٰى (কখন) শব্দ وَمَهْمَا - مَهْمَا (যাই হোক) وَكُلَّمَا ও كُلَّمَا (যখন) وَفِى الْمُنْفَصِلَةِ আর কাযিয়ায়ে মুনফাসিলার মধ্যে دَائِمًا - دَائِمًا শব্দটি وَسُوْرُ আর سُوْر হলো السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ সালিবায়ে কুল্লিয়ার فِى الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ মুত্তাসিলা ও মুনফাসিলার لَيْسَ اَلْبَتَّةَ - لَيْسَ اَلْبَتَّةَ (আবশ্যক নয়) وَسُوْرُ

www.eelm.weebly.com

وَسُوْرُ السَّالِبَةِ (অবশ্যই হবে) قَدْ يَكُوْنُ - قَدْ يَكُوْنُ উভয়ের মধ্যে فِيْهِمَا হলো سُوْر আর মূজিবায়ে জুযয়িয়ার الْمُوْجِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ এবং প্রবেশ وَبِادْخَالِ (অবশ্যই হবে না) قَدْ لَا يَكُوْنُ - قَدْ لَا يَكُوْنُ উভয়ের মধ্যে فِيْهِمَا হচ্ছে سُوْر আর সালিবায়ে জুযয়িয়ার الْجُزْئِيَّةِ করার ফলে হয় وَلَفْظَةِ لَوْ وَاِنْ وَاِذَا আর عَلٰى سُوْرِ الْاِيْجَابِ الْكُلِّىْ মূজিবায়ে কুল্লিয়ার سُوْر -এর উপর حَرْفِ السَّلْبِ হরফে সলব تَجِئُ فِى الْاِتِّصَالِ মুত্তাসিলার ক্ষেত্রে وَاِمَّا وَاَوْ আর اِمَّا ও اَوْ - فِى الْاِنْفِصَالِ মুনফাসিলার ক্ষেত্রে لَوْ - اِنْ ও اِذَا এ হরফগুলো শব্দ الْاِهْمَالِ মুহমালার ক্ষেত্রে আসে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِنْ كَانَ الْحُكْمُ الخ -এর আলোচনা : قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ الْحُكْمُ عَلٰى بَعْضِ الخ যদি قَضِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ -এর হুকুম তার মুকাদ্দমের কতক অবস্থার উপর হয়, তবে তাকে جُزْئِيَّةٌ বলা হয়। যেমন- قَدْ يَكُوْنُ اِذَا كَانَ الشَّئُ حَيْوَانًا كَانَ اِنْسَانًا (কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন হতে পারে কোনো বস্তু প্রাণী হলে তা মানুষ হবে)। অর্থাৎ প্রাণী মাত্রই মানুষ নয়; বরং কিছু প্রাণী মানুষ। এখানে মুকাদ্দাম তথা اِذَا كَانَ الشَّئُ حَيْوَانًا -এর কতক অবস্থার উপর كَانَ اِنْسَانًا -এর হুকুম আরোপ করা হয়েছে, সর্বাবস্থায় নয়।

قَوْلُهُ وَاِنْ تُرِكَ ذِكْرُ التَّقَادِيْرِ الخ -এর আলোচনা : যদি قَضِيَّةٌ -এর মধ্যে হুকুম মুকাদ্দামের সকল অবস্থার উপর হলো, নাকি কিছু অবস্থার উপর হলো ? তা উল্লেখ না থাকে তবে এরূপ قَضِيَّةٌ -কে مُهْمَلَةٌ বলা হয়। যেমন- اِنْ كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيْوَانًا (যদি যায়েদ মানুষ হয়, তবে সে প্রাণী হবে) এখানেও প্রাণী হওয়াটা মানুষের সর্বাবস্থায়, নাকি কিছু অবস্থায় এটি উল্লেখ করা হয়নি।

قَوْلُهُ فِىْ ذِكْرِ اَسْوَارِ الشَّرْطِيَّاتِ -এর আলোচনা : অত্র পরিচ্ছেদে মুসান্নিফ (র.) قَضِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ -এর سُوْر বা নমুনা বর্ণনা করেছেন। سور ঐ বিষয়কে বলা হয়, যা দ্বারা কাযিয়া হামলিয়ার مَوْضُوْع-এর اَفْرَاد -এর এবং শর্তিয়ায় مقدم -এর অবস্থার পরিমাণ বুঝানো হয়।

سُوْرُ الْمُوْجِبَةِ الْكُلِّيَّةِ -এর আলোচনা : قَضِيَّةٌ مُتَّصِلَةٌ -এর মধ্যে مُوْجِبَةٌ كُلِّيَّةٌ -এর سُوْر হলো مَتٰى، مَهْمَا ও كُلَّمَا শব্দ। যেমন- مَتٰى اَوْ مَهْمَا اَوْ كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا আর مُوْجِبَةٌ كُلِّيَّةٌ-এর سُوْر মুনফাসিলায় دَائِمًا শব্দ। যেমন- دَائِمًا اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ هٰذَا الْعَدَدُ زَوْجًا وَاِمَّا اَنْ يَكُوْنَ فَرْدًا -

سُوْرُ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ -এর আলোচনা : مُتَّصِلَةٌ ও مُنْفَصِلَةٌ উভয় কাযিয়ায় سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ -এর سُوْر হচ্ছে لَيْسَ الْبَتَّةَ মুত্তাসিলার উদাহরণ- لَيْسَ الْبَتَّةَ اِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَاللَّيْلُ مَوْجُوْدٌ আর কাযিয়া মুনফাসিলার উদাহরণ- لَيْسَ الْبَتَّةَ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ زَيْدٌ اِنْسَانًا اَوْ يَكُوْنَ حَيْوَانًا

سُوْرُ الْمُوْجِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ -এর আলোচনা : قَضِيَّةٌ مُتَّصِلَةٌ ও مُنْفَصِلَةٌ -এর মূজিবায়ে জুযয়িয়ার سُوْر হচ্ছে قَدْ يَكُوْنُ অতএব, কাযিয়া মুত্তাসিলার উদাহরণ- قَدْ يَكُوْنُ اِنْ كَانَ الشَّئُ حَيْوَانًا كَانَ اِنْسَانًا মুনফাসিলার উদাহরণ- قَدْ يَكُوْنُ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ الشَّئُ اِنْسَانًا اَوْ كَاتِبًا

وَسُوْرُ السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ الخ -এর আলোচনা : কাযিয়া মুত্তাসিলা ও মুনফাসিলায়ে সালিবা জুযয়িয়ার سُوْر হচ্ছে- قَدْ لَا يَكُوْنُ অতএব, কাযিয়া মুত্তাসিলার উদাহরণ- قَدْ لَا يَكُوْنُ اِنْ كَانَ الشَّئُ اِنْسَانًا كَانَ كَاتِبًا আর মুনফাসিলার উদাহরণ- قَدْ لَا يَكُوْنُ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ الشَّئُ اِنْسَانًا اَوْ كَاتِبًا

জ্ঞাতব্য বিষয় : কাযিয়া মুত্তাসিলা কাযিয়ায়ে শর্তিয়ার পূর্বে যদি لَوْ শব্দ অথবা اِنْ অথবা اِذَا শব্দ প্রবিষ্ট হয়, তাহলে কাযিয়া মুত্তাসিলা مُهْمَلَةٌ হয়ে যায়। যেমন- اِذَا كَانَ الشَّئُ اِنْسَانًا كَانَ حَيْوَانًا আর যখন قَضِيَّةٌ مُنْفَصِلَةٌ -এর পূর্বে اِمَّا অথবা اَوْ প্রবেশ করানো হয়, তখন কাযিয়া শর্তিয়া মুনফাসিলা মুহমালা হয়। যেমন- اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ هٰذَا الشَّئُ حَيْوَانًا اَوْ حَجَرًا

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : طَرَفَا الشَّرْطِيَّةِ اَعْنِىْ اَلْمُقَدَّمُ وَالتَّالِىْ لَا حُكْمَ فِيْهِمَا حِيْنَ كَوْنِهِمَا طَرَفَيْنِ وَبَعْدَ التَّحْلِيْلِ يُمْكِنُ اَنْ يُعْتَبَرَ فِيْهِمَا حُكْمٌ فَطَرَفَاهَا اِمَّا شَبِيْهَتَانِ بِحَمْلِيَّتَيْنِ اَوْ مُتَّصِلَتَيْنِ اَوْ مُنْفَصِلَتَيْنِ اَوْ مُخْتَلِفَتَيْنِ وَعَلَيْكَ بِاسْتِخْرَاجِ الْاَمْثِلَةِ .

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : শর্তিয়ায় দু'টি দিক অর্থাৎ মুকাদ্দাম ও তালী। কাযিয়ার দু'টি দিক থাকা অবস্থায় তাদের মধ্যে কোনো প্রকার হুকুম হয় না। তবে قَضِيَّةٌ-কে বিভক্ত করার পর তাদের মধ্যে হুকুম ধরা যেতে পারে। তার (শর্তিয়ার) দিক দু'টি– হয়তো حَمْلِيَّةٌ অথবা مُتَّصِلَةٌ, অথবা مُنْفَصِلَةٌ হওয়ার দিক হতে এক ধরনেরও হতে পারে; অথবা বিভিন্ন ধরনেরও হতে পারে। অবশিষ্ট উদাহরণগুলো বের করার দায়িত্ব তোমার উপর অর্পিত হলো।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ طَرَفَا الشَّرْطِيَّةِ শর্তের দুই দিক اَعْنِىْ অর্থাৎ اَلْمُقَدَّمُ وَالتَّالِىْ মুকাদ্দাম ও তালী لَا حُكْمَ فِيْهِمَا তাদের মধ্যে কোনো প্রকার হুকুম হয় না حِيْنَ كَوْنِهِمَا طَرَفَيْنِ কাযিয়ার দু'টি দিক থাকা অবস্থায় وَبَعْدَ التَّحْلِيْلِ তবে قَضِيَّةٌ-কে বিভক্ত করার পর يُمْكِنُ যেতে পারে اَنْ يُعْتَبَرَ فِيْهِمَا حُكْمٌ তাদের মধ্যে হুকুম ধরা فَطَرَفَا هَا তার (শর্তিয়ার) দিক দু'টি اِمَّا شَبِيْهَتَانِ হয়তো এক ধরনের হতে পারে بِحَمْلِيَّتَيْنِ - حَمْلِيَّةٌ হওয়ার দিক হতে اَوْ مُتَّصِلَتَيْنِ - مُتَّصِلَةٌ অথবা اَوْ مُنْفَصِلَتَيْنِ অথবা মুনফাসিলা اَوْ مُخْتَلِفَتَيْنِ অথবা বিভিন্ন ধরনেরও وَعَلَيْكَ আর তোমার উপর অর্পিত হলো بِاسْتِخْرَاجِ الْاَمْثِلَةِ অবশিষ্ট উদাহরণগুলো বের করার দায়িত্ব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ طَرَفَا الشَّرْطِيَّةِ الخ **-এর আলোচনা :** قَضِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ মূলত দু'টি قَضِيَّةٌ। কিন্তু قَضِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ থাকা অবস্থায় উক্ত দু'টি কাযিয়ার মধ্যে ভিন্ন কোনো হুকুম ধরা হয় না। হ্যাঁ, قَضِيَّةٌ-কে বিভক্ত করার পর ঐ দু'টি কাযিয়ার মধ্যে হুকুম ধরা যেতে পারে। شَرْطِيَّةٌ-এর পার্শ্বস্থ বাক্য দু'টি حَمْلِيَّةٌ হতে পারে, অথবা مُتَّصِلَةٌ হতে পারে, অথবা মুনফাসিলাও হতে পারে। কিংবা বিভিন্ন ধরনেরও হতে পারে। এভাবে শর্তিয়া বহু অবস্থা ধারণ করতে পারে। উদাহরণসহ অবস্থাগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো।

شَرْطِيَّةٌ مُتَّصِلَةٌ -এর অবস্থা ও উদাহরণসমূহ

اَقْسَامُ طَرَفَيِ الشَّرْطِيَّةِ **শর্তিয়ার পার্শ্বদ্বয়ের প্রকারভেদ**	اَلْاَمْثِلَةُ **উদাহরণ**
১. مُقَدَّمٌ ও تَالِىْ উভয়টি حَمْلِيَّةٌ হবে।	كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ
২. مُقَدَّمٌ ও تَالِىْ উভয়টি مُتَّصِلَةٌ হবে।	كُلَّمَا كَانَ اِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ فَكُلَّمَا لَمْ يَكُنِ الشَّمْسُ طَالِعَةً لَمْ يَكُنِ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا .
৩. مُقَدَّمٌ ও تَالِىْ উভয়টি مُنْفَصِلَةٌ হবে।	كُلَّمَا كَانَ دَائِمًا اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ هٰذَا الْعَدَدُ زَوْجًا اَوْ فَرْدًا فَدَائِمًا اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ مُنْقَسِمًا بِمُتَسَاوِيَيْنِ اَوْ غَيْرَ مُنْقَسِمٍ
৪. مُقَدَّمٌ টা حَمْلِيَّةٌ ও تَالِىْ টা مُتَّصِلَةٌ হবে।	اِنْ كَانَ طُلُوْعُ الشَّمْسِ عِلَّةً لِوُجُوْدِ النَّهَارِ فَكُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ .
৫. مُقَدَّمٌ টা مُتَّصِلَةٌ ও تَالِىْ টা حَمْلِيَّةٌ হবে।	اِنْ كَانَ كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ فَطُلُوْعُ الشَّمْسِ مَلْزُوْمٌ لِوُجُوْدِ النَّهَارِ .
৬. مُقَدَّمٌ ও تَالِىْ উভয়টি مُنْفَصِلَةٌ হবে।	اِنْ كَانَ هٰذَا عَدَدًا فَهُوَ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ زَوْجًا وَاِمَّا اَنْ يَكُوْنَ فَرْدًا .
৭. مُقَدَّمٌ টা مُنْفَصِلَةٌ ও تَالِىْ টা حَمْلِيَّةٌ হবে।	كُلَّمَا كَانَ هٰذَا اِمَّا زَوْجًا اَوْ فَرْدًا كَانَ هٰذَا عَدَدًا .

www.eelm.weebly.com

৮. مُقَدَّمْ টা مُتَّصِلَةْ ও تَالِيْ টা مُنْفَصِلَةْ হবে।	إِنْ كَانَ كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ فَدَائِمًا إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ الشَّمْسُ طَالِعَةً وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُوْنَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا ـ
৯. مُقَدَّمْ টা مُنْفَصِلَةْ ও تَالِيْ টা مُتَّصِلَةْ হবে।	كُلَّمَا كَانَ دَائِمًا إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ الشَّمْسُ طَالِعَةً وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُوْنَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا فَكُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ ـ

شَرْطِيَّةْ مُنْفَصِلَةْ-এর অবস্থা ও উদাহরণসমূহ

أَقْسَامُ طَرَفَيِ الْمُنْفَصِلَةِ مُنْفَصِلَةْ-এর পার্শ্বদ্বয়ের প্রকারভেদ	اَلْأَمْثِلَةُ উদাহরণ
১. مُقَدَّمْ ও تَالِيْ উভয়টি حَمْلِيَّةْ হবে।	دَائِمًا إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ هٰذَا الْعَدَدُ زَوْجًا وَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ فَرْدًا ـ
২. مُقَدَّمْ ও تَالِيْ উভয়টি مُتَّصِلَةْ হবে।	دَائِمًا إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ إِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ وَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً لَمْ يَكُنِ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا ـ
৩. مُقَدَّمْ ও تَالِيْ উভয়টি مُنْفَصِلَةْ হবে।	دَائِمًا إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ هٰذَا الْعَدَدُ زَوْجًا وَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ فَرْدًا وَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ هٰذَا الْعَدَدُ لَا زَوْجًا أَوْ يَكُوْنَ لَا فَرْدًا ـ
৪. একটি حَمْلِيَّةْ ও অপরটি مُتَّصِلَةْ হবে।	دَائِمًا إِمَّا أَنْ لَا يَكُوْنَ طُلُوْعُ الشَّمْسِ عِلَّةً لِوُجُوْدِ النَّهَارِ وَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا ـ
৫. একটি حَمْلِيَّةْ ও অপরটি مُنْفَصِلَةْ হবে।	دَائِمًا إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ هٰذَا الشَّيْءُ لَيْسَ عَدَدًا وَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ إِمَّا زَوْجًا أَوْ فَرْدًا ـ
৬. একটি مُتَّصِلَةْ ও অপরটি مُنْفَصِلَةْ হবে।	دَائِمًا إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ وَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ الشَّمْسُ طَالِعَةً وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُوْنَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا ـ

বিশেষ দ্রষ্টব্য : مُتَّصِلَةْ-এ সর্বমোট নয়টি ও مُنْفَصِلَةْ-এ সর্বমোট ছয়টি قَضِيَّةْ-এর সৃষ্টি হচ্ছে। যেহেতু مُتَّصِلَةْ এর মুকাদ্দামকে তালী ও তালীকে মুকাদ্দাম করাতে নতুন অর্থের সৃষ্টি হয়, তাই তাতে অতিরিক্ত তিনটি কাযিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আর মুনফাসিলায় যেহেতু মুকাদ্দামকে তালী ও তালীকে মুকাদ্দাম করাতে নতুন কোনো অর্থের সৃষ্টি হয় না, তাই মুনফাসিলায় মুত্তাসিলার তুলনায় তিনটি কাযিয়া কম হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : وَاِذَا قَدْ فَرَغْنَا عَنْ بَيَانِ الْقَضَايَا وَ ذِكْرِ اَقْسَامِهَا الْاَوَّلِيَّةَ وَالثَّانَوِيَّةَ فَحَانَ لَنَا اَنْ نَذْكُرَ شَيْئًا مِنْ اَحْكَامِهَا فَنَقُوْلُ مِنْ اَحْكَامِهَا التَّنَاقُضُ وَالْعُكُوْسُ فَلْنَعْقِدْ لِبَيَانِهَا فُصُوْلًا وَنَذْكُرُ فِيْهَا اُصُوْلًا ـ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : আর আমরা যখন কাযিয়াসমূহের বর্ণনা এবং তাদের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণের প্রকারভেদ আলোচনা করে অবকাশপ্রাপ্ত হয়েছি। এখন সময় এসেছে কাযিয়ার কিছু আহকাম বর্ণনা করার। তাই আমরা বলছি যে, কাযিয়ার আহকামসমূহের মধ্যে রয়েছে تَنَاقُضْ ও عُكُوْس, তাই, তার বিধানসমূহ বর্ণনা করার জন্য কতিপয় পরিচ্ছেদ বর্ণনা করবো। আর আমরা তাতে মূলনীতিসমূহ আলোচনা করবো।

فَصْلٌ : اَلتَّنَاقُضُ هُوَ اِخْتِلَافُ الْقَضِيَّتَيْنِ بِالْاِيْجَابِ وَالسَّلْبِ بِحَيْثُ يَقْتَضِيْ لِذَاتِهِ صِدْقَ اَحَدِهِمَا كِذْبَ الْاُخْرٰى اَوْ بِالْعَكْسِ كَقَوْلِنَا زَيْدٌ قَائِمٌ وَ زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ وَشُرِطَ لِتَحَقُّقِ التَّنَاقُضِ بَيْنَ الْقَضِيَّتَيْنِ الْمَخْصُوْصَتَيْنِ وَحْدَاتٌ ثَمَانِيَةٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ بِدُوْنِهَا وَحْدَةُ الْمَوْضُوْعِ وَحْدَةُ الْمَحْمُوْلِ وَحْدَةُ الْمَكَانِ وَحْدَةُ الْقُوَّةِ وَالْفِعْلِ وَحْدَةُ الزَّمَانِ وَحْدَةُ الشَّرْطِ وَحْدَةُ الْجُزْءِ وَالْكُلِّ وَحْدَةُ الْاِضَافَةِ وَقَدِ اجْتَمَعَتْ فِيْ هٰذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ ـ (بَيْتٌ)

در تناقض ہشت وحدت شرط داں *
وحدت موضوع ومحمول ومكاں
وحدت شرط و اضافت جز و كل *
قوت وفعل است در آخر زماں

পরিচ্ছেদ : تَنَاقُضْ হচ্ছে দু'টি কাযিয়া ঈজাব ও সলব হওয়ার দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী হওয়া, যার ফলে জাতিগতভাবে তন্মধ্য হতে একটি صِدْق হলে অপরটি كِذْب হয়, অথবা এর বিপরীত হয়। যেমন– আমাদের উক্তি زَيْدٌ قَائِمٌ [যায়েদ দণ্ডায়মান] ও زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ [যায়েদ দণ্ডায়মান নয়।]

আর দু'টি বিশেষ কাযিয়ার মধ্যে تَنَاقُضْ নিশ্চিতভাবে হওয়ার জন্য আটটি বিষয়ের একাত্মতা শর্ত করা হয়েছে। অতএব, এদের ব্যতীত تَنَاقُضْ নিশ্চিতভাবে করা যাবে না। ১. وَحْدَتْ مَوْضُوْع [বিষয়বস্তু এক হওয়া]। ২. وَحْدَتْ مَحْمُوْل (মাহমূল এক হওয়া) ৩. وَحْدَتْ مَكَان [স্থান এক হওয়া]। ৪. وَحْدَتْ قُوَّت وَفِعْل [শক্তি ও কার্য এক হওয়া]। ৫. وَحْدَتْ زَمَان [কাল এক হওয়া]। ৬. وَحْدَتْ شَرْط [শর্ত এক হওয়া]। ৭. وَحْدَتْ جُزْء وَكُلّ [পূর্ণ ও আংশিক ক্ষেত্রে এক হওয়া]। ৮. وَحْدَتْ اِضَافَتْ [সম্বন্ধ এক হওয়া]। এ [নিম্নে বর্ণিত] পঙ্‌ক্তি দু'টিতে উক্ত আটটি বিষয়ের বর্ণনা করা হলো। **কবিতা [অনুবাদ] :** তানাকুযের মধ্যে আটটি বিষয়ের এক হওয়া শর্ত, তা জেনে রাখো! মাওযূ' মাহমূল ও স্থান এক হওয়া, শর্ত, সম্বন্ধ, আংশিক ও পূর্ণ হিসেবে এক হওয়া, শক্তি ও কার্য এক হওয়া, অবশেষে কালও এক হওয়া।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ وَاِذَا قَدْ فَرَغْنَا আর আমরা যখন অবকাশপ্রাপ্ত হয়েছি عَنْ بَيَانِ বর্ণনা করে الْقَضَايَا কাযিয়াসমূহের وَ ذِكْرِ اَقْسَامِهَا এবং তাদের প্রকারভেদ আলোচনা করে الْاَوَّلِيَّةِ وَالثَّانَوِيَّةِ প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণের فَحَانَ لَنَا এখন আমাদের সময় এসেছে اَنْ نَذْكُرَ شَيْئًا কিছু বর্ণনা করার مِنْ اَحْكَامِهَا কাযিয়ার আহকাম فَنَقُوْلُ তাই আমরা বলছি যে, مِنْ اَحْكَامِهَا কাযিয়ার আহকামসমূহের মধ্যে রয়েছে اَلتَّنَاقُضُ وَالْعُكُوْسُ - تَنَاقُضْ ও عُكُوْس - فَلْنَعْقِدْ তাই বর্ণনা করবো لِبَيَانِهَا তার বিধানসমূহ বর্ণনা করার জন্য فُصُوْلًا কতিপয় পরিচ্ছেদ وَنَذْكُرُ فِيْهَا আর আমরা তাতে আলোচনা করবো اُصُوْلًا মূলনীতিসমূহ فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلتَّنَاقُضُ - تَنَاقُضْ হচ্ছে هُوَ اِخْتِلَافُ পরস্পর বিরোধী হওয়া الْقَضِيَّتَيْنِ দু'টি কাযিয়া بِالْاِيْجَابِ وَالسَّلْبِ ঈজাব ও সলব হওয়ার দিক দিয়ে بِحَيْثُ যার ফলে يَقْتَضِيْ لِذَاتِهِ জাতিগতভাবে হয় صِدْقَ اَحَدِهِمَا তন্মধ্য হতে একটি

www.eelm.weebly.com

صِدْق হলে كِذْبَ الْأُخْرٰى অপরটি كِذْب - أَوْ بِالْعَكْسِ অথবা এর বিপরীত হয় كَقَوْلِنَا যেমন– আমাদের উক্তি زَيْدٌ قَائِمٌ যায়েদ দণ্ডায়মান ও زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ ও যায়েদ দণ্ডায়মান নয় وَشُرِطَ আর শর্ত করা হয়েছে لِتَحَقُّقِ التَّنَاقُضِ - تَنَاقُض নিশ্চিতভাবে হওয়ার জন্য بَيْنَ الْقَضِيَّتَيْنِ الْمَخْصُوْصَتَيْنِ দু'টি বিশেষ কাযিয়ার মধ্যে وَحَدَاتٌ ثَمَانِيَةٌ আটটি বিষয়ের একাত্মতা فَلَا يَتَحَقَّقُ অতএব تَنَاقُض নিশ্চিতভাবে করা যাবে না بِدُوْنِهَا এদের ব্যতীত وَحْدَةُ الْمَوْضُوْعِ ১. বিষয়বস্তু এক হওয়া وَحْدَةُ الْمَحْمُوْلِ ২. মাহমূল এক হওয়া وَحْدَةُ الْمَكَانِ ৩. স্থান এক হওয়া وَحْدَةُ الْقُوَّةِ وَالْفِعْلِ ৪. শক্তি ও কার্য এক হওয়া وَحْدَةُ الزَّمَانِ ৫. কাল এক হওয়া وَحْدَةُ الشَّرْطِ ৬. শর্ত এক হওয়া وَحْدَةُ الْجُزْءِ وَالْكُلِّ ৭. পূর্ণ ও আংশিক ক্ষেত্রে এক হওয়া وَحْدَةُ الْاِضَافَةِ ৮. সম্বন্ধ এক হওয়া وَقَدْ اُجْتُمِعَتْ উক্ত আটটি বিষয়ের বর্ণনা করা হলো فِيْ هٰذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ এ (নিম্নে বর্ণিত) পঙক্তি দু'টিতে بيت কবিতা در تناقص তানাকুযের মধ্যে هشت وحدت আট বিষয়ের এক হওয়া شرط دان শর্ত, তা জেনে রাখো وحدت موضوع মাওযূ' এক হওয়া ومحمول ومكان মাহমূল ও স্থান এক হওয়া وحدت شرط শর্ত এক হওয়া واضافت সম্বন্ধ এক হওয়া جز وكل আংশিক ও পূর্ণ হিসেবে এক হওয়া قوت وفعل است শক্তি ও কার্য এক হওয়া درآخر زمان অবশেষে কালও এক হওয়া।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلتَّنَاقُضُ هُوَ اِخْتِلَافُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে গ্রন্থকার দু'টি কাযিয়ার মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি হওয়ার কথা আলোচনা করেছেন। যদি দু'টি قَضِيَّةٌ এমন হয় যে, একটি ইতিবাচক ও অপরটি নেতিবাচক এবং কাযিয়াদ্বয়ের জাতিগত চাহিদা হলো একটি সত্য ও অপরটি মিথ্যা, তবে কাযিয়াদ্বয়ের এরূপ সৃষ্ট পার্থক্যকে تَنَاقُضْ বলা হয়। নিম্নে تَنَاقُضْ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

تَنَاقُضْ-এর আভিধানিক অর্থ : تَنَاقُضْ শব্দটি বাবে تَفَاعُلْ-এর মাসদার। نَقْضْ মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ– ১. اَلتَّخَالُفُ বা পরস্পর মতভেদ করা, ২. اَلتَّدَافُعُ বা পরস্পর বিরোধী হওয়া বা পরিহার করা, ৩. অট্টালিকা বা প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলা, ৪. اَلضِّدُّ বা বিপরীত।

تَنَاقُضْ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. মিরকাত প্রণেতা বলেন–

هُوَ اِخْتِلَافُ الْقَضِيَّتَيْنِ بِالْاِيْجَابِ وَالسَّلْبِ يَقْتَضِيْ لِذَاتِهٖ صِدْقَ اَحَدِهِمَا كِذْبَ الْاُخْرٰى اَوْ بِالْعَكْسِ .

অর্থাৎ ঈজাব ও সলব হওয়ার দিক থেকে দু'টি قَضِيَّةٌ পরস্পর বিরোধী হওয়া, যার ফলে জাতিগতভাবে একটি সত্য হলে অপরটি মিথ্যা হওয়ার কামনা করে, অথবা এর বিপরীত হবে।

২. কুতবী গ্রন্থকার বলেন–

اِخْتِلَافُ الْقَضِيَّتَيْنِ بِالْاِيْجَابِ وَالسَّلْبِ بِحَيْثُ يَقْتَضِيْ لِذَاتِهٖ اَنْ يَكُوْنَ اَحَدُهُمَا صَادِقَةً وَالْاُخْرٰى كَاذِبَةً .

৩. শরহে তাহযীব গ্রন্থে বলা হয়েছে– هُوَ اِخْتِلَافُ الْقَضِيَّتَيْنِ بِحَيْثُ يَلْزَمُ لِذَاتِهٖ مِنْ صِدْقِ كُلٍّ كِذْبُ الْاُخْرٰى اَوْ بِالْعَكْسِ

উদাহরণ : زَيْدٌ قَائِمٌ ও زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ এ দু'টি বাক্যে تَنَاقُضْ বা বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। কেননা, 'যায়েদ দণ্ডায়মান' বাক্যটি সত্য হলে 'যায়েদ দণ্ডায়মান নয়' একে অবশ্যই মিথ্যা বলতে হবে। কারণ, একই ব্যক্তির পক্ষে কিয়াস ও গায়রে কিয়াস উভয়টি একত্রে হওয়া কখনো সম্ভব নয়।

يَقْتَضِيْ لِذَاتِهٖ দ্বারা উদ্দেশ্য : দু'টি বাক্যে যে বৈপরীত্য থাকবে তার জাতিগত দাবি হচ্ছে, একটি বাক্য সত্য হলে অপরটি মিথ্যা হওয়া, এটা অন্য কোনো সাময়িক কারণে নয়। যেমন– زَيْدٌ اِنْسَانٌ ও زَيْدٌ لَيْسَ بِنَاطِقٍ এ দু'টি বাক্যে যে বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে, তার স্বজাতগত দাবির দরুন একটি বাক্য সত্য হলে অপরটি মিথ্যা হওয়া আবশ্যক হয় না; বরং অন্য কারণে হয়, আর তা হলো زَيْدٌ لَيْسَ بِنَاطِقٍ বাক্যটি زَيْدٌ لَيْسَ بِاِنْسَانٍ-এর সাদৃশ্য।

قَوْلُهُ وَشُرِطَ لِتَحَقُّقِ التَّنَاقُضِ الخ -এর আলোচনা : দু'টি কাযিয়ায় পরস্পর تَنَاقُضْ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য আটটি বিষয়ের একাত্মতা শর্ত। অর্থাৎ উভয় বাক্যে উক্ত আটটি বিষয় এক হতে হবে। সেই আটটি বিষয় হলো– ১. وَحْدَةُ مَوْضُوْعٍ (বিষয়বস্তু এক হওয়া), ২. وَحْدَةُ مَحْمُوْلٍ (মাহমূল এক হওয়া), ৩. وَحْدَتُ مَكَانٍ (স্থান এক হওয়া), ৪. وَحْدَةُ قُوَّةٍ وَفِعْلٍ (শক্তি ও কার্য এক হওয়া), ৫. وَحْدَةُ زَمَانٍ (কাল এক হওয়া), ৬. وَحْدَةُ شَرْطٍ (শর্ত এক হওয়া), ৭. وَحْدَةُ جُزْءٍ وَكُلٍّ (পূর্ণ ও আংশিক ক্ষেত্রে এক হওয়া) ও ৮. وَحْدَةُ اِضَافَتٍ (সম্বন্ধ এক হওয়া)।

www.eelm.weebly.com

فَاِذَا اخْتَلَفَتَا فِيْهَا لَمْ تَتَنَاقَضَا نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ وَعَمْرٌو لَيْسَ بِقَائِمٍ وَ زَيْدٌ قَاعِدٌ وَ زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ وَ زَيْدٌ مَوْجُوْدٌ اَىْ فِى الدَّارِ وَ زَيْدٌ لَيْسَ بِمَوْجُوْدٍ اَىْ فِى السُّوْقِ وَ زَيْدٌ نَائِمٌ اَىْ فِى اللَّيْلِ وَ زَيْدٌ لَيْسَ بِنَائِمٍ اَىْ فِى النَّهَارِ وَ زَيْدٌ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ اَىْ بِشَرْطِ كَوْنِهٖ كَاتِبًا وَ زَيْدٌ لَيْسَ بِمُتَحَرِّكِ الْاَصَابِعِ اَىْ بِشَرْطِ كَوْنِهٖ غَيْرَ كَاتِبٍ وَالْخَمْرُ فِى الدَّنِّ مُسْكِرٌ اَىْ بِالْقُوَّةِ وَالْخَمْرُ لَيْسَ بِمُسْكِرٍ فِى الدَّنِّ اَىْ بِالْفِعْلِ وَالزَّنْجِىُّ اَسْوَدُ اَىْ كُلُّهٗ وَالزَّنْجِىُّ لَيْسَ بِاَسْوَدَ اَىْ جُزْءُهٗ اَعْنِىْ اَسْنَانَهٗ وَ زَيْدٌ اَبٌ اَىْ لِبَكْرٍ وَ زَيْدٌ لَيْسَ بِاَبٍ اَىْ لِخَالِدٍ وَبَعْضُهُمْ اِكْتَفَوْا بِوَحْدَتَيْنِ اَىْ وَحْدَةَ الْمَوْضُوْعِ وَالْمَحْمُوْلِ لِانْدِرَاجِ الْبَوَاقِىْ فِيْهِمَا وَبَعْضُهُمْ قَنَعُوْا بِوَحْدَةِ النِّسْبَةِ فَقَطْ لِاَنَّ وَحْدَتَهَا مُسْتَلْزِمَةٌ بِجَمِيْعِ الْوَحْدَاتِ –

সরল অনুবাদ : অতএব, যখন দু'টি বাক্য উল্লিখিত বিষয়ে একটি অপরটির বিপরীত হবে, তখন تَنَاقُضْ হবে না। যেমন– زَيْدٌ قَائِمٌ (যায়েদ দণ্ডায়মান) ও عَمْرٌو لَيْسَ بِقَائِمٍ (আমর দণ্ডায়মান নয়)। زَيْدٌ قَاعِدٌ (যায়েদ বসা) ও زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ (যায়েদ দাঁড়ানো নয়)। زَيْدٌ مَوْجُوْدٌ فِى الدَّارِ (যায়েদ ঘরে বিদ্যমান) ও زَيْدٌ لَيْسَ بِمَوْجُوْدٍ فِى السُّوْقِ (যায়েদ বাজারে উপস্থিত নয়)। زَيْدٌ نَائِمٌ اَىْ فِى اللَّيْلِ (যায়েদ রাত্রে নিদ্রিত) ও زَيْدٌ لَيْسَ بِنَائِمٍ اَىْ فِى النَّهَارِ (যায়েদ দিনের বেলায় নিদ্রিত নয়)। زَيْدٌ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ بِشَرْطِ كَوْنِهٖ كَاتِبًا (যায়েদের অঙ্গুলি সঞ্চালিত এ শর্তে যে, সে লেখক) ও زَيْدٌ لَيْسَ بِمُتَحَرِّكِ الْاَصَابِعِ اَىْ بِشَرْطِ كَوْنِهٖ غَيْرَ كَاتِبٍ (যায়েদের অঙ্গুলি সঞ্চালিত নয় ; এ শর্তে যে, সে লেখক নয়)। اَلْخَمْرُ فِى الدَّنِّ مُسْكِرٌ اَىْ بِالْقُوَّةِ (শরাব পাত্রে নেশাযুক্ত অর্থাৎ তাতে নেশার যোগ্যতা রয়েছে) ও اَلْخَمْرُ لَيْسَ بِمُسْكِرٍ فِى الدَّنِّ اَىْ بِالْفِعْلِ (শরাব পাত্রে বর্তমানে নেশাযুক্ত নয়) اَلزَّنْجِىُّ اَسْوَدُ اَىْ كُلُّهٗ (হাবশীর সকল অঙ্গ কালো) اَلزَّنْجِىُّ لَيْسَ بِاَسْوَدَ اَىْ جُزْئُهٗ (হাবশীর কিছু অঙ্গ কালো নয়) অর্থাৎ দাঁত কালো নয়। زَيْدٌ اَبٌ اَىْ لِبَكْرٍ (যায়েদ বকরের পিতা) ও زَيْدٌ لَيْسَ بِاَبٍ اَىْ لِخَالِدٍ (যায়েদ খালেদের পিতা নয়)।

আর কেউ কেউ দু'টি অর্থাৎ وَحْدَةُ مَوْضُوْعٍ ও وَحْدَةُ مَحْمُوْلٍ বর্ণনা করেই ক্ষান্ত করেছেন। কেননা অন্যান্যগুলো এ দু'টিরই অন্তর্ভুক্ত। আর কেউ কেউ ওহ্‌দাতে নিসবত বর্ণনা করেই শেষ করেছেন। কারণ ওহ্‌দাতে নিসবতের জন্য অন্যান্য ওহ্‌দাতগুলো আবশ্যক।

শাব্দিক অনুবাদ : فَاِذَا اخْتَلَفَتَا অতএব যখন দু'টি বাক্য একটি অপরটির বিপরীত হবে فِيْهَا উল্লিখিত বিষয়ে لَمْ تَتَنَاقَضَا তখন تَنَاقُضْ হবে না نَحْوُ যেমন– زَيْدٌ قَائِمٌ যায়েদ দণ্ডায়মান وَعَمْرٌو لَيْسَ بِقَائِمٍ ও আমর দণ্ডায়মান নয় وَ زَيْدٌ قَاعِدٌ যায়েদ বসা وَ زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ ও যায়েদ দাঁড়ানো নয় وَ زَيْدٌ مَوْجُوْدٌ যায়েদ বিদ্যমান اَىْ فِى الدَّارِ অর্থাৎ ঘরে وَ زَيْدٌ لَيْسَ بِمَوْجُوْدٍ ও যায়েদ উপস্থিত নয় اَىْ فِى السُّوْقِ অর্থাৎ বাজারে وَزَيْدٌ نَائِمٌ যায়েদ নিদ্রিত اَىْ فِى اللَّيْلِ অর্থাৎ রাত্রে وَ زَيْدٌ لَيْسَ بِنَائِمٍ ও যায়েদ নিদ্রিত নয় اَىْ فِى النَّهَارِ অর্থাৎ দিনের বেলায় وَ زَيْدٌ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ যায়েদের আঙ্গুলি সঞ্চালিত اَىْ بِشَرْطِ كَوْنِهٖ كَاتِبًا এ শর্তে যে, সে লেখক وَ زَيْدٌ لَيْسَ بِمُتَحَرِّكِ الْاَصَابِعِ ও যায়েদের আঙ্গুলি সঞ্চালিত নয় اَىْ بِشَرْطِ كَوْنِهٖ غَيْرَ كَاتِبٍ এ শর্তে যে, সে

www.eelm.weebly.com

লেখক নয় وَالْخَمْرُ لَيْسَ بِمُسْكِرٍ শরাব পাত্রে নেশা যুক্ত وَالْخَمْرُ فِى الدَّنِّ مُسْكِرٌ অর্থাৎ তাতে নেশার যোগ্যতা রয়েছে اَىْ بِالْقُوَّةِ ও শরাব নেশাযুক্ত নয় فِى الدَّنِّ পাত্রে اَىْ بِالْفِعْلِ অর্থাৎ বর্তমানে وَالزِّنْجِىُّ اَسْوَدُ হাবশী কালো اَىْ كُلُّهُ অর্থাৎ সকল অঙ্গ وَالزِّنْجِىُّ اَىْ لِبَكْرٍ ও হাবশী কালো নয় اَىْ جُزْءُهُ তথা তার কিছু অঙ্গ اَعْنِىْ অর্থাৎ اَسْنَانَهُ দাঁত কালো নয় وَ زَيْدٌ اَبٌ যায়েদ পিতা لَيْسَ بِاَسْوَدَ অর্থাৎ বকরের وَ زَيْدٌ لَيْسَ بِاَبٍ ও যায়েদ পিতা নয় اَىْ لِخَالِدٍ অর্থাৎ খালিদের وَبَعْضُهُمْ আর কেউ কেউ اِكْتَفُوْا ক্ষান্ত করেছেন بِوَحْدَتَيْنِ দু'টি وَحْدَةٌ বর্ণনা করেই اَىْ وَحْدَةُ الْمَوْضُوْعِ وَالْمَحْمُوْلِ অর্থাৎ ওয়াহদাতে মাওযূ' ও মাহমূল لِاِنْدِرَاجِ الْبَوَاقِىْ কেননা, অন্যান্যগুলো অন্তর্ভুক্ত فِيْهِمَا এ দু'টিরই وَبَعْضُهُمْ আর কেউ কেউ قَنَعُوْا বর্ণনা করেই শেষ করেছেন بِوَحْدَةِ النِّسْبَةِ ওয়াহ্দাতে নিসবত فَقَطْ শুধুমাত্র لِاَنَّ وَحْدَتَهَا কারণ, ওয়াহদাতে নিসবতের জন্য مُسْتَلْزِمَةٌ আবশ্যক بِجَمِيْعِ الْوَحْدَاتِ অন্যান্য ওয়াহদাতগুলো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ زَيْدٌ قَائِمٌ وَ عَمْرٌو لَيْسَ بِقَائِمٍ الخ -এর আলোচনা : উদাহরণটিতে وَحْدَتِ مَوْضُوْعِ -এর শর্ত পূর্ণ না হওয়ার কারণে تَنَاقُضْ হয়নি। কারণ, প্রথমটিতে মাওযূ' زَيْدٌ আর দ্বিতীয়টিতে মাওযূ' عَمْرٌو।

قَوْلُهُ زَيْدٌ قَاعِدٌ الخ -এর আলোচনা : এ উদাহরণটিতে وَحْدَتِ مَحْمُوْلٌ -এর শর্ত পূর্ণ না হওয়ার কারণে تَنَاقُضْ হয়নি। কারণ, প্রথম বাক্যে মাহমূল قَاعِدٌ ও দ্বিতীয় বাক্যে মাহমূল قَائِمٌ।

قَوْلُهُ زَيْدٌ مَوْجُوْدٌ اَىْ فِى الدَّارِ الخ -এর আলোচনা : এ উদাহরণটিতে وَحْدَتِ مَكَانْ -এর শর্ত পূর্ণ না হওয়ার কারণে تَنَاقُضْ হয়নি। কারণ প্রথমটির মাকান اَلدَّارُ আর দ্বিতীয়টির মাকান (স্থান) اَلسُّوْقُ।

قَوْلُهُ زَيْدٌ نَائِمٌ اَىْ فِى اللَّيْلِ الخ -এর আলোচনা : এ উদাহরণটিতে وَحْدَتِ زَمَانْ -এর শর্ত পূর্ণ না হওয়ার কারণে تَنَاقُضْ হয় নি। কেননা, প্রথম বাক্যে যমান (কাল) রাত্র, আর দ্বিতীয় বাক্যে যমান (কাল) দিন।

قَوْلُهُ زَيْدٌ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ بِشَرْطِ الخ -এর আলোচনা : এ উদাহরণটিতে وَحْدَتِ شَرْطْ-এর শর্ত পূর্ণ না হওয়ার কারণে تَنَاقُضْ হয়নি। কারণ, প্রথম বাক্যে শর্ত كَوْنُهُ كَاتِبًا 'লেখক হওয়া' আর দ্বিতীয় বাক্যে শর্ত كَوْنُهُ غَيْرَ كَاتِبٍ 'লেখক ছাড়া অন্য কিছু হওয়া।'

قَوْلُهُ اَلْخَمْرُ فِى الدَّنِّ مُسْكِرٌ الخ -এর আলোচনা : এ উদাহরণটিতে وَحْدَتِ قُوَّتْ وَفِعْلْ-এর শর্ত পূর্ণ না হওয়ার কারণে تَنَاقُضْ হয়নি। কারণ, প্রথম বাক্যে হুকুম আরোপ করা হয়েছে بِالْقُوَّةِ -এর আর দ্বিতীয়টিতে হুকুম আরোপ করা হয়েছে بِالْفِعْلِ -এর।

قَوْلُهُ اَلزِّنْجِىُّ اَسْوَدُ اَىْ كُلُّهُ الخ -এর আলোচনা : এখানে وَحْدَتِ جُزْء وَكُلْ -এর শর্ত পূর্ণ না হওয়ার কারণে تَنَاقُضْ হয়নি। কারণ, প্রথম বাক্যটিতে اَسْوَدُ -এর হুকুম আরোপ করা হয়েছে কুল হিসেবে, আর দ্বিতীয়টিতে তার নফী করা হয়েছে جُزْء হিসেবে। হাবশী কালো অর্থ তার সকল অঙ্গ কালো, আর হাবশী কালো নয় অর্থ তার কিছু অঙ্গ কালো নয়। কারণ, হাবশীর দাঁত সাদা।

قَوْلُهُ زَيْدٌ اَبٌ لِبَكْرٍ الخ -এর আলোচনা : এ উদাহরণটিতে وَحْدَتِ اِضَافَتْ -এর শর্ত পূর্ণ না হওয়ার কারণে تَنَاقُضْ হয়নি। কারণ, প্রথম বাক্যটিতে اُبُوَّةٌ -এর اِضَافَتْ বকরের দিকে, আর দ্বিতীয়টিতে اُبُوَّةٌ -এর اِضَافَتْ খালেদের দিকে।

قَوْلُهُ وَبَعْضُهُمْ قَنَعُوْا بِوَحْدَةِ النِّسْبَةِ الخ -এর আলোচনা : কতিপয় মানতিকী যাদের মধ্যে ফারাবীও রয়েছেন, তানাকুযের জন্য কেবল একটি শর্ত বর্ণনা করছেন। তা হচ্ছে وَحْدَتِ نِسْبَةْ। কারণ, যে কোনো একটি ওয়াহ্দাত না হলে وَحْدَتِ نِسْبَةْ হবে না। যেমন- زَيْدٌ قَائِمٌ فِى الدَّارِ ও زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ فِى السُّوْقِ এ দু'টি বাক্যের মধ্যে নিসবত এক, এ কথা বলা যাবে না। কারণ, প্রথমটির নিসবত فِى الدَّارِ-এর সাথে সম্পৃক্ত, আর দ্বিতীয়টির নিসবত فِى السُّوْقِ -এর সাথে সম্পৃক্ত। অতএব, বুঝা গেল যে, সমস্ত ওয়াহদাতই وَحْدَتِ نِسْبَةْ -এর অন্তর্ভুক্ত।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : لَابُدَّ فِى التَّنَاقُضِ فِى الْمَحْصُوْرَتَيْنِ مِنْ كَوْنِ الْقَضِيَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ فِى الْكَمِّ اَعْنِى الْكُلِّيَّةَ وَالْجُزْئِيَّةَ فَاِذَا كَانَ اَحَدُهُمَا كُلِّيَّةً تَكُوْنُ الْاُخْرٰى جُزْئِيَّةً لِاَنَّ الْكُلِّيَّتَيْنِ قَدْ تُكَذَّبَانِ كَمَا تَقُوْلُ كُلُّ حَيَوَانٍ اِنْسَانٌ وَلَا شَيْئَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِاِنْسَانٍ وَالْجُزْئِيَّتَيْنِ قَدْ تُصَدَّقَانِ كَقَوْلِكَ بَعْضُ الْحَيَوَانِ اِنْسَانٌ وَبَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِاِنْسَانٍ وَيَكُوْنُ ذٰلِكَ فِى كُلِّ مَادَّةٍ يَكُوْنُ الْمَوْضُوْعُ اَعَمَّ فِيْهَا وَلَابُدَّ فِى تَنَاقُضِ الْقَضَايَا الْمُوَجَّهَةِ مِنَ الْاِخْتِلَافِ فِى الْجِهَةِ فَنَقِيْضُ الضَّرُوْرِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ الْمُمْكِنَةُ الْعَامَّةُ وَنَقِيْضُ الدَّائِمَةِ الْمُطْلَقَةِ الْعَامَّةُ وَنَقِيْضُ الْمَشْرُوْطَةِ الْعَامَّةِ الْحِيْنِيَّةُ الْمُمْكِنَةُ وَنَقِيْضُ الْعُرْفِيَّةِ الْعَامَّةِ الْحِيْنِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ وَهٰذَا فِى الْبَسَائِطِ الْمُوَجَّهَةِ وَنَقَائِضُ الْمُرَكَّبَاتِ مِنْهَا مَفْهُوْمٌ مَرْدُوْدٌ بَيْنَ نَقِيْضَىْ بَسَائِطِهَا وَالتَّفْصِيْلُ يُطْلَبُ مِنْ مُطَوَّلَاتِ الْفَنِّ ـ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : দু'টি قَضِيَّةٌ مَحْصُوْرَةٌ-এর মধ্যে تَنَاقُضٌ হওয়ার জন্য قَضِيَّةٌ দ্বয় فِى الْكَمِّ (সংখ্যার) অর্থাৎ كُلِّىٌّ ও جُزْئِىٌّ হওয়ার দিক দিয়ে বিভিন্ন হওয়া অপরিহার্য। অতএব, যখন قَضِيَّةٌ দ্বয়ের মধ্যে একটি كُلِّىٌّ হবে, অপরটি جُزْئِىٌّ হবে। কেননা, (উল্লিখিত) দু'টি كُلِّىٌّ কখনো কখনো অসত্য হয়। যেমন- كُلُّ حَيَوَانٍ اِنْسَانٌ (প্রত্যেক প্রাণী মানুষ) ও وَلَيْسَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِاِنْسَانٍ (কোনো প্রাণীই মানুষ নয়)। আর দু'টি جُزْئِىٌّ কখনো কখনো সত্য হয়ে থাকে। যেমন- তোমার উক্তি بَعْضُ الْحَيَوَانِ اِنْسَانٌ (কতক প্রাণী মানুষ) ও بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِاِنْسَانٍ (কতক প্রাণী মানুষ নয়)। আর তা প্রত্যেক ঐ উদাহরণে হবে, যাতে মাওযূ' (مَوْضُوْع) ব্যাপক হয়। আর اَلْقَضِيَّةُ مُوَجَّهَةٌ-এর তানাকুয হওয়ার জন্য জিহাত বিভিন্ন হওয়া আবশ্যক। সুতরাং ضَرُوْرِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ-এর নকীয مُمْكِنَةٌ عَامَّةٌ ـ دَائِمَةٌ مُطْلَقَةٌ-এর নকীয مُطْلَقَةٌ عَامَّةٌ আর مَشْرُوْطَةٌ عَامَّةٌ-এর নকীয حِيْنِيَةٌ مُمْكِنَةٌ এবং عُرْفِيَةٌ عَامَّةٌ-এর নকীয حِيْنِيَةٌ مُطْلَقَةٌ হবে। আর তা হলো مُوَجَّهَةٌ بَسِيْطَةٌ-এর ক্ষেত্রে। আর مُوَجَّهَةٌ مُرَكَّبَةٌ-এর নকীয তার বসীতার নকীযদ্বয়ের مَفْهُوْمٌ مَرْدُوْدٌ (অনিশ্চিতমূলকভাবে প্রকাশিত) বিস্তারিত বর্ণনা এ বিষয়ের বড় বড় গ্রন্থসমূহ হতে অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ لَابُدَّ فِى التَّنَاقُضِ - تَنَاقُضٌ হওয়ার জন্য অপরিহার্য فِى الْمَحْصُوْرَتَيْنِ দু'টি قَضِيَّةٌ مَحْصُوْرَةٌ-এর মধ্যে مِنْ كَوْنِ الْقَضِيَّتَيْنِ - قَضِيَّةٌ দ্বয় হওয়া مُخْتَلِفَتَيْنِ বিভিন্ন فِى حُكْمِ الْكَمِّ সংখ্যার হুকুমে اَعْنِىْ অর্থাৎ اَلْكُلِّيَّةُ وَالْجُزْئِيَّةُ - كُلِّىٌّ ও جُزْئِىٌّ হওয়ার দিক দিয়ে فَاِذَا كَانَ অতএব যখন হবে اَحَدُهُمَا কাযিয়াদ্বয়ের মধ্যে একটি كُلِّيَّةً কুল্লী تَكُوْنُ الْاُخْرٰى অপরটি হবে جُزْئِيَّةً জুযয়ী لِاَنَّ الْكُلِّيَّتَيْنِ কেননা, (উল্লিখিত) দু'টি কুল্লী قَدْ تُكَذَّبَانِ কখনো কখনো অসত্য হয় كَمَا تَقُوْلُ যেমন- তুমি বলবে كُلُّ حَيَوَانٍ প্রত্যেক প্রাণী اِنْسَانٌ মানুষ وَلَا شَيْئَ مِنَ الْحَيَوَانِ ও কোনো প্রাণীই নয় بِاِنْسَانٍ মানুষ وَالْجُزْئِيَّتَيْنِ আর দু'টি জুযয়ী قَدْ تُصَدَّقَانِ কখনো কখনো সত্য হয়ে থাকে كَقَوْلِكَ যেমন- তোমার উক্তি بَعْضُ الْحَيَوَانِ কতক প্রাণী اِنْسَانٌ মানুষ وَبَعْضُ الْحَيَوَانِ ও কতক প্রাণী لَيْسَ بِاِنْسَانٍ মানুষ নয় وَيَكُوْنُ ذٰلِكَ আর তা হবে فِى كُلِّ مَادَّةٍ প্রত্যেক ঐ উদাহরণে يَكُوْنُ الْمَوْضُوْعُ মাওযূ' (مَوْضُوْع) হয় اَعَمَّ فِيْهَا যাতে ব্যাপক وَلَابُدَّ فِى تَنَاقُضِ আর তানাকুয হওয়ার জন্য আবশ্যক اَلْقَضَايَا الْمُوَجَّهَةُ কাযিয়ায়ে মুয়াজ্জাহার مِنَ الْاِخْتِلَافِ বিভিন্ন হওয়া فِى الْجِهَةِ জিহাত فَنَقِيْضُ সুতরাং নকীয اَلضَّرُوْرِيَّةُ যররিয়ায়ে মুতলাকার الْمُمْكِنَةُ الْعَامَّةُ মুমকিনায়ে আম্মাহ (ব্যাপক সম্ভাব্য) وَنَقِيْضُ এবং নকীয اَلدَّائِمَةُ الْمُطْلَقَةُ দায়িমায়ে মুতলাকার الْعَامَّةُ মুতলাকায়ে আম্মাহ وَنَقِيْضُ আর নকীয اَلْمَشْرُوْطَةُ الْعَامَّةُ মাশরূতায়ে আম্মার اَلْحِيْنِيَّةُ الْمُمْكِنَةُ হীনিয়ায়ে মুমকিনা وَنَقِيْضُ এবং নকীয اَلْعُرْفِيَةُ الْعَامَّةُ উরফিয়ায়ে আম্মার اَلْحِيْنِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ হীনিয়ায়ে মুতলাকা وَهٰذَا আর তা হলো فِى الْبَسَائِطِ الْمُوَجَّهَةِ - مُوَجَّهَةٌ بَسِيْطَةٌ-এর ক্ষেত্রে وَنَقَائِضُ الْمُرَكَّبَاتِ আর مُوَجَّهَةٌ مُرَكَّبَةٌ-এর নকীয مِنْهَا তার

www.eelm.weebly.com

مَفْهُوْمٌ مَرْدُوْدٌ মাফহুমে মারদূদ بَيْنَ نَقِيْضَى بَسَائِطِهَا বসীতার নকীযদ্বয়ের وَالتَّفْصِيْلُ বিস্তারিত বর্ণনা يُطْلَبُ অনুসন্ধান করা যেতে পারে مِنْ مُطَوَّلَاتِ الْفَنِّ এ বিষয়ের বড় বড় গ্রন্থসমূহ হতে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَابُدَّ فِى التَّنَاقُضِ الخ -এর আলোচনা : পূর্ব পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে যে, দু'টি قَضِيَّةٌ-এর মধ্যে تَنَاقُضٌ হওয়ার জন্য আটটি বিষয়ে কাযিয়াদ্বয় এক হবে। তা সাধারণ قَضِيَّةٌ-এর জন্য শর্ত ছিল। গ্রন্থকার এখানে বিশেষ বিশেষ قَضِيَّةٌ-এর মধ্যে تَنَاقُضٌ হওয়ার বিশেষ কিছু শর্ত বর্ণনা করেছেন। যেমন– কাযিয়ার মধ্যে তানাকুয হওয়ার জন্য উভয় কাযিয়া كَمٌ হিসেবে একটি অপরটির বিপরীত হতে হবে। অর্থাৎ একটি كُلِّىٌّ হলে অপরটি جُزْئِىٌّ হবে। এর কারণ, দু'টি تَنَاقُضٌ কাযিয়ার মধ্যে একটি সত্য হলে অপরটি অবশ্যই মিথ্যা হবে। কিন্তু كُلِّىٌّ হলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উভয়টি মিথ্যা হয়ে থাকে। যেমন– كُلُّ حَيَوَانٍ اِنْسَانٌ ও وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِاِنْسَانٍ এ দু'টি قَضِيَّةٌ كُلِّىٌّ এবং উভয়টিই মিথ্যা। এমনিভাবে উভয়টি جُزْئِىٌّ হলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উভয়টি সত্য হয়ে থাকে। যেমন– بَعْضُ الْحَيَوَانِ اِنْسَانٌ এবং بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِاِنْسَانٍ

قَوْلُهُ وَيَكُوْنُ ذٰلِكَ فِى كُلِّ مَادَّةٍ الخ-এর আলোচনা : كُلِّىٌّ হওয়া অবস্থায় উভয় قَضِيَّةٌ মিথ্যা হওয়া আর جُزْئِىٌّ হওয়া অবস্থায় উভয়টি সত্য হওয়া সেক্ষেত্রে হবে তখন মাওযূ' মাহমূলের তুলনায় ব্যাপক হয়। যেমন– حَيَوَانٌ শব্দটি اِنْسَانٌ-এর তুলনায় ব্যাপক। এর কারণ হলো عَامٌّ-এর জন্য خَاصٌّ সার্বিকভাবে সাব্যস্তও হতে পারে না, আবার সার্বিকভাবে বিদূরিতও হতে পারে না। অপর দিকে عَامٌّ-এর জন্য خَاصٌّ আংশিকভাবে সাব্যস্তও হতে পারে, আবার আংশিক বিদূরিত বা অসাব্যস্তও হতে পারে।

قَوْلُهُ وَلَابُدَّ فِى تَنَاقُضِ الْقَضَايَا الخ -এর আলোচনা : قَضِيَّةٌ مُوَجَّهَةٌ-এর تَنَاقُضٌ হওয়ার জন্য অতিরিক্ত একটি শর্ত রয়েছে। তা হলো জিহাতের বৈপিরীত্য। অর্থাৎ কাযিয়ায়ে মুওয়াজ্জাহায় تَنَاقُضٌ হতে হলে অন্যান্য শর্ত পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে জিহাত হিসেবেও একটি قَضِيَّةٌ অপরটির বিপরীত হতে হবে।

قَوْلُهُ فَنَقِيْضُ الضَّرُوْرِيَّةِ الخ-এর আলোচনা : ضَرُوْرِيَّةٌ-এর نَقِيْضٌ : ضَرُوْرِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ -এর نَقِيْضٌ হবে مُمْكِنَةٌ عَامَّةٌ কারণ জরুরিয়ায়ে মুতলাকায় مَوْضُوْعٌ-এর জন্য مَحْمُوْلٌ বাধ্যতামূলকভাবে সাব্যস্ত করা হয়, আর مُمْكِنَةٌ عَامَّةٌ-এর জন্য ضَرُوْرَتٌ-কে বিদূরীত করা হয়।

قَوْلُهُ نَقِيْضُ الدَّائِمَةِ الْمُطْلَقَةِ الخ -এর আলোচনা : دَائِمَةٌ مُطْلَقَةٌ-এর نَقِيْضٌ হবে مُطْلَقَةٌ عَامَّةٌ কেননা, دَائِمَةٌ مُطْلَقَةٌ-এর মধ্যে دَوَامٌ-এর সাথে مَوْضُوْعٌ-এর জন্য مَحْمُوْلٌ সাব্যস্ত হওয়ার হুকুম আরোপ করা হয়। আর مُطْلَقَةٌ عَامَّةٌ-এর মধ্যে بِالْفِعْلِ-এর সাথে হুকুম আরোপ করে উক্ত دَوَامٌ-কে বিদূরিত করা হয়।

قَوْلُهُ وَنَقِيْضُ الْمَشْرُوْطَةِ الْعَامَّةِ الخ -এর আলোচনা : মুছান্নিফ (র.) উক্ত ইবারতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন– عُرْفِيَّةٌ عَامَّةٌ-এর نَقِيْضٌ হবে حِيْنِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ কারণ عُرْفِيَّةٌ عَامَّةٌ-এ ওয়াসফে উনওয়ানীর শর্ত دَوَامٌ-এর সাথে হুকুম আরোপিত হয়। আর حِيْنِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ-এ فِعْلِيَّتٌ-এর সাথে হুকুম আরোপ করা হয়, যা দ্বারা উক্ত دَوَامٌ বিদূরিত হয়।

قَوْلُهُ نَقَائِضُ الْمُرَكَّبَاتِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে গ্রন্থকার (র.) مُوَجَّهَةٌ مُرَكَّبَةٌ-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এর বিশদ ব্যাখ্যা হলো, কোনো বস্তুর نَقِيْضٌ তাকেই বলা হয়, যা দ্বারা ঐ বস্তুটি বিদূরিত হয়ে যায়। যেহেতু মুরাক্কাবা একাধিক বসীতা দ্বারা গঠিত সেহেতু উক্ত বসীতার نَقِيْضٌ-দ্বয়ের মধ্যে اَمَّا হরফে তারদীদ সংযুক্ত করে قَضِيَّةٌ مُنْفَصِلَةٌ গঠন করলে مُرَكَّبَةٌ-এর نَقِيْضٌ গঠিত হবে। কারণ, এতে মূল কাযিয়ার হুকুমটি বিদূরিত হয়ে যায়। যেমন– كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ بِالضَّرُوْرَةِ مَادَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا এ বাক্যটি মুজিবায়ে কুল্লিয়ায়ে মুতলাকায়ে আম্মাহ। প্রথমটির نَقِيْضٌ সালিবায়ে জুযয়িয়া হীনিয়ায়ে মুমকিনা, আর দ্বিতীয়টির نقيض মূজিবায়ে জুযয়িয়া দায়েমায়ে মুতলাকা। তখন এ نَقِيْضٌ-গুলোর মধ্যে حَرْفُ تَرْدِيْدٌ বৃদ্ধি করলে পূর্বোল্লিখিত কাযিয়ায়ে মুরাক্কাবার نَقِيْضٌ গঠিত হয়ে যাবে। যেমন–

اَمَّا بَعْضُ الْكَاتِبِ لَيْسَ بِمُتَحَرِّكِ الْاَصَابِعِ حِيْنَ هُوَ كَاتِبٌ وَاَمَّا بَعْضُ الْكَاتِبِ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ دَائِمًا ـ

www.eelm.weebly.com

মুরাক্কাবাতের নাকায়েযের চিত্র

মূল কাযিয়ার নাম	উদাহরণসমূহ	নাকীযের নাম	উদাহরণসমূহ
মাশরুতায়ে খাসসা মুজিবায়ে কুল্লিয়া	بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا .	مَانِعَةُ الْخُلُوْ মুনফাসিলায়ে মানিয়াতুল খুলূ	اَمَّا بَعْضُ الْكَاتِبِ لَيْسَ بِمُتَحَرِّكِ الْاَصَابِعِ بِالْاِمْكَانِ حِيْنَ هُوَ كَاتِبٌ وَاَمَّا بَعْضُ الْكَاتِبِ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ دَائِمًا .
মাশরুতায়ে খাসসা সালিবায়ে কুল্লিয়া	بِالضَّرُوْرَةِ لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا .	”	اَمَّا بَعْضُ الْكَاتِبِ سَاكِنُ الْاَصَابِعِ بِالْاِمْكَانِ حِيْنَ هُوَ كَاتِبٌ وَاَمَّا بَعْضُ الْكَاتِبِ لَيْسَ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ دَائِمًا .
উরফিয়ায়ে খাসসা মূজিবায়ে কুল্লিয়া	كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ دَائِمًا مَادَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا .	”	اَمَّا بَعْضُ الْكَاتِبِ لَيْسَ بِمُتَحَرِّكِ الْاَصَابِعِ بِالْفِعْلِ حِيْنَ هُوَ كَاتِبٌ وَاَمَّا بَعْضُ الْكَاتِبِ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ دَائِمًا .
উরফিয়ায়ে খাসসা সালিবায়ে কুল্লিয়া	لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ دَائِمًا مَادَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا .	”	اَمَّا بَعْضُ الْكَاتِبِ سَاكِنُ الْاَصَابِعِ بِالْفِعْلِ حِيْنَ هُوَ كَاتِبٌ وَاَمَّا بَعْضُ الْكَاتِبِ لَيْسَ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ دَائِمًا .
ওয়াকতিয়া মূজিবায়ে কুল্লিয়া	بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ قَمَرٍ مُنْخَسِفٌ وَقْتَ الْحَيْلُوْلَةِ لَا دَائِمًا .	”	اَمَّا بَعْضُ الْقَمَرِ لَيْسَ بِمُنْخَسِفٍ بِالْاِمْكَانِ وَقْتَ الْحَيْلُوْلَةِ وَاَمَّا بَعْضُ الْقَمَرِ مُنْخَسِفٌ دَائِمًا .
ওয়াকতিয়া সালিবায়ে কুল্লিয়া	بِالضَّرُوْرَةِ لَاشَيْءَ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفٍ وَقْتَ التَّرْبِيْعِ لَادَائِمًا .	”	اَمَّا بَعْضُ الْقَمَرِ مُنْخَسِفٌ بِالْاِمْكَانِ وَقْتَ التَّرْبِيْعِ وَاَمَّا بَعْضُ الْقَمَرِ لَيْسَ بِمُنْخَسِفٍ دَائِمًا .
মুনতাশিরা মূজিবায়ে কুল্লিয়া	بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ اِنْسَانٍ مُتَنَفِّسٌ وَقْتًا مَا لَا دَائِمًا .	”	اَمَّا بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِمُتَنَفِّسٍ بِالْاِمْكَانِ وَاَمَّا بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِمُتَنَفِّسٍ دَائِمًا .
মুনতাশিরা সালিবায়ে কুল্লিয়া	بِالضَّرُوْرَةِ لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِمُتَنَفِّسٍ وَقْتًا مَا لَا دَائِمًا .		اَمَّا بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِمُتَنَفِّسٍ بِالْاِمْكَانِ وَاَمَّا بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِمُتَنَفِّسٍ دَائِمًا .
অজূদিয়া লা যরুরিয়া মূজিবায়ে কুল্লিয়া	كُلُّ اِنْسَانٍ ضَاحِكٌ بِالْفِعْلِ لَا بِالضَّرُوْرَةِ .	”	اَمَّا بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِضَاحِكٍ دَائِمًا وَاَمَّا بَعْضُ الْاِنْسَانِ ضَاحِكٌ بِالضَّرُوْرَةِ .
অজূদিয়া লা যরুরিয়া সালিবায়ে কুল্লিয়া	لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِضَاحِكٍ بِالْفِعْلِ لَا بِالضَّرُوْرَةِ .	”	اَمَّا بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِضَاحِكٍ دَائِمًا وَاَمَّا بَعْضُ الْاِنْسَانِ ضَاحِكٌ بِالضَّرُوْرَةِ .
অজূদিয়া লা দায়েমা মূজিবায়ে কুল্লিয়া	كُلُّ اِنْسَانٍ ضَاحِكٌ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا .	”	اَمَّا بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِضَاحِكٍ دَائِمًا وَاَمَّا بَعْضُ الْاِنْسَانِ ضَاحِكٌ بِالْفِعْلِ .
অজূদিয়া লা দায়েমা সালিবায়ে কুল্লিয়া	لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِضَاحِكٍ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا .	”	اَمَّا بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِضَاحِكٍ دَائِمًا وَاَمَّا بَعْضُ الْاِنْسَانِ ضَاحِكٌ بِالْفِعْلِ .

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : وَيُشْتَرَطُ فِىْ اَخْذِ نَقَائِضِ الشَّرْطِيَّاتِ الْاِتِّفَاقُ فِى الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْمُخَالَفَةِ فِى الْكَيْفِ فَنَقِيْضُ الْمُتَّصِلَةِ اللُّزُوْمِيَّةِ الْمُوْجِبَةِ سَالِبَةٌ مُتَّصِلَةٌ لُزُوْمِيَّةٌ وَنَقِيْضُ الْمُنْفَصِلَةِ الْعِنَادِيَّةِ الْمُوْجِبَةِ سَالِبَةٌ مُنْفَصِلَةٌ عِنَادِيَّةٌ وَهٰكَذَا فَاِذَا قُلْتَ دَائِمًا كُلَّمَا كَانَ اَبَ فَجَ دَ وَكَانَ نَقِيْضُهُ لَيْسَ كُلَّمَا كَانَ اَبَ فَجَ دَ وَاِذَا قُلْتَ دَائِمًا اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ هٰذَا الْعَدَدُ زَوْجًا اَوْ فَرْدًا فَنَقِيْضُهُ لَيْسَ دَائِمًا اَمَّا اَنْ يَّكُوْنَ هٰذَا الْعَدَدُ زَوْجًا اَوْ فَرْدًا ـ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : কাযিয়ায়ে শর্তিয়ার নকীয গঠনের জন্য জিনস ও نَوْعٌ-এর ক্ষেত্রে এক হওয়া এবং কায়েফের ক্ষেত্রে একটি অপরটির বিপরীত হওয়া পূর্বশর্ত। অতএব, মুত্তাসিলায়ে লুযূমিয়ায়ে মূজিবার نَقِيْض হবে সালিবায়ে মুত্তাসিলায়ে লুযূমিয়া। আর মুনফাসিলায়ে ইনাদিয়ায়ে মূজিবার نَقِيْض হবে সালিবায়ে মুনফাসিলায়ে ইনাদিয়া। এমনিভাবে অন্যান্য কাযিয়ার نَقِيْض গঠন পদ্ধতি এর উপর কিয়াস করে নিবে। অতএব, তুমি যখন বলবে- كُلَّمَا كَانَ اَبَ فَجَ دَ তখন তার نَقِيْضُ হবে لَيْسَ كُلَّمَا كَانَ اَبَ فَجَ دَ আর যখন তুমি বলবে- دَائِمًا اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ هٰذَا الْعَدَدُ زَوْجًا اَوْ فَرْدًا (সর্বদা এ সংখ্যাটি হয়তো জোড় হবে অথবা বিজোড় হবে) তখন এর نَقِيْض হবে- لَيْسَ دَائِمًا اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ هٰذَا الْعَدَدُ زَوْجًا اَوْ فَرْدًا (সর্বদা এ সংখ্যাটি হয়তো জোড় হবে অথবা বিজোড় হবে না)।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ وَيُشْتَرَطُ পূর্বশর্ত فِىْ اَخْذِ نَقَائِضِ الشَّرْطِيَّاتِ কাযিয়ায়ে শর্তিয়ার নকীয গঠনের জন্য الْاِتِّفَاقُ এক হওয়া فِى الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ - جِنْس ও نَوْع-এর ক্ষেত্রে وَالْمُخَالَفَةُ একটি অপরটির বিপরীত হওয়া فِى الْكَيْفِ - كَيْف-এর ক্ষেত্রে فَنَقِيْضُ অতএব নকীয হবে الْمُتَّصِلَةِ اللُّزُوْمِيَّةِ الْمُوْجِبَةِ মুত্তাসিলায়ে লুযূমিয়ায়ে মূজিবার سَالِبَةٌ مُتَّصِلَةٌ لُزُوْمِيَّةٌ সালিবায়ে মুত্তাসিলায়ে লুযূমিয়া وَنَقِيْضُ আর নকীয হবে الْمُنْفَصِلَةِ الْعِنَادِيَّةِ الْمُوْجِبَةِ মুনফাসিলায়ে ইনাদিয়ায়ে মূজিবার سَالِبَةٌ مُنْفَصِلَةٌ عِنَادِيَّةٌ সালিবায়ে মুনফাসিলায়ে ইনাদিয়া وَهٰكَذَا এমনিভাবে অন্যান্য কাযিয়ার نَقِيْض গঠন পদ্ধতি এর উপর কিয়াস করে নিবে فَاِذَا قُلْتَ অতএব তুমি যখন বলবে دَائِمًا كُلَّمَا كَانَ اَبَ فَجَ دَ সর্বদা যখন আ বা হয়, তখন জা দা হয় وَكَانَ نَقِيْضُهُ তখন তার نَقِيْض হবে لَيْسَ كُلَّمَا كَانَ اَبَ فَجَ دَ যখন আ বা হবে, তখন জা দা হবে না وَاِذَا قُلْتَ আর যখন তুমি বলবে دَائِمًا اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ সর্বদা হয়তো হবে هٰذَا الْعَدَدُ এ সংখ্যাটি زَوْجًا اَوْ فَرْدًا জোড় অথবা বিজোড় فَنَقِيْضُهُ তখন এর نَقِيْض হবে لَيْسَ دَائِمًا সর্বদা হবে না اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ হয়তো হবে هٰذَا الْعَدَدُ এ সংখ্যাটি زَوْجًا اَوْ فَرْدًا জোড় অথবা বিজোড়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ فِىْ اَخْذِ الخ-এর আলোচনা : অত্র পরিচ্ছেদে মুসান্নিফ (র.) কাযিয়া শর্তিয়ার نَقِيْض গঠন পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। কাযিয়া শর্তিয়ার نَقِيْض গঠনের জন্য جِنْس ও نَوْع হিসেবে এক হওয়া এবং كَيْف হিসেবে একটি অপরটির বিপরীত হওয়া জরুরি। جِنْس হিসেবে এক হওয়ার অর্থ এ ক্ষেত্রে مُنْفَصِلَةٌ ও مُتَّصِلَةٌ হওয়ার ব্যাপারে এক হওয়া। আর نَوْع হিসেবে এক হওয়ার অর্থ- لُزُوْم ও عِنَاد-এর ব্যাপারে উভয় কাযিয়া এক হওয়া। আর كَيْف হিসেবে এক হওয়ার অর্থ- একটি اِيْجَابٌ হলে অপরটি سَالِبَةٌ হবে। অধিকন্তু كَمّ হিসেবেও এক হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ একটি كُلِّى হলে অপরটি كُلِّىٌّ হবে।

قَوْلُهُ فَنَقِيْضُ الْمُتَّصِلَةِ اللُّزُوْمِيَّةِ-এর আলোচনা : مُتَّصِلَةٌ لُزُوْمِيَّةٌ مُوْجِبَةٌ-এর নকীয سَالِبَةٌ مُتَّصِلَةٌ لُزُوْمِيَّةٌ যেমন- كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ এটি مُتَّصِلَةٌ لُزُوْمِيَّةٌ مُوْجِبَةٌ; এর নকীয لَيْسَ كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ এটি مُتَّصِلَةٌ لُزُوْمِيَّةٌ سَالِبَةٌ -

www.eelm.weebly.com

سَالِبَةٌ مُنْفَصِلَةٌ عِنَادِيَةٌ وَنَقِيْضُ الْمُنْفَصِلَةِ الخ -এর আলোচনা : قَوْلُهُ মুনফাসিলা منفصلة عنادية موجبة -এর নকীয سَالِبَةٌ مُنْفَصِلَةٌ عِنَادِيَةٌ
লাইস দাইমান لَيْسَ دَائِمًا إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ هٰذَا الْعَدَدُ زَوْجًا أَوْ فَرْدًا -এর নকীয مُنْفَصِلَةٌ عِنَادِيَةٌ مُوْجِبَةٌ এটি دَائِمًا إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ هٰذَا الْعَدَدُ زَوْجًا أَوْ فَرْدًا যেমন- এটি عِنَادِيَةٌ سَالِبَةٌ مُنْفَصِلَةٌ -

قَوْلُهُ كُلَّمَا كَانَ اَبَ فَجَ دَ -এর আলোচনা : এ উদাহরণ দ্বারা ইতিবাচক مُتَّصِلَةٌ لُزُوْمِيَّةٌ কাযিয়ার নকীয নেতিবাচক مُتَّصِلَةٌ لُزُوْمِيَّةٌ আসার উদাহরণ প্রদান করেছেন। যেমন– 'আ'-কে যদি মনে করা হয় যে, এটি সূর্য। আর 'বা' -কে মনে করা হয় উদিত হওয়া। আর 'জা'-কে ধরা হয় দিবস এবং 'দা' দ্বারা মনে করা হয় অস্তিত্বশীল হওয়া। তখন সংকেত প্রদানমূলক উদাহরণটির রূপ এভাবে হবে যে, সর্বদা যখন সূর্য উদিত হয় তখনই দিবস অস্তিত্বশীল হয়। অতএব, এর نَقِيْض এটি নয় যে, যখন সূর্য উদিত হবে আর তখনই দিবস অস্তিত্বশীল হবে। মূল কাযিয়া সত্য আর نَقِيْض মিথ্যা। নিম্নে হামলিয়া এবং শর্তিয়ার নাকীযসমূহের চিত্র বর্ণিত হলো।

হামলিয়া ও শর্তিয়ার নাকীযসমূহের চিত্র

মূল কাযিয়া	উদাহরণ	নাকীয	উদাহরণ
হামলিয়ায়ে মূজিবায়ে কুল্লিয়া	كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	হামলিয়ায়ে সালিবায়ে জুযয়িয়া	بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ
হামলিয়ায়ে সালিবায়ে কুল্লিয়া	لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ	হামলিয়ায়ে মূজিবায়ে জুযয়িয়া	بَعْضُ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ
মুত্তাসিলায়ে লুযূমিয়ায়ে মূজিবায়ে কুল্লিয়া	كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا	মুত্তাসিলায়ে লুযূমিয়ায়ে সালিবায়ে জুযয়িয়া	قَدْ لَا يَكُوْنُ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا
মুত্তাসিলায়ে লুযূমিয়ায়ে সালিবায়ে কুল্লিয়া	لَيْسَ الْبَتَّةَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ اللَّيْلُ مَوْجُوْدًا	মুত্তাসিলায়ে লুযূমিয়ায়ে মূজিবায়ে জুযয়িয়া	قَدْ يَكُوْنُ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ اللَّيْلُ مَوْجُوْدًا
মুনফাসিলায়ে ইনাদিয়ায়ে মূজিবায়ে কুল্লিয়া	دَائِمًا إِمَّا أَنْ تَكُوْنَ الشَّمْسُ طَالِعَةً أَوْ لَا يَكُوْنَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا	মুত্তাসিলায়ে ইনাদিয়ায়ে সালিবায়ে জুযয়িয়া	قَدْ لَا يَكُوْنُ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ الشَّمْسُ طَالِعَةً أَوْ لَا يَكُوْنَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا
মুনফাসিলায়ে ইনাদিয়ায়ে সালিবায়ে কুল্লিয়া	لَيْسَ الْبَتَّةَ إِمَّا أَنْ تَكُوْنَ الشَّمْسُ طَالِعَةً وَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا	মুত্তাসিলায়ে ইনাদিয়ায়ে মূজিবায়ে জুযয়িয়া	قَدْ يَكُوْنُ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ الشَّمْسُ طَالِعَةً وَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا

উল্লেখ্য, كُلَّمَا كَانَ اَبَ فَجَ دَ -এর প্রকৃত রূপ হলো– كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ এটা মূজিবায়ে কুল্লিয়ায়ে মুত্তাসিলায়ে লুযূমিয়া। এর নাকীয হবে لَيْسَ كُلَّمَا كَانَ اَبَ فَجَ دَ অর্থাৎ لَيْسَ كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ এটা সালেবায়ে কুল্লিয়ায়ে মুত্তাসিলায়ে লুযূমিয়া।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : اَلْعَكْسُ الْمُسْتَوِى وَيُقَالُ لَهُ الْعَكْسُ الْمُسْتَقِيْمُ اَيْضًا وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ جَعْلِ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ مِنَ الْقَضِيَّةِ ثَانِيًا وَالْجُزْءِ الثَّانِىْ اَوَّلاً مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ وَالْكَيْفِ فَالسَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ تَنْعَكِسُ كَنَفْسِهَا كَقَوْلِكَ لَا شَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ يَنْعَكِسُ اِلٰى قَوْلِكَ لَا شَيْئَ مِنَ الْحَجَرِ بِاِنْسَانٍ بِدَلِيْلِ الْخَلْفِ تَقْرِيْرُهٗ اَنَّهٗ لَوْ لَمْ يَصْدُقْ لَا شَيْئَ مِنَ الْحَجَرِ بِاِنْسَانٍ عِنْدَ صِدْقِ قَوْلِنَا لَا شَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ لَصَدَقَ نَقِيْضُهٗ اَعْنِىْ قَوْلَنَا بَعْضُ الْحَجَرِ اِنْسَانٌ فَنَضُمُّهٗ مَعَ الْاَصْلِ وَنَقُوْلُ بَعْضُ الْحَجَرِ اِنْسَانٌ وَلَا شَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ يَنْتُجُ سَلْبُ الشَّيْئِ عَنْ بَعْضِ الْحَجَرِ لَيْسَ بِحَجَرٍ فَيَلْزَمُ نَفْسِهٖ وَ ذٰلِكَ مُحَالٌ وَالسَّالِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ لَا تَنْعَكِسُ لُزُوْمًا لِجَوَازِ عُمُوْمِ الْمَوْضُوْعِ فِىْ الْحَمْلِيَّةِ وَالْمُقَدَّمِ فِى الشَّرْطِيَّةِ مَثَلاً يَصْدُقُ بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِاِنْسَانٍ وَلَيْسَ يَصْدُقُ بَعْضُ الْاِنْسَانِ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : عَكْسُ مُسْتَوِىْ যাকে عَكْسُ مُسْتَقِيْم ও বলা হয়। তার অর্থ صِدْق (সত্যতা) ও كَيْف (অবস্থা) ঠিক রেখে কাযিয়ার প্রথম অংশকে দ্বিতীয় অংশে পরিণত করে দেওয়া, আর দ্বিতীয় অংশকে প্রথম অংশে পরিণত করা। অতএব, সালিবায়ে কুল্লিয়ার عَكْس ঠিক সালিবায়ে কুল্লিয়াই হবে। যেমন- তোমার উক্তি لَا شَيْئَ مِنَ الْحَجَرِ بِاِنْسَانٍ (কোনো পাথর মানুষ নয়) এর عَكْس হবে ; তোমার উক্তি لَا شَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ (কোনো মানুষ পাথর নয়) এটি দলীলে খালফ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। দলীল খালফের বিশ্লেষণ এই যে, আমাদের উক্তি لَا شَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ এ উক্তিটি সত্য হওয়ার সময় لَا شَيْئَ مِنَ الْحَجَرِ بِاِنْسَانٍ উক্তিটি যদি সত্য না হয়, তাহলে তার নকীয অর্থাৎ بَعْضُ الْاِنْسَانِ حَجَرٌ সত্য হবে। অতএব আমরা একে আসল কাযিয়ার সাথে মিলাবো এবং বলবো, بَعْضُ الْحَجَرِ اِنْسَانٌ وَلَا شَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ (কতক পাথর মানুষ ; আর কোনো মানুষই পাথর নয়)। এর নতীজা হবে بَعْضُ الْحَجَرِ لَيْسَ بِحَجَرٍ (কতক পাথর পাথর নয়)। ফলে স্বয়ং বস্তু হতে তাকে দূরীভূত করা হবে ; আর এটি অসম্ভব। সালিবায়ে জুযয়িয়ার عَكْس কখনো হয় না। কারণ, কাযিয়ায়ে হামলিয়ায় মাওযূ' এবং শর্তিয়ায় مُقَدَّمٌ আম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন- بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِاِنْسَانٍ এ উক্তিটি সত্য, কিন্তু بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ এ উক্তিটি সত্য নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْعَكْسُ الْمُسْتَوِىْ আকসে মুসতাবী وَيُقَالُ لَهٗ যাকে বলা হয় اَلْعَكْسُ الْمُسْتَقِيْمُ আকসে মুসতাকীম اَيْضًا ও وَهُوَ عِبَارَةٌ তার অর্থ عَنْ جَعْلِ পরিণত করে দেওয়া الْجُزْءِ الْاَوَّلِ প্রথম অংশকে مِنَ الْقَضِيَّةِ কাযিয়ার ثَانِيًا দ্বিতীয় অংশে وَالْجُزْءِ الثَّانِىْ আর দ্বিতীয় অংশকে اَوَّلاً প্রথম অংশে مَعَ بَقَاءِ ঠিক রেখে اَلصِّدْقِ وَالْكَيْفِ - صِدْق (সত্যতা) ও كَيْف (অবস্থা) فَالسَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ অতএব সালিবায়ে কুল্লিয়া تَنْعَكِسُ এর عَكْس - كَنَفْسِهَا ঠিক সালিবায়ে কুল্লিয়াই হবে كَقَوْلِكَ যেমন- তোমার উক্তি لَا شَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ কোনো মানুষ নয় بِحَجَرٍ পাথর يَنْعَكِسُ এর عَكْس হবে اِلٰى قَوْلِكَ তোমার উক্তি لَا شَيْئَ مِنَ الْحَجَرِ কোনো পাথর নয় بِاِنْسَانٍ মানুষ بِدَلِيْلِ الْخَلْفِ এটি দলিলে খলফ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে تَقْرِيْرُهٗ দলীলে খালফের বিশ্লেষণ এই যে, اَنَّهٗ لَوْ لَمْ يَصْدُقْ যদি সত্য না হয় لَا شَيْئَ مِنَ الْحَجَرِ কোনো পাথর নয় بِاِنْسَانٍ মানুষ عِنْدَ صِدْقِ قَوْلِنَا আমাদের উক্তি সত্য হওয়ার সময় لَا شَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ কোনো মানুষ পাথর নয় لَصَدَقَ نَقِيْضُهٗ তাহলে তার নকীয সত্য হবে اَعْنِىْ قَوْلَنَا অর্থাৎ আমাদের উক্তি بَعْضُ الْحَجَرِ কতক পাথর اِنْسَانٌ মানুষ فَنَضُمُّهٗ অতএব আমরা একে মিলাবো مَعَ الْاَصْلِ আসল কাযিয়ার সাথে وَنَقُوْلُ এবং বলবো بَعْضُ الْحَجَرِ কতক পাথর اِنْسَانٌ মানুষ وَلَا شَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ আর কোনো মানুষই নয় بِحَجَرٍ পাথর يَنْتُجُ এর নতীজা হবে بَعْضُ الْحَجَرِ কতক পাথর لَيْسَ بِحَجَرٍ পাথর নয় فَيَلْزَمُ অতএব আবশ্যক হবে سَلْبُ الشَّيْئِ বস্তুকে দূরীভূত করা عَنْ نَفْسِهٖ স্বয়ং বস্তু হতে وَ ذٰلِكَ مُحَالٌ আর এটি অসম্ভব وَالسَّالِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ সালিবায়ে জুযয়িয়া لَا تَنْعَكِسُ এর عَكْس হয় না لُزُوْمًا কখনো لِجَوَازِ কারণ সম্ভাবনা রয়েছে عُمُوْمِ الْمَوْضُوْعِ মাওযূ' আম হওয়ার فِى الْحَمْلِيَّةِ কাযিয়ায়ে হামলিয়ায় وَالْمُقَدَّمِ فِى الشَّرْطِيَّةِ এবং শর্তিয়ায় মুকাদ্দাম مَثَلاً যেমন- يَصْدُقُ এ উক্তিটি সত্য بَعْضُ الْحَيَوَانِ কতক প্রাণী لَيْسَ بِاِنْسَانٍ মানুষ নয় وَلَيْسَ يَصْدُقُ কিন্তু এ উক্তিটি সত্য নয় بَعْضُ الْاِنْسَانِ কতক মানুষ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ প্রাণী নয়।

www.eelm.weebly.com

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَكْس مُسْتَوِىْ-এর আলোচনা : عَكْس مُسْتَوِىْ-এর আভিধানিক অর্থ : عَكْس শব্দটি বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার। মূলবর্ণ (ع . ك . س) জিনসে صَحِيْح -এর আভিধানিক অর্থ– পরিবর্তন করা, উল্টিয়ে দেওয়া, বিপরীত হওয়া ইত্যাদি। আর مُسْتَوِىْ শব্দটি বাবে اِفْتِعَالْ থেকে اِسْمُ فَاعِلْ-এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ-এর সীগাহ। মূলবর্ণ (س . و . ى) জিনসে لَفِيْف مَقْرُوْن অর্থ– সমভাবে, সমান সমান, সরল-সহজ ইত্যাদি। সুতরাং عَكْس مُسْتَوِىْ অর্থ– সমানভাবে বিপরীত।

مَعْنَى الْعَكْسِ الْمُسْتَوِىْ اِصْطِلَاحًا [عَكْس مُسْتَوِىْ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা] :

১. মিরকাত গ্রন্থকার বলেন– هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ جَعْلِ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ مِنَ الْقَضِيَّةِ ثَانِيًا وَالْجُزْءِ الثَّانِىْ اَوَّلاً مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ وَالْكَيْفِ . অর্থাৎ قَضِيَّةْ বা বাক্যের صِدْق বা সত্যতা এবং كَيْفِيَّةْ বা ধরন ঠিক রেখে প্রথমাংশকে দ্বিতীয়াংশে এবং দ্বিতীয়াংশকে প্রথমাংশে পরিবর্তন করাকে عَكْس مُسْتَوِىْ বলা হয়।

২. মীযানুল মানতিক গ্রন্থকার বলেন– هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ جَعْلِ طَرَفَيِ الْقَضِيَّةِ مَكَانَ الْاٰخَرِ مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ وَالْكَيْفِ

উদাহরণ : بَعْضُ الْحَيَوَانِ اِنْسَانٌ ; كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ-এর কিছু অংশ পরিবর্তন করে عَكْس مُسْتَوِىْ করা হয়– অনুরূপভাবে لَا شَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ-এর عَكْس مُسْتَوِىْ হলো لَا شَيْئَ مِنَ الْحَجَرِ بِاِنْسَانٍ।

قَوْلُهُ الْعَكْسُ الْمُسْتَوِىْ-এর আলোচনা : عَكْس مُسْتَوِىْ কাযিয়ার كَيْف ও صِدْق ঠিক রেখে তার প্রথম অংশকে দ্বিতীয় অংশে এবং দ্বিতীয় অংশকে প্রথম অংশে পরিণত করে দেওয়াকে বলা হয়। এখানে কাযিয়ার এক অংশের দ্বারা অন্য অংশের পরিবর্তন করার অর্থ হলো, যদি কাযিয়াটি حَمْلِيَّةْ হয়, তাহলে কাযিয়ার مَوْضُوْع-কে مَحْمُوْل করা এবং مَحْمُوْل-কে مَوْضُوْع করা। আর যদি শর্তিয়া হয়, তবে মুকাদ্দমকে তালী এবং তালীকে মুকাদ্দাম করা।

قَوْلُهُ مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ وَالْكَيْفِ-এর আলোচনা : صِدْق (সিদ্‌ক) ঠিক থাকার অর্থ হলো, যদি মূল কাযিয়া সত্য হয় কিংবা তাকে সত্য বলে ধরে নিয়ে থাকে, তবে কাযিয়ার উভয় অংশ পরিবর্তন করার পরও তা অনিবার্যভাবে সত্য থাকবে অথবা তাকে সত্য মেনে নেওয়া হবে। আর كَيْف-এর ঠিক থাকার অর্থ হলো, যদি মূল কাযিয়া হ্যাঁ-বাচক হয়, তবে নতুন কাযিয়াটিও অনিবার্য হবে। আর যদি মূল কাযিয়াটি না-বাচক হয়, তবে নতুন কাযিয়াটিও অনিবার্য না-বাচক হবে।

قَوْلُهُ لَوْ لَمْ يَصْدُقْ-এর আলোচনা : লেখকের দাবি সালিবা কুল্লিয়ার عَكْس সালিবা কুল্লিয়া, এটি দলীলে খালফ দ্বারা প্রমাণিত। তর্কশাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় দলীলে খাল্‌ফ অর্থ হলো, একটি نَقِيْض অস্বীকার করলে অপরটি সাব্যস্ত করার জন্য দলিল পেশ করা। অর্থাৎ যে عَكْس-কে অস্বীকার করা হচ্ছে তার نَقِيْض-কে মূল কাযিয়ার সাথে মিলিয়ে شَكْلِ اَوَّلْ-এর মাধ্যমে ফলাফল বের করা। কারণ, শিকলে আউয়ালের মাধ্যমে যে নতীজা বের হয়, তা সঠিক। দলীলে খালফের মর্মকথা এই যে, যদি দাবির সত্যতা স্বীকার না করা হয়, তাহলে দাবির বিপরীত পক্ষকে স্বীকার করতে বাধ্য থাকবে। এখন দাবির বিপরীত পক্ষকে যার সম্পর্কে দাবি করা হয়েছে; এর সাথে মিলালে যে ফলাফল বের হবে যদি তা শুদ্ধ হয়, তাহলে দাবি সত্য নয়। আর যদি ফলাফল শুদ্ধ না হয়, তাহলে বুঝতে হবে দাবির বিপরীত পক্ষ সত্য নয়– দাবিই সঠিক ও সত্য।

দলীলে খালফের উদাহরণ– لَا شَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ (কোনো মানুষই পাথর নয়।) এর عَكْس যদি অপর একটি سَالِبَةْ كُلِّيَّةْ তথা لَا شَيْئَ مِنَ الْحَجَرِ بِاِنْسَانٍ (কোনো পাথরই মানুষ নয়) হয়, তবে তার نَقِيْض-কে عَكْس ধরতে হবে। নচেৎ اِرْتِفَاعُ نَقِيْضَيْن -এর সুবিধা দেখা দিবে। আর এটি অসম্ভব, সুতরাং একে মূল কাযিয়ার সাথে মিলিয়ে شَكْلِ اَوَّلْ গঠন করা হবে। শিকলে আউয়াল এই– بَعْضُ الْحَجَرِ اِنْسَانٌ وَلَا شَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ (কতক পাথর মানুষ ; আর কোনো মানুষ পাথর নয়)। এর ফলাফল বের হবে بَعْضُ الْحَجَرِ لَيْسَ بِحَجَرٍ (কতক পাথর পাথর নয়)। এতে বস্তুকে নিজ হতে বিদূরিত করা হচ্ছে, আর এটি অসম্ভব। অতএব, سَالِبَةْ كُلِّيَّةْ-এর عَكْس পূর্বোল্লেখিত سَالِبَةْ كُلِّيَّةْ-ই মেনে নিতে হবে।

قَوْلُهُ وَالسَّالِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ الخ-এর আলোচনা : সালিবায়ে জুযয়িয়ার عَكْس সালিবায়ে কুল্লিয়া বা সালিবায়ে জুযয়িয়া কোনোটিই আসে না। কারণ, যদি حَمْلِيَّةْ قَضِيَّةْ হয় তবে তাতে مَوْضُوْع আম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন– بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِاِنْسَانٍ এটি সালিবায়ে জুযয়িয়া এবং তার مَوْضُوْع তথা حَيَوَانْ আম। যদি এর عَكْس সালিবায়ে জুযয়িয়া ধরা হয় এবং বলা হয়– بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ তবে এটি সহীহ হবে না। এমনিভাবে যদি এর عَكْس সালিবায়ে কুল্লিয়া ধরা হয় এবং বলা হয়– لَا شَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَيَوَانٍ -তবে এটিও সহীহ হবে না। অনুরূপভাবে যদি কাযিয়া শর্তিয়া হয়, তবে সে ক্ষেত্রেও তার عَكْس সালিবায়ে কুল্লিয়া বা সালিবায়ে জুযয়িয়া কোনোটিই হবে না। যেমন– قَدْ لَا يَكُوْنُ اِذَا كَانَ الشَّيْئُ حَيَوَانًا كَانَ اِنْسَانًا এ কাযিয়ায়ে শর্তিয়াটি সত্য। কিন্তু এর عَكْس সালিবায়ে কুল্লিয়া তথা لَيْسَ اَلْبَتَّةَ اِذَا كَانَ الشَّيْئُ اِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا সত্য নয়। অনুরূপভাবে সালেবায়ে জুযয়িয়া তথা, قَدْ لَا يَكُوْنُ اِذَا كَانَ الشَّيْئُ اِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا এটিও সত্য নয়।

www.eelm.weebly.com

لَيْسَ بِحَيَوَانٍ وَالْمُوْجَبَةُ الْكُلِّيَّةُ تَنْعَكِسُ اِلٰى مُوْجَبَةٍ جُزْئِيَّةٍ فَقَوْلُنَا كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ يَنْعَكِسُ اِلٰى قَوْلِنَا بَعْضُ الْحَيَوَانِ اِنْسَانٌ وَلَا يَنْعَكِسُ اِلٰى مُوْجَبَةٍ كُلِّيَّةٍ لِاَنَّهٗ يَجُوْزُ اَنْ يَّكُوْنَ الْمَحْمُوْلُ وَالتَّالِيْ عَامًّا كَمَا فِيْ مِثَالِنَا فَلَا يَصْدُقُ كُلُّ حَيَوَانٍ اِنْسَانٌ - وَهٰهُنَا شَكٌّ تَقْرِيْرُهٗ اَنَّ قَوْلَنَا كُلُّ شَيْخٍ كَانَ شَابًّا مُوْجَبَةٌ كُلِّيَّةٌ صَادِقَةٌ مَعَ اَنَّ عَكْسَهٗ بَعْضُ الشَّابِّ كَانَ شَيْخًا لَيْسَ بِصَادِقٍ وَاُجِيْبَ عَنْهُ بِاَنَّ عَكْسَهٗ لَيْسَ مَا ذَكَرْتَ بَلْ عَكْسُهٗ بَعْضُ مَنْ كَانَ شَابًّا شَيْخٌ وَقَدْ يُجَابُ بِوَجْهٍ اٰخَرَ وَهُوَ اَنَّ حِفْظَ النِّسْبَةِ لَيْسَ بِضَرُوْرِيٍّ فِي الْعَكْسِ فَعَكْسُهٗ بَعْضُ الشَّابِّ يَكُوْنُ شَيْخًا وَهُوَ صَادِقٌ لَا مُحَالَةَ -

সরল অনুবাদ : আর মূজিবায়ে কুল্লিয়ার আকস মূজিবায়ে জুযয়িয়া আসে। যেমন– আমাদের উক্তি كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ-এর عَكْس হবে بَعْضُ الْحَيَوَانِ اِنْسَانٌ; মূজিবায়ে কুল্লিয়ার عَكْس মূজিবায়ে কুল্লিয়া আসে না। কারণ, মাহমূল অথবা তালী আম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন আমাদের (পূর্বোল্লিখিত) দৃষ্টান্ত। অতএব, كُلُّ حَيَوَانٍ اِنْسَانٌ এ উক্তি সত্য হবে না।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যার বিবরণ এই যে, আমাদের উক্তি– كُلُّ شَيْخٍ كَانَ شَابًّا (প্রত্যেক বৃদ্ধই যুবক ছিল) এটি মূজিবায়ে কুল্লিয়া যা সত্য। অথচ এর আকস بَعْضُ الشَّابِّ كَانَ شَيْخًا সত্য নয়। এর উত্তর এভাবে দেওয়া হয় যে, তুমি যা উল্লেখ করেছ তা এর عَكْس নয়; বরং এর عَكْس হচ্ছে بَعْضُ مَنْ كَانَ شَابًّا شَيْخٌ (যারা যুবক ছিল তন্মধ্যে কিছু বৃদ্ধ)। আবার কখনও এর জবাব অন্যভাবেও দেওয়া হয়। তা এই যে, আকসের মধ্যে নিসবতের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি নয়। অতএব তার عَكْس হবে بَعْضُ الشَّابِّ يَكُوْنُ شَيْخًا (কতক যুবক বৃদ্ধ হবে) এটি নিঃসন্দেহে সত্য।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْمُوْجَبَةُ الْكُلِّيَّةُ আর মূজিবায়ে কুল্লিয়া تَنْعَكِسُ এর عَكْس আসে اِلٰى مُوْجَبَةٍ جُزْئِيَّةٍ মূজিবায়ে জুযয়িয়া فَقَوْلُنَا যেমন– আমাদের উক্তি كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ প্রত্যেক মানুষ প্রাণী يَنْعَكِسُ এর عَكْس হবে اِلٰى قَوْلِنَا আমাদের এ উক্তি بَعْضُ الْحَيَوَانِ اِنْسَانٌ কতক প্রাণী মানুষ وَلَا يَنْعَكِسُ আর عَكْس আসে না (মূজিবায়ে কুল্লিয়ার) اِلٰى مُوْجَبَةٍ كُلِّيَّةٍ মূজিবায়ে কুল্লিয়া لِاَنَّهٗ يَجُوْزُ কারণ, সম্ভাবনা রয়েছে اَنْ يَّكُوْنَ হওয়ার اَلْمَحْمُوْلُ اَوِ التَّالِيْ عَامًّا মাহমূল অথবা তালী আম كَمَا فِيْ مِثَالِنَا যেমন আমাদের (পূর্বোল্লিখিত) দৃষ্টান্ত فَلَا يَصْدُقُ অতএব এ উক্তি সত্য হবে না كُلُّ حَيَوَانٍ اِنْسَانٌ প্রত্যেক প্রাণীই মানুষ وَهٰهُنَا شَكٌّ এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় تَقْرِيْرُهٗ যার বিবরণ এই اَنَّ قَوْلَنَا যে, আমাদের উক্তি كُلُّ شَيْخٍ প্রত্যেক বৃদ্ধই كَانَ شَابًّا যুবক ছিল مُوْجَبَةٌ كُلِّيَّةٌ صَادِقَةٌ এটি মূজিবায়ে কুল্লিয়া যা সত্য مَعَ اَنَّ عَكْسَهٗ অথচ এর আকস بَعْضُ الشَّابِّ কতক যুবক كَانَ شَيْخًا বৃদ্ধ ছিল لَيْسَ بِصَادِقٍ সত্য নয় وَاُجِيْبَ عَنْهُ এর উত্তর এভাবে দেওয়া হয় بِاَنَّ عَكْسَهٗ যে, এর আকস لَيْسَ مَا ذَكَرْتَ তুমি যা উল্লেখ করেছ তা নয় بَلْ عَكْسُهٗ বরং এর عَكْس হচ্ছে بَعْضُ مَنْ كَانَ شَابًّا شَيْخٌ যারা যুবক ছিল তন্মধ্যে কিছু বৃদ্ধ وَقَدْ يُجَابُ আবার কখনো এর জবাব দেওয়া হয় بِوَجْهٍ اٰخَرَ অন্যভাবেও وَهُوَ তা এই اَنَّ حِفْظَ النِّسْبَةِ যে, নিসবতের প্রতি লক্ষ্য রাখা لَيْسَ بِضَرُوْرِيٍّ জরুরি নয় فِي الْعَكْسِ আকসের মধ্যে فَعَكْسُهٗ অতএব, তার عَكْس হবে بَعْضُ الشَّابِّ কতক যুবক يَكُوْنُ شَيْخًا বৃদ্ধ হবে وَهُوَ صَادِقٌ এটি সত্য لَا مُحَالَةَ নিঃসন্দেহে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَا يَنْعَكِسُ اِلٰى مُوْجَبَةٍ كُلِّيَّةٍ الخ -এর আলোচনা : মূজিবায়ে কুল্লিয়ার عَكْس মূজিবায়ে জুযয়িয়া আসে; মূজিবায়ে কুল্লিয়া আসে না। কারণ কাযিয়ায়ে হামলিয়ায় مَحْمُوْل এবং কাযিয়ায়ে শর্তিয়ায় تَالِيْ আম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর এ অবস্থায় কাযিয়া মিথ্যা হবে। যেমন– كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ -এর عَكْس যদি كُلُّ حَيَوَانٍ اِنْسَانٌ ধরা হয়, তবে এটি মিথ্যা হবে। এমনিভাবে শর্তিয়ার বেলায় كُلَّمَا كَانَ الشَّيْءُ اِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا -এ কাযিয়াটি সত্য। কিন্তু এর عَكْس মূজিবায়ে কুল্লিয়া كُلَّمَا كَانَ الشَّيْءُ حَيَوَانًا كَانَ اِنْسَانًا এটি মিথ্যা হবে।

www.eelm.weebly.com

قَوْلُهٗ وَهٰهُنَا شَكٌّ الخ -এর আলোচনা : মুসান্নিফ (র.)-এর উপরিউক্ত বর্ণনায় একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। هٰهُنَا شَكٌّ বলে উক্ত প্রশ্নটি বর্ণনা করে তার জবাবও দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, উপরে বলা হয়েছে, মূজিবায়ে কুল্লিয়ার عَكْس মূজিবায়ে জুযয়িয়া আসে এবং তা সত্য হয়। অথচ كُلُّ شَيْخٍ كَانَ شَابًّا এটি মূজিবায়ে কুল্লিয়া এবং এটি সত্য কাযিয়া। কিন্তু এর عَكْس মূজিবায়ে জুযয়িয়া তথা بَعْضُ الشَّابِّ كَانَ شَيْخًا সহীহ নয়। অতএব, এ কথা প্রমাণিত হলো যে, মূজিবায়ে কুল্লিয়ার عَكْس মূজিবায়ে জুযয়িয়া প্রযোজ্য হবে না।

মুসান্নিফ (র.) উক্ত প্রশ্নের দু'টি উত্তর প্রদান করেছেন–

প্রথমত: উল্লিখিত প্রশ্নে যে, বলা হয়েছে كُلُّ شَيْخٍ كَانَ شَابًّا -এর আকস بَعْضُ الشَّابِّ كَانَ شَيْخًا এটি ঠিক নয়। বরং كُلُّ شَيْخٍ كَانَ شَابًّا এ মূজিবায়ে কুল্লিয়ার আকস হচ্ছে بَعْضُ مَنْ كَانَ شَابًّا شَيْخٌ (যারা যুবক ছিল তাদের কতক বৃদ্ধ)। আর এ কাযিয়াটি সত্য। গ্রন্থকারের এ জবাবটি তত মজবুত নয়। কারণ, পূর্ববর্তী আকস তথা بَعْضُ الشَّابِّ كَانَ شَيْخًا ও بَعْضُ مَنْ كَانَ شَابًّا شَيْخٌ এক দু'টি বাক্যের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই, কেবল كَانَ-কে আগে পরে করা পার্থক্য হয়েছে। আর كَانَ যেহেতু রাবেতা যা স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশ করতে পরে না, তাই এটি মাহমূলও হতে পারবে না কিংবা মাহমূলের অংশ বিশেষও হতে পারবে না। আসল কাযিয়াতে কেবল شَابٌّ ই মাহমূল ছিল যা আকসের মধ্যে مَوْضُوْع হবে। সুতরাং এতটুকু পার্থক্য করাতে কোনো কিছু আসে যায় না। উক্ত দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য করত মুসান্নিফ দ্বিতীয় একটি জবাব দিয়েছেন যা নিম্নে বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: عَكْس -এর মধ্যে আসল قَضِيَّة -এর নিসবতের পূর্ণ বিবেচনা করা জরুরি নয়। আসল কাযিয়ার নিসবত ছিল অতীতকালীন, এখন যদি আকস-এর মধ্যে ভবিষ্যৎকালীন নিসবত হয় ; তবে এতে কোনো অসুবিধা নেই। সুতরাং উক্ত মূজিবায়ে কুল্লিয়ার عَكْس হবে بَعْضُ الشَّابِّ يَكُوْنُ شَيْخًا (কতেক যুবক বৃদ্ধ হবে) আর এ কাযিয়াটি সত্য। অতএব মূজিবায়ে কুল্লিয়ার عَكْس মূজিবায়ে জুযয়িয়া আসে এ কথা প্রমাণিত হলো।

এ শেষোক্ত জবাবটি অনেকেই পছন্দ করেছেন, কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে এটিও ত্রুটিমুক্ত নয়। কারণ, আসল কাযিয়া ছিল মুতলাকায়ে ওয়াক্তিয়া, আর عَكْس ও মুতলাকায়ে ওয়াক্তিয়া। অথচ মুতালকায়ে ওয়াক্তিয়ার عَكْس মুতলাকায়ে ওয়াক্তিয়া আসে না। অতএব, এর তৃতীয় একটি জবাব দেওয়া দরকার যা সংশয়মুক্ত, তা হচ্ছে– আসল কাযিয়াটি ছিল ওয়াক্তিয়ায়ে মুতালাকা, আর এর عَكْس আসে মুতলাকায়ে আম্মাহ। সুতরাং উল্লিখিত কাযিয়ায়ে عَكْس হবে بَعْضُ الشَّابِّ شَيْخٌ بِالْفِعْلِ আর এটি সত্য। কেননা, অতীতকালে যে شَابٌّ (যুবক) ছিল, সে اَحَدُ الْاَزْمِنَةِ অর্থাৎ ভবিষ্যৎকালে شَيْخٌ (বৃদ্ধ) হচ্ছে।

হামলিয়া ও শর্তিয়ার আকসের চিত্র

মূল কাযিয়া	উদাহরণ	আকসে মুসতাবী	উদাহরণ
হামলিয়ায়ে মূজিবায়ে কুল্লিয়া	كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	হামলিয়ায়ে মূজিবায়ে জুযয়িয়া	بَعْضُ الْحَيَوَانِ اِنْسَانٌ
হামলিয়ায়ে মূজিবায়ে জুযয়িয়া	بَعْضُ الْحَيَوَانِ اِنْسَانٌ	হামলিয়ায়ে মূজিবায়ে জুযয়িয়া	بَعْضُ الْاِنْسَانِ حَيَوَانٌ
হামলিয়ায়ে সালিবায়ে কুল্লিয়া	لَا شَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ	হামলিয়ায়ে সালিবায়ে কুল্লিয়া	لَا شَيْئَ مِنَ الْحَجَرِ بِاِنْسَانٍ
শর্তিয়ায়ে মূজিবায়ে কুল্লিয়া	كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا	শর্তিয়ায়ে মূজিবায়ে জুযয়িয়া	قَدْ يَكُوْنُ اِذَا كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً
শর্তিয়ায়ে মূজিবায়ে জুযয়িয়া	قَدْ يَكُوْنُ اِذَا كَانَ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا	শর্তিয়ায়ে মূজিবায়ে জুযয়িয়া	قَدْ يَكُوْنُ اِذَا كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً
শর্তিয়ায়ে সালিবায়ে কুল্লিয়া	لَيْسَ اَلْبَتَّةَ اِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ اللَّيْلُ مَوْجُوْدًا	শর্তিয়ায়ে সালিবায়ে কুল্লিয়া	لَيْسَ اَلْبَتَّةَ اِذَا كَانَ اللَّيْلُ مَوْجُوْدًا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً

www.eelm.weebly.com

وَالْمُوجَبَةُ الْجُزْئِيَّةُ تَنْعَكِسُ اِلٰى مُوْجَبَةٍ جُزْئِيَّةٍ كَقَوْلِنَا بَعْضُ الْحَيَوَانِ اِنْسَانٌ يَنْعَكِسُ اِلٰى قَوْلِنَا بَعْضُ الْاِنْسَانِ حَيَوَانٌ وَقَدْ يُوْرَدُ عَلٰى اِنْعِكَاسِ الْمُوْجَبَةِ الْجُزْئِيَّةِ كَنَفْسِهَا اِيْرَادٌ وَهُوَ اَنَّ بَعْضَ الْوَتَدِ فِى الْحَائِطِ صَادِقٌ وَعَكْسُهُ اَعْنِىْ بَعْضُ الْحَائِطِ فِى الْوَتَدِ غَيْرُ صَادِقٍ وَالْجَوَابُ اِنَّا لَا نُسَلِّمُ اَنَّ عَكْسَ هٰذِهِ الْقَضِيَّةِ مَا قُلْتَ مِنْ بَعْضِ الْحَائِطِ فِى الْوَتَدِ بَلْ عَكْسُهُ بَعْضُ مَا فِى الْحَائِطِ وَتَدٌ وَلَا مِرْيَةَ فِىْ صِدْقِهٖ وَبَاقِىْ مَبَاحِثِ الْعُكُوْسِ مِنْ عَكْسِ الْمُوَجَّهَاتِ وَالشَّرْطِيَّاتِ فَمَذْكُوْرٌ فِى الْمُطَوَّلَاتِ ـ

সরল অনুবাদ : مُوْجَبَةٌ جُزْئِيَّةٌ -এর عَكْس মূজিবায়ে জুযয়িয়াই আসে। যেমন– আমাদের উক্তি بَعْضُ الْحَيَوَانِ اِنْسَانٌ (কতেক প্রাণী মানুষ)। এর عَكْس হয় بَعْضُ الْاِنْسَانِ حَيَوَانٌ (কতিক মানুষ প্রাণী)। আর কখনো مُوْجَبَةٌ جُزْئِيَّةٌ -এর আকস্ মূজিবায়ে জুযয়িয়া প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। যেমন– بَعْضُ الْوَتَدِ فِى الْحَائِطِ (কিছু পেরেক দেয়ালে) এ কাযিয়াটি সত্য, কিন্তু এর عَكْس অর্থাৎ بَعْضُ الْحَائِطِ فِى الْوَتَدِ (কিছু দেয়াল পেরেকে) এটি কখনো সত্য নয়। এর জবাব এই যে, তুমি যে বলেছ بَعْضُ الْحَائِطِ فِى الْوَتَدِ উক্ত কাযিয়ার আকস্ ; এ কথা আমরা কখনো স্বীকার করবো না; বরং এর আকস্ بَعْضُ الْحَائِطِ وَتَدٌ (দেয়ালে যা কিছু আছে তন্মধ্যে কিছু পেরেক)। আর এটি সত্য হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। মুওয়াজ্জাহা ও শর্তিয়ায় আকসের যেসব বর্ণনা রয়েছে, তা বড় বড় কিতাবে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْمُوْجَبَةُ الْجُزْئِيَّةُ মূজিবায়ে জুযয়িয়া تَنْعَكِسُ এর عَكْس আসে اِلٰى مُوْجَبَةٍ جُزْئِيَّةٍ মূজিবায়ে জুযয়িয়াই كَقَوْلِنَا যেমন– আমাদের উক্তি بَعْضُ الْحَيَوَانِ اِنْسَانٌ কতক প্রাণী মানুষ يَنْعَكِسُ এর عَكْس হয় اِلٰى قَوْلِنَا আমাদের উক্তির দিকে بَعْضُ الْاِنْسَانِ حَيَوَانٌ কতক মানুষ প্রাণী وَقَدْ يُوْرَدُ আর কখনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয় عَلٰى اِنْعِكَاسِ الْمُوْجَبَةِ الْجُزْئِيَّةِ মূজিবায়ে জুযয়িয়ার আকস হওয়ার ব্যাপারে كَنَفْسِهَا মূজিবায়ে জুযয়িয়াই اِيْرَادٌ প্রশ্ন وَهُوَ যেমন– اِنَّ بَعْضَ الْوَتَدِ কিছু পেরেক فِى الْحَائِطِ দেয়ালে صَادِقٌ এ কাযিয়াটি সত্য وَعَكْسُهُ কিন্তু এর আকস اَعْنِىْ অর্থাৎ بَعْضُ الْحَائِطِ فِى الْوَتَدِ কিছু দেয়াল পেরেকে غَيْرُ صَادِقٍ এটি কখনো সত্য নয় وَالْجَوَابُ -এর জবাব এই اِنَّا لَا نُسَلِّمُ যে, আমরা কখনো স্বীয়কার করবো না اَنَّ عَكْسَ هٰذِهِ الْقَضِيَّةِ উক্ত কাযিয়ার আকস مَا قُلْتَ তুমি যা বলেছ مِنْ بَعْضِ الْحَائِطِ فِى الْوَتَدِ কতক দেয়াল পেরেকে একথা بَلْ عَكْسُهُ বরং এর আকস بَعْضُ مَا فِى الْحَائِطِ দেয়ালে যা কিছু আছে তন্মধ্যে কিছু পেরেক وَلَا مِرْيَةَ আর কোনো প্রকার সন্দেহ নেই فِىْ صِدْقِهٖ এটি সত্য হওয়ার ব্যাপারে وَبَاقِىْ مَبَاحِثِ الْعُكُوْسِ আর যেসব বর্ণনা রয়েছে مِنْ عَكْسِ الْمُوَجَّهَاتِ وَالشَّرْطِيَّاتِ মুওয়াজ্জাহা ও শর্তিয়ার আকসের فَمَذْكُوْرٌ فِى الْمُطَوَّلَاتِ তা বড় বড় কিতাবে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَقَدْ يُوْرَدُ عَلٰى اِنْعِكَاسِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্ন বর্ণনা করছেন। প্রশ্নটি হলো পূর্বে বলা হয়েছে মূজিবায়ে জুযয়িয়ার عَكْس মূজিবায়ে জুযয়িয়া প্রযোজ্য হয়, এটি ঠিক নয়। কেননা, আমরা দেখতে পাই بَعْضُ الْوَتَدِ فِى الْحَائِطِ কাযিয়াটি মূজিবায়ে জুযয়িয়া, আর এটি সত্য, কিন্তু এর আকস্ بَعْضُ الْحَائِطِ فِى الْوَتَدِ সত্য নয়।

اَلْجَوَابُ الخ বলে মুসান্নিফ (র.) উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। উত্তরের মূল কথা হলো প্রশ্নে যে بَعْضُ الْحَائِطِ فِى الْوَتَدِ-কে উল্লিখিত কাযিয়ার عَكْس হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ; এটি অনস্বীকার্য হয়; বরং তার عَكْس হলো بَعْضُ مَا فِى الْحَائِطِ وَتَدٌ আর এ কাযিয়াটি সত্য। অর্থাৎ পূর্ববর্তী কাযিয়ার মধ্যে মাহমূল শুধু اَلْحَائِطُ ছিল না, বরং فِى الْحَائِطِ ছিল। কিন্তু প্রশ্নকারী আকসের মধ্যে কেবল حَائِطٌ-কে মাওযূ' ধরে কাযিয়া গঠন করার ফলে উক্ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : عَكْسُ النَّقِيْضِ هُوَ جَعْلُ نَقِيْضِ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ مِنَ الْقَضِيَّةِ ثَانِيًا وَنَقِيْضُ الْجُزْءِ الثَّانِيْ اَوَّلًا مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ وَالْكَيْفِ هٰذَا اُسْلُوْبُ الْمُتَقَدِّمِيْنَ فَتَنْعَكِسُ الْمُوْجَبَةُ الْكُلِّيَّةُ بِهٰذَا الْعَكْسِ كَنَفْسِهَا كَقَوْلِنَا كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ يَنْعَكِسُ اِلٰى قَوْلِنَا كُلُّ لَا حَيَوَانٍ لَا اِنْسَانٌ وَالْمُوْجَبَةُ الْجُزْئِيَّةُ لَا تَنْعَكِسُ بِهٰذَا الْعَكْسِ لِاَنَّ قَوْلَنَا بَعْضَ الْحَيَوَانِ لَا اِنْسَانٌ صَادِقٌ وَعَكْسُهُ اَعْنِيْ بَعْضَ الْاِنْسَانِ لَاحَيَوَانٌ كَاذِبٌ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : সিদ্‌ক ও কাইফ ঠিক রেখে কাযিয়ার প্রথম অংশের نَقِيْض -কে দ্বিতীয় অংশে এবং দ্বিতীয় অংশের نَقِيْض -কে প্রথম অংশে পরিণত করাকে عَكْس نَقِيْض বলা হয়। এটি হলো মুতাকাদ্দিমীনের পন্থা। সুতরাং مُوْجَبَةٌ كُلِّيَّةٌ -এর অনুরূপ কাযিয়ার (مُوْجَبَةٌ كُلِّيَّةٌ) দিকেই আক্‌স হবে। যেমন– আমাদের উক্তি كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ (সমস্ত মানুষ প্রাণী)। এর আক্‌স হবে كُلُّ لَا حَيَوَانٍ لَا اِنْسَانٌ (প্রত্যেক অপ্রাণী অমানুষ)। আর مُوْجَبَةٌ جُزْئِيَّةٌ -এর এ ধরনের আক্‌সই হয় না। কেননা, আমাদের উক্তি– بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَا اِنْسَانٌ (কতক প্রাণী মানুষ) এটি সত্য এবং এর আক্‌স অর্থাৎ بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَا حَيَوَانٌ (কিছু মানুষ অপ্রাণী) এটি মিথ্যা।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ عَكْسُ النَّقِيْضِ আকসে নকীয هُوَ বলা হয় جَعْلُ نَقِيْضِ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ প্রথম অংশের اَوَّلًا-نَقِيْضُ-কে পরিণত করা مِنَ الْقَضِيَّةِ কাযিয়ার ثَانِيًا দ্বিতীয় অংশে وَنَقِيْضُ الْجُزْءِ الثَّانِيْ এবং দ্বিতীয় অংশের نَقِيْض-কে প্রথম অংশে مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ وَالْكَيْفِ সিদক ও কাইফ ঠিক রেখে هٰذَا اُسْلُوْبٌ এটি হলো পন্থা الْمُتَقَدِّمِيْنَ মুতাকাদ্দিমীনের فَتَنْعَكِسُ সুতরাং আকস হবে الموجبة الكلية মূজিবায়ে কুল্লিয়া بِهٰذَا الْعَكْسِ كَنَفْسِهَا অনুরূপ কাযিয়া (مُوْجَبَةٌ كُلِّيَّةٌ)-এর দিকেই كَقَوْلِنَا যেমন– আমাদের উক্তি كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ সমস্ত মানুষ প্রাণী يَنْعَكِسُ এর আকস হবে اِلٰى قَوْلِنَا আমাদের এ উক্তির দিকে كُلُّ لَاحَيَوَانٍ প্রত্যেক অপ্রাণী لَا اِنْسَانٌ অমানুষ وَالْمُوْجَبَةُ الْجُزْئِيَّةُ আর মূজিবায়ে জুযয়িয়া لَاتَنْعَكِسُ -এর আকসই হয় না بِهٰذَا الْعَكْسِ এ ধরনের لِاَنَّ قَوْلَنَا কেননা, আমাদের উক্তি بَعْضُ الْحَيَوَانِ কতক প্রাণী لَا اِنْسَانٌ অমানুষ صَادِقٌ এটি সত্য عَكْسُهُ এবং এর আকস اَعْنِيْ অর্থাৎ بَعْضُ الْاِنْسَانِ কিছু মানুষ لَاحَيَوَانٌ অপ্রাণী كَاذِبٌ এটি মিথ্যা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَكْسُ النَّقِيْضِ الخ-এর আলোচনা : গ্রন্থকার অত্র পরিচ্ছেদে عَكْس نَقِيْض সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এখানে عَكْس শব্দের অর্থ–উল্টা ; আর نَقِيْض শব্দের অর্থ– বিপরীত। সুতরাং عَكْس نَقِيْض -এর অর্থ দাঁড়াল বিপরীত বাক্যের উল্টা। عَكْس نَقِيْض -এর সংজ্ঞায় مُتَاَخِّرِيْنَ ও مُتَقَدِّمِيْن দের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। مُتَقَدِّمِيْن বলতে পূর্বের তর্কশাস্ত্রবিদগণকে বুঝায়। আর مُتَاَخِّرِيْنَ বলতে পরের তর্কশাস্ত্রবিদগণকে বুঝায়। مُتَقَدِّمِيْن দের মতে عَكْس نَقِيْض -এর মধ্যে صِدْق ও كَيْف অপরিবর্তিত থাকবে। কিন্তু مُتَاَخِّرِيْن দের মতে عَكْس نَقِيْض -এর মধ্যে صِدْق অপরিবর্তিত থাকলে ও كَيْف অর্থাৎ হ্যাঁ, বা না– বাচকের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হবে। সুতরাং مُتَقَدِّمِيْن দের মতে عَكْس نَقِيْض -এর উদাহরণ হলো– كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ -এর عكس نقيض হলো– كُلُّ لَاحَيَوَانٍ لَا اِنْسَانٌ আর مُتَاَخِّرِيْن দের মতে عَكْس نَقِيْض হলো– كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ -এর لَا شَئْ مِمَّا لَيْسَ بِحَيَوَانٍ بِاِنْسَانٍ

উল্লেখ্য যে, عَكْس مُسْتَوِىْ -এর সালিবার যে হুকুম ছিল عَكْس نَقِيْض -এর মধ্যে মূজিবার ক্ষেত্রেও ঠিক সে হুকুম হবে। যেমন– عَكْس مُسْتَوِىْ-এর মধ্যে কুল্লিয়ার عَكْس সালিবায়ে কুল্লিয়া আসত। عَكْس نَقِيْض -এর ক্ষেত্রে মূজিবায়ে কুল্লিয়ার عَكْس মূজিবায়ে কুল্লিয়া আসবে। সেখানে সালিবা জুযয়িয়ার عَكْس মোটেই আসবে না। সুতরা এখানেও মূজিবা জুযয়িয়ার عَكْس মোটেই আসতে পারে না।

قَوْلُهُ مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ وَالْكَيْفِ الخ -এর আলোচনা : صِدْق ঠিক থাকার অর্থ হলো, আসল কাযিয়া যদি সত্য হয় তবে عَكْس نَقِيْض ও সত্য হবে। আর আসল কাযিয়া যদি মিথ্যা হয় তবে তার نَقِيْض ও মিথ্যা হবে।

আর كَيْف ঠিক থাকার অর্থ হলো, আসল কাযিয়া যদি মূজিবা হয়, তবে عَكْس نَقِيْض ও মূজিবা হবে, আর আসল কাযিয়া যদি সালিবা হয়, তবে তার নকীযও সালেবা হবে। مُتَقَدِّمِيْن দের মতে عَكْس نَقِيْض -এর সিদ্‌ক ও কাইফ উভয়টি ঠিক থাকতে হবে। আর مُتَاَخِّرِيْن দের মতে সিদ্‌ক ঠিক থাকবে, কিন্তু কাইফ পরিবর্তন করতে হবে।

অতএব, মুতাকাদ্দিমীনদের মতে مُوْجَبَةٌ كُلِّيَّةٌ -এর عَكْس نَقِيْض ঠিক مُوْجَبَةٌ كُلِّيَّةٌ-ই আসবে। আর মুতাআখখিরীনের মতে مُوْجَبَةٌ كُلِّيَّةٌ -এর আক্‌স سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ আসবে। (উদাহরণ অনুবাদে বর্ণনা করা হয়েছে)। যেহেতু মুতাআখখিরীনদের নিয়ম অনুসারে যে عَكْس نَقِيْض গঠিত হয় তা ব্যবহার হয় না। এ জন্য গ্রন্থকার তা উল্লেখ করেননি।

www.eelm.weebly.com

وَالسَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ تَنْعَكِسُ اِلٰى سَالِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ تَقُوْلُ لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِفَرَسٍ وَتَقُوْلُ فِيْ عَكْسِهٖ بِهٰذَا الْعَكْسِ بَعْضُ اللَّا فَرَسٍ لَيْسَ بِلَا اِنْسَانٍ اِلٰى جُزْئِيَّةٍ وَلَا تَقُوْلُ لَا شَيْءَ مِنَ اللَّا فَرَسٍ بِلَا اِنْسَانٍ لِصِدْقِ نَقِيْضِهٖ اَعْنِيْ بَعْضُ اللَّا فَرَسٍ لَا اِنْسَانٌ كَالْجِدَارِ وَالسَّالِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ تَنْعَكِسُ اِلٰى سَالِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ كَقَوْلِكَ بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِاِنْسَانٍ تَنْعَكِسُ اِلٰى قَوْلِكَ بَعْضُ اللَّا اِنْسَانِ لَيْسَ بِلَا حَيَوَانٍ كَالْفَرَسِ وَعَكْسُ الْمُوَجَّهَاتِ مَذْكُوْرَةٌ فِي الْكُتُبِ الطِّوَالِ وَهٰهُنَا قَدْ تَمَّ مَبَاحِثُ الْقَضَايَا وَاَحْكَامِهَا-

فَصْلٌ : وَاِذَا قَدْ فَرَغْنَا عَنْ مَبَاحِثِ الْقَضَايَا وَالْعُكُوْسِ الَّتِيْ كَانَتْ مِنْ مَبَادِي الْحُجَّةِ فَحَرِيٌّ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ فِيْ مَبَاحِثِ الْحُجَّةِ فَنَقُوْلُ الْحُجَّةُ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَقْسَامٍ اَحَدُهَا الْقِيَاسُ وَثَانِيْهَا الْاِسْتِقْرَاءُ وَثَالِثُهَا التَّمْثِيْلُ فَلْنُبَيِّنْ هٰذِهِ الثَّلٰثَةَ فِيْ ثَلٰثَةِ فُصُوْلٍ۔

সরল অনুবাদ : আর سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ -এর আক্স سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ আসবে। যেমন- তুমি বলবে لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِفَرَسٍ (কোনো মানুষই ঘোড়া নয়)। আর এর عَكْس نَقِيْض -এর ক্ষেত্রে বলবে بَعْضُ اللَّافَرَسِ لَيْسَ بِلَا اِنْسَانٍ (কতক অঘোড়া অমানুষ নয়।) এটা জুযয়িয়া। আর তুমি বলতে পারবে না যে, لَا شَيْءَ مِنَ اللَّافَرَسِ بِلَا اِنْسَانٍ (কোনো অঘোড়া অমানুষ নয়)। কেননা, এর নকীয অর্থাৎ بَعْضُ اللَّافَرَسِ لَااِنْسَانٌ (কতক ঘোড়া অমানুষ) এটি সত্য। যেমন- اَلْجِدَارُ (দেয়াল)। আর سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ -এর আক্স سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ আসে। যেমন- তোমার উক্তি بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِاِنْسَانٍ (কতক প্রাণী মানুষ নয়)-এর عَكْس হয় بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِلَا حَيَوَانٍ (কতক মানুষ প্রাণী নয়)। যেমন- ঘোড়া। আর কাযিয়ায়ে মুয়াজ্জাহাসমূহের আকস বড় বড় গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। আর এখানে কাযিয়া ও তার আহকামের বর্ণনাসমূহ সমাপ্ত করা হলো।

পরিচ্ছেদ : আর যখন আমরা অবসর গ্রহণ করলাম কাযিয়া ও আকসসমূহের বর্ণনা হতে, যা দলিলের ভূমিকা স্বরূপ। অতএব, আমাদের উচিত যে, দলিল সম্পর্কে আলোচনা করা। তাই আমরা বলছি حُجَّةٌ (দলিল) তিন প্রকার : প্রথমটি قِيَاسٌ দ্বিতীয়টি اِسْتِقْرَاءٌ এবং তৃতীয়টি تَمْثِيْل এ তিনটি বিষয়কে তিনটি অনুচ্ছেদে বর্ণনা করবো।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالسَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ আর সালিবায়ে কুল্লিয়ার تَنْعَكِسُ আকস হবে اِلٰى سَالِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ সালিবায়ে জুযয়িয়া تَقُوْلُ যেমন- তুমি বলবে لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ কোনো মানুষই নয় بِفَرَسٍ ঘোড়া وَتَقُوْلُ فِيْ عَكْسِهٖ আর এর عَكْس نَقِيْض-এর ক্ষেত্রে বলবে بِهٰذَا الْعَكْسِ এভাবে بَعْضُ اللَّا فَرَسٍ কতক অঘোড়া لَيْسَ بِلَا اِنْسَانٍ অমানুষ নয় اِلٰى جُزْئِيَّةٍ এ জুযয়িয়া وَلَا تَقُوْلُ আর তুমি বলতে পারবে না لَاشَيْءَ مِنَ اللَّا فَرَسٍ কোনো অঘোড়া নয় بِلَا اِنْسَانٍ অমানুষ لِصِدْقِ نَقِيْضِهٖ কেননা, এর নকীযটি সত্য اَعْنِيْ অর্থাৎ بَعْضُ اللَّا فَرَسٍ কতক অঘোড়া لَا اِنْسَانٌ অমানুষ كَالْجِدَارِ যেমন- দেয়াল وَالسَّالِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ আর সালিবায়ে জুযয়িয়ার تَنْعَكِسُ আকস আসে اِلٰى سَالِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ সালিবায়ে জুযয়িয়া كَقَوْلِكَ যেমন- তোমার উক্তি بَعْضُ الْحَيَوَانِ কতক প্রাণী لَيْسَ بِاِنْسَانٍ মানুষ নয় تَنْعَكِسُ اِلٰى قَوْلِكَ এর عَكْس হয় যেমন- তোমার উক্তি بَعْضُ اللَّا اِنْسَانِ কতক অমানুষ لَيْسَ بِلَا حَيَوَانٍ অপ্রাণী নয় كَالْفَرَسِ যেমন- ঘোড়া وَعَكْسُ الْمُوَجَّهَاتِ আর কাযিয়ায়ে মুয়াজ্জাহাসমূহের আকস مَذْكُوْرَةٌ فِي الْكُتُبِ الطِّوَالِ বড় বড় গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে وَهٰهُنَا আর এখানে قَدْ تَمَّ সমাপ্ত করা হলো مَبَاحِثُ الْقَضَايَا কাযিয়াসমূহের বর্ণনাসমূহ وَاَحْكَامِهَا এবং তার আহকামের فَصْلٌ পরিচ্ছেদ وَاِذَا قَدْ فَرَغْنَا আর যখন আমরা অবসর গ্রহণ করলাম عَنْ مَبَاحِثِ الْقَضَايَا কাযিয়াসমূহের বর্ণনা হতে وَالْعُكُوْسِ ও আকসসমূহে الَّتِيْ كَانَتْ যা স্বরূপ مِنْ مَبَادِي الْحُجَّةِ দলিলের ভূমিকা فَحَرِيٌّ لَنَا অতএব, আমাদের উচিত اَنْ نَتَكَلَّمَ যে, আলোচনা করা فِيْ مَبَاحِثِ الْحُجَّةِ দলিল সম্পর্কে فَنَقُوْلُ তাই আমরা বলছি اَلْحُجَّةُ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَقْسَامٍ দলিল তিন প্রকার اَحَدُهَا الْقِيَاسُ প্রথমটি قِيَاسٌ - وَثَانِيْهَا الْاِسْتِقْرَاءُ দ্বিতীয়টি اِسْتِقْرَاءٌ - وَثَالِثُهَا التَّمْثِيْلُ এবং তৃতীয়টি تَمْثِيْل - فَلْنُبَيِّنْ বর্ণনা করবো هٰذِهِ الثَّلٰثَةَ এ তিনটি বিষয়কে فِيْ ثَلٰثَةِ فُصُوْلٍ তিনটি অনুচ্ছেদে।

www.eelm.weebly.com

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالسَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ الخ -এর আলোচনা : সালিবা কুল্লিয়ার عَكْس সালিবা জুযয়িয়া আসে; কিন্তু সালিবা কুল্লিয়ার عَكْس نَقِيْض সালিবা কুল্লিয়া আসে না। এতে اِجْتِمَاعُ النَّقِيْضَيْن অর্থাৎ দু'টি বিরোধী জিনিস একই বস্তুতে বিদ্যমান হওয়ার অসুবিধা দেখা দিবে, যা নিতান্ত বৈধ নয়। যেমন- لَا شَيْئَ مِنَ اللَّا فَرَس لَا اِنْسَانٌ وَبَعْضُ اللَّا فَرَسٍ اِنْسَانٌ উভয়ই দু'টি বিরোধী জিনিস। গ্রন্থকার মতনের মধ্যে অত্র দাবিকে উদাহরণের সাথে বর্ণনা করেছেন।

لَا شَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ -এর আলোচনা : وَالسَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ الخ -سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ -এর আকস سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ আসে। যেমন- لَا شَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِفَرَسٍ -এর আকসে নকীয করার জন্য প্রথমে مَوْضُوْع ও مَحْمُوْل -এর নকীয বের করতে হবে। اِنْسَانٌ হলো مَوْضُوْع , এর নকীয لَا اِنْسَانٌ আর مَحْمُوْل হলো فَرَسٌ, এর নকীয لَا فَرَسٌ সুতরাং আকসে নকীয হলো بَعْضُ اللَّا فَرَسٍ لَيْسَ بِلَا اِنْسَانٍ (কিছু অঘোড়া অমানুষ নয়)। যেমন- মানুষ। এটি ঘোড়া নয় কিন্তু অমানুষও নয়। অর্থাৎ মানুষ। সুতরাং عَكْس نَقِيْض টি সত্য। পক্ষান্তরে سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ-এর عَكْس হতে পারবে না। অতএব, لَا شَيْئَ مِنَ اللَّا فَرَسٍ بِلَا اِنْسَانٍ -কে উক্ত কাযিয়ার عَكْس বলা যাবে না। কেননা, এর নকীয بَعْضُ اللَّا فَرَسٍ لَا اِنْسَانٌ সুতরাং এটি সত্য।

قَوْلُهُ وَالسَّالِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ الخ -এর ব্যাখ্যা : سَالِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ -এর আকস سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ -ই হয়ে থাকে। যেমন- بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِاِنْسَانٍ -এর আকসে নকীয بَعْضُ اللَّا اِنْسَانٍ لَيْسَ بِلَا حَيَوَانٍ (কিছু অমানুষ অপ্রাণী নয়।) যেমন- ঘোড়া, এটি অমানুষ কিন্তু অপ্রাণী নয়, বরং প্রাণী। সুতরাং কাযিয়াটি সত্য।

قَوْلُهُ وَاِذَا قَدْ فَرَغْنَا الخ-এর আলোচনা : এখানে মুসান্নিফ (র.) বলছেন যে, আমরা حُجَّةٌ বা দলিলের সূচনা স্বরূপ কাযিয়া এবং আক্‌স সমূহের আলোচনা হতে অবসর গ্রহণ করে এখন আমাদের হুজ্জতের আলোচনা করা উচিত। তাই হুজ্জতকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন : ১. قِيَاسٌ , ২. اِسْتِقْرَاءٌ এবং ৩. تَمْثِيْل এবং তিনি এ তিনটি বিষয়কে তিনটি অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ الْحُجَّةُ -এর আলোচনা : حُجَّةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ- বিজয়ী হওয়া, যুক্তি, বাদানুবাদ, আলোচনা, প্রমাণ, কারণ। বাংলা ভাষাতে যুক্তি, প্রমাণ দলিল শব্দ দ্বারাও এর অর্থ প্রকাশ করা হয়। যেহেতু যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর জয়ী হয়, তাই যুক্তি-প্রমাণকে حُجَّةٌ বলা হয়।

আর মানতিকীদের পরিভাষায় এমন কতগুলো تَصْدِيْق -কে হুজ্জত বলা হয়, যাদেরকে নিয়মানুযায়ী বিন্যাস করলে তাদের দ্বারা একটি অজ্ঞাত تَصْدِيْق সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। অর্থাৎ অজ্ঞাত تَصْدِيْق সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্য যে সকল তাসদীকের সাহায্য গ্রহণ করা হয়, তাকেই মানতিকী শাস্ত্রের পরিভাষায় হুজ্জত বলে।

সুতরাং তাসদীকদের সাহায্য করার তিনটি অবস্থা রয়েছে। তাদের মধ্যে এক অবস্থায় অবস্থানকারী কাযিয়াসমূহের রূপকে قِيَاسٌ বলা হয়, আর অন্য এক অবস্থায় অবস্থানকারী রূপকে اِسْتِقْرَاءٌ বলা হয়। অন্য আরেক অবস্থায় অবস্থানকারী কাযিয়াসমূহের রূপকে تَمْثِيْل বলা হয়। অথবা এরূপে বলা যায় যে, ১. কুল্লী দ্বারা অন্য কুল্লী বা জুযয়ীর উপর-যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করা, ২. জুযয়ী দ্বারা কুল্লীর উপর যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করা এবং ৩. জুযয়ীর উপর যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করা। প্রথম পন্থাকে قِيَاسٌ বলা হয়, দ্বিতীয় পন্থাকে اِسْتِقْرَاءٌ এবং তৃতীয় পন্থাকে تَمْثِيْل বলা হয়।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

١- مَا هِيَ الْقَضِيَّةُ الشَّرْطِيَّةُ؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهَا؟ فَصِّلْ كُلَّ قِسْمٍ بِالتَّفْصِيْلِ وَالتَّمْثِيْلِ .

٢- اَلشَّرْطِيَّةُ الْمُنْفَصِلَةُ مَا هِيَ؟ وَمَا هِيَ اَقْسَامُهَا؟ فَصِّلْ مَعَ الْاَمْثِلَةِ .

٣- مَا هِيَ الشَّرْطِيَّةُ الْمُتَّصِلَةُ؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهَا؟ فَصِّلْ مَعَ الْاَمْثِلَةِ .

٤- عَرِّفِ الْمَشْرُوْطَةَ الْعَامَّةَ وَالْعُرْفِيَةَ الْعَامَّةَ مُمَثِّلًا . ثُمَّ بَيِّنْ مَا هِيَ الْقَضِيَّةُ الْمُوَجَّهَةُ الْبَسِيْطَةُ؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهَا؟

٥- اَلتَّنَاقُضُ مَا هُوَ؟ فَصِّلْ مَعَ شَرَائِطِهِ مُمَثِّلًا .

٦- مَا هُوَ الْعَكْسُ الْمُسْتَوِيْ؟ بَيِّنْ صُوْرَتَهُ مُشَرِّحًا وَمُمَثِّلًا .

٧- مَا هُوَ عَكْسُ النَّقِيْضِ؟ بَيِّنْ بِالتَّفْصِيْلِ وَالتَّمْثِيْلِ .

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : فِى الْقِيَاسِ وَهُوَ قَوْلٌ مُؤَلَّفٌ مِنْ قَضَايَا يَلْزَمُ عَنْهَا قَوْلٌ اٰخَرُ بَعْدَ تَسْلِيْمِ تِلْكَ الْقَضَايَا فَاِنْ كَانَ النَّتِيْجَةُ اَوْ نَقِيْضُهَا مَذْكُوْرًا فِيْهِ يُسَمّٰى اِسْتِثْنَائِيًّا كَقَوْلِنَا اِنْ كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا لٰكِنَّهُ اِنْسَانٌ يَنْتِجُ فَهُوَ حَيَوَانٌ وَاِنْ كَانَ زَيْدٌ حِمَارًا كَانَ نَاهِقًا لٰكِنَّهُ لَيْسَ بِنَاهِقٍ يَنْتِجُ اَنَّهُ لَيْسَ بِحِمَارٍ وَاِنْ لَمْ تَكُنِ النَّتِيْجَةُ وَنَقِيْضُهَا مَذْكُوْرًا يُسَمّٰى اِقْتِرَانِيًّا كَقَوْلِكَ زَيْدٌ اِنْسَانٌ وَكُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ يَنْتِجُ زَيْدٌ حَيَوَانٌ -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : قِيَاسْ প্রসঙ্গে। তা এমন কতিপয় কাযিয়া দ্বারা গঠিত উক্তি, যেগুলো স্বীকার করে নিলে অন্য একটি উক্তি স্বীকার করতে হয়। যদি তাতে নতীজা অথবা নতীজার নকীয উল্লেখ থাকে, তবে তাকে اِسْتِثْنَائِيَّةٌ বলা হয়। যেমন- আমাদের উক্তি اِنْ كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا لٰكِنَّهُ اِنْسَانٌ (যদি যায়েদ মানুষ হয় তবে সে প্রাণী হবে ; কিন্তু সে মানুষ)। তার নতীজা হবে فَهُوَ حَيَوَانٌ (সে প্রাণী)। وَاِنْ كَانَ زَيْدٌ حِمَارًا كَانَ نَاهِقًا لٰكِنَّهُ لَيْسَ بِنَاهِقٍ (আর যদি যায়েদ গাধা হয় তবে সে নাহিক হবে ; কিন্তু নাহিক নয়)। এর নতীজা হবে اَنَّهُ لَيْسَ بِحِمَارٍ (সে গাধা নয়)। যদি কিয়াসের মধ্যে নতীজা অথবা নতীজার নকীয কোনটিই উল্লেখ না থাকে, তবে তাকে اِقْتِرَانِىْ বলা হয়। যেমন- তোমার উক্তি زَيْدٌ اِنْسَانٌ وَكُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ (যায়েদ মানুষ আর প্রত্যেক মানুষ প্রাণী)-এর নতীজা হবে زَيْدٌ حَيَوَانٌ (যায়েদ প্রাণী)।

فَصْلٌ : فِى الْقِيَاسِ الْاِقْتِرَانِىْ وَهُوَ قِسْمَانِ حَمْلِىٌّ وَشَرْطِىٌّ وَمَوْضُوْعُ النَّتِيْجَةِ فِى الْقِيَاسِ يُسَمّٰى اَصْغَرُ لِكَوْنِهٖ اَقَلُّ اَفْرَادًا فِى الْاَغْلَبِ وَمَحْمُوْلُهٗ يُسَمّٰى اَكْبَرُ لِكَوْنِهٖ اَكْثَرُ اَفْرَادًا غَالِبًا وَالْقَضِيَّةُ الَّتِىْ جُعِلَتْ جُزْءَ قِيَاسٍ يُسَمّٰى مُقَدَّمَةً وَالْمُقَدَّمَةُ الَّتِىْ فِيْهَا الْاَصْغَرُ تُسَمّٰى صُغْرٰى وَالَّتِىْ فِيْهَا الْاَكْبَرُ كُبْرٰى وَالْجُزْءُ الَّذِىْ تَكَرَّرَ بَيْنَهُمَا يُسَمّٰى حَدًّا وَسَطًا وَاِقْتِرَانُ الصُّغْرٰى بِالْكُبْرٰى يُسَمّٰى قَرِيْنَةً اَوْ ضَرْبًا وَالْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ كَيْفِيَةِ وَضْعِ الْاَوْسَطِ عِنْدَ الْاَصْغَرِ وَالْاَكْبَرِ يُسَمّٰى شَكْلًا وَالْاَشْكَالُ اَرْبَعَةٌ -

পরিচ্ছেদ : قِيَاسْ اِقْتِرَانِىْ প্রসঙ্গ। তা দু' প্রকার- হামলী ও শর্তী। কিয়াসের নতীজার মাওযূকে আসগর বলা হয়। কেননা, সাধারণত তার اَفْرَادْ কম হয়। আর তার মাহমূলকে আকবার বলা হয়। কেননা, তার اَفْرَادْ সাধারণত অধিক হয়। আর যে কাযিয়াকে কিয়াসের অংশ বানানো হয়, তাকে مُقَدَّمَةٌ বলা হয়। যে মুকাদ্দামায় আসগর উল্লেখ থাকে, তাকে সুগরা বলা হয়। আর যে মুকাদ্দামায় আকবার উল্লেখ থাকে, তাকে কুবরা বলা হয়। আর যে অংশটি উভয়টির মধ্যে বারবার উল্লেখ হয়, তাকে حَدْ اَوْسَطْ বলা হয়। সুগরা ও কুবরার সংযোজনকে قَرِيْنَةٌ ও ضَرْبٌ বলা হয়। আর হদ্দে আওসাতকে আসগর এবং আকবরের সাথে রাখার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয় شَكْلٌ। আর শাক্লসমূহ মোট চারটি।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ فِى الْقِيَاسِ কিয়াস প্রসঙ্গে وَهُوَ قَوْلٌ مُؤَلَّفٌ তা এমন গঠিত উক্তি مِنْ قَضَايَا কতিপয় কাযিয়া দ্বারা يَلْزَمُ عَنْهَا যা দ্বারা আবশ্যক হয় قَوْلٌ اٰخَرُ অন্য একটি উক্তি بَعْدَ تَسْلِيْمِ স্বীকার করে নিলে تِلْكَ الْقَضَايَا ঐ কাযিয়াগুলো فَاِنْ كَانَ النَّتِيْجَةُ যদি তাতে নতীজা اَوْ نَقِيْضُهَا অথবা নতীজার নকীয مَذْكُوْرًا فِيْهِ উল্লেখ থাকে يُسَمّٰى اِسْتِثْنَائِيًّا তবে তাকে اِسْتِثْنَائِيَّةٌ বলা হয় كَقَوْلِنَا যেমন- আমাদের উক্তি اِنْ كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا যদি যায়েদ মানুষ হয় كَانَ حَيَوَانًا তবে সে প্রাণী হবে لٰكِنَّهُ اِنْسَانٌ কিন্তু সে মানুষ يَنْتِجُ فَهُوَ حَيَوَانٌ তার নতীজা হবে সে প্রাণী وَاِنْ كَانَ زَيْدٌ حِمَارًا আর যদি যায়েদ গাধা হয় كَانَ

www.eelm.weebly.com

وَاِنْ لَمْ تَكُنْ نَاهِقًا তবে সে নাহিক হবে لٰكِنَّهٗ لَيْسَ بِنَاهِقٍ কিন্তু সে নাহিক নয় يَنْتُجُ এর নতীজা হবে اَنَّهٗ لَيْسَ بِحِمَارٍ সে গাধা নয় যদি কিয়াসের মধ্যে না থাকে النَّتِيْجَةُ وَنَقِيْضُهَا নতীজা অথবা নতীজার নকীয কোনোটিই مَذْكُوْرًا উল্লেখ يُسَمّٰى اِقْتِرَانِيًّا তবে তাকে اِقْتِرَانِيٌّ বলা হয় كَقَوْلِكَ যেমন- তোমার উক্তি زَيْدٌ اِنْسَانٌ যায়েদ মানুষ وَكُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ আর প্রত্যেক মানুষ প্রাণী يَنْتُجُ এর নতীজা হবে زَيْدٌ حَيَوَانٌ যায়েদ প্রাণী فَصْلٌ পরিচ্ছেদ فِى الْقِيَاسِ الْاِقْتِرَانِيِّ কিয়াসে ইকতিরানী প্রসঙ্গে وَهُوَ قِسْمَانِ তা দু'প্রকার لِكَوْنِهٖ حَمْلِيٌّ وَشَرْطِيٌّ হামলী ও শর্তী وَمَوْضُوْعُ النَّتِيْجَةِ নতীজার মাওযূ'কে فِى الْقِيَاسِ কিয়াসের يُسَمّٰى اَصْغَرَ আসগর বলা হয় لِكَوْنِهٖ কেননা, তার হয় اَقَلُّ اَفْرَادًا আফরাদ কম فِى الْاَغْلَبِ সাধারণত وَمَحْمُوْلُهٗ আর তার মাহমূলকে يُسَمّٰى اَكْبَرَ আকবার বলা হয় لِكَوْنِهٖ কেননা, তার হয় اَكْثَرُ اَفْرَادًا আফরাদ অধিক غَالِبًا সাধারণত وَالْقَضِيَّةُ আর যে কাযিয়াকে الَّتِىْ جُعِلَتْ যাকে বানানো হয় جُزْءَ قِيَاسٍ কিয়াসের অংশ يُسَمّٰى مُقَدَّمَةً তাকে مُقَدَّمَةً বলা হয় وَالْمُقَدَّمَةُ আর যে মুকাদ্দাম الَّتِىْ فِيْهَا الْاَصْغَرُ যাতে আসগর উল্লেখ থাকে تُسَمّٰى صُغْرٰى তাকে সুগরা বলা হয় وَالَّتِىْ فِيْهَا الْاَكْبَرُ আর যে মুকাদ্দামায়ে আকবর উল্লেখ থাকে كُبْرٰى তাকে কুবরা বলা হয় وَالْجُزْءُ الَّذِىْ আর যে অংশটি تَكَرَّرَ بَيْنَهُمَا উভয়টির মধ্যে বারবার উল্লেখ হয় يُسَمّٰى حَدًّا اَوْسَطًا তাকে حَدّ اَوْسَط বলা হয় وَاقْتِرَانُ الصُّغْرٰى بِالْكُبْرٰى সুগরা ও কুবরার সংযোজনকে يُسَمّٰى قَرِيْنَةً وَضَرْبًا - قَرِيْنَةً ও ضَرْب বলা হয় وَالْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ আর যে অবস্থার সৃষ্টি হয় مِنْ كَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْاَوْسَطِ হদ্দে আওসাতকে রাখার ফলে عِنْدَ الْاَصْغَرِ وَالْاَكْبَرِ আসগর এবং আকবরের সাথে يُسَمّٰى شَكْلًا তাকে شكل বলা হয় وَالْاَشْكَالُ اَرْبَعَةٌ আর শাকলসমূহ মোট চারটি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَصْلٌ فِى الْقِيَاسِ -এর আলোচনা : সম্মানিত গ্রন্থকার এখানে قَضِيَّةٌ-এর আলোচনা শেষ করে حُجَّةٌ-এর আলোচনা শুরু করেছেন। যেহেতু হুজ্জতের মধ্যে কিয়াস হলো সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, তাই قِيَاسٌ-এর আলোচনা সর্বপ্রথম করেছেন।

مَعْنَى الْقِيَاسِ لُغَةً : [قِيَاسٌ-এর আভিধানিক অর্থ] : قِيَاسٌ শব্দটি فِعَالٌ ওজনে বাবে مُفَاعَلَةٌ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ- ১. اَلتَّقْدِيْرُ তথা পরিমাপ করা, ২. اَلتَّمْيِيْزُ তথা তুলনা করা, ৩. اَلْحُجَّةُ তথা প্রদর্শন করা, ৪. اَلظَّنُّ তথা ধারণা করা, ৫. رَدُّ الشَّيْءِ اِلٰى نَظِيْرِهٖ তথা বস্তুকে তার সমজাতীয়-এর দিকে ফিরিয়ে দেওয়া, ৬. অনুমান করা। قِيَاسٌ-এর প্রতিশব্দ Compare.

مَعْنَى الْقِيَاسِ اِصْطِلَاحًا : [اَلْقِيَاسُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা] :

১. মিরকাত গ্রন্থকার বলেন- هُوَ قَوْلٌ مُؤَلَّفٌ مِنْ قَضَايَا يَلْزَمُ عَنْهَا قَوْلٌ اٰخَرُ بَعْدَ تَسْلِيْمِ تِلْكَ الْقَضَايَا . অর্থাৎ قِيَاسٌ এমন কতগুলো قَضِيَّةٌ দ্বারা গঠিত উক্তি যেগুলো মেনে নিলে অন্য একটি উক্তি মেনে নেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

২. মীযানুল মানতিক গ্রন্থকার বলেন- هُوَ قَوْلٌ مُؤَلَّفٌ مِنْ قَضَايَا مَتٰى سُلِّمَتْ لَزِمَ عَنْهُ لِذَاتِهٖ قَوْلٌ اٰخَرُ

৩. আল্লামা তাফতাযানী (র.)-এর মতে- هُوَ قَوْلٌ مُؤَلَّفٌ مِنَ الْقَضَايَا يَلْزَمُ لِذَاتِهٖ قَوْلٌ اٰخَرُ

উদাহরণ : زَيْدٌ اِنْسَانٌ كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ (যায়েদ মানুষ আর প্রত্যেক মানুষ প্রাণী)। এটা একাধিক কাযিয়ার সমন্বয়ে গঠিত একটি উক্তি। এটা স্বীকার করে নিলে অপর একটি উক্তি স্বীকার করে নিতে হবে। আর তা হলো زَيْدٌ حَيَوَانٌ (যায়েদ প্রাণী) আর এটাকেই নতীজা বলা হয়।

اَقْسَامُ الْقِيَاسِ : [قِيَاسٌ -এর প্রকারভেদ] : কিয়াস দু'প্রকার। যথা- ১. قِيَاسٌ اِسْتِثْنَائِىٌّ ২. قِيَاسٌ اِقْتِرَانِىٌّ

قِيَاسٌ اِسْتِثْنَائِىٌّ-এর সংজ্ঞা : যদি কিয়াসের মধ্যে তার নতীজা অথবা নতীজার নকীয উল্লেখ থাকে, তবে তাকে اِسْتِثْنَائِىٌّ বলা হয়।

মিরকাত প্রণেতার মতে- اِنْ كَانَ عَيْنَ النَّتِيْجَةِ اَوْ نَقِيْضُهَا مَذْكُوْرًا فِيْهِ بِالْفِعْلِ

কারো কারো মতে- اِنْ كَانَتِ النَّتِيْجَةُ اَوْ نَقِيْضُهَا مَذْكُوْرًا فِيْهِ يُسَمّٰى اِسْتِثْنَائِيًّا

নামকরণ : অত্র কিয়াসে দুই কাযিয়ার মাঝে ইসতিসনার বাক্য অবস্থান করে, তাই এটাকে কিয়াসে ইসতিছনায়ী করে নামকরণ করা হয়েছে। যার আলোচনা কিয়াসে ইসতিছনায়ী পরিচ্ছেদে আসবে।

www.eelm.weebly.com

উদাহরণ : ক. نَتِيْجَةٌ উল্লেখ অবস্থার উদাহরণ– اِنْ كَانَ خَالِدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيْوَانًا لٰكِنَّهٗ اِنْسَانٌ অর্থাৎ খালিদ যদি মানুষ হয় তবে সে হবে প্রাণী, অথচ খালিদ মানুষ।' এখানে لٰكِنَّهٗ اِنْسَانٌ হচ্ছে কিয়াসের নতীজা বা ফলাফল।

খ. نَقِيْضُ النَّتِيْجَةِ উল্লেখ অবস্থার উদাহরণ– اِنْ كَانَ خَالِدٌ حِمَارًا كَانَ نَاهِقًا لٰكِنَّهٗ لَيْسَ بِنَاهِقٍ اِنَّ خَالِدًا لَيْسَ بِحِمَارٍ অর্থাৎ যদি খালিদ গাধা হয় তাহলে সে হবে নির্বোধ, কিন্তু সে যেহেতু নির্বোধ নয়, সুতরাং খালিদ নিশ্চয় গাধা নয়।

২. **قِيَاسْ اِقْتِرَانِىْ-এর সংজ্ঞা :** মিরকাত প্রণেতা বলেন–

اِنْ لَمْ تَكُنِ النَّتِيْجَةُ اَوْ نَقِيْضُهَا مَذْكُوْرًا فِيْهِ يُسَمّٰى اِقْتِرَانِيًّا . অর্থাৎ قِيَاسْ-এর মধ্যে যদি তার نَتِيْجَةٌ কিংবা نَقِيْضُ النَّتِيْجَةِ কোনোটি উল্লেখ না থাকে, তবে তাকে قِيَاسْ اِقْتِرَانِىْ বলা হয়।

নামকরণ : اِقْتِرَانٌ শব্দের অর্থ– মিলিত হওয়া। যেহেতু এ কাযিয়াতে নতীজার উভয় পার্শ্ব حَدْ اَوْسَطْ দ্বারা মিলিত হয়, তাই তাকে قِيَاسْ اِقْتِرَانِىْ নামকরণ করা হয়।

উদাহরণ : زَيْدٌ اِنْسَانٌ وَكُلُّ اِنْسَانٍ حَيْوَانٌ (যায়েদ মানুষ আর প্রত্যেক মানুষ প্রাণী)-এর নতীজা হবে زَيْدٌ حَيْوَانٌ অত্র কিয়াসে নতীজা বা তার নকীয কোনোটিই উল্লেখ নেই।

قَوْلُهٗ اَلْقِيَاسُ الْاِقْتِرَانِىْ الخ - এর আলোচনা : قِيَاسْ اِقْتِرَانِىْ দু' প্রকার– হামলী ও শর্তী। হামলী ঐ কিয়াসকে বলা হয়, যার উভয় مُقَدَّمَةٌ হামলিয়া। আর শর্তী ঐ কিয়াসকে বলা হয়, যার উভয় مُقَدَّمَةٌ হামলিয়া নয়। চাই উভয়টি শর্তিয়া হোক অথবা একটি শর্তিয়া ও অপরটি হামলিয়া হোক।

قَوْلُهٗ يُسَمّٰى اَصْغَرُ الخ -এর আলোচনা : কিয়াসের নতীজার মাওযূ'কে اَصْغَرٌ বলা হয়। কেননা, সাধারণত এর আফরাদ কম হয়ে থাকে। আর নতীজার মাহমূলকে আকবর বলা হয়। কারণ, সাধারণত তার আফরাদ অধিক হয়ে থাকে। যে কাযিয়াতে اَصْغَرٌ উল্লেখ থাকে তাকে সুগরা বলা হয়, আর যে কাযিয়াতে আকবর উল্লেখ থাকে كُبْرٰى বলা হয়। আর যে অংশটি সুগরা ও কুবরায় বারবার আসে, তাকে حَدْ اَوْسَطْ বলা হয়। যেমন– زَيْدٌ اِنْسَانٌ وَكُلُّ اِنْسَانٍ حَيْوَانٌ এটি একটি কিয়াস। এর নতীজা زَيْدٌ حَيْوَانٌ এ কিয়াসটিতে زَيْدٌ اِنْسَانٌ একটি মুকাদ্দামা এবং وَكُلُّ اِنْسَانٍ حَيْوَانٌ একটি মুকাদ্দামা। প্রথম মুকাদ্দামাটিকে সুগরা বলা হবে, যেহেতু তাতে নতীজার مَوْضُوْعٌ তথা زَيْدٌ উল্লেখ রয়েছে। আর দ্বিতীয়টিকে কুবরা বলা হবে, যেহেতু তাতে নতীজার مَحْمُوْلٌ তথা حَيْوَانٌ উল্লেখ রয়েছে। আর اِنْسَانٌ শব্দটি উভয় মুকাদ্দামায় উল্লেখ হয়েছে। অতএব, একে حَدْ اَوْسَطْ বলা হবে।

قَوْلُهٗ وَالْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ الخ -এর আলোচনা : حَدْ اَوْسَطْ-কে আসগর ও আকবরের সাথে মিলানোর ফলে যে একটি রূপের সৃষ্টি হয়, তাকে শিকল বলা হয়। এ শাকল চার ভাগে বিভক্ত, যা শীঘ্রই তোমাদের সম্মুখে বর্ণনা করা হবে।

www.eelm.weebly.com

وَوَجْهُ الضَّبْطِ اَنْ يُّقَالَ الْحَدُّ الْاَوْسَطُ اِمَّا مَحْمُوْلُ الصُّغْرٰى وَمَوْضُوْعُ الْكُبْرٰى كَمَا فِىْ قَوْلِنَا اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ يَنْتَجُ اَلْعَالَمُ حَادِثٌ فَهُوَ الشَّكْلُ الْاَوَّلُ وَاِنْ كَانَ مَحْمُوْلًا فِيْهِمَا فَهُوَ الشَّكْلُ الثَّانِىْ كَمَا تَقُوْلُ كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَلَا شَيْئَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيَوَانٍ فَالنَّتِيْجَةُ لَا شَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ وَاِنْ كَانَ مَوْضُوْعًا فِيْهِمَا فَهُوَ الشَّكْلُ الثَّالِثُ نَحْوُ كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَبَعْضُ الْاِنْسَانِ كَاتِبٌ يَنْتَجُ بَعْضُ الْحَيَوَانِ كَاتِبٌ وَاِنْ كَانَ مَوْضُوْعًا فِى الصُّغْرٰى وَمَحْمُوْلًا فِى الْكُبْرٰى فَهُوَ الشَّكْلُ الرَّابِعُ نَحْوُ قَوْلِنَا كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَبَعْضُ الْكَاتِبِ اِنْسَانٌ يَنْتَجُ بَعْضُ الْحَيَوَانِ كَاتِبٌ -

সরল অনুবাদ : এটি আয়ত্ত করার পন্থা হলো এই যে, حَدْ اَوْسَطْ হয়তো সুগরার مَحْمُوْل ও কুবরার مَوْضُوْع হবে। যেমন- আমাদের এ উক্তি اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ; এর নতীজা হবে اَلْعَالَمُ حَادِثٌ এটি شَكْل اَوَّلْ নামে অভিহিত। আর যদি উভয়টির মধ্যে মাহমূল হয়, তবে তা شَكْل ثَانِىْ নামে অভিহিত হবে। যেমন- তোমার উক্তি كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَلَا شَيْئَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيَوَانٍ এর নতীজা হবে لَا شَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ আর যদি উভয়টিতে مَوْضُوْع হয়, তবে তাকে شَكْل ثَالِثْ বলে। যেমন- كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٍ وَبَعْضُ الْاِنْسَانِ كَاتِبٌ; এর নতীজা হবে بَعْضُ الْحَيَوَانِ كَاتِبٌ - আর যদি সুগরায় মাওযূ এবং কুবরায় মাহমূল হয়, তবে তা شَكْل رَابِعْ। যেমন- আমাদের উক্তি كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَبَعْضُ الْكَاتِبِ اِنْسَانٌ এর নতীজা হবে; بَعْضُ الْحَيَوَانِ كَاتِبٌ।

শাব্দিক অনুবাদ : وَجْهُ الضَّبْطِ এটি আয়ত্ত করার পন্থা হলো এই اَنْ يُّقَالَ الْحَدُّ الْاَوْسَطُ যে, حَدْ اَوْسَطْ হবে اِمَّا مَحْمُوْلُ الصُّغْرٰى হয়তো সুগরার মাহমূল وَمَوْضُوْعُ الْكُبْرٰى ও কুবরার মওযূ' كَمَا فِىْ قَوْلِنَا যেমন- আমাদের এ উক্তি اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ পৃথিবী পরিবর্তনশীল وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ আর প্রত্যেক পরিবর্তনশীল বস্তুই ধ্বংসশীল يَنْتَجُ এর নতীজা হবে اَلْعَالَمُ حَادِثٌ পৃথিবী ধ্বংসশীল فَهُوَ الشَّكْلُ الْاَوَّلُ এটি شَكْل اَوَّلْ নামে অভিহিত وَاِنْ كَانَ مَحْمُوْلًا فِيْهِمَا আর যদি উভয়টির মধ্যে মাহমূল হয় فَهُوَ الشَّكْلُ الثَّانِىْ তবে তা شَكْل ثَانِىْ নামে অভিহিত হবে كَمَا تَقُوْلُ যেমন- তোমার উক্তি كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ প্রত্যেক মানুষই প্রাণী وَلَا شَيْئَ مِنَ الْحَجَرِ আর কোনো পাথর নেই بِحَيَوَانٍ প্রাণী فَالنَّتِيْجَةُ এর নতীজা হবে لَا شَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ কোনো মানুষই পাথর নয় وَاِنْ كَانَ مَوْضُوْعًا فِيْهِمَا আর যদি উভয়টিতে مَوْضُوْع হয় فَهُوَ الشَّكْلُ الثَّالِثُ তবে তাকে شَكْل ثَالِثْ বলে نَحْوُ যেমন- كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ প্রত্যেক মানুষই প্রাণী وَبَعْضُ الْاِنْسَانِ كَاتِبٌ কতক মানুষ লেখক يَنْتَجُ নতীজা হবে بَعْضُ الْحَيَوَانِ كَاتِبٌ কতক প্রাণী লেখক وَاِنْ كَانَ مَوْضُوْعًا فِى الصُّغْرٰى আর যদি সুগরায় মাওযূ' হয় وَمَحْمُوْلًا فِى الْكُبْرٰى এবং কুবরায় মাহমূল فَهُوَ الشَّكْلُ الرَّابِعُ তবে তা شَكْل رَابِعْ - نَحْوُ قَوْلِنَا যেমন- আমাদের উক্তি كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ প্রত্যেক মানুষ প্রাণী وَبَعْضُ الْكَاتِبِ اِنْسَانٌ কতক লেখক মানুষ يَنْتَجُ এর নতীজা হবে بَعْضُ الْحَيَوَانِ كَاتِبٌ কতক প্রাণী লেখক।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الشَّكْلُ الْاَوَّلُ الخ **-এর আলোচনা :** مَعْنَى الشَّكْلِ لُغَةً : **[شَكْل-এর আভিধানিক অর্থ] :** شَكْل শব্দটি মাসদার। এটা একবচন, বহুবচনে اَشْكَالٌ অথবা شُكُوْلٌ ইংরেজি প্রতিশব্দ Structure. এর আভিধানিক অর্থ- ১. اَلصُّوْرَةُ বা আকৃতি, ২. كَيْف বা গঠন, ৩. هَيْئَةٌ বা কাঠামো, ৪. اَلْمِثْلُ الشُّبْهَةُ বা দৃষ্টান্ত, ৫. اَلْمُعَامَلَةُ বা পারস্পরিক ব্যবহার, আচরণ, ৬. اَلْاَمْرُ الْمُشْكِلُ বা কঠিন বিষয়, কাজ, ৭. اَلنَّظِيْرُ বা দৃষ্টান্ত, অনুরূপ।

مَعْنَى الشَّكْلِ اِصْطِلَاحًا : **[شَكْل-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা] :**

১. মিরকাত গ্রন্থকার বলেন- اَلشَّكْلُ هُوَ الْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ كَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْاَوْسَطِ عِنْدَ الْاَصْغَرِ وَالْاَكْبَرِ. অর্থাৎ حَدْ اَوْسَطْ-কে اَصْغَرْ ও اَكْبَرْ-এর কাছে রাখার অবস্থা দ্বারা অর্জিত নকশা বা কাঠামোকেই شَكْل বলা হয়।

২. মীযানুল মানতিক গ্রন্থকার বলেন- هُوَ الْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ كَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْحَدِّ الْاَوْسَطِ عِنْدَ الْحَدَّيْنِ الْاٰخَرَيْنِ.

www.eelm.weebly.com

৩. আ-মু'জামুল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতার মতে–

هُوَ صُوْرَةٌ مِنَ الدَّلِيْلِ تَخْتَلِفُ تَبْعًا لِنِسْبَةِ الْحَدِّ الْاَوْسَطِ اِلَى الْحَدَّيْنِ الْاٰخَرَيْنِ الْاَصْغَرِ وَالْاَكْبَرِ.

উদাহরণ : زَيْدٌ اِنْسَانٌ وَكُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ এ বাক্যটি একটি شَكْل ; এখানে اِنْسَانٌ শব্দটি حَدْ اَوْسَط আর زَيْدٌ শব্দটি اَصْغَر এবং حَيَوَانٌ শব্দটি اَكْبَر : এ তিনটির সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে।

اَقْسَامُ الشَّكْلِ : [شَكْل– এর প্রকারভেদ] : شَكْل চার প্রকার। যথা–

১. اَلشَّكْلُ الْاَوَّلُ, ২. اَلشَّكْلُ الثَّانِىْ, ৩. اَلشَّكْلُ الثَّالِثُ, ৪. اَلشَّكْلُ الرَّابِعُ

১. **اَلشَّكْلُ الْاَوَّلُ-এর পরিচিতি :** যদি حَدْ اَوْسَط সুগরায় مَحْمُوْل আর কুবরায় مَوْضُوْع হয়, তখন তাকে شَكْل اَوَّل বলা হয়। যেমন– اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ এখানে مُتَغَيِّرٌ শব্দটি حَدْ اَوْسَط যেহেতু এটা সুগরা ও কুবরা উভয়টিতে উল্লেখ রয়েছে। আর এটা সুগরায় مَحْمُوْل ও কুবরায় مَوْضُوْع হয়েছে। উক্ত حَدْ اَوْسَط-কে দূর করে দেওয়ার পর নাতীজা বের হবে اَلْعَالَمُ حَادِثٌ।

নামকরণ : এটাকে شَكْل اَوَّل বলার কারণ হলো, এর নাতীজা বাদীহী ও সুনিশ্চিত।

২. **اَلشَّكْلُ الثَّانِىْ-এর পরিচিতি :** যদি حَدْ اَوْسَط সুগরা ও কুবরা উভয়টিতে مَحْمُوْل হয়, তবে তাকে شَكْل ثَانِىْ বলা হয়। যেমন– كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَلَا شَئَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيَوَانٍ ; এখানে حَيَوَانٌ শব্দটি حَدْ اَوْسَط এটা صُغْرٰى ও كُبْرٰى উভয়টিতে মাহমূল হয়েছে। উক্ত حَدْ اَوْسَط-কে দূর করে দিলে نَتِيْجَة বের হবে لَا شَئَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ

নামকরণ: এটাকে شَكْل ثَانِىْ বলার কারণ হলো, কিয়াসের উত্তম মুকাদ্দামা তথা সুগরার মধ্যে شَكْل اَوَّل-এর সাথে এর সামঞ্জস্যতা রয়েছে।

৩. **اَلشَّكْلُ الثَّالِثُ-এর পরিচিতি :** যদি حَدْ اَوْسَط সুগরা ও কুবরা উভয়টিতে মাওযূ' হয়, তবে তাকে شَكْل ثَالِث বলা হয়। যেমন– كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَبَعْضُ الْاِنْسَانِ كَاتِبٌ ; এ قِيَاس টিতে اِنْسَانٌ শব্দটি حَدْ اَوْسَط; এটা صُغْرٰى ও كُبْرٰى উভয়টিতে مَوْضُوْع হয়েছে। উক্ত حَدْ اوسط-কে দূর করে দিলে নাতীজা বের হবে بَعْضُ الْحَيَوَانِ كَاتِبٌ।

নামকরণ : এটাকে شَكْل ثَالِث বলার কারণ হলো, কিয়াসের নিকৃষ্ট মুকাদ্দামা তথা কুবরার দিক দিয়ে شَكْل اَوَّل-এর সাথে এর সামস্যতা রয়েছে।

৪. **اَلشَّكْلُ الرَّابِعُ-এর পরিচিতি :** যদি حَدْ اَوْسَط সুগরায় মাওযূ' এবং কুবরায় মাহমূল হয়, তবে তাকে شَكْل رَابِع বলা হয়। যেমন– كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَبَعْضُ الْكَاتِبِ اِنْسَانٌ এ কিয়াসটিতে اِنْسَانٌ শব্দটি حَدْ اَوْسَط; তাকে দূর করে দিলে নতীজা হবে بَعْضُ الْحَيَوَانِ كَاتِبٌ।

নামকরণ : শাকলে আওয়ালের সাথে এর মোটেই সামঞ্জস্যতা নেই। তাই এটাক شَكْل رَابِع বলা হয়। চার শাকলের সংজ্ঞায় জনৈক কবি বলেছেন–

اوسط ارمحمول صاد وہم بود موضوع کاف * داں تو او را شکل اول چہار می بر عکس آں

گر بود محمول ہر دو شکل ثانی می شود * ور بود موضوع ہر دو شکل ثالث می شود

عکس اول شکل رابع حاصل آید بیگماں * گفتہ ام ایں چند مصرع از برائے طالباں

অত্র চরণগুলোতে اوسط দ্বারা হচ্ছে আওসাত; ار দ্বারা اگر (যদি), صاد দ্বারা সুগরা আর كاف দ্বারা কুবরা বুঝানো হয়েছে। ছন্দগুলোর অর্থ নিম্নরূপ–

অর্থাৎ ১. হদ্দে আওসাত যদি সুগরার মাহমূল এবং কুবরার মাওযূ' হয়, তাহলে তুমি তাকে শাকলে আওয়াল মনে করবে আর চতুর্থ শাকলটি তার বিপরীত। ২. যদি হদ্দে আওসাত সুগরা ও কুবরা (উভয়ের) মাহমূল হয়, তাহলে তা শাকলে ছানী; ৩. আর যদি উভয়ের মাওযূ' হয়, তাহলে শাকলে ছালিছ। ৪. চতুর্থ শাকলটি নিঃসন্দেহে প্রথম শাকলের বিপরীত হয়, আমি এই ছন্দগুলো ইলম অন্বেষণকারীদের উদ্দেশ্যেই বলেছি।

ক্রমিক নং	সুগরা	কুবরা	শাকলের নাম	নতীজা
১	اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ	وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ	শাকলে আওয়াল	اَلْعَالَمُ حَادِثٌ
২	كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	وَلَا شَئَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيَوَانٍ	শাকলে ছানী	لَا شَئَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ
৩	كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	وَبَعْضُ الْاِنْسَانِ كَاتِبٌ	শাকলে ছালিছ	بَعْضُ الْحَيَوَانِ كَاتِبٌ
৪	كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	وَبَعْضُ الْكَاتِبِ اِنْسَانٌ	শাকলে রাবে'	بَعْضُ الْحَيَوَانِ كَاتِبٌ

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : وَاَشْرَفُ الْاَشْكَالِ مِنَ الْاَرْبَعَةِ الشَّكْلُ الْاَوَّلُ وَلِذٰلِكَ كَانَ اِنْتَاجُهُ بَيِّنًا بَدِيْهِيًّا يَسْبِقُ الذِّهْنُ فِيْهِ اِلَى النَّتِيْجَةِ سَبْقًا طَبْعِيًّا مِنْ دُوْنِ حَاجَةٍ اِلٰى فِكْرٍ وَتَاَمُّلٍ وَلَهٗ شَرَائِطُ وَضُرُوْبٌ اَمَّا الشَّرَائِطُ فَاثْنَانِ اَحَدُهُمَا اِيْجَابُ الصُّغْرٰى وَثَانِيْهِمَا كُلِّيَّةُ الْكُبْرٰى فَاِنْ يَفْقِدَا مَعًا اَوْ يَفْقِدَ اَحَدُهُمَا لَا يَلْزَمُ النَّتِيْجَةُ كَمَا يَظْهَرُ عِنْدَ التَّاَمُّلِ وَاَمَّا الضُّرُوْبُ فَاَرْبَعَةٌ لِاَنَّ الْاِحْتِمَالَاتِ فِيْ كُلِّ شَكْلٍ سِتَّةَ عَشَرَ لِاَنَّ الصُّغْرٰى اَرْبَعَةٌ وَالْكُبْرٰى اَيْضًا اَرْبَعَةٌ اَعْنِيْ اَلْمُوْجَبَةُ الْكُلِّيَّةُ وَالْمُوْجَبَةُ الْجُزْئِيَّةُ وَالسَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ وَالسَّالِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ وَالْاَرْبَعَةُ فِى الْاَرْبَعَةِ سِتَّةَ عَشَرَ وَاَسْقَطَ شَرَائِطَ الشَّكْلِ الْاَوَّلِ اِثْنَىْ عَشَرَ وَهُوَ الصُّغْرٰى السَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ مَعَ الْكُبْرَيَاتِ الْاَرْبَعِ وَالصُّغْرٰى السَّالِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ مَعَ تِلْكَ الْاَرْبَعِ وَهٰذِهٖ ثَمَانِيَةٌ وَالْكُبْرٰى الْمُوْجَبَةُ الْجُزْئِيَّةُ وَالسَّالِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ مَعَ الصُّغْرٰى الْمُوْجَبَةُ الْجُزْئِيَّةُ وَالْكُلِّيَّةُ وَهٰذِهِ الْاَرْبَعَةُ فَبَقِىَ اَرْبَعَةُ ضُرُوْبٍ مُنْتَجَةٍ ـ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : شَكْل চতুষ্টয়ের মধ্যে সর্বোত্তম হলো شَكْل اَوَّل। এ জন্য এর নতীজা স্পষ্ট এবং প্রকাশ্য। স্বভাবগতভাবে এর নতীজার দিকে চিন্তাশক্তি ধাবিত হয় এবং চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন হয় না। প্রথম শাকলের জন্য কতগুলো শর্ত এবং কতিপয় ضَرْب রয়েছে। শর্ত হচ্ছে দু'টি : প্রথম শর্ত–সুগরা ঈজাব বা হ্যাঁ-বাচক হওয়া; আর দ্বিতীয় শর্ত– كُبْرٰى কুল্লিয়া হওয়া। যদি একত্রে উভয় শর্ত বিলুপ্ত হয় অথবা যে কোনো একটি বিলুপ্ত হয়, তাহলে নতীজা বের হওয়া অপরিহার্য হবে না, যা চিন্তা-গবেষণা করলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। ضَرَبَ সমূহ চারটি। কেননা ,প্রত্যেক শাকলেই ষোলটি করে ضَرَبَ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, صُغْرٰى চার প্রকার– এমনিভাবে كُبْرٰى ও চার প্রকার। অর্থাৎ মূজিবায়ে কুল্লিয়া, মূজিবায়ে জুযয়িয়া, সালিবায়ে কুল্লিয়া ও সালিবায়ে জুযয়িয়া। আর চারকে চার দ্বারা গুণ করলে ষোল হয়। শাকলে আওয়ালে যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তার ফলে বারোটি যরব (অবস্থা) বাদ পড়েছে। সেগুলো হচ্ছে, সালিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত সুগরা কুবরা চতুষ্টয়সহ এবং সালেবায়ে জুযয়িয়া যুক্ত সুগরা উক্ত কুবরা চতুষ্টয়সহ। এখানে সর্বমোট আটটি হলো। আর মূজেবায়ে জুযয়িয়াযুক্ত ও সালিবায়ে জুযয়িয়াযুক্ত কুবরা, মূজিবায়ে কুল্লিয়া ও মূজিবায়ে জুযয়িয়াযুক্ত সুগরাসহ। এখানে হলো মোট চারটি। অতএব অবশিষ্ট রইল চারটি মুনতাজ (ফলপ্রসূ) যরব।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ وَاَشْرَفُ الْاَشْكَالِ সর্বোত্তম شَكْل হলো مِنَ الْاَرْبَعَةِ শাকল চতুষ্টয়ের মধ্যে اَلشَّكْلُ الْاَوَّلُ প্রথম শাকল وَلِذٰلِكَ আর এ কারণে كَانَ اِنْتَاجُهٗ এর নতীজা হয় بَيِّنًا بَدِيْهِيًّا স্পষ্ট ও প্রকাশ্য يَسْبِقُ الذِّهْنُ فِيْهِ এর চিন্তাশক্তি ধাবিত হয় اِلَى النَّتِيْجَةِ নতীজার দিকে سَبْقًا طَبْعِيًّا স্বভাবগতভাবে مِنْ دُوْنِ حَاجَةٍ এবং প্রয়োজন হয় না اِلٰى فِكْرٍ وَتَاَمُّلٍ চিন্তাগবেষণার وَلَهٗ شَرَائِطُ প্রথম শাকলের জন্য কতগুলো শর্ত রয়েছে وَضُرُوْبٌ এবং কতিপয় ضَرْب - اَمَّا الشَّرَائِطُ শর্ত হচ্ছে فَاثْنَانِ দু'টি اَحَدُهُمَا প্রথম শর্ত اِيْجَابُ الصُّغْرٰى সুগরা ইজবা বা হ্যাঁ-বোধক হওয়া وَثَانِيْهِمَا আর দ্বিতীয় শর্ত كُلِّيَّةُ الْكُبْرٰى - كُبْرٰى কুল্লী হওয়া فَاِنْ يَفْقِدَا مَعًا যদি একত্রে উভয় শর্ত বিলুপ্ত হয় اَوْ يَفْقِدَ اَحَدُهُمَا অথবা যে কোনো একটি বিলুপ্ত হয় لَا يَلْزَمُ النَّتِيْجَةُ তাহলে নতীজা বের হওয়া অপরিহার্য হবে না كَمَا يَظْهَرُ যা স্পষ্ট হয়ে যাবে عِنْدَ التَّاَمُّلِ চিন্তা-গবেষণা করলেই وَاَمَّا الضُّرُوْبُ আর যররসমূহ فَاَرْبَعَةٌ চারটি لِاَنَّ الْاِحْتِمَالَاتِ কেননা, সম্ভাবনা রয়েছে فِيْ كُلِّ شَكْلٍ প্রত্যেক শাকলেই سِتَّةَ عَشَرَ ষোলটি করে لِاَنَّ الصُّغْرٰى اَرْبَعَةٌ কেননা, صُغْرٰى চার প্রকার وَالْكُبْرٰى اَيْضًا اَرْبَعَةٌ এমনিভাবে كُبْرٰى ও চার প্রকার اَعْنِيْ অর্থাৎ اَلْمُوْجَبَةُ الْكُلِّيَّةُ মূজিবায়ে কুল্লিয়া وَالْمُوْجَبَةُ الْجُزْئِيَّةُ মূজিবায়ে জুযয়িয়া وَالسَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ সালিবায়ে কুল্লিয়া وَالسَّالِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ ও সালিবায়ে জুযয়িয়া وَالْاَرْبَعَةُ فِىْ

www.eelm.weebly.com

الْأَرْبَعَةُ আর চারকে চার দ্বারা গুণ করলে سِتَّةَ عَشَرَ ষোল হয় وَأَسْقَطَ আর ফেলে দিয়েছে شَرَائِطُ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ শাকলে আওয়ালের শর্তগুলো اِثْنَيْ عَشَرَ বারোটি যরবকে وَهُوَ সেগুলো হচ্ছে اَلصُّغْرَى السَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ সালিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত সুগরা مَعَ الْكُبْرَيَاتِ الْأَرْبَعِ কুবরা চতুষ্টয়সহ وَالصُّغْرَى السَّالِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ এবং সালিবায়ে জুযয়িয়াযুক্ত সুগরা مَعَ تِلْكَ الْأَرْبَعِ উক্ত কুবরা চতুষ্টয়সহ وَهٰذِهٖ ثَمَانِيَةٌ এখানে সর্বমোট আটটি হলো وَالْكُبْرَى الْمُوْجِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ وَالسَّالِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ আর মূজিবায়ে জুযয়িয়াযুক্ত ও সালিবায়ে জুযয়িয়াযুক্ত কুবরা مَعَ الصُّغْرَى الْمُوْجِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ وَالْكُلِّيَّةُ মূজিবায়ে জুযয়িয়া ও মূজিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত সুগরাসহ وَهٰذِهٖ أَرْبَعَةٌ এখানে হলো মোট চারটি فَبَقِيَ أَرْبَعَةُ ضُرُوْبٍ অতএব অবশিষ্ট রইল চারটি যরব مُنْتِجَةٌ মুনতাজ (ফলপ্রসূ)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَشْرَفُ الْأَشْكَالِ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الشَّكْلُ الْأَوَّلُ الخ -এর আলোচনা : প্রথম شَكْل অবশিষ্ট শাকলত্রয় হতে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। আর এটিই একমাত্র شَكْل যা হতে সর্বপ্রকার নতীজা পাওয়া যায়। কারণ, অবশিষ্ট শাকলত্রয়ের নতীজা গঠনের ব্যাপারে প্রথম شَكْل -এর মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ শাকলত্রয়কেও প্রথম শাকলে সামান্য পরিবর্তন করে গঠন করা হয়েছে। যেমন– চতুর্থ আকৃতি, প্রথম শাকলকে উল্টিয়ে দেওয়ায় এটি গঠিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম শাকলে حَدِّ أَوْسَط -কে সুগরার মাওযূ' ও কুবরার মাহমূল বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তদ্রূপ দ্বিতীয় شَكْل গঠন করতে গিয়ে প্রথম শাকলের কুবরার মাওযূ'কে মাহমূল বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তদ্রূপ তৃতীয় শাকল গঠন করতে গিয়ে সুগরার মাহমূলকে মাওযূ' বানিয়ে মাওযূকে মাহমূলের স্থানে রেখে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَأَمَّا الشَّرَائِطُ فَاثْنَانِ الخ -এর আলোচনা : শাকলে আওয়ালের দু'টি শর্ত রয়েছে। যথা– ১. তার صُغْرَى হ্যাঁ-বাচক হতে হবে। ২. আর كُبْرَى কুল্লিয়া হতে হবে। উক্ত শর্ত আরোপ করার কারণ এই যে, শাকলে আওয়ালে حَدِّ أَوْسَط আসগরের উপর মাহমূল হয়। আর অপরদিকে মাহমূল মাওযূ'-এর তুলনায় ব্যাপক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অতঃপর কুবরার حَدِّ أَوْسَط এর কতিপয় আফরাদের উপর আরোপিত হয়, তবে আসগর তাদের অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারে। অতএব, এমতাবস্থায় উক্ত কতিপয় আফরাদের উপর কোনো হুকুম আরোপ করা হলে তা আসগরের উপর আরোপিত হতো না। যেমন– প্রত্যেক মানুষ প্রাণী, আর কতক প্রাণী ঘোড়া। এর নতীজা হবে– কতেক মানুষ ঘোড়া, আর এটি মিথ্যা। আর যদি উভয় শর্ত একত্রে বিলুপ্ত হয় কিংবা যে কোনো একটি বিলুপ্ত হয়, তাহলে নতীজা বের হওয়া অপরিহার্য হবে না।

قَوْلُهُ وَأَمَّا الضُّرُوْبُ فَأَرْبَعَةٌ الخ -এর আলোচনা : মুনতাজ (ফলপ্রসূ) ضَرْب মোট চারটি, তবে সম্ভাব্য ضَرْب মোট ষোলটি হতে পারে। কিন্তু তন্মধ্যে বারোটি বিশুদ্ধ নতীজা প্রকাশ করে না বলে ঐগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। ضَرْب ষোল প্রকার হওয়ার কারণ এই যে, সুগরা কুবরা প্রত্যেকটিই চার প্রকার হতে পারে। যেমন– ১. মূজিবায়ে কুল্লিয়া, ২. মূজিবায়ে জুযয়িয়া, ৩. সালিবায়ে কুল্লিয়া, ৪. সালিবায়ে জুযয়িয়া। চারকে চার দ্বারা গুণ করলে ষোল হবে। ضَرْب গুলোর চিত্র নিম্নে দেওয়া হলো।

ষোল প্রকার যরবের চিত্র

ক্রমিক নং	সুগরা	কুবরা	ক্রমিক নং	সুগরা	কুবরা
১	মূজিবায়ে কুল্লিয়া	মূজিবায়ে কুল্লিয়া	৯	সালেবায়ে কুল্লিয়া	মূজিবায়ে জুযয়িয়া
২	মূজিবায়ে কুল্লিয়া	মূজিবায়ে কুল্লিয়া	১০	সালেবায়ে কুল্লিয়া	মূজিবায়ে জুযয়িয়া
৩	মূজিবায়ে কুল্লিয়া	সালেবায়ে কুল্লিয়া	১১	সালেবায়ে কুল্লিয়া	সালেবায়ে কুল্লিয়া
৪	মূজিবায়ে কুল্লিয়া	সালেবায়ে কুল্লিয়া	১২	সালেবায়ে কুল্লিয়া	মূজিবায়ে জুযয়িয়া
৫	মূজিবায়ে কুল্লিয়া	মূজিবায়ে কুল্লিয়া	১৩	সালেবায়ে কুল্লিয়া	মূজিবায়ে জুযয়িয়া
৬	মূজিবায়ে কুল্লিয়া	সালেবায়ে কুল্লিয়া	১৪	সালেবায়ে কুল্লিয়া	সালেবায়ে কুল্লিয়া
৭	মূজিবায়ে কুল্লিয়া	সালেবায়ে কুল্লিয়া	১৫	সালেবায়ে কুল্লিয়া	মূজিবায়ে জুযয়িয়া
৮	মূজিবায়ে কুল্লিয়া	সালেবায়ে কুল্লিয়া	১৬	সালেবায়ে কুল্লিয়া	মূজিবায়ে জুযয়িয়া

উল্লেখ্য, সালিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত সুগরা কুবরা চতুষ্টয়সহ এবং সালিবা জুযয়িয়াযুক্ত সুগরা উক্ত কুবরা চতুষ্টয়সহ সর্বমোট আটটি যরবের নাতীজা আসবে না। কারণ, প্রথম শাকলের জন্য শর্ত হলো সুগরা ইতিবাচক হওয়া। আর এ আট যরবের সুগরা নেতিবাচক। আর অবশিষ্ট আট যরবে যাদের কুবরা কুল্লী নয় ঐগুলো নতীজা প্রকাশ করবে না। আর যে যরবগুলোতে প্রথম শাকলের উভয় শর্ত পাওয়া যায় সেগুলো সঠিক নতীজা প্রকাশ করবে। অর্থাৎ ৯, ১১, ১৩ ও ১৫ নং যরবগুলো সঠিক নতীজা প্রকাশ করবে।

www.eelm.weebly.com

اَلضَّرْبُ الْاَوَّلُ مُرَكَّبٌ مِنْ مُوْجِبَةٍ كُلِّيَّةٍ صُغْرٰى وَمُوْجِبَةٍ كُلِّيَّةٍ كُبْرٰى يَنْتَجُ مُوْجِبَةً كُلِّيَّةً نَحْوُ كُلُّ ج ب وَكُلُّ ب د يَنْتَجُ كُلُّ ج د وَالضَّرْبُ الثَّانِىْ مُؤَلَّفٌ مِنْ مُوْجِبَةٍ كُلِّيَّةٍ صُغْرٰى وَسَالِبَةٍ كُلِّيَّةٍ كُبْرٰى يَنْتَجُ سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ نَحْوُ كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِحَجَرٍ يَنْتَجُ لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ مُلْتَئِمٌ مِنْ مُوْجِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ صُغْرٰى وَمُوْجِبَةٍ كُلِّيَّةٍ كُبْرٰى وَالنَّتِيْجَةُ مُوْجِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ نَحْوُ بَعْضُ الْحَيَوَانِ فَرَسٌ وَكُلُّ فَرَسٍ صَهَّالٌ يَنْتَجُ بَعْضُ الْحَيَوَانِ صَهَّالٌ وَالضَّرْبُ الرَّابِعُ مِنْ د وَ ج مِنْ مُوْجِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ صُغْرٰى وَسَالِبَةٍ كُلِّيَّةٍ كُبْرٰى يَنْتَجُ سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ كَقَوْلِنَا بَعْضُ الْحَيَوَانِ نَاطِقٌ وَلَا شَيْءَ مِنَ النَّاطِقِ بِنَاهِقٍ فَالنَّتِيْجَةُ بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِنَاهِقٍ -

সরল অনুবাদ : প্রথম ضَرْبٌ মুজিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত صُغْرٰى এবং মুজিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত كُبْرٰى -এর সমন্বয়ে গঠিত। এর নতীজা হবে মুজিবায়ে কুল্লিয়া। যেমন- كُلُّ ج ب وَ كُلُّ ب د এর নতীজা হবে كُلُّ ج د আর দ্বিতীয় ضَرْبٌ মুজিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত صُغْرٰى এবং সালেবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত কুবরার সমন্বয়ে গঠিত। এর নতীজা হবে সালিবায়ে কুল্লিয়া। যেমন- كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِحَجَرٍ (সমস্ত মানুষ প্রাণী আর কোনো প্রাণী পাথর নয়।) এর নতীজা হবে لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ (কোনো মানুষ পাথর নয়)। তৃতীয় ضَرْبٌ মুজিবায়ে জুযয়িয়াযুক্ত صُغْرٰى ও মুজিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত কুবরার সমন্বয়ে গঠিত। এর নতীজা হবে মুজিবায়ে জুযয়িয়া। যেমন- بَعْضُ الْحَيَوَانِ فَرَسٌ وَكُلُّ فَرَسٍ صَهَّالٌ (প্রতিটি প্রাণী ঘোড়া; আর প্রতিটি ঘোড়া হ্নহ্ন আওয়াজ প্রদানকারী)। এর নতীজা হবে بَعْضُ الْحَيَوَانِ صَهَّالٌ (কতক প্রাণী হ্নহ্ন আওয়াজ প্রদানকারী)। আর চতুর্থ ضَرْبٌ মুজিবায়ে জুযয়িয়াযুক্ত صُغْرٰى এবং সালিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত কুবরার সমন্বয়ে গঠিত। এর নতীজা দিবে সালিবায়ে জুযয়িয়া। যেমন- আমাদের উক্তি بَعْضُ الْحَيَوَانِ نَاطِقٌ وَلَا شَيْءَ مِنَ النَّاطِقِ بِنَاهِقٍ (কতক প্রাণী বাকশক্তি সম্পন্ন ; আর কোনো নাতিকই নাহিক বা গাধা নয়)। এর নতীজা হবে بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِنَاهِقٍ (কতক প্রাণী নাহিক নয়)।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلضَّرْبُ الْاَوَّلُ প্রথম যরব مُرَكَّبٌ গঠিত مِنْ مُوْجِبَةٍ كُلِّيَّةٍ صُغْرٰى মুজিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত সুগারার সমন্বয়ে وَمُوْجِبَةٍ كُلِّيَّةٍ كُبْرٰى এবং মুজিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত কুবরার يَنْتَجُ এর নতীজা হবে مُوْجِبَةٌ كُلِّيَّةٌ মুজিবায়ে কুল্লিয়া نَحْوُ যেমন- كُلُّ ج ب প্রত্যেক জীম বা وَكُلُّ ب د এবং প্রত্যেক বা দাল يَنْتَجُ كُلُّ ج د এর নতীজা হবে প্রত্যেক জীম দাল وَالضَّرْبُ الثَّانِىْ আর দ্বিতীয় যরব مُؤَلَّفٌ গঠিত مِنْ مُوْجِبَةٍ كُلِّيَّةٍ صُغْرٰى মুজিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত সুগারার সমন্বয়ে وَسَالِبَةٍ كُلِّيَّةٍ كُبْرٰى এবং সালিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত কুবরার يَنْتَجُ এর নতীজা হবে سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ সালিবায়ে কুল্লিয়া نَحْوُ যেমন- كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ সমস্ত মানুষ প্রাণী وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِحَجَرٍ কোনো প্রাণী পাথর নয় يَنْتَجُ এর নতীজা হবে لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ কোনো মানুষ পাথর নয় وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ তৃতীয় যরব مُلْتَئِمٌ গঠিত مِنْ مُوْجِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ صُغْرٰى মুজিবায়ে জুযয়িয়াযুক্ত সুগারার সমন্বয়ে وَمُوْجِبَةٍ كُلِّيَّةٍ كُبْرٰى এবং মুজিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত কুবরার وَالنَّتِيْجَةُ এর নতীজা হবে مُوْجِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ মুজিবায়ে জুযয়িয়া نَحْوُ যেমন- بَعْضُ الْحَيَوَانِ فَرَسٌ প্রতিটি প্রাণী ঘোড়া وَكُلُّ فَرَسٍ صَهَّالٌ আর প্রতিটি ঘোড়া হ্নহ্ন আওয়াজ প্রদানকারী يَنْتَجُ এর নতীজা হবে بَعْضُ الْحَيَوَانِ صَهَّالٌ কতক প্রাণী হ্নহ্ন আওয়াজ প্রদানকারী وَالضَّرْبُ الرَّابِعُ আর চতুর্থ যরব مِنْ مُوْجِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ صُغْرٰى মুজিবায়ে জুযয়িয়াযুক্ত সুগরার সমন্বয়ে وَسَالِبَةٍ كُلِّيَّةٍ

www.eelm.weebly.com

كُبْرَىٰ এবং সালিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত কুবরার يَنْتَجُ এর নতীজা হবে سَالِبَةً جُزْئِيَّةً সালিবায়ে জুযয়িয়া كَقَوْلِنَا যেমন- আমাদের উক্তি فَالنَّتِيْجَةُ بَعْضُ الْحَيَوَانِ نَاطِقٌ কতক প্রাণী বাকশক্তিসম্পন্ন وَلَا شَيْءَ مِنَ النَّاطِقِ بِنَاهِقٍ আর কোনো নাতিকই নাহিক বা গাধা নয় এর নতীজা হবে بَعْضُ الْحَيَوَانِ কতক প্রাণী لَيْسَ بِنَاهِقٍ নাহিক নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلضَّرْبُ الْاَوَّلُ مُرَكَّبٌ الخ -এর আলোচনা : شَكْلُ اَوَّلُ -এ যে চারটি ضَرْبُ সহীহ নতীজা প্রদান করে এখানে তার গঠন পদ্ধতি আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথমত: প্রথম ضَرْبُ সুগরা হবে- মূজিবায়ে কুল্লিয়া, আর কুবরা হবে মূজিবায়ে কুল্লিয়া। যেমন- كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَكُلُّ حَيَوَانٍ جِسْمٌ (সমস্ত মানুষ প্রাণী, আর সমস্ত প্রাণী দেহবিশিষ্ট।) এর নতীজা হবে كُلُّ اِنْسَانٍ جِسْمٌ (সমস্ত মানুষ দেহবিশিষ্ট)। এ যরবে প্রথম শাকলের দু'টি শর্ত পাওয়া গেছে। সুগরা মূজিবা, আর কুবরা কুল্লিয়া। যেহেতু সুগরা ও কুবরা উভয়টি মূজিবা হলে, নতীজা مُوْجِبَةٌ হয়। আর উভয়টি কুল্লিয়া হলে নতীজা কুল্লিয়া হয়। অতএব, এর নতীজাও مُوْجِبَةٌ كُلِّيَّةٌ হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত: দ্বিতীয় যরবের নতীজা সালিবায়ে কুল্লিয়া হচ্ছে। কারণ, সুগরা ও কুবরাতে অবস্থিত উভয় কাযিয়া কুল্লিয়া, আর কুবরার কাযিয়া সালিবা, এ অনুসারে নতীজাও সালিবায়ে কুল্লিয়া হচ্ছে।

তৃতীয়ত: তৃতীয় যরবে যেহেতু উভয় কাযিয়া মূজিবা। তাই ফলাফল হচ্ছে মূজিবা। আর যেহেতু প্রথম কাযিয়া জুয্য়ী। তাই ফলাফলও জুয্য়ী হচ্ছে। কারণ, এক কাযিয়া জুয্য়ী অপর কাযিয়া কুল্লী হতে নতীজা কায়দা অনুসারে জুয্য়ী হয়।

চতুর্থত : চতুর্থ যরবেও প্রথম কাযিয়া জুয্য়িয়া বলে নতীজা জুয্য়ী, আর দ্বিতীয় কাযিয়া সালিবা বলে নতীজা সালিবা।

নতীজা প্রদানকারী ضَرْبُ সহ শাকলে আওয়ালের চিত্র

নতীজার শ্রেণী	উদাহরণ	নতীজা
১ম যরবে আওওয়াল- সুগরা কুবরা উভয়টি মূজিবায়ে কুল্লিয়া		
মূজিবায়ে কুল্লিয়া	كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَكُلُّ حَيَوَانٍ جِسْمٌ	فَكُلُّ اِنْسَانٍ جِسْمٌ
২. যরবে ছানী- সুগরা মূজিবায়ে কুল্লিয়া ও কুবরা সালেবায়ে কুল্লিয়া		
সালিবায়ে কুল্লিয়া	كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِحَجَرٍ	فَلَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ
৩. যরবে ছালিছ- সুগরা মূজিবায়ে জুযয়িয়া ও কুবরা মূজিবায়ে কুল্লিয়া		
মূজিবায়ে জুযয়িয়া	بَعْضُ الْحَيَوَانِ اِنْسَانٌ وَكُلُّ اِنْسَانٍ نَاطِقٌ	فَبَعْضُ الْحَيَوَانِ نَاطِقٌ
৪. যরবে রাবে'- সুগরা মূজিবায়ে জুযয়িয়া ও কুবরা সালিবায়ে কুল্লিয়া		
সালিবায়ে জুযয়িয়া	بَعْضُ الْحَيَوَانِ اِنْسَانٌ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِصَاهِلٍ	فَبَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِصَاهِلٍ

قَوْلُهُ اَلضَّرْبُ الرَّابِعُ الخ -এর আলোচনা : চতুর্থ যরবের মধ্যে সুগরা মূজিবায়ে জুযয়িয়া হবে এবং কুবরা সালিবায়ে কুল্লিয়া হবে। যেমন- 'কিছু প্রাণী' নাতিক আর কোনো নাতিকই নাহিক (গাধা) নয়। সুতরাং নতীজা হবে 'কতক প্রাণী নাহিক নয়'।

قَوْلُهُ صَهَّالٌ -এর আলোচনা : صَهْلٌ হতে এর উৎপত্তি। এটি مُبَالَغَةٌ -এর সীগাহ। صَهْلٌ অর্থ- ঘোড়ার হ্রেষা হ্রেষা আওয়াজ, হ্রেষা ধ্বনি।

قَوْلُهُ نَاهِقٌ -এর আলোচনা : এটি نَهْقٌ হতে উৎপত্তি, اِسْمُ فَاعِلٍ -এর সীগাহ। نَهْقٌ অর্থ- গাধার চিৎকার।

www.eelm.weebly.com

تَنْبِيْهٌ : اِنْتَاجُ الْمُوْجَبَةِ الْكُلِّيَّةِ مِنْ خَوَاصِّ الشَّكْلِ الْاَوَّلِ كَمَا اَنَّ الْاِنْتَاجَ لِلنَّتَائِجِ الْاَرْبَعَةِ اَيْضًا مِنْ خَصَائِصِهٖ وَالصُّغْرٰى الْمُمْكِنَةُ غَيْرُ مُنْتَجَةٍ فِيْ هٰذَا الشَّكْلِ فَقَدْ وَضَحَ بِمَا ذَكَرْنَا اَنَّهٗ لَابُدَّ فِيْ هٰذَا الشَّكْلِ كَيْفًا اِيْجَابُ الصُّغْرٰى وَكَمًا كُلِّيَّةُ الْكُبْرٰى وَجْهَةً فِعْلِيَّةُ الصُّغْرٰى -

فَصْلٌ : وَيُشْتَرَطُ فِيْ اِنْتَاجِ الشَّكْلِ الثَّانِيْ بِحَسْبِ الْكَيْفِ اَيْ الْاِيْجَابُ وَالسَّلْبُ اِخْتِلَافُ الْمُقَدَّمَتَيْنِ فَاِنْ كَانَتِ الصُّغْرٰى مُوْجَبَةً كَانَتِ الْكُبْرٰى سَالِبَةً وَ بِالْعَكْسِ وَبِحَسْبِ الْكَمِّ اَيْ الْكُلِّيَّةُ وَالْجُزْئِيَّةِ كُلِّيَّةُ الْكُبْرٰى وَاِلَّا يَلْزَمُ الْاِخْتِلَافُ الْمُوْجِبُ لِعَدَمِ الْاِنْتَاجِ اَيْ صِدْقُ الْقِيَاسِ مَعَ اِيْجَابِ النَّتِيْجَةِ تَارَةً وَمَعَ سَلْبِهَا اُخْرٰى وَنَتِيْجَةُ هٰذَا الشَّكْلِ لَا يَكُوْنُ اِلَّا سَالِبَةً وَضُرُوْبُهُ النَّاتِجَةُ اَيْضًا اَرْبَعَةٌ اَحَدُهَا مِنْ كُلِّيَّتَيْنِ وَالصُّغْرٰى مُوْجَبَةٌ يَنْتِجُ سَالِبَةً كُلِّيَّةً كَقَوْلِنَا كُلُّ ج ب وَلَا شَيْءَ مِنْ ا ب فَلَا شَيْءَ مِنْ ج ا -

সরল অনুবাদ : জ্ঞাতব্য : শুধু মূজিবায়ে কুল্লিয়ার নতীজা প্রদান করাই শাকলে আওয়ালের বৈশিষ্ট্য। যেমন– চার প্রকার নতীজা প্রদান করাও শাকলে আওয়ালের বৈশিষ্ট্য। এ শাকলে কাযিয়া সুগরা মুমকিনা হলে তা নতীজা প্রদানকারী হবে না। অতএব, আমরা যা উল্লেখ করেছি তা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এ শাকলে كَيْف বা অবস্থার দিক দিয়ে সুগরা মূজিবা হওয়া, كَمْ বা সংখ্যার দিক দিয়ে কুবরা কুল্লিয়া হওয়া এবং জিহাতের দিক দিয়ে সুগরা فِعْلِيَّةٌ হওয়া জরুরি।

পরিচ্ছেদ : দ্বিতীয় শাকলের মুন্তাজ হওয়ার জন্য كَيْف (অবস্থা) হিসেবে অর্থাৎ হ্যাঁ-বাচক ও না-বাচক হিসেবে মুকাদ্দামাদ্বয়ের বিভিন্নতা শর্ত করা হয়। অতএব, صُغْرٰى যদি মূজিবা হয় তবে كُبْرٰى সালিবা হবে এবং এর বিপরীতও। আর كَمْ (সংখ্যা)-এর দিক দিয়ে অর্থাৎ কুল্লী ও জুযয়ী হওয়া হিসেবে كُبْرٰى কুল্লী হওয়া শর্ত। নতুবা এমন বিভিন্নতা অপরিহার্য হবে যা নতীজা প্রকাশের ক্ষেত্রে বিঘ্নতা সৃষ্টি করবে। অর্থাৎ কিয়াস কখনো প্রযোজ্য হবে হ্যাঁ বাচক নতীজার সাথে; আবার কখনো প্রযোজ্য হবে না-বাচক নতীজার সাথে। অথচ এ শিকলের নতীজা কেবল সালেবা হয়। এর মুন্তাজ যরবও চারটি। প্রথমটি দু'টি কুল্লিয়া হ্যাঁ বাচক صُغْرٰى দ্বারা গঠিত। এটির নতীজা হবে সালিবা কুল্লিয়া, যেমন– আমাদের উক্তি كُلُّ ج ب وَلَا شَيْءَ مِنْ ا ب (সমস্ত 'জীম' 'বা' এবং কোনো 'আ' 'বা' নয়।)। এর নতীজা হবে فَلَا شَيْءَ مِنْ ج ا (অতএব কোনো 'জীম' 'আ' নয়)।

শাব্দিক অনুবাদ : تَنْبِيْهٌ জ্ঞাতব্য اِنْتَاجُ الْمُوْجَبَةِ الْكُلِّيَّةِ শুধু মূজিবায়ে কুল্লিয়ার নতীজা প্রদান করা مِنْ خَوَاصِّ الشَّكْلِ الْاَوَّلِ শাকলে আওয়ালেরই বৈশিষ্ট্য كَمَا اَنَّ الْاِنْتَاجَ যেমন– নতীজা প্রদান করা لِلنَّتَائِجِ الْاَرْبَعَةِ চার প্রকার নতীজার اَيْضًا مِنْ خَصَائِصِهٖ এটাও শাকলে আওয়ালের বৈশিষ্ট্য وَالصُّغْرٰى الْمُمْكِنَةُ আর সুগরা মুমকিনা হলে غَيْرُ مُنْتَجَةٍ তা নতীজা প্রদানকারী হবে না فِيْ هٰذَا الشَّكْلِ এ শাকলে فَقَدْ وَضَحَ অতএব স্পষ্ট হয়ে গেল بِمَا ذَكَرْنَا আমরা যা উল্লেখ করেছি তা اَنَّهٗ لَابُدَّ যে, জরুরি فِيْ هٰذَا الشَّكْلِ এ শাকলে كَيْفًا - كَيْف বা অবস্থার দিক দিয়ে اِيْجَابُ الصُّغْرٰى সুগরা মূজিবা হওয়া وَكَمًا - كَمْ বা সংখ্যার দিক দিয়ে كُلِّيَّةُ الْكُبْرٰى কুবরা কুল্লিয়া হওয়া وَجْهَةً এবং জিহাতের দিক দিয়ে فِعْلِيَّةُ الصُّغْرٰى সুগরা فِعْلِيَّةٌ হওয়া পরিচ্ছেদ وَيُشْتَرَطُ আর শর্ত করা হয় فِيْ اِنْتَاجِ الشَّكْلِ الثَّانِيْ দ্বিতীয় শাকলের মুন্তাজ হওয়ার জন্য بِحَسْبِ الْكَيْفِ - كَيْف (অবস্থা) হিসেবে اَيْ الْاِيْجَابُ وَالسَّلْبُ অর্থাৎ হ্যাঁ-বাচক ও না-বাচক হিসেবে اِخْتِلَافُ الْمُقَدَّمَتَيْنِ মুকাদ্দামাদ্বয়ের বিভিন্নতা فَاِنْ كَانَتِ الصُّغْرٰى অতএব صُغْرٰى যদি হয় مُوْجَبَةً মূজিবা كَانَتِ الْكُبْرٰى سَالِبَةً তবে كُبْرٰى সালিবা হবে وَبِالْعَكْسِ এবং এর বিপরীতও وَبِحَسْبِ الْكَمِّ আর كَمْ (সংখ্যা)-এর দিক দিয়ে اَيْ الْكُلِّيَّةُ وَالْجُزْئِيَّةِ অর্থাৎ কুল্লী ও জুযয়ী হওয়া হিসেবে كُلِّيَّةُ الْكُبْرٰى কুবরা কুল্লী হওয়া শর্ত وَاِلَّا يَلْزَمُ الْاِخْتِلَافُ নতুবা এমন বিভিন্নতা অপরিহার্য হবে الْمُوْجِبُ যা বিঘ্নতা সৃষ্টি করবে لِعَدَمِ الْاِنْتَاجِ নতীজা না প্রকাশের ক্ষেত্রে اَيْ অর্থাৎ صِدْقُ الْقِيَاسِ

www.eelm.weebly.com

কিয়াস প্রযোজ্য হবে مَعَ اِيْجَابِ النَّتِيْجَةِ হ্যাঁ-বাচক নতীজার সাথে تَارَةً কখনো وَمَعَ سَلْبِهَا اُخْرٰى আবার কখনো প্রযোজ্য হবে না-বাচক নতীজার সাথে وَنَتِيْجَةُ هٰذَا الشَّكْلِ অথচ এ শিকলের নতীজা لَا يَكُوْنُ اِلَّا سَالِبَةً কেবল সালিবা হয় وَضُرُوْبُهُ النَّاتِجَةُ এর মুন্তাজ যরবও اَرْبَعَةٌ চারটি اَحَدُهَا প্রথমটি مِنْ كُلِّيَّتَيْنِ দু'টি কুল্লিয়া দ্বারা গঠিত وَالصُّغْرٰى مُوْجِبَةٌ এবং হ্যাঁ-বাচক সুগরা দ্বারা يَنْتَجُ এটির নতীজা হবে سَالِبَةً كُلِّيَّةً সালিবা কুল্লিয়া كَقَوْلِنَا যেমন- আমাদের উক্তি كُلُّ ج ب সমস্ত জীম বা وَلَا شَيْءَ مِنْ ا بَ এবং কোনো আলিফ বা নয়। فَلَا شَيْءَ مِنْ ج ا অতএব কোনো জীম আ নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تَنْبِيْهُ اِنْتَاجِ الخ -এর আলোচনা : অত্র ইবারতে গ্রন্থকার বলেন, প্রথম শাকলের তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা- ১. কেবল শাকলে আওয়ালেই মূজিজবায়ে কুল্লিয়া নতীজা প্রদান করে। ২. এ শাকলে আওয়ালই কাযিয়া মাহসূরার চার প্রকারের নতীজা প্রদান করে। ৩. একমাত্র এ শাকলে সুগরা মুমকিনা হলে নতীজা প্রদান করে না। প্রাকাশ থাকে যে, মাহসূরার চার প্রকার কাযিয়ার নতীজা প্রদান করার অর্থ মুজেবা কুল্লিয়া, মূজিবায়ে জুযয়িয়া, সালিবা কুল্লিয়ায়ে ও সালিবা জুযয়িয়া নতীজা প্রদান করে। অন্য কোনো শাকল দ্বারা এটি লাভ হয় না।

قَوْلُهُ وَالصُّغْرٰى اَلْمُمْكِنَةُ غَيْرُ مُنْتِجَةٍ الخ - এর আলোচনা : শাকলে আওয়ালে সুগরা মুমকিনা হলে নতীজা প্রদান করে। কেননা, কুবরার হুকুম اَوْسَطْ -এর মাধ্যমে اَصْغَرْ -এর উপর আসে। সুগরা যদি মুমকিনা হয়, তাহলে সুগরার حَدْ اَوْسَطْ হবে। অর্থাৎ সুগরার মাহমূল মাওযূ'র জন্য আবশ্যিকভাবে সাবেত হবে না। বরং হুকুম সাবেত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। অপর পক্ষে কুবরার মাহমূল অর্থাৎ মাওযূ' অবশ্যই সাবেত হয়, কারণ মাওযূ'র একক আবশ্যিক না হলে হুকুম সাবেত হয় না। কুবরার মাওযূ' আবশ্যিক হলে আর সুগরার মাহমূল সম্ভাবনাময় হলে উভয়টি এক জাতীয় বিষয় হলো না। আর উভয়টি حَدْ اَوْسَطْ - আর হদ্দে আওসাত সর্বদা এক জাতীয় হয়। এক স্থানে সম্ভাবনাময় অপর স্থানে আবশ্যিক হয় না। তাই কুবরার মাওযূ' ও সুগরার মাহমূল এক হলো না। সুতরাং দু'টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় হলো। সুতরাং حَدْ اَوْسَطْ -এর পুনরাবৃত্তি হলো না। এজন্য সুগরা মুমকিনা হতে পারবে না। সুগরার حَدْ اَوْسَطْ আবশ্যক হতে হলে তা বাস্তবে بِالْفِعْلِ হতে হবে। তাই সুগরা بِالْفِعْلِ হওয়ার শর্ত লাগানো হয়েছে।

قَوْلُهُ فَقَدْ وَضَعَ بِمَا ذَكَرْنَا الخ -এর আলোচনা : মুসান্নিফ (র.) এখানে শাকলে আওয়ালের শর্তাবলির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শাকলে আওয়ালের তিনটি শর্ত-১. صُغْرٰى টি مُوْجِبَةٌ হবে। ২. كُبْرٰى টি كُلِّيَّةٌ হবে। ৩. صُغْرٰى টি مُمْكِنَةٌ হবে।

قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ فِيْ اِنْتَاجِ الخ -এর আলোচনা : মুসান্নিফ (র.) এখানে শাকলে ছানী মুন্তাজ হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত বর্ণনা করেছেন। প্রথম শর্ত হলো, হ্যাঁ-বাচক ও না-বাচক ক্ষেত্রে كُبْرٰى ও صُغْرٰى একটি অপরটির বিপরীত হতে হবে। অর্থাৎ صُغْرٰى যদি মূজিবা হয় তবে كُبْرٰى সালিবা হতে হবে, আর صُغْرٰى যদি সালিবা হয় তবে كُبْرٰى মূজিবা হতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হলো কাম (كَمْ)অর্থাৎ কুল্লী ও জুযয়ী হিসেবে كُبْرٰى কুল্লী হতে হবে। উক্ত শর্ত না থাকলে সঠিক নতীজা বের হবে না। অর্থাৎ صُغْرٰى জুযয়িয়া হয়ে كُبْرٰى কুল্লিয়া আবার সুগরা কুল্লিয়া হয়েও كُبْرٰى কুল্লিয়া। কেননা, শর্তদ্বয়ের যে কোনো একটি না পাওয়া গেলেই নতীজার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন- সমস্ত মানুষ প্রাণী আর সমস্ত নাতিক প্রাণী। এর নতীজা হবে- সমস্ত মানুষ নাতিক। এটি সত্য, যদি এভাবে বলা হয় 'সমস্ত মানুষ প্রাণী', 'সমস্ত ঘোড়া প্রাণী'। এর নতীজা হবে- সমস্ত মানুষ ঘোড়া, এটি সত্য নয়। দ্বিতীয় শাকলের নিয়মানুসারে যে কোনো এক মুকাদ্দমা না-বাচক হওয়ার শর্ত, এ শর্তের দিকে বিবেচনা করা হয়নি বলে নতীজা অসত্য বের হলো। সত্যে পরিণত করতে হলে বলতে হবে- যে কোনো মানুষ ঘোড়া নয়। কারণ, সমস্ত মানুষ ঘোড়া কিংবা কতেক মানুষ ঘোড়া উভয়টি অসত্য। সুতরাং বাধ্য হয়ে বলবো যে, এর নতীজা হলো কোনো মানুষ ঘোড়া নয়। যদিও নতীজা ঠিক তবুও দেখা গেল যে, একই যরবে প্রথম নতীজা হ্যাঁ-বাচক আর দ্বিতীয় নতীজা না-বাচক, এটিও সঙ্গত নয়। সুতরাং বাধ্য হয়ে বলতে হবে যে, কোনো এক মোকাদ্দামা না-সূচক হতে হবে। অনুরূপভাবে উভয় মুকাদ্দমা না-সূচকও হতে পারবে না। উদাহরণ- যদি বলা হয় কোনো মানুষ পাথর আর কোনো ঘোড়া পাথর নয়। এর নতীজা হবে কোনো মানুষ ঘোড়া নয়। এটি সত্য। যদি এভাবে বলা হয় যে, কোনো মানুষ পাথর নয়, অবার নাতেক পাথর নয়। এর নতীজা হবে কোনো মানুষ নাতিক নয়, এটি মিথ্যা। সুতরাং দ্বিতীয় শাকলের উভয় মুকাদ্দমা না-বাচক হওয়ার কারণে একই যরবে এক নতীজা সত্য ও অপর নতীজা অসত্য হয়। এখন যদি অসত্য নতীজাকে সত্যে পরিণত করতে চাই, তাহলে বলতে হবে- সমস্ত মানুষ নাতিক। কেননা, যেভাবে সমস্ত মানুষ নাতিক নয় এটি সত্য নয়, তদ্রূপ কতক মানুষ নাতেক নয় এটিও সত্য নয়। তাহলে এখন দু' নতীজা হলো-কোনো মানুষ ঘোড়া নয়, আর সমস্ত মানুষ নাতেক- এক নতীজা না-বাচক, অপরটি হ্যাঁ-বাচক। এক যরব হতে দু' ধরনের নতীজা বের হওয়া অসঙ্গত। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, দ্বিতীয় শাকলে এক মুকাদ্দমা হ্যাঁ-বাচক ও অপর মোকাদ্দমা না-বাচক হতে হবে।

قَوْلُهُ اَحَدُهَا مِنْ كُلِّيَّتَيْنِ الخ - এর আলোচনা : দ্বিতীয় শাকলের ضَرْبٌ চতুষ্টয়ের প্রথমটি দু'টি কুল্লিয়া ও না বাচক সুগরা দ্বারা গঠিত হয়, আর এর নতীজা হয় সালিবায়ে কুল্লিয়া। যেমন- كل ج ب وَلَا شَيْءَ مِنْ اَبَ অর্থাৎ كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَ لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيَوَانٍ এর নতীজা হবে فَلَاشَيْءَ مِنْ ج ا। অর্থাৎ فَلَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ

www.eelm.weebly.com

وَالدَّلِيْلُ عَلٰى هٰذَا الْاِنْتَاجِ عَكْسُ الْكُبْرٰى فَاِنَّكَ اِذَا عَكَسْتَ الْكُبْرٰى صَارَ لَا شَيْءَ مِنْ بَ اَ وَبِانْضِمَامِهٖ اِلَى الصُّغْرٰى اِنْتَظَمَ الشَّكْلُ الْاَوَّلُ وَيَنْتَجُ النَّتِيْجَةُ الْمَطْلُوْبَةُ وَالضَّرْبُ الثَّانِيْ مِنْ مُوْجَبَةٍ كُلِّيَّةٍ كُبْرٰى وَسَالِبَةٍ كُلِّيَّةٍ صُغْرٰى كَقَوْلِنَا لَا شَيْءَ مِنْ جَ بَ وَكُلُّ اَ بَ يَنْتَجُ لَا شَيْءَ مِنْ جَ اَ وَالدَّلِيْلُ عَلَى الْاِنْتَاجِ عَكْسُ الصُّغْرٰى وَجَعْلُهَا كُبْرٰى ثُمَّ عَكْسُ النَّتِيْجَةِ وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ مِنْ مُوْجَبَةٍ جُزْئِيَّةٍ صُغْرٰى وَسَالِبَةٍ كُلِّيَّةٍ كُبْرٰى يَنْتَجُ سَالِبَةً جُزْئِيَّةً كَقَوْلِكَ بَعْضُ جَ بَ وَلَا شَيْءَ مِنْ اَ بَ فَلَيْسَ بَعْضُ جَ اَ وَالضَّرْبُ الرَّابِعُ مِنْ سَالِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ صُغْرٰى وَمُوْجَبَةٍ كُلِّيَّةٍ كُبْرٰى يَنْتَجُ سَالِبَةً جُزْئِيَّةً تَقُوْلُ بَعْضُ جَ لَيْسَ بَ وَكُلُّ اَ بَ فَبَعْضُ جَ لَيْسَ اَ-

সরল অনুবাদ : উক্ত নতীজা সঠিক হওয়ার প্রমাণ হলো কুবরার عَكْس বের করা। কেননা, তুমি যখন কুবরার عَكْس বের করবে, তখন لَا شَيْءَ مِنْ بَ اَ হবে। আর একে সুগরার সাথে মিলিয়ে শাকলে আওয়াল গঠিত হবে এবং প্রত্যাশিত নতীজা প্রকাশ করবে। দ্বিতীয়টি মূজিবায়ে কুল্লিয়া كُبْرٰى ও সালিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত সুগরার সমন্বয়ে গঠিত। যেমন- আমাদের উক্তি لَا شَيْءَ مِنْ جَ بَ وَكُلُّ اَ بَ এটি নতীজা দিবে لَا شَيْءَ مِنْ جَ اَ উক্ত নতীজার বিশুদ্ধতার দলিল হলো সুগরার عَكْس বের করতঃ তাকে كُبْرٰى বানানো, তারপর নতীজার كُبْرٰى বের করা।

তৃতীয় যরব মূজিবায়ে জুযয়িয়াযুক্ত صُغْرٰى ও সালিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত কুবরার সমন্বয়ে গঠিত। এটি নতীজা দিবে সালিবায়ে জুযয়িয়া। যেমন- তোমার উক্তি بَعْضُ جَ بَ وَلَا شَيْءَ مِنْ اَ بَ অতএব, এর নতীজা لَيْسَ بَعْضُ جَ হবে।

চতুর্থ জরব সালেবায়ে জুযয়িয়াযুক্ত صُغْرٰى ও মূজিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত কুবরার সমন্বয়ে গঠিত। এটি নতীজা দিবে সালিবায়ে জুযয়িয়া। তুমি বলবে, بَعْضُ جَ لَيْسَ بَ وَكُلُّ اَ بَ অতএব, এর নতীজা بَعْضُ جَ لَيْسَ اَ হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالدَّلِيْلُ عَلٰى هٰذَا الْاِنْتَاجِ উক্ত নতীজা সঠিক হওয়ার প্রমাণ হলো عَكْسُ الْكُبْرٰى কুবরার عَكْس বের করা فَاِنَّكَ কেননা, তুমি اِذَا عَكَسْتَ الْكُبْرٰى যখন কুবরার عَكْس বের করবে صَارَ তখন হবে لَا شَيْءَ مِنْ بَ اَ কোনো বা আলিফ নয় وَبِانْضِمَامِهٖ আর একে মিলিয়ে اِلَى الصُّغْرٰى সুগরার সাথে اِنْتَظَمَ الشَّكْلُ الْاَوَّلُ শাকলে আওয়াল গঠিত হবে وَيَنْتَجُ এবং নতীজা প্রকাশ করবে النَّتِيْجَةُ الْمَطْلُوْبَةُ প্রত্যাশিত নতীজা وَالضَّرْبُ الثَّانِيْ দ্বিতীয়টি مِنْ مُوْجَبَةٍ كُلِّيَّةٍ كُبْرٰى মূজিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত কুবরার সমন্বয়ে গঠিত وَسَالِبَةٍ كُلِّيَّةٍ صُغْرٰى ও সালিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত সুগরার كَقَوْلِنَا যেমন- আমাদের উক্তি لَا شَيْءَ مِنْ جَ بَ কোনো জীম বা নয় وَكُلُّ اَ بَ আর প্রত্যেক আলিফ বা يَنْتَجُ এটি নতীজা দিবে لَا شَيْءَ مِنْ جَ اَ কোনো জীম আলিফ নয় وَالدَّلِيْلُ عَلَى الْاِنْتَاجِ উক্ত নতীজার বিশুদ্ধতার দলিল হলো عَكْسُ الصُّغْرٰى সুগরার عَكْس বের করতঃ وَجَعْلُهَا كُبْرٰى তাকে كُبْرٰى বানানো ثُمَّ عَكْسُ النَّتِيْجَةِ তারপর নতীজার عَكْس বের করা وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ তৃতীয় যরব مِنْ مُوْجَبَةٍ جُزْئِيَّةٍ صُغْرٰى মূজিবায়ে জুযয়িয়াযুক্ত সুগরার সমন্বয়ে গঠিত وَسَالِبَةٍ كُلِّيَّةٍ كُبْرٰى ও সালিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত কুবরার يَنْتَجُ এটি নতীজা দিবে سَالِبَةً جُزْئِيَّةً সালিবায়ে জুযয়িয়া كَقَوْلِكَ যেমন- তোমার উক্তি بَعْضُ جَ بَ কতক জীম বা وَلَا شَيْءَ مِنْ اَ بَ আর কোনো আলিফ বা নয়। فَلَيْسَ بَعْضُ جَ اَ অতএব কতক জীম আলিফ নয় وَالضَّرْبُ الرَّابِعُ চতুর্থ যরব مِنْ سَالِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ صُغْرٰى সালিবায়ে জুযয়িযাযুক্ত সুগরার সমন্বয়ে গঠিত وَمُوْجَبَةٍ كُلِّيَّةٍ كُبْرٰى ও মূজিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত কুবরার يَنْتَجُ এটি নতীজা দিবে سَالِبَةً جُزْئِيَّةً সালিবায়ে জুযয়িয়া تَقُوْلُ তুমি বলবে بَعْضُ جَ لَيْسَ بَ কতক জীম বা নয় وَكُلُّ اَ بَ আর প্রত্যেক আলিফ বা। فَبَعْضُ جَ لَيْسَ অতএব, কতক জীম আলিফ নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالدَّلِيْلُ عَلٰى هٰذَا الْاِنْتَاجِ الخ **-এর আলোচনা :** প্রথম প্রকার দ্বারা যে সালিবায়ে কুল্লিয়ার নতীজা বের হয়েছে, এখানে গ্রন্থকার উক্ত নতীজার বিশুদ্ধ দলিল পেশ করেছেন। দলিলের সারসংক্ষেপ হলো, যদি যরবে আওয়ালের নতীজা لَا شَيْءَ مِنْ جَ اَ স্বীকার না করা হয় তখন কুবরার عَكْس বের করে তাকে সুগরার সাথে মিলিয়ে شَكْلِ اَوَّلْ গঠন করা হবে। نَتِيْجَةْ شَكْلِ اَوَّلْ-এর

www.eelm.weebly.com

যেহেতু নির্ভুল তাই তা স্বীকার করে নিতে হবে। যেমন– لَا شَيْءَ مِنْ بَ آ একে সুগরার হলো لَا شَيْءَ مِنْ آ بَ كُبْرَى ; এর عَكْس হলো لَا شَيْءَ مِنْ بَ آ একে সুগরার সাথে মিলিয়ে شَكْل أَوَّل গঠন করা হবে এবং বলা হবে كُلُّ ج ب وَلَا شَيْءَ مِنْ ب آ অতএব হদ্দে আওসাত ب-কে দূর করে দেওয়ার পর নতীজা হবে لَا شَيْءَ مِنْ ج آ এটাই পূর্ববর্তী নতীজা।

قَوْلُهُ اَلضَّرْبُ الثَّانِيْ مِنْ مُوْجِبَةٍ الخ **-এর আলোচনা :** দ্বিতীয় শাকলের দ্বিতীয় ضَرْب-এর মধ্যে কুবরা মূজিবায়ে কুল্লিয়া ও সুগরা সালিবায়ে কুল্লিয়া হয়। যেমন– لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيَوَانٍ وَكُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ এর নতীজা হবে لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِاِنْسَانٍ ; আর ضَرْبَ ثَانِيْ-এর নতীজা বিশুদ্ধ কিনা এটা যাচাই করার নিয়ম হলো, সুগরার عَكْس বের করে এটাকে কুবরা বানানো হবে, যার ফলে শাকলে আওয়াল গঠিত হবে। তারপর এটা দ্বারা যে নতীজা বের হবে তার عَكْس বের করলে হুবহু পূর্বের নতীজা বের হবে। যেমন– لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيَوَانٍ وَكُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ এটা ضَرْب ثَانِيْ (দ্বিতীয় যরব)। এর নতীজা হবে لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِاِنْسَانٍ এখন সুগরার عَكْس বের করলে لَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِحَجَرٍ হবে। এটাকে কুবরা ধরে এবং কুবরাকে সুগরা ধরে শাকলে আওয়াল গঠন করা হবে এবং বলা হবে كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِحَجَرٍ এর নাতীজা হবে لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ এখন এর عَكْس হবে لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِاِنْسَانٍ; এটাই পূর্বের সে নতীজা যা যরবে ছানীর মাধ্যমে বের হয়েছিল। এর দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলো, পূর্ববর্তী নতীজা সহীহ।

قَوْلُهُ اَلضَّرْبُ الثَّالِثُ الخ **-এর আলোচনা :** মুছান্নিফ (র.) তৃতীয় প্রকারের গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এটা সুগরা হ্যাঁ-বাচক জুযয়ী ও কুবরা না-বাচক কুল্লী দ্বারা গঠিত। যেমন– কতক প্রাণী 'জা' (ج) মানুষ 'বা' (ب) এবং কোনো ঘোড়া 'আ' (ا) মানুষ নয় 'বা' (ب)। অতএব, কতক প্রাণী ঘোড়া নয়। এর নতীজার সত্যতার প্রমাণও প্রথম যরবের ন্যায় বলে গ্রন্থকার উল্লেখ করেননি। প্রথম কুবরার আকস করলে আকস হবে– কোনো ঘোড়া মানুষ নয়। এখন এটাকে সুগরার সাথে সংমিশ্রণ করতে হবে। যেমন بَعْضُ الْحَيَوَانِ اِنْسَانٌ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِفَرَسٍ এর নাতীজা হবে, কতক প্রাণী ঘোড়া নয়। এটা প্রথম شَكْل-এর নতীজা (ফলাফল)। যেহেতু শাকলে আওয়াল-এর নতীজা সত্য সেহেতু شَكْل ثَانِيْ-এর তৃতীয় যরবের নাতীজাও সত্য এবং বিশুদ্ধ হবে।

قَوْلُهُ اَلضَّرْبُ الرَّابِعُ الخ **-এর আলোচনা :** মুছান্নিফ (র.) চতুর্থ প্রকারের গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, অত্র প্রকারে صُغْرٰى নেতিবাচক জুযয়িয়া এবং كُبْرٰى ইতিবাচক কুল্লিয়া। যেমন– لَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِاِنْسَانٍ وَكُلُّ اِنْسَانٍ نَاطِقٌ সুতরাং কতক প্রাণী নাতিক নয়। এর নাতীজার সত্যতার প্রমাণও دَلِيْل خَلْف দ্বারা প্রমাণিত। যেমন– যদি এ যরবের নাতীজাকে মেনে নেওয়া না হয়, তাহলে এর নকীযকে মেনে নেওয়া অপরিহার্য হবে। নকীয হলো, সমস্ত প্রাণী নাতেক। এক নাকীযকে صُغْرٰى বানিয়ে নতুন شَكْل গঠন করা হলো যে, সমস্ত প্রাণী নাতিক ও সমস্ত নাতিক মানুষ। এর নাতীজা হবে, সমস্ত প্রাণী মানুষ। আর এটা সরাসরি অসত্য। আর এ অসত্যতা এসেছে চতুর্থ যরবের নাতীজাকে না মেনে নেওয়ার কারণে। কেননা, পরবর্তী শাকল ত্রুটিপূর্ণ নতীজা প্রদানের কারণ হলো নাতীজাকে না মেনে তার نَقِيْض-কে মানা। কারণ, ত্রুটি নকীয হতে এসেছে, কেননা কুবরাতে ত্রুটি নেই। একই কুবরা মূল শাকলে বিশুদ্ধ নতীজা প্রদান করেছিল। আর শাকলও বিশুদ্ধ। সুতরাং নতীজা মেনে এর নকীয সত্য মানার কারণে ত্রুটি এসেছে। সুতরাং নতীজা বিশুদ্ধ ও নির্ভুল।

নতীজা প্রদানকারী যরবসহ দ্বিতীয় শাকলের চিত্র

নাম	মুকাদ্দামাদ্বয়	নতীজা	সুগরা	কুবরা	নতীজা
১ম যরব	সুগরা মূজিবায়ে কুল্লিয়া কুবরা সালিবায়ে কুল্লিয়া	সালিবায়ে কুল্লিয়া	كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيَوَانٍ	فَلَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ
২য় যরব	সুগরা সালিবায়ে কুল্লিয়া কুবরা মূজিবায়ে কুল্লিয়া	সালিবায়ে কুল্লিয়া	وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيَوَانٍ	كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	فَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِاِنْسَانٍ
৩য় যরব	সুগরা মূজিবায়ে কুল্লিয়া কুবরা সালিবায়ে কুল্লিয়া	সালিবায়ে কুল্লিয়া	بَعْضُ الْجِسْمِ الْحَيَوَانُ	وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيَوَانٍ	بَعْضُ الْجِسْمِ لَيْسَ بِحَجَرٍ
৪র্থ যরব	সুগরা সালিবায়ে কুল্লিয়া কুবরা মূজিবায়ে কুল্লিয়া	সালিবায়ে কুল্লিয়া	بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِاِنْسَانٍ	وَكُلُّ نَاطِقٍ اِنْسَانٌ	بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِنَاطِقٍ

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : شَرْطُ اِنْتَاجِ الشَّكْلِ الثَّالِثِ كَوْنُ الصُّغْرٰى مِنْ مُوْجِبَةٍ وَكَوْنُ اَحَدِ الْمُقَدَّمَتَيْنِ كُلِّيَّةً فَضُرُوْبُهُ النَّاتِجَةُ سِتَّةٌ اَحَدُهَا كُلُّ ب ج وكُلُّ ب ا فَبَعْضُ ج ا وَثَانِيْهَا كُلُّ ب ج ولَاشَيْئَ مِنْ ب ا فَبَعْضُ ج لَيْسَ ا وَثَالِثُهَا بَعْضُ ب ج وَكُلُّ ب ا فَبَعْضُ ج ا وَرَابِعُهَا بَعْضُ ب ج وَلَاشَيْئَ من ب ا فَبَعْضُ ج لَيْسَ ا وَخَامِسُهَا كُلُّ ب ج وَبَعْضُ ب ا فَبَعْضُ ج ا وَسَادِسُهَا كُلُّ ب ج وَبَعْضُ ب لَيْسَ ا فَبَعْضُ ج لَيْسَ ا

فَصْلٌ : وَشَرَائِطُ اِنْتَاجِ الشَّكْلِ الرَّابِعِ مَعَ كَثْرَتِهَا وَقِلَّةِ جَدْوِهَا مَذْكُوْرَةٌ فِى الْمَبْسُوْطَاتِ فَلَا عَلَيْنَا لَوْ تَرَكْنَا ذِكْرَهَا وَكَذَا شَرَائِطُ سَائِرِ الْاَشْكَالِ بِحَسْبِ الْجِهَةِ لَايَتَحَمَّلُ اَمْثَالُ رِسَالَتِىْ هٰذِهٖ لِبَيَانِهَا

فَائِدَةٌ : وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ مِمَّا اَلْقَيْنَا عَلَيْكَ اَنَّ النَّتِيْجَةَ فِى الْقِيَاسِ تَتْبَعُ اَدْوَنَ الْمُقَدَّمَتَيْنِ فِىْ الْكَيْفِ وَالْكَمِّ وَالْاَدْوَنُ فِى الْكَيْفِ هُوَ السَّلْبُ وَفِى الْكَمِّ هُوَ الْجُزْئِيَّةُ فَالْقِيَاسُ الْمُرَكَّبُ مِنْ مُوْجِبَةٍ وَسَالِبَةٍ يَنْتَجُ سَالِبَةً وَالْمُرَكَّبُ مِنْ كُلِّيَّةٍ وَجُزْئِيَّةٍ اِنَّمَا يَنْتَجُ جُزْئِيَّةً وَاَمَّا الْمُرَكَّبُ مِنَ الْكُلِّيَّتَيْنِ فَرُبَمَا يَنْتَجُ كُلِّيَّةً وَقَدْ يَنْتَجُ جُزْئِيَّةً

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : শাকলে ছালিছ মুন্তাজ হওয়ার জন্য সুগরা মূজিবা হওয়া এবং মুকাদ্দামাদ্বয়ের কোনো একটি কুল্লিয়া হওয়া শর্ত। তার ফলপ্রসূ যরব ছয়টি। প্রথমটি كُلُّ ب ج وكُلُّ ب ا অতএব। بَعْضُ ج ا দ্বিতীয়টি كُلُّ ب ج وَلَا شَيْئَ مِنْ ب ا অতএব, بَعْضُ ج لَيْسَ ا। তৃতীয়টি بَعْضُ ب ج وكُلُّ ب ا অতএব। بَعْضُ ج ا, চতুর্থটি بَعْضُ ب ج وَلَا شَيْئَ مِنْ ب ا অতএব, بَعْضُ ج لَيْسَ ا। পঞ্চমটি كُلُّ ب ج و بَعْضُ ب ا অতএব। بَعْضُ ج ا, ষষ্ঠ كُلُّ ب ج وَبَعْضُ ب لَيْسَ ا অতএব। بَعْضُ ج لَيْسَ ا।

পরিচ্ছেদ : شَكْلِ رَابِعْ-এর শর্তাবলির সংখ্যা অধিক ; কিন্তু ফায়দা স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় কিতাবসমূহে উল্লেখ রয়েছে। অতএব, সেগুলো আলোচনা না করলে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। অনুরূপ জিহাতের স্থান হিসেবে অন্যান্য সব শাকলের শর্তসমূহ আমার এ পুস্তিকার ন্যায় পুস্তিকাসমূহে আলোচনার স্থান সংকুলান হবে না।

ফায়দা : আমি যা বর্ণনা করেছি তা দ্বারা হয়তো তোমরা জানতে পেরেছ যে, قِيَاسْ-এর নতীজা মুকাদ্দামাদ্বয়ের মধ্যে যা كَمْ ও كَيْف হিসেবে নিকৃষ্টতার অনুপাতে বের হয়ে থাকে। كَيْف হিসেবে নিম্নমানের সলব, আর كَمْ হিসেবে নিম্নমানের জুযয়িয়া। অতএব, যে قِيَاسْ মূজিবা ও সালিবা দ্বারা গঠিত তা নতীজা দিবে সালিবা (নেতিবাচক), আর যে قِيَاسْ কুল্লিয়া ও জুযয়িয়া দ্বারা গঠিত তা নতীজা দিবে জুযয়িয়া। আর যে قِيَاسْ দু'টি কুল্লিয়া দ্বারা গঠিত, তা কখনও নতীজা কুল্লিয়া দেয় আবার কখনও নতীজা জুযয়িয়া দেয়।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ شَرْطُ শর্ত اِنْتَاجُ الشَّكْلِ الثَّالِثِ শাকলে ছালিছ মুন্তাজ হওয়ার জন্য كَوْنُ الصُّغْرٰى مُوْجِبَةً সুগরা মূজিবা হওয়া وَكَوْنُ اِحْدَى الْمُقَدَّمَتَيْنِ এবং মুকাদ্দামাদ্বয়ের কোনো একটি كُلِّيَّةً কুল্লী হওয়া فَضُرُوْبُهُ النَّاتِجَةُ তার ফলপ্রসূ যরব سِتَّةٌ ছয়টি اَحَدُهَا প্রথমটি كُلُّ ب ج প্রত্যেক বা জীম। وكل ب আর প্রত্যেক বা আলিফ। فَبَعْضُ ج অতএব, কতক জীম আলিফ وَثَانِيْهَا দ্বিতীয়টি كُلُّ ب ج প্রত্যেক বা জীম। وَلَا شَيْئَ مِنْ ب কোনো বা আলিফ নয়। فَبَعْضُ ج لَيْسَ অতএব, কতক জীম আলিফ নয় وَثَالِثُهَا তৃতীয়টি بَعْضُ ب ج কতক বা জীম। وَكُلُّ ب আর প্রত্যেক বা আলিফ। فَبَعْضُ ج অতএব কতক জীম আলিফ وَرَابِعُهَا চতুর্থটি بَعْضُ ب ج কতক বা জীম। وَلَا شَيْئَ مِنْ ب কোনো বা-ই আলিফ নয়। فَبَعْضُ ج لَيْسَ অতএব কতক জীম আলিফ নয় وَخَامِسُهَا পঞ্চমটি كُلُّ ب ج প্রত্যেক বা জীম। وَبَعْضُ ب আর কতক বা আলিফ। فَبَعْضُ ج অতএব, কতক জীম আলিফ وَسَادِسُهَا ষষ্ঠটি كُلُّ ب ج প্রত্যেক বা জীম। وَبَعْضُ ب لَيْسَ আর কতক বা আলিফ নয়। فَبَعْضُ ج لَيْسَ অতএব কতক জীম আলিফ নয় فَصْلٌ পরিচ্ছেদ وَشَرَائِطُ আর শর্তাবলি اِنْتَاجُ الشَّكْلِ الرَّابِعِ - شَكْلِ رَابِعْ-এর মুন্তাজ হওয়ার مَعَ كَثْرَتِهَا অধিক হওয়া সত্ত্বেও وَقِلَّةِ جَدْوِهَا

www.eelm.weebly.com

এবং ফায়দা স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও مَذْكُوْرَةٌ উল্লেখ রয়েছে فِي الْمَبْسُوْطَاتِ বড় বড় কিতাবসমূহে فَلَا عَلَيْنَا অতএব, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই لَوْ تَرَكْنَا না করলে ذِكْرَهَا সেগুলোর আলোচনা وَكَذَا অনুরূপ شَرَائِطُ سَائِرِ الْاَشْكَالِ অন্যান্য সব শাকলের শর্তসমূহে لِبَيَانِهَا بِحَسَبِ الْجِهَةِ জিহাতের স্থান হিসেবে لَايَتَحَمَّلُ সংকুলান হবে না اَمْثَالُ رِسَالَتِي هٰذِهِ আমার এ পুস্তিকর ন্যায় পুস্তিকাসমূহ আলোচনার স্থান فَائِدَةٌ ফায়দা وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ হয়তো তুমি জানতে পেরেছ مِمَّا اَلْقَيْنَا عَلَيْكَ আমি যা বর্ণনা করেছি তা দ্বারা اَنَّ النَّتِيْجَةَ فِي الْقِيَاسِ যে, قِيَاس-এর নতীজা تَتْبَعُ اَدْوَنَ الْمُقَدَّمَتَيْنِ মুকাদ্দামাদ্বয়ের মধ্যে নিকৃষ্টতার অনুপাতে বের হয়ে থাকে فِي الْكَيْفِ وَالْكَمِّ যা كَيْف ও كَمّ হিসেবে فِي الْكَيْفِ - وَالْاَدْوَنُ كَيْف হিসেবে নিম্নমানের هُوَ السَّلْبُ তা সলব وَفِي الْكَمِّ هُوَ الْجُزْئِيَّةُ আর كَمّ হিসেবে নিম্নমানের জুযয়িয়া فَالْقِيَاسُ অতএব, যে قِيَاس - اَلْمُرَكَّبُ مِنْ مُوْجِبَةٍ وَسَالِبَةٍ মূজিবা ও সালিবা দ্বারা গঠিত يَنْتَجُ اِنَّمَا يَنْتَجُ سَالِبَةً তা নতীজা দিবে সালিবা (নেতিবাচক) وَالْمُرَكَّبُ مِنْ كُلِّيَّةٍ وَجُزْئِيَّةٍ আর যে قياس কুল্লিয়া ও জুযয়িয়া দ্বারা গঠিত جُزْئِيَّةً তা নতীজা দিবে জুযয়িয়া وَاَمَّا الْمُرَكَّبُ مِنَ الْكُلِّيَّتَيْنِ আর যে قِيَاس দু'টি কুল্লিয়া দ্বারা গঠিত فَرُبَمَا يَنْتَجُ كُلِّيَّةً তা কখনো নতীজা কুল্লিয়া দেয় وَقَدْ يَنْتَجُ جُزْئِيَّةً আবার কখনো নতীজা জুযয়িয়া দেয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ شَرْطُ اِنْتَاجِ الشَّكْلِ الثَّالِثِ الخ -এর আলোচনা : শাকলে ছালিছ মুন্তাজ হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। প্রথমত সুগরা মূজিবা হতে হবে। দ্বিতীয়ত সুগরা কুবরার যে কোনো একটি কুল্লিয়া হতে হবে।

উক্ত শর্তানুযায়ী শিকলে ছালিছের মুন্তাজ যরব মোট ছয়টি হবে। মূজিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত সুগরার সাথে মাহসূরার প্রকার চতুষ্টয় যুক্ত করলে মোট চারটি লাভ হবে, আর দু'টি লাভ হবে মূজিবায়ে জুযয়িয়াযুক্ত সুগরাকে মূজিবায়ে কুল্লিয়া ও সালিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত কুবরার সাথে যুক্ত করলে। উক্ত যরব ছয়টির প্রত্যেকটির নতীজাই জুযয়িয়া হবে, তবে তা হতে তিনটি নতীজা মূজিবা (ইতিবাচক) হবে, আর তিনটি সালেবা (নেতিবাচক) হবে। যে যরবগুলো ইতিবাচক নতীজা দিবে সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে- সুগরা কুবরা উভয়টি মূজিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত। দ্বিতীয়টি সুগরা মূজিবায়ে জুযয়িয়া ও কুবরা মূজিবায়ে কুল্লিয়া। তৃতীয়টি সুগরা মূজিবায়ে জুযয়িয়া। প্রত্যেকটির উদাহরণ চিত্রে বর্ণনা করা হবে।

قَوْلُهُ اَحَدُهَا كُلُّ بِ ج الخ -এর আলোচনা : এর বিস্তারিত রূপ [উদাহরণস্বরূপ] হবে- كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَكُلُّ اِنْسَانٍ نَاطِقٌ [প্রত্যেক মানুষ প্রাণী ও প্রত্যেক মানুষ বাকশক্তিসম্পন্ন]। এর নতীজা হবে- فَبَعْضُ الْحَيَوَانِ نَاطِقٌ [অতএব কিছু প্রাণী বাকশক্তিসম্পন্ন]।

قَوْلُهُ ثَانِيهَا كُلُّ ب ج الخ -এর আলোচনা : এর বিস্তারিত রূপ [উদাহরণস্বরূপ] হবে- كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَلَا شَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِفَرَسٍ [প্রত্যেক মানুষ প্রাণী ও কোনো মানুষ ঘোড়া নয়]। এর নতীজা হবে- بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِفَرَسٍ

قَوْلُهُ ثَالِثُهَا بَعْضُ ج الخ -এর আলোচনা : এর বিস্তারিত রূপ (উদাহরণ স্বরূপ) হবে- بَعْضُ الْاِنْسَانِ حَيَوَانٌ وَكُلُّ اِنْسَانٍ نَاطِقٌ (কতেক মানুষ প্রাণী এবং সমস্ত মানুষ নাতিক)। এর নতীজা হবে- بَعْضُ الْحَيَوَانِ نَاطِقٌ (কতক প্রাণী বাকশক্তিসম্পন্ন)।

قَوْلُهُ رَابِعُهَا بَعْضُ ب ج الخ -এর আলোচনা : এর বিস্তারিত রূপ (উদাহরণস্বরূপ) হবে- بَعْضُ الْاِنْسَانِ حَيَوَانٌ وَلَا شَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِفَرَسٍ (কতক মানুষ প্রাণী আর মানুষের কেউ ঘোড়া নয়)। এর নতীজা হবে- بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِفَرَسٍ (কক প্রাণী ঘোড়া নয়)।

قَوْلُهُ وَخَامِسُهَا كُلُّ ب ج الخ -এর আলোচনা : এর বিস্তারিত রূপ হলো- كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَبَعْضُ الْاِنْسَانِ كَاتِبٌ (সমস্ত মানুষ প্রাণী এবং কতক মানুষ লেখক)। এর নতীজা হবে- بَعْضُ الْحَيَوَانِ كَاتِبٌ (কতক প্রাণী লেখক)।

قَوْلُهُ وَسَادِسُهَا كُلُّ ب ج الخ -এর আলোচনা : উদাহরণস্বরূপ- كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَبَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِكَاتِبٍ (সমস্ত মানুষ প্রাণী এবং কতক মানুষ লেখক নয়)। সুতরাং এর নতীজা হবে- بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِكَاتِبٍ (কতক প্রাণী লেখক নয়)।

নতীজা প্রদানকারী যরবসহ তৃতীয় শাকলের চিত্র

নাম	মুকাদ্দামাদ্বয়	নতীজা	সুগরা	কুবরা	নতীজা
১ম যরব	সুগরা ও কুবরা উভয়টি মূজিবায়ে কুল্লিয়া	মূজিবায়ে জুযয়িয়া	كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	كُلُّ اِنْسَانٍ نَاطِقٌ	بَعْضُ الْحَيَوَانِ نَاطِقٌ
২য় যরব	সুগরা মূজিবায়ে কুল্লিয়া কুবরা মূজিবায়ে কুল্লিয়া	সালিবায়ে জুযয়িয়া	كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	وَلَا شَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِفَرَسٍ	بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِفَرَسٍ
৩য় যরব	সুগরা মূজিবায়ে কুল্লিয়া কুবরা মূজিবায়ে কুল্লিয়া	মূজিবায়ে জুযয়িয়া	بَعْضُ الْحَيَوَانِ اِنْسَانٌ	وَكُلُّ نَاطِقٍ اِنْسَانٌ	بَعْضُ الْحَيَوَانِ نَاطِقٌ

www.eelm.weebly.com

৪র্থ যরব	সুগরা মূজিবায়ে কুল্লিয়া কুবরা সালিবায়ে কুল্লিয়া	সালিবায়ে জুযয়িয়া	بَعْضُ الْاِنْسَانِ حَيَوَانٌ	وَلَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ	بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِحَجَرٍ
৫ম যরব	সুগরা মূজিবায়ে কুল্লিয়া কুবরা মূজিবায়ে কুল্লিয়া	মূজিবায়ে জুযয়িয়া	كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	وَبَعْضُ الْاِنْسَانِ كَاتِبٌ	بَعْضُ الْحَيَوَانِ كَاتِبٌ
৬ষ্ঠ যরব	সুগরা মূজিবায়ে কুল্লিয়া সালিবায়ে কুল্লিয়া	সালিবায়ে জুযয়িয়া	كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	وَكُلُّ اِنْسَانٍ لَيْسَ بِكَاتِبٍ	بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِكَاتِبٍ

উপরের চিত্রে শাকলে ছালিছের ফলপ্রসূ ছয়টি যরবের উদাহরণ দেওয়া হলো, নচেৎ সর্বমোট যরব এখানেও ষোলটি হতে পারে। তন্মধ্যে اِيْجَابُ الصُّغْرٰى-এর শর্তের দরুন আটটি যরব বাদ পড়ে যাবে, আর كُلِّيَّةُ اَحَدِهِمَا -এর শর্তের দরুন আরো দু'টি যরব বাদ পড়ে যাবে। অতএব অবশিষ্ট থাকবে ছয়টি। সে ছয়টিই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

বি: দ্র: : নতীজা সর্বদা আরযালের (নিকৃষ্ট)-এর تَابِعْ হয়। অর্থাৎ কিয়াসের মধ্যে যে মুকাদ্দামাটি নিকৃষ্ট থাকবে তার অনুপাতেই নতীজা বের হবে। অতএব, যদি মুকাদ্দামাদ্বয়ের একটি কুল্লিয়া ও অপরটি জুযয়িয়া থাকে, তবে নতীজা হবে জুযয়িয়া। আর যদি একটি মূজিবা আর অপরটি সালিবা থাকে, তবে নতীজা হবে সালিবা হিসেবে।

قَوْلُهٗ وَشَرَائِطُ الشَّكْلِ الرَّابِعِ الخ -এর আলোচনা : মুসান্নিফ (র.) উক্ত পরিচ্ছেদে شَكْلِ رَابِعْ -এর যরবসমূহ ও শর্তাবলি বর্ণনা না করার ওজর বর্ণনা করছেন, যেহেতু شَكْلِ رَابِعْ-এর আলোচনা বহু দীর্ঘ আর উপকারিতা খুবই কম, তাই তার আলোচনা বাদ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য শাকলগুলোর জিহাত সম্পর্কীয় আলোচনাও বাদ দিয়েছেন। কেননা, প্রাথমিক কিতাবে এত দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনা সমীচীন হবে না. বড় বড় কিতাবসমূহের সে সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কেউ যদি ইচ্ছা করেন ঐ সকল কিতাবে দেখে নিতে পারেন।

বি: দ্র: : شَكْلِ رَابِعْ-এর মুনতাজ হওয়ার জন্য দু'টি বিষয়ের যে কোনো একটি বিদ্যমান থাকা শর্ত। **প্রথমত** সুগরা কুবরা উভয়টি মূজিবা হবে ; এতদসঙ্গে সুগরা কুল্লিয়া হবে। **দ্বিতীয়ত** কায়েফ হিসেবে সুগরা-কুবরার মধ্যে একটি অপরটির বিপরীত হবে ; এতদসঙ্গে যে কোনো একটি কুল্লিয়া হবে। অন্যান্য শাকলের ন্যায় شَكْلِ رَابِعْ -এর মধ্যেও ষোলটি যরবের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে উক্ত শর্তের দরুন আটটি যরব বাদ পড়ে যাবে, আর অবশিষ্ট আটটি ফলপ্রসূ হিসেবে থেকে যাবে। চিত্রে মুন্তাজ (ফলপ্রসূ) আটটি যরব উদাহরণ সহ বর্ণনা করা হলো।

নতীজা প্রদানকারী যরবসহ চতুর্থ শাকলের চিত্র

নাম	মুকাদ্দামাদ্বয়	নতীজা	সুগরা	কুবরা	নতীজা
১ম যরব	সুগরা ও কুবরা উভয়টি মূজিবায়ে কুল্লিয়া	মূজিবায়ে জুযয়িয়া	كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	وَكُلُّ نَاطِقٍ اِنْسَانٌ	بَعْضُ الْحَيَوَانِ نَاطِقٌ
২য় যরব	সুগরা মূজিবায়ে কুল্লিয়া কুবরা মূজিবায়ে জুযয়িয়	মূজিবায়ে জুযয়িয়া	كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	وَبَعْضُ الْاَسْوَدِ اِنْسَانٌ	بَعْضُ الْحَيَوَانِ اَسْوَدُ
৩য় যরব	সুগরা সালিবায়ে কুল্লিয়া কুবরা মূজিবায়ে কুল্লিয়া	সালিবায়ে কুল্লিয়া	لَا شَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ	وَكُلُّ نَاطِقٍ اِنْسَانٌ	لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِنَاطِقٍ
৪র্থ যরব	সুগরা মূজিবায়ে কুল্লিয়া কুবরা সালিবায়ে কুল্লিয়া	সালিবায়ে জুযয়িয়া	كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	وَلَا شَيْءَ مِنَ الْفَرَسِ بِاِنْسَانٍ	بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِفَرَسٍ
৫ম যরব	সুগরা মূজিবায়ে জুযয়িয়া কুবরা সালিবায়ে কুল্লিয়া	সালিবায়ে জুযয়িয়া	بَعْضُ الْاِنْسَانِ اَسْوَدُ	وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ اِنْسَانٍ	بَعْضُ الْاَسْوَدِ لَيْسَ بِحَجَرٍ
৬ষ্ঠ যরব	সুগরা মূজিবায়ে জুযয়িয়া কুবরা মূজিবায়ে কুল্লিয়া	সালিবায়ে যুযয়িয়া	بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِاَسْوَدَ	وَكُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	بَعْضُ الْاَسْوَدِ لَيْسَ بِاِنْسَانٍ
৭ম যরব	সুগরা মূজিবায়ে কুল্লিয়া কুবরা সালিবায়ে জুযয়িয়া	সালিবায়ে জুযয়িয়া	كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	وَبَعْضُ الْحَجَرِ لَيْسَ بِاِنْسَانٍ	بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِحَجَرٍ
৮ম যরব	সুগরা সালিবায়ে কুল্লিয়া কুবরা মূজিবায়ে জুযয়িয়া	সালিবায়ে জুযয়িয়া	لَا شَيْءَ مِنَ الْفَرَسِ بِاِنْسَانٍ	وَبَعْضُ الصَّاهِلِ فَرَسٌ	بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِصَاهِلٍ

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : فِى الْاِقْتِرَانِيَّاتِ مِنَ الشَّرْطِيَّاتِ وَحَالُهَا فِىْ اِنْعِقَادِ الْاَشْكَالِ الْاَرْبَعِ وَالضُّرُوْبُ الْمُنْتَجَةُ وَالشَّرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ كَحَالِ الْاِقْتِرَانِيَّاتِ مِنَ الْحَمْلِيَّاتِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ مِثَالُ الشَّكْلِ الْاَوَّلِ فِى الْمُتَّصِلَةِ كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا وَكُلَّمَا كَانَ حَيَوَانًا كَانَ جِسْمًا يَنْتِجُ كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ جِسْمًا مِثَالُ الشَّكْلِ الثَّانِى كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا وَلَيْسَ اَلْبَتَّةَ اِذَا كَانَ حَجَرًا كَانَ حَيَوَانًا يَنْتِجُ لَيْسَ اَلْبَتَّةَ اِنْ كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَجَرًا مِثَالُ الثَّالِثِ مِنْهَا كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ كَاتِبًا يَنْتِجُ قَدْ يَكُوْنُ اِذَا كَانَ زَيْدٌ حَيَوَانًا كَانَ كَاتِبًا وَاَمَّا اَلاِقْتِرَانِىُّ الشَّرْطِىُّ الْمُؤَلَّفُ مِنَ الْمُنْفَصِلَاتِ مِثَالُهُ مِنَ الشَّكْلِ الْاَوَّلِ اَمَّا كُلُّ ا ب اَوْ كُلُّ ج د وَدَائِمًا كُلُّ د ه اَوكُلُّ د ز يَنْتِجُ دَائِمًا اَمَّا كُلُّ ا ب اَوْ كُلُّ ج ه اَوْكُلُّ د ز وَاَمَّا اَلاِقْتِرَانِى الشَّرْطِىُّ الْمُرَكَّبُ مِنْ حَمْلِيَّةٍ وَمُتَّصِلَةٍ فَكَقَوْلِنَا كُلَّمَا كَانَ ب ج فَكُلُّ ج ا كُلُّ د ا يَنْتِجُ كُلَّمَا كَانَ ب ج فَكُلُّ ج ا وَعَلَى هٰذَا الْقِيَاسِ بَاقِى التَّرْكِيْبَاتِ -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : قَضِيَّةْ شَرْطِيَّةْ দ্বারা (গঠিত কিয়াসে) اِقْتِرَانِىْ সমূহের প্রসঙ্গ : এদের অবস্থা শাকল চতুষ্টয়, নতীজা প্রদানকারী যরবসমূহ ও শর্তাবলির ক্ষেত্রে قَضِيَةْ حَمْلِيَّةْ দ্বারা গঠিত قِيَاسْ اِقْتِرَانِىْ সমূহের অনুরূপ। কাযিয়া মুত্তাসিলার প্রথম শাকলের উদাহরণ كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا وَكُلَّمَا كَانَ حَيَوَانًا كَانَ جِسْمًا (যখনই যায়েদ মানুষ হয়, তখনই সে প্রাণী হবে, আর যখনই প্রাণী হয় তখন দেহবিশিষ্ট হবে।) এর নতীজা দিবে كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ جِسْمًا (যখনই যায়েদ মানুষ হয় তখনই দেহবিশিষ্ট হবে।) দ্বিতীয় শাকলের উদাহরণ- كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا وَلَيْسَ اَلْبَتَّةَ اِذَا كَانَ حَجَرًا كَانَ حَيَوَانًا (যায়েদ যখনই মানুষ হয় তখনই প্রাণী হবে। আর যখন সে পাথর হবে কিছুতেই সে প্রাণী হবে না।) এর নতীজা দিবে لَيْسَ اَلْبَتَّةَ اِنْ كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَجَرًا (যায়েদ যখন মানুষ হয় তখন কিছুতেই পাথর হবে না।) তৃতীয় শাকলের উদাহরণ- كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا وَكُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ كَاتِبًا (যখনই যায়েদ মানুষ হয়, তখনই সে প্রাণী হবে, আর যায়েদ যখনই মানুষ হয়, তখনই সে লেখক হবে।) এর নতীজা দিবে قَدْ يَكُوْنُ اِذَا كَانَ زَيْدٌ حَيَوَانًا كَانَ كَاتِبًا (যায়েদ যদি প্রাণী হয়, তবে কোনো কোনো সময় লেখক হবে)। আর শর্তী একতেরানী যা مُنْفَصِلَةْ দ্বারা গঠিত, তার প্রথম শাকলের উদাহরণ- اَمَّا كُلُّ ا ب وَكُلُّ ج د و دَائِمًا كُلُّ د ه وَكُلُّ د ز (হয়তো প্রত্যেক ا - ب হবে অথবা প্রত্যেক ج - د হবে। আর সার্বক্ষণিকভাবে প্রত্যেক د - ه প্রত্যেক د - ز) তা নতীজা দিবে دَائِمًا اَمَّا كُلُّ ا ب اَوْ كُلُّ ج ه اَوْ كُلُّ د ز (সার্বক্ষণিকভাবে হয়তো প্রত্যেক ا - ب অথবা প্রত্যেক ج - ه অথবা প্রত্যেক د - ز)। আর তার শর্তী একতেরানী যা قَضِيَّةْ حَمْلِيَّةْ ও মুত্তাসিলা দ্বারা গঠিত, তা আমাদের এ উক্তির ন্যায়- كُلَّمَا كَانَ ب ج فَكُلُّ ج ا كُلُّ د ا (যখনই ب - ج হয় তখনই প্রত্যেক ج - ا হবে এবং ا - د হবে।) এটি নতীজা দিবে كُلَّمَا كَانَ ب ج فَكُلُّ ج ا (যখনই ب - ج হবে, তখনই ج - ا হবে।) অবশিষ্ট তারকীবসমূহ এর উপর অনুমান কর।

www.eelm.weebly.com

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ فِى الْاِقْتِرَانِيَّاتِ مِنَ الشَّرْطِيَّاتِ কাযিয়ায়ে শর্তিয়া দ্বারা (গঠিত কিয়াসে) اِقْتِرَانِيٌّ সমূহের প্রসঙ্গে وَحَالُهَا এদের অবস্থা فِىْ اِنْعِقَادِ الْاَشْكَالِ الْاَرْبَعَةِ শাকল চতুষ্টয় সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে وَالضُّرُوْبُ الْمُنْتِجَةُ নতীজা প্রদানকারী যরবসমূহের ক্ষেত্রে وَالشَّرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ ও গ্রহণযোগ্য শর্তাবলির ক্ষেত্রে كَحَالِ الْاِقْتِرَانِيَّاتِ مِنَ الْحَمْلِيَّاتِ কাযিয়ায়ে হামলিয়া দ্বারা গঠিত قِيَاسٌ اِقْتِرَانِيٌّ সমূহের অনুরূপ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ সমান সমান হবে مِثَالُ الشَّكْلِ الْاَوَّلِ প্রথম শাকলের উদাহরণ فِى الْمُتَّصِلَةِ কাযিয়ায়ে মুত্তাসিলার كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا যখনই যায়েদ মানুষ হয় كَانَ حَيَوَانًا তখনই সে প্রাণী হবে وَكُلَّمَا كَانَ حَيَوَانًا আর যখনই প্রাণী হয় كَانَ جِسْمًا তখন দেহবিশিষ্ট হবে يُنْتِجُ এর নতীজা হবে كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا যখনই যায়েদ মানুষ হয় كَانَ جِسْمًا তখনই দেহবিশিষ্ট হবে مِثَالُ الشَّكْلِ الثَّانِىْ দ্বিতীয় শাকলের উদাহরণ كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا যায়েদ যখনই মানুষ হয় كَانَ حَيَوَانًا তখনই সে প্রাণী হবে وَلَيْسَ الْبَتَّةَ আর কিছুতেই না اِذَا كَانَ حَجَرًا যখন সে পাথর হবে كَانَ حَيَوَانًا সে প্রাণী হবে يُنْتِجُ এর নতীজা হবে لَيْسَ الْبَتَّةَ কিছুতেই না اِنْ كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا যায়েদ যখন মানুষ হয় كَانَ حَجَرًا তখন পাথর হবে مِثَالُ الثَّالِثِ مِنْهَا তৃতীয় শাকলের উদাহরণ كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا যায়েদ যখনই মানুষ হয় كَانَ حَيَوَانًا তখনই সে প্রাণী হবে وَكُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا আর যায়েদ যখনই মানুষ হয় كَانَ كَاتِبًا তখনই সে লেখক হবে يُنْتِجُ এর নতীজা হবে قَدْ يَكُوْنُ اِذَا كَانَ زَيْدٌ حَيَوَانًا কোনো কোনো সময় যায়েদ যদি প্রাণী হয় كَانَ كَاتِبًا তবে লেখক হবে وَاَمَّا الْاِقْتِرَانُ الشَّرْطِيُّ আর শর্তী ইকতিরানী اَلْمُؤَلَّفُ مِنَ الْمُنْفَصِلَاتِ যা মুনফাসিলা দ্বারা গঠিত مِثَالُهُ তার উদাহরণ مِنَ الشَّكْلِ الْاَوَّلِ প্রথম শাকলের اِمَّا كُلُّ ا ب হয়তো প্রত্যেক আলিফ বা হবে اَوْ كُلُّ ج د অথবা প্রত্যেক জীম দাল হবে وَ دَائِمًا كُلُّ د ه আর সার্বক্ষণিক প্রত্যেক দাল হা اَوْ كُلُّ د ز অথবা প্রত্যেক দাল যা يُنْتِجُ তার নতীজা হবে دَائِمًا সার্বক্ষণিকভাবে اِمَّا كُلُّ ا ب হয়তো প্রত্যেক আলিফ বা اَوْ كُلُّ ج ه অথবা প্রত্যেক জীম হা اَوْ كُلُّ د ز অথবা প্রত্যেক দাল যা وَاَمَّا الْاِقْتِرَانُ الشَّرْطِىُّ আর শর্তী ইকতিরানী اَلْمُرَكَّبُ مِنْ حَمْلِيَّةٍ وَمُتَّصِلَةٍ যা কাযিয়ায়ে হামলিয়া ও মুত্তাসিলা দ্বারা গঠিত فَكَقَوْلِنَا তা আমাদের এ উক্তির ন্যায় كُلَّمَا كَانَ ب ج যখই বা জীম হয় فَكُلُّ ج د তখনই প্রত্যেক জীম আলিফ হবে। وَكُلُّ د এবং দাল আলিফ হবে يُنْتِجُ-এর নতীজা হবে كُلَّمَا كَانَ ب ج যখনই বা জীম হবে। فَكُلُّ ج তখনই প্রত্যেক জীম আলিফ হবে وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ এর উপর অনুমান কর بَاقِى التَّرْكِيْبَاتِ অবশিষ্ট তারকীবসমূহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْقِيَاسُ الْاِقْتِرَانِىْ وَاَحْوَالُهَا فِىْ اِنْعِقَادِ الْاَشْكَالِ الْاَرْبَعَةِ -এর আলোচনা :

কিয়াসে اِقْتِرَانِىْ এবং তার শাকল চতুষ্টয়ের গঠনগত অবস্থা : قِيَاسْ اِقْتِرَانِىْ-এর প্রথম শাকলের نَتِيْجَةْ প্রদানের জন্য যে সকল শর্ত এবং যরবে নাতীজা বের হয় তদ্রূপ এখানেও প্রতিটি শাকলে সর্বপ্রকার দিক দিয়েই قَضِيَّةْ حَمْلِيَّةْ দ্বারা গঠিত কিয়াসের মতো।

قَضِيَّةْ شَرْطِيَّةْ-এর প্রকার : قَضِيَّةْ شَرْطِيَّةْ দু'প্রকার- ১. مُتَّصِلَةْ, ২. مُنْفَصِلَةْ; কাযিয়া মুত্তাসিলা দ্বারা গঠিত قِيَاسْ-এর বিভিন্ন শাকলের একটি করে উদাহরণ প্রদান করা হয়েছে। প্রথম شِكْلْ-এর উদাহরণ- كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا وَكُلَّمَا كَانَ حَيَوَانًا كَانَ جِسْمًا এর নাতীজা হবে- كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ جِسْمًا; দ্বিতীয় شِكْلْ-এর উদাহরণ- كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا وَلَيْسَ الْبَتَّةَ اِذَا كَانَ حَجَرًا كَانَ حَيَوَانًا -এর নাতীজা হবে- لَيْسَ الْبَتَّةَ اِنْ كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَجَرًا; তৃতীয় شِكْلْ-এর উদাহরণ- كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا وَكُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ كَاتِبًا

এর নাতীজা হবে- قَدْ يَكُوْنُ اِذَا كَانَ زَيْدٌ حَيَوَانًا كَانَ كَاتِبًا

قِيَاسْ اِقْتِرَانِىْ শর্তিয়াতে চতুর্থ শাকলের উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, চতুর্থ শাকলের শর্ত অনেক এবং ফায়দাও অনেক কম। আর কিয়াসে ইকতেরানী যা কাযিয়ায়ে মুনফাসিলা দ্বারা গঠিত, অনুরূপ এমন কাযিয়া যা قِيَاسْ اِقْتِرَانِىْ হামলিয়া ও মুত্তাসিলা দ্বারা গঠিত হয়। গ্রন্থকার এখানে ইকতেরানী শর্তীর পাঁচ প্রকারের মধ্যে কেবল প্রথম প্রকারের তিনটি شِكْلْ-এর উদাহরণ বর্ণনা করেছেন। আর অন্যান্য প্রকার যেগুলোর প্রত্যেকটির চারটি করে شِكْلْ হতে পারে। এভাবে প্রথম প্রকারের শাকলের আলোচনা বাদ দিয়েছেন। কারণ, এগুলোতেও ফায়দা কম।

www.eelm.weebly.com

قَوْلُهٗ مِثَالُ الشَّكْلِ الْاَوَّلِ الخ -এর আলোচনা : কিয়াসে ইকতেরানী শর্তী পাঁচ প্রকার। যেমন–
প্রথমত ঐ قِيَاسٌ যা দু'টি মুত্তাসিলার সমন্বয়ে গঠিত হয়।
দ্বিতীয়ত ঐ قِيَاسٌ যা দু'টি মুনফাসিলার সমন্বয়ে গঠিত হয়।
তৃতীয়ত ঐ قِيَاسٌ যা একটি মুত্তাসিলা ও একটি হামলিয়ার সমন্বয়ে গঠিত হয়।
চতুর্থত ঐ قِيَاسٌ যা একটি مُنْفَصِلَةٌ ও একটি حَمْلِيَّةٌ-এর সমন্বয়ে গঠিত হয়।
পঞ্চমত ঐ قِيَاسٌ যা একটি মুত্তাসিলা (مُتَّصِلَةٌ) ও একটি مُنْفَصِلَةٌ (মুনফাসিলা)-এর সমন্বয়ে গঠিত হয়।
উল্লিখিত প্রকারসমূহের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ যা দু'টি مُتَّصِلَةٌ দ্বারা গঠিত হয় এটাই নির্ভরযোগ্য।

কিয়াসে ইকতেরানী শর্তীর পাঁচটি যরবের চিত্র

যরবের সংখ্যা	যাদের সমন্বয়ে গঠিত	সুগরা	কুবরা	নতীজা
১	সুগরা-কুবরা উভয়ই শরতিয়ায়ে মুত্তাসিলা	كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا	وَ كُلَّمَا كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا فَالْعَالَمُ مُضِيْئٌ	كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالْعَالَمُ مُضِيْئٌ
২	সুগরা-কুবরা উভয়ই শরতিয়ায়ে মুনফাসিলা	اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ هٰذَا الْعَدَدُ زَوْجًا اَوْ فَرْدًا	وَ دَائِمًا اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ الزَّوْجُ زوج الزوج او زوج الفرد	اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ الْعَدَدُ زَوْجُ الزَّوْجِ اَوْ زَوْجُ الْفَرْدِ
৩	সুগরা-হামলিয়া কুবরা মুত্তাসিলা	هٰذَا الشَّيْئُ اِنْسَانٌ	وَ كُلَّمَا كَانَ هٰذَا الشَّيْئُ اِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا	هٰذَا الشَّيْئُ حَيَوَانٌ
৪-ক	সুগরা হামলিয়া কুবরা-মুনফাসিলা	هٰذَا عَدَدٌ	وَ دَائِمًا اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ الْعَدَدُ زَوْجًا اَوْ فَرْدًا	فَهٰذَا اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ زَوْجًا اَوْ فَرْدًا
৪-খ	সুগরা-মুনফাসিলা কুবরা-হামলিয়া	اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ الْعَدَدُ زَوْجًا اَوْ فَرْدًا	وَ كُلُّ زَوْجٍ مُنْقَسِمٌ بِمُتَسَاوِيَيْنِ	اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ الْعَدَدُ مُنْقَسِمًا بِمُتَسَاوِيَيْنِ اَوْ فَرْدًا
৫-ক	সুগরা-মুত্তাসিলা কুবরা মুনফাসিলা	كُلَّمَا كَانَ هٰذَا الشَّيْئُ ثَلٰثَةً فَهُوَ عَدَدٌ	وَدَائِمًا اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ زَوْجًا اَوْ فَرْدًا	كُلَّمَا كَانَ هٰذَا الشَّيْئُ ثَلٰثَةً فَاَمَّا اَنْ يَكُوْنَ زَوْجًا اَوْ فَرْدًا
৫-খ	সুগরা-মুনফাসিলা কুবরা-মুত্তাসিলা	اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ الْعَدَدُ زَوْجًا اَوْ فَرْدًا	وَ كُلَّمَا كَانَ الْعَدَدُ زَوْجًا كَانَ مُنْقَسِمًا بِمُتَسَاوِيَيْنِ	اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ الْعَدَدُ مُنْقَسِمًا بِمُتَسَاوِيَيْنِ اَوْ فَرْدًا

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : فِى الْقِيَاسِ الْاِسْتِثْنَائِىْ وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ مُقَدَّمَتَيْنِ اَىْ قَضِيَّتَيْنِ اَحَدُهُمَا شَرْطِيَّةٌ وَالْاُخْرٰى حَمْلِيَّةٌ وَيَتَخَلَّلُ بَيْنَهُمَا كَلِمَةُ الْاِسْتِثْنَاءِ اَعْنِى اِلَّا وَاَخَوَاتِهَا وَمِنْ ثُمَّ يُسَمّٰى اِسْتِثْنَائِيًّا فَاِنْ كَانَتِ الشَّرْطِيَّةُ مُتَّصِلَةً فَاسْتِثْنَاءُ عَيْنِ الْمُقَدَّمِ يَنْتِجُ عَيْنَ التَّالِىْ وَاسْتِثْنَاءُ نَقِيْضِ التَّالِىْ يَنْتِجُ رَفْعَ الْمُقَدَّمِ كَمَا تَقُوْلُ كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا لٰكِنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةٌ يَنْتِجُ فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ لٰكِنَّ النَّهَارَ لَيْسَ بِمَوْجُوْدٍ يَنْتِجُ فَالشَّمْسُ لَيْسَتْ بِطَالِعَةٍ -

وَاِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً حَقِيْقِيَّةً فَاسْتِثْنَاءُ عَيْنِ اَحَدِهِمَا يَنْتِجُ نَقِيْضَ الْاٰخَرِ وَبِالْعَكْسِ وَفِىْ مَانِعَةِ الْجَمْعِ يَنْتِجُ الْقِسْمُ الْاَوَّلُ دُوْنَ الثَّانِىْ وَفِىْ مَانِعَةِ الْخُلُوِّ الْقِسْمُ الثَّانِىْ دُوْنَ الْاَوَّلِ وَهٰهُنَا قَدْ اِنْتَهَتْ مَبَاحِثُ الْقِيَاسِ بِالْقَوْلِ الْمُجْمَلِ وَالتَّفْصِيْلُ مَوْكُوْلٌ اِلٰى كُتُبِ الطِّوَالِ وَالْاٰنَ نَذْكُرُ طَرْفًا مِنْ لَوَاحِقِ الْقِيَاسِ -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : কিয়াসে ইস্তিছনায়ী প্রসঙ্গ। এটি দু'টি মুকাদ্দামা অর্থাৎ দু'টি কাযিয়ার সমন্বয়ে গঠিত, যাদের মধ্যে একটি شَرْطِيَّةٌ ও অপরটি حَمْلِيَّةٌ এবং এতদুভয়ের মধ্যে হরফে ইস্তিছনা অর্থাৎ اِلَّا ও তার মতো অন্যান্য হরফ আপতিত হয়। এ জন্যই একে اِسْتِثْنَائِىْ বলা হয়। অতএব, যদি شَرْطِيَّةٌ مُتَّصِلَةٌ হয়, তবে ঠিক মুকাদ্দামের ইস্তিছনা নতীজা দিবে– ঠিক তালী, আর তালীর নকীযের ইস্তিছনা নতীজা দিবে মুকাদ্দামের বিপরীত। যেমন– তোমার উক্তি كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا لٰكِنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةٌ (যখনই সূর্য উদিত হয় তখনই দিন বিদ্যমান হবে, কিন্তু সূর্য উদিত হয়েছে) এটি নতীজা দিবে فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ (অতএব দিন বিদ্যমান)। لٰكِنَّ النَّهَارَ لَيْسَ بِمَوْجُوْدٍ (কিন্তু দিন বিদ্যমান নয়) এটি নতীজা দিবে, فَالشَّمْسُ لَيْسَتْ بِطَالِعَةٍ (অতএব, সূর্য উদিত হয়নি)। আর যদি মুনফাসিলায়ে হাকীকিয়া হয়, তবে দু'টির যে কোনো একটির عَيْن (আসল বিষয়)-এর ইস্তিছনা নাতীজা দিবে অপরটির নাকীয। এমনিভাবে তার বিপরীত দিক। (অর্থাৎ কোনো একটির নাকীযের ইস্তিছনা করলে নাতীজা দিবে অপরটির عَيْن) আর مَانِعَةُ الْجَمْعِ-এর মধ্যে প্রথম প্রকার ফলপ্রসূ হবে, দ্বিতীয় প্রকার ফলপ্রসূ হবে না। আর مَانِعَةُ الْخُلُوْ-এর মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার নাতীজা দিবে, প্রথম প্রকার নাতীজা দিবে না। এখানে সংক্ষেপে কিয়াসের আলোচনা শেষ হলো, আর বিস্তারিত আলোচনা দীর্ঘময় কিতাবসমূহের প্রতি সোপর্দ করা হলো। এখন কিয়াসের কিছু আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ فِى الْقِيَاسِ الْاِسْتِثْنَائِىْ কিয়াসে ইস্তিছনায়ী প্রসঙ্গ وَهُوَ مُرَكَّبٌ এটি গঠিত مِنْ مُقَدَّمَتَيْنِ দু'টি মুকাদ্দামা দ্বারা اَىْ قَضِيَّتَيْنِ অর্থাৎ দু'টি কাযিয়ার সমন্বয়ে اَحَدُهُمَا شَرْطِيَّةٌ যাদের মধ্যে একটি শর্তিয়া وَالْاُخْرٰى حَمْلِيَّةٌ ও অপরটি হামলিয়া وَيَتَخَلَّلُ بَيْنَهُمَا এতদুভয়ের মধ্যে আপতিত হয় كَلِمَةُ الْاِسْتِثْنَاءِ হরফে ইস্তিছনা اَعْنِىْ اِلَّا অর্থাৎ اِلَّا ও তার মতো অন্যান্য হরফ وَاَخَوَاتِهَا وَمِنْ ثُمَّ এ জন্যই يُسَمّٰى اِسْتِثْنَائِيًّا একে اِسْتِثْنَائِىْ বলা হয় فَاِنْ كَانَتْ অতএব যদি শর্তিয়া হয় الشَّرْطِيَّةُ مُتَّصِلَةً মুত্তাসিলা فَاسْتِثْنَاءُ عَيْنِ الْمُقَدَّمِ তবে ঠিক মুকাদ্দামের ইস্তিছনা يَنْتِجُ عَيْنَ التَّالِىْ নাতীজা দিবে ঠিক তালী وَاسْتِثْنَاءُ نَقِيْضِ التَّالِىْ আর তালীর নকীযের ইস্তিছনা يُنْتِجُ নাতীজা দিবে رَفْعَ الْمُقَدَّمِ মুকাদ্দামের বিপরীত كَمَا تَقُوْلُ যেমন– তোমার উক্তি كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ যখনই সূর্য হয় طَالِعَةً উদিত كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا তখনই দিন বিদ্যমান হবে لٰكِنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةٌ কিন্তু সূর্য উদিত হয়েছে يَنْتِجُ এর নাতীজা হবে فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ অতএব দিন বিদ্যমান لٰكِنَّ النَّهَارَ কিন্তু দিন لَيْسَ بِمَوْجُوْدٍ বিদ্যমান নয় يَنْتِجُ এর নাতীজা হবে فَالشَّمْسُ لَيْسَ بِطَالِعَةٍ অতএব সূর্য উদিত হয়নি وَاِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً حَقِيْقِيَّةً আর যদি মুনফাসিলায়ে হাকীকিয়া হয় فَاسْتِثْنَاءُ عَيْنِ اَحَدِهِمَا তবে দু'টির যে-কোনো একটি عَيْن (আসল বিষয়)-এর ইস্তিছনা يَنْتِجُ نَقِيْضَ الْاٰخَرِ নাতীজা দিবে অপরটির নকীয وَبِالْعَكْسِ এমনিভাবে তার বিপরীত দিক وَفِىْ مَانِعَةِ

www.eelm.weebly.com

وَفِيْ الْجَمْعِ আর مَانِعَةُ الْجَمْعِ-এর মধ্যে يَنْتِجُ الْقِسْمُ الْاَوَّلُ প্রথম প্রকার ফলপ্রসূ হবে دُوْنَ الثَّانِيْ দ্বিতীয় প্রকার ফলপ্রসূ হবে না مَانِعَةُ الْخُلُوْ আর مَانِعَةُ الْخُلُوْ-এর মধ্যে اَلْقِسْمُ الثَّانِيْ দ্বিতীয় প্রকার নাতীজা দিবে دُوْنَ الْاَوَّلِ প্রথম প্রকার নাতীজা দিবে না وَهٰهُنَا এখানে قَدِ انْتَهَتْ শেষ হলো مَبَاحِثُ الْقِيَاسِ কিয়াসের আলোচনা بِالْقَوْلِ الْمُجْمَلِ সংক্ষেপে وَالتَّفْصِيْلُ আর বিস্তারিত আলোচনা مَوْكُوْلٌ সোপর্দ করা হলো اِلٰى كُتُبِ الطِّوَالِ দীর্ঘময় কিতাবসমূহের প্রতি وَالْاٰنَ نَذْكُرُ এখন আলোচনা করবো طَرَفًا مِنْ لَوَاحِقِ الْقِيَاسِ কিয়াসের কিছু আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْقِيَاسُ الْاِسْتِثْنَائِيُّ الخ-এর আলোচনা : পূর্বে বলা হয়েছে যে, قِيَاسٌ সাধারণত দু' প্রকার: اِقْتِرَانِيٌّ ও اِسْتِثْنَائِيٌّ। গ্রন্থকার এখানে ইকতিরানীর শ্রেণীসমূহ ও আহকামের আলোচনা সমাপ্ত করে ইস্তিছনায়ীর আলোচনা শুরু করেছেন।

قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ يُسَمّٰى الخ-এর আলোচনা : গ্রন্থকার এখানে কিয়াসে ইস্তিছনায়ী নামকরণের কারণ সম্পর্কে ইঙ্গিতবহ আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ উক্ত কিয়াস যেহেতু হরফে ইস্তিছনা সম্বলিত ; তাই তাকে ইস্তিছনায়ী বলা হয়।

قِيَاسٌ اِسْتِثْنَائِيٌّ-এর সংজ্ঞা : এর সংজ্ঞায় কেউ কেউ বলেন- اِنْ كَانَ عَيْنُ النَّتِيْجَةِ اَوْ نَقِيْضُهَا مَذْكُوْرًا فِيْهِ بِالْفِعْلِ অর্থাৎ, যদি قِيَاسٌ-এর মধ্যে হুবহু তার نَتِيْجَةٌ (ফলাফল) কিংবা نَقِيْضٌ উল্লেখ থাকে, তাহলে তাকে قِيَاسٌ اِسْتِثْنَائِيٌّ বলে। গ্রন্থকার বলেন, اِنْ كَانَتِ النَّتِيْجَةُ اَوْ نَقِيْضُهَا مَذْكُوْرًا فِيْهِ يُسَمّٰى اِسْتِثْنَائِيًّا مِرْقَاتٌ অর্থাৎ, যদি قِيَاسٌ-এর মধ্যে তার নাতীজা কিংবা নাতীজার নাকীয উল্লেখ থাকে, তবে তাকে قِيَاسٌ اِسْتِثْنَائِيٌّ বলে।

উদাহরণ : ক. نَتِيْجَةٌ উল্লেখ থাকার উদাহরণ- اِنْ كَانَ خَالِدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا لٰكِنَّهُ اِنْسَانٌ অর্থাৎ, খালিদ যদি মানুষ হয় তবে সে হবে প্রাণী, অথচ খালিদ মানুষ। এখানে لٰكِنَّهُ اِنْسَانٌ হচ্ছে কিয়াসের নাতীজা।

খ. نَقِيْضُ النَّتِيْجَةِ উল্লেখ থাকার উদাহরণ- اِنْ كَانَ خَالِدٌ حِمَارًا كَانَ نَاهِقًا لٰكِنَّهُ لَيْسَ بِنَاهِقٍ اَنَّ خَالِدًا لَيْسَ بِحِمَارٍ অর্থাৎ খালিদ যদি গাধা হয়, তাহলে সে হবে হন্ হন্ শব্দকারী কিন্তু সে যেহেতু হন্ হন্ শব্দকারী নয় কাজেই খালিদ নিশ্চয় গাধাও নয়।

قَوْلُهُ فَاسْتِثْنَاءُ عَيْنِ الخ-এর আলোচনা : যদি হুবহু মুকাদ্দামকে ইস্তিছনা করা হয়, তবে নাতীজা হবে হুবহু তালী। কারণ, মালযূম অস্তিত্ব লাভ করলে তার লাযেমও অস্তিত্বশীল হওয়া জরুরি। পক্ষান্তরে লাযেম বিদ্যমান হলে মালযূম বিদ্যমান হওয়া জরুরি নয়। কারণ, লাযেম ব্যাপকও হতে পারে। হয়তো এটি অপর এক মালযূমের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে।

قَوْلُهُ وَاسْتِثْنَاءُ نَقِيْضِ التَّالِيْ الخ-এর আলোচনা : অর্থাৎ তালীর নাকীযের ইস্তিছনা করলে নাতীজা বের হবে মুকাদ্দামের বিপরীত দিকটি। যেমন- كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا لٰكِنَّ النَّهَارُ لَيْسَ بِمَوْجُوْدٍ এটি কিয়াসে ইস্তিছনায়ী। এতে كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا হলো তালী। এর নাকীয তথা النَّهَارُ لَيْسَ بِمَوْجُوْدٍ-কে ইস্তিছনা করা হয়েছে। সুতরাং নাতীজা বের হবে- فَالشَّمْسُ لَيْسَتْ بِطَالِعَةٍ এটিই خِلَافُ الْمُقَدَّمِ বা মুকাদ্দামের বিপরীত দিক। কেননা, মুকাদ্দাম ছিল- كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً

قَوْلُهُ فَالْاِسْتِثْنَاءُ عَيْنِ الخ-এর আলোচনা : অর্থাৎ যদি কাযিয়া শর্তিয়ায়ে মুনফাসিলা হয় তবে যে-কোনো একটিকে اِسْتِثْنَاءٌ করলে অপরটির নাকীয নাতীজা হবে। যদি মুকাদ্দামকে اِسْتِثْنَاءٌ করা হয়, তবে নাতীজা হবে তালীর نَقِيْضٌ। আর যদি তালীকে ইস্তিছনা করা হয় তবে নাতীজা হবে মুকাদ্দামের نَقِيْضٌ। যেমন- هٰذَا الْعَدَدُ اِمَّا زَوْجٌ اَوْ فَرْدٌ এটি মুনফাসিলায়ে হাকীকিয়া। এখন যদি হরফে ইস্তিসনা যুক্ত করে বলা হয়, لٰكِنَّهُ زَوْجٌ তবে নতীজা হবে فَهُوَ لَيْسَ بِفَرْدٍ (অতএব তা বিজোড় নয়।) আর যদি উক্ত কাযিয়ার সঙ্গেই لٰكِنَّهُ فَرْدٌ বলা হয়, তবে নতীজা হবে فَهُوَ لَيْسَ بِزَوْجٍ আর যদি لٰكِنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ যুক্ত করা হয়, তবে নতীজা হবে فَهُوَ فَرْدٌ (অতএব তা বিজোড়) আর لٰكِنَّهُ لَيْسَ بِفَرْدٍ যুক্ত করলে নতীজা হবে فَهُوَ زَوْجٌ (অতএব তা জোড়)।

قَوْلُهُ وَفِيْ مَانِعَةِ الْجَمْعِ الخ-এর আলোচনা : مَانِعَةُ الْجَمْعِ-এর মধ্যে কেবল প্রথম প্রকার নাতীজা হিসেবে প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ যে কোনো একটিকে ইস্তিছনা করলে নাতীজা হবে অপরটির নাকীয। কিন্তু যে কোনো একটির নাকীযকে ইস্তিছনা করলে অপরটির عَيْنٌ নতীজা হবে না। কেননা, উভয়টি একসঙ্গে অসাব্যস্ত হতে পারে না।

قَوْلُهُ وَفِيْ مَانِعَةِ الْخُلُوْ الخ-এর আলোচনা : অর্থাৎ مَانِعَةُ الْخُلُوْ-এর মধ্যে কেবল দ্বিতীয় প্রকার নাতীজা হিসেবে প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ যে কোনো একটির নাকীযকে ইস্তিছনা করলে অপরটির عَيْنٌ নাতীজা হবে। কিন্তু একটির عَيْنٌ-কে ইস্তিছনা করলে অপরটির নাকীয নাতীজা হবে না। কারণ, উভয়টি একসঙ্গে একত্রিত হতে পারে।

مَانِعَةُ الْجَمْعِ-এর উদাহরণ : هٰذَا الشَّيْءُ اِمَّا حَجَرٌ اَوْ شَجَرٌ এটি মুনফাসিলায়ে مَانِعَةُ الْجَمْعِ এখন যদি প্রথমটিকে ঠিক রেখে ইস্তিছনা করা হয় এবং বলা হয় لٰكِنَّهُ حَجَرٌ তবে নতীজা হবে فَهُوَ لَيْسَ بِشَجَرٍ এটিই দ্বিতীয়টির নকীয।

مَانِعَةُ الْخُلُوْ-এর উদাহরণ : اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ زَيْدٌ فِى الْبَحْرِ اَوْ لَا يَغْرَقُ এটি মুনফাসিলায়ে مَانِعَةُ الْخُلُوْ। এখন যদি মুকাদ্দামকে বিদূরিত করে ইস্তিছনা করা হয়, আর বলা হয়- لٰكِنَّهُ لَيْسَ فِى الْبَحْرِ-এর নতীজা হবে فَهُوَ لَا يَغْرَقُ এটিই দ্বিতীয়টির عَيْنٌ।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : اَلْاِسْتِقْرَاءُ هُوَ الْحُكْمُ عَلٰى كُلِّيٍّ بِتَتَبُّعِ اَكْثَرِ الْجُزْئِيَّاتِ كَقَوْلِنَا كُلُّ حَيَوَانٍ يُحَرِّكُ فَكَّهُ الْاَسْفَلَ عِنْدَ الْمَضْغِ لِاَنَّا اِسْتَقْرَيْنَا اَىْ تَتَبَّعْنَا الْاِنْسَانَ وَالْفَرَسَ وَالْبَعِيْرَ وَالْحَمِيْرَ وَالطُّيُوْرَ وَالسِّبَاعَ فَوَجَدْنَا كُلَّهَا كَذٰلِكَ فَحَكَمْنَا بَعْدَ تَتَبُّعِ هٰذِهِ الْجُزْئِيَّاتِ الْمُسْتَقْرِيَةِ اَنَّ كُلَّ حَيَوَانٍ يُحَرِّكُ فَكَّهُ الْاَسْفَلَ عِنْدَ الْمَضْغِ وَالْاِسْتِقْرَاءُ لَا يُفِيْدُ الْيَقِيْنَ وَاِنَّمَا يَحْصُلُ الظَّنُّ الْغَالِبُ لِجَوَازِ اَنْ لَّا يَكُوْنَ جَمِيْعُ اَفْرَادِ هٰذَا الْكُلِّيِّ بِهٰذِهِ الْحَالَةِ كَمَا يُقَالُ اِنَّ التِّمْسَاحَ لَيْسَ عَلٰى هٰذِهِ الصِّفَةِ بَلْ يُحَرِّكُ فَكَّهُ الْاَعْلٰى -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : اِسْتِقْرَاءٌ বলা হয় কোনো কুল্লীর অধিকাংশ জুযয়ী (একক) অন্বেষণ করার পর কোনো এক কুল্লীর উপর হুকুম আরোপ করাকে। যেমন– আমাদের উক্তি كُلُّ حَيَوَانٍ يُحَرِّكُ فَكَّهُ الْاَسْفَلَ عِنْدَ الْمَضْغِ (প্রত্যেক প্রাণীই খাদ্য চিবানোর সময় নিচের চোয়াল নড়াচড়া করে)। কেননা, আমরা মানুষ, ঘোড়া, উট, গাধা, পাখি ও হিংস্র জন্তুর মধ্যে অনুসন্ধান করেছি এবং এ সবগুলোকেই এরূপ পেয়েছি। অতএব, এ সকল জুযয়ীসমূহ অন্বেষণ করার পর আমরা এ হুকুম আরোপ করেছি যে, প্রত্যেক প্রাণীই খাদ্য চিবানোর সময় স্বীয় নিচের চোয়াল নড়াচড়া করে। اِسْتِقْرَاءٌ দ্বারা আস্থা লাভ হয় না। হ্যাঁ প্রবল ধারণা লাভ হতে পারে। কেননা, হতে পারে উক্ত কুল্লীর সমস্ত اَفْرَادٌ উক্ত অবস্থার নয়। যেমন– বলা হয়, কুমির এ ধরনের নয়; বরং তা স্বীয় উপরের মাড়ি নড়াচড়া করে।

فَصْلٌ : اَلتَّمْثِيْلُ وَهُوَ اِثْبَاتُ حُكْمٍ فِىْ جُزْئِيٍّ لِوُجُوْدِهٖ فِىْ جُزْئِيٍّ اٰخَرَ لِمَعْنًى جَامِعٍ مُشْتَرِكٍ بَيْنَهُمَا كَقَوْلِنَا اَلْعَالَمُ مُؤَلَّفٌ فَهُوَ حَادِثٌ كَالْبَيْتِ وَلَهُمْ فِىْ اِثْبَاتِ اَنَّ الْاَمْرَ الْمُشْتَرِكَ عِلَّةٌ لِلْحُكْمِ الْمَذْكُوْرِ طُرُقٌ عَدِيْدَةٌ مَذْكُوْرَةٌ فِىْ عِلْمِ الْاُصُوْلِ وَ الْعُمْدَةُ فِيْهَا طَرِيْقَانِ اَحَدُهُمَا الدَّوْرَانُ عِنْدَ الْمُتَاَخِّرِيْنَ وَالْقُدَمَاءُ كَانُوْا يُسَمُّوْنَهَا بِالطَّرْدِ وَالْعَكْسِ وَهُوَ اَنْ يَّدُوْرَ الْحُكْمُ مَعَ الْمَعْنَى الْمُشْتَرِكِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا اَىْ اِذَا وُجِدَ الْمَعْنٰى وُجِدَ الْحُكْمُ وَاِذَا انْتَفَى الْمَعْنٰى اِنْتَفَى الْحُكْمُ فَالدَّوْرَانُ دَلِيْلٌ عَلٰى كَوْنِ الْمَدَارِ اَعْنِى الْمَعْنٰى عِلَّةً لِلدَّائِرِ اَىِ الْحُكْمِ

পরিচ্ছেদ : তামছীল, তা কোনো একটি জুযয়ীর মধ্যে একটি হুকুম পাওয়া গেলে এ হুকুমটি অন্য একটি জুযয়ীর মধ্যেও সাব্যস্ত করা এমন যৌগিক বিষয়ের দরুন, যা উভয়ের মধ্যে যৌথভাবে বিদ্যমান। যেমন– আমাদের উক্তি اَلْعَالَمُ مُؤَلَّفٌ فَهُوَ حَادِثٌ كَالْبَيْتِ (বিশ্ব নিখিল যৌগিক। অতএব, তা ঘরের ন্যায় ধ্বংসশীল হবে)। যৌগিক বিষয়টি যে উল্লিখিত হুকুমের علة তা প্রমাণ করার জন্য তাদের (তর্কশাস্ত্রবিদগণের) বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যেগুলো উসূলের কিতাবে বিদ্যমান। তন্মধ্যে দু'টি পদ্ধতি অধিকতর নির্ভরযোগ্য। একটি হলো আবর্তন (دَوْرَانٌ) এটি مُتَاَخِّرِيْن -এর মতে। আর مُتَقَدِّمِيْن একে طَرْد ও عَكْس নামে নামকরণ করেন। তা হচ্ছে وُجُوْد ও عَدَمْ (অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব) উভয় ব্যাপারে যৌগিক বিষয়ের সাথে হুকুমের আবর্তন। অর্থাৎ যখন مَعْنٰى (যৌগিক বিষয়) পাওয়া যাবে তখন হুকুমও পাওয়া যাবে। আর যখন উক্ত বিষয় পাওয়া যাবে না, তখন হুকুমও পাওয়া যাবে না। তখন এ আবর্তনই প্রমাণ হলো উক্ত বিষয়ে আবর্তিত হওয়া তথা হুকুমের কারণ এ বিষয়ের দলিল হলো।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْاِسْتِقْرَاءُ - اِسْتِقْرَاءٌ বলা হয় هُوَ الْحُكْمُ হুকুম আরোপ করাকে عَلٰى كُلِّيٍّ কোনো কুল্লির উপর بِتَتَبُّعِ اَكْثَرِ الْجُزْئِيَّاتِ অধিকাংশ জুযয়ী (একক) অন্বেষণ করার পর كَقَوْلِنَا যেমন– আমাদের উক্তি كُلُّ حَيَوَانٍ প্রত্যেক প্রাণীই يُحَرِّكُ নড়াচড়া করে فَكَّهُ الْاَسْفَلَ তার নিচের চোয়াল عِنْدَ الْمَضْغِ খাদ্য চিবানোর সময় لِاَنَّا اِسْتَقْرَيْنَا কেননা, আমরা ইসতিকরা করেছি اَىْ تَتَبَّعْنَا অর্থাৎ অন্বেষণ করেছি الْاِنْسَانَ وَالْفَرَسَ মানুষ ঘোড়া وَالْبَعِيْرَ وَالْحَمِيْرَ উট, গাধা وَالطُّيُوْرَ পাখি ও হিংস্র জন্তুর মধ্যে وَالسِّبَاعَ فَوَجَدْنَا كُلَّهَا كَذٰلِكَ এ সবগুলোকে এরূপই পেয়েছি فَحَكَمْنَا অতএব, আমরা এ হুকুম আরোপ করেছি যে, بَعْدَ تَتَبُّعِ অন্বেষণ করার পর هٰذِهِ الْجُزْئِيَّاتِ الْمُسْتَقْرِيَةِ এ সকল অন্বেষণ কৃত জুযয়ীসমূহ اَنَّ كُلَّ حَيَوَانٍ

www.eelm.weebly.com

وَالْاِسْتِقْرَاءُ لَا يُفِيْدُ الْيَقِيْنَ প্রত্যেক প্রাণীই يُحَرِّكُ নড়াচড়া করে فَكَّهُ الْاَسْفَلَ স্বীয় নিচের চোয়াল عِنْدَ الْمَضْغِ খাদ্য চিবানোর সময় اِسْتِقْرَاءٌ দ্বারা আস্থা লাভ হয় না وَاِنَّمَا يَحْصُلُ হ্যাঁ লাভ হতে পারে اَلظَّنُّ الْغَالِبُ প্রবল ধারণা لِجَوَازِ কেননা, হতে পারে اَنْ لَا - اَنَّ التِّمْسَاحَ يَكُوْنُ جَمِيْعُ اَفْرَادِ هٰذَا الْكُلِّيْ উক্ত কুল্লির সমস্ত আফরাদ নয় بِهٰذِهِ الْحَالَةِ উক্ত অবস্থার كَمَا يُقَالُ যেমন- বলা হয় নিশ্চয় কুমির لَيْسَ عَلٰى هٰذِهِ الصِّفَةِ এ ধরনের নয় بَلْ يُحَرِّكُ فَكَّهُ الْاَعْلٰى বরং তা স্বীয় উপরের মাড়ি নড়াচড়া করে فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلتَّمْثِيْلُ তামছীল (উদাহরণ পেশকরণ) وَهُوَ আর তা اِثْبَاتُ حُكْمٍ একটি হুকুম সাব্যস্ত করা فِيْ جُزْئِيٍّ কোনো একটি জুযয়ীর মধ্যে لِوُجُوْدِهٖ এ হুকুমটি পাওয়া গেলে فِيْ جُزْئِيٍّ اٰخَرَ অন্য একটি জুয়য়ীর মধ্যেও لِمَعْنًى جَامِعٍ এমন যৌগিক বিষয়ের দরুন مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا যা উভয়ের মধ্যে যৌথভাবে বিদ্যমান كَقَوْلِنَا যেমন- আমাদের উক্তি اَلْعَالَمُ مُؤَلَّفٌ পৃথিবী যৌগিক فَهُوَ حَادِثٌ অতএব, তা ধ্বংসশীল كَالْبَيْتِ ঘরের ন্যায় وَلَهُمْ আর তাদের (তর্কশাস্ত্রবিদগণের) রয়েছে فِيْ اِثْبَاتِ প্রমাণ করার জন্য اِنَّ الْاَمْرَ الْمُشْتَرَكَ যে যৌগিক বিষয়টি عِلَّةٌ لِلْحُكْمِ الْمَذْكُوْرِ উল্লিখিত হুকুমের ইল্লত طُرُقٌ عَدِيْدَةٌ বিভিন্ন পদ্ধতি مَذْكُوْرَةٌ যেগুলো বিদ্যমান فِيْ عِلْمِ الْاُصُوْلِ উসূলের কিতাবে وَالْعُمْدَةُ فِيْهَا তন্মধ্যে অধিকতর নির্ভরযোগ্য طَرِيْقَانِ দু'টি পদ্ধতি اَحَدُهُمَا একটি হলো اَلدَّوَرَانُ আবর্তন بِالطَّرْدِ এটি عِنْدَ الْمُتَاَخِّرِيْنَ (دَوَرَانٌ)-مُتَاَخِّرِيْنَ-এর মতে وَالْقُدَمَاءُ আর মুতাকাদ্দিমীন كَانُوْا يُسَمُّوْنَهَا একে নামকরণ করেন وَالْعَكْسُ - طَرْدٌ ও عَكْسٌ নামে وَهُوَ তা হচ্ছে اَنْ يَدُوْرَ الْحُكْمُ হুকুমের আবর্তন مَعَ الْمَعْنَى الْمُشْتَرَكِ যৌগিক বিষয়ের সাথে وُجُوْدًا وَعَدَمًا অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয় ব্যাপারে اَيْ অর্থাৎ اِذَا وُجِدَ الْمَعْنٰى যখন مَعْنًى (যৌগিক বিষয়) পাওয়া যাবে وُجِدَ الْحُكْمُ তখন হুকুমও পাওয়া যাবে وَاِذَا انْتَفَى الْمَعْنٰى আর যখন উক্ত বিষয় পাওয়া যাবে না اِنْتَفَى الْحُكْمُ তখন হুকুমও পাওয়া যাবে না فَالدَّوَرَانُ তখন এ আবর্তনই دَلِيْلٌ প্রমাণ হলো عَلٰى كَوْنِ الْمَدَارِ উক্ত বিষয়ে আবর্তিত হওয়া اَعْنِيْ তথা الْمَعْنٰى। বিষয়টি عِلَّةً لِلدَّائِرِ আবর্তনকারীর ইল্লত اَيْ اَلْحُكْمُ অর্থাৎ হুকুম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى الْاِسْتِقْرَاءِ لُغَةً : اِسْتِقْرَاءٌ-এর আভিধানিক অর্থ : اِسْتِقْرَاءٌ শব্দটি বাবে اِسْتِفْعَالٌ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো- পরিচয় লাভের উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করা।

مَعْنَى الْاِسْتِقْرَاءِ اِصْطِلَاحًا : اِسْتِقْرَاءٌ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় اِسْتِقْرَاءٌ বলা হয় কোনো كُلِّيٌّ-এর অধিকাংশ جُزْئِيٌّ অনুসন্ধান করে পূর্ণ কুল্লীর উপর হুকুম আরোপ করা। যেমন- প্রাণীসমূহের মধ্যে গরু, মহিষ, উট ইত্যাদির অবস্থা লক্ষ্য করার পর এ কুল্লির উপর হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রাণীই খাদ্য চিবানোর সময় নিচের মাড়ি নাড়ায়।

اَقْسَامُ الْاِسْتِقْرَاءِ : اِسْتِقْرَاءٌ-এর প্রকারভেদ : اِسْتِقْرَاءٌ দু' প্রকার- ১. اِسْتِقْرَاءٌ تَامٌّ. ২. اِسْتِقْرَاءٌ نَاقِصٌ

১. **اِسْتِقْرَاءٌ تَامٌّ-এর পরিচিতি :** কোনো كُلِّيٌّ-এর সমস্ত جزئيات-এর দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করে যদি সকল جُزْئِيَّاتٌ-এর উপর হুকুম দেওয়া হয়, তবে তাকে اِسْتِقْرَاءٌ تَامٌّ বলা হবে। যেমন- كُلُّ جِسْمٍ حَيَوَانٌ اَوْ نَبَاتٌ اَوْ جَمَادٌ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مُتَحَيِّزٌ فَيَنْتُجُ اَنْ كُلُّ جِسْمٍ مُتَحَيِّزٌ.

২. **اِسْتِقْرَاءٌ نَاقِصٌ-এর পরিচিতি :** যদি কোনো كُلِّيٌّ-এর অধিকাংশ جُزْئِيَّاتٌ-এর দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করতঃ সকল جُزْئِيَّاتٌ-এর উপর حُكْمٌ দেওয়া হয়, তবে তাকে اِسْتِقْرَاءٌ نَاقِصٌ বলা হবে যেমন- كُلُّ حَيَوَانٍ يُحَرِّكُ فَكَّهُ الْاَسْفَلَ عند المضغ

حُكْمُ اِسْتِقْرَاءِ النَّاقِصِ : اِسْتِقْرَاءٌ نَاقِصٌ-এর হুকুম : اِسْتِقْرَاءٌ نَاقِصٌ-এর মাধ্যমে দৃঢ় আস্থা লাভ হয় না; বরং প্রবল ধারণা অর্জিত হয় মাত্র। কেননা, প্রত্যেক প্রাণী খাদ্য বিচানোর সময় নিচের মাড়ি নাড়ায়। এ হুকুম কুমিরের বেলায় প্রযোজ্য হয় না। কেননা, কুমিরের শুধু উপরের মাড়িই নড়ে।

قَوْلُهُ التَّمْثِيْلُ الخ -এর আলোচনা : تَمْثِيْلٌ-এর বিবরণ : আভিধানিক অর্থ : تَمْثِيْلٌ শব্দটি বাবে تَفْعِيْلٌ-এর মাসদার, মূলবর্ণ م . ث . ل অর্থ- اَلنَّظِيْرُ তথা দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : মানতিকশাস্ত্রবিদদের পরিভাষায়- اَلتَّمْثِيْلُ অর্থ কোনো একটি جُزْئِيٌّ-এর মধ্যে একটি হুকুম পাওয়া গেলে ঐ হুকুমটি অন্য একটি জুযয়ীর জন্য সাব্যস্ত করা; এমন বিষয়ের দরুন যা উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান। আর এ হুকুম প্রদানের পদ্ধতিকে তামছীল বলা হয়। যেমন- اَلْبَيْتُ حَادِثٌ (ঘর নশ্বর)। এখানে اَلْبَيْتُ একটি جُزْئِيٌّ বিষয়। এর জন্য হুকুম আরোপ করা হচ্ছে حَادِثٌ (নশ্বরতা) আর اَلْبَيْتُ (ঘর) যুগ্ম বা যৌগিক। এ যৌগিক হওয়ার বিষয়টি যেহেতু اَلْعَالَمُ (জগৎ)-এর মধ্যে বিদ্যমান সেহেতু বলা হবে اَلْعَالَمُ حَادِثٌ (জগৎ নশ্বর) مِثْلٌ শব্দটির ব্যবহার পবিত্র কুরআনে অনেক স্থানে ব্যবহার হয়েছে। যেমন- مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ

قَوْلُهُ اَحَدُهُمَا دَوَرَانٌ الخ -এর আলোচনা : মুশতারাক বিষয়টি সাধারণত যে হুকুমের عِلَّةٌ হয়, তা প্রমাণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তন্মধ্যে দু'টি পদ্ধতিই নির্ভরযোগ্য। মুতাআখখিরীনদের নিকট এটি দাওরান আর মুতাকাদ্দিমীনের নিকট طَرْدٌ ও عَكْسٌ নামে অভিহিত। তা ছাড়া দ্বিতীয়টিকে সাবর ও তাকসীম নামেও অভিহিত করা হয়। দাওরান অর্থ হলো, হুকুম মুশতারাক বিষয়ের সাথে ঘুরা وُجُوْدٌ ও عَدَمٌ উভয় ক্ষেত্রে। অর্থাৎ উক্ত মুশতারাক বিষয়টি পাওয়া গেলে হুকুম পাওয়া যাবে, আর উক্ত মুশতারাক বিষয় না পাওয়া গেলে হুকুমও পাওয়া যাবে না। যেমন- ঘর হাদেছ (অস্থায়ী) হওয়ার কারণ ধরা হচ্ছে تَاْلِيْفٌ (যৌগিকতা)-কে। এটি اَلْعَالَمُ (জগৎ)-এর মধ্যে পাওয়া যায়, সেহেতু জগৎকে হাদেছ বলা হবে। আর وَاجِبُ الْوُجُوْدِ-এর মধ্যে যেহেতু এটি পাওয়া যায় না, সেহেতু وَاجِبُ الْوُجُوْدِ-কে হাদেছ বলা হবে না।

www.eelm.weebly.com

وَالطَّرِيْقُ الثَّانِى اَلسَّبْرُ وَالتَّقْسِيْمُ وَهُوَ اَنَّهُمْ يَعُدُّوْنَ اَوْصَافَ الْاَصْلِ ثُمَّ يُثْبِتُوْنَ اَنَّ مَا وَرَاءَ الْمَعْنَى الْمُشْتَرَكِ غَيْرُ صَالِحٍ لِاقْتِضَاءِ الْحُكْمِ وَ ذٰلِكَ لِوُجُوْدِ تِلْكَ الْاَوْصَافِ فِىْ مَحَلٍّ اٰخَرَ مَعَ تَخَلُّفِ الْحُكْمِ عَنْهُ مَثَلًا فِى الْمِثَالِ الْمَذْكُوْرِ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ عِلَّةَ حُدُوْثِ الْبَيْتِ اِمَّا الْاِمْكَانُ اَوِ الْوُجُوْدُ اَوِ الْجَوْهَرِيَّةُ اَوِ الْجِسْمِيَّةُ اَوِ التَّالِيْفُ وَلَا شَئَ مِنَ الْمَذْكُوْرَاتِ غَيْرَ التَّالِيْفِ بِصَالِحٍ لِكَوْنِهِ عِلَّةً لِلْحُدُوْثِ وَاِلَّا لَكَانَ كُلُّ مُمْكِنٍ وَكُلُّ جَوْهَرٍ وَكُلُّ مَوْجُوْدٍ وَكُلُّ جِسْمٍ حَادِثًا مَعَ اَنَّ الْوَاجِبَ تَعَالٰى وَالْجَوْهَرُ الْمُجَرَّدَةُ وَالْاَجْسَامُ الْاَثِيْرِيَّةُ لَيْسَتْ كَذٰلِكَ -

সরল অনুবাদ : দ্বিতীয় পন্থা হলো اَلسَّبْرُ এবং اَلتَّقْسِيْمُ। আর তা হলো, উসূলবিদগণ আসলের অবস্থাগুলো বা গুণাবলিকে হিসাব করে অতঃপর তারা স্থির করে যে, মুশতারাক অর্থ ছাড়া অন্য কোনো গুণ হুকুমের চাহিদার যোগ্যতা রাখে না। কারণ, ঐ সকল গুণাবলি অন্য এক ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, অথচ সেখানে হুকুম পাওয়া যায় না। যেমন– আলোচ্য উদাহরণটিতে তারা বলেন, ঘর নশ্বর হওয়ার ইল্লত হয়তো اِمْكَانٌ (সম্ভব হওয়া) অথবা وُجُوْدٌ (বিদ্যমান হওয়া) অথবা جِسْمِيَّةٌ (দেহ বিশিষ্ট হওয়া), অথবা جَوْهَرِيَّةٌ (মূলধাতু হওয়া), অথবা تَالِيْف (যৌগিক হওয়া)। উল্লিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে اَلتَّالِيْف ছাড়া আর অন্য কোনোটিই ঘরের নশ্বরতার ইল্লত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। নতুবা প্রত্যেক মুমকিন, প্রত্যেক জাওহার, প্রত্যেক মওজুদ ও প্রত্যেক দেহ হাদেছ হতো। অথচ আবশ্যিক অস্তিত্বশীল (আল্লাহ তা'আলা) জাওহারে মুজাররাদ ও আজসাম ফালাকিয়া তদ্রূপ নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالطَّرِيْقُ الثَّانِىْ দ্বিতীয় পন্থা হলো اَلسَّبْرُ সাবর (সামঞ্জস্য বিধান) وَالتَّقْسِيْمُ এবং তাকসীম (বণ্টন) وَهُوَ আর তা হলো اَنَّهُمْ তারা (তর্কশাস্ত্রবিদগণ) يَعُدُّوْنَ হিসাব করে اَوْصَافَ الْاَصْلِ আসলের অবস্থাগুলো বা গুণাবলিকে ثُمَّ يُثْبِتُوْنَ অতঃপর তারা স্থির করে اَنَّ مَا وَرَاءَ الْمَعْنَى الْمُشْتَرَكِ যে, মুশতারাক অর্থ ছাড়া অন্য কোনো গুণ غَيْرُ صَالِحٍ যোগ্যতা রাখে না لِاقْتِضَاءِ الْحُكْمِ হুকুমের চাহিদার وَ ذٰلِكَ কারণ لِوُجُوْدِ পাওয়া যায় تِلْكَ الْاَوْصَافِ ঐ সকল গুণাবলি فِىْ مَحَلٍّ اٰخَرَ অন্য এক ক্ষেত্রে مَعَ تَخَلُّفِ الْحُكْمِ عَنْهُ অথচ সেখানে হুকুম পাওয়া যায় না مَثَلًا যেমন– فِى الْمِثَالِ الْمَذْكُوْرِ আলোচ্য উদাহরণটিতে يَقُوْلُوْنَ তারা বলেন اَنَّ عِلَّةَ ইল্লত حُدُوْثِ الْبَيْتِ ঘর নশ্বর হওয়ার اَمَّا الْاِمْكَانُ হয়তো اِمْكَانٌ (সম্ভব হওয়া) اَوِ الْوُجُوْدُ অথবা وُجُوْدٌ (বিদ্যমান হওয়া) اَوِ الْجِسْمِيَّةُ অথবা جِسْمِيَّةٌ (দেহবিশিষ্ট হওয়া) اَوِ الْجَوْهَرِيَّةُ অথবা جَوْهَرِيَّةٌ (মূলধাতু হওয়া) اَوِ التَّالِيْفِ অথবা تَالِيْفٌ (যৌগিক হওয়া) وَلَا شَئَ مِنَ الْمَذْكُوْرَاتِ উল্লিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে রাখে না غَيْرُ التَّالِيْفِ তালীফ ছাড়া আর অন্য কোনোটিই بِصَالِحٍ যোগ্যতা لِكَوْنِهِ عِلَّةً ইল্লত হওয়ার لِلْحُدُوْثِ ঘরের নশ্বরতার وَاِلَّا لَكَانَ নতুবা হতো كُلُّ مُمْكِنٍ প্রত্যেক মুমকিন وَكُلُّ جَوْهَرٍ প্রত্যেক জাওহার وَكُلُّ مَوْجُوْدٍ প্রত্যেক মওজুদ وَكُلُّ جِسْمٍ ও প্রত্যেক দেহ حَادِثًا হাদেছ مَعَ اَنَّ الْوَاجِبَ تَعَالٰى অথচ আবশ্যিক অস্তিত্বশীল (আল্লাহ তা'আলা) وَالْجَوْهَرُ الْمُجَرَّدَةُ জাওহারে মুজাররাদ وَالْاَجْسَامُ الْاَثِيْرِيَّةُ ও আজসামে ফালাকিয়া (মহাকাশীয় দেহসমূহ) لَيْسَتْ كَذٰلِكَ তদ্রূপ নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلثَّانِىْ اَلسَّبْرُ الخ -এর আলোচনা : تَمْثِيْل -এর দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো– সাবর ও তাকসীম. اَلسَّبْر অর্থ– পরীক্ষা করা। উক্ত পন্থায় যেহেতু اَصْل -এর অবস্থাসমূহ যাচাই করা হয়, সেহেতু একে সাবর বলা হয়। আর تَقْسِيْم -এর অর্থ– বণ্টন করা, বিভক্ত করা। যেহেতু অন্বেষণের পর اَصْل -এর অবস্থাগুলো দু'ভাগে বিভক্ত হয়। যথা– ১. তা যা হুকুমের ইল্লত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আর অপর প্রকার ২. তা যা হুকুমের ইল্লত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। তাই উক্ত পন্থাকে تَقْسِيْم নামে নামকরণ করা হয়।

قَوْلُهُ اِنَّ الْوَاجِبَ تَعَالٰى-এর আলোচনা : মুসান্নিফ (র.) وَاجِبُ تَعَالٰى বলে আল্লাহ তা'আলাকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মওজুদ অথচ নশ্বর নন, এতে বুঝা যায় حُدُوْث -এর কারণ وُجُوْد নয়। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল। যেমন– আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ অর্থাৎ তার সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। একমাত্র আপনার প্রতিপালকই বিদ্যমান থাকবেন যিনি মহাদানবীর।

উল্লেখ্য যে, উক্ত অভিমত দার্শনিকদের। নচেৎ প্রকৃতপক্ষে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই ধ্বংশীল। যেমন– আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ الخ তার সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে. একমাত্র আপনার প্রতিপালকই বিদ্যমান থাকবেন।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : وَمِنَ الْاَقْيِسَةِ الْمُرَكَّبَةِ قِيَاسٌ يُسَمّٰى قِيَاسُ الْخَلْفِ وَمَرْجِعُهُ اِلٰى قِيَاسَيْنِ اَحَدُهُمَا اِقْتِرَانِيٌّ شَرْطِيٌّ مُرَكَّبٌ مِنَ الْمُتَّصِلَتَيْنِ وَثَانِيْهِمَا اِسْتِثْنَائِيٌّ اِحْدٰى مُقَدَّمَتَيْهِ لُزُوْمِيَّةٌ اَعْنِيْ نَتِيْجَةَ الْقِيَاسِ الْاَوَّلِ وَالْمُقَدَّمَةُ الْاُخْرٰى مِمَّا اسْتُثْنِيَ فِيْهِ نَقِيْضُ التَّالِيْ تَقْرِيْرُهُ اَنْ يُقَالَ الْمُدَّعٰى ثَابِتٌ لِاَنَّهُ لَوْ لَمْ يَثْبُتِ الْمُدَّعٰى يَثْبُتُ نَقِيْضُهُ وَكُلَّمَا يَثْبُتُ نَقِيْضُهُ يَثْبُتُ الْمُحَالُ يَنْتَجُ لَوْ لَمْ يَثْبُتِ الْمُدَّعٰى ثَبَتَ الْمُحَالُ وَهٰذَا اَوَّلُ الْقِيَاسَيْنِ ثُمَّ يُجْعَلُ النَّتِيْجَةُ الْمَذْكُوْرَةُ صُغْرٰى وَنَقُوْلُ لَوْ لَمْ يَثْبُتِ الْمُدَّعٰى ثَبَتَ الْمُحَالُ وَنَضُمُّ اِلَيْهِ كُبْرٰى اِسْتِثْنَائِيًّا وَنَقُوْلُ لٰكِنَّ الْمُحَالَ لَيْسَ بِثَابِتٍ فَبِالضَّرُوْرَةِ ثَبَتَ الْمُدَّعِيْ وَاِلَّا لَزِمَ اِرْتِفَاعُ النَّقِيْضَيْنِ وَاِنِ اشْتَهَيْتَ فَهْمَ هٰذَا الْمَعْنٰى فِيْ مِثَالٍ جُزْئِيٍّ تَقُوْلُ كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ صَادِقٌ لِاَنَّهُ لَوْ لَمْ يَصْدُقْ لَصَدَقَ بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ وَكُلَّمَا صَدَقَ بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ لَزِمَ الْمُحَالُ يَنْتَجُ كُلَّمَا لَمْ يَصْدُقِ الْمُدَّعٰى لَزِمَ الْمُحَالُ لٰكِنَّ الْمُحَالَ لَيْسَ بِثَابِتٍ فَعَدَمُ ثُبُوْتِ الْمُدَّعٰى لَيْسَ بِثَابِتٍ فَالْمُدَّعٰى ثَابِتٌ -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : আর যৌগিক কিয়াসসমূহের মধ্যে একটি কিয়াস যাকে কিয়াসে খুলফ নামে নামকরণ করা হয়, এর উৎস দু'টি কিয়াসের উপর। তন্মধ্যে একটি اِقْتِرَانِيٌّ شَرْطِيٌّ যা দু'টি মুত্তাসিলার সমন্বয়ে গঠিত। আর দ্বিতীয়টি ইস্তিছনায়ী যার একটি মুকাদ্দামা লুযূমিয়া অর্থাৎ প্রথম কিয়াসের নাতীজা। আর দ্বিতীয় মুকাদ্দামা যাতে তা তালীর নাকীযকে ইস্তিছনা করা হয়েছে। তার বিবরণ এই যে, বলা হবে দাবি সত্য, কেননা যদি দাবি সত্য না হয়, তবে তার নাকীয প্রমাণিত হবে। আর যখনই তার নাকীয প্রমাণিত হবে তখনই অসম্ভব বিষয় প্রমাণিত হবে। নাতীজা হবে- যদি দাবি প্রমাণিত না হয় তবে অসম্ভাব্যতা প্রমাণিত হবে। আর এটি হলো কিয়াসদ্বয়ের প্রথমটি। অতঃপর উল্লিখিত নাতীজাকে সুগরা হিসেবে ব্যবহার করবো এবং বলবো যে, যদি দাবি প্রমাণিত না হয়, তবে অসম্ভাব্যতা প্রমাণিত হবে। আর এর সাথে ইস্তিছনায়ী কুবরাকে মিলাবো এবং বলবো ; কিন্তু অসম্ভাব্যতা প্রমাণিত নয়। অতএব, অবশ্যই দাবি প্রমাণিত হবে। নতুবা উভয় নাকীয উঠে যাওয়া অপরিহার্য হবে। আর যদি তুমি এ বিষয়টি একটি বিশেষ উদাহরণের মাধ্যমে বুঝতে চাও, তাহলে বলবে- 'প্রত্যেক মানুষ প্রাণী' এটি সত্য। কেননা, এটি যদি সত্য না হয়, তবে কতক মানুষ প্রাণী নয় ; এটা সত্য হবে। আর যখনই কিছু মানুষ প্রাণী নয় তা সত্য হবে, তখনই অসম্ভাব্যতা সৃষ্টি হবে। অতএব, নাতীজা হবে- যখনই দাবি প্রমাণিত না হবে, তখনই অসম্ভাব্যতা দেখা দিবে। কিন্তু অসম্ভাব্যতা প্রমাণিত নয়। সুতরাং দাবি প্রমাণিত না হওয়াটা প্রমাণিত নয়। সুতরাং দাবি প্রমাণিত ও সত্য।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ وَمِنَ الْاَقْيِسَةِ الْمُرَكَّبَةِ আর যৌগিক কিয়াসসমূহের মধ্যে قِيَاسٌ একটি কিয়াস يُسَمّٰى যাকে নামকরণ করা হয় قِيَاسُ الْخَلْفِ কিয়াসে খুলফ নামে وَمَرْجِعُهُ এর উৎস اِلٰى قِيَاسَيْنِ দু'টি কিয়াসের উপর اَحَدُهُمَا তন্মধ্যে একটি اِقْتِرَانِيٌّ شَرْطِيٌّ ইকতিরানীয়ে শর্তী (শর্তসাপেক্ষ সংযুক্তি) مُرَكَّبٌ مِنَ الْمُتَّصِلَتَيْنِ যা দু'টি মুত্তাসিলার সমন্বয়ে গঠিত

www.eelm.weebly.com

وَثَانِيْهِمَا আর দ্বিতীয়টি اِسْتِثْنَائِيٌّ ইস্তিছনায়ী (পৃথকতামূলক) اِحْدٰى مُقَدَّمَتَيْهِ যার দু'টি মুকাদ্দামা হতে একটি لُزُوْمِيَّةٌ লুযূমিয়া اَعْنِىْ অর্থাৎ نَتِيْجَةُ الْقِيَاسِ الْاَوَّلِ প্রথম কিয়াসের নাতীজা وَالْمُقَدَّمَةُ الْاُخْرٰى আর দ্বিতীয় মুকাদ্দামা مِمَّا اسْتُثْنِيَ فِيْهِ যাতে ইস্তিছনা করা হয়েছে نَقِيْضُ التَّالِىْ তালীর নাকীযকে تَقْرِيْرُهُ তার বিবরণ এই اَنْ يُقَالَ যে, বলা হবে اَلْمُدَّعٰى ثَابِتٌ দাবি সত্য لِاَنَّهُ لَوْ لَمْ يَثْبُتِ الْمُدَّعٰى কেননা, যদি দাবি সত্য না হয় يَثْبُتُ نَقِيْضُهُ তবে তার নাকীয প্রমাণিত হবে وَكُلَّمَا يَثْبُتُ نَقِيْضُهُ আর যখনই তার নাকীয প্রমাণিত হবে يَثْبُتُ الْمُحَالُ তখনই অসম্ভব বিষয় প্রমাণিত হবে يَنْتِجُ নাতীজা হবে لَوْ لَمْ يَثْبُتِ الْمُدَّعٰى যদি দাবি প্রমাণিত না হয় ثَبَتَ الْمُحَالُ তবে অসম্ভাব্যতা প্রমাণিত হবে وَهٰذَا اَوَّلُ الْقِيَاسَيْنِ আর এটি হলো কিয়াসদ্বয়ের প্রথমটি ثُمَّ অতঃপর ব্যবহার করা হবে اَلنَّتِيْجَةُ الْمَذْكُوْرَةُ উল্লিখিত নাতীজাকে صُغْرٰى সুগরা হিসেবে وَنَقُوْلُ এবং বলবো যে, لَوْ لَمْ يُجْعَلُ يَثْبُتِ الْمُدَّعِىْ যদি দাবি প্রমাণিত না হয় ثَبَتَ الْمُحَالُ তবে অসম্ভাব্যতা وَنَضُمُّ اِلَيْهِ আর এর সাথে মিলাবো كُبْرٰى اِسْتِثْنَائِيًّا ইস্তিছনায়ী কুবরাকে وَنَقُوْلُ এবং বলবো لٰكِنَّ الْمُحَالَ لَيْسَ بِثَابِتٍ কিন্তু অসম্ভাব্যতা প্রমাণিত নয় فَبِالضَّرُوْرَةِ অতএব অবশ্যই ثَبَتَ الْمُدَّعٰى দাবি প্রমাণিত হবে وَاِلَّا لَزِمَ নতুবা অপরিহার্য হবে ارتفاع النقيضين উভয় নাকীয উঠে যাওয়া وَاِنِ اشْتَهَيْتَ আর যদি তুমি চাও فَهْمَ هٰذَا الْمَعْنٰى এ বিষয়টি বুঝতে فِىْ مِثَالٍ جُزْئِيٍّ একটি বিশেষ উদাহরণের মাধ্যমে تَقُوْلُ তা বলবে كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ প্রত্যেক মানুষ প্রাণী صَادِقٌ এটি সত্য لِاَنَّهُ لَوْ لَمْ يَصْدُقْ কেননা, এটি যদি সত্য না হয় لَصَدَقَ তবে এটা সত্য হবে بَعْضُ الْاِنْسَانِ কতক মানুষ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ প্রাণী নয় وَكُلَّمَا صَدَقَ আর যখনই সত্য হবে بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ কিছু মানুষ প্রাণী নয় لَزِمَ الْمُحَالُ তখনই অসম্ভাব্যতা সৃষ্টি হবে يَنْتِجُ অতএব নতীজা হবে كُلَّمَا لَمْ يَصْدُقِ الْمُدَّعٰى যখনই দাবি প্রমাণিত না হবে لَزِمَ الْمُحَالُ তখনই অসম্ভাব্যতা দেখা দিবে لٰكِنَّ الْمُحَالَ কিন্তু অসম্ভাব্যতা لَيْسَ بِثَابِتٍ প্রমাণিত নয় فَعَدَمُ ثُبُوْتِ الْمُدَّعٰى সুতরাং দাবি প্রমাণিত না হওয়াটা لَيْسَ بِثَابِتٍ প্রমাণিত নয় فَالْمُدَّعٰى ثَابِتٌ সুতরাং দাবি প্রমাণিত ও সত্য।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَمِنَ الْاَقْيِسَةِ الْمُرَكَّبَةِ الخ -এর আলোচনা : قِيَاسٌ গঠিত হয় দু'টি মুকাদ্দামার সমন্বয়ে। এর বেশি বা কম হতে পারে না। হ্যাঁ, কখনো কখনো উদ্দেশ্য লাভের জন্য অন্য একটি قِيَاسٌ হাসিল করতে হয়, যার ফলে সেখানে একাধিক কিয়াসের সমাবেশ ঘটে, তাই তাকে কিয়াসে মুরাক্কাব বলা হয়।

قَوْلُهُ قِيَاسُ الْخُلْفِ-এর আলোচনা : কিয়াসে খুলফ উক্ত কিয়াসে মুরাক্কাবের এক প্রকার। قِيَاسُ الْخُلْفِ ঐ قِيَاسٌ-কে বলা হয়, যাতে মাতলূবের নাকীযকে বাতিল করতঃ মাতলূব সাব্যস্ত করা হয়। খুলফ শব্দের অর্থ– বাতিল। যেহেতু উক্ত কিয়াস স্বয়ং বাতিল অথবা মাতলূব অস্বীকার করার ফলে একটি বাতিল বিষয় সাব্যস্ত হয়, সেহেতু তাকে খুলফ বলা হয়। তার উৎস দু'টি قِيَاسٌ। তন্মধ্যে একটি কিয়াসে ইকতিরানী, যা দু'টি মুত্তাসিলার সমন্বয়ে গঠিত। আর দ্বিতীয়টি ইস্তিছনায়ী, যার একটি মুকাদ্দামা লুযূমিয়া যা প্রথম কিয়াসের নাতীজা। আর দ্বিতীয়টি তালীর নাকীয যা ইস্তিছনাকৃত। যেমন– আমাদের দাবি হলো, كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ এ কথাটি সত্য। এর প্রমাণ করার জন্য প্রথমত একটি কিয়াস কায়েম করবো, যা দু'টি মুত্তাসিলা দ্বারা গঠিত। অতঃপর যে নাতীজা বের হবে তাকে সুগরা ধরে এবং প্রথম কিয়াসের তালীর নাকীযকে ইস্তিছনা করতঃ তাকে কুবরা ধরে দ্বিতীয় একটি কিয়াস গঠন করবো, যার ফলে অসম্ভাব্যতা সাব্যস্ত হবে। আর অসম্ভাব্যতা যেহেতু স্বীকার্য নয়, তাই বাধ্য হয়ে আমাদের দাবি স্বীকার করে নিতে হবে। যেমন–

لَوْ لَمْ يَصْدُقْ كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٍ لَصَدَقَ بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ . وَكُلَّمَا صَدَقَ بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ لَزِمَ الْمُحَالُ فَكُلَّمَا لَمْ يَصْدُقْ كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ لَزِمَ الْمُحَالُ لٰكِنَّ الْمُحَالَ لَيْسَ بِثَابِتٍ فَعَدَمُ ثُبُوْتِ كُلِّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ لَيْسَ بِثَابِتٍ فَكُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ ثَابِتٌ وَهُوَ الْمُدَّعٰى .

উপরের ইবারতটুকুতে ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে, لَوْ لَمْ يَصْدُقْ হতে لَزِمَ الْمُحَالُ পর্যন্ত প্রথম কিয়াস যা দু'টি মুত্তাসিলার সমন্বয়ে গঠিত। অতঃপর فَكُلَّمَا হতে لَزِمَ الْمُحَالُ পর্যন্ত প্রথম কিয়াসের নতীজা, যা দ্বিতীয় কিয়াসের সুগরা। আর لٰكِنَّ الْمُحَالَ لَيْسَ بِثَابِتٍ দ্বিতীয় কিয়াসের কুবরা যা প্রথম কিয়াসের তালীর ইস্তিছনাকৃত নাকীয। فَعَدَمُ হতে لَيْسَ بِثَابِتٍ পর্যন্ত দ্বিতীয় কিয়াসের নাতীজা। অতঃপর فَكُلُّ اِنْسَانٍ الخ বলে আপন দাবি সাব্যস্ত করা হচ্ছে।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : يَنْبَغِىْ اَنْ يُعْلَمَ اَنَّ كُلَّ قِيَاسٍ لَابُدَّ لَهٗ مِنْ صُوْرَةٍ وَمَادَّةٍ وَاَمَّا الصُّوْرَةُ فَهِىَ الْهَيْـئَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ تَرْتِيْبِ الْمُقَدَّمَاتِ وَ وَضْعِ بَعْضِهَا عِنْدَ بَعْضٍ وَقَدْ عَرَفْتَ الْاَشْكَالَ الْاَرْبَعَةَ الْمُنْتِجَةَ وَعَلِمْتَ شَرَائِطَهَا فِىْ الْاِنْتَاجِ بَقِىَ اَمْرُ الْمَادَّةِ الْقُدَمَاءِ حَتّٰى الشَّيْخُ الرَّئِيْسُ كَانُوْا اَشَدَّ اِهْتِمَامًا فِىْ تَفْصِيْلِ مَوَادِّ الْاَقِيْسَةِ وَتَوْضِيْحِهَا وَاَكْثَرِ اِعْتِنَاءٍ عَنْ الْبَحْثِ فِىْ بَسْطِهَا وَتَنْقِيْحِهَا وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ مَعْرِفَةَ هٰذَا اَتَمُّ فَائِدَةً وَ اَشْمَلُ عَائِدَةً لِطَالِبِى الصِّنَاعَةِ لٰكِنَّ الْمُتَاخِّرِيْنَ قَدْ طَوَّلُوْا الْكَلَامَ فِىْ بَيَانِ صُوْرَةِ الْاَقِيْسَةِ وَبَسَطُوْا فِيْهَا غَايَةَ الْبَسْطِ سَيِّمَا فِىْ اَقِيْسَةِ الشَّرْطِيَّاتِ الْمُنْفَصِلَةِ وَالْمُتَّصِلَةِ مَعَ قِلَّةِ جَدْوٰى هٰذِهِ الْمَبَاحِثِ وَ رَفَضُوْا اَمْرَ الْمَادَّةِ وَاقْتَصَرُوْا فِىْ بَيَانِهَا عَلٰى بَيَانِ حُدُوْدِ الصِّنَاعَاتِ الْخَمْسِ وَلَا اَدْرِىْ اَىَّ اَمْرٍ دَعَاهُمْ اِلٰى ذٰلِكَ وَاَىَّ بَاعِثٍ اَغْرَاهُمْ هُنَالِكَ وَلَابُدَّ لِلْفَطِنِ اللَّبِيْبِ اَنْ يَهْتَمَّ فِىْ هٰذِهِ الْمَبَاحِثِ الْجَلِيْلَةِ الشَّانِ الْبَاهِرَةِ الْبُرْهَانِ غَايَةَ الْاِهْتِمَامِ وَيَطْلُبُ ذٰلِكَ الْمَطْلَبَ الْعَظِيْمَ وَالْمَقْصَدَ الْفَخِيْمَ مِنْ كُتُبِ الْقُدَمَاءِ الْمَهَرَةِ وَ زُبَرِ الْاَقْدَمِيْنَ السَّحَرَةِ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : জানা থাকা উচিত যে, প্রত্যেক কিয়াসের জন্যই একটি আকৃতি ও একটি মূল ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আকার বা সূরত এমন এক আকৃতিকে বলা হয় যা মুকাদ্দামাসমূহকে বিন্যাস করা এবং কতককে কতকের পাশে রাখার ফলে অর্জিত হয়। আর তুমি নাতীজা প্রদানকারী শাকল চতুষ্টয় এবং নাতীজা প্রকাশের শর্তাবলি জানতে পেরেছ। এখন অবশিষ্ট রইল মূল ক্রিয়ার বিষয়টি। مُتَقَدِّمِيْن এমনকি শায়খ, রঈস ও কিয়াসমূহের মূল ক্রিয়ার বিস্তারিত আলোচনা ও তাদের ব্যাখ্যা প্রদানের ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন এবং সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা এবং তাদের সম্পর্কে অর্থহীন বর্ণনা হতে বাঁচার ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন। কেননা, উক্ত বিষয়টি জেনে নেওয়া জ্ঞান অন্বেষীদের জন্য পরিপূর্ণ উপকারী ও ফলপ্রসূ। কিন্তু مُتَأَخِّرِيْن কিয়াসসমূহের আকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে আলোচনা অনেক দীর্ঘ করে ফেলেছেন এবং এ ব্যাপারে সীমার বাইরে দীর্ঘ বিবরণ পেশ করেছেন। বিশেষ করে شَرْطِيَّةٌ مُتَّصِلَةٌ ও مُنْفَصِلَةٌ -এর কিয়াসমূহের ব্যাপারে। এ সকল বর্ণনায় ফায়দা অনেক কম। আর মূল ক্রিয়ার আলোচনা পরিত্যাগ করেছেন এবং তার আলোচনাকে পঞ্চ বিধির আলোচনার উপরই সংক্ষিপ্ত করেছেন। আমি বুঝতে পারি না কোন বিষয়টি এদিকে আহ্বান করেছিল এবং কোন কারণটি তাদেরকে এখানে প্রবৃত্ত করেছে। মেধাবী ও জ্ঞানীর জন্য প্রয়োজন যে, তারা যেন এ মর্যাদাসম্পন্ন ও অকাট্য যুক্তিপূর্ণ আলোচনার ব্যাপারে পুরাপুরি গুরুত্ব প্রদান করে এবং এ মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রজ্ঞাসম্পন্ন পূর্বপুরুষদের কিতাবসমূহ হতে লাভ করা যাবে। আর যাদু সাদৃশ্য পূর্ববর্তী বিজ্ঞদের গ্রন্থসমূহ হতেও।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ يَنْبَغِىْ উচিত اَنْ يُعْلَمَ জানা থাকা اَنَّ كُلَّ قِيَاسٍ যে, প্রত্যেক কিয়াস لَابُدَّ لَهٗ তার জন্য প্রয়োজনীয়তা রয়েছে مِنْ صُوْرَةٍ وَمَادَّةٍ একটি আকৃতি ও একটি মূল ক্রিয়ার اَمَّا الصُّوْرَةُ আকার বা সুরত فَهِىَ الْهَيْـئَةُ الْحَاصِلَةُ এমন এক আকৃতিকে বলা হয় যা অর্জিত হয় مِنْ تَرْتِيْبِ الْمُقَدَّمَاتِ মুকাদ্দামাসমূহকে বিন্যাস করার وَوَضْعُ بَعْضِهَا عِنْدَ بَعْضٍ এবং কতককে কতকের পাশে রাখার ফলে وَقَدْ عَرَفْتَ আর তুমি জানতে পেরেছ الْاَشْكَالَ الْاَرْبَعَةَ শাকল চতুষ্টয় الْمُنْتِجَةَ নাতীজা

www.eelm.weebly.com

প্রদানকারী وَعَلِمْتَ এবং তুমি জেনে নিয়েছ شَرَائِطَهَا তার শর্তাবলি فِى الْاِنْتَاجِ নাতীজা প্রকাশের بَقِىَ اَمْرُ الْمَادَّةِ এখন অবশিষ্ট রইল মূল ক্রিয়ার বিষয়টি فَالْقُدَمَاءُ অতএব মুতাকাদ্দিমীন حَتَّى الشَّيْخُ الرَّئِيْسُ এমনকি শায়খ, রঈসও كَانُوْا اَشَدَّ اِهْتِمَامًا তারা অধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন فِىْ تَفْصِيْلِ বিস্তারিত আলোচনার مَوَادِّ الْاَقْيِسَةِ ক্রিয়াসমূহের মূল ক্রিয়ার وَتَوْضِيْحِهَا ও তাদের ব্যাখ্যা প্রদানের ব্যাপারে وَاَكْثَرُ اِعْتِنَاءً এবং অধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন عَنِ الْبَحْثِ আলোচনা হতে فِىْ بَسْطِهَا সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা وَتَنْقِيْحِهَا এবং তাদের সম্পর্কে অর্থহীন বর্ণনা হতে وَ ذٰلِكَ আর তা لِاَنَّ مَعْرِفَةَ هٰذَا কেননা, উক্ত বিষয়টি জেনে নেওয়া اَتَمُّ فَائِدَةً পরিপূর্ণ উপকারী وَاَشْمَلُ عَائِدَةً ও ফলপ্রসূ لِطَالِبِى الصَّنَاعَةِ জ্ঞান অন্বেষীদের জন্য لٰكِنَّ الْمُتَاخِّرِيْنَ কিন্তু মুতাআখখিরীনগণ قَدْ طَوَّلُوْا الْكَلَامَ আলোচনা অনেক দীর্ঘ করে ফেলেছেন فِىْ بَيَانِ আলোচনা করতে গিয়ে صُوْرَةِ الْاَقْيِسَةِ কিয়াসসমূহের আকৃতি وَبَسَطُوْا فِيْهَا এবং এ ব্যাপারে দীর্ঘ বিবরণ পেশ করেছেন غَايَةَ الْبَسْطِ সীমার বাইরে سَيِّمَا বিশেষ করে فِىْ اَقْيِسَةِ الشَّرْطِيَّاتِ শর্তিয়াতের কিয়াসসমূহের ব্যাপারে الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ মুত্তাসিলা ও মুনফাসিলার مَعَ قِلَّةِ جَدْوٰى অথচ ফায়দা অনেক কম هٰذِهِ الْمَبَاحِثُ এ সকল বর্ণনায় وَ رَفَضُوْا আর তারা পরিত্যাগ করেছেন اَمْرَ الْمَادَّةِ মূল ক্রিয়ার আলোচনা فَاقْتَصَرُوْا এবং সংক্ষিপ্ত করেছেন فِىْ بَيَانِهَا তার আলোচনাকে عَلٰى بَيَانِ حُدُوْدِ الصَّنَاعَاتِ الْخَمْسِ পঞ্চ বিধির আলোচনার উপর وَلَا اَدْرِىْ আমি বুঝতে পারি না اَىُّ اَمْرٍ কোন বিষয়টি دَعَاهُمْ তাদেরকে আহ্বান করেছিল اِلٰى ذٰلِكَ এদিকে وَاَىُّ بَاعِثٍ এবং কোন কারণটি اَغْرَاهُمْ তাদেরকে প্রবৃত্ত করেছে هُنَالِكَ এখানে وَلَابُدَّ প্রয়োজন لِلْفَطِنِ اللَّبِيْبِ মেধাবী ও জ্ঞানীর জন্য اَنْ يَهْتَمَّ যে, তারা যেন গুরুত্ব প্রদান করে فِىْ هٰذِهِ الْمَبَاحِثِ الْجَلِيْلَةِ এ মর্যাদাসম্পন্ন আলোচনার ব্যাপারে الشَّانِ الْبَاهِرَةِ الْبُرْهَانِ ও অকাট্য যুক্তিপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে غَايَةَ الْاِهْتِمَامِ পুরাপুরি গুরুত্ব وَيَطْلُبُ এবং লাভ করা যাবে ذٰلِكَ الْمَطْلَبَ الْعَظِيْمَ এ মহান উদ্দেশ্য وَالْمَقْصَدَ الْفَخِيْمَ ও মর্যাদাপূর্ণ লক্ষ্য مِنْ كُتُبِ الْقُدَمَاءِ পূর্বপুরুষদের কিতাবসমূহ হতে الْمَهَرَةِ যাঁরা প্রজ্ঞাসম্পন্ন وَ زُبُرِ الْاَقْدَمِيْنَ আর পূর্ববর্তী বিজ্ঞদের গ্রন্থসমূহ হতে السَّحَرَةِ যাঁরা যাদু সাদৃশ্য

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَنْبَغِىْ اَنْ يَعْلَمَ الخ-এর আলোচনা : মুসান্নিফ (র.) কিয়াসের আকৃতি সম্পর্কীয় আলোচনা শেষ করার পর তার মূলক্রিয়া সম্পর্কীয় আলোচনা শুরু করেছেন। مَادَّةٌ বা মূলক্রিয়া ঐ সকল কাযিয়া যা দ্বারা কিয়াস গঠিত হয়। কিয়াসের কাযিয়াগুলো দ্বারা তাসদীক ছাড়া অন্য কোনো ক্রিয়া লাভ হয়। তবে ঐগুলোকে মুখাইয়্যাত বলা হয়। আর যদি তাসদীক লাভ হয় তবে এটা দ্বারা হয়তো দৃঢ়তা লাভ হবে। যদি প্রবল ধারণা লাভ হয়, তবে সেগুলোকে ধারণীয় বিষয় বলা হয়। আর যদি দৃঢ় বিশ্বাস লাভ হয়, তবে এর আবার বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে।

www.eelm.weebly.com

فَعَلَيْكَ اَيُّهَا الْوَلَدُ الْعَزِيْزُ اَنْ تَسْمَعَ نَصِيْحَتِيْ وَلَا تَنْسٰى وَصِيَّتِيْ وَاِنَّمَا قَدْ اَلْقٰى عَلَيْكَ نَبْذًا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهٰذِهِ الصِّنَاعَاتِ مُتَوَكِّلًا عَلٰى كَافِي الْمُهِمَّاتِ فَاسْتَمِعْ اَنَّ الْقِيَاسَ بِاِعْتِبَارِ الْمَادَّةِ يَنْقَسِمُ اِلٰى اَقْسَامٍ خَمْسَةٍ وَيُقَالُ لَهَا الصِّنَاعَاتُ الْخَمْسَةُ اَحَدُهَا الْبُرْهَانِيُّ وَالثَّانِي الْجَدَلِيُّ وَالثَّالِثُ الْخِطَابِيُّ وَالرَّابِعُ الشِّعْرِيُّ وَالْخَامِسُ السَّفْسَطِيُّ۔

فَصْلٌ : فِي الْبُرْهَانِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهٖ اِعْلَمْ اَنَّ الْبُرْهَانَ قِيَاسٌ مُؤَلَّفٌ مِنَ الْيَقِيْنِيَاتِ بَدِيْهِيَّةً كَانَتْ اَوْ نَظَرِيَّةً مُنْتَهِيَةً اِلَيْهَا وَلَيْسَ الْاَمْرُ كَمَا زَعَمَ اَنَّ الْبُرْهَانَ اِنَّمَا يَتَاَلَّفُ مِنَ الْبَدِيْهِيَّاتِ فَحَسْبُ ثُمَّ الْبَدِيْهِيَّاتُ سِتَّةٌ اَحَدُهَا الْاَوَّلِيَّاتُ هِيَ قَضَايَا يَجْزِمُ الْعَقْلُ فِيْهَا بِمُجَرَّدِ الْاِلْتِفَاتِ وَالتَّصَوُّرِ وَلَا يَحْتَاجُ اِلٰى وَاسِطَةٍ كَقَوْلِكَ اَلْكُلُّ اَعْظَمُ مِنَ الْجُزْءِ وَثَانِيْهَا الْفِطْرِيَّاتُ وَهِيَ مَا يَفْتَقِرُ اِلٰى وَاسِطَةٍ غَيْرِ غَائِبَةٍ عَنِ الذِّهْنِ اَصْلًا وَيُقَالُ لِهٰذِهِ الْقَضَايَا قِيَاسَاتُهَا مَعَهَا نَحْوُ الْاَرْبَعَةُ زَوْجٌ فَاِنَّ مَنْ تَصَوَّرَ مَفْهُوْمَ الْاَرْبَعَةِ تَصَوَّرَ مَفْهُوْمَ الزَّوْجِ بِاَنَّهٗ هُوَ الَّذِيْ يَنْقَسِمُ بِمُتَسَاوِيَيْنِ حُكِمَ بَدَاهَةً بِاَنَّ الْاَرْبَعَةَ زَوْجٌ وَنَحْوُ قَوْلِنَا اَلْوَاحِدُ نِصْفُ الْاِثْنَيْنِ فَاِنَّ الْعَقْلَ يَحْكُمُ بِهٖ بَعْدَ اَنْ يُلَاحِظَ مَفْهُوْمَ نِصْفِ الْاِثْنَيْنِ وَالْوَاحِدِ

সরল অনুবাদ : সুতরাং হে প্রিয় বৎস! আমার উপদেশ গ্রহণ করা তোমার জন্য একান্ত কর্তব্য। আমার অসিয়ত ভুলে যেয়ো না। প্রয়োজন পূর্ণকারী আল্লাহর উপর নির্ভর করে তোমার নিকট ঐ সকল বিদ্যা সম্পর্কে কেবল সামান্য কিছু আলোচনা করবো। মনোযোগের সাথে শ্রবণ করো। قِيَاسٌ মূলক্রিয়া হিসেবে পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এগুলোকে পঞ্চবিধি বলা হয়। তন্মধ্যে একটি بُرْهَانِىْ দ্বিতীয়টি جَدَلِىْ তৃতীয়টি خِطَابِىْ চতুর্থটি شِعْرِىْ ও পঞ্চমটি سَفْسَطِىْ।

পরিচ্ছেদ : بُرْهَانْ ও তার আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে। জেনে রাখ যে, بُرْهَانْ এমন কিয়াস যা ইয়াকীনী মুকাদ্দামাসমূহ দ্বারা গঠিত, চাই সেগুলো بَدِيْهِىْ হোক অথবা এমন نَظْرِىْ হোক, যেগুলো বদীহীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। ব্যাপারটি এরূপ নয় যা ধারণা করা হয় যে, بُرْهَانْ কেবল বদীহিয়্যাত দ্বারা গঠিত হয়। বদীহিয়্যাত ছয়টি। তন্মধ্যে প্রথমটি اَوَّلِيَّاتْ তা সে সমস্ত কাযিয়া যেগুলোতে বিবেক শুধু লক্ষ্য ও কল্পনার দ্বারাই দৃঢ়তা লাভ করতে সক্ষম হয়, অন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। যেমন– তোমার উক্তি اَلْكُلُّ اَعْظَمُ مِنَ الْجُزْءِ (সমস্ত বা كُلْ অংশ বা جُزْء -এর চেয়ে বড়)। আর দ্বিতীয়টি فِطْرِيَّاتْ বা অকাট্যতা, ঐগুলো সে সমস্ত কাযিয়া যেগুলো এমন মাধ্যমের প্রত্যাশী যা কল্পনা হতে কখনও দূর হয় না। ঐ সমস্ত কাযিয়াকে قِيَاسَاتُهَا مَعَهَا (যাদের কিয়াস তাদের সঙ্গে) বলা হয়। যেমন– চার সংখ্যাটি জোড়। কেননা, যে ব্যক্তি চার-এর অর্থের কল্পনা করবে এবং জোড়-এর অর্থের এ কল্পনা করবে যে, তা এমন সংখ্যা যা সমানভাবে বিভক্ত হয়, তবে সে অনায়াসে এ হুকুম আরোপ করবে যে, চার জোড়। আর যেমন আমাদের উক্তি– এক দুয়ের অর্ধেক। কেননা, বিবেক দুয়ের অর্ধেক এবং এক -এর অর্থের কল্পনা করার পর উক্ত হুকুম আরোপ করবে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَعَلَيْكَ সুতরাং তোমার জন্য একান্ত কর্তব্য اَيُّهَا الْوَلَدُ الْعَزِيْزُ হে প্রিয় বৎস! اَنْ تَسْمَعَ গ্রহণ করা نَصِيْحَتِىْ আমার উপদেশ وَلَا تَنْسٰى ভুলে যেয়ো না وَصِيَّتِىْ আমার অসিয়ত وَاِنَّمَا قَدْ اَلْقٰى আর আমি আলোচনা করবো عَلَيْكَ তোমার নিকট نَبْذًا কেবল সামান্য কিছু مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهٰذِهِ الصِّنَاعَاتِ এ সকল বিদ্যা সম্পর্কে مُتَوَكِّلًا নির্ভর করে عَلٰى كَافِي الْمُهِمَّاتِ প্রয়োজন পূর্ণকারী আল্লাহর উপর فَاسْتَمِعْ মনোযোগের সাথে শ্রবণ করো اَنَّ الْقِيَاسَ কিয়াস بِاِعْتِبَارِ الْمَادَّةِ মূলক্রিয়া হিসেবে يَنْقَسِمُ বিভক্ত اِلٰى اَقْسَامٍ خَمْسَةٍ পাঁচ ভাগে وَيُقَالُ لَهَا এগুলোকে বলা হয় الصِّنَاعَاتُ الْخَمْسَةُ পঞ্চবিধি اَحَدُهَا তন্মধ্যে একটি الْبُرْهَانِىُّ বুরহানী, দলিলভিত্তিক] وَالثَّانِى الْجَدَلِىُّ দ্বিতীয়টি জাদালী, বিতর্কমূলক وَالثَّالِثُ الْخِطَابِىُّ তৃতীয়টি খিতাবী (সম্বোধনমূলক) وَالرَّابِعُ الشِّعْرِىُّ চতুর্থটি (কাব্যিক) وَالْخَامِسُ السَّفْسَطِىُّ ও পঞ্চমটি সাফসাতী فَصْلٌ পরিচ্ছেদ فِى الْبُرْهَانِ -

www.eelm.weebly.com

بُرْهَانٌ (দলিল) وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ও তার আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে اِعْلَمْ জেনে রাখ اَنَّ الْبُرْهَانَ যে بُرْهَانٌ এমন কিয়াস مُؤَلَّفٌ যা গঠিত مِنَ الْيَقِيْنِيَّاتِ ইয়াকীনী মুকাদ্দামাসমূহ দ্বারা كَانَتْ بَدِيْهِيَّةً চাই সেগুলো بَدِيْهِى হোক اَوْ نَظَرِيَّةً অথবা এমন نَظَرِى হোক مُنْتَهِيَةً اِلَيْهَا যেগুলো বদীহীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে وَلَيْسَ الْاَمْرُ ব্যাপারটি এরূপ নয় كَمَا زَعَمَ যা ধারণা করা হয় اَنَّ الْبُرْهَانَ যে, বুরহান اِنَّمَا يَتَأَلَّفُ গঠিত হয় مِنَ الْبَدِيْهِيَّاتِ বদীহিয়্যাত দ্বারা فَحَسْبُ কেবল ثُمَّ الْبَدِيْهِيَّاتُ অতঃপর বদীহিয়্যাত سِتَّةٌ ছয়টি اَحَدُهَا তন্মধ্যে প্রথমটি اَلْاَوَّلِيَّاتُ আউলিয়্যাত وَهِىَ আর তা قَضَايَا সে সমস্ত কাযিয়া يَجْزِمُ الْعَقْلُ فِيْهَا যেগুলোতে বিবেক দৃঢ়তা লাভ করতে সক্ষম হয় بِمُجَرَّدِ الْاِلْتِفَاتِ শুধু লক্ষ্য দ্বারাই وَالتَّصَوُّرِ ও কল্পনার দ্বারা لَا يَحْتَاجُ প্রয়োজন হয় না اِلَى وَاسِطَةٍ অন্য কোনো মাধ্যমের كَقَوْلِكَ যেমন– তোমার উক্তি اَلْكُلُّ اَعْظَمُ সমস্ত বা كُلّ বড় مِنَ الْجُزْءِ অংশ বা جُزْء-এর চেয়ে وَثَانِيْهَا আর দ্বিতীয়টি فِطْرِيَّاتٌ বা অকাট্যতা وَهِىَ ঐগুলো সে সমস্ত কাযিয়া مَا يَفْتَقِرُ যেগুলো প্রত্যাশী اِلَى وَاسِطَةٍ এমন মাধ্যমের غَيْرِ غَائِبَةٍ যা দূর হয় না عَنِ الذِّهْنِ اَصْلًا কখনো কল্পনা হতে وَيُقَالُ لِهٰذِهِ الْقَضَايَا ঐ সমস্ত কাযিয়াকে বলা হয় قِيَاسَاتُهَا مَعَهَا কিয়াসাতুহা মা'আন (যাদের কিয়াস তাদের সঙ্গে) نَحْوُ যেমন– اَلْاَرْبَعَةُ চার সংখ্যা زَوْجٌ জোড় فَاِنَّ مَنْ কেননা, যে ব্যক্তি تَصَوَّرَ কল্পনা করবে مَفْهُوْمَ الْاَرْبَعَةِ চার-এর অর্থের وَتَصَوَّرَ এবং এ কল্পনা করবে مَفْهُوْمَ الزَّوْجِ জোড়-এর অর্থের بِاَنَّهُ هُوَ যে, তা এমন সংখ্যা اَلَّذِىْ يَنْقَسِمُ যা বিভক্ত হয় بِمُتَسَاوِيَيْنِ সমানভাবে حُكْمَ بَدَاهَةً তবে সে অনায়াসে এ হুকুম আরোপ করবে بِاَنَّ যে, চার সংখ্যাটি زَوْجٌ জোড় وَنَحْوُ قَوْلِنَا আর যেমন আমাদের উক্তি اَلْوَاحِدُ نِصْفُ الْاِثْنَيْنِ এক দুয়ের অর্ধেক فَاِنَّ الْعَقْلَ الْاَرْبَعَةَ কেননা, বিবেক يَحْكُمُ بِهِ উক্ত হুকুম আরোপ করবে بَعْدَ اَنْ يُلَاحِظَ কল্পনা করার পর مَفْهُوْمَ نِصْفِ الْاِثْنَيْنِ وَالْوَاحِدِ এক এবং দুয়ের অর্থ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَنَّ الْقِيَاسَ بِاعْتِبَارِ الْمَادَّةِ الخ -এর আলোচনা : মাদ্দাহ তথা মূলধাতু হিসেবে قِيَاسٌ পাঁচ প্রকার। যথা– ১. اَلْبُرْهَانِىُّ : যে কিয়াসের অংশসমূহ দ্বারা ইয়াকীন (দৃঢ়বিশ্বাস) অর্জিত হয়, তাকে কিয়াসে বুরহানী বলে। ২. اَلْجَدَلِىُّ : যে কিয়াসের অংশসমূহ বিপক্ষের নিকটও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত, তাকে কিয়াসে জাদালী বলা হয়। ৩. اَلْخِطَابِىُّ : যে কিয়াসের অংশসমূহ দ্বারা আস্থা অর্জিত হয়, তাকে কিয়াসে খেতাবী বলে। ৪. اَلشِّعْرِىُّ : যে কিয়াসের অংশসমূহ দ্বারা আস্থা অর্জিত হয় না; বরং শুধুমাত্র ধারণা লাভ হয়, তাকে শে'রী বলা হয়। ৫. اَلسَّفْسَطِىُّ : যে কিয়াসের অংশসমূহ কাল্পনিক, তাকে কিয়াসে সাফসাতী বলা হয়।

قَوْلُهُ فِى الْبُرْهَانِ الخ -এর আলোচনা : مَعْنَى الْبُرْهَانِ لُغَةً : [بُرْهَانٌ-এর আভিধানিক অর্থ] : بُرْهَانٌ শব্দটি فُعْلَانٌ-এর ওযনে মাসদার হিসেবে ব্যবহার হয়। এটা একবচন, বহুবচনে بَرَاهِيْنُ এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Document. আভিধানিক অর্থ– ১. দলিল দেওয়া, ২. প্রমাণ উপস্থাপন করা ইত্যাদি। যেমন– কুরআনের বাণী قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ।

مَعْنَى الْبُرْهَانِ اِصْطِلَاحًا : [بُرْهَانٌ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা] :

১. যে قِيَاسٌ-এর মুকাদ্দামা দ্বারা দৃঢ় বিশ্বাস অর্জিত হয়, তাকে বুরহান বলে।

২. মিরকাত গ্রন্থকার বলেন– اِنَّ الْبُرْهَانَ قِيَاسٌ مُؤَلَّفٌ مِنَ الْيَقِيْنِيَّاتِ بَدِيْهِيَّةً كَانَتْ اَوْ نَظَرِيَّةً مُنْتَهِيَةً اِلَيْهَا অর্থাৎ بُرْهَانٌ এমন একটি قِيَاسٌ যা يَقِيْنِيَّاتٌ (বিশ্বাস) দ্বারা গঠিত। চাই সেগুলো بَدِيْهِيَّةٌ হোক বা এমন نَظَرِيَّةٌ হোক যেগুলো بَدِيْهِيَّةٌ-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

৩. কারো কারো মতে, بُرْهَانٌ সে কিয়াসকে বলে, যাতে حَدَّ اَوْسَطُ , ذِهْن , خَارِج ইত্যাদি বিষয় বিদ্যমান রয়েছে।

قَوْلُهُ ثُمَّ الْبَدِيْهِيَّاتُ سِتَّةٌ : [بَدِيْهِيَّاتٌ -এর প্রকারভেদ] : بَدِيْهِيَّاتٌ ছয় প্রকার। যথা– ১. اَوَّلِيَّاتٌ (আউয়ালিয়্যাত), ২. فِطْرِيَّاتٌ (ফিতরিয়্যাত), ৩. حَدَسِيَّاتٌ (হদসিয়্যাত), ৪. مُشَاهَدَاتٌ (মুশাহাদাত), ৫. تَجْرُبِيَّاتٌ (তাজরিবিয়্যাত) ও ৬. مُتَوَاتِرَاتٌ (মুতাওয়াতিরাত)।

বাদীহীয়্যাত উক্ত ছয় ভাগে বিভক্ত হওয়ার কারণ হলো, ইয়াকীন লাভের ব্যাপারে বাদীহী কাযিয়ার পার্শ্বদ্বয় এবং নিসবতের কল্পনা যথেষ্ট হবে অথবা হবে না। প্রথমটি اَوَّلِيَّاتٌ নামে পরিচিত। দ্বিতীয়টি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ইন্দ্রিয় ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমের উপর মাওকুফ থাকবে অথবা মাওকুফ থাকবে না। যেমন– কোনো একটি পূর্ণ বস্তু তার অংশ হতে বড় হওয়া সম্পর্কে কোনো চিন্তার প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়টি مُشَاهَدَاتٌ (মুশাহাদাত)। প্রথমটির মধ্যে কল্পনা হতে দূর হবে অথবা হবে না। প্রথমটি فِطْرِيَّاتٌ (ফিতরিয়াত) দ্বিতীয়টির মধ্যে হাদাস (বিচক্ষণতা) ব্যবহার হবে অথবা হবে না। প্রথমটি حَدَسِيَّاتٌ দ্বিতীয়টির মধ্যে হুকুম যদি এমন এক দলের সংবাদের মাধ্যমে লাভ হয়, যাদের ব্যাপারে মিথ্যা বিষয়ের উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কল্পনা করা যায় না, তাহলে তাকে مُتَوَاتِرَاتٌ বলা হবে। আর যদি উক্ত হুকুম تَجْرِبَةٌ তথা অভিজ্ঞতার দ্বারা লাভ হয়, তখন তাকে تَجْرُبِيَّاتٌ বলা হবে।

قَوْلُهُ اَحَدُهَا الْاَوَّلِيَّاتُ -এর আলোচনা : اَوَّلِيَّاتٌ শব্দের অর্থ হলো– প্রাথমিক বিষয়সমূহ। এগুলোকে اَوَّلِيَّاتٌ এ জন্য বলা হয়, এদের সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাস সৃষ্টি হতে কোনো চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন হয় না বা কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না; বরং এদের কল্পনার সাথে সাথেই দৃঢ়বিশ্বাস অর্জিত হয়ে যায়। যেমন– কোনো একটি পূর্ণ বস্তু তার অংশ হতে বড় হওয়া। আর এ সম্পর্কে কোনো চিন্তার প্রয়োজন হয় না।

قَوْلُهُ وَثَانِيْهَا الْفِطْرِيَّاتُ -এর আলোচনা : فِطْرِيَّاتٌ হলো সেসব কাযিয়া যেগুলো এমন মাধ্যমের মুখাপেক্ষী যা কল্পনা হতে কখনো অনুপস্থিত থাকে না। যেমন– চার সংখ্যাটি জোড়।

www.eelm.weebly.com

وَثَالِثُهَا الْحَدَسِيَّاتُ وَهِيَ ظُهُوْرُ الْمَبَادِىْ دَفْعَةً وَاحِدَةً مِنْ دُوْنِ اَنْ يَكُوْنَ هُنَاكَ حَرَكَةٌ فِكْرِيَّةٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَدَسِ وَالْفِكْرِ اَنَّهُ لَابُدَّ فِى الْفِكْرِ مِنَ الْحَرَكَتَيْنِ لِلنَّفْسِ بِخِلَافِ الْحَدَسِ فَاِنَّ الذِّهْنَ بَعْدَ مَا حَصَلَ لَهُ الْمَطْلُوْبُ بِوَجْهٍ مَّا يَتَحَرَّكُ فِى الْمَعَانِى الْمَخْزُوْنَةِ وَالْمَبَادِى الْمَكْنُوْنَةِ طَالِبًا لِمَا يَكُوْنُ لَهَا تَنَاسُبٌ بِالْمَطْلُوْبِ حَتّٰى يَجِدَ مَعْلُوْمَاتٍ مُنَاسِبَةً لَهُ وَهٰهُنَا تَمَّ الْحَرَكَةُ الْاُوْلٰى ثُمَّ يَرْجِعُ قَهْقَرٰى وَيَتَحَرَّكُ ثَانِيًا مُرَتِّبًا لِتِلْكَ الْمَعْلُوْمَاتِ الْمَخْزُوْنَةِ الَّتِىْ وَجَدَهَا تَرْتِيْبًا تَدْرِيْجِيًّا حَتّٰى وَصَلَ اِلَى الْمَطْلُوْبِ وَتَمَّ الْحَرَكَةُ الثَّانِيَةُ فَمَجْمُوْعُ هَاتَيْنِ الْحَرَكَتَيْنِ يُسَمّٰى بِالْفِكْرِ مَثَلًا اِذَا كُنْتَ تَصَوَّرْتَ الْاِنْسَانَ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوْهِ كَالْكَاتِبِ وَالضَّاحِكِ مَثَلًا ثُمَّ صِرْتَ طَالِبًا لِمَاهِيَةِ الْاِنْسَانِ فَحَرَّكْتَ ذِهْنَكَ نَحْوَ الْمَعَانِى الَّتِىْ عِنْدَكَ مَخْزُوْنَةً فَوَجَدْتَ الْحَيَوَانَ وَالنَّاطِقَ مُنَاسِبًا لِمَطْلُوْبِكَ فَتَمَّ الْحَرَكَةُ الْاُوْلٰى وَمَبْدَأُهُ الْمَطْلُوْبُ الْمَعْلُوْمُ مِنْ وَجْهٍ وَمُنْتَهَاهُ الْحَيَوَانُ وَالنَّاطِقُ ثُمَّ تَرْتِيْبُ الْحَيَوَانِ وَالنَّاطِقِ بِاَنْ تَقَدَّمَ الْحَيَوَانَ الَّذِىْ هُوَ الْجِنْسُ عَلَى النَّاطِقِ الَّذِىْ هُوَ الْفَصْلُ وَ قُلْتَ اَلْحَيَوَانُ النَّاطِقُ وَهٰهُنَا اِنْقَطَعَ الْحَرَكَةُ الثَّانِيَةُ وَحَصَلَ الْمَطْلُوْبُ -

সরল অনুবাদ : আর তৃতীয়টি হলো حَدَسِيَّاتٌ। তা এমন একটি কাযিয়া বা বাক্য যার সূচনা কোনোরূপ চিন্তা-গবেষণা ব্যতীত সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। حَدَسْ আর فِكْر-এর পার্থক্য হলো ফিকিরের ব্যাপারে نفس দু'টি হরকতের প্রয়োজন। কিন্তু حَدَسْ এর বিপরীত, কারণ মস্তিষ্কে কোনো প্রকারে কোনো বস্তুর উদ্দেশ্য অর্জন করার পর সে স্মৃতিপটে পূর্বে রক্ষিত বিষয় এবং সূচনাসমূহের ভিতর চিন্তা-ফিকির চালাতে থাকে, যাতে তাদের সাথে অর্জিত উদ্দেশ্যের কোনো সামঞ্জস্যতা খুঁজে পাওয়া যায়, অবশেষে সে উদ্দেশ্যের জন্য কতগুলো উপযুক্ত জ্ঞাতব্য বিষয় পাওয়া যায়। আর এখানে প্রথম হরকত শেষ হলো। অতঃপর স্মৃতি পিছনের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় এবং যে সকল জ্ঞাত বিষয়সমূহ পেয়েছিল, তাদেরকে ক্রমান্বয়ে বিন্যাস করে দ্বিতীয়বার হরকত করতে থাকে। অবশেষে উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর এখানে দ্বিতীয় হরকত সমাপ্ত হলো। অতএব, এ উভয় হরকতের একত্রিত নাম হলো চিন্তা বা ফিকির। উদাহরণ স্বরূপ যখন তুমি মানুষের ভাবধারাকে কোনো এক পদ্ধতি কল্পনা করলে। যেমন– লেখক, হাস্যকারী ইত্যাদি। অতঃপর তুমি মানুষের مَاهِيَة -এর (মূল সত্তার) অন্বেষণ শুরু করলে, আর তোমার মস্তিষ্ককে পুঞ্জীভূত বিষয়সমূহের প্রতি ধাবিত করলে, তখন তুমি حَيَوَانٌ نَاطِقٌ -কে তোমার উদ্দেশ্য উপযোগী পেলে। তাই প্রথম হরকত সমাপ্ত হলো। যার সূচনা হলো কোনো রকমে জানা উদ্দেশ্য, আর যার শেষ حَيَوَانٌ ও نَاطِقٌ অতঃপর প্রাণী ও নাতিককে এমনিভাবে বিন্যাস করবে যে, حَيَوَانٌ যা جِنْس তাকে প্রথমে রাখবে। অতঃপর اِنْسَانٌ যা ফসল, তাকে তার পরে রাখবে এবং তুমি বলবে– اَلْحَيَوَانُ النَّاطِقُ (বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণী)। এখানে দ্বিতীয় হরকত শেষ হলো এবং উদ্দেশ্য-লাভ হলো।

শাব্দিক অনুবাদ : وَثَالِثُهَا الْحَدَسِيَّاتُ আর তৃতীয়টি হলো হাদাসিয়াত وَهِيَ আর তা এমন একটি কাযিয়া বা বাক্য ظُهُوْرُ الْمَبَادِىْ যার সূচনা সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে دَفْعَةً وَاحِدَةً একবারেই مِنْ دُوْنِ اَنْ يَكُوْنَ ব্যতীত هُنَاكَ এ ক্ষেত্রে حَرَكَةٌ فِكْرِيَّةٌ কোনোরূপ চিন্তা-গবেষণা وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَدَسِ وَالْفِكْرِ আর حَدَسْ ও فِكْر-এর মধ্যে পার্থক্য হলো اَنَّهُ لَابُدَّ যে, প্রয়োজন فِى الْفِكْرِ ফিকিরের ব্যাপারে مِنَ الْحَرَكَتَيْنِ দু'টি হরকতের لِلنَّفْسِ নফসে بِخِلَافِ الْحَدَسِ কিন্তু حَدَسْ এর বিপরীত فَاِنَّ الذِّهْنَ কারণ মস্তিষ্ক بَعْدَمَا

www.eelm.weebly.com

حَصَلَ لَهُ অর্জন করবার পর الْمَطْلُوْبُ কোনো বস্তুর উদ্দেশ্য بِوَجْهٍ কোনো প্রকারে مَا يَتَحَرَّكُ সে চিন্তা-ফিকির চালাতে থাকে فِي الْمَعَانِي الْمَخْزُوْنَةِ স্মৃতিপটে পূর্বে রক্ষিত বিষয়ের ভিতর وَالْمَبَادِي الْمَكْنُوْنَةِ এবং সূচনাসমূহের ভিতর طَالِبًا আশাবাদী হয়ে لِمَا يَكُوْنُ لَهَا যাতে খুঁজে পাওয়া যায় تَنَاسُبٌ কোনো সামঞ্জস্যতা بِالْمَطْلُوْبِ অর্জিত উদ্দেশ্যের حَتّٰى يَجِدَ অবশেষে পাওয়া যায় مَعْلُوْمَاتٍ কতকগুলো জ্ঞাতব্য বিষয় مُنَاسِبَةٌ لَهُ সে উদ্দেশ্যের জন্য উপযুক্ত وَهٰهُنَا আর এখানে تَمَّ শেষ হলো الْحَرَكَةُ الْأُوْلٰى প্রথম হরকত ثُمَّ يَرْجِعُ অতঃপর স্মৃতি প্রত্যাবর্তিত হয় قَهْقَرٰى পিছনের দিকে وَيَتَحَرَّكُ ثَانِيًا এবং দ্বিতীয়বার হরকত করতে থাকে مُرَتِّبًا ক্রমান্বয়ে لِتِلْكَ الْمَعْلُوْمَاتِ الْمَخْزُوْنَةِ সে সকল জ্ঞাত বিষয়সমূহ الَّتِيْ وَجَدَهَا যেগুলোকে পেয়েছিল تَرْتِيْبًا تَدْرِيْجِيًّا তাদেরকে ক্রমান্বয়ে বিন্যাস করে حَتّٰى وَصَلَ অবশেষে পৌঁছে যায় إِلَى الْمَطْلُوْبِ উদ্দেশ্য পর্যন্ত وَتَمَّ الْحَرَكَةُ الثَّانِيَةُ আর এখানে দ্বিতীয় হরকত সমাপ্ত হলো فَمَجْمُوْعُ অতএব একত্রিত هَاتَيْنِ الْحَرَكَتَيْنِ এ উভয় হরকতের يُسَمّٰى নাম হলো بِالْفِكْرِ চিন্তা বা ফিকির مَثَلًا উদাহরণ স্বরূপ إِذَا كُنْتَ تَصَوَّرْتَ যখন তুমি কল্পনা করলে الْإِنْسَانَ মানুষের ভাবধারাকে بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوْهِ কোনো এক পদ্ধতিতে كَالْكَاتِبِ যেমন- লেখক وَالضَّاحِكِ ও হাস্যকারী مَثَلًا উদাহরণস্বরূপ ثُمَّ صِرْتَ طَالِبًا অতঃপর তুমি অন্বেষণ শুরু করলে لِمَاهِيَّةِ الْإِنْسَانِ মানুষের মূল সত্তার فَحَرَّكْتَ ذِهْنَكَ আর তোমার মস্তিষ্ককে ধাবিত করলে نَحْوَ الْمَعَانِي ঐ সকল বিষয়সমূহের প্রতি الَّتِيْ عِنْدَكَ مَخْزُوْنَةٌ যেগুলো তোমার নিকট পুঞ্জীভূত فَوَجَدْتَ তখন তুমি পেলে حَيَوَان - الْحَيَوَانَ النَّاطِقَ নাতিক-কে لِمَطْلُوْبِكَ مُنَاسِبًا তোমার উদ্দেশ্য উপযোগী فَتَمَّ الْحَرَكَةُ الْأُوْلٰى তাই প্রথম হরকত সমাপ্ত হলো وَمَبْدَأُهُ যার সূচনা হলো الْمَطْلُوْبُ الْمَعْلُوْمُ জানা উদ্দেশ্য مِنْ وَجْهٍ কোনো রকমে وَمُنْتَهَاهُ আর শেষ الْحَيَوَانُ وَالنَّاطِقُ - حَيَوَانٌ ও نَاطِقٌ - ثُمَّ تَرْتِيْبُ অতঃপর এমনভাবে বিন্যাস করবে الْحَيَوَانِ وَالنَّاطِقِ হাইওয়ান ও নাতিককে بِأَنْ تَقَدَّمَ الْحَيَوَانَ যে, حَيَوَانٌ-কে প্রথমে রাখবে الَّذِيْ هُوَ الْجِنْسُ যা জিনস عَلَى النَّاطِقِ নাতিকের উপর الَّذِيْ هُوَ الْفَصْلُ যা ফসল وَقُلْتَ এবং তুমি বলবে اَلْحَيَوَانُ النَّاطِقُ বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণী وَهٰهُنَا انْقَطَعَ এখানে শেষ হলো الْحَرَكَةُ الثَّانِيَةُ দ্বিতীয় হরকত وَحَصَلَ الْمَطْلُوْبُ এবং উদ্দেশ্য লাভ হলো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْحَدَسِيَّاتُ الخ-এর আলোচনা : حَدَسِيَّاتٌ শব্দটি حَدَسِيَّةٌ-এর বহুবচন। এটি ঐ কাযিয়াকে বলা হয়, যাতে হদস ব্যবহৃত হয়। আর হদস مَبَادِيْ হতে مَطْلُوْب বা উদ্দেশ্যের প্রতি মস্তিষ্কের দ্রুত প্রত্যাগমনকে বলা হয়।

قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَدَسِ الخ-এর আলোচনা : ফিকির এবং হদস-এর মধ্যে পার্থক্য হলো, ফিকিরের জন্য মস্তিষ্কের দু'টি হরকতের প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমত মস্তিষ্কের مَطْلُوْب বস্তু কোনো একভাবে লাভ হওয়ার পর, তা পূর্ণভাবে লাভ করার উদ্দেশ্যে মস্তিষ্ক আপন জানা বিষয়গুলোর মধ্যে কাজ করতে থাকে, যাতে مَطْلُوْب বা উদ্দেশ্য লাভ করার মতো উপযুক্ত ক্ষেত্র বা আসবাব অর্জন করতে পারে। শেষ পর্যন্ত সে ঐ সকল বিষয় অর্জনে সক্ষম হয়। মস্তিষ্কের এ পর্যন্ত যে কাজ হলো, এটি প্রথম হরকত। অতঃপর সে আবার পূর্বের স্থানেই প্রত্যাবর্তিত হয় এবং প্রথম হরকত দ্বারা অর্জিত বিষয়গুলোর মধ্যে আবার কাজ শুরু করে। এগুলোকে ক্রমশঃ সাজাতে থাকে, শেষ পর্যন্ত এর মাধ্যমেই আপন লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়। এটি দ্বিতীয় হরকত বা মস্তিষ্কের দ্বিতীয় কাজ। পক্ষান্তরে হদসের মধ্যে মস্তিষ্ক মাতলূব (লক্ষ্য) হতে মাতলূবের দিকে তৎক্ষণাৎ পৌঁছে যায়। আবার مَبَادِيْ হতে মাতলূবের দিকে অনুরূপভাবে দ্রুত গতিতে তৎক্ষণাৎ পৌঁছে যায়।

মোটকথা, ফিকিরের মধ্যে মস্তিষ্কের মাবাদী হতে মাতলূবের দিকে যে হরকত হয়, তা সময় সাপেক্ষ এবং ক্রমশঃ লাভ হয়। আর হদসের মধ্যে যে হরকত হয়, তা সময় সাপেক্ষ নয় ; বরং তৎক্ষণাৎ লাভ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ مَثَلًا إِذَا كُنْتَ الخ -এর আলোচনা : মুসান্নিফ (র.) এখানে ফিকিরের মধ্যে যে দু'টি হরকতের প্রয়োজন এবং মস্তিষ্ককে দু'বার খাটাতে হয় তা উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। মনে কর, তুমি إِنْسَانٌ-এর জ্ঞান লাভ করতে চাও এবং إِنْسَانٌ সম্পর্কে তোমার কিছুটা জানা আছে। যেমন– সে লেখতে পারে, সে হাসে, সে পায়ে হাঁটে ইত্যাদি। এখন তুমি আপন মস্তিষ্ককে খাটিয়ে দেখবে, তোমার জানা বিষয়সমূহের মধ্যে কোনটি إِنْسَانٌ-এর উপযোগী। অতএব, তুমি মস্তিষ্ক খাটিয়ে এর উপযোগী পেলে اَلْحَيَوَانُ ও اَلنَّاطِقُ -কে। এ পর্যন্ত তুমি মস্তিষ্ককে খাটালে এটি প্রথম হরকত বা মস্তিষ্কের প্রথম কাজ। অতঃপর তুমি প্রথম হরকত দ্বারা অর্জিত বিষয় তথা اَلْحَيَوَانُ ও اَلنَّاطِقُ -এ ব্যাপারে পুনরায় মস্তিষ্ককে খাটাবে এবং এগুলোকে সাজাবে। অতএব, اَلْحَيَوَانُ যা জিনস তাকে প্রথম স্থানে রাখবে এবং اَلنَّاطِقُ যা ফসল তাকে দ্বিতীয় স্থানে তার পরে রাখবে, আর বলবে اَلْحَيَوَانُ النَّاطِقُ এখন তোমার দ্বিতীয় হরকত সমাপ্ত হলো। আর এতেই তোমার লক্ষ্যও অর্জিত হয়ে গেল। অর্থাৎ إِنْسَانٌ -এর মাহিয়াত اَلْحَيَوَانُ النَّاطِقُ [বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণী]।

www.eelm.weebly.com

وَأَمَّا الْحَدَسُ فَفِيْهِ اِنْتِقَالُ الذِّهْنِ مِنَ الْمَطْلُوْبِ اِلَى الْمَبَادِىْ دَفْعَةً وَمِنْهَا اِلَى الْمَطْلُوْبِ كَذٰلِكَ وَاَكْثَرُ مَا يَكُوْنُ الْحَدَسُ مِنْ عَقِيْبِ الشَّوْقِ وَالتَّعَبِ وَقَدْ يَكُوْنُ بِدُوْنِهِمَا وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُوْنَ فِى الْحَدَسِ فَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ قَوِىُّ الْحَدَسِ كَثِيْرَةً يَحْصُلُ لَهُ مِنَ الْمَطَالِبِ اَكْثَرُهَا بِالْحَدَسِ كَالْمُؤَيَّدِ بِالْقُوَّةِ الْقُدْسِيَّةِ كَالْحُكَمَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ وَالْاَنْبِيَاءِ وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ قَلِيْلُ الْحَدَسِ ضَعِيْفُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَاحَدَسَ لَهُ كَانَ الْمُنْتَهٰى فِى الْبِلَادَةِ وَمِنْ هٰذَا يُعْلَمُ اَنَّ الْبَدَاهَةَ اَوِ النَّظَرِيَّةَ مُخْتَلِفَانِ بِالْاَشْخَاصِ وَالْاَوْقَاتِ فَرُبَّ حَدَسِىٍّ عِنْدَ فَاقِدِ الْقُوَّةِ الْقُدْسِيَّةِ يَكُوْنُ نَظَرِيًّا وَبَدِيْهِيًّا عِنْدَ صَاحِبِهَا وَ رَابِعُهَا الْمُشَاهَدَاتُ وَهِىَ قَضَايَا يَحْكُمُ فِيْهَا بِوَاسِطَةِ الْمُشَاهَدَةِ وَالْاِحْسَاسِ وَهِىَ تَنْقَسِمُ اِلَى قِسْمَيْنِ اَلْاَوَّلُ مَا شُوْهِدَ بِاِحْدَى الْحَوَاسِّ الظَّاهِرَةِ وَهِىَ خَمْسٌ اَلْبَاصِرَةُ وَالسَّامِعَةُ وَالشَّامَّةُ وَالذَّائِقَةُ وَاللَّامِسَةُ وَيُسَمّٰى هٰذَا الْقِسْمُ بِالْحِسِّيَّاتِ وَالثَّانِىْ مَا اُدْرِكَ الْمُدْرِكَاتُ مِنَ الْحَوَاسِّ الْبَاطِنَةِ الَّتِىْ هِىَ اَيْضًا خَمْسٌ اَلْحِسُّ الْمُشْتَرَكُ الْمُدْرِكُ لِلصُّوَرِ وَالْخِيَالُ الَّتِىْ هِىَ خَزَانَةٌ لَهُ وَالْوَهْمُ الْمُدْرِكُ لِلْمَعَانِى الشَّخْصِيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ وَالْحَافِظَةُ الَّتِىْ هِىَ خَزَانَةٌ لِلْمَعَانِى الْجُزْئِيَّةِ وَالْمُتَصَرِّفَةِ الَّتِىْ تَتَصَرَّفُ فِى الصُّوَرِ وَالْمَعَانِىْ بِالتَّحْلِيْلِ وَالتَّرْكِيْبِ وَيُسَمّٰى هٰذَا الْقِسْمُ بِالْوِجْدَانِيَّاتِ وَمُدْرِكَاتُ الْعَقْلِ الصِّرْفِ اَعْنِى الْكُلِّيَّاتِ غَيْرُ مُنْدَرِجٍ فِىْ هٰذَا الْقِسْمِ مِثَالُ الْقِسْمِ الثَّانِىْ كَمَا حَكَمْنَا بِاَنَّ لَنَا جُوْعًا اَوْعَطْشًا

সরল অনুবাদ : আর হদসের মধ্যে একই সঙ্গে মস্তিষ্ক মাতলূব হতে মাবাদীর দিকে, অনুরূপভাবে মাবাদী হতে মাতলূবের দিকে দ্রুত ছুটে যায়। حَدَسْ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিক আগ্রহ ও সাধনার পর লাভ হয়ে থাকে। কখনও কখনও এগুলো ছাড়াও লাভ হয়। আর মানুষ হদসের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকার। তন্মধ্যে কেউ আছে এমন যে حَدَسْ শক্তিশালী, আর তার অধিকাংশ উদ্দেশ্য হাসিল হয় এ হদসের দ্বারা। যেমন– اَلْقُوَّةُ الْقُدْسِيَّةُ (নির্মল শক্তি) দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। যেমন– হুকামা, আউলিয়া ও আম্বিয়া (আ.)। আর কেউ আছেন এমন যার حَدَسْ স্বল্প ও দুর্বল। আর কেউ আছেন এমন যার حَدَسْ মোটেই নেই। যেমন– চরম মেধাহীন ব্যক্তি। এর দ্বারা বুঝা যায় বদীহী বা নযরী হওয়ার বিষয়টি ব্যক্তি ও সময়ের পার্থক্যে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কারণ, অনেক হদসী বিষয় اَلْقُوَّةُ الْقُدْسِيَّةُ শূন্য ব্যক্তির নিকট নযরী, আর اَلْقُوَّةُ الْقُدْسِيَّةُ অধিকারী ব্যক্তির নিকট বদীহী। আর চতুর্থটি اَلْمُشَاهَدَاتُ। তা এমন সব কাযিয়া যার মধ্যে উপলব্ধি ও অনুভূতির মাধ্যমে হুকুম করা হয়। اَلْمُشَاهَدَاتُ দু' ভাগে বিভক্ত : প্রথমত এমন এক কাযিয়া যা বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সমূহের যে কোনো একটি দ্বারা লাভ করা হয়। বাহ্যিক ইন্দ্রিয় পাঁচটি : চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও ত্বক। এ প্রকারকে حِسِّيَّاتٌ বা জ্ঞানেন্দ্রিয় নাম রাখা হয়। আর দ্বিতীয়ত যা অভ্যন্তরীণ অনুভূতির সাহায্যে উপলব্ধি করা হয়। তাও পাঁচটি : ১. حِسّ مُشْتَرَكٌ (সাধারণ অনুভূতি) যা আকৃতি উপলব্ধি করে। ২. اَلْخِيَالُ যা অনুভূতির জন্য কোষাগার। ৩. اَلْوَهْمُ যা নির্দিষ্ট ও একক বিষয়সমূহ উপলব্ধি করে। ৪. اَلْحَافِظَةُ যা নির্দিষ্ট ও একক বিষয়সমূহের কোষাগার। ৫. اَلْمُتَصَرِّفَةُ যা তামহীল ও তারকীবের পৃথক করা ও একত্রিত করার মাধ্যমে আকৃতিসমূহ ও অর্থসমূহেরর মধ্যে জোর-জবরদস্তি করে থাকে। আর এ প্রকারকে وِجْدَانِيَّتٌ বা অন্তরেন্দ্রিয় বলা হয়, মস্তিষ্কের অনুধাবন শক্তিসমূহ এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত নয়। দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ। যেমন– আমরা বলে থাকি যে, আমরা ক্ষুধার্ত অথবা আমরা তৃষ্ণার্ত। অর্থাৎ আমাদের ক্ষুধা লেগেছে অথবা পিপাসা লেগেছে।

www.eelm.weebly.com

শাব্দিক অনুবাদ : وَأَمَّا الْحَدَسُ আর হাদাস فَفِيْهِ এর মধ্যে اِنْتِقَالُ الذِّهْنِ মস্তিষ্ক ছুটে যায় مِنَ الْمَطْلُوْبِ মাতলূব হতে اِلَى الْمَبَادِيْ মাবাদীর দিকে دَفْعَةً একই সঙ্গে وَمِنْهَا আর মাবাদী হতে اِلَى الْمَطْلُوْبِ মাতলূবের দিকে كَذٰلِكَ অনুরূপভাবে وَاَكْثَرُ অধিকাংশ ক্ষেত্রে مَا يَكُوْنُ الْحَدَسُ হাদাস লাভ হয়ে থাকে مِنْ عَقِيْبِ الشَّوْقِ আগ্রহের পর وَالتَّعَبِ ও সাধনার পর وَقَدْ يَكُوْنُ কখনো কখনো লাভ হয় بِدُوْنِهِمَا এগুলো ছাড়াও وَالنَّاسُ আর মানুষ مُخْتَلِفُوْنَ বিভিন্ন প্রকার فِى الْحَدَسِ হাদাসের ব্যাপারে فَمِنْهُمْ তন্মধ্যে مَنْ هُوَ কেউ আছে এমন যে قَوِىُّ الْحَدَسِ كَثِيْرَةً হাদাস শক্তিশালী يَحْصُلُ لَهُ আর তার হাসিল হয় مِنَ الْمَطْلُوْبِ اَكْثَرُهَا অধিকাংশ উদ্দেশ্য بِالْحَدَسِ এ হাদাসের দ্বারা كَالْمُؤَيَّدِ যেমন- শক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি بِالْقُوَّةِ الْقُدْسِيَّةِ নির্মল শক্তি দ্বারা كَالْحُكَمَاءِ যেমন- হুকামা وَالْاَوْلِيَاءِ আউলিয়া وَالْاَنْبِيَاءِ ও আম্বিয়া (আ.) وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ আর কেউ আছেন এমন قَلِيْلُ الْحَدَسِ যার হাদাস স্বল্প ضَعِيْفُهُ ও দুর্বল وَمِنْهُمْ مَنْ আর কেউ আছেন এমন لَا حَدَسَ لَهُ যার হাদাস মোটেই নেই كَالْمُنْتَهٰى যেমন- চরম فِى الْبِلَادَةِ মেধাহীন ব্যক্তি وَمِنْ هٰذَا يُعْلَمُ এর দ্বারা বুঝা যায় اَنَّ الْبَدَاهَةَ বদীহী হওয়ার বিষয়টি اَوِ النَّظَرِيَّةَ বা নযরী হওয়ার বিষয়টি مُخْتَلِفَتَانِ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে بِالْاَشْخَاصِ وَالْاَوْقَاتِ ব্যক্তি ও সময়ের পার্থক্যে فَرُبَّ حَدَسِيٍّ কারণ, অনেক হাদাসী বিষয় عِنْدَ فَاقِدِ الْقُوَّةِ الْقُدْسِيَّةِ নির্মল শক্তিশূন্য ব্যক্তির নিকট يَكُوْنُ نَظَرِيًّا নযরী وَبَدِيْهِيًّا আর বদীহী عِنْدَ صَاحِبِهَا নির্মল শক্তির অধিকারী ব্যক্তির নিকট وَ رَابِعُهَا আর চতুর্থটি اَلْمُشَاهَدَاتُ মুশাহাদাত (প্রত্যক্ষ বিষয়াবলি) وَهِىَ الْقَضَايَا তা এমন সব কাযিয়া يُحْكَمُ فِيْهَا যার মধ্যে হুকুম করা হয় بِوَاسِطَةِ الْمُشَاهَدَةِ উপলব্ধির মাধ্যমে وَالْاِحْسَاسِ ও অনুভূতির মাধ্যমে وَهِىَ تَنْقَسِمُ আর মুশাহাদাত বিভক্ত اِلٰى قِسْمَيْنِ দু'ভাগে اَلْاَوَّلُ প্রথমত مَا شُوْهِدَ এমন এক কাযিয়া যা লাভ করা হয় بِاِحْدٰى যে-কোনো একটি দ্বারা الْحَوَاسِّ الظَّاهِرَةِ বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সমূহের وَهِىَ خَمْسٌ বাহ্যিক ইন্দ্রিয় পাঁচটি اَلْبَاصِرَةُ চক্ষু وَالسَّامِعَةُ কর্ণ وَالشَّامَّةُ নাসিকা وَالذَّائِقَةُ জিহ্বা وَاللَّامِسَةُ ও ত্বক وَيُسَمّٰى هٰذَا الْقِسْمُ এ প্রকারকে নাম রাখা হয় بِالْحِسِّيَّاتِ - حِسِّيَّاتٌ বা জ্ঞানেন্দ্রিয় وَالثَّانِىْ আর দ্বিতীয়ত مَا اُدْرِكَ যা উপলব্ধি করা যায় بِالْمُدْرِكَاتِ মুদরিকতের মাধ্যমে مِنَ الْحَوَاسِّ الْبَاطِنَةِ তথা অভ্যন্তরীণ অনুভূতির সাহায্যে الَّتِىْ هِىَ اَيْضًا خَمْسٌ তাও পাঁচটি اَلْحِسُّ الْمُشْتَرَكُ ১. হিস্‌সে মুশতারাক (মিশ্র অনুভূতি) اَلْمُدْرِكُ لِلصُّوَرِ যা আকৃতি উপলব্ধি করে الَّتِىْ خَزَانَةٌ وَالْخَيَالُ ২. খিয়াল لَهُ যা অনুভূতির জন্য কোষাগার وَالْوَهْمُ ৩. ওয়াহাম اَلْمُدْرِكُ যা উপলব্ধি করে لِلْمَعَانِى الشَّخْصِيَّةِ নির্দিষ্ট বিষয়সমূহ وَالْجُزْئِيَّةِ ও একক বিষয়সমূহ وَالْحَافِظَةُ ৪. সংরক্ষণশক্তি الَّتِىْ هِىَ خَزَانَةٌ যা কোষাগার لِلْمَعَانِى الْجُزْئِيَّةِ একক বিষয়সমূহের وَالْمُتَصَرِّفَةُ ৫. রূপান্তরশীল الَّتِىْ تَتَصَرَّفُ যা জোর-জবরদস্তি করে থাকে فِى الصُّوَرِ وَالْمَعَانِىْ আকৃতিসমূহ ও অর্থসমূহের মধ্যে بِالتَّحْلِيْلِ وَالتَّرْكِيْبِ পৃথককরণ ও একত্রকরণের মাধ্যমে وَيُسَمّٰى هٰذَا الْقِسْمُ আর এ প্রকারকে বলা হয় بِالْوِجْدَانِيَّاتِ অন্তরেন্দ্রিয় وَمُدْرِكَاتُ الْعَقْلِ الصِّرْفِ মস্তিষ্কের অনুধাবন শক্তিসমূহ اَعْنِى الْكُلِّيَّاتِ অর্থাৎ কুল্লীসমূহ غَيْرُ مُنْدَرِجٍ অন্তর্ভুক্ত নয় فِىْ هٰذَا الْقِسْمِ এ প্রকারের مِثَالُ الْقِسْمِ الثَّانِىْ দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ كَمَا حَكَمْنَا যেমন- আমরা বলে থাকি بِاَنَّ لَنَا যে, আমরা جُوْعًا اَوْ عَطْشًا ক্ষুধার্ত অথবা তৃষ্ণার্ত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَمَّا الْحَدَسُ الخ -এর আলোচনা : حَدَسٌ অর্থ–তীক্ষ্ণতা। মেধা অতি তীক্ষ্ণ হলে সূচনা হতে প্রয়োজনীয়তার দিকে অতি তাড়াতাড়ি প্রত্যাবর্তিত হয়। যার ফলে প্রয়োজনীয়তা তৎক্ষণাৎ লাভ হয়। পক্ষান্তরে ফিকির দ্বারা মাতলূব ক্রমশঃ লাভ হয় যা সময় সাপেক্ষ।

বিনা মাধ্যমে কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান হওয়ার ব্যাপারে মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। কতেক লোক এমন আছেন যাদের অধিকাংশ উদ্দেশ্য حَدَسٌ দ্বারাই লাভ হয়ে যায়। আবার এমনও অনেক লোক আছে যারা অতি সামান্য ও স্বল্প হাদাসের অধিকারী। আর কতেক লোক এমন আছে হাদাসের মাধ্যমে যাদের কোনো কিছুই লাভ হয় না।

قَوْلُهُ وَمِنْ هٰذَا يُعْلَمُ الخ -এর আলোচনা : هٰذَا দ্বারা পূর্ববর্তী আলোচনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উপরে বলা হয়েছে, মানুষের মেধা বিভিন্ন ধরনের। কারো মেধাশক্তি খুবই তীক্ষ্ণ। তার নিকট কঠিন অস্পষ্ট বিষয়ও অতি সহজ ও স্পষ্ট মনে হয়। আবার কারো মেধা খুবই দুর্বল। তার নিকট সহজ ও স্পষ্ট বিষয়ও কঠিন ও অস্পষ্ট মনে হয়। এতে বুঝা যায়– কোনো একটি বিষয় বদীহী অথবা নযরী

www.eelm.weebly.com

হওয়া ব্যক্তি বিশেষে অথবা সময় বিশেষে ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। অর্থাৎ একটি বিষয় মেধাহীন ব্যক্তির নিকট তার মেধাহীনতার দরুন নযরী বলে বিবেচিত, কিন্তু এ বিষয়টি অন্য একজন তীক্ষ্ণ মেধাশক্তির অধিকারী ব্যক্তির নিকট বদীহী বলে বিবেচিত হবে। এভাবে যুগের ব্যতিক্রমেও বদীহী ও নযরী হওয়ার ব্যাপারে ব্যতিক্রম ঘটে থাকে। কারণ, একযুগে একটি বিষয় নব আবির্ভূত হওয়ার দরুন এটি নযরী থাকে, কিন্তু বেশ কিছু যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তা এত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তখন তা আর নযরী থাকে না বরং বদীহীতে পরিণত হয়ে যায়। বদীহী ও নযরী হওয়া প্রকৃতপক্ষে عِلْم-এর গুণ না مَعْلُوْم -এর গুণ– এ ব্যাপারে মানতিকীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, ইলমের গুণ আবার কেউ বলেন, مَعْلُوْم -এর গুণ। তবে নির্ভরযোগ্য মত এই যে, বদীহী বা নযরী হওয়া প্রকৃতপক্ষে ইলমের গুণ। হ্যাঁ, পরোক্ষভাবে مَعْلُوْم -এর গুণও বটে।

قَوْلُهُ وَرَابِعُهَا الْمُشَاهَدَاتُ الخ -এর আলোচনা : اَلْمُشَاهَدَةُ অর্থ– প্রত্যক্ষ করা। مُشَاهَدَاتٌ এমন সব কাযিয়াকে বলা হয়, যাদের সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাস উপার্জন হওয়ার জন্য মাওযূ, মাহমূল এবং এতদুভয়ের মধ্যে সম্পর্কের তাসাব্বুর ব্যতীত ও বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বা অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাদের অনুভব করা অপরিহার্য।

قَوْلُهُ هِيَ تَنْقَسِمُ اِلَى قِسْمَيْنِ -এর আলোচনা :

مُشَاهَدَاة-এর প্রকারভেদ : مُشَاهَدَاتٌ দু'ভাগে বিভক্ত। যথা–

ক. **حِسِّيَّاتٌ : حِسِّيَّاتٌ** অর্থ– জ্ঞানেন্দ্রিয়। এমন এক কাযিয়া যা বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সমূহের যে কোনো একটি দ্বারা লাভ করা হয়। আর বাহ্যিক ইন্দ্রিয় পাঁচটি। যেমন–

১. **اَلْبَاصِرَةُ [চক্ষু] : اَلْبَاصِرَةُ** অর্থ– দৃষ্টিশক্তি। এটা এমন শক্তি যা দ্বারা আলো, রং, আকৃতি ইত্যাদি উপলব্ধি করা হয়।

২. **اَلسَّامِعَةُ [শ্রবণশক্তি] :** এটা কর্ণ কুহরে সম্প্রসারিত স্নায়ুতে রক্ষিত এমন শক্তি যা দ্বারা আওয়াজ মিশ্রিত বাতাস এ পর্যন্ত পৌঁছার দরুন আওয়াজ উপলব্ধি করা যায়।

৩. **اَلشَّامَّةُ [নাসিকা] : اَلشَّامَّةُ** অর্থ– ঘ্রাণশক্তি। এটা মস্তিষ্কের অগ্রভাগে দু'টি স্ফীত মাংসপেশিতে রক্ষিত এমন শক্তি যা দ্বারা ঘ্রাণ মিশ্রিত বাতাস নাসিকা পর্যন্ত পৌঁছায়, ফলে ঘ্রাণ উপলব্ধি করা যায়।

৪. **اَلذَّائِقَةُ [জিহ্বা] : اَلذَّائِقَةُ** অর্থ– আস্বাদনশক্তি। এটা জিহ্বার উপরিভাগে সম্প্রসারিত স্নায়ুতে রক্ষিত এমন শক্তি যা দ্বারা খাদ্য মিশ্রিত লালা উক্ত স্নায়ু পর্যন্ত পৌঁছায়, ফলে স্বাদ উপলব্ধি করা যায়।

৫. **اَللَّامِسَةُ [ত্বক] :** এটা স্নায়ুর সাহায্যে সমস্ত দেহে ছড়ানো এমন শক্তি যা দ্বারা গরম, ঠাণ্ডা, নরম, শক্ত ইত্যাদি উপলব্ধি করা যায়।

খ. **وِجْدَانِيَّاتٌ : وِجْدَانِيَّاتٌ** অর্থ– অন্তরেন্দ্রিয়। এটা এমন এক কাযিয়া যা আভ্যন্তরীণ অনুভূতির সাহায্যে উপলব্ধি করা হয়। আর সেই আভ্যন্তরীণ অনুভূতি পাঁচটি। যেমন–

১. **اَلْحِسُّ الْمُشْتَرَكُ : اَلْحِسُّ الْمُشْتَرَكُ** অর্থ সাধারণ অনুভূতি। এটা মস্তিষ্কের সম্মুখভাগে রক্ষিত এমন একটি শক্তি যাতে ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুসমূহের চিত্র অঙ্কিত হয়।

২. **اَلْخَيَالُ : خيال** হলো কোনো বস্তুর প্রতিচ্ছবি মনসপটে ভেসে উঠা।

৩. **اَلْوَهْمُ :** এটা মস্তিষ্কের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত খোলা স্থানের প্রথমভাগে সংরক্ষিত এমন একটি শক্তি যা দ্বারা ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ের আনুষঙ্গিক জুযয়ী বিষয়সমূহ উপলব্ধি করা যায়।

৪. **اَلْحَافِظَةُ :** এটা মস্তিষ্কের পশ্চাদ্ভাগে একটি শক্তি যা দ্বারা হিসসে মুশতারাক কর্তৃক অর্জিত চিত্রসমূহ সংরক্ষিত হয়। তাই এটা হিসসে মুশতারাকের জন্য ভাণ্ডার স্বরূপ।

৫. **اَلْمُتَصَرِّفَةُ :** এটা এমন একটি শক্তি যা আকৃতি ও অর্থসমূহ ভাঙ্গা গড়ার কাজ করে।

যেহেতু এ সকল কাযিয়া সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাস লাভ করতে হলে উপরিউক্ত অঙ্গসমূহের পূর্ণ প্রভাবের মাধ্যমে হয়, তাই কাযিয়াগুলোকে মুশাহাদাত নামে নামকরণ করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

وَخَامِسُهَا التَّجْرِبِيَّاتُ وَهِيَ قَضَايَا يَحْكُمُ الْعَقْلُ بِهَا بِوَاسِطَةِ تَكْرَارِ الْمُشَاهَدَاتِ وَعَدَمِ التَّخَلُّفِ حُكْمًا كُلِّيًّا كَالْحُكْمِ بِاَنَّ شُرْبَ السَّقْمُوْنِيَا مُسْهِلٌ لِلصَّفْرَاءِ وَسَادِسُهَا الْمُتَوَاتِرَاتُ وَهِيَ قَضَايَا يَحْكُمُ بِهَا بِوَاسِطَةِ اَخْبَارِ جَمَاعَةٍ يَسْتَحِيْلُ الْعَقْلُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكِذْبِ وَاخْتَلَفُوْا فِيْ اَقَلِّ عَدَدِ هٰذِهِ الْجَمَاعَةِ قِيْلَ اِنَّ اَقَلَّهُ اَرْبَعَةٌ وَقِيْلَ عَشَرَةٌ وَقِيْلَ اَرْبَعُوْنَ وَالْاَشْبَهُ اَنَّ هٰذَا الْعَدَدَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الَّذِيْنَ اَخْبَرُوْهُ وَاخْتِلَافِ الْوَاقِعَةِ فَلَا يَتَعَيَّنُ عَدَدٌ وَالضَّابِطَةُ اَنْ يَبْلُغَ اِلٰى حَدٍّ يُفِيْدُ الْيَقِيْنَ فَهٰذِهِ السِّتَّةُ هِيَ مَبَادِي الْبَرَاهِيْنِ وَمَقَاطِعُ الدَّلِيْلِ وَمُنْتَهَى الْيَقِيْنِ -

فَائِدَةٌ : زَعَمَ قَوْمٌ اَنَّ الْمُقَدَّمَاتِ النَّقْلِيَّةَ لَا تُسْتَعْمَلُ فِي الْقِيَاسِ الْبُرْهَانِيِّ ظَنًّا مِنْهُمْ اَنَّ النَّقْلَ يَتَطَرَّقُ اِلَيْهِ الْغَلَطُ وَالْخَطَأُ مِنْ وُجُوْهٍ شَتّٰى فَكَيْفَ يَكُوْنُ مَبَادِي الْقِيَاسِ الْبُرْهَانِيِّ الَّذِيْ يُفِيْدُ الْقَطْعَ وَاِنَّ هٰذَا الظَّنَّ اِثْمٌ لِاَنَّ النَّقْلَ كَثِيْرًا مَا يُفِيْدُ الْقَطْعَ اِذَا رُوْعِيَ فِيْهِ شَرَائِطُ وَانْضَمَّ اِلَيْهِ الْعَقْلُ نَعَمْ لَوْ قِيْلَ اِنَّ النَّقْلَ الصِّرْفَ بِلَا اِعْتِبَارِ اِنْضِمَامِ الْعَقْلِ مَعَهُ لَا يُعْتَبَرُ وَلَا يُفِيْدُ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ

সরল অনুবাদ : আর পঞ্চমটি تَجْرِبِيَّاتْ (আজরিবিয়্যাত)। তা এমন সব কাযিয়া যার মধ্যে বিবেক বারবার অভিজ্ঞতার আলোকে হুকুম করে এবং তা কোনো প্রকার ব্যাপক হুকুমের বিপরীত না হয়, যেমন– সাকমূনিয়া পান করা হরিদ্র বর্ণের অসুস্থতাকে দূর করে দেয় (সাকমূনিয়া পিত্তকে তরল করে দেয়)।

আর ষষ্ঠটি مُتَوَاتِرَاتْ (মুতাওয়াতিরাত)। এটি এমন কাযিয়া যে সম্পর্কে হুকুম করা হয়, এমন এক দলের সংবাদের মাধ্যমে যাদের মিথ্যা বিষয়ের উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া অসম্ভব। এ দলের সর্বনিম্ন সংখ্যা সম্পর্কে মানতিকশাস্ত্রবিদগণ বিভিন্ন মতামত পোষণ করেন। কেউ বলেন, এর সর্বনিম্ন সংখ্যা চার, কেউ বলেন দশ, কেউ বলেন চল্লিশ। কিন্তু অধিক গ্রহণীয় মতামত হলো, এ সংখ্যাটি সংবাদদাতাদের অবস্থার বিভিন্নতার দ্বারা এবং ঘটনার বিভিন্নতার দ্বারা বিভিন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং কোনো সংখ্যা নির্ণয় করা ঠিক নয়। আর বিধান হলো, সংখ্যা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছবে যার ফলে দৃঢ় বিশ্বাসের ফায়দা প্রদান করে। এ ছয়টি হলো بُرْهَانْ সমূহের মৌলিক বিষয় এবং দলিলের ভিত্তি এবং একীনের পরিসমাপ্তি।

ফায়দা : এক সম্প্রদায় ধারণা করে নকলী মুকাদ্দমা কিয়াসে বুরহানীতে ব্যবহৃত হতে পারে না। তাদের এ ধারণা যে, বর্ণনাতে বিভিন্ন পন্থায় অনেক ভুল-ক্রটি হতে পারে। সুতরাং এটা কিভাবে কিয়াসে বুরহানীর উপাদান হতে পারে, অথচ কিয়াসে বোরহানী একীনের ফায়দা প্রদান করে। অথচ উক্ত ধারণা ক্রটিপূর্ণ, কারণ বর্ণনাও অনেক ক্ষেত্রে একীনের ফায়দা প্রদান করে, যখন বর্ণনা দৃঢ় বিশ্বাসের ফায়দা দেওয়ার শর্তসমূহের বিবেচনা করা হবে এবং বর্ণনার সাথে বিবেকও জড়িত হয়। তবে হ্যাঁ, যদি শুধু বর্ণনার কথা বলা হয়– এর সাথে বিবেকের মিলন ব্যতীত, তাহলে বর্ণনা গ্রহণীয় নয় এবং এটি একীনের ফায়দাও দিবে না। তখন অবশ্য সন্দেহের একটি পদ্ধতি বের হতে পারে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَخَامِسُهَا আর পঞ্চমটি اَلتَّجْرِبِيَّاتُ তাজরিবিয়্যাত (অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ বিষয়াবলি) وَهِيَ قَضَايَا তা এমন সব কাযিয়া يَحْكُمُ الْعَقْلُ بِهَا যার মধ্যে বিবেক হুকুম করে بِوَاسِطَةِ تَكْرَارِ الْمُشَاهَدَاتِ বারবার অভিজ্ঞতার আলোকে وَعَدَمِ التَّخَلُّفِ এবং তা বিপরীত না হয় حُكْمًا كُلِّيًّا কোনো প্রকার ব্যাপক হুকুমের كَالْحُكْمِ যেমন– হুকুম দেওয়া بِاَنَّ شُرْبَ السَّقْمُوْنِيَا সাকমূনিয়া পান করা مُسْهِلٌ দূর করে দেয় لِلصَّفْرَاءِ হরিদ্র বর্ণের অসুস্থতাকে وَسَادِسُهَا আর ষষ্ঠটি اَلْمُتَوَاتِرَاتُ মুতাওয়াতিরাত (পরম্পর বিষয়াবলি) وَهِيَ قَضَايَا এটি এমন কাযিয়া يُحْكَمُ بِهَا যে সম্পর্কে হুকুম করা হয় بِوَاسِطَةِ اَخْبَارِ جَمَاعَةٍ এমন এক দলের সংবাদের মাধ্যমে يَسْتَحِيْلُ الْعَقْلُ বিবেক অসম্ভব মনে করে تَوَاطُؤُهُمْ যাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া عَلَى الْكِذْبِ মিথ্যা বিষয়ের উপর وَاخْتَلَفُوْا মানতিকশাস্ত্রবিদগণ বিভিন্ন মতামত পোষণ করেন فِيْ اَقَلِّ عَدَدِ সর্বনিম্ন সংখ্যা সম্পর্কে هٰذِهِ الْجَمَاعَةِ এ দলের قِيْلَ কেউ বলেন اِنَّ اَقَلَّهُ এর সর্বনিম্ন সংখ্যা اَرْبَعَةٌ চার وَقِيْلَ কেউ বলেন عَشَرَةٌ দশ وَقِيْلَ কেউ বলেন اَرْبَعُوْنَ চল্লিশ وَالْاَشْبَهُ

www.eelm.weebly.com

কিন্তু অধিক গ্রহণীয় মতামত এই أَنَّ هٰذَا الْعَدَدَ এ সংখ্যাটি يَخْتَلِفُ বিভিন্ন হয়ে থাকে بِاخْتِلَافِ حَالِ অবস্থার বিভিন্নতার দ্বারা الَّذِيْنَ সংবাদদাতাদের أَخْبَرُوْهُ এবং ঘটনার বিভিন্নতার দ্বারা وَاخْتِلَافِ الْوَاقِعَةِ সুতরাং নির্ণয় করা ঠিক নয় فَلَا يَتَعَيَّنُ কোনো সংখ্যা عَدَدٌ আর বিধান হলো وَالضَّابِطَةُ সংখ্যা পৌছবে أَنْ يَبْلُغَ এমন এক পর্যায়ে إِلَى حَدٍّ যার ফলে দৃঢ় বিশ্বাসের ফায়দা প্রদান يُفِيْدُ الْيَقِيْنَ করে فَهٰذِهِ السِّتَّةُ এ ছয়টি হলো هِيَ مَبَادِى الْبَرَاهِيْنِ এগুলো بُرْهَانٌ সমূহের মৌলিক বিষয় وَمَقَاطِعُ الدَّلِيْلِ এবং দলিলের ভিত্তি أَنَّ الْمُقَدَّمَاتِ النَّقْلِيَّةَ নকলী فَائِدَةٌ ফায়দা زَعَمَ قَوْمٌ এক সম্প্রদায় ধারণা করে وَمُنْتَهَى الْيَقِيْنِ এবং একীনের পরিসমাপ্তি أَنَّ النَّقْلَ মুকাদ্দামাসমূহ لَا تُسْتَعْمَلُ ব্যবহার হতে পারে না فِي الْقِيَاسِ الْبُرْهَانِيِّ কিয়াসে বুরহানীতে ظَنًّا مِنْهُمْ তাদের এ ধারণা যে, বর্ণনাতে يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ হতে পারে الْغَلَطُ وَالْخَطَأُ অনেক ভুল-ত্রুটি مِنْ وُجُوْهٍ شَتّٰى বিভিন্ন পন্থায় فَكَيْفَ يَكُوْنُ সুতরাং কিভাবে হতে পারে مَبَادِى الْقِيَاسِ الْبُرْهَانِى কিয়াসে বুরহানীর উপাদান الَّذِى يُفِيْدُ অথচ কিয়াসে বুরহানী ফায়দা প্রদান করে الْقَطْعَ একীনের وَاِنَّ هٰذَا الظَّنَّ অথচ উক্ত ধারণা اِثْمٌ ত্রুটিপূর্ণ لِاَنَّ النَّقْلَ كَثِيْرًا কারণ, বর্ণনাও অনেক ক্ষেত্রে مَا يُفِيْدُ الْقَطْعَ একীনের ফায়দা প্রদান করে اِذَا رُوْعِيَ فِيْهِ যখন তাতে বিবেচনা করা হবে شَرَائِطُ বর্ণনা দৃঢ় বিশ্বাসের ফায়দা দেওয়ার শর্তসমূহের وَانْضَمَّ اِلَيْهِ এবং বর্ণনার সাথে জড়িত হয় الْعَقْلُ বিবেকও نَعَمْ তবে হ্যাঁ لَوْ قِيْلَ যদি বলা হয় اِنَّ النَّقْلَ الصِّرْفَ শুধু বর্ণনার কথা بِلَا اِعْتِبَارِ ব্যতীত اِنْضِمَامِ الْعَقْلِ বিবেকের মিলন مَعَهُ এর সাথে لَا يُعْتَبَرُ তাহলে বর্ণনা গ্রহণীয় হবে না وَلَا يُفِيْدُ এবং এটি একীনের ফায়দাও দিবে না لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ তখন অবশ্য সন্দেহের একটি পদ্ধতি বের হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلتَّجْرِبِيَّاتُ الخ -এর আলোচনা : تَجْرِبِيَّاتٌ-এর আভিধানিক অর্থ : تَجْرِبِيَّاتٌ শব্দটি تَجْرِبَةٌ-এর বহুবচন। আর تَجْرِبَةٌ শব্দটি বাবে تَفْعِيْلٌ-এর মাসদারের সাথে সম্পর্কিত। تَجْرِبَةٌ অর্থ– অভিজ্ঞতা। অতএব تَجْرِبِيَّةٌ-এর অর্থ হবে। অভিজ্ঞতাপূর্ণ।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : تَجْرِبِيَّاتٌ ঐ সব কাযিয়াকে বলা হয়, যেগুলোর মধ্যে বারবার প্রত্যক্ষ করার পর অথবা বার বার উপলব্ধি করার পর কোনো কুল্লীর হুকুম আরোপ করা হয়। যেমন– বারবার লক্ষ্য করা হয়েছে যে, সাকমূনিয়া পান করার ফলে দাস্ত হয়। অতএব, এটা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে ঘোষণা দেওয়া হলো যে– اَلسَّقْمُوْنِيَا مُسْهِلٌ (সাকমূনিয়া পিত্ত তরলকারী)।

قَوْلُهُ اَلسَّقْمُوْنِيَا -এর আলোচনা : سَقْمُوْنِيَا-এর পরিচয় : মিসবাহুল লুগাত প্রণেতা বলেন, সাকমূনিয়া এক প্রকার ওষুধের নাম। আল-মু'জামুল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতা বলেন– اَلسَّقْمُوْنِيَا : نَبَاتٌ يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ دَوَاءٌ مُسْهِلٌ لِلْبَطْنِ وَمُزِيْلٌ لِدُوْدِهِ অর্থাৎ সাকমূনিয়া হলো উদ্ভিদ হতে নির্গত এক প্রকার ওষুধ যা পেটকে তরল করে এবং পীড়াকে দূর করে।

قَوْلُهُ اَلْمُتَوَاتِرَاتُ -এর আলোচনা : اَلْمُتَوَاتِرَاتُ-এর পরিচয় : مُتَوَاتِرَاتٌ শব্দটি مُتَوَاتِرٌ শব্দের বহুবচন। تَوَاتُرٌ ক্রিয়ামূল হতে নির্গত। অর্থ– একের পর এক উপস্থিত হওয়া। এটা হতে কোনো কিছু অধিক হওয়ার অর্থ পাওয়া যায়। مُتَوَاتِرٌ এমন সব কাযিয়াকে বলা হয় যার সংবাদদাতা এত অধিক যে, তাদের ব্যাপারে মিথ্যা বলার উপর ঐকমত্য হওয়ার ধারণা পোষণ করা অসম্ভব। যেহেতু খবরদাতা অনেক, তাই তাদের প্রদত্ত সংবাদকে مُتَوَاتِرٌ বলা হয়।

اِخْتِلَافٌ فِيْ عَدَدِ الْمُتَوَاتِرِ : তাওয়াতুরের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন শর্তারোপ করেছেন। যেমন–

১. কেউ কেউ বলেছেন, তাদের সংখ্যা কমপক্ষে চার জন হতে হবে।	২. কেউ কেউ বলেছেন, পাঁচ জন হতে হবে।
৩. কেউ কেউ বলেছেন, সাত জন হতে হবে।	৪. কেউ কেউ বলেছেন, দশ জন হতে হবে।
৫. কেউ কেউ বলেছেন, বিশ জন হতে হবে।	৬. কেউ কেউ বলেছেন, চল্লিশ জন হতে হবে।
৭. কেউ কেউ বলেছেন, পঞ্চাশ জন হতে হবে।	৮. কেউ কেউ বলেছেন, সত্তর জন হতে হবে।
৯. কেউ কেউ বলেছেন, একশত জন হতে হবে।	

قَوْلُهُ زَعَمَ قَوْمٌ الخ -এর আলোচনা : এক সম্প্রদায়ের ধারণা দ্বারা مُعْتَزِلَةٌ সম্প্রদায় আর اَشَاعِرَةٌ -দের অধিকাংশ উদ্দেশ্য। প্রকাশ থাকে যে, কিয়াসে বুরহানীতে নকলী মুকাদ্দামা প্রযোজ্য নয়। এ ধারণা সঠিক নয়, এ কথাই গ্রন্থকার وَاِنَّ هٰذَا الظَّنَّ اِثْمٌ দ্বারা উল্লেখ করেছেন। কেননা, নকলী দলিলের সাথে যখন অন্যান্য নিদর্শন সংযোজিত হয়, তখন এটি দ্বারা দৃঢ় বিশ্বাস লাভ হতে পারে। সকলের মধ্যে ভুলত্রুটি হতে পারে। শুধু এ সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে তা বাদ করে দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, যদি এ কথা বলা হয় যে, বিবেকের অনুমোদন ছাড়া নিছক বর্ণনা দ্বারা দৃঢ় আস্থা লাভ হবে না, তবে এ কথা স্বীকার্য।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : اَلْبُرْهَانُ قِسْمَانِ لِمِّيٌّ وَاِنِّيٌّ اَمَّا اللِّمِّيُّ فَهُوَ الَّذِى يَكُوْنُ الْاَوْسَطُ فِيْهِ عِلَّةً لِثُبُوْتِ الْاَكْبَرِ لِلْاَصْغَرِ فِى الْوَاقِعِ كَمَا اَنَّهُ وَاسِطَةٌ فِى الْحُكْمِ يُسَمّٰى بِهٖ لِاِفَادَتِهِ اللِّمِّيَّةَ وَالْعِلِّيَّةَ وَاَمَّا الْاِنِّيُّ فَهُوَ الَّذِى يَكُوْنُ الْاَوْسَطُ فِيْهِ عِلَّةً لِلْحُكْمِ فِى الذِّهْنِ فَقَطْ وَلَمْ يَكُنْ عِلَّةً فِى الْوَاقِعِ بَلْ قَدْ يَكُوْنُ مَعْلُوْلًا لَهٗ مِثَالُ اللِّمِّيِّ قَوْلُكَ زَيْدٌ مَحْمُوْمٌ لِاَنَّهٗ مُتَعَفِّنُ الْاَخْلَاطِ وَكُلُّ مُتَعَفِّنِ الْاَخْلَاطِ مَحْمُوْمٌ فَزَيْدٌ مَحْمُوْمٌ فَكَمَا اَنَّ فِىْ هٰذَا الْقِيَاسِ الْاَوْسَطُ عِلَّةٌ لِثُبُوْتِ الْحُمّٰى لِزَيْدٍ فِىْ ذِهْنِكَ كَذٰلِكَ هُوَ عِلَّةٌ لِوُجُوْدِ الْحُمّٰى فِى الْوَاقِعِ وَمِثَالُ الْاِنِّيِّ قَوْلُكَ زَيْدٌ مُتَعَفِّنُ الْاَخْلَاطِ لِاَنَّهٗ مَحْمُوْمٌ وَكُلُّ مَحْمُوْمٍ مُتَعَفِّنُ الْاَخْلَاطِ فَزَيْدٌ مُتَعَفِّنُ الْاَخْلَاطِ فَوُجُوْدُ الْحُمّٰى عِلَّةٌ لِثُبُوْتِ كَوْنِهٖ مُتَعَفِّنُ الْاَخْلَاطِ فِىْ ذِهْنِكَ وَلَيْسَ عِلَّةً فِىْ نَفْسِ الْاَمْرِ بَلْ عَسٰى اَنْ يَكُوْنَ الْاَمْرُ فِى الْوَاقِعِ بِالْعَكْسِ -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : বুরহান দু' প্রকার- لِمِّى ও اِنِّى। لِمِّى ঐ বুরহান, যাতে حَدِّ اَوْسَط বাস্তবে আসগরের জন্য اَكْبَر সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হয়, যেমনিভাবে তা হুকুমের ক্ষেত্রেও মাধ্যম। যেহেতু এটি কারণ বর্ণনা করে, তাই একে উক্ত নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর اِنِّى ঐ বুরহান, যাতে حَدِّ اَوْسَط কেবল কল্পনায় হুকুমের কারণ হয়, বাস্তবে কারণ হয় না ; বরং কখনও তার মা'লূলও হয়। লিম্মীর উদাহরণ তোমার উক্তি- زَيْدٌ مَحْمُوْمٌ (যায়েদ জ্বরে আক্রান্ত)। কেননা তার মিশ্র পদার্থ চতুষ্টয় দূষিত হয়ে গেছে। আর প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যার মিশ্র পদার্থ চতুষ্টয় দূষিত হয়ে গেছে, সে জ্বরে আক্রান্ত। অতএব যায়েদ জ্বরে আক্রান্ত। সুতরাং যেমনিভাবে حَدِّ اَوْسَط তোমার কল্পনায় যায়েদের জন্য জ্বর সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ইল্লত (কারণ), তদ্রূপ বাস্তবেও তা জ্বর সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ইল্লত (কারণ)। ইন্নীর উদাহরণ, তোমার উক্তি- زَيْدٌ مُتَعَفِّنُ الْاَخْلَاطِ (যায়েদের মিশ্র পদার্থ চতুষ্টয় দূষিত)। কেননা, সে জ্বরে আক্রান্ত। আর প্রত্যেক জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির মিশ্র পদার্থ চতুষ্টয় দূষিত। অতএব, যায়েদের মিশ্র পদার্থ চতুষ্টয় দূষিত। সুতরাং যায়েদ مُتَعَفِّنُ الْاَخْلَاطِ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য জ্বর বিদ্যমান থাকা ইল্লত (কারণ) তোমার কল্পনায়, বাস্তবে নয়। বরং বাস্তবে এর বিপরীতও হতে পারে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْبُرْهَانُ বুরহান (দলিল) قِسْمَانِ দু'প্রকার لِمِّيٌّ وَاِنِّيٌّ লিম্মী ও ইন্নী اَمَّا اللِّمِّيُّ লিম্মী فَهُوَ ঐ বুরহান الَّذِى يَكُوْنُ الْاَوْسَطُ فِيْهِ যাতে حَدِّ اَوْسَط হয় عِلَّةً কারণ لِثُبُوْتِ الْاَكْبَرِ আকবর সাব্যস্ত হওয়ার لِلْاَصْغَرِ আসগরের জন্য فِى الْوَاقِعِ বাস্তবে كَمَا اَنَّهٗ যেমনিভাবে তা وَاسِطَةٌ মাধ্যম فِى الْحُكْمِ হুকুমের ক্ষেত্রেও يُسَمّٰى بِهٖ একে উক্ত নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে لِاِفَادَتِهِ اللِّمِّيَّةَ وَالْعِلِّيَّةَ যেহেতু এটি কারণ বর্ণনা করে وَاَمَّا الْاِنِّيُّ আর ইন্নী فَهُوَ الَّذِى ঐ বুরহান يَكُوْنُ الْاَوْسَطُ فِيْهِ যাতে حَدِّ اَوْسَط হয় عِلَّةً لِلْحُكْمِ হুকুমের কারণ فِى الذِّهْنِ فَقَطْ কেবল কল্পনায় وَلَمْ يَكُنْ عِلَّةً কারণ হয় না فِى الْوَاقِعِ বাস্তবে بَلْ قَدْ يَكُوْنُ

www.eelm.weebly.com

বরং কখনো হয় مَعْلُولًا لَهُ তার মা'লূলও مِثَالُ اللِّمِّيِّ বুরহানে লিম্মীর উদাহরণ قَوْلُكَ তোমার উক্তি زَيْدٌ مَحْمُومٌ যায়েদ জ্বরে আক্রান্ত لِأَنَّهُ কেননা, তার مُتَعَفِّنُ দূষিত হয়ে গেছে الْأَخْلَاطِ মিশ্র পদার্থ চতুষ্টয় وَكُلُّ مُتَعَفِّنٍ আর প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যার দূষিত হয়ে গেছে أَنَّ فِي الْأَخْلَاطِ মিশ্র পদার্থ চতুষ্টয় مَحْمُومٌ সে জ্বরে আক্রান্ত فَزَيْدٌ مَحْمُومٌ অতএব, যায়েদ জ্বরে আক্রান্ত فَكَمَا সুতরাং যেমনিভাবে فِي هٰذَا الْقِيَاسِ এ কিয়াসে الْأَوْسَطُ হদ্দে আওসাত عِلَّةٌ ইল্লত (কারণ) لِثُبُوْتِ الْحُمّٰى لِزَيْدٍ যায়েদের জন্য জ্বর সাব্যস্ত হওয়ার জন্য فِي ذِهْنِكَ তোমার কল্পনায় كَذٰلِكَ তদ্রূপ هُوَ عِلَّةٌ তা ইল্লত (কারণ) لِوُجُوْدِ الْحُمّٰى জ্বর সাব্যস্ত হওয়ার জন্য فِي الْوَاقِعِ বাস্তবেও وَمِثَالُ الْإِنِّيِّ বুরহানে ইন্নীর উদাহরণ قَوْلُكَ তোমার উক্তি زَيْدٌ যায়েদ مُتَعَفِّنُ الْأَخْلَاطِ তার মিশ্র পদার্থ চতুষ্টয় দূষিত لِأَنَّهُ مَحْمُومٌ কেননা, সে জ্বরে আক্রান্ত وَكُلُّ مَحْمُومٍ আর প্রত্যেক জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির مُتَعَفِّنُ الْأَخْلَاطِ মিশ্র পদার্থ চতুষ্টয় দূষিত فَزَيْدٌ অতএব যায়েদের مُتَعَفِّنُ الْأَخْلَاطِ মিশ্র পদার্থ চতুষ্টয় দূষিত فَوُجُوْدُ الْحُمّٰى সুতরাং জ্বর বিদ্যমান থাকা عِلَّةٌ ইল্লত (কারণ) لِثُبُوْتِ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য كَوْنِهِ مُتَعَفِّنُ الْأَخْلَاطِ যায়েদের মিশ্র পদার্থ চতুষ্টয় দূষিত فِي ذِهْنِكَ তোমার কল্পনায় وَلَيْسَ عِلَّةً তা ইল্লত (কারণ) নয় فِي نَفْسِ الْأَمْرِ বাস্তবে بَلْ বরং عَسٰى হতে পারে أَنْ يَكُوْنَ الْأَمْرُ বিষয়টি فِي الْوَاقِعِ বাস্তবে بِالْعَكْسِ এর বিপরীতও।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَمَّا اللِّمِّيُّ الخ - এর আলোচনা : قِيَاس بُرْهَانِيْ-এর প্রকারদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটি হলো لِمِّيْ . لِمِّيْ ঐ বুরহানকে বলা হয়, যাতে হদ্দে আওসাত আস্গারের জন্য আকবার সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হয়; বাস্তব ও কল্পনা উভয় ক্ষেত্রেই। যেমন– বলা হলো زَيْدٌ مُتَعَفِّنُ الْأَخْلَاطِ وَكُلُّ مُتَعَفِّنِ الْأَخْلَاطِ مَحْمُومٌ এর নাতীজা হবে فَزَيْدٌ مَحْمُومٌ (যায়েদ জ্বরে আক্রান্ত)। উক্ত কিয়াসে বুরহানীতে مُتَعَفِّنُ الْأَخْلَاطِ শব্দটি হদ্দে আওসাত, যা যায়েদ জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার কারণ কল্পনা ও বাস্তব উভয় ক্ষেত্রেই। আর একে لِمِّيْ নামে আখ্যায়িত করার কারণ হলো, এটি দ্বারা হুকুমের ইল্লত (কারণ) বর্ণনা করা হয়।

قَوْلُهُ وَأَمَّا الْإِنِّيُّ الخ –এর আলোচনা : قِيَاس بُرْهَانِيْ -এর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে– إِنِّيْ। এটি ঐ বুরহানকে বলা হয়, যাতে হদ্দে আওসাত আসগারের জন্য আকবার সাব্যস্ত হওয়ার কারণ প্রমাণিত হয় কেবল কল্পনায়, বাস্তবে নয়। যেমন– উক্ত কিয়াসকে পরিবর্তন করে বলা হলো – زَيْدٌ مَحْمُومٌ وَكُلُّ مَحْمُومٍ مُتَعَفِّنُ الْأَخْلَاطِ (যায়েদ জ্বরে আক্রান্ত, আর প্রত্যেক জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির মিশ্র পদার্থ চতুষ্টয় দূষিত)। এটি কিয়াসে বুরহানী। এর নাতীজা হবে, فَزَيْدٌ مُتَعَفِّنُ الْأَخْلَاطِ (অতএব যায়েদের মিশ্র পদার্থ চতুষ্টয় দূষিত)। উক্ত কিয়াসে مَحْمُومٌ শব্দটি হদ্দে আওসাত। এটি যায়েদ مُتَعَفِّنُ الْأَخْلَاطِ হওয়ার ইল্লত কেবল কল্পনায়, বাস্তবে নয়। কেননা, বাস্তবে এর কারণ অন্য কিছুও হতে পারে। একে إِنِّيْ নামে আখ্যায়িত করার কারণ এই যে, إِنِّيَّةٌ অর্থাৎ নিজের কল্পনায় হদ্দে আওসাত হুকুমের ইল্লত বলে প্রমাণিত; বাস্তবে নয়।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : اَلْقِيَاسُ الْجَدَلِيُّ قِيَاسٌ مُرَكَّبٌ مِنْ مُقَدَّمَاتٍ مَشْهُوْرَةٍ اَوْ مُسَلَّمَةٍ عِنْدَ الْخَصْمِ صَادِقَةً كَانَتْ اَوْ كَاذِبَةً وَالْاَوَّلُ مَا تُطَابِقُ فِيْهِ اٰرَاءُ قَوْمٍ اِمَّا لِمَصْلِحَةٍ عَامَّةٍ نَحْوُ اَلْعَدْلُ حَسَنٌ وَالظُّلْمُ قَبِيْحٌ وَقَطْعُ السَّارِقِ وَاجِبٌ اَوْ لِرِقَّةٍ قَلْبِيَّةٍ كَقَوْلِ اَهْلِ الْهِنْدِ ذَبْحُ الْحَيَوَانِ مَذْمُوْمٌ اَوْ اِنْفِعَالَاتٍ خَلْقِيَّةٍ اَوْ مِزَاجِيَّةٍ فَاِنَّ لِلْاَمْزِجَةِ وَالْعَادَاتِ دَخْلًا عَظِيْمًا فِى الْاِعْتِقَادَاتِ فَاَصْحَابُ الْاَمْزِجَةِ الشَّدِيْدَةِ يَرَوْنَ الْاِنْتِقَامَ مِنْ اَهْلِ الشَّرَارَةِ حَسَنًا وَاَصْحَابُ الْاَمْزِجَةِ اللَّيِّنِيَّةِ يَرَوْنَ الْعَفْوَ خَيْرًا وَلِذٰلِكَ تَرَى النَّاسَ مُخْتَلِفِيْنَ فِى الْعَادَاتِ وَالرُّسُوْمِ وَلِكُلِّ قَوْمٍ مَشْهُوْرَاتٌ خَاصَّةٌ بِهِمْ وَكَذٰلِكَ لِكُلِّ صَنَاعَةٍ فَمِنْ مَشْهُوْرَاتِ النَّحْوِيِّيْنَ اَلْفَاعِلُ مَرْفُوْعٌ وَالْمَفْعُوْلُ مَنْصُوْبٌ وَالْمُضَافُ اِلَيْهِ مَجْرُوْرٌ وَمِنْ مَشْهُوْرَاتِ الْاُصُوْلِيِّيْنَ وَالْاَمْرُ لِلْوُجُوْبِ - وَالثَّانِىْ مَا يُؤَلَّفُ مِنَ الْمُسَلَّمَاتِ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمِيْنِ وَلِلْمَشْهُوْرَاتِ شِبْهٌ بِالْاَوَّلِيَّاتِ وَتَجْرِيْدُ الذِّهْنِ وَتَدْقِيْقُ النَّظَرِ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَالْغَرْضُ مِنْ صَنَاعَةِ الْجَدَلِ اِلْزَامُ الْخَصْمِ وَحِفْظُ الرَّأْىِ -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : قِيَاس جَدَلِى এমন একটি কিয়াস যা প্রসিদ্ধ অথবা প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছেও গ্রহণযোগ্য কতগুলো মুকাদ্দামা দ্বারা গঠিত। চাই ঐগুলো সত্য হোক অথবা মিথ্যা হোক। আর প্রথমটি তা যাতে কোনো এক সম্প্রদায় ঐকমত্য পোষণ করে। হয়তো বা সেগুলো আম বা সর্বসাধারণের কল্যাণের স্বার্থে হবে। যেমন- عَدْل বা ন্যায়পরায়ণতা উত্তম, জুলুম করা মন্দ ও চোরকে হত্যা করা অপরিহার্য। অথবা দয়ার্দ্র মনোভাবের দরুন হবে। যেমন- হিন্দুস্তানীদের উক্তি 'জীব হত্যা মহাপাপ'। অথবা চরিত্রগত প্রভাবের কারণে, কিংবা স্বভাবগত প্রভাবের কারণে হোক। কেননা, আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্বভাব ও অভ্যাসের বড় রকমের দখল বা প্রভাব রয়েছে। কঠোর স্বভাবের লোক দুষ্ট লোক ও দুষ্কৃতিকারীদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করাকে উত্তম কাজ বলে মনে করে। আর কোমল মেজাজের লোক ক্ষমা প্রদর্শনকে উত্তম কাজ বলে মনে করে। অতএব, তুমি মানুষকে অভ্যাস ও প্রথার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের দেখতে পাবে। আর প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য তাদের বিশেষ বিশেষ প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে। অনুরূপভাবে প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রেও রয়েছে। অতএব, নাহুবিদদের খ্যাতি সম্পন্ন উক্তি হলো- اَلْفَاعِلُ مَرْفُوْعٌ (প্রত্যেক ফায়েল রফা'যুক্ত), اَلْمَفْعُوْلُ مَنْصُوْبٌ (প্রত্যেক মাফউল নসবযুক্ত) এবং وَالْمُضَافُ اِلَيْهِ مَجْرُوْرٌ (মুযাফ ইলাইহ যেরযুক্ত) ইত্যাদি। আর উসূলীদের খ্যাতিসম্পন্ন বাক্য اَلْاَمْرُ لِلْوُجُوْبِ (আমর উজূবের জন্য)। আর দ্বিতীয়টি ঐ কিয়াস যা প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে গ্রহণযোগ্য এমন মুকাদ্দামাসমূহ দ্বারা গঠিত। اَوَّلِيَاتُ -এর সাথে মাশহুরাত কিছুটা সাদৃশ্য, তবে সুস্পষ্টভাবে বিবেক খাটালে এবং গভীর চিন্তা করলে উভয়টির মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। আর صَنَاعَةُ الْجَدَلِ দ্বারা উদ্দেশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে অভিযুক্ত করা এবং স্বীয় অভিমতকে হেফাজত করা।

www.eelm.weebly.com

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْقِيَاسُ الْجَدَلِيُّ কিয়াসে জাদালী (বিতর্কমূলক কিয়াস) قِيَاسٌ এমন একটি কিয়াস مُرَكَّبٌ যা গঠিত مِنْ مُقَدَّمَاتٍ مَشْهُوْرَةٍ প্রসিদ্ধ কতগুলো মুকাদ্দামা দ্বারা اَوْ مُسَلَّمَةٍ অথবা গ্রহণযোগ্য (মুকাদ্দামা দ্বারা) عِنْدَ الْخَصْمِ প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছেও চাই ঐগুলো সত্য হোক صَادِقَةً كَانَتْ অথবা মিথ্যা হোক اَوْ كَاذِبَةً আর প্রথমটি তা وَالْاَوَّلُ مَا যাতে تُطَابِقُ فِيْهِ ঐকমত্য পোষণ করে اٰرَاءُ قَوْمٍ কোনো এক সম্প্রদায়, اِمَّا لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ হয়তো বা সেগুলো আম বা সর্বসাধারণের কল্যাণের স্বার্থে وَاجِبٌ হবে نَحْوُ যেমন- اَلْعَدْلُ ন্যায়পরায়ণতা حَسَنٌ উত্তম وَالظُّلْمُ قَبِيْحٌ জুলুম করা মন্দ وَقَتْلُ السَّارِقِ ও চোরকে হত্যা করা অপরিহার্য اَوْ لِرِقَّةٍ قَلْبِيَّةٍ অথবা দয়ার্দ্র মনোভাবের দরুন হবে كَقَوْلِ اَهْلِ الْهِنْدِ যেমন- হিন্দুস্তানীদের উক্তি ذَبْحُ الْحَيْوَانِ জীব হত্যা فَاِنَّ قَبِيْحٌ মহাপাপ اَوْ اِنْفِعَالَاتٍ خُلُقِيَّةٍ অথবা চরিত্রগত প্রভাবের কারণে হোক اَوْ مِزَاجِيَّةٍ কিংবা স্বভাবগত প্রভাবের কারণে হোক لِلْاَمْزِجَةِ কেননা, স্বভাবের وَالْعَادَاتِ ও অভ্যাসের دَخْلًا عَظِيْمًا বড় রকমের দখল বা প্রভাব রয়েছে فِى الْاِعْتِقَادَاتِ আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে فَاَصْحَابُ الْاَمْزِجَةِ الشَّدِيْدَةِ কেননা, কঠিন স্বভাবের লোক يَرَوْنَ মনে করে اَلْاِنْتِقَامَ প্রতিশোধ গ্রহণ করাকে مِنْ اَهْلِ الشَّرَارَةِ দুষ্কৃতিকারীদের নিকট হতে حَسَنًا উত্তম কাজ বলে وَاَصْحَابُ الْاَمْزِجَةِ اللَّيِّنِيَّةِ আর কোমল মেজাজের লোক يَرَوْنَ মনে করে اَلْعَفْوَ ক্ষমা প্রদর্শনকে خَيْرًا উত্তম কাজ বলে وَلِذٰلِكَ এ কারণেই تَرٰى তুমি দেখতে পাবে النَّاسَ মানুষকে مُخْتَلِفِيْنَ বিভিন্ন ধরনের فِى الْعَادَاتِ অভ্যাসের ক্ষেত্রে وَالرُّسُوْمِ ও প্রথার ক্ষেত্রে وَلِكُلِّ قَوْمٍ আর প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য مَشْهُوْرَاتٌ প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে خَاصَّةٌ بِهِمْ তাদের বিশেষ বিশেষ وَكَذٰلِكَ অনুরূপভাবে لِكُلِّ صَنَاعَةٍ প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রেও রয়েছে فَمِنْ مَشْهُوْرَاتِ النَّحْوِيِّيْنَ অতএব, নাহুবিদদের খ্যাতিসম্পন্ন উক্তি হলো اَلْفَاعِلُ مَرْفُوْعٌ প্রত্যেক ফায়েল রফাযুক্ত وَالْمَفْعُوْلُ مَنْصُوْبٌ আর প্রত্যেক মাফউল নসবযুক্ত وَالْمُضَافُ اِلَيْهِ مَجْرُوْرٌ ও প্রত্যেক মুযাফ ইলাইহ যেরযুক্ত ইত্যাদি وَمِنْ مَشْهُوْرَاتِ الْاُصُوْلِيِّيْنَ আর উসূলীদের খ্যাতিসম্পন্ন বাক্য اَلْاَمْرُ لِلْوُجُوْبِ আমর উজুবের জন্য। وَالثَّانِىْ আর দ্বিতীয়টি مَا يُؤَلَّفُ ঐ কিয়াস যা গঠিত مِنَ الْمُسَلَّمَاتِ গ্রহণযোগ্য এমন মুকাদ্দামাসমূহ দ্বারা بَيْنَ الْمُتَخَاصِمَيْنِ প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে - وَلِلْمَشْهُوْرَاتِ شِبْهٌ بِالْاَوَّلِيَّاتِ - اَوَّلِيَّاتٌ-এর সাথে মাশহুরাত কিছুটা সাদৃশ্য تَجْرِيْدُ الذِّهْنِ তবে সুষ্টভাবে বিবেক খাটালে وَتَدْقِيْقُ النَّظَرِ এবং গভীর চিন্তা করলে يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا উভয়টির মধ্যে পার্থক্য করতে পারে وَالْغَرْضُ আর উদ্দেশ্য مِنْ صَنَاعَةِ الْجَدَلِ - صَنَاعَةُ الْجَدَلِيِّ দ্বারা اِلْزَامُ الْخَصْمِ প্রতিদ্বন্দ্বীকে অভিযুক্ত করা وَحِفْظُ الرَّاْيِ এবং স্বীয় অভিমতকে হেফাজত করা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْقِيَاسُ الْجَدَلِيُّ الخ -এর আলোচনা : মুসান্নিফ (র.) এখানে قِيَاسٌ جَدَلِيٌّ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সুতরাং কিয়াসে জদলী এমন এক প্রকার কিয়াস যা এমন কতগুলো কাযিয়া দ্বারা গঠিত হয় ; যে সকল কাযিয়া কোনো সমাজ বা কোনো জাতির কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, কিংবা এমন কতগুলো কাযিয়া দ্বারা গঠিত যে কাযিয়াগুলো প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছেও গ্রহণীয়। قِيَاس جَدَلِيٌّ -এর কাযিয়াসমূহ সত্য হওয়া জরুরি নয়। কাযিয়াসমূহ সত্য হোক কিংবা মিথ্যা হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। তবে খ্যাতিসম্পন্ন হওয়া বা প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে গ্রহণীয় হওয়া শর্ত। যেহেতু উক্ত কিয়াস جَدَلٌ তথা বিতর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তাই একে قِيَاس جَدَلِيٌّ বলা হয়।

قَوْلُهُ مَشْهُوْرَاتٌ -এর আলোচনা : কাযিয়াসমূহ বিভিন্ন কারণে সমাজে বা সম্প্রদায়ের নিকট প্রসিদ্ধ। যেমন- ইনসাফ করা উত্তম। ইনসাফ বজায় থাকা মানুষের সাধারণ প্রয়োজনের তাগিদে প্রসিদ্ধ। তদ্রূপ জুলুম করা অন্যায়। আর হিন্দুস্তানীদের নিকট প্রসিদ্ধ হলো প্রাণী হত্যা মহাপাপ। আবার কোনো এলাকার লোকদের মতে ফাসাদীর প্রতিশোধ নেওয়া উত্তম কাজ। কারণ, তাদের মে'জাজ ও স্বভাব কঠোর। আবার কোনো এলাকার লোকদের কাছে অন্যায়কারীদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া উত্তম কাজ। কারণ, তাদের স্বভাব ও মে'জাজ নরম ও কোমল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে খ্যাতিসম্পন্ন বাক্যসমূহকে অনেকে اَوَّلِيَّاتٌ (প্রাথমিক অনন্তর) বলে ধারণা করে। অথচ দু'টি এক নয়। যখন নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠ মস্তিষ্কে চিন্তা করবে, তখন বুঝবে উভয়টির মধ্যে বেশ পার্থক্য বিদ্যমান। মাশহুরাত সত্য হওয়া শর্ত নয়। সত্যও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে। কিন্তু اَوَّلِيَّاتٌ (প্রাথমিক অনন্তর বাক্যসমূহ) সত্য হওয়া শর্ত। এদের দ্বারা দৃঢ় বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। আর মাশহুরাত দ্বারা দৃঢ় বিশ্বাসের সৃষ্টি হয় না । মু'তাযিলা সম্প্রদায় মাশহুরাত বাক্যকে বদীহী মনে করে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : اَلْقِيَاسُ الْخِطَابِىْ قِيَاسٌ مُفِيْدٌ لِلظَّنِّ وَمُقَدَّمَاتُهُ مَقْبُوْلَاتٌ مَاخُوْذَاتٌ مِمَّنْ يُحْسِنُ الظَّنُّ فِيْهِمْ كَالْاَوْلِيَاءِ وَالْحُكَمَاءِ وَاَمَّا الْمَاخُوْذَاتُ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ وَعَلٰى نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ فَلَيْسَتْ مِنَ الْخِطَابَةِ لِاَنَّهَا اَخْبَارَاتٌ صَادِقَةٌ مِنْ مُخْبِرٍ صَادِقٍ دَلَّ عَلٰى صِدْقِهِ الْمُعْجِزَةِ وَلَا مَجَالَ لِلْوَهْمِ فِيْهَا حَتّٰى يَتَطَرَّقَ اِلَيْهِ الْخَطَأُ وَالْخَلَلُ فَالْقِيَاسُ الْمُرَكَّبُ مِنْهَا بُرْهَانِىٌّ قَطْعِىٌّ الْمُقَدَّمَاتِ اَوْ مَظْنُوْنَاتٌ يُحْكَمُ فِيْهَا بِسَبَبِ الرُّجْحَانِ وَ يَنْدَرِجُ فِيْهَا الْحَدَسِيَّاتُ وَالتَّجْرُبِيَّاتُ وَالْمُتَوَاتِرَاتُ الَّتِىْ لَمْ تَبْلُغْ اِلٰى حَدِّ الْجَزْمِ شُعُوْرِ الْعِلَّةِ اَوْ عَدَمِ بُلُوْغِ عَدَدِ بِسَبَبِ عَدَمِ الْمُخْبِرِيْنَ اِلٰى مَبْلَغِ التَّوَاتُرِ وَ لِهٰذِهِ الصَّنَاعَةِ مَنْفَعَةٌ عَظِيْمَةٌ فِىْ تَنْظِيْمِ اُمُوْرِ الْمَعَاشِ وَتَنْسِيْقِ اَحْكَامِ الْمَعَادِ اِمَّا بِاسْتِعْمَالِهَا اَوْ بِالْاِحْتِرَازِ عَنْهَا وَلِذٰلِكَ كِبَارُ الْحُكَمَاءِ يَسْتَعْمِلُوْنَ تِلْكَ الصَّنَاعَةَ كَثِيْرًا وَيَعِظُوْنَ بِالْكَلَامِ الْخِطَابِىْ جَمًّا غَفِيْرًا وَلَابُدَّ اَنْ تَكُوْنَ الْمُقَدَّمَاتُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِيْهَا مُقْنِعَةً لِلسَّامِعِيْنَ مُفِيْدَةً لِلْوَاعِظِيْنَ ـ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : قِيَاس خِطَابِىْ এমন কিয়াস যা দ্বারা ظَنّ غَالِبْ (প্রবল ধারণা) লাভ হয়। এর মুকাদ্দামাসমূহ গ্রহণীয় : যেগুলো এমন ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে গ্রহণ করা হয়েছে, যাদের সম্পর্কে ভালো ধারণা রয়েছে। যেমন– আওলিয়া ও দার্শনিকগণ। আম্বিয়াগণের (আ.) নিকট হতে যে সমস্ত বিষয় নেওয়া হয়েছে, সেগুলো খিতাবিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, এগুলো সত্য খবর যা সত্য সংবাদদাতার পক্ষ হতে এসেছে। মু'জিযা তার সত্যতার প্রমাণ ; তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। অতএব, কোনো ভুল-ত্রুটিরও কোনো সম্ভাবনা নেই। অতএব, এগুলোর সমন্বয়ে গঠিত কিয়াসের মুকাদ্দামাসমূহ হবে অকাট্য। অথবা এমন মুকাদ্দামা হবে, যেগুলো সন্দেহযুক্ত, যেগুলোর মধ্যেও প্রবল ধারণার প্রেক্ষিতে হুকুম আরোপ করা হয়। হাদাসিয়্যাত, তাজরিবিয়্যাত ও ঐ সমস্ত মুতাওয়াতিরাত যেগুলো কারণ না জানার দরুন অথবা সংবাদদাতাদের সংখ্যা তাওয়াতুরের সীমা পর্যন্ত না পৌঁছার দরুন দৃঢ়তার সীমায় গিয়ে উন্নীত হয়নি, এ সবগুলোই তার অন্তর্ভুক্ত। জাগতিক বিষয় ও পারলৌকিক আহকামের নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে উক্ত বিষয়ে বিরাট উপকারিতা রয়েছে। চাই তা প্রয়োগ করে হোক অথবা পরিত্যাগ করে হোক। বড় বড় চিন্তাবিদগণ উক্ত صَنَاعَة (বিধি) অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন এবং বহু লোককে খিতাবী ভাষায় নসিহত করতেন। আর তাতে ব্যবহৃত মুকাদ্দামাগুলো এমন হওয়া চাই যা শ্রোতাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে এবং বক্তাগণও উপকৃত হতে পারে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْقِيَاسُ الْخِطَابِىْ কিয়াসে খিতাবী قِيَاسٌ এমন কিয়াস مُفِيْدٌ لِلظَّنِّ যা দ্বারা প্রবল ধারণা লাভ হয় وَمُقَدَّمَاتُهُ এর মুকাদ্দামাসমূহ مَقْبُوْلَاتٌ গ্রহণীয় مَاخُوْذَاتٌ যেগুলো গ্রহণ করা হয়েছে مِمَّنْ এমন ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে يُحْسِنُ الظَّنُّ فِيْهِمْ যাদের সম্পর্কে ভালো ধারণা রয়েছে كَالْاَوْلِيَاءِ যেমন– আওলিয়া وَالْحُكَمَاءِ ও দার্শনিকগণ وَاَمَّا الْمَاخُوْذَاتُ

www.eelm.weebly.com

... যে সমস্ত বিষয় নেওয়া হয়েছে مِنَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ وَعَلٰى نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ আম্বিয়া (আ.)-এর নিকট হতে সেগুলো নয় مِنَ الْخِطَابَةِ কিয়াসে খিতাবীর অন্তর্ভুক্ত لِاَنَّهَا কেননা, এগুলো اَخْبَارٌ صَادِقَةٌ সত্য খবর مِنْ مُخْبِرٍ صَادِقٍ যা সত্য সংবাদদাতার পক্ষ হতে এসেছে دَلَّ عَلٰى صِدْقِهِ তার সত্যতার প্রমাণ الْمُعْجِزَةُ মু'জিযা وَلَا مَجَالَ আর অবকাশ নেই لِلْوَهْمِ فَلَيْسَتْ তাতে কোনো সন্দেহের, حَتّٰى يَتَطَرَّقَ অতএব, কোনো সম্ভাবনা নেই اِلَيْهِ الْخَطَأُ وَالْخَلَلُ কোনো ভুল-ত্রুটিরও فَالْقِيَاسُ فِيْهَا অতএব, এগুলোর সমন্বয়ে গঠিত কিয়াস بُرْهَانِيٌّ দলিলভিত্তিক قَطْعِيُّ الْمُقَدَّمَاتِ এর মুকাদ্দামাসমূহ হবে অকাট্য اَوِ الْمُرَكَّبُ مِنْهَا অথবা এমন মুকাদ্দামাসমূহ হবে যেগুলো সন্দেহযুক্ত يُحْكَمُ فِيْهَا যেগুলোর মধ্যে হুকুম আরোপ করা হয় بِسَبَبِ الرُّجْحَانِ مَظْنُوْنَاتٌ প্রবল ধারণার প্রেক্ষিতে وَيَنْدَرِجُ فِيْهَا আর এগুলোর অন্তর্ভুক্ত اَلْحَدَسِيَّاتُ হাদাসিয়্যাত (চিন্তামূলক বিষয়াবলি) وَالتَّجْرُبِيَّاتُ তাজরিবিয়্যাত (অভিজ্ঞতামূলক কিয়াসসমূহ) وَالْمُتَوَاتِرَاتُ ও ঐ সমস্ত মুতাওয়াতিরাত اَلَّتِىْ لَمْ تَبْلُغْ যেগুলো উন্নীত হয়নি اِلٰى حَدِّ الْجَزْمِ দৃঢ়তার সীমায় গিয়ে بِسَبَبِ عَدَمِ شُعُوْرِ الْعِلَّةِ কারণ না জানার দরুন اَوْ عَدَمِ بُلُوْغِ অথবা না পৌঁছার দরুন عَدَدِ الْمُخْبِرِيْنَ সংবাদদাতাদের সংখ্যা اِلٰى مَبْلَغِ التَّوَاتُرِ তাওয়াতুরের সীমা পর্যন্ত وَلِهٰذِهِ الصِّنَاعَةِ উক্ত বিষয়ে مَنْفَعَةٌ عَظِيْمَةٌ বিরাট উপকারিতা রয়েছে فِىْ تَنْظِيْمِ اُمُوْرِ الْمَعَاشِ জাগতিক বিষয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে وَتَنْسِيْقِ اَحْكَامِ الْمَعَادِ ও পারলৌকিক আহকামের নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে اِمَّا بِاسْتِعْمَالِهَا চাই তা প্রয়োগ করে হোক اَوْ بِالْاِحْتِرَازِ عَنْهَا অথবা পরিত্যাগ করে হোক وَلِذٰلِكَ আর এ কারণে كِبَارُ الْحُكَمَاءِ বড় বড় চিন্তাবিদগণ يَسْتَعْمِلُوْنَ প্রয়োগ করতেন تِلْكَ الصِّنَاعَةَ উক্ত বিধি كَثِيْرًا অধিকাংশ ক্ষেত্রে وَيَعِظُوْنَ এবং নসিহত করতেন بِالْكَلَامِ الْخِطَابِىِّ খিতাবী ভাষায় جَمًّا غَفِيْرًا বহু লোককে وَلَابُدَّ আর হওয়া চাই اَنْ تَكُوْنَ الْمُقَدَّمَاتُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِيْهَا তাতে ব্যবহৃত মুকাদ্দামাগুলো এমন مُقْنِعَةً لِلسَّامِعِيْنَ যা শ্রোতাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে مُفِيْدَةً لِلْوَاعِظِيْنَ এবং বক্তাগণও উপকৃত হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْقِيَاسُ الْخِطَابِىُّ الخ -এর আলোচনা : মুসান্নিফ (র.) এখানে কিয়াসে খিতাবীর আলোচনা করেছেন। কিয়াসে খিতাবী ঐ কিয়াসকে বলা হয়, যা মাননীয় ব্যক্তি যেমন– আওলিয়া, আম্বিয়া ও দার্শনিকদের নিকট হতে প্রাপ্ত গ্রহণযোগ্য মুকাদ্দামা অথবা সন্দেহযুক্ত মুকাদ্দামা যেগুলো সম্পর্কে ধারণা প্রবল, এগুলো দ্বারা গঠিত। اَلْخِطَابِىُّ হলো اَلْخِطَابَةُ -এর সম্বন্ধসূচক শব্দ। আর اَلْخِطَابَةُ এমন হুজ্জত যদ্দারা নতীজার প্রতি ظَنٌّ বা ধারণা লাভ হয়। উক্ত কিয়াসের উদ্দেশ্য মানুষকে প্রবোধ দান করা, তাদের কল্যাণকর বিষয়ের প্রতি উৎসাহিত করা। যেমন– চরিত্র গঠন, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয় ইত্যাদি। যেহেতু আম্বিয়াগণের বাণীতে কোনো প্রকারের সন্দেহের অবকাশ নেই, তাই তাঁদের বাণীসমূহ কিয়াসে খিতাবীর উপাদান না হয়ে কিয়াসে বুরহানীর উপাদান হিসেবে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ مِمَّنْ يُحْسِنُ الظَّنَّ الخ -এর আলোচনা : চাই তাদের প্রতি ভালো ধারণার সৃষ্টি হোক কোনো আসমানী কারণে, যেমন– কারামাত অথবা সাধারণ মানুষের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার দরুন, যেমন– উলামা ও দার্শনিকগণ।

قَوْلُهُ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الخ -এর আলোচনা : গ্রন্থকার এখানে আম্বিয়াগণের নিকট হতে প্রাপ্ত উক্তিসমূহ এবং দার্শনিকদের নিকট হতে প্রাপ্ত উক্তিসমূহের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। আর এ পার্থক্য করা আবশ্যক। কেউ কেউ এতদুভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। এটি তাদের প্রকাশ্য ভ্রম। কেননা, আম্বিয়াগণের নিকট হতে প্রাপ্ত সংবাদসমূহ স্বভাবতার অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর দলিল তাদের সঙ্গেই রয়েছে।

قَوْلُهُ اَوْ مَظْنُوْنَاتٌ الخ -এর আলোচনা : مَظْنُوْنَاتٌ এমন কাযিয়াসমূহকে বলা হয়, যেগুলোকে বিবেক কেবল ধারণার প্রেক্ষিতে সমর্থন করে, যদিও এদের মধ্যে বিপরীত দিকটির সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলায় তাকে সন্দেহযুক্ত বিষয় বলা হয়।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : اَلْقِيَاسُ الشِّعْرِيُّ قِيَاسٌ مُؤَلَّفٌ مِنَ الْمُخَيَّلَاتِ الصَّادِقَةِ اَوِ الْكَاذِبَةِ الْمُسْتَحِيْلَةِ اَوِ الْمُمْكِنَةِ الْمُؤَثِّرَةِ فِى النَّفْسِ قَبْضًا وَبَسْطًا وَلِلنَّفْسِ مُطَاوَعَةٌ لِلتَّخْيِيْلِ كَمُطَاوَعَتِهٖ لِلتَّصْدِيْقِ بَلْ اَشَدُّ مِنْهُ وَالْغَرْضُ مِنْ هٰذِهِ الصَّنَاعَةِ اَنْ يَنْفَعِلَ النَّفْسُ بِالتَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَاشْتُرِطَ فِى الشِّعْرِ اَنْ يَكُوْنَ الْكَلَامُ جَارِيًا عَلٰى قَانُوْنِ اللُّغَةِ مُشْتَمِلًا عَلٰى اِسْتِعَارَاتٍ بَدِيْعَةٍ رَائِقَةٍ وَتَشْبِيْهَاتٍ اَنِيْقَةٍ فَائِقَةٍ بِحَيْثُ يُؤَثِّرُ فِى النَّفْسِ تَاثِيْرًا عَجِيْبًا وَيُوْرِثُ فَرحًا اَوْ يُوْجِبُ تَرْحًا وَمِنْ ثَمَّ لَايَجُوْزُ فِيْهِ اِسْتِعْمَالُ الْاَوَّلِيَاتِ الصَّادِقَةِ وَيُسْتَحْسَنُ اِسْتِعْمَالُ الْمُخَيَّلَاتِ الْكَاذِبَةِ كَمَا قَالَ الْعَارِفُ الْكَنْجَوِى مُخَاطِبًا لِوَلَدِهٖ وَفَلْذَةِ كَبِدِهٖ ـ بَيْت :

در شعـــر مپيچ و در فن او *
چوں اكذب اوست احسن او

وَكَقَوْلِ الْقَائِلِ يَصِفُ الْخَمْرَ :

لَهَا الْبَدْرُ كَأْسٌ وَهِىَ شَمْسٌ يُدِيْرُهَا *
هِلَالٌ وَكَمْ يَبْدُوْ اِذَا مَزَجَتْ نَجْمُ

وَقَالَ الشَّاعِرُ شِعْر :

لَاتَعْجَبُوْا مِنْ بَلْيِ غَلَالَتِهٖ *
قَدْ زُرَّ اَزْرَارُهٗ عَلَى الْقَمَرِ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : قِيَاس شِعْرِىْ (কাব্যিক কিয়াস) এমন কিয়াস যা এমন কাল্পনিক মুকাদ্দামাসমূহ দ্বারা গঠিত যেগুলো অন্তরে সংকোচন অথবা প্রফুল্লতার প্রভাব বিস্তার করে, চাই সেগুলো সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, সম্ভব হোক বা অসম্ভব হোক। আর অন্তর যেমনিভাবে তাসদীকের বশীভূত হয়, তদ্রূপ কল্পনারও বশীভূত হয়; বরং তার চেয়েও বেশি। উক্ত বিষয়ের উদ্দেশ্য হলো– অন্তরে উৎসাহ প্রদান ও ভীতিপ্রদর্শনে প্রভাবান্বিত হওয়া। কবিতার ব্যাপারে শর্ত হলো, এটি যেন ব্যাকরণ বিধির মোতাবেক হয়, বিরল ও চমৎকার রূপক এবং সুন্দর ও উন্নত উপমা সম্বলিত হয়, যেন অন্তরে বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করে এবং আনন্দ জাগায় অথবা বিষাদ সৃষ্টি করে। তাই এতে সত্য اَوَّلِيَاتْ প্রয়োগ করা বৈধ নয়; বরং মিথ্যা ও কাল্পনিক বিষয়সমূহ ব্যবহার করা পছন্দীয়। যেমন– আরেফ গাঞ্জবী আপন পুত্র ও কলিজার টুকরাকে সম্বোধন করে বলেছেন–

কাব্যকলায় নিজেকে আবদ্ধ করো না। কেননা, কবিতার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম তাই, যা সবচেয়ে মিথ্যা।

আর যেমন কোনো উক্তিকারীর উক্তি যিনি শরাবের গুণকীর্তন বর্ণনা করেছেন– তার (শরাব) পেয়ালা পূর্ণিমার চাঁদ, আর তা সূর্য। তাকে প্রদক্ষিণ করছে নব চাঁদ। তা যখন পানির সাথে মিশ্রিত হয়, তখন কত তারকা-ই না প্রকাশ পায়।

আরও এক কবি বলেছেন– 'তোমরা প্রেমিকার গেঞ্জি ছিঁড়ে যাওয়াতে বিস্ময়বোধ করো না। কেননা, তার বোতামসমূহ চন্দ্রের সাথে গেঁথে দেওয়া হয়েছে।'

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْقِيَاسُ الشِّعْرِيُّ কিয়াসে শে'রী (কাব্যিক কিয়াস) قِيَاسٌ এমন কিয়াস مُؤَلَّفٌ যা গঠিত مِنَ الْمُخَيَّلَاتِ এমন কাল্পনিক মুকাদ্দামাসমূহ দ্বারা الصَّادِقَةِ চাই সেগুলো সত্য হোক اَوِ الْكَاذِبَةِ বা মিথ্যা হোক الْمُسْتَحِيْلَةِ অসম্ভব হোক اَوِ الْمُمْكِنَةِ বা সম্ভব হোক الْمُؤَثِّرَةِ فِى النَّفْسِ যেগুলো অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে قَبْضًا وَبَسْطًا সংকোচন অথবা প্রফুল্লতার وَلِلنَّفْسِ আর অন্তর مُطَاوَعَةٌ لِلتَّخْيِيْلِ কল্পনারও বশীভূত হয় كَمُطَاوَعَتِهٖ যেমনিভাবে বশীভূত হয় لِلتَّصْدِيْقِ তাসদীকের بَلْ اَشَدُّ مِنْهُ বরং তার চেয়েও বেশি وَالْغَرْضُ উদ্দেশ্য হলো مِنْ هٰذِهِ الصَّنَاعَةِ উক্ত বিষয়ের اَنْ يَنْفَعِلَ النَّفْسُ অন্তর প্রভাবান্বিত হওয়া بِالتَّرْهِيْبِ ভীতি প্রদর্শনে وَالتَّرْغِيْبِ ও উৎসাহ প্রদানে وَاشْتُرِطَ শর্ত হলো فِى الشِّعْرِ কবিতার ব্যাপারে اَنْ يَكُوْنَ الْكَلَامُ বাক্যটি যেন হয় جَارِيًا عَلٰى قَانُوْنِ اللُّغَةِ ব্যাকরণ বিধির মোতাবেক مُشْتَمِلًا সম্বলিত হয় عَلٰى اِسْتِعَارَةٍ রূপক بَدِيْعَةٍ رَائِقَةٍ বিরল ও চমৎকার وَتَشْبِيْهَاتٍ এবং উপমা اَنِيْقَةٍ فَائِقَةٍ সুন্দর ও উন্নত بِحَيْثُ يُؤَثِّرُ فِى النَّفْسِ যেন অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে تَاثِيْرًا عَجِيْبًا বিস্ময়কর প্রভাব وَيُوْرِثُ فَرحًا এবং আনন্দ জাগায় اَوْ يُوْجِبُ تَرْحًا অথবা বিষাদ সৃষ্টি করে وَمِنْ ثَمَّ তাই لَا يَجُوْزُ فِيْهِ এতে বৈধ

www.eelm.weebly.com

اَلْمُخَيْلَاتِ الْكَاذِبَةِ নয় اَلْاَوَّلِيَّاتِ الصَّادِقَةِ সত্য اِسْتِعْمَالُ প্রয়োগ করা وَيُسْتَحْسَنُ পছন্দনীয় اِسْتِعْمَالُ ব্যবহার করা اَوَّلِيَّاتٌ মিথ্যাও কাল্পনিক বিষয়সমূহ كَمَا যেমন- قَالَ الْعَارِفُ الْكَنْجَوِى আরেফ গাঞ্জবী বলেছেন مُخَاطِبًا لِوَلَدِهٖ আপন পুত্রকে সম্বোধন করে وَفَلْذَةِ كَبِدِهٖ ও কলিজার টুকরাকে بَيْتٌ কবিতার চরণ در شعر مپيچ و در فن او কাব্যকলায় নিজেকে আবদ্ধ করো না چوں اكذب اوست কেননা, কবিতার মধ্যে যা সবচেয়ে মিথ্যা احسن او তাই সবচেয়ে উত্তম وَكَقَوْلِ الْقَائِلِ আর যেমন কোনো উক্তিকারীর উক্তি يَصِفُ الْخَمْرَ যিনি শরাবের গুণকীর্তন বর্ণনা করেছেন لَهَا তার (শরাব) اَلْبَدْرُ পূর্ণিমার চাঁদ كَأْسٌ পেয়ালা وَهِىَ شَمْسٌ আর তা সূর্য يُدِيْرُهَا তাকে প্রদক্ষিণ করছে هِلَالٌ নব চাঁদ وَكَمْ يَبْدُوْ কতই না প্রকাশ পায় اِذَا مُزِجَتْ তা যখন পানির সাথে মিশ্রিত হয় نَجْمٌ তারকা وَقَالَ الشَّاعِرُ شِعْرٌ আরও এক কবি বলেছেন لَا تَعْجَبُوْا তোমরা বিস্ময়বোধ করো না مِنْ بِلٰى غَلَالَتِهٖ প্রেমিকার গেঞ্জি ছিঁড়ে যাওয়াতে قَدْ زُرَّ কেননা, গেঁথে দেওয়া হয়েছে اَزْرَارُهٗ তার বোতামসমূহ عَلَى الْقَمَرِ চন্দ্রের সাথে ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلْقِيَاسُ الشِّعْرِىُّ الخ -এর আলোচনা : شِعْر-এর প্রতি সম্বন্ধ: উক্ত কিয়াসকে শে'রী বলা হয়। ঐ قِيَاس شِعْرِى কিয়াসকে বলা হয়, যা কাল্পনিক বিষয় সম্বলিত যা অন্তরে বিষণ্ণতা অথবা প্রফুল্লতা আনয়ন করে, চাই তা সত্য অথবা মিথ্যা হোক। ভাষাবিদগণ شِعْر -এর সংজ্ঞার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন। পূর্ববর্তী মনীষীদের মতে কবিতা কাল্পনিক কথা যা অন্তরে বিষণ্ণতা অথবা প্রফুল্লতা আনয়ন করে। এদের নিকট ছন্দের মিল ধর্তব্য নয়। আর আধুনিক ভাষাবিদদের মতে شِعْر (কবিতা) ছন্দযুক্ত কথাকে বলা হয়। এদের মতে কবিতা কাল্পনিক হওয়া জরুরি নয়।

قَوْلُهٗ اِسْتِعَارَاتِ الخ-এর আলোচনা : اِسْتِعَارَة-এর আভিধানিক অর্থ-কোনো বস্তু ধার স্বরূপ নেওয়া। আর এর পারিভাষিক অর্থ হলো, এক বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে মনে মনে তুলনা করা।

قَوْلُهٗ وَيُسْتَحْسَنُ الخ -এর আলোচনা : কবিতায় কাল্পনিক ও অবাস্তব বিষয় ব্যবহার করাই পছন্দনীয়। কারণ, মানুষের অন্তরের আকর্ষণ বাস্তব বিষয়ের তুলনায় কাল্পনিক ও অবাস্তব বিষয়ের প্রতি অধিক। তাই বলা হয়, কবিদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সে-ই : যে সবচেয়ে মিথ্যাবাদী।

قَوْلُهٗ لَهَا الْبَدْرُ كَأْسٌ الخ -এর আলোচনা : গ্রন্থকার কিয়াসে শেরীর উদাহরণস্বরূপ দু'টি কবিতা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম কবিতা হলো- لَهَا الْبَدْرُ كَأْسٌ وَهِىَ شَمْسٌ يُدِيْرُهَا * هِلَالٌ وَكَمْ يَبْدُوْ اِذَا مُزِجَتْ نَجْمٌ

এটা বিখ্যাত কবি শরফুদ্দীন ওমর ইবনে ফারেদের কবিতা। কবি এখানে শরাব (মদ)-এর প্রশংসা বর্ণনা করে বলেছেন, শরাব এমন যে, পূর্ণিমার চাঁদ তার পেয়ালা আর শরাব হলো সূর্য। নব উদিত চাঁদ তাকে প্রদক্ষিণ করছে আর তা যখন পানির সাথে মিশ্রিত হয় তখন তাতে কতইনা তারকা প্রকাশ পায়।

কবি উক্ত কবিতায় শরাবকে সূর্যের সাথে, শরাব ভর্তি পেয়ালাকে পূর্ণিমার চাঁদের সাথে, শরাবশূন্য পেয়ালাকে নব উদিত চাঁদের সাথে এবং পানি মিশ্রিত শরাবের বুদবুদকে তারকার সাথে তুলনা করেছেন।

قَوْلُهٗ لَا تَعْجَبُوْا مِنْ بِلٰى غَلَالَتِهٖ الخ -এর আলোচনা : গ্রন্থকার কিয়াসে শেরীর দ্বিতীয় উদাহরণস্বরূপ যে কবিতাটি উল্লেখ করেছেন তা হলো- لَا تَعْجَبُوْا مِنْ بِلٰى غَلَالَتِهٖ * قَدْ زُرَّ اَزْرَارُهٗ عَلَى الْقَمَرِ

অত্র কবিতায় কবি তার প্রেমিককে চন্দ্রের সাথে তুলনা করেছেন। তার দাবি হলো প্রেমিকার গেঞ্জি ছিন্ন হয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত। এটার প্রমাণ সে এমন চন্দ্র যে গেঞ্জি পরিহিত, আর এরূপ প্রত্যেক চন্দ্রের গেঞ্জি ছিন্ন হয়ে যায়। অতএব, প্রেমিকার গেঞ্জিও ছিন্ন হয়ে যাবে।

بِلٰى শব্দের বিশ্লেষণ : بِلٰى শব্দটি মাসদার, বাবে سَمِعَ অর্থ- পুরাতন হওয়া। بَلٰى শব্দটির ব্যবহার পবিত্র কুরআনে এসেছে। যেমন- ١- بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ . ٢- بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ .

غَلَالَةٌ শব্দের বিশ্লেষণ : غَلَالَةٌ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো غَلَائِلُ অর্থ- গেঞ্জি। আর গেঞ্জি প্রত্যেক ঐ কাপড়কে বলা হয় যা অন্য কাপড়ের নিচে পরিধান করা হয় এবং গায়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। اَزْرَارٌ শব্দটি جَمْع বা বহুবচন, এর একবচন হলো زِرٌّ অর্থ- বোতাম।

জ্ঞাতব্য বিশ্লেষণ : সকল কবিতা কাল্পনিক এবং অবাস্তব নয়। কবিদের মধ্যে অনেক কবি আছেন যারা আল্লাহ তা'আলা, রাসূল ﷺ, ইসলাম ও মুসলমানদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। হযরত হাসসান বিন সাবেত (রা.) মহানবী ﷺ -এর ব্যক্তিগত কবি ছিলেন। তা ছাড়া কা'ব ইবনে যুহাইর, খানসা, লবীদ প্রমুখ সুবিখ্যাত কবি ছিলেন। উমাইয়া যুগে ওমর ইবনে আবী রাবিয়া, আখতাল, ফরযদক, জারীর, তেরমাহ ইবনে হাকিম প্রমুখ এবং আব্বাসীয় যুগে বাশশার ইবনে বুরদ, আবুল আতাহিয়া, আবূ নাওয়াস, আবূ তাম্মাম, বুহতারী, মুতানাব্বী প্রমুখ আল্লাহ, তদীয় রাসূল ﷺ এবং ইসলামের প্রশংসায় অনেক কিবতা লিখেছেন। সুতরাং একথা স্বীকার করতে হবে যে, সকল কবি ও কবিতা কাল্পনিক ও অবাস্তব নয়। তাই বলা হয়ে ছে-

اَلشِّعْرُ كَلَامٌ حَسَنُهٗ حَسَنٌ وَقَبِيْحُهٗ قَبِيْحٌ

www.eelm.weebly.com

فَشَبَّهَ الْمَحْبُوْبَ بِالْقَمَرِ وَقَالَ لَا تَعْجَبُوْا مِنْ اِنْشِقَاقِ غَلَالَتِهِ لِاَنَّهُ قَمَرٌ زُرَّ عَلَيْهِ الْغَلَالَةُ وَكُلُّ قَمَرٍ كَذٰلِكَ فَغَلَالَتُهُ تَنْشَقُّ يَنْتِجُ غَلَالَةُ الْمَحْبُوْبِ تَنْشَقُّ وَقَدْ يَنْتِجُ اِجْتِمَاعَ النَّقِيْضَيْنِ نَحْوُ اَنَا مُضْمِرُ الْحَوَائِجِ بِاللِّسَانِ وَمُظْهِرُهَا بِالْمَدَامِعِ وَكُلُّ مُضْمِرِ الْحَوَائِجِ صَامِتٌ وَكُلُّ مُظْهِرِهَا مُتَكَلِّمٌ يَنْتِجُ اَنَا صَامِتٌ وَمُتَكَلِّمٌ وَلَا يُشْتَرَطُ الْوَزْنُ فِى الشِّعْرِ عِنْدَ اَرْبَابِ الْمِيْزَانِ نَعَمْ يُفِيْدُهُ حُسْنًا وَالْكَلَامُ الشِّعْرِيُّ اِذَا اُنْشِدَ بِصَوْتٍ طَيِّبٍ اِزْدَادَ تَاثِيْرُهُ فِى النُّفُوْسِ حَتّٰى رُبَّمَا يُزِيْلُ فَرْطُ الْبَهْجَةِ الْعَمَائِمَ عَنِ الرُّؤُوْسِ وَالْاَوَائِلُ مِنَ الْحُكَمَاءِ الْيُوْنَانِيِّيْنَ كَانُوْا اَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الشِّعْرِ -

সরল অনুবাদ : প্রেমিকাকে চন্দ্রের সাথে তুলনা করতঃ বলছেন, তোমরা তার গেঞ্জি ছিন্ন হয়ে যাওয়াতে বিস্ময়বোধ করো না। কেননা, সে এমন চন্দ্র যার উপর গেঞ্জি পরানো হয়েছে। আর এ ধরনের প্রত্যেক চন্দ্রের অবস্থা এমন যে, তার গেঞ্জি ছিন্ন হয়ে যায়। অতএব, নতীজা প্রকাশ পাবে, প্রেমিকার গেঞ্জিও ছিন্ন হয়ে যাবে। কখনও কখনও দু'টি পরস্পর বিরোধী বিষয়ও নাতীজা হিসেবে প্রকাশ পায়। যেমন– আমি ভাষার দ্বারা আমার অভাব লুকিয়ে রাখি, আর অশ্রু দ্বারা প্রকাশ করি। আর প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে অভাব লুকিয়ে রাখে সে নীরব, আর ঐ ব্যক্তি যে অভাব প্রকাশ করে সে কথা বলে। অতএব নাতীজা হবে, আমি নীরব ও কথা বলি। মানতিকীদের নিকট কবিতায় ছন্দ শর্ত নয়। হ্যাঁ, এটি সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করে। কবিতা যখন মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করা হয় তখন অন্তরে এটি আরো বেশি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এমনকি কখনও কখনও আনন্দের আতিশয্যে মাথার পাগড়ি পর্যন্ত খসে পড়ে। পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ কাব্য চর্চার প্রতি খুবই আসক্ত ছিলেন।

শাব্দিক অনুবাদ : فَشَبَّهَ অতএব তুলনা করত: الْمَحْبُوْبَ প্রেমিকাকে بِالْقَمَرِ চন্দ্রের সাথে وَقَالَ বলেছেন لَا تَعْجَبُوْا তোমরা বিস্ময়বোধ করো না مِنْ اِنْشِقَاقِ ছিন্ন হয়ে যাওয়াতে غَلَالَتِهِ তার গেঞ্জি لِاَنَّهُ قَمَرٌ কেননা, সে এমন চন্দ্র زُرَّ عَلَيْهِ যার উপর পরানো হয়েছে الْغَلَالَةُ গেঞ্জি وَكُلُّ قَمَرٍ كَذٰلِكَ আর এ ধরনের প্রত্যেক চন্দ্রের অবস্থা এমন যে, فَغَلَالَتُهُ তার গেঞ্জি تَنْشَقُّ ছিন্ন হয়ে যায় يَنْتِجُ অতএব নতীজা প্রকাশ পাবে غَلَالَةُ الْمَحْبُوْبِ প্রেমিকার গেঞ্জিও تَنْشَقُّ ছিন্ন হয়ে যাবে وَقَدْ يَنْتِجُ কখনো কখনো নাতীজা হিসেবে প্রকাশ পায় اِجْتِمَاعَ النَّقِيْضَيْنِ দু'টি পরস্পর বিরোধী বিষয়ও نَحْوُ যেমন– اَنَا مُضْمِرُ আমি লুকিয়ে রাখি الْحَوَائِجِ আমার অভাব بِاللِّسَانِ ভাষার দ্বারা وَمُظْهِرُهَا আর তা প্রকাশ করি بِالْمَدَامِعِ অশ্রু দ্বারা وَكُلُّ مُضْمِرِ الْحَوَائِجِ আর প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে অভাব লুকিয়ে রাখে صَامِتٌ সে নীরব وَكُلُّ مُظْهِرِهَا আর ঐ ব্যক্তি যে অভাব প্রকাশ করে مُتَكَلِّمٌ সে কথা বলে يَنْتِجُ অতএব নাতীজা হবে اَنَا صَامِتٌ وَمُتَكَلِّمٌ আমি নীরব ও কথা বলি وَلَا يُشْتَرَطُ الْوَزْنُ ছন্দ শর্ত নয় فِى الشِّعْرِ কবিতায় عِنْدَ اَرْبَابِ الْمِيْزَانِ মানতিকীদের নিকট نَعَمْ হ্যাঁ يُفِيْدُهُ حُسْنًا এটি সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করে وَالْكَلَامُ الشِّعْرِيُّ কবিতা اِذَا اُنْشِدَ যখন আবৃত্তি করা হয় بِصَوْتٍ طَيِّبٍ মধুর কণ্ঠে اِزْدَادَ تَاثِيْرُهُ তখন এটি আরো বেশি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে فِى النُّفُوْسِ অন্তরে حَتّٰى رُبَّمَا এমনকি কখনো কখনো يُزِيْلُ খসে পড়ে فَرْطُ الْبَهْجَةِ আনন্দের আতিশয্যে الْعَمَائِمَ পাগড়ি পর্যন্ত عَنِ الرُّؤُوْسِ মাথার وَالْاَوَائِلُ الْحُكَمَاءِ الْيُوْنَانِيِّيْنَ পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ كَانُوْا اَحْرَصَ النَّاسِ খুবই আসক্ত ছিলেন عَلَى الشِّعْرِ কাব্য চর্চার প্রতি।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : اَلْقِيَاسُ السَّفْسَطِيُّ وَهُوَ قِيَاسٌ مُرَكَّبٌ مِنَ الْوَهْمِيَّاتِ الْكَاذِبَةِ الْمُخْتَرَعَةِ لِلْوَهْمِ كَقِيَاسِ غَيْرِ الْمَحْسُوْسِ عَلَى الْمَحْسُوْسِ نَحْوُ كُلُّ مَوْجُوْدٍ مُشَارٌ اِلَيْهِ وَلِلْوَهْمِيَّاتِ مُشَابَهَةٌ شَدِيْدَةٌ بِالْاَوَّلِيَّاتِ وَ لَوْلَا رَدُّ الْعَقْلِ وَالشَّرْعِ حَكَمَ الْوَهْمُ لِدَوَامِ الْاِلْتِبَاسِ بَيْنَهُمَا اَوْ مِنَ الْكَاذِبَةِ الْمُشَبَّهَاتِ بِالصَّادِقَةِ وَهِيَ قَضَايَا يَعْتَقِدُهَا الْعَقْلُ بِاَنَّهَا اَوَّلِيَّةٌ اَوْ مَشْهُوْرَةٌ اَوْ مَقْبُوْلَةٌ اَوْ مُسَلَّمَةٌ لِمَكَانِ الْاِشْتِبَاهِ بِهَا لَفْظًا اَوْ مَعْنًى فَتُوْقِعُ فِي الْغَلَطِ وَهٰذِهِ الصِّنَاعَةُ كَاذِبَةٌ مُمَوَّهَةٌ غَيْرُ نَافِعَةٍ بِالذَّاتِ نَعَمْ هِيَ نَافِعَةٌ بِالْعَرْضِ لِاَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَغْلُطُ وَلَا يُغَالَطُ وَيَقْدِرُ عَلَى اَنْ يُغَالِطَ غَيْرَهُ اَوْ اَنْ يَمْتَحِنَ بِهَا اَوْ يُعَانِدَهُ وَ صَاحِبُ هٰذِهِ الصِّنَاعَةِ اِنْ قَابَلَ الْحَكِيْمَ يُسَمَّى سُوْفَسْطَائِيًّا وَهٰذِهِ الصِّنَاعَةُ سَفْسَطَةٌ اَيْ حِكْمَةٌ مُمَوَّهَةٌ مُلَمَّعَةٌ وَاِلَّا فَيُسَمَّى مُشَاغِبِيًّا وَهٰذِهِ مُشَاغَبَةٌ وَعَلَى التَّقْدِيْرَيْنِ فَصَاحِبُهُ غَالِطٌ فِيْ نَفْسِهِ مُغَالِطٌ لِغَيْرِهِ وَصِنَاعَتُهُ مُغَالَطَةٌ وَهِيَ قِيَاسٌ فَاسِدٌ اِمَّا مِنْ جِهَةِ الْمَادَّةِ فَقَطْ اَوْ مِنْ جِهَةِ الصُّوْرَةِ فَقَطْ اَوْ كِلَيْهِمَا

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : قِيَاس سَفْسَطِي এমন একটি কিয়াস যা ধারণামূলক কল্পিত মিথ্যা কতগুলো ধারণার সমন্বয়ে গঠিত। যেমন- অনুভূত নয় এমন বিষয়কে অনুভূত বিষয়ের উপর কিয়াস করা। যথা- كُلُّ مَوْجُوْدٍ مُشَارٌ اِلَيْهِ (প্রত্যেক অস্তিত্বশীল বস্তু ইশারাযোগ্য) আওলিয়াতের সাথে কতগুলো ধারণার খুব মবজুত সামঞ্জস্য রয়েছে। আর যদি বিবেক ও শরিয়ত অগ্রাহ্য না করতো, তবে কল্পনা উভয়ের মধ্যে সার্বক্ষণিক অস্পষ্টতার হুকুম করত। অথবা এমন মিথ্যা কাযিয়া দ্বারা গঠিত যেগুলো সত্য কাযিয়ার সাদৃশ্য। তারা এমন এক প্রকার কাযিয়া যেগুলোর প্রতি বিবেক আওলিয়া অথবা সম্পন্ন কাযিয়া, অথবা গ্রহণীয় কাযিয়া, অথবা মুসাল্লামা হওয়ার ধারণা রাখে। যেহেতু তাদের সাথে শাব্দিক অথবা অর্থগত দিক দিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। অতএব এ সকল কাযিয়া ভুলের মধ্যে চালিয়ে দেয়। আর এ কিয়াসে সাফসাতী মিথ্যা হয় ; যার বাহ্যিক সুন্দর কিন্তু জাতিগতভাবে উপকারী নয়। হ্যাঁ, সাময়িকভাবে উপকারী। কেননা, কিয়াসে সাফসাতী ওয়ালা নিজে ভুল করে না এবং অন্য কর্তৃক ভুলে নিপতিত হয় না। আর অন্যকে ভুলের মধ্যে নিপতিত করতে তা দ্বারা পরীক্ষা করতে, অথবা বিরোধিতা করতে সক্ষম হয়। আর উক্ত বিষয়ের ধারক যদি বিচারকের সাথে মোকাবিলা করে, তবে তাকে সুফাস্তাই বলা হয়। অর্থাৎ এমন হেকমত যা কৃত্রিম করে সাজানো হয়েছে। অন্যথায় তাকে মোশাগিবীয়া বলা হয়। আর উক্ত বিষয়কে مُشَاغَبَة আর উভয় অবস্থায় কিয়াসে সাফসাতী ওয়ালা নিজেই ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত এবং অন্যকেও ভুলের মধ্যে পতিত করে। আর তার কিয়াসটি প্রতারণা আর তা ক্ষতিকর কিয়াস ; হয়তো শুধু মাদ্দাহ হিসেবে অথবা শুধু আকৃতি হিসেবে অথবা উভয় হিসেবে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْقِيَاسُ السَّفْسَطِيُّ কিয়াসে সাফসাতী وَهُوَ قِيَاسٌ এমন একটি কিয়াস مُرَكَّبٌ যা গঠিত مِنَ الْوَهْمِيَّاتِ কতগুলো ধারণার সমন্বয়ে الْكَاذِبَةِ যেগুলো মিথ্যা الْمُخْتَرَعَةِ لِلْوَهْمِ (যেগুলো) ধারণামূলক কল্পিত كَقِيَاسِ غَيْرِ الْمَحْسُوْسِ যেমন- অনুভূত নয় এমন বিষয়কে কিয়াস করা عَلَى الْمَحْسُوْسِ অনুভূত বিষয়ের উপর نَحْوُ যেমন- كُلُّ مَوْجُوْدٍ প্রত্যেক অস্তিত্বশীল বস্তু مُشَارٌ اِلَيْهِ ইশারাযোগ্য وَلِلْوَهْمِيَّاتِ কতগুলো ধারণার مُشَابَهَةٌ شَدِيْدَةٌ খুব মজবুত সামঞ্জস্য রয়েছে بِالْاَوَّلِيَّاتِ আওয়ালিয়াতের সাথে وَلَوْلَا رَدُّ الْعَقْلِ وَالشَّرْعِ আর যদি বিবেক ও শরিয়ত অগ্রাহ্য না করত حَكَمَ الْوَهْمُ তবে কল্পনা হুকুম করত لِدَوَامِ الْاِلْتِبَاسِ সার্বক্ষণিক অস্পষ্টতার بَيْنَهُمَا উভয়ের মধ্যে اَوْ مِنَ الْكَاذِبَةِ অথবা এমন মিথ্যা কাযিয়া দ্বারা গঠিত

www.eelm.weebly.com

اَلْمُشَبَّهَاتِ بِالصَّادِقَةِ যেগুলো সত্য কাযিয়া সাদৃশ্য وَهِيَ قَضَايَا তারা এমন এক প্রকার কাযিয়া يَعْتَقِدُهَا الْعَقْلُ যেগুলোর প্রতি বিবেক ধারণা রাখে بِاَنَّهَا اَوَّلِيَّةٌ যে, এগুলো আওলিয়া বা প্রাধান্য পাওয়া বিষয়াবলি اَوْ مَشْهُوْرَةٌ অথবা মাশহুরা বা প্রসিদ্ধ اَوْ مَقْبُوْلَةٌ অথবা গ্রহণীয় বিষয়াবলি اَوْ مُسَلَّمَةٌ অথবা সমর্পিত বিষয়াবলি হওয়ার لِمَكَانِ الْاِشْتِبَاهِ بِهَا যেহেতু তাদের সাথে অনিশ্চয়তা রয়েছে لَفْظًا اَوْ مَعْنًى শাব্দিক অথবা অর্থগত দিক দিয়ে فَتَرْوَجُ অতএব এ সকল কাযিয়া চালিয়ে দেয়. فِي الْغَلَطِ ভুলের মধ্যে وَهٰذِهِ الصَّنَاعَةُ এ কিয়াসে সাফসাতী كَاذِبَةٌ মিথ্যা হয় مُمَوَّهَةٌ যার বাহ্যিক সুন্দর غَيْرُ نَافِعَةٍ কিন্তু উপকারী নয় بِالذَّاتِ জাতিগতভাবে نَعَمْ হ্যাঁ, উপকারী بِالْعَرَضِ সাময়িকভাবে لِاَنَّ صَاحِبَهَا কেননা, কিয়াসে সাফসাতী ওয়ালা لَا يَغْلَطُ নিজে ভুল করে না وَلَا هِيَ نَافِعَةٌ وَاَنَّ غَيْرَهُ অন্যকে يُغَالِطُ এবং অন্য কর্তৃক ভুলে নিপতিত হয় না وَيَقْدِرُ আর সক্ষম হয় عَلٰى اَنْ يُغَالِطَ ভুলের মধ্যে নিপতিত করতে اِنْ يَمْتَحِنَ بِهَا এবং তা দ্বারা পরীক্ষা করতে اَوْ يُعَانِدَ অথবা বিরোধিতা করতে وَصَاحِبُ هٰذِهِ الصَّنَاعَةِ আর উক্ত বিষয়ের ধারক قَابَلَ যদি মোকাবিলা করে الْحَكِيْمَ বিচারকের সাথে يُسَمّٰى তবে তাকে বলা হয় سُوْفَسْطَائِيًّا সুফাসতাই وَهٰذِهِ الصَّنَاعَةُ আর এ বিষয়টি سَفْسَطَةٌ সাফসাতা اَيْ حِكْمَةٌ অর্থাৎ এমন হিকমত مُمَوَّهَةٌ যা কৃত্রিম করে مُلَمَّعَةٌ সাজানো হয়েছে وَاِلَّا فَيُسَمّٰى مُشَاغِبِيًّا অন্যথায় তাকে মুশাগিবীয়া বলা হয় وَهٰذِهِ আর উক্ত বিষয়কে مُشَاغَبَةٌ মুশাগাবা وَعَلَى التَّقْدِيْرَيْنِ আর উভয় অবস্থায় فَصَاحِبُهُ কিয়াসে সাফসাতী ওয়ালা غَالِطٌ ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত فِيْ نَفْسِهِ নিজেই مُغَالِطٌ لِغَيْرِهِ এবং অন্যকেও ভুলের মধ্যে নিপতিত করে وَصَنَاعَتُهُ আর তার কিয়াসটি مُغَالَطَةٌ প্রতারণা وَهِيَ قِيَاسٌ فَاسِدٌ আর তা ক্ষতিকর কিয়াস اِمَّا مِنْ جِهَةِ الْمَادَّةِ فَقَطْ হয়তো শুধু মাদ্দাহ হিসেবে اَوْ مِنْ جِهَةِ الصُّوْرَةِ فَقَطْ অথবা শুধু আকৃতি হিসেবে اَوْ كِلَيْهِمَا অথবা উভয় হিসেবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ السَّفْسَطِيُّ الخ -এর আলোচনা : মুসান্নিফ (র.) এ পরিচ্ছেদে قِيَاس سَفْسَطِيٌّ-এর বর্ণনা করেছেন। সুতরাং قِيَاس سَفْسَطِيٌّ ঐ কিয়াসকে বলা হয়, যা কৃত্রিম, কাল্পনিক, আওলিয়াত ও মাশহুরাত সাদৃশ্য মিথ্যা কাযিয়াসমূহ দ্বারা গঠিত। যেমন- 'প্রত্যেক অস্তিত্বশীল ইশারাযোগ্য' এ নিছক কাল্পনিক। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বিদ্যমান, কিন্তু ইশারাযোগ্য নয়।

অধিকাংশ সময় কাল্পনিক কাযিয়া আওলিয়াত কাযিয়াসমূহের সাথে এমনভাবে মিলে যায় যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। যদি বিবেক বা শরিয়ত তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি না করত, তাহলে এ মিল কখনো পৃথক করা সম্ভব হতো না। অনেক মানুষ সন্দেহভিত্তিক কাল্পনিক কাযিয়ার ব্যাপারে ধোঁকায় পড়ে যায়। সন্দেহভিত্তিক কাল্পনিক কাযিয়া সত্য কাযিয়ার দিক দিয়ে সাদৃশ্য হওয়ার উদাহরণ- ঘোড়ার ফটো দেখে তাকে প্রকৃত ঘোড়ার হুকুম লাগিয়ে দেওয়া। সন্দেহ দু' প্রকার- ১. শব্দগত ও ২. অর্থগত সন্দেহ।

১. শব্দগত সন্দেহ। যেমন- পানির ঝর্ণা সম্পর্কে বলা হলো- هٰذِهٖ عَيْنٌ وَكُلُّ عَيْنٍ يَسْتَضِيْءُ بِهَا الْعَالَمُ فَيَسْتَضِيْءُ بِهَا اَيْضًا অর্থাৎ এ عَيْنٌ (ঝরনা), আর প্রত্যেক عَيْنٌ (সূর্য) দ্বারা জগৎ আলোকিত। সুতরাং উক্ত عَيْنٌ (ঝর্ণা) দ্বারাও জগৎ আলোকিত হবে।

২. আর অর্থগত সন্দেহ। যেমন- দেয়ালে অঙ্কিত ছবি সম্পর্কে বলা হলো এটি ঘোড়া। আর প্রত্যেক ঘোড়া চেঁচায়। অতএব, এটিও চেঁচায়।

কিয়াসে সাফসাতী মূলত মিথ্যা এবং উপকার শূন্য। এটি মানুষকে ধোঁকায় ও সন্দেহে নিক্ষেপ করে। তবে যে ব্যক্তি এ বিষয়ে দক্ষ ও পারদর্শী সে বাঁচতে পারে। তাকে কেউ ধোঁকা দিতে পারে না।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

١- مَا هُوَ الْقِيَاسُ؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟ بَيِّنِ الْقِيَاسَ بِالتَّفْصِيْلِ.
٢- مَا هُوَ الشَّكْلُ؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟ بَيِّنْ شَرَائِطَ اِنْتَاجِ الشَّكْلِ الْاَوَّلِ مُمَثَّلًا وَمُفَصَّلًا.
٣- بَيِّنْ شَرَائِطَ اِنْتَاجِ الشَّكْلِ الثَّالِثِ مُمَثَّلًا.
٤. عَرِّفِ الْقِيَاسَ الْاِسْتِثْنَائِيَّ مُمَثَّلًا.
٥- عَرِّفِ التَّمْثِيْلَ اَوَّلًا ثُمَّ بَيِّنْ طُرُقَ التَّمْثِيْلِ مُمَثَّلًا.
٦- كَمْ مَرْجِعًا لِقِيَاسِ الْخَلْفِ؟ بَيِّنْ مُمَثَّلًا وَمُفَصَّلًا.
٧- بَيِّنْ اَقْسَامَ الْقِيَاسِ بِاعْتِبَارِ الْمَادَّةِ.
٨- مَا مَعْنَى الْبُرْهَانِ؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟ بَيِّنْ مُمَثَّلًا وَمُفَصَّلًا.
٩- كَمْ قِسْمًا لِلْبَدِيْهِيَّاتِ؟ بَيِّنْ مُمَثَّلًا وَمُفَصَّلًا.
١٠- عَرِّفِ الْقِيَاسَ الْجَدَلِيَّ وَالْقِيَاسَ الْخِطَابِيَّ مُفَصَّلًا وَمُمَثَّلًا.

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ فِى اَسْبَابِ الْغَلَطِ : اِعْلَمْ اَنَّ اَسْبَابَ الْغَلَطِ مَعَ كَثْرَتِهَا رَاجِعَةٌ اِلٰى اَمْرَيْنِ اَحَدُهُمَا سُوْءُ الْفَهْمِ فَقَطْ وَثَانِيْهِمَا اِشْتِبَاهُ الْكَوَاذِبِ بِالصَّوَادِقِ وَالْاَوَّلُ اِنَّمَا يَكُوْنُ بِسَبَبِ اِنْغِمَاسِ النَّفْسِ فِىْ ظُلُمَاتِ الْوَهْمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِنَ الْكَوَاذِبَ صَادِقَةً بَلْ ضَرُوْرِيَّةً نَحْوَ كُلُّ مَا لَيْسَ بِمُبْصِرٍ لَيْسَ بِجِسْمٍ فَالْهَوَاءُ لَيْسَ بِجِسْمٍ وَاَمَّا الثَّانِىْ فَفِيْهِ تَفْصِيْلٌ عَلٰى مَا سَيَاتِىْ وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِيْنَ تَرْجِعُ اِلٰى اَمْرٍ وَاحِدٍ وَهُوَ عَدَمُ التَّمْيِيْزِ بَيْنَ الشَّيْءِ وَشِبْهِهٖ فَقَطْ -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : ত্রুটির কারণ প্রসঙ্গ। জেনে রাখবে, ত্রুটির কারণ অধিক হওয়া সত্ত্বেও এর মৌলিক সম্পর্ক দু'টি বিষয়ের সাথে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে– শুধু নির্বুদ্ধিতা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে– সত্য উক্তির সাথে মিথ্যা উক্তির সাদৃশ্য। প্রথমটি সৃষ্টি হয় অন্তর وَهْم -এর আঁধারে আছন্ন হওয়ার ফলে। অতএব, সে মিথ্যা বিষয়সমূহকেও সত্য মনে করে ; বরং আবশ্যকীয় মনে করে। যেমন– كُلُّ مَا لَيْسَ بِمُبْصِرٍ لَيْسَ بِجِسْمٍ فَالْهَوَاءُ لَيْسَ بِجِسْمٍ (প্রত্যেক ঐ বস্তু যা অগোচরীভূত, তা দেহবিশিষ্ট নয়। অতএব, বাতাসও দেহবিশিষ্ট নয়)। আর দ্বিতীয়টির বিস্তারিত আলোচনা সম্মুখে আসছে। আর কিছু সংখ্যক বিশ্লেষক বলেন, এর মূল সম্পর্ক একটি বিষয়ের সাথে ; তা হচ্ছে– কোনো বস্তু ও তার সদৃশের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারা।

فَصْلٌ : عَدَمُ التَّمْيِيْزِ بَيْنَ الشَّيْءِ وَشِبْهِهٖ يَنْقَسِمُ اِلٰى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْاَلْفَاظِ وَاِلٰى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَعَانِىْ اَلْقِسْمُ الْاَوَّلُ اَعْنِىْ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْاَلْفَاظِ قِسْمَانِ اَلْاَوَّلُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْاَلْفَاظِ لَا مِنْ جِهَةِ التَّرْكِيْبِ وَالثَّانِىْ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ حَيْثُ التَّرْكِيْبِ ثُمَّ الْمُتَعَلِّقُ بِالْاَلْفَاظِ مِنْ جِهَةِ الْاَوَّلِ قِسْمَانِ اَلْاَوَّلُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْاَلْفَاظِ اَنْفُسِهَا وَ ذٰلِكَ بِاَنْ تَكُوْنَ الْاَلْفَاظُ مُخْتَلِفَةً فِى الدَّلَالَةِ فَيَقَعُ فِيْهِ الْاِشْتِبَاهُ فِيْمَا هُوَ الْمُرَادُ كَالْغَلَطِ الْوَاقِعِ بِسَبَبِ كَوْنِ اللَّفْظِ مُشْتَرَكًا لَفْظِيًّا بَيْنَ مَعْنِيَيْنِ اَوْ اَكْثَرَ وَكَوْنِ اَحَدِ مَعَانِيْهِ حَقِيْقِيًّا وَالْاٰخَرِ مَجَازِيًّا وَيَنْدَرِجُ فِيْهِ الْاِسْتِعَارَةُ وَاَمْثَالُهَا وَكُلُّ ذٰلِكَ يُسَمّٰى بِالْاِشْتِرَاكِ اللَّفْظِىِّ كَمَا تَقُوْلُ لِعَيْنِ الْمَاءِ هٰذِهٖ عَيْنٌ وَكُلُّ عَيْنٍ يَسْتَضِئُ بِهَا الْعَالَمُ فَهٰذِهِ الْعَيْنُ يَسْتَضِئُ بِهَا الْعَالَمُ اَوْ تَقُوْلُ زَيْدٌ اَسَدٌ وَكُلُّ اَسَدٍ لَهٗ مَخَالِبُ فَزَيْدٌ لَهٗ مَخَالِبُ -

পরিচ্ছেদ : কোনো বস্তু ও তার সাদৃশ্যের মধ্যে পার্থক্য না হওয়াটা শব্দের সাথে আর অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট এ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম প্রকার অর্থাৎ যার সংশ্লিষ্টতা শব্দের সাথে, তা দু' প্রকার। প্রথমটি হলো যা শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট গঠনের সাথে নয়। আর দ্বিতীয়টি যা সংশ্লিষ্ট শব্দের সাথে গঠন হিসেবে। অতঃপর প্রথম বিষয় শব্দের সাথে সংশ্লিষ্টতা দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথমটি যা সংশ্লিষ্ট স্বয়ং শব্দের সাথে। আর তা এভাবে শব্দসমূহের নির্দেশনা বিভিন্নভাবে হবে। তাতে উদ্দেশ্য কোন্‌টি এ ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হবে। যেমন– কোনো দু' বা ততোধিক অর্থে মুশতারিক হওয়ার কারণে ভুলের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে একটি প্রকৃত ও অপরটি রূপক হওয়ার কারণে ভুলের সৃষ্টি হয়ে থাকে। اِسْتِعَارَة তার সাদৃশ্য বিষয়গুলো এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এ সবগুলোকে اِشْتِرَاك لَفْظِىْ বলা হয়। যেমন– তুমি পানির ঝরনার সম্পর্কে বল, এটি একটি عَيْن বা ঝরনা। আর প্রত্যেক عَيْن (সূর্য) দ্বারা বিশ্ব নিখিল আলোকিত হবে। অতএব, এ ঝরনা (عَيْن) দ্বারাও জগৎ আলোকিত হবে। অথবা তুমি বল, যায়েদ সিংহ, আর প্রত্যেক সিংহের থাবা আছে। অতএব, যায়েদেরও থাবা আছে।

www.eelm.weebly.com

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ فِيْ اَسْبَابِ الْغَلَطِ ত্রুটির কারণ প্রসঙ্গ اِعْلَمْ জেনে রাখবে اَنَّ اَسْبَابَ الْغَلَطِ যে, ত্রুটির কারণ مَعَ كَثْرَتِهَا অধিক হওয়া সত্ত্বেও رَاجِعَةٌ এর মৌলিক সম্পর্ক اِلٰى اَمْرَيْنِ দু'টি বিষয়ের সাথে اَحَدُهُمَا তন্মধ্যে একটি হচ্ছে سُوْءُ الْفَهْمِ فَقَطْ শুধু নির্বুদ্ধিতা وَثَانِيْهِمَا আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে اِشْتِبَاهُ الْكَوَاذِبِ মিথ্যা উক্তির সাদৃশ্য بِالصَّوَادِقِ সত্য উক্তির সাথে وَالْاَوَّلُ প্রথমটি اِنَّمَا يَكُوْنُ সৃষ্টি হয় بِسَبَبِ اِنْغِمَاسِ النَّفْسِ অন্তর আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে فِيْ ظُلُمَاتِ الْوَهْمِ - وَهْم-এর আঁধারে حَتّٰى يَسْتَيْقِنَ অতএব, সে মনে করে اَلْكَوَاذِبَ মিথ্যা বিষয়সমূহকেও صَادِقَةً সত্য بَلْ ضَرُوْرِيَّةً বরং মনে করে نَحْوُ যেমন- كُلُّ مَا لَيْسَ بِمُبْصَرٍ প্রত্যেক ঐ বস্তু যা অগোচরীভূত لَيْسَ بِجِسْمٍ তা দেহবিশিষ্ট নয় فَالْهَوَاءُ لَيْسَ بِجِسْمٍ অতএব বাতাসও দেহবিশিষ্ট নয় وَاَمَّا الثَّانِيْ আর দ্বিতীয়টির فَفِيْهِ تَفْصِيْلٌ বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে عَلٰى مَا سَيَاْتِيْ যা সম্মুখে আসছে قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِيْنَ আর কিছু সংখ্যক বিশ্লেষক বলেন تَرْجِعُ اِلٰى اَمْرٍ وَاحِدٍ এর মূল সম্পর্ক একটি বিষয়ের সাথে وَهُوَ عَدَمُ التَّمْيِيْزِ তা হচ্ছে পার্থক্য করতে না পারা بَيْنَ الشَّيْءِ কোনো বস্তুর মধ্যে وَشِبْهِهٖ فَقَطْ ও তার সাদৃশ্যের فَصْلٌ পরিচ্ছেদ عَدَمُ التَّمْيِيْزِ পার্থক্য না হওয়াটা بَيْنَ الشَّيْءِ وَشِبْهِهٖ কোনো বস্তু ও তার সাদৃশ্যের মধ্যে يَنْقَسِمُ বিভক্ত اِلٰى مَا يَتَعَلَّقُ (একটি) যা সংশ্লিষ্ট بِالْاَلْفَاظِ শব্দের সাথে وَاِلٰى مَا يَتَعَلَّقُ আর (দ্বিতীয়টি) যা সংশ্লিষ্ট بِالْمَعَانِيْ অর্থের সাথে اَلْقِسْمُ الْاَوَّلُ প্রথম প্রকার اَعْنِيْ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْاَلْفَاظِ অর্থাৎ যার সংশ্লিষ্টতা শব্দের সাথে قِسْمَانِ দু' প্রকার اَلْاَوَّلُ প্রথমটি হলো مَا يَتَعَلَّقُ بِالْاَلْفَاظِ যা শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট لَا مِنْ جِهَةِ التَّرْكِيْبِ গঠনের সাথে নয় وَالثَّانِيْ আর দ্বিতীয়টি مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا যা সংশ্লিষ্ট শব্দের সাথে مِنْ حَيْثُ التَّرْكِيْبِ গঠন হিসেবে ثُمَّ الْمُتَعَلِّقُ بِالْاَلْفَاظِ অতঃপর শব্দের সাথে সংশ্লিষ্টতা مِنْ جِهَةِ ... اَلْاَوَّلُ প্রথম বিষয় قِسْمَانِ দু'ভাগে বিভক্ত اَلْاَوَّلُ প্রথমটি مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَاظٍ اَنْفُسِهَا যা সংশ্লিষ্ট স্বয়ং শব্দের সাথে وَذٰلِكَ আর তা এভাবে بِاَنْ يَكُوْنَ اَلْاَلْفَاظُ শব্দসমূহের হবে مُخْتَلِفَةً বিভিন্নভাবে فِى الدَّلَالَةِ নির্দেশনা فَيَقَعُ فِيْهِ তাতে সৃষ্টি হবে الْاِشْتِبَاهُ সন্দেহের فِيْمَا هُوَ الْمُرَادُ উদ্দেশ্য কোনটি এ ব্যাপারে كَالْغَلَطِ যেমন- ভুল اَلْوَاقِعِ যা সৃষ্টি হয়ে যাকে بِسَبَبِ كَوْنِ اللَّفْظِ শব্দটি হওয়ার কারণে مُشْتَرَكًا لَفْظِيًّا শাব্দিক দিক থেকে মুশতারিক بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ কোনো দু'টি অর্থে اَوْ اَكْثَرَ বা ততোধিক وَكَوْنِ اَحَدِ مَعَانِيْهِ এবং শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে একটি حَقِيْقِيًّا প্রকৃত وَالْاٰخَرِ مَجَازِيًّا ও অপরটি রূপক (হওয়ার কারণে ভুলের সৃষ্টি হয়ে থাকে) وَيَنْدَرِجُ فِيْهِ এর অন্তর্ভুক্ত হবে اَلْاِسْتِعَارَةُ ইসতিয়ারা وَاَمْثَالُهَا ও তার সাদৃশ্য বিষয়গুলো وَكُلُّ ذٰلِكَ আর এসবগুলোকে يُسَمّٰى بِالْاِشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ ইশতিরাকে লাফযী বলা হয় كَمَا تَقُوْلُ যেমন- তুমি বল لِعَيْنِ الْمَاءِ পানির ঝরনার সম্পর্কে هٰذَا عَيْنٌ এটি একটি عَيْنٌ বা ঝরনা وَكُلُّ عَيْنٍ আর প্রত্যেক عَيْن (সূর্য) يَسْتَضِيْءُ بِهَا তা দ্বারা আলোকিত হবে اَلْعَالَمُ বিশ্ব নিখিল فَهٰذِهِ الْعَيْنُ অতএব এ ঝরনা (عَيْن) يَسْتَضِيْءُ بِهَا الْعَالَمُ তা দ্বারাও বিশ্ব নিখিল আলোকিত হবে اَوْ تَقُوْلُ অথবা তুমি বল زَيْدٌ اَسَدٌ যায়েদ সিংহ وَكُلُّ اَسَدٍ আর প্রত্যেক সিংহ لَهٗ مَخَالِبُ তার থাবা আছে فَزَيْدٌ لَهٗ مَخَالِبُ অতএব যায়েদেরও থাবা আছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فِيْ اَسْبَابِ الْغَلَطِ الخ -এর আলোচনা : মুসান্নিফ (র.) উক্ত পরিচ্ছেদে ত্রুটি কি কি কারণে হতে পারে এবং এর উৎস কি ? এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ত্রুটির বহু কারণ হতে পারে, তবে মূল কারণ দু'টি। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে- নির্বুদ্ধিতা ও অপরটি হচ্ছে- সত্যের সাথে মিথ্যার সাদৃশ্য। প্রথমটি অর্থাৎ নির্বুদ্ধিতা বা ভুল বুঝা বুঝি সৃষ্টি হয় ঐ সময় যখন অন্তর সন্দেহের মধ্যে আপতিত হয়। শেষ পর্যন্ত সে মিথ্যা ও অবাস্তব বিষয়কেও সত্য ও বাস্তব মনে করে বসে। যেমন- কারো অন্তরে এ ভুল ধারণার সৃষ্টি হলো যে, যে সকল বস্তু দেখা যায় না সেগুলো দেহবিহীন। অতএব, বাতাসও দেহবিহীন। এটি কেবল ধারণীয় ও কাল্পনিক বিষয়। কিন্তু যে এর শিকার হয়ে পড়ে, তখন তার কাছে এটি ধ্রুব সত্য বলে মনে হয়।

قَوْلُهٗ عَدَمُ التَّمْيِيْزِ بَيْنَ الخ -এর আলোচনা : সম্মানিত গ্রন্থকার আলোচ্য অংশে কিয়াসের মধ্যে ত্রুটি হওয়ার কারণসমূহের মূল কারণ বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, কোনো বস্তুকে তার সামঞ্জস্যতা হতে পার্থক্য না করাটা দু'ভাগে বিভক্ত। তা হয়তো শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে নতুবা অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। যা শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে তা আবার দু'প্রকার- ১. যা শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছে, শব্দের বিন্যাসের দিক দিয়ে নয়; বরং অন্য দিক দিয়ে। ২. যা শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছে শব্দের বিন্যাসের দিক দিয়ে।

যা শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট তা পুনরায় দু'ভাগে বিভক্ত : ১. যা শব্দের সাথে সম্পর্কিত তা এভাবে যে, শব্দমালার নির্দেশনা বিভিন্ন ধরনের হবে। ফলে তাতে উদ্দেশ্য কোনটি এ ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হবে। যেমন- কোনো শব্দ দুই বা ততোধিক অর্থে مُشْتَرَكٌ হওয়ার দরুন ভুলের সৃষ্টি হয়ে থাকে। দ্বিতীয় প্রকারের আলোচনা সামনে আসছে।

قَوْلُهٗ مُشْتَرَكًا لَفْظِيًّا الخ -এর আলোচনা : مُشْتَرَكٌ ঐ শব্দকে বলা হয়, যাকে একাধিক অর্থের জন্য বিভিন্নভাবে গঠন করা হয়েছে। যেমন- اَلْعَيْنُ শব্দটি চক্ষু, ঝরনা ইত্যাদি অর্থের জন্য বিভিন্নভাবে গঠিত। এ اِشْتِرَاكٌ-এর দরুন কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। যেমনিভাবে শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে একটি حَقِيْقِيْ ও অপরটি مَجَازِيْ হওয়ার কারণে ভুলের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ مَجَازِيًّا الخ -এর আলোচনা : مَجَازٌ ঐ অর্থকে বলা হয়, যার জন্য শব্দ গঠিত হয়নি, তবে যে অর্থের জন্য শব্দ গঠিত হয়েছে তার সাথে বিশেষ সম্পর্ক থাকায় শব্দটি উক্ত অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- اَلْاَسَدُ শব্দটি। এটাকে প্রকৃতপক্ষে গঠন করা হয়েছে (বিশেষ হিংস্র জন্তু) সিংহের জন্য। তবে যদি কারো মধ্যে সিংহের ন্যায় বীরত্ব থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে اَسَدٌ শব্দটি مَجَازٌ অর্থে ব্যবহার করা হয়।

www.eelm.weebly.com

وَالْغَلَطُ فِى الْاَوَّلِ كَوْنُ لَفْظِ الْعَيْنِ مُشْتَرَكًا لَفْظِيًّا بَيْنَ عَيْنِ الْمَاءِ وَالشَّمْسِ وَفِى الثَّانِىْ كَوْنُ اِطْلَاقِ لَفْظِ الْاَسَدِ عَلٰى زَيْدٍ مَجَازِيًّا وَعَلَى الْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ حَقِيْقِيًّا وَالثَّانِىْ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْاَلْفَاظِ بِسَبَبِ التَّصْرِيْفِ كَاشْتِبَاهِ الْوَاقِعِ فِىْ لَفْظِ الْمُخْتَارِ فَاِنَّهُ اِذَا كَانَ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ كَانَ اَصْلُهُ مُخْتَيِرًا بِكَسْرِ الْيَاءِ وَاِذَا كَانَ بِمَعْنَى الْمَفْعُوْلِ كَانَ اَصْلُهُ مُخْتَيَرًا بِفَتْحِهَا اَوْ بِسَبَبِ الْاِعْجَامِ وَالْاِعْرَابِ كَمَا يَقُوْلُ الْقَائِلُ غُلَامْ حَسَنْ مِنْ غَيْرِ اِعْرَابٍ فَيَظُنُّ تَارَةً تَرْكِيْبًا تَوْصِيْفِيًّا وَالْاُخْرٰى تَرْكِيْبًا اِضَافِيًّا وَالْمُتَعَلِّقُ بِالْاَلْفَاظِ مِنْ جِهَةِ التَّرْكِيْبِ فَاِمَّا بِالنَّظَرِ اِلَى اخْتِلَافِ الْمَرْجِعِ نَحْوُ مَا يَعْلَمُهُ الْحَكِيْمُ فَهُوَ يَعْمَلُ بِمَا يَعْلَمُهُ فَاِنْ عَادَ الضَّمِيْرُ اِلَى الْحَكِيْمِ صَدَقَ وَاِلَّا كَذَبَ وَاِمَّا بِاِفْرَادِ الْمُرَكَّبِ نَحْوُ اَلنَّارِنْجُ حُلْوٌ حَامِضٌ صَادِقٌ وَاِنْ اَفْرَدَ وَقِيْلَ هٰذَا حُلْوٌ وَحَامِضٌ لَمْ يَصْدُقْ وَاِمَّا بِجَمْعِ الْمُنْفَصِلِ نَحْوُ زَيْدٌ طَبِيْبٌ وَمَاهِرٌ صَدَقَ وَاِنْ جُمِعَ وَقِيْلَ زَيْدٌ طَبِيْبٌ وَمَاهِرٌ كَذَبَ ـ

সরল অনুবাদ : আর প্রথমটির মধ্যে ভুল হলো, عَيْنٌ শব্দটি ঝরনা ও সূর্যের মধ্যে শাব্দিকভাবে মুশতারিক। আর দ্বিতীয়টির মধ্যে ভুলের কারণ হলো– اَسَدٌ শব্দটি যায়েদের জন্য রূপক হিসেবে এবং হিংস্র জন্তুর জন্য حَقِيقَة হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া।

আর দ্বিতীয় প্রকার যা সংশ্লিষ্ট শব্দের সাথে রূপান্তরের কারণে। যেমন– সন্দেহ যা اَلْمُخْتَارُ শব্দের মধ্যে হয়ে থাকে। কেননা, যদি এটি فَاعِلْ -এর অর্থে হয়, তবে এর আসল রূপ হবে يَاء - مُخْتَيِرٌ কাসরাযুক্ত। আর যদি মাফউলের অর্থ হয়, তবে এর আসল রূপ হবে مُخْتَيَرٌ - يَاء ফাতাহযুক্ত। অথবা নুকতা ও ই'রাববিহীন হওয়ার দরুন। যেমন– বক্তা বলে غُلَامْ حَسَنْ ই'রাব ছাড়া, তখন একে কখনো مُرَكَّب تَوْصِيفِى ধারণা করা হবে আবার কখনো مُرَكَّب اِضَافِى ধারণা করা হবে। আর যার সংশ্লিষ্টতা শব্দের সাথে তারকীব হিসেবে, তা হয়তো যমীরের প্রত্যাবর্তন স্থল হিসেবে হবে। যেমন– مَا يَعْلَمُهُ الْحَكِيْمُ فَهُوَ يَعْمَلُ بِمَا يَعْلَمُهُ (হাকীম যা জানে তদনুযায়ী আমল করে।) সুতরাং যদি যমীর হাকীমের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে, তা সত্য হবে, নতুবা মিথ্যা হবে এবং যৌগিক বিষয়কে পৃথক করার দরুন। যেমন– اَلنَّارِنْجُ حُلْوٌ حَامِضٌ (নারাঙ্গী ফল টক-মিষ্টি) এটি সত্য। আর যদি ভিন্ন করে বলা হয় هٰذَا حُلْوٌ وَحَامِضٌ (এটি মিষ্টি ও টক) তবে সত্য হবে না। অথবা মুনফাসিলকে (ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে) একত্রিত করার দরুন। যেমন– زَيْدٌ طَبِيْبٌ وَمَاهِرٌ (যায়েদ চিকিৎসক ও পারদর্শী) এটি সত্য। আর যদি একত্রিত করে বলা হয়– "زَيْدٌ طَبِيْبٌ مَاهِرٌ" (যায়েদ সুদক্ষ চিকিৎসক) তবে এটি সত্য হবে না; বরং মিথ্যা হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْغَلَطُ فِى الْاَوَّلِ আর প্রথমটির মধ্যে ভুল হলো كَوْنُ لَفْظِ الْعَيْنِ - عَيْن শব্দটি مُشْتَرَكًا لَفْظِيًّا শাব্দিকভাবে মুশতারিক بَيْنَ عَيْنِ الْمَاءِ وَالشَّمْسِ ঝরনা ও সূর্যের মধ্যে وَفِى الثَّانِىْ আর দ্বিতীয়টির মধ্যে ভুলের কারণ হলো كَوْنُ اِطْلَاقِ لَفْظِ الْاَسَدِ - اَسَدْ শব্দটি ব্যবহৃত হওয়া عَلٰى زَيْدٍ যায়েদের জন্য مَجَازِيًّا রূপক হিসেবে وَعَلَى الْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ এবং হিংস

www.eelm.weebly.com

بِسَبَبِ التَّصْرِيْفِ জন্তুর জন্য حَقِيْقِيًّا হাকীকত হিসেবে وَالثَّانِىْ আর দ্বিতীয় প্রকার مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَاظِ যা সংশ্লিষ্ট শব্দের সাথে রূপান্তরের কারণে كَاشْتِبَاهِ الْوَاقِعِ যেমন- সন্দেহ যা হয়ে থাকে فِىْ لَفْظِ الْمُخْتَارِ - اَلْمُخْتَارُ শব্দের মধ্যে فَاِنَّهٗ اِذَا كَانَ কেননা, যদি এটি হয় بِمَعْنَى الْفَاعِلِ - فَاعِلٌ-এর অর্থে كَانَ اَصْلُهٗ তবে এর আসল রূপ হবে مُخْتَيِرًا মুখতায়িরান يَاءٌ- بِكَسْرِ الْيَاءِ কাসরাযুক্ত وَاِذَا كَانَ আর যদি হয় بِمَعْنَى الْمَفْعُوْلِ মাফউলের অর্থ كَانَ اَصْلُهٗ مُخْتَيَرًا তবে এর আসল রূপ হবে মুখতাইয়ারান بِفَتْحِهَا - يَاءٌ ফাতাহযুক্ত اَوْ بِسَبَبِ الْاِعْجَامِ অথবা নুকতাবিহীন হওয়ার দরুন وَالْاِعْرَابِ ও ই'রাববিহীন হওয়ার দরুন كَمَا يَقُوْلُ الْقَائِلُ যেমন- বক্তা বলে غُلَامْ حَسَنْ গোলাম হাসান مِنْ غَيْرِ اِعْرَابٍ ই'রাব ছাড়া فَيُظَنُّ تَارَةً তখন একে কখনো ধারণা করা হবে وَالْمُتَعَلَّقُ تَرْكِيْبًا تَوْصِيْفِيًّا মুরাক্কাবে তাওসীফী وَالْاُخْرٰى আর কখনো কখনো ধারণা করা হবে تَرْكِيْبًا اِضَافِيًّا মুরাক্কাবে ইযাফী بِالْاَلْفَاظِ আর যার সংশ্লিষ্টতা শব্দের সাথে مِنْ جِهَةِ التَّرْكِيْبِ তারকীব হিসেবে فَاِمَّا بِالنَّظَرِ তা হয়তো হবে اِلَى اخْتِلَافِ الْمَرْجِعِ যমীরের প্রত্যাবর্তন স্থল বিভিন্নতার হিসেবে نَحْوُ যেমন- مَا يَعْلَمُهٗ যা জানে اَلْحَكِيْمُ হাকীম فَهُوَ يَعْمَلُ আমল করে بِمَا يَعْلَمُهٗ (যা জানে) তদনুযায়ী فَاِنْ عَادَ الضَّمِيْرُ সুতরাং যদি যমীর প্রত্যাবর্তন করে اِلَى الْحَكِيْمِ হাকীমের প্রতি صَدَقَ তা সত্য হবে وَاِلَّا كَذَبَ নতুবা মিথ্যা হবে وَاِمَّا بِاِفْرَادِ الْمُرَكَّبِ অথবা যৌগিক বিষয়কে পৃথক করার দরুন نَحْوُ যেমন- اَلنَّارِنْجُ حُلْوٌ حَامِضٌ নারাঙ্গী ফল টক মিষ্টি صَادِقٌ এটি সত্য وَاِنْ اَفْرَدَ আর যদি ভিন্ন করে وَقِيْلَ এবং বলা হয় هٰذَا حُلْوٌ وَحَامِضٌ এটি মিষ্টি ও টক لَمْ يَصْدُقْ তবে সত্য হবে না وَاِمَّا بِجَمْعِ الْمُنْفَصِلِ অথবা মুনফাসিলকে (ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে) একত্রিত করার দরুন نَحْوُ যেমন- زَيْدٌ طَبِيْبٌ وَمَاهِرٌ যায়েদ চিকিৎসক ও পারদর্শী صَدَقَ এটি সত্য وَاِنْ جُمِعَ আর যদি একত্রিত করে وَقِيْلَ এবং বলা হয় زَيْدٌ طَبِيْبٌ مَاهِرٌ যায়েদ সুদক্ষ চিকিৎসক كَذَبَ তবে এটি সত্য হবে না; বরং মিথ্যা হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ بِسَبَبِ التَّصْرِيْفِ الخ-এর আলোচনা : অর্থাৎ রূপান্তরগত কারণেও কোনো কোনো সময় সন্দেহ ও ভুলের সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন- مُخْتَارٌ শব্দটিতে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। এটি فَاعِلٌ -এর সীগাহও হতে পারে, আবার مَفْعُوْلٌ -এর সীগাহও হতে পারে। যদি فَاعِلٌ -এর সীগাহ হয়, তবে এর প্রকৃতরূপ হবে مُخْتَيِرٌ অর্থাৎ يَاءٌ কাসরাযুক্ত। আর যদি مَفْعُوْلٌ -এর সীগাহ হয়, তবে এর প্রকৃতরূপ হবে مُخْتَيَرٌ অর্থাৎ يَاءٌ ফাতাহযুক্ত।

بِسَبَبِ الْاِعْجَامِ الخ-এর আলোচনা : الاعجام অর্থ অক্ষরকে নুকতাবিহীন উল্লেখ করা, অর্থাৎ কোনো কোনো সময় হরফ নুকতাবিহীন উল্লেখ করার দরুনও সন্দেহ ও ভুলের সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন, خَيْرُ الْخَبِيْرِ خَيْرُ خَبَرٍ এতে নুকতা না দেওয়ার কারণে বিভিন্ন সম্ভাবনা রয়েছে যার ফলে ভুলেরও সৃষ্টি হতে পারে। এর প্রকৃতরূপ خَبَرُ الْخَبِيْرِ خَيْرُ خَبَرٍ [বিজ্ঞ ব্যক্তির সংবাদ উত্তম সংবাদ]।

فَاِنْ عَادَ الضَّمِيْرُ الخ-এর আলোচনা : অর্থাৎ يَعْلَمُ -এর যমীরে মমুসতাতিরযদি حَكِيْم -এর প্রতি প্রত্যাবর্তন না করে, তবে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাবে। আর যমীরে মানসূব حَكِيْم -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না ; বরং তা مَا ইসমে মাওসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। কারণ, উক্ত যমীরে মানসূব حَكِيْم -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে বিরূপ অর্থের সৃষ্টি হবে।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : فِى الْاَغَالِيْطِ الَّتِىْ تَقَعُ بِسَبَبِ الْمَعْنٰى وَهٰذَا اَيْضًا اَقْسَامٌ لِاَنَّهَا اِمَّا مِنْ جِهَةِ الْمَادَّةِ اَوْ مِنْ جِهَةِ الصُّوْرَةِ اَمَّا الَّتِىْ مِنْ جِهَةِ الْمَادَّةِ كَمَا يَكُوْنُ بِحَيْثُ اِذَا رُتِّبَ الْمَعَانِىْ فِيْهِ عَلٰى وَجْهٍ يَكُوْنُ صَادِقًا لَمْ يَكُنْ قِيَاسًا وَاِذَا رُتِّبَ عَلٰى وَجْهٍ يَكُوْنُ قِيَاسًا لَمْ يَكُنْ صَادِقًا كَقَوْلِكَ الْاِنْسَانُ نَاطِقٌ مِنْ حَيْثُ هُوَ نَاطِقٌ وَلَا شَيْئَ مِنَ النَّاطِقِ مِنْ حَيْثُ هُوَ نَاطِقٌ بِحَيَوَانٍ فَلَا شَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَيَوَانٍ اِذْ مَعَ اِعْتِبَارِ قَيْدٍ مِنْ حَيْثُ هُوَ نَاطِقٌ يَكْذِبُ الصُّغْرٰى وَمَعَ حَذْفِهِ عَنْهُمَا يَكْذِبُ الْكُبْرٰى وَاِنْ حُذِفَ مِنَ الصُّغْرٰى وَاُثْبِتَ فِى الْكُبْرٰى يَلْزَمُ اِخْتِلَالُ هَيْئَةِ الْقِيَاسِ لِعَدَمِ الْاِشْتِرَاكِ -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : অর্থগত কারণে ভ্রমসমূহের প্রসঙ্গ। এটিও কয়েক ভাগে বিভক্ত। কেননা এটি হয়তো গঠন হিসেবে হবে অথবা আকৃতি হিসেবে হবে। গঠনগত কারণে যা হয় : তা এমন হবে যে, অর্থসমূহকে এমন এক পন্থায় তারতীব দেওয়া হবে যে, অর্থসমূহ সত্য হয় তবে কিয়াস গঠিত হয় না। আর যখন অর্থসমূহকে এমন এক পন্থায় বিন্যাস করা হয় যে, কিয়াস গঠিত হয়; কিন্তু অর্থসমূহ সত্য হয় না। যেমন- তোমার উক্তি اَلْاِنْسَانُ نَاطِقٌ (মানুষ বাকশক্তিসম্পন্ন) কেননা, مِنْ حَيْثُ هُوَ نَاطِقٌ (এ হিসেবে যে, সে বাকশক্তিসম্পন্ন) আর কোনো বাকশক্তিসম্পন্ন বাকশক্তিসম্পন্ন হিসেবে প্রাণী নয়। অতএব, কোনো মানুষ প্রাণী নয়; এ হিসেবে যে, সে বাকশক্তিসম্পন্ন। কেননা, এ শর্ত ধর্তব্য হলে صُغْرٰى মিথ্যা হয়, আর উভয়টি হতে বাদ দিয়ে দিলে কুবরা মিথ্যা হয়। আর যদি صُغْرٰى হতে বাদ দেওয়া হয় আর কুবরায় বহাল রাখা হয়, তবে اِشْتِرَاكْ না থাকার কারণে কিয়াসের গঠন প্রকৃতি বিঘ্নিত হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ فِى الْاَغَالِيْطِ ভ্রমসমূহের প্রসঙ্গ الَّتِىْ تَقَعُ بِسَبَبِ الْمَعْنٰى অর্থগত কারণে وَهٰذَا اَيْضًا এটিও اَقْسَامٌ কয়েকভাগে বিভক্ত لِاَنَّهَا কেননা, এটি اِمَّا مِنْ جِهَةِ الْمَادَّةِ হয়তো গঠন হিসেবে হবে اَوْ مِنْ جِهَةِ الصُّوْرَةِ অথবা আকৃতি হিসেবে হবে اَمَّا الَّتِىْ مِنْ جِهَةِ الْمَادَّةِ গঠনগত কারণে যা হয় كَمَا يَكُوْنُ بِحَيْثُ তা এমন হবে যে اِذَا رُتِّبَ তারতীব দেওয়া হবে الْمَعَانِىْ فِيْهِ তার মধ্যে অর্থসমূহকে عَلٰى وَجْهٍ এমন এক পন্থায় يَكُوْنُ صَادِقًا অর্থসমূহ সত্য হয় لَمْ يَكُنْ قِيَاسًا তবে কিয়াস গঠিত হয় না وَاِذَا رُتِّبَ আর যখন অর্থসমূহকে বিন্যাস করা হয় عَلٰى وَجْهٍ এমন এক পন্থায় يَكُوْنُ قِيَاسًا কিয়াস গঠিত হয় لَمْ يَكُنْ صَادِقًا কিন্তু অর্থসমূহ সত্য হয় না كَقَوْلِكَ যেমন- তোমার উক্তি اَلْاِنْسَانُ نَاطِقٌ মানুষ বাকশক্তিসম্পন্ন مِنْ حَيْثُ هُوَ এ হিসেবে যে نَاطِقٌ সে বাকশক্তিসম্পন্ন وَلَا شَيْئَ مِنَ النَّاطِقِ আর কোনো বাকশক্তিসম্পন্ন নয় مِنْ حَيْثُ هُوَ نَاطِقٌ বাকশক্তিসম্পন্ন হিসেবে بِحَيَوَانٍ প্রাণী فَلَا شَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ অতএব কোনো মানুষ নয় بِحَيَوَانٍ প্রাণী اِذْ مَعَ اِعْتِبَارِ قَيْدٍ কেননা, এ শর্ত ধর্তব্য হলে مِنْ حَيْثُ এ হিসেবে যে, هُوَ نَاطِقٌ সে বাকশক্তিসম্পন্ন يَكْذِبُ الصُّغْرٰى সুগরা মিথ্যা হয় وَمَعَ حَذْفِهِ عَنْهُمَا আর উভয়টি হতে বাদ দিয়ে দিলে يَكْذِبُ الْكُبْرٰى কুবরা মিথ্যা হয় وَاِنْ حُذِفَ আর যদি বাদ দেওয়া হয় مِنَ الصُّغْرٰى সুগরা হতে وَاُثْبِتَ فِى الْكُبْرٰى আর কুবরায় বহাল রাখা হয় يَلْزَمُ আবশ্যক হবে اِخْتِلَالُ বিঘ্নিত হওয়া هَيْئَةِ الْقِيَاسِ কিয়াসের গঠন لِعَدَمِ الْاِشْتِرَاكِ ইশতিরাক না থাকার কারণে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فِى الْاَغَالِيْطِ الخ - এর আলোচনা : "اَلْاَغَالِيْطُ" এটি اُغْلُوْطَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ-ধাঁধা। অত্র পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার ঐ সকল ধাঁধা সম্পর্কে আলোচনা করবেন যা অর্থগত কারণে সৃষ্টি হয়।

قَوْلُهٗ مَعَ اِعْتِبَارِ قَيْدٍ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ مِنْ حَيْثُ هُوَ نَاطِقٌ-এর শর্তটি صُغْرٰى কুবরা উভয়টিতে বহাল রাখা হয়, তবে صُغْرٰى মিথ্যা সাব্যস্ত হয়। কেননা, "نَاطِقٌ" "اِنْسَانٌ"-এর জন্য ফসল, আর "حَيَوَانٌ" "اِنْسَانٌ"-এর জিনস। আর কোনো মাহিয়াতের জিনস হতে তার ফসলকে বিদূরীত করা বৈধ নয়। আর যদি সুগরা হতে বাদ দেওয়া হয়, আর কুবরায় বহাল রাখা হয়, তবে উভয় মুকাদ্দামা সত্য হবে বটে, কিন্তু কিয়াসের গঠন প্রকৃতি ঠিক থাকবে না। কেননা, তখন حَدِّ اَوْسَطْ সুগরা কুবরা উভয়টির মধ্যে বিদ্যমান থাকে না। আর حَدِّ اَوْسَطْ উভয় মুকাদ্দামায় উল্লেখ না থাকলে নতীজা প্রকাশ পাবে না।

www.eelm.weebly.com

وَاَمَّا الَّتِىْ مِنْ جِهَةِ الصُّوْرَةِ فَكَمَا يَكُوْنُ عَلٰى هَيْئَةٍ غَيْرِ نَاتِجَةٍ وَجَمِيْعُ ذٰلِكَ سُوْءُ التَّالِيْفِ كَقَوْلِ الْقَائِلِ اَلزَّمَانُ مُحِيْطٌ بِالْحَوَادِثِ وَالْفَلَكُ مُحِيْطٌ بِهَا اَيْضًا يَنْتِجُ فَالزَّمَانُ هُوَ الْفَلَكُ وَهُوَ شَكْلٌ ثَانٍ وَقَدْ فَاتَ فِيْهِ شَرْطٌ اَعْنِىْ اِخْتِلَافَ الْمُقَدَّمَتَيْنِ اِيْجَابًا وَسَلْبًا لِكَوْنِهِمَا مُوْجِبَتَيْنِ هٰهُنَا وَالْاٰنَ نَذْكُرُ بَعْضَ الْمُغَالَطَاتِ الَّتِىْ سَبَبُ وُقُوْعِهَا فَسَادُ الصُّوْرَةِ فَنَقُوْلُ مِنَ الْمُغَالَطَاتِ الصُّوْرِيَّةِ الْمُصَادَرَةُ عَلَى الْمَطْلُوْبِ نَحْوُ زَيْدٌ اِنْسَانٌ لِاَنَّهُ بَشَرٌ وَكُلُّ بَشَرٍ اِنْسَانٌ وَمِنْهَا اَخْذُ مَا بِالْعَرْضِ مَكَانَ مَا بِالذَّاتِ نَحْوُ اَلْجَالِسُ فِى السَّفِيْنَةِ مُتَحَرِّكٌ وَكُلُّ مُتَحَرِّكٍ لَا يَثْبُتُ فِىْ مَوْضَعٍ وَاحِدٍ -

وَمِنْهَا اَنْ لَايَتَكَرَّرَ الْاَوْسَطُ بِتَمَامِهِ كَمَا يُقَالُ اَلْاِنْسَانُ لَهُ شَعْرٌ وَكُلُّ شَعْرٍ يَنْبُتُ يَنْتِجُ اَلْاِنْسَانُ يَنْبُتُ فَاِنَّ الْاَوْسَطَ لَهُ الشَّعْرُ وَلَمْ يُجْعَلْ بِتَمَامِهِ مَوْضُوْعَ الْكُبْرٰى وَمِنْهَا اَنْ لَايَكُوْنَ الْاَوْسَطُ مُتَشَابِهًا فِى الْمُقَدَّمَتَيْنِ لِاِخْتِلَافِهِ بِالْقُوَّةِ وَالْفِعْلِ نَحْوُ قَوْلِهِ اَلسَّاكِتُ مُتَكَلِّمٌ وَالْمُتَكَلِّمُ لَيْسَ بِسَاكِتٍ يَنْتِجُ اَلسَّاكِتُ لَيْسَ بِسَاكِتٍ

সরল অনুবাদ : আর আকৃতির দিক দিয়ে ত্রুটি আসার কারণ। যেমন- قِيَاسْ এমন এক আকৃতির উপর গঠিত হওয়া যা ফলাফল প্রদান করে না। আর এ সমস্ত বিন্যাস শুদ্ধ না হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। যেমন- কারো উক্তি- যুগ বিপদাপদ বেষ্টনকারী। আর আকাশও তা বেষ্টনকারী। সুতরাং এর নতীজা হবে, যুগই আকাশ। এটি হলো শাকলে ছানী। এতে একটি শর্ত فَوْت হয়েছে। অর্থাৎ হ্যাঁ-বাচক ও না-বাচক হিসেবে মুকাদ্দামাদ্বয়ের পরস্পর একটি অপরটির বিপরীত হওয়া অপূরণ রয়েছে। কেননা, এখানে উভয়টি مُوْجِبَةْ বা ইতিবাচক। এখন আমরা এমন কিছু ত্রুটিসমূহের কথা আলোচনা করবো যেগুলোর কারণ হলো আকৃতি অশুদ্ধ হওয়া। অতএব, আমরা বলবো যে, আকৃতির দিক দিয়ে ত্রুটিসমূহের মধ্যে- ১. একটি হলো اَلْمُصَادَرَاتُ عَلَى الْمَطْلُوْبِ যেমন- 'যায়েদ মানুষ'। তন্মধ্যে ২. আরও একটি হলো- পরোক্ষ বিষয়কে প্রত্যক্ষ বিষয়ে মেনে নেওয়া। যেমন- 'নৌকায় আরোহী ব্যক্তি দোদুল্যমান। আর প্রত্যেক দোদুল্যমান ব্যক্তি এক স্থানে ঠিক থাকতে পারে না।' ৩. তন্মধ্যে আরো একটি হলো সম্পূর্ণ হদ্দে আসওয়াত পুনঃ উল্লিখিত না হওয়া। যেমন বলা হয়- মানুষের চুল আছে। আর প্রত্যেক চুল উৎপন্ন হয়। নাতীজা হবে, অতএব মানুষ উৎপন্ন হয়। কেননা, হদ্দে আওসাত لَهٗ شَعْرٌ - আর এর সম্পূর্ণটুকুকে কুবরার মাওযূ' বানানো হয়নি। ৪. তন্মধ্যে আরও একটি হলো- মুকাদ্দমাদ্বয় حَدِّ اَوْسَطْ فِعْل ও قُوَّتْ হিসেবে বিভিন্ন হওয়ার দরুন উভয়টির মধ্যে পার্থক্য হওয়া। যেমন- নীরব ব্যক্তি বক্তা আর বক্তা নীরব নয়। নতীজা হবে- নীরব ব্যক্তি নীরব নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا الَّتِىْ আর ত্রুটি আসার কারণ مِنْ جِهَةِ الصُّوْرَةِ আকৃতির দিক দিয়ে فَكَمَا يَكُوْنُ যেমন- কিয়াস গঠিত হওয়া عَلٰى هَيْئَةٍ এমন এক আকৃতির উপর غَيْرِ نَاتِجَةٍ যা ফলাফল প্রদান করে না وَجَمِيْعُ ذٰلِكَ আর এ সমস্ত سُوْءُ التَّالِيْفِ বিন্যাস শুদ্ধ না হওয়ার কারণে হয়ে থাকে كَقَوْلِ الْقَائِلِ যেমন- কারো উক্তি اَلزَّمَانُ مُحِيْطٌ যুগ বেষ্টনকারী بِالْحَوَادِثِ বিপদাপদ وَالْفَلَكُ আর আকাশও مُحِيْطٌ بِهَا اَيْضًا তা বেষ্টনকারী يَنْتِجُ সুতরাং এর নতীজা হবে فَالزَّمَانُ هُوَ الْفَلَكُ যুগই আকাশ وَهُوَ شَكْلٌ ثَانٍ এটি হলো শাকলে ছানী وَقَدْ فَاتَ فِيْهِ এতে ফওত হয়েছে شَرْطٌ একটি শর্ত اَعْنِىْ অর্থাৎ اِخْتِلَافَ الْمُقَدَّمَتَيْنِ মুকাদ্দামাদ্বয়ের

www.eelm.weebly.com

পরস্পর একটি অপরটির বিপরীত হওয়া إِيْجَابًا وَسَلْبًا হ্যাঁ-বাচক ও না-বাচক হিসেবে لِكَوْنِهِمَا مُوجِبَتَيْنِ কেননা, উভয়টি مُوجِبَة বা ইতিবাচক هٰهُنَا এখানে وَالْآنَ এখন نَذْكُرُ আমরা আলোচনা করবো بَعْضَ الْمُغَالَطَاتِ এমন কিছু ত্রুটিসমূহের কথা الَّتِي سَبَبُ وُقُوعِهَا যেগুলোর কারণ হলো فَسَادُ الصُّورَةِ আকৃতি অশুদ্ধ হওয়া فَنَقُولُ অতএব, আমরা বলবো যে, مِنَ الْمُغَالَطَاتِ الصُّورِيَّةِ আকৃতির দিক দিয়ে ত্রুটিসমূহের মধ্যে ১. একটি হলো الْمُصَادَرَةُ عَلَى الْمَطْلُوبِ মুসাদারা আলাল মাতলূব (উদ্দিষ্ট বস্তু বারবার চাওয়া) نَحْوُ যেমন- زَيْدٌ إِنْسَانٌ যায়েদ মানুষ لِأَنَّهُ بَشَرٌ কেননা, সে বনী আদম وَكُلُّ بَشَرٍ إِنْسَانٌ আর সকল বনী আদমই মানুষ وَمِنْهَا তন্মধ্যে ২. আরও একটি হলো أَخْذُ مَا بِالْعَرَضِ পরোক্ষ বিষয়কে মেনে নেওয়া مَكَانَ مَا بِالذَّاتِ প্রত্যক্ষ বিষয়ে نَحْوُ যেমন- الْجَالِسُ فِي السَّفِينَةِ নৌকায় আরোহী ব্যক্তি مُتَحَرِّكٌ দোদুল্যমান وَكُلُّ مُتَحَرِّكٍ আর প্রত্যেক দোদুল্যমান ব্যক্তি لَا يَثْبُتُ ঠিক থাকতে পারে না فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ এক স্থানে وَمِنْهَا ৩. তন্মধ্যে আরো একটি হলো أَنْ لَا يَتَكَرَّرَ পুনঃ উল্লিখিত না হওয়া الْأَوْسَطُ بِتَمَامِهِ সম্পূর্ণ হদ্দে আওসাত كَمَا يُقَالُ যেমন- বলা হয় الْإِنْسَانُ لَهُ شَعْرٌ মানুষের চুল আছে وَكُلُّ شَعْرٍ আর প্রত্যেক চুল يَنْبُتُ উৎপন্ন হয় يَنْتِجُ নতীজা হবে الْإِنْسَانُ يَنْبُتُ অতএব মানুষ উৎপন্ন হয় فَإِنَّ الْأَوْسَطَ কেননা, হদ্দে আওসাত لَهُ الشَّعْرُ লাহুশ শা'রু (তার চুল আছে) শব্দটি وَلَمْ يُجْعَلْ আর বানানো হয়নি بِتَمَامِهِ এর সম্পূর্ণটুকু مَوْضُوعُ الْكُبْرٰى কুবরার মাওযূ' وَمِنْهَا ৪. তন্মধ্যে আরো একটি হলো أَنْ لَا يَكُونَ الْأَوْسَطُ হদ্দে আওসাত না হওয়া مُتَشَابِهًا فِي الْمُقَدَّمَتَيْنِ মুকাদ্দামাদ্বয় সাদৃশ্যপূর্ণ لِاخْتِلَافِهِ হদ্দে আওসাত বিরোধপূর্ণ হওয়ার কারণে بِالْقُوَّةِ وَالْفِعْلِ - قُوَّةٌ ও فِعْلٌ হিসেবে نَحْوُ قَوْلِهِ যেমন- السَّاكِتُ مُتَكَلِّمٌ নীরব ব্যক্তি বক্তা وَالْمُتَكَلِّمُ আর বক্তা لَيْسَ بِسَاكِتٍ নীরব ব্যক্তি নয় يَنْتِجُ নতীজা হবে السَّاكِتُ لَيْسَ بِسَاكِتٍ নীরব নীরব নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَأَمَّا الَّتِي مِنْ جِهَةِ الصُّورَةِ الخ **-এর আলোচনা :** এখানে মুসান্নিফ (র.) অর্থগত কারণে আকৃতির দিক দিয়ে ত্রুটি আসার উদাহরণ বর্ণনা করেছেন এবং এমন কতগুলো ত্রুটি উল্লেখ করেছেন, যাদের সংঘটিত হওয়ার কারণসমূহ রয়েছে। যেমন- কিয়াস এমন এক আকৃতির উপর গঠিত হওয়া যা নতীজা প্রদান করে না। আর এসব কিছুই গঠন পদ্ধতির ব্যর্থতা। উদাহরণ মূল ইবারতে দেখুন।

আর আকৃতির দিক দিয়ে কিয়াসে ত্রুটি সৃষ্টি হওয়ার প্রথম পন্থা হলো الْمُصَادَرَةُ عَلَى الْمَطْلُوبِ যেমন উল্লিখিত উদাহরণটিতে যায়েদ মানুষ, এটি দাবি। একে صُغْرٰى বানানো হয়েছে। কেননা, لِأَنَّهُ بَشَرٌ অর্থাৎ لِأَنَّهُ إِنْسَانٌ - এখানে ভুলটি হয়েছে যে, কিয়াস দ্বারা যে বিষয়টি সাব্যস্ত হচ্ছে তা মুকাদ্দামাদ্বয়ের ভিন্ন বিষয় নয়। অথচ কিয়াসের নাতীজা কিয়াসের মুকাদ্দমাদ্বয়ের ভিন্ন বিষয় হওয়া জরুরি।

আর আকৃতির দিক দিয়ে সংঘটিত ত্রুটিসমূহের মধ্যে দ্বিতীয়টি হলো, পরোক্ষ বিষয়কে প্রত্যক্ষ বিষয়ের স্থলাভিষিক্ত করা। উদাহরণটিতে ত্রুটিপূর্ণ জিনিসটি হলো সুগরায় যে مُتَحَرِّكٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পরোক্ষ হরকত। আর কোবরায় যে مُتَحَرِّكٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রত্যক্ষ হরকত। আর এর জন্য حَدِّ أَوْسَطْ সুগরা কোবরা উভয়টিতে উল্লেখ হয় নি। অথচ নতীজা প্রকাশের জন্য حَدِّ أَوْسَطْ সুগরা কোবরা উভয়টিতে উল্লেখ থাকা জরুরি ছিল।

قَوْلُهُ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَتَكَرَّرَ الخ**-এর আলোচনা :** আর তৃতীয়টি হলো, حَدِّ أَوْسَطْ সুগরাতে যা হয় কুবরাতে সম্পূর্ণটি উল্লেখ থেকে তার একাংশ উল্লেখ হলে কিয়াসে ত্রুটি আসবে।

আর চতুর্থটি হলো, حَدِّ أَوْسَطْ এমন হওয়া যে, সুগরাতে حَدِّ أَوْسَطْ নেওয়া হয় এ কথা বুঝার জন্য যে حَدِّ أَوْسَطْ এ ধরনের হুকুমের যোগ্যতা আছে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে হুকুম সংঘটিত হয়নি। আর কুবরাতে حَدِّ أَوْسَطْ নেওয়া হয় এ জন্য যে, হুকুম বাস্তব ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছে। যেমন উল্লিখিত উদাহরণে- নীরব ব্যক্তির কথা বলার যোগ্যতা আছে এ হিসেবে সে مُتَكَلِّمٌ - আর কুবরাতে বলা হয়েছে যে বাস্তব ক্ষেত্রে যে কথা বলে ; সে নীরব থাকে না। যেহেতু উভয় ক্ষেত্রে حَدِّ أَوْسَطْ এক ধরনের নয়, তাই কিয়াসে ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

وَمِنْهَا اِخْتِلَالُ التَّرْكِيْبِ بِسَبَبِ شَكٍّ وَقَعَ بِاَنَّ الْقَيْدَ مِنَ الْمَوْضُوْعِ اَوْ مِنَ الْمَحْمُوْلِ كَقَوْلِهِمْ اَلْاِنْسَانُ وَحْدَهٗ ضَاحِكٌ وَكُلُّ ضَاحِكٍ حَيَوَانٌ يَنْتِجُ اَلْاِنْسَانُ وَحْدَهٗ حَيَوَانٌ وَالْغَلَطُ اِنَّمَا نَشَأَ مِنْ تَوَهُّمِ اَنَّ لَفْظَةَ وَحْدَهٗ جُزْءٌ مِنَ الْمَوْضُوْعِ وَلَوْ جُعِلَ جُزْءٌ مِنَ الْمَحْمُوْلِ وَقِيْلَ الْاِنْسَانُ هُوَ وَحْدَهٗ ضَاحِكٌ وَكُلُّ مَاهُوَ وَحْدَهٗ ضَاحِكٌ فَهُوَ حَيَوَانٌ لَصَدَقَتِ النَّتِيْجَةُ لِاَنَّهَا اِذْ ذَاكَ الْاِنْسَانُ حَيَوَانٌ فَالْغَلَطُ فِىْ هٰذَا الْمِثَالِ بِسَبَبِ سُوْءِ اِعْتِبَارِ الْحَمْلِ وَمِنْهَا اَنْ لَايَكُوْنَ الْاَكْبَرُ مَحْمُوْلًا عَلٰى جَمِيْعِ اَفْرَادِ الْاَوْسَطِ فِى الْكُبْرٰى وَ ذٰلِكَ كَمَا تَقُوْلُ كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَالْحَيَوَانُ عَامٌّ اَوْ جِنْسٌ اَوْ مَقُوْلٌ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ مُخْتَلِفِى الْحَقِيْقَةِ فَيَنْتِجُ كُلُّ اِنْسَانٍ عَامٌّ اَوْ جِنْسٌ اَوْ مَقُوْلٌ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ مُخْتَلِفِى الْحَقِيْقَةِ وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا وَالسَّبَبُ فِى الْغَلَطِ اِنَّمَا هُوَ اِهْمَالُ كُلِّيَّةِ الْكُبْرٰى اِذِ الْكُبْرٰى طَبْعِيَّةٌ فَلَايَتَعَدَّى الْحُكْمُ-

সরল অনুবাদ : ৫.তন্মধ্যে আরও একটি এই যে, গঠনে ত্রুটি যা শর্তটি কি মাওযূ'-এর অন্তর্ভুক্ত অথবা মাহমূলের অন্তর্ভুক্ত ; এ সন্দেহের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। যেমন- তাদের উক্তি 'শুধু মানুষই হাসে, আর সমস্ত যারা হাসে তারা প্রাণী। নাতীজা হবে, 'কেবল মানুষই প্রাণী'। এখানে ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছে এ সন্দেহে যে, শুধু وَحْدَهٗ শব্দটি মাওযূ'-এর অংশ ধরা হয়েছে। আর যদি একে মাহমূলের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয় আর বলা হয়, 'মানুষ শুধু হাসে' আর প্রতিটি ঐ বিষয় যা শুধু হাসে- তা প্রাণী। তবে নাতীজা অবশ্য সত্য হতো। কেননা, তখন নাতীজা হবে- মানুষ প্রাণী ; সুতরাং এ উদাহরণে ত্রুটি এনেছে حَمْلٌ ব্যতিক্রমের কারণে।

৬. তন্মধ্যে হতে আরও একটি হলো, কুবরাতে আকবর হদ্দে আওসাতের সমস্ত একককে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না। আর এটি যেমন- তুমি বল 'সমস্ত মানুষ প্রাণী'। আর প্রাণী ব্যাপক অথবা جِنْس (জাতি) কিংবা ভিন্ন ভিন্ন হাকীকত বিশিষ্ট একাধিক এককের জন্য প্রযোজ্য নয়। অতএব নাতীজা হবে- প্রত্যেক মানুষ عَامٌّ অথবা جِنْس কিংবা ভিন্ন ভিন্ন হাকীকত বিশিষ্ট একাধিক اَفْرَادْ-এর জন্য প্রযোজ্য। অথচ এটি স্পষ্টভাবে বাতিল। ত্রুটির কারণ হচ্ছে- কুবরা কুল্লী হওয়ার শর্তকে শূন্য রাখা। কেননা, কুবরা قَضِيَّةٌ طَبْعِيَّةٌ। অতএব, হুকুম কার্যকর হবে না।

وَمِنْهَا مَا يَقَعُ بِسَبَبِ مَا تَقَدُّمِ الرَّوَابِطِ اَوْ تَأَخُّرِهَا عَنِ السُّلُوْبِ وَكَذَا تَقَدُّمُ الْجِهَةِ عَلَى السُّلُوْبِ وَتَأَخُّرِهَا عَنْهَا نَحْوُ زَيْدٌ لَيْسَ هُوَ بِقَائِمٍ وَ زَيْدٌ هُوَ لَيْسَ بِقَائِمٍ وَبِالضَّرُوْرَةِ اَنْ لَايَكُوْنَ وَلَيْسَ بِالضَّرُوْرَةِ اَنْ يَكُوْنَ وَلَايَلْزَمُ اَنْ يَكُوْنَ وَيَلْزَمُ اَنْ لَايَكُوْنَ وَتَكَثُّرُ السُّلُوْبِ مِنْ هٰذَا الْبَابِ فَاِنَّ مَرَاتِبَ الشَّفْعِيَّةِ كَسَلْبِ سَلْبٍ وَسَلْبِ سَلْبِ سَلْبِ سَلْبٍ اِثْبَاتٌ وَالْوِتْرِيَّةُ كَسَلْبِ سَلْبِ السَّلْبِ وَغَيْرِهَا سَلْبٌ

৭. তন্মধ্যে আরেকটি হচ্ছে, নেতিবাচক রাবেতার আগে পরে করার দরুন অথবা জিহাত আগে পরে করার দরুন সৃষ্ট ভুল। যেমন- زَيْدٌ لَيْسَ هُوَ بِقَائِمٍ ও زَيْدٌ هُوَ لَيْسَ بِقَائِمٍ এমনিভাবে بِالضَّرُوْرَةِ اَنْ لَايَكُوْنَ (অবশ্যই হবে না) ও وَلَيْسَ بِالضَّرُوْرَةِ اَنْ يَكُوْنَ (হওয়া জরুরি নয়)। وَلَايَلْزَمُ اَنْ يَكُوْنَ (হওয়া জরুরি নয়) ও وَيَلْزَمُ اَنْ لَايَكُوْنَ (না হওয়া জরুরি) নেতিবাচক বর্ণের আধিক্যও অত্র অধ্যায়েরই অন্তর্গত। কেননা, জোড় সংখ্যা বিশিষ্টগুলো ইতিবাচক, যেমন- سَلْبُ سَلْبٍ 'না এর না এবং না -এর না, এর না, এর না। আর বিজোড় সংখ্যাবিশিষ্টগুলো নেতিবাচক। যেমন- না এর না এর না এবং এর ন্যায় অন্যান্যগুলোও (নেতিবাচক)।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِنْهَا তন্মধ্যে আরো একটি এই যে, اِخْتِلَالُ التَّرْكِيْبِ গঠনে ত্রুটি بِسَبَبِ شَكٍّ وَقَعَ এ সন্দেহের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে بِاَنَّ الْقَيْدَ এভাবে যে, শর্তটি مِنَ الْمَوْضُوْعِ কি মাওযূ'-এর অন্তর্ভুক্ত اَوْ مِنَ الْمَحْمُوْلِ অথবা মাহমূলের অন্তর্ভুক্ত

www.eelm.weebly.com

يَنْتِجُ তারা প্রাণী حَيَوَانٌ আর সমস্ত যারা হাসে وَكُلُّ ضَاحِكٍ হাসে ضَاحِكٌ শুধু মানুষই اَلْاِنْسَانُ وَحْدَهُ যেমন– তাদের উক্তি كَقَوْلِهِمْ أَنَّ এ সন্দেহে, যে, مِنْ تَوَهُّمِ সৃষ্টি হয়েছে اِنَّمَا نَشَأَ এখানে ত্রুটি وَالْغَلَطُ কেবল মানুষই প্রাণী اَلْاِنْسَانُ وَحْدَهُ حَيَوَانٌ নাতীজা হবে جُزْءٌ مِنَ আর যদি একে গণ্য করা হয় وَلَوْ جُعِلَ মাওযূ'-এর অংশ ধরা হয়েছে جُزْءٌ مِنَ الْمَوْضُوْعِ শব্দটি وَحْدَهُ শুধু لَفْظَةُ وَحْدَهُ وَكُلُّ مَا هُوَ وَحْدَهُ ضَاحِكٌ আর শুধু হাসে هُوَ وَحْدَهُ ضَاحِكٌ মানুষ اَلْاِنْسَانُ আর বলা হয় وَقِيْلَ মাহমূলের অংশ হিসেবে الْمَحْمُوْلِ আর প্রতিটি ঐ বিষয় যা শুধু হাসে فَهُوَ حَيَوَانٌ তা প্রাণী لَصَدَقَتِ النَّتِيْجَةُ তবে নাতীজা অবশ্য সত্য হতো لِاَنَّهَا اِذْ ذَاكَ কেননা, তখন নাতীজা হবে اَلْاِنْسَانُ حَيَوَانٌ মানুষ প্রাণী فَالْغَلَطُ فِىْ هٰذَا الْمِثَالِ সুতরাং এ উদাহরণে ত্রুটি এনেছে بِسَبَبِ سُوْءِ اِعْتِبَارِ الْحَمْلِ হামল ব্যতিক্রমের কারণে وَمِنْهَا ৬. তন্মধ্য হতে আরো একটি হলো اَنْ لَا يَكُوْنَ الْاَكْبَرُ আকবর করতে পারে না مَحْمُوْلًا অন্তর্ভুক্ত عَلٰى جَمِيْعِ اَفْرَادِ الْاَوْسَطِ হদ্দে আওসাতের সমস্ত একককে فِى الْكُبْرٰى কুবরাতে وَ ذٰلِكَ كَمَا تَقُوْلُ আর এটি যেমন– তুমি বল عَلٰى কিংবা প্রযোজ্য اَوْ مَقُوْلٌ (জাতি) جِنْسٌ অথবা اَوْ جِنْسٌ এবং প্রাণী ব্যাপক وَالْحَيَوَانُ عَامٌّ সমস্ত মানুষ প্রাণী كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ كُلُّ اِنْسَانٍ عَامٌّ অতএব নাতীজা হবে فَيَنْتِجُ ভিন্ন ভিন্ন হাকীকত বিশিষ্ট مُخْتَلِفِى الْحَقِيْقَةِ একাধিক এককের জন্য كَثِيْرِيْنَ مُخْتَلِفِى -এর জন্য اَفْرَادُ একাধিক عَلٰى كَثِيْرِيْنَ কিংবা প্রযোজ্য اَوْ مَقُوْلٌ অথবা জাতি اَوْ جِنْسٌ (ব্যাপক) عَامٌّ প্রত্যেক মানুষ اِنَّمَا هُوَ ত্রুটির কারণ হচ্ছে وَالسَّبَبُ فِى الْغَلَطِ অথচ এটি স্পষ্টভাবে বাতিল وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا ভিন্ন ভিন্ন হাকীকত বিশিষ্ট الْحَقِيْقَةِ فَلَا يَتَعَدّٰى কাযিয়ায়ে তাবয়িয়্যা طَبْعِيَّةٌ কেননা, কুবরা اِذِ الْكُبْرٰى কুবরা কুল্লী হওয়ার শর্তকে শূন্য রাখা اِهْمَالُ كُلِّيَّةِ الْكُبْرٰى তা بِسَبَبِ تَقَدُّمِ যা সংঘটিত হয় مَا يَقَعُ তন্মধ্য হতে (আকৃতিগত ভুলের) আরেকটি হলো وَمِنْهَا অতএব হুকুম কার্যকর হবে না الْحُكْمُ আগে নিয়ে আসার দরুন الرَّوَابِطِ রাবেতাগুলোকে اَوْ تَاَخُّرِهَا অথবা সেগুলোকে পরে নেওয়ার দরুন عَنِ السُّلُوْبِ নেতিবাচক থেকে وَكَذَا تَقَدُّمُ الْجِهَةِ এমনিভাবে জিহাতকে আগে আনার দরুন عَنِ السُّلُوْبِ নেতিবাচক থেকে وَتَاَخُّرِهَا عَنْهَا এবং তাকে নেতিবাচক থেকে পরে নেওয়ার দরুন نَحْوُ যেমন– زَيْدٌ لَيْسَ هُوَ بِقَائِمٍ যায়েদ দণ্ডায়মান নয় وَ زَيْدٌ هُوَ لَيْسَ بِقَائِمٍ যায়েদ সে দণ্ডায়মান নয় وَلَا يَلْزَمُ اَنْ يَكُوْنَ অবশ্যই তা হবে না وَلَيْسَ بِالضَّرُوْرَةِ اَنْ يَكُوْنَ এমনিভাবে হওয়া জরুরি নয় وَبِالضَّرُوْرَةِ اَنْ لَا يَكُوْنَ (এমনিভাবে) হওয়া জরুরি নয় وَيَلْزَمُ اَنْ لَا يَكُوْنَ না হওয়া জরুরি وَتَكَثُّرُ السُّلُوْبِ নেতিবাচক বর্ণের অধিক ব্যবহারও مِنْ هٰذَا الْبَابِ অত্র অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত فَاِنَّ مَرَاتِبَ الشَّفْعِيَّةِ কেননা, জোড় সংখ্যাবিশিষ্টগুলো كَسَلْبِ سَلْبٍ যেমন– না এর না سَلْبِ سَلْبِ سَلْبٍ وَسَلْبِ এবং না এর না, এর না, এর না اِثْبَاتٌ ইতিবাচক وَالْوِتْرِيَّةُ এবং বিজোড় সংখ্যাবিশিষ্টগুলো كَسَلْبِ سَلْبِ السَّلْبِ যেমন-না এর না, এর না وَغَيْرِهَا এতদ্ভিন্ন অন্যান্য শর্তাবলি سَلْبٌ নেতিবাচক

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَمِنْهَا اِخْتِلَالُ التَّرْكِيْبِ الخ -এর আলোচনা : এখানে মুসান্নিফ (র.) আকৃতির দিক দিয়ে যে مُغَالَطَةٌ সৃষ্টি হয়েছে তার পঞ্চমটি বর্ণনা করেছেন। তা হলো, হদ্দে আওসাতকে আসগরের জন্য প্রয়োগ করার ত্রুটি হওয়ার দরুন। কেননা, সুগরা مُوْجَبَةٌ ও سَالِبَةٌ এ দু' কাযিয়া দ্বারা গঠিত। মূজিবাটি হচ্ছে– মানুষ হাস্যকারী, আর সালিবাটি হচ্ছে– মানুষ ছাড়া অন্য কিছুই হাস্যকারী নয়। অতএব, কাযিয়ায়ে মূজিবাও কুবরার সাথে মিলিত হয়ে সঠিক নাতীজা দিবে, কিন্তু দ্বিতীয়টি কুবরার সাথে মিলিত হওয়ার পর কোনো সঠিক গঠন হবে না, যা ফলপ্রসূ হতে পারে। এতে বুঝা গেল যে, ভুলের সৃষ্টি হচ্ছে মূলত দ্বিতীয় কাযিয়ার দরুন, আর حَمْلٌ ব্যতিক্রমের কারণেই ভুলটি হচ্ছে।

قَوْلُهُ وَمِنْهَا اَنْ لَا يَكُوْنَ الْاَكْبَرُ الخ -এর আলোচনা : আর ষষ্ঠটি কিয়াসে যে مُغَالَطَةٌ-এর সৃষ্টি হয়েছে যে, কুবরার মাহমূলের হুকুম মাওযূ'-এর এককসমূহের উপর নয়, যেমন– উল্লিখিত উদাহরণে সুগরাতে মানুষের প্রতিটি এককের উপর প্রাণী হওয়ার হুকুম ছাবেত হয়েছে। কিন্তু কুবরা قَضِيَّةٌ طَبْعِيَّةٌ। قَضِيَّةٌ طَبْعِيَّةٌ -এর মধ্যে মাওযূ'-এর এককের উপর হুকুম হয় না ; বরং মাওযূ'-এর হাকীকতের উপর হুকুম হয়। সুতরাং সুগরাতে হদ্দে আওসাত হুকুম বহন করে মাওযূ'-এর একক হিসেবে। আর কুবরার হদ্দে আওসাত হুকুম বহন করে হাকীকতের হিসেবে, কাজেই কুবরার حَدِّ اَوْسَطْ তার হুকুমকে সুগরার মাওযূ' পর্যন্ত পৌছাতে পারবে না। তবে যদি কুবরার حَدِّ اَوْسَطْ ও তার সমস্ত এককের উপর হুকুম গ্রহণ করত ; তা হলে হুকুম সুগরার দিকে পৌছাতে পারত। মোটকথা, প্রথম শাকলে নাতীজা পাওয়ার জন্য কুবরা কুল্লিয়া হওয়া শর্ত। আর উদাহরণে উক্ত শর্তটি ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, কুবরার হুকুম আরোপ করা হয়েছে প্রাণীর হাকীকতের উপর, কিন্তু তার اَفْرَادْ -এর উপর নয়। আর সুগরার হুকুম আরোপ করা হয়েছে 'মানুষের' প্রত্যেক ফরদের উপর। অতএব, উক্ত হুকুম مُتَعَدِّىْ হতে পারে না।

[অবশিষ্ট আলোচনা পরবর্তী পৃষ্ঠায়]

www.eelm.weebly.com

وَمِنْهَا اَخْذُ الْاِعْتِبَارَاتِ الذِّهْنِيَّةِ وَالْمَحْمُوْلَاتِ الْعَقْلِيَّةِ اُمُوْرًا عَيْنِيَّةً كَمَا اِذَا قِيْلَ اِنَّ الْاِنْسَانَ كُلِّيٌّ فَيُظَنُّ اَنَّهُ فِى الْاَعْيَانِ كَذٰلِكَ وَلَيْسَ هٰذَا الظَّنُّ بِصَوَابٍ فَاِنَّ الْكُلِّيَّةَ اِنَّمَا تَعْرِضُ الْاَشْيَاءَ فِى الذِّهْنِ دُوْنَ الْخَارِجِ وَمِنْ هٰذَا التَّحْقِيْقِ يَنْحَلُّ اُغْلُوْطَةٌ اُخْرٰى -

সরল অনুবাদ : ৮. তন্মধ্যে আর একটি হচ্ছে, কাল্পনিক বিষয় ও আকলীসহ মূলসমূহকে বাস্তব বিষয় ধরে নেওয়া। যেমন– যখন বলা হয় 'মানুষ কুল্লী' তখন ধারণা করা হলো যে, সে বস্তু জগতে এরূপ, অথচ এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা, কুল্লী হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয় কল্পনা জগতে, বাহ্যিক ক্ষেত্রে নয়। এ বিশ্লেষণের দ্বারা অন্য একটি ত্রুটির সমাধান হয়ে যাবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِنْهَا তন্মধ্যে আরেকটি হলো اَخْذُ الْاِعْتِبَارَاتِ গণ্য করা الذِّهْنِيَّةِ কাল্পনিক বিষয় وَالْمَحْمُوْلَاتِ এবং মাহমূলসমূহকে الْعَقْلِيَّةِ যেগুলো বিবেকসম্মত اُمُوْرًا عَيْنِيَّةً মৌলিক বিষয় হিসেবে كَمَا اِذَا قِيْلَ যেমন– যখন বলা হয় اِنَّ الْاِنْسَانَ كُلِّيٌّ মানুষ কুল্লী فَيُظَنُّ তখন ধারণা করা হবে اَنَّهُ فِى الْاَعْيَانِ كَذٰلِكَ সে বস্তুজগতে এরূপ وَلَيْسَ هٰذَا الظَّنُّ بِصَوَابٍ অথচ এ ধারণা ঠিক নয় فَاِنَّ الْكُلِّيَّةَ কেননা, কুল্লী হওয়ার বিষয়টি اِنَّمَا تَعْرِضُ সাব্যস্ত করে اَلْاَشْيَاءَ বস্তুগুলোকে فِى الذِّهْنِ কাল্পনিক জগতে دُوْنَ الْخَارِجِ বাহ্যিক ক্ষেত্রে নয় وَمِنْ هٰذَا التَّحْقِيْقِ এ বিশ্লেষণ দ্বারা يَنْحَلُّ সমাধান হয়ে যাবে اُغْلُوْطَةٌ اُخْرٰى অন্য একটি ত্রুটির।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট আলোচনা]

قَوْلُهُ وَمِنْهَا مَا يَقَعُ بِسَبَبِ الخ -এর আলোচনা : কিয়াসের আকৃতিগত দিক থেকে যে غَلْطِى-এর সৃষ্টি হয় তার সপ্তমটি হলো, رَابِطه سَالِبَه-কে আগ পর করা অথবা جِهَات سَالِبَه-কে আগ পর করা। যেমন– زَيْدٌ لَيْسَ هُوَ بِقَائِمٍ ; এ বাক্যটির মধ্যে রাবেতাটি (নেতিবাচক বর্ণ) لَيْسَ-এর পরে আসার দরুন মা'দুলায় পরিণত হয়েছে। আর زَيْدٌ هُوَ لَيْسَ بِقَائِمٍ ; এ বাক্যে রাবেতাটি নেতিবাচক বর্ণের পূর্বে উল্লেখ হওয়ার দরুন সালিবায় পরিণত হয়েছে। আর بِالضَّرُوْرَةِ اَنْ لَايَكُوْنَ বাক্যে জিহাত সলবের পূর্বে উল্লেখ হওয়ার দরুন সালিবা হয়েছে। এমনিভাবে لَيْسَ بِالضَّرُوْرَةِ اَنْ يَكُوْنَ এটাও সালিবা তবে উভয়টির মধ্যে পার্থক্য হলো, প্রথমটি শুধু مُمْتَنِعْ-এর ক্ষেত্রে; আর দ্বিতীয়টি مُمْتَنِعْ ও مُمْكِنْ উভয়টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

একাধিক নেতিবাচক বর্ণের সমাবেশও مُغَالَطَة صُوْرِيَّة-এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বিজোড় সংখ্যাবিশিষ্ট নেতিবাচক বর্ণ জোড় সংখ্যাবিশিষ্ট নেতিবাচকের স্থলে নেওয়া হবে না। কেননা, প্রথমটি দ্বারা ইতিবাচক হুকুম লাভ হয়; আর দ্বিতীয়টি দ্বারা নেতিবাচক হুকুম লাভ হয়। سَلْب যদি জোড় হয় তবে তা দু'টি হোক বা ততোধিক হোক তার নতীজা اِثْبَاتْ-ই হবে। তবে এ اِثْبَاتْ-এর উপর যদি পুনরায় سَلْب নেওয়া হয়, তখন তার حُكْم নেতিবাচকই হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনিভাবে سَلْب যদি বিজোড় হয়, তবে তা একটি হোক বা একাধিক হোক তার حُكْم নেতিবাচকই হবে। আর উক্ত সলবের উপর পুনরায় سَلْب নেওয়া হলে তা দূরীভূত হয়ে اِثْبَاتْ অর্জিত হবে।

[এই পৃষ্ঠার আলোচনা]

قَوْلُهُ وَمِنْهَا اَخْذُ الْاِعْتِبَارَاتِ الخ -এর আলোচনা : কিয়াসের আকৃতিগত দিক থেকে যে مُغَالَطَة-এর সৃষ্টি হয় তার অষ্টমটি হলো, কাল্পনিক বিষয় ও বিবেক দ্বারা বিবেচ্য বিষয়গুলোকে বাস্তব বিষয় হিসেবে গণ্য করা। যেমন– اَلْاِنْسَانُ كُلِّيٌّ এখানে ইনসানকে كُلِّيْ মেনে নেওয়া কাল্পনিক বিষয়। كُلِّيَّة ও جُزْئِيَّة এর সাথে কাল্পনিক গুণ হিসেবে গুণান্বিত যদি কেউ كُلِّيْ-কে خَارِجِيْ বিষয় মনে করে, তাহলে সে ভুল করবে।

www.eelm.weebly.com

تَقْرِيْرُهُ اَنْ يُقَالَ اَلْمُمْتَنِعُ مَوْجُوْدٌ لِاَنَّهُ اِنِ امْتَنَعَ شَيْءٌ فِى الْخَارِجِ لَكَانَ اِمْتِنَاعُهُ حَاصِلًا فِى الْخَارِجِ فَيَكُوْنُ الْمُمْتَنِعُ مَوْجُوْدًا فِى الْخَارِجِ فَيَلْزَمُ وُجُوْدُ الْمُمْتَنِعِ وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا وَجْهُ الْاِنْحِلَالِ اَنَّ الْاِمْتِنَاعَ اِعْتِبَارٌ ذِهْنِيٌّ لَا يَلْزَمُ مِنْ اِتِّصَافِ شَيْءٍ بِهٖ وُجُوْدُهُ فِى الْخَارِجِ لِيَلْزَمَ وُجُوْدُ الْمُتَّصِفِ بِهٖ فِى الْخَارِجِ - وَمِنْهَا اَخْذُ مِثَالِ الشَّيْءِ مَكَانَهُ كَمَا تَقُوْلُ لِمِثَالِ النَّارِ اَنَّهُ نَارٌ وَكُلُّ نَارٍ مُحْرِقٌ فَهُوَ مُحْرِقٌ وَهٰذَا الْاِشْتِبَاهُ هُوَ الَّذِىْ اِحْتَجَّ بِهِ الْمُنْكِرُوْنَ لِلْوُجُوْدِ الذِّهْنِيِّ حَيْثُ قَالُوْا لَوْ حَصَلَتِ الْاَشْيَاءُ بِاَنْفُسِهَا لَزِمَ اِحْتِرَاقُ الذِّهْنِ عِنْدَ تَصَوُّرِ النَّارِ وَاخْتِرَاقُهُ عِنْدَ تَصَوُّرِ الْجَبَلِ وَاتِّصَافُهُ بِالْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ عِنْدَ تَصَوُّرِهِمَا وَهٰكَذَا وَحَلُّهُ اَنَّهُ مِنْ بَابِ اَخْذِ مَا بِالْعَرْضِ مَكَانَ مَا بِالذَّاتِ يَعْنِىْ اَنَّ الْاِحْرَاقَ وَالْخَرْقَ وَغَيْرَهُمَا مِنَ الْعَوَارِضِ الَّتِىْ تَلْحَقُ الشَّيْءَ اِذَا وُجِدَ بِوُجُوْدٍ اَصْلِيٍّ خَارِجِيٍّ وَلَيْسَتْ مِنَ الْعَوَارِضِ لِلْوُجُوْدِ الظِّلِّيِّ الذِّهْنِيِّ -

সরল অনুবাদ : তার বিবরণ এই যে, বলা হলো ممتنع (অসম্ভব) বিদ্যমান। কেননা, কোনো বস্তু যদি বাস্তব জগতে অসম্ভব হয়, তবে তার অসম্ভব হওয়ার বিষয়টা বাস্তব জগতে লাভ হলো। অতএব, অসম্ভব বিষয় বাস্তব জগতে বিদ্যমান হবে। এতে অসম্ভব বিষয়ের অস্তিত্ব সাব্যস্ত হবে। আর এটি নিশ্চিত বাতিল। সমাধানের নিয়ম হলো এই যে, অসম্ভাব্যতা একটি কাল্পনিক বিষয়। এটা দ্বারা কোনো বস্তু গুণান্বিত হলে এতে তার বাস্তব জগতে বিদ্যমান হওয়া জরুরি নয়, যার ফলে তা দ্বারা গুণান্বিত বিষয় বাস্তব জগতে বিদ্যমান হওয়া জরুরি হবে। ৯. সংঘটিত ত্রুটিসমূহের মধ্যে এটিও একটি যে, কোনো বস্তুর সাদৃশ্যকে বস্তুর স্থানে গণ্য করা। যেমন– তুমি বল, অগ্নির সাদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে 'এটি আগুন'। আর প্রত্যেক আগুন দহন করে। সুতরাং এটি দহন করে। আর এটি এমন একটি সংশয়, যা দ্বারা কাল্পনিক অস্তিত্বের অস্বীকারকারীগণ প্রমাণ উপস্থাপন করেন। কেননা, তারা বলে– যদি বস্তুসমূহ মস্তিষ্কে লাভ হয়, তবে আগুনের কল্পনা করার সময় মস্তিষ্ক জ্বালিয়ে দেওয়া অপরিহার্য হবে এবং পাহাড়ের কল্পনা করার সময় মস্তিষ্ক ফেটে যাবে। আর সাদা এবং কালো কল্পনা করার সময় মস্তিষ্ক ঐগুলো দ্বারা গুণান্বিত হয়ে যেত, এমনিভাবে (উদাহরণ রয়েছে)। আর এ সন্দেহের সমাধান এই যে, অপ্রকৃত বিষয়কে প্রকৃত বিষয়ের স্থানে ধারণা করার নামান্তর, অর্থাৎ দাহন করা, ফেটে যাওয়া প্রভৃতি এমন কতগুলো গুণাবলি যা কোনো বস্তুর সাথে মিলিত হয়, যখন বস্তুটি তার প্রকৃত বাস্তব অস্তিত্বের সাথে পাওয়া যায়। আর এগুলো এমন গুণ নয়, যা কাল্পনিক অস্তিত্বের সাথে মিলিত হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : تَقْرِيْرُهُ যার বিবরণ হলো اَنْ يُقَالَ এভাবে বলা اَلْمُمْتَنِعُ অসম্ভব বিষয় مَوْجُوْدٌ বিদ্যমান لِاَنَّهُ কেননা اِنِ امْتَنَعَ شَيْءٌ যদি কোনো বস্তু অসম্ভব হয় فِى الْخَارِجِ বাস্তবে لَكَانَ اِمْتِنَاعُهُ তাহলে তার অসম্ভব হওয়ার বিষয়টি حَاصِلًا অর্জিত হলো فِى الْخَارِجِ বাস্তব জগতে فَيَكُوْنُ الْمُمْتَنِعُ مَوْجُوْدًا সুতরাং অসম্ভব বিষয়টিই বিদ্যমান হবে فِى الْخَارِجِ বাস্তব জগতে فَيَلْزَمُ এতে

www.eelm.weebly.com

সাব্যস্ত হবে وُجُوْدُ الْمُمْتَنِعِ অসম্ভব বিষয়ের অস্তিত্ব وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا আর এটা নিশ্চিত বাতিল وَجْهُ الْاِنْحِلَالِ সমাধানের পথ এই যে اَنَّ الْاِمْتِنَاعَ নিশ্চয়ই অসম্ভাব্যতা اِعْتِبَارٌ ذِهْنِيٌّ একটি কাল্পনিক বিষয় لَا يَلْزَمُ এতে আবশ্যক হয় না مِنْ اِتِّصَافِ شَيْئٍ بِهٖ তা দ্বারা কোনো বস্তু গুণান্বিত হলে وُجُوْدُهٗ فِى الْخَارِجِ বাস্তব জগতে তা বিদ্যমান হওয়া لِيَلْزَمَ যার ফলে অপরিহার্য হয় وُجُوْدُ الْمُتَّصِفِ بِهٖ গুণান্বিত বিষয় বিদ্যমান থাকা فِى الْخَارِجِ বাস্তব জগতে وَمِنْهَا তন্মধ্যে আরেকটি বিষয় হলো اَخْذُ مِثَالِ الشَّيْئِ বস্তুর সাদৃশ্য বস্তুকে গণ্য করা مَكَانَهٗ তার স্থানে كَمَا تَقُوْلُ যেমন তুমি বলবে لِمِثَالِ النَّارِ আগুনের সাদৃশ্য বস্তুর ক্ষেত্রে اَنَّهٗ نَارٌ নিশ্চয়ই তা আগুন وَكُلُّ نَارٍ আর প্রত্যেক আগুনই দহনকারী فَهُوَ مُحْرِقٌ অতএব সে দাহক وَهٰذَا الْاِشْتِبَاهُ আর এটি এমন একটি সংশয় هُوَ الَّذِىْ এটা তাই اِحْتَجَّ بِهٖ যা দ্বারা দলিল গ্রহণ করে থাকেন اَلْمُنْكِرُوْنَ لِلْوُجُوْدِ الذِّهْنِيِّ কাল্পনিক অস্তিত্বকে অস্বীকারকারীগণ حَيْثُ قَالُوْا কেননা, তারা বলে لَوْ حَصَلَتِ যদি অর্জিত হয় الْاَشْيَاءُ بِاَنْفُسِهَا বস্তুগুলো স্বয়ং لَزِمَ অপরিহার্য হবে اِحْتِرَاقُ الذِّهْنِ মস্তিষ্ক জ্বালিয়ে দেওয়া عِنْدَ تَصَوُّرِ النَّارِ আগুনের কল্পনা করার সময় وَاحْتِرَاقُهٗ এবং মস্তিষ্ক ফেটে যাওয়া عِنْدَ تَصَوُّرِ الْجَبَلِ পাহাড়ের কল্পনা করার সময় وَاتِّصَافُهٗ এবং মস্তিষ্ক গুণান্বিত হওয়া بِالْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ সাদা এবং কালো গুণ দ্বারা عِنْدَ تَصَوُّرِهِمَا এ দু'টি কল্পনা করার সময় وَهٰكَذَا আর এমনিভাবে (আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে) وَحَلُّهٗ এবং তার সমাধান হলো اَنَّهٗ নিশ্চয় এটা হলো مِنْ بَابِ সেই অধ্যায়ের আলোচনা اَخْذِ مَا بِالْعَرَضِ যেখানে পরোক্ষ বিষয়কে স্থাপন করা হয় مَكَانَ مَا بِالذَّاتِ প্রত্যক্ষ বিষয়ের স্থানে يَعْنِىْ অর্থাৎ اَنَّ الْاِحْرَاقَ নিশ্চয় জ্বালানো وَالْخَرْقَ এবং ফেটে যাওয়া وَغَيْرَهُمَا এ দু'টি ছাড়া অন্যান্য বিষয় مِنَ الْعَوَارِضِ এমন আনুষঙ্গিক বিষয় الَّتِىْ تَلْحَقُ যা বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট اِذَا وُجِدَ যখন তা অস্তিত্বশীল হয় بِوُجُوْدٍ اَصْلِيٍّ خَارِجِيٍّ মৌলিক বাস্তব অস্তিত্বের সাথে وَلَيْسَتْ مِنَ الشَّيْئِ الْعَوَارِضِ এগুলো আনুষঙ্গিক বিষয়ের আওতাভুক্ত নয় لِلْوُجُوْدِ الظِّلِّيِّ الذِّهْنِيِّ কাল্পনিক অস্তিত্বের।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمِنْهَا اَخْذُ مِثَالِ الخ-এর আলোচনা :

ত্রুটিসমূহের নবম প্রকার : গঠনের দিক দিয়ে সংঘটিত ত্রুটিসমূহের মধ্যে নবমটি হলো, কোনো একটি বস্তুর সাদৃশ্যকে বস্তুর স্থানে গণ্য করা। উল্লিখিত উদাহরণে দার্শনিক এবং অন্যদের মধ্যে এ ব্যাপারে একমত যে, আগুনের এমন একটি অস্তিত্ব রয়েছে যার ফলে কোনো বস্তুকে দহন অথবা আলোকিত করার হুকুম তার উপর আরোপিত হতে পারে। কিন্তু মতপার্থক্য হলো এ ব্যাপারে যে, বাস্তব অস্তিত্ব ছাড়া তার আরো কোনো অস্তিত্ব আছে কিনা? দার্শনিকদের অভিমত এই যে, বাস্তব অস্তিত্ব ছাড়াও তার আরো একটি অস্তিত্ব আছে. কেননা আমরা অসম্ভবের কল্পনা করি এবং তা সম্পর্কে এমন হুকুমও আরোপ করে থাকি যা বাস্তবেও সত্য। আর এটা সর্বজন বিধিত যে, অসম্ভব বিষয় বাস্তবে বিদ্যমান নয়। সুতরাং বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হবে যে, তার বাস্তব অস্তিত্ব ছাড়াও একটি অস্তিত্ব রয়েছে, তাই وُجُوْد ذِهْنِىْ বা কাল্পনিক অস্তিত্ব নামে খ্যাত।

এখান দার্শনিকদের উপর অন্যদের পক্ষ হতে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, যদি আগুনের বাস্তব অস্তিত্ব ছাড়া মস্তিষ্কে তার অস্তিত্ব লাভ হয়, তবে আগুন তার বৈশিষ্ট্যের চাহিদা হিসেবে মস্তিষ্ককে জ্বালিয়ে দিবে অথচ বাস্তবে এরূপ ঘটে না, এতে বুঝা যায় وُجُوْد ذِهْنِىْ কাল্পনিক অস্তিত্ব বলতে কোনো বিষয় নেই।

দার্শনিকদের পক্ষ হতে উক্ত প্রশ্নের এ উত্তর দেওয়া হয় যে, কোনো বস্তুর মস্তিষ্কে যে আকৃতি লাভ হয় তা ذِهْنِىْ বা কাল্পনিক আকৃতি যা وُجُوْد ظِلِّىْ বা পরোক্ষ অস্তিত্বে অস্তিত্বশীল প্রত্যক্ষ অস্তিত্বে অস্তিত্বশীল নয়।

www.eelm.weebly.com

وَمِنْهَا اَخْذُ جُزْءِ الْعِلَّةِ مَكَانَ الْعِلَّةِ كَمَا إِذَا حَمَلَ سَبْعُوْنَ رَجُلًا حَجَرًا ثَقِيْلًا سَبْعِيْنَ فَرْسَخًا مَثَلًا فَيُتَوَهَّمُ اَنَّ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ يَحْمِلُهُ فَرْسَخًا وَاحِدًا وَمِنْهَا اِجْرَاءُ طَرِيْقِ الْاَوْلَوِيَّةِ عِنْدَ الْاِخْتِلَافِ كَمَا تَقُوْلُ اَلْاِنْسَانُ لَيْسَ بِاَوْلٰى بِاِضَافَةِ النَّفْسِ النَّاطِقَةِ مِنَ الْعُصْفُوْرِ بَعْدَ مَا اشْتَرَكَا فِى الْحَيَوَانِيَّةِ ـ

সরল অনুবাদ : ১০. তন্মধ্যে হতে আরেকটি হচ্ছে, عِلَّة -এর অংশবিশেষকে স্বয়ং عِلَّة -এর স্থলাভিষিক্ত করা। যেমন– যখন সত্তর জন লোক একটি ভারি পাথর সত্তর ফরসখ বহন করতে পারে, তখন এ ধারণা হতে পারে যে, তন্মধ্যে হতে এক ব্যক্তি তা এক ফরসখ বহন করতে পারবে।

১১. আর তন্মধ্য হতে আর একটি হচ্ছে– মতান্তরের সময় শ্রেষ্ঠতর পথ অবলম্বন করা। যেমন– তোমার উক্তি– মানুষ এবং চড়ুই পাখি প্রাণী হওয়ায় মধ্যে শরিক হওয়ায় মানুষ আত্মার বিবেচনায় প্রাণী হিসেবে উত্তম নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِنْهَا (সংঘটিত ত্রুটিসমূহের) আরেকটি হলো اَخْذُ جُزْءِ الْعِلَّةِ ইল্লতের অংশবিশেষকে স্থলাভিষিক্ত করা مَكَانَ الْعِلَّةِ ইল্লতের স্থানে كَمَا যেমনিভাবে إِذَا حَمَلَ سَبْعُوْنَ رَجُلًا যখন সত্তর জন লোক বহন করতে পারে حَجَرًا ثَقِيْلًا একটি ভারি পাথরকে سَبْعِيْنَ فَرْسَخًا সত্তর ফরসখ مَثَلًا উদাহরণস্বরূপ فَيُتَوَهَّمُ তখন ধারণা করা হবে اَنَّ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ তাদের প্রত্যেকেই يَحْمِلُهُ فَرْسَخًا وَاحِدًا পাথরটিকে এক ফরসখ দূরত্ব পর্যন্ত বহন করতে পারে وَمِنْهَا সংঘটিত (ত্রুটিসমূহের) আরেকটি হলো اِجْرَاءُ طَرِيْقِ الْاَوْلَوِيَّةِ উত্তমতার পথ অবলম্বন করা عِنْدَ الْاِخْتِلَافِ মতবিরোধের সময় كَمَا تَقُوْلُ যেমন– তোমার উক্তি اَلْاِنْسَانُ لَيْسَ بِاَوْلٰى মানুষ উত্তম নয় بِاِضَافَةِ النَّفْسِ النَّاطِقَةِ মানবাত্মার বিবেচনায় مِنَ الْعُصْفُوْرِ চড়ুই পাখি থেকে بَعْدَ مَا اشْتَرَكَا উভয়ে অংশীদার হওয়ার পর فِى الْحَيَوَانِيَّةِ প্রাণী হওয়ার মাঝে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَمِنْهَا اَخْذُ جُزْءِ الْعِلَّةِ مَكَانَ الْعِلَّةِ الخ -এর আলোচনা :

ত্রুটিসমূহের দশম প্রকার : কিয়াসের আকৃতিগত দিক থেকে ত্রুটিসমূহের মধ্যে দশমটি হলো, ইল্লতের অংশবিশেষকে ইল্লতের স্থানে ব্যবহার করা। যেমন– যদি কোনো ভারি পাথরকে সত্তরজন মানুষ সত্তর ফরসখ (দূরত্ব) পর্যন্ত বহন করতে সক্ষম হয়, তবে স্বাভাবিভাবেই একটি ধারণা আসে যে, এক ব্যক্তি এক ফরসখ পরিমাণ বহন করেছে। অথচ একজনের পক্ষে তা বহন করা কখনো সম্ভব নয়। কারণ, এক ব্যক্তি ৭০ ব্যক্তির একাংশ। যে কার্য সকলে মিলে সম্পাদন করে তা সকলের একাংশ দ্বারা সমুদিত হওয়া জরুরি নয়। অথচ এ কিয়াসে পাথর বহনকারীদের একাংশের জন্য বহন সাব্যস্ত করেছে।

قَوْلُهُ وَمِنْهَا اَخْذُ اِجْرَاءِ طَرِيْقِ الْاَوْلَوِيَّةِ عِنْدَ الْاِخْتِلَافِ الخ -এই আলোচনা :

ত্রুটিসমূহের একাদশ প্রকার : কিয়াসের আকৃতিগত দিক থেকে ত্রুটিসমূহের মধ্যে একাদশটি হলো, মতবিরোধের সময় শ্রেষ্ঠত্বের পথ অবলম্বন করা। যেমন– উল্লিখিত উদাহরণে نَاطِقْ হওয়ার দিক দিয়ে মানুষ ও চড়ুই পাখি কোনো দিন সমকক্ষ নয়; বরং চড়ুই পাখির মধ্যে নাতিকের কোনো প্রশ্নই উঠে না। তারপরও একটিকে উত্তম বলা বা উত্তম না বলার মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি করে।

www.eelm.weebly.com

وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مِنْ قِلَّةِ الْمُبَالَاتِ بِالْحَيْثِيَّاتِ وَتَرْكِ الْاِعْتِنَاءِ بِهَا كَقَوْلِ الْقَائِلِ كُلُّ اَبْيَضَ دَاخِلٌ فِىْ حَقِيْقَةِ الْبَيَاضِ وَ زَيْدٌ اَبْيَضُ فَيَلْزَمُ دُخُولُ الْبَيَاضِ فِىْ حَقِيْقَتِهِ وَمَنْشَأُ الْغَلَطِ فِيْهِ اَنَّ الْبَيَاضَ دَاخِلٌ فِىْ مَفْهُوْمِ الْاَبْيَضِ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ اَبْيَضُ لَا مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ حَيَوَانٌ وَاِنْسَانٌ وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ مُمَاثِلُ الْمُمَاثِلِ مُمَاثِلٌ نَحْوُ الْاِنْسَانُ مُمَاثِلٌ لِلنَّخْلَةِ وَالنَّخْلَةُ مُمَاثِلَةٌ لِلْحَجَرِ فِىْ كَوْنِهِ غَيْرَ ذِىْ نَفْسٍ فَيَلْزَمُ كَوْنُ زَيْدٍ جَمَادًا وَ وَجْهُ التَّغْلِيْطِ فِيْهِ اَنَّ مُمَاثَلَةَ النَّخْلَةِ لِلْاِنْسَانِ فِىْ اَمْرٍ وَهُوَ الطُّوْلُ مَثَلًا وَ مُمَاثَلَتَهَا لِلْحَجَرِ فِىْ شَيْءٍ اٰخَرَ وَمِمَّا يُوْقِعُ فِى الْغَلَطِ اَخْذُ الْعَدَمِ الْمُقَابِلِ لِلْمَلَكَةِ مَكَانَ الضِّدِّ وَالنَّقِيْضِ كَالسُّكُوْنِ فَاِنَّهُ عَدَمُ الْحَرَكَةِ عَمَّا مِنْ شَانِهِ اَنْ يَتَحَرَّكَ كَالْاَعْمٰى فَاِنَّهُ عَدَمُ الْبَصَرِ عَمَّا مِنْ شَانِهِ اَنْ يَكُوْنَ بَصِيْرًا فَيُظَنُّ اَنَّ الْمُجَرَّدَاتِ سَاكِنَةٌ وَالْجِدَارُ اَعْمٰى ـ

সরল অনুবাদ : ১২. তন্মধ্য হতে আরেকটি হলো ঐ مغالطة যা বিভিন্ন দিকসমূহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ কম করার দরুন এবং তাদের প্রতি লক্ষ্য না নেওয়ার দরুন হয়। যেমন– কোনো বক্তার বক্তব্য, প্রত্যেক সাদা বস্তু শুভ্রতার হাকীকতের অন্তর্ভুক্ত। আর যায়েদ শ্বেতবর্ণ। অতএব, যায়েদ মূল সত্তাতে শ্বেত বর্ণতার অন্তর্ভুক্ত হওয়া অপরিহার্য হবে। এর মধ্যে ভুলের সংকেত হচ্ছে– শুভ্রতা সাদার বোধগম্যের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য যে, তা সাদা এ হিসেবে নয় যে, তা প্রাণী ও মানুষ।

১৩. তন্মধ্য হতে আরেকটি হলো তাদের উক্তি– সাদৃশ্যের সাদৃশ্য সাদৃশ্যই হয়। যেমন– মানুষ খেজুরবৃক্ষের সাদৃশ্য। আর খেজুরবৃক্ষ প্রাণহীন হিসেবে পাথর সদৃশ। অতএব, যায়েদের জড় পদার্থ হওয়া অপরিহার্য হবে। এতে ভুলের কারণ হলো, খেজুরবৃক্ষ মানুষের সাদৃশ্য কোনো এক বিষয়ে– তা হলো দীর্ঘ হওয়া। আর পাথরের সাদৃশ্য হওয়া অন্য এক বিষয়ে।

আর যে সমস্ত কারণে ত্রুটির মধ্যে পতিত হয়, তন্মধ্যে একটি হলো عَدَمْ (অস্তিত্বহীনতা) যা যোগ্যতার বিপরীত, তাকে বিপরীত ও নকীযের স্থলাভিষিক্ত করা। যেমন– স্থিরতা। কেননা, স্থিরতা অর্থ এমন বস্তুর নড়াচড়া না হওয়া, যার নড়াচড়া করার ক্ষমতা রয়েছে। যেমন– অন্ধ। অন্ধ অর্থ– এমন ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি না থাকা, যার দৃষ্টিশক্তি থাকার অধিকার রয়েছে। অতএব, ধারণা করা হবে যে, দেহহীন বস্তু স্থির এবং দেয়াল অন্ধ।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِنْهَا তন্মধ্য হতে আরেকটি (ত্রুটি) হলো مَا وَقَعَ যা হয়ে থাকে مِنْ قِلَّةِ الْمُبَالَاتِ চিন্তা কম করার কারণে بِالْحَيْثِيَّاتِ বিভিন্ন অবস্থার দিকে وَتَرْكِ الْاِعْتِنَاءِ মনোযোগ না দেওয়ার কারণে بِهَا সেগুলোর প্রতি كَقَوْلِ الْقَائِلِ যেমন– কোনো বক্তার বক্তব্য كُلُّ اَبْيَضَ প্রত্যেক সাদা বস্তুই دَاخِلٌ অন্তর্ভুক্ত فِىْ حَقِيْقَةِ الْبَيَاضِ শুভ্রতার হাকীকতের মধ্যে وَ زَيْدٌ اَبْيَضُ আর যায়েদ শ্বেতবর্ণ فَيَلْزَمُ অতএব আবশ্যক হবে دُخُوْلُ الْبَيَاضِ শুভ্রতার প্রবেশ فِىْ حَقِيْقَتِهِ তার প্রকৃতির মাঝে وَمَنْشَأُ الْغَلَطِ فِيْهِ আর এতে ভুলের উৎপত্তি হলো اَنَّ الْبَيَاضَ دَاخِلٌ যে শুভ্রতা অন্তর্ভুক্ত فِىْ مَفْهُوْمِ الْاَبْيَضِ শুভ্রতার মাফহুমের মধ্যে مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ اَبْيَضُ এদিক থেকে যে, তা সাদা لَا مِنْ حَيْثُ এদিক থেকে নয় যে اَنَّهُ حَيَوَانٌ وَاِنْسَانٌ তা প্রাণী এবং মানুষ وَمِنْهَا আরেকটি তন্মধ্য

www.eelm.weebly.com

হতে (ভুল) হলো قَوْلُهُمْ তাদের উক্তি مُمَاثِلُ الْمُمَاثِلِ সাদৃশ্যের সাদৃশ্য مُمَاثِلٌ সাদৃশ্য হয় نَحْوُ যেমন اَلْإِنْسَانُ مُمَاثِلٌ মানুষ সাদৃশ্যপূর্ণ لِلنَّخْلَةِ খেজুর বৃক্ষের وَالنَّخْلَةُ مُمَاثِلَةٌ আর খেজুরবৃক্ষ সাদৃশ্যপূর্ণ لِلْحَجَرِ পাথরের فِي كَوْنِهِ غَيْرَ ذِيْ نَفْسٍ প্রাণহীন হিসেবে فَيَلْزَمُ অতএব আবশ্যক হবে كَوْنُ زَيْدٍ جَمَادًا যায়েদ জড়পদার্থ হওয়া وَ وَجْهُ التَّغْلِيْطِ فِيْهِ এতে ভুলের কারণ হলো اَنَّ مُمَاثَلَةَ النَّخْلَةِ খেজুর বৃক্ষ সাদৃশ্যপূর্ণ হয় لِلْاِنْسَانِ মানুষের সাথে فِيْ اَمْرٍ একটি বিষয়ে وَهُوَ الطُّوْلُ مَثَلًا তা হলো যেমন লম্বা হওয়ার দিকটি وَمُمَاثِلَتُهَا আর তা (খেজুর বৃক্ষ) সাদৃশ্যপূর্ণ হয় لِلْحَجَرِ পাথরের فِيْ شَيْءٍ اٰخَرَ অন্য একটি বিষয়ে وَمِمَّا আর যেসব কারণে يُوْقِعُ فِي الْغَلَطِ ভুলের মধ্যে নিপতিত হয় তন্মধ্যে একটি হলো اَخْذُ الْعَدَمِ অস্তিত্বহীন বস্তুকে স্থলাভিষিক্ত করা اَلْمُقَابِلِ যা বিপরীত لِلْمَلَكَةِ মালাকার (যোগ্যতার) জন্য مَكَانَ الضِّدِّ وَالنَّقِيْضِ বিপরীত স্থানে كَالسُّكُوْنِ যেমন স্থিরতা فَاِنَّهُ عَدَمُ الْحَرَكَةِ তা (স্থিরতা) হলো নড়াচড়া না করা (এমন বস্তু) عَمَّا مِنْ شَانِهِ সে বস্তুর যার শান (যোগ্যতা) হলো اَنْ يَتَحَرَّكَ নড়াচড়া করা وَكَالْاَعْمٰى আর এমনিভাবে অন্ধ فَاِنَّهُ عَدَمُ الْبَصَرِ তা হলো দৃষ্টিহীনতা عَمَّا مِنْ شَانِهِ সে ব্যক্তির যার শান হলো اَنْ يَكُوْنَ بَصِيْرًا দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হওয়া فَيُظَنُّ অতএব ধারণা করা হবে اَنَّ الْمُجَرَّدَاتِ নিশ্চয়ই দেহহীন বস্তু سَاكِنَةٌ স্থির وَالْجِدَارُ اَعْمٰى আর দেয়াল অন্ধ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مِنْ قِلَّةِ الخ -এর আলোচনা : কিয়াসের আকৃতিগত দিক থেকে ত্রুটিসমূহের দ্বাদশ প্রকার হলো, যা حَيْثِيَّتْ তথা অবস্থার প্রতি চিন্তা কিংবা মনোযোগ না থাকার দরুন সৃষ্টি হয়। যেমন– সাদাকে শুভ্রতার حَقِيْقَةْ-এর অন্তর্গত মনে করা। সেই শুভ্রতা حَيَوَانْ কিংবা اِنْسَانْ হওয়ার দিক থেকে। অথচ সাদা শুভ্রতার হাকীকতে শুভ্র হওয়ার حَيْثِيَّتْ-এর অন্তর্ভুক্ত; حَيَوَانْ কিংবা اِنْسَانْ হওয়ার حَيْثِيَّتْ-এ নয়। সুতরাং শুভ্রতার حَقِيْقَةْ-এর মধ্যে সাদা অন্তর্ভুক্ত নয়।

قَوْلُهُ وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ مُمَاثِلُ الخ -এর আলোচনা : কিয়াসের আকৃতিগত দিক থেকে ত্রুটিসমূহের মধ্য হতে ত্রয়োদশ প্রকার হলো, সাদৃশ্যের 'সাদৃশ্য'। যেমন– বলা হয়, মানুষ খেজুর বৃক্ষের সাদৃশ্য। আর খেজুরবৃক্ষ পাথর সাদৃশ্য নিষ্প্রাণ হিসেবে। অতএব, মানুষ পাথর সাদৃশ্য নিষ্প্রাণ হিসেবে। এখানে ভুলের কারণ হলো, দুটি ভিন্ন ভিন্ন সাদৃশ্যকে এক ধরে নেওয়া। যেমন– মানুষ খেজুর বৃক্ষ সাদৃশ্য দৈর্ঘ্য হিসেবে। আর খেজুরবৃক্ষ পাথর সাদৃশ্য নিষ্প্রাণ হিসেবে। এখানে উভয় সাদৃশ্যকে এক ধরে মানুষকে পাথরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যার ফলে উক্ত ভুলের সৃষ্টি হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمِمَّا يُوْقِعُ فِي الْغَلَطِ الخ-এর আলোচনা : কিয়াসের আকৃতিগত দিক থেকে ত্রুটিসমূহের চতুর্দশ প্রকার হলো, বিপরীত ও নাকীযের স্থানে মালাকাহ তথা যোগ্যতার বিপরীত عَدَمْ-কে স্থলাভিষিক্ত করা। যেমন– স্থিরতা। কারণ, স্থিরতার অর্থ হলো, এমন বস্তু নড়াচড়া না করা যার নড়াচড়া করার যোগ্যতা রয়েছে। আর যেমন– অন্ধ। অন্ধের অর্থ হলো, এমন ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি না থাকা, যার দৃষ্টিশক্তি থাকার অধিকার রয়েছে। সুতরাং ধারণা করা হবে, اَلْمُجَرَّدَاتُ سَاكِنَةٌ (দেহহীন স্থির) এবং اَلْجِدَارُ اَعْمٰى (দেয়াল অন্ধ) অথচ এ কিয়াসটি ভুল। উল্লেখ্য যে, দু'টি বস্তুর মাঝে এক এক ধরনের সম্পর্কের নাম মালাকাহ অর্থাৎ কোনো বস্তুর মধ্যে কোনো গুণ নেই, কিন্তু বস্তুটি এমন যে, তা গুণ ধারণের ক্ষমতা রাখে। কিন্তু যে কোনো কারণে এমন বস্তুতে গুণ পরিলক্ষিত হয়নি। এখানে গুণ না থাকা অবস্থাকে عَدَمْ বলা হয়। আর গুণ থাকার অবস্থাকে مَلَكَةْ বলা হয়। যেমন– নীরব থাকা।

قَوْلُهُ فَيُظَنُّ اَنَّ الْمُجَرَّدَ الخ-এর আলোচনা : مُجَرَّدْ (দেহহীন)-কে স্থির বলা এবং দেয়ালকে অন্ধ বলা ঠিক নয়। কারণ, মুজাররাদ এ পর্যায়ের নয় যে, এটা দৃষ্টিশক্তি লাভ করতে পারে। সুতরাং এটা একমাত্র প্রাণীরই বৈশিষ্ট্য।

www.eelm.weebly.com

وَمِنَ الْمُغَالَطَاتِ الْمَشْهُوْرَةِ قَوْلُهُمْ لَا يُمْكِنُ تَحْصِيْلُ مَجْهُوْلٍ لِاَنَّ ذٰلِكَ الْمَجْهُوْلَ إِذَا حَصَلَ فَبِمَا يُعْرَفُ اَنَّهُ مَطْلُوْبُكَ فَلَابُدَّ مِنْ بَقَاءِ الْجَهْلِ اَوْ وُجُوْدِ الْعِلْمِ قَبْلَهُ حَتّٰى تَعْرِفَ اَنَّهُ هُوَ وَعَلَى التَّقْدِيْرَيْنِ يَمْتَنِعُ تَحْصِيْلُهُ اَمَّا عَلَى الْاَوَّلِ فَلِاسْتِحَالَةِ مَعْرِفَتِهٖ إِذَا وُجِدَ وَاَمَّا عَلَى الثَّانِىْ فَلِامْتِنَاعِ تَحْصِيْلِ الْحَاصِلِ وَالْجَوَابُ اَنَّ الْمَطْلُوْبَ مَعْلُوْمٌ مِنْ وَجْهٍ وَمَجْهُوْلٌ مِنْ وَجْهٍ فَبَعْدَ حُصُوْلِ الْمَجْهُوْلِ يُعْلَمُ بِالْوَجْهِ الْمَعْلُوْمِ الْمُخَصَّصِ اَنَّهُ الْمَطْلُوْبُ وَهٰذَا كَمَثَلِ عَبْدٍ اٰبِقٍ إِذَا وُجِدَ فَاِنَّهُ كَانَ مَعْلُوْمَ الذَّاتِ مَجْهُوْلَ الْمَكَانِ فَبَعْدَ مَا وُجِدَ عَرَفْتَ بِمَا كُنْتَ عَارِفًا بِهٖ مِنْ ذَاتِهٖ وَصُوْرَتِهٖ اَنَّهُ اٰبِقُكَ -

সরল অনুবাদ : প্রসিদ্ধ মুগালাতাসমূহের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মানতিকীদের উক্তি "অজানা বিষয় জানা অসম্ভব"। কেননা, অজানা বিষয় জানার পর তুমি কিভাবে জানা যাবে যে, এটিই তোমার লক্ষ্য। সুতরাং এখনও সেই অজ্ঞতা থেকে যাবে। অথবা তা লাভ হওয়ার পূর্বেই তার জ্ঞান লাভ হতে হবে, যাতে বুঝায় যায় একমাত্র তাই লক্ষ্য। উভয় অবস্থাতেই তা লাভ করা অসম্ভব। প্রথম অবস্থা হিসেবে এ জন্য যে, লাভ হওয়ার পর তা জানা অসম্ভব। আর দ্বিতীয় অবস্থা হিসেবে এ জন্য যে, অর্জিত বিষয় অর্জন করা অসম্ভব। তার জবাব এই যে, লক্ষ্য কিছুটা জানা ও কিছুটা অজানা। অতএব লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার পর বিশেষ জানা পন্থায় অবগত হওয়া যাবে যে, এটিই লক্ষ্য। এর উদাহরণ হলো "পলাতক গোলাম" যখন (পলায়ন করার পর পুনরায়) পাওয়া যায়। কেননা, তা ব্যক্তি হিসেবে জানা ছিল, কিন্তু তার স্থান অজানা ছিল। অতএব তা হস্তগত হওয়ার পর তোমার যে তার সত্তা গঠন প্রকৃতি জানা ছিল ; তার সাহায্যে জানতে পারলে যে, এ-ই তোমার পলাতক কৃতদাস।

اُغْلُوْطَةٌ : لَوْ لَمْ يَصْدُقْ قَضِيَّةٌ لَمْ يَصْدُقْ زَيْدٌ قَائِمٌ وَكُلَّمَا لَمْ يَصْدُقْ زَيْدٌ قَائِمٌ صَدَقَ نَقِيْضُهُ اَعْنِىْ زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ يَنْتِجُ كُلَّمَا لَمْ يَصْدُقْ قَضِيَّتُهُ صَدَقَ زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ مَعَ اَنَّهَا قَضِيَّةٌ مِنَ الْقَضَايَا

সংশয় একটি যদি কোনো قَضِيَّة সত্য না হয়, তাহলে যায়েদ দণ্ডায়মান আছে কথাটি সত্য হবে না। আর যখন যায়েদ দণ্ডায়মান আছে সত্য না হয়, তাহলে তার نَقِيض অর্থাৎ যায়েদ দণ্ডায়মান নয়, সত্য হবে। এর নাতীজা হবে যখনই قَضِيَّة সত্য না হয় তখনই যায়েদ দণ্ডায়মান নয় সত্য হবে। অথচ এটাও একটি قَضِيَّة।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِنَ الْمُغَالَطَاتِ الْمَشْهُوْرَةِ আর প্রসিদ্ধ مُغَالَطَة গুলোর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে قَوْلُهُمْ মানতিকীদের উক্তি لَا يُمْكِنُ সম্ভব নয় تَحْصِيْلُ مَجْهُوْلٍ অজানা বিষয়কে জানা لِاَنَّ ذٰلِكَ الْمَجْهُوْلَ কেননা, এ অজানা বিষয়টি إِذَا حَصَلَ যখন অর্জিত হবে فَبِمَا يُعْرَفُ কিভাবে জানা যাবে اَنَّهُ مَطْلُوْبُكَ যে এটাই তোমার উদ্দেশ্য فَلَابُدَّ সুতরাং জরুরি হবে مِنْ بَقَاءِ الْجَهْلِ অজ্ঞতার অস্তিত্ব থাকা اَوْ وُجُوْدِ الْعِلْمِ অথবা জ্ঞানের অস্তিত্ব সৃষ্টি হওয়া قَبْلَهُ অর্জিত হওয়ার পূর্বেই حَتّٰى تَعْرِفَ যাতে বুঝা যায় اَنَّهُ هُوَ যে এটাই একমাত্র উদ্দেশ্য وَعَلَى التَّقْدِيْرَيْنِ এ উভয় অবস্থায় يَمْتَنِعُ تَحْصِيْلُهُ তা লাভ করা অসম্ভব اَمَّا عَلَى الْاَوَّلِ প্রথম অবস্থায় এ জন্য যে فَلِاسْتِحَالَةِ مَعْرِفَتِهٖ তার পরিচয় জানা অসম্ভব إِذَا وُجِدَ লাভ হওয়ার পর وَاَمَّا عَلَى الثَّانِىْ আর দ্বিতীয় অবস্থায় এ জন্য যে فَلِامْتِنَاعِ تَحْصِيْلِ الْحَاصِلِ অর্জিত বিষয় পুনরায় অর্জিত হওয়া অসম্ভব وَالْجَوَابُ এর উত্তর হলো اَنَّ الْمَطْلُوْبَ উদ্দিষ্ট বস্তুটি

www.eelm.weebly.com

مَعْلُوْمٌ مِنْ وَجْهٍ কিছুটা জানা وَمَجْهُوْلٌ مِنْ وَجْهٍ আর কিছুটা অজানা فَبَعْدَ حُصُوْلِ الْمَجْهُوْلِ অতএব অজানা বিষয় অর্জন হওয়ার পর يُعْلَمُ জানা যাবে بِالْوَجْهِ الْمَعْلُوْمِ الْمُخَصَّصِ বিশেষ কোনো পন্থায় أَنَّهُ الْمَطْلُوْبُ যে এটাই কাঙ্ক্ষিত বিষয় وَهٰذَا আর এ বিষয়টি كَمَثَلِ عَبْدٍ اٰبِقٍ সে গোলামের ন্যায় যে পলায়ন করেছে إِذَا وُجِدَ যখন তাকে পাওয়া যায় فَإِنَّهُ كَانَ কেননা, সে ছিল مَعْلُوْمَ الذَّاتِ ব্যক্তি হিসেবে জানা مَجْهُوْلَ الْمَكَانِ অবস্থানের দিক থেকে অজানা فَبَعْدَ مَا وُجِدَ অতএব তাকে পেয়ে যাওয়ার পর عَرَفْتَ তুমি জানতে পারলে بِمَا كُنْتَ عَارِفًا بِهٖ যা তোমার জানা ছিল مِنْ ذَاتِهٖ وَصُوْرَتِهٖ তার অস্তিত্ব ও আকৃতি সম্পর্কে أَنَّهُ اٰبِقُكَ যে এটাই তোমার পলাতক গোলাম أُغْلُوْطَةٌ একটি সংশয় لَوْ لَمْ يَصْدُقْ যদি সত্য না হয় قَضِيَّةٌ কোনো কাযিয়া (বাক্য) لَمْ يَصْدُقْ তাহলে সত্য হবে না زَيْدٌ قَائِمٌ যায়েদ দণ্ডায়মান (কথাটি) وَكُلَّمَا لَمْ يَصْدُقْ আর যখনই সত্য হবে না زَيْدٌ قَائِمٌ যায়েদ দণ্ডায়মান হওয়া (কথাটি) صَدَقَ نَقِيْضُهٗ তাহলে তার নাকীয সত্য হবে أَعْنِيْ অর্থাৎ زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ যায়েদ দণ্ডায়মান নয় يَنْتِجُ এর নাতীজা হবে كُلَّمَا لَمْ يَصْدُقْ যখনই সত্য হবে না قَضِيَّةٌ কোনো কাযিয়া صَدَقَ زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ তখনই সত্য হবে, যায়েদ দণ্ডায়মান নয় (এ কথাটি) مَعَ أَنَّهَا অথচ এটাও قَضِيَّةٌ مِنَ الْقَضَايَا কাযিয়াসমূহের একটি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمِنَ الْمُغَالَطَاتِ الْمَشْهُوْرَةِ الخ -এর আলোচনা : বর্ণিত মুগলাতার সারমর্ম এই যে, কোনো লক্ষ্য যদি জানা থাকে, তবে তা অর্জন করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। আর যদি অজানা থাকে, তবে তা লাভ করার কোনো পন্থা নেই। কারণ, উক্ত লক্ষ্য যখন লাভ হবে তখন কিভাবে বুঝা যাবে যে, এটিই লক্ষ্য। যেমন– কোনো গোলাম সম্পর্কে যদি হারানো বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়, আর গোলামের মালিকের উক্ত গোলাম সম্পর্ক কোনো জ্ঞানই না থাকে, তবে সে তা হস্তগত হওয়ার পর কিভাবে জানতে পারবে যে, এটা তার গোলাম।

এ প্রশ্নের জবাব এভাবে দেওয়া হয়– এ কথা স্বীকার্য নয় যে, লক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে জানা অথবা সম্পূর্ণরূপে অজানা, যার ফলে অর্জিত বিষয় অর্জন করা অথবা সম্পূর্ণ অজানা বিষয় জানার অসুবিধা সৃষ্টি হবে; বরং তা কিছুটা জানা ও কিছুটা অজানা। অতএব, কোনো পলাতক গোলাম পুনরায় হস্তগত হলে তা যে তার লক্ষ্য এটা বুঝতে অসুবিধা হবে না। কারণ, উক্ত গোলাম ব্যক্তি হিসেবে জানা, তবে তার স্থান অজানা ছিল। গোলামটি দেখা মাত্রই সে বুঝতে পারবে যে, এটি আমার গোলাম যা অন্বেষণ করছিলাম।

قَوْلُهٗ أُغْلُوْطَةٌ الخ-এর আলোচনা : মুসান্নিফ (র.) এখানে একটি ধাঁধা উল্লেখ করেছেন এবং তার জবাব দিয়েছেন। ধাঁধা -এর সারসংক্ষেপ এই যে, কোনো একটি قَضِيَّةٌ যদি সত্য না হয়, তবে "যায়েদ দণ্ডায়মান" এ قَضِيَّةٌ টি সত্য হবে। আর যদি "যায়েদ দণ্ডায়মান" এটা সত্য না হয়, তবে নিঃসন্দেহে এর نَقِيْض তথা "যায়েদ দণ্ডায়মান নয়" তা সত্য বলে বিবেচিত হবে। অতএব এর নাতীজা প্রকাশ পাবে– যখনই কোনো قَضِيَّةٌ সত্য না হয়, তখনই "যায়েদ দণ্ডায়মান নয়" তা সত্য হবে; অথচ এটাও একটি قَضِيَّةٌ?

উত্তর : উত্তরের সারমর্ম হলো, কুবরায় যে সমস্ত অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো যদি বাস্তব হয় তবে এগুলোর সত্যতা অনস্বীকার্য। কিন্তু أَصْغَر টা حَدِّ أَوْسَطْ -এর অন্তর্ভুক্ত হবে না ; কেননা صُغْرٰى -এর হুকুম আরোপ হয়েছে কাল্পনিক অবস্থার ভিত্তিতে। আর যদি কুবরার অবস্থাগুলোকে ব্যাপক ধরা হয়, যার মধ্যে বাস্তব অবাস্তব উভয় প্রকার শামিল, তবে উক্ত অবস্থায় أَصْغَرْ টা حَدِّ أَوْسَطْ -এর অন্তর্ভুক্ত হবে বটে ; কিন্তু তখন كُبْرٰى -এর كُلِّيَّهْ হওয়া স্বীকার্য নয়। অতএব, এ অবস্থায়ও নাতীজা প্রকাশ পাবে না। কারণ, কুল্লিয়াতে কুবরার শর্ত অপূরণ রয়েছে।

www.eelm.weebly.com

وَالْحَلُّ اَنَّ التَّقَادِيْرَ الْمَاخُوْذَةَ فِى الْكُبْرٰى اَعْنِىْ قَوْلَكَ كُلَّمَا لَمْ يَصْدُقْ زَيْدٌ قَائِمٌ صَدَقَ نَقِيْضُهٗ اَعْنِىْ زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ اِنْ كَانَتْ وَاقِعِيَّةً فَصِدْقُهَا مُسَلَّمٌ وَلٰكِنْ لَا اِنْدِرَاجَ اِذِ الْحُكْمُ فِى الصُّغْرٰى اِنَّمَا هُوَ عَلَى التَّقَادِيْرِ الْفَرْضِيَّةِ الْغَيْرِ الْوَاقِعِيَّةِ ضَرُوْرَةَ اَنَّ عَدَمَ صِدْقِ قَضِيَّةٍ مِنَ الْقَضَايَا مِنَ الْمُمْتَنِعَاتِ ضَرُوْرَةَ اَنَّ قَوْلَنَا الْوَاجِبُ مَوْجُوْدٌ اَوْ سَمِيْعٌ اَوْ بَصِيْرٌ وَاجِبُ الصِّدْقِ فَيَكُوْنُ عَدَمُ صِدْقِهَا مُحَالًا وَاِنْ كَانَتْ تَقَادِيْرُ الْكُبْرٰى اَعَمَّ مَنَعْنَا الْكُلِّيَّةَ اِذْ كِذْبُ الشَّيْءِ اِنَّمَا يَسْتَلْزِمُ صِدْقَ نَقِيْضِهٖ بِحَسْبِ الْوَاقِعِ فَاِنَّهٗ جَازَ عَلٰى تَقْدِيْرِ الْمُحَالِ اَنْ يَكْذِبَ النَّقِيْضَانِ مَعًا لِاَنَّ الْمُحَالَ جَازَ اَنْ يَسْتَلْزِمَ مُحَالًا اٰخَرَ -

وَيَقْرُبُ مِنْ هٰذِهِ الْاُغْلُوْطَةِ الْمُغَالَطَةُ الْعَامَّةُ الْوُرُوْدُ الَّتِىْ يُمْكِنُ اَنْ يَثْبُتَ بِهَا اَىَّ مَطْلُوْبٍ اَرَدْتَ صَادِقًا كَانَ اَوْ كَاذِبًا فَتَقُوْلُ اَلْمُدَّعٰى ثَابِتٌ لِاَنَّهٗ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُدَّعٰى ثَابِتًا كَانَ نَقِيْضُهٗ ثَابِتًا وَكُلَّمَا كَانَ نَقِيْضُهٗ ثَابِتًا كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْاَشْيَاءِ ثَابِتًا يَنْتِجُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُدَّعٰى ثَابِتًا كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْاَشْيَاءِ ثَابِتًا وَيَنْعَكِسُ بِعَكْسِ النَّقِيْضِ لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الْاَشْيَاءِ ثَابِتًا كَانَ الْمُدَّعٰى ثَابِتًا مَعَ اَنَّهٗ شَيْءٌ مِنَ الْاَشْيَاءِ هٰذَا خُلْفٌ وَتَحَيَّرَ الْعُقَلَاءُ فِىْ حَلِّهٖ فَمِنْ قَائِلٍ يَقُوْلُ اِنَّا لَا نُسَلِّمُ اَنَّ تِلْكَ الشَّرْطِيَّةَ تَنْعَكِسُ بِهٰذَا الْعَكْسِ اِلٰى هٰذِهِ الشَّرْطِيَّةِ كَيْفَ وَالشَّيْئَانِ فِى الْاَصْلِ وَالْعَكْسِ مُخْتَلِفَانِ بِالْعُمُوْمِ وَالْخُصُوْصِ -

সরল অনুবাদ : মীমাংসা হলো, كُبْرٰى তে যে সমস্ত বিধি নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তোমরা উক্তি– যখনই 'যায়েদ দণ্ডায়মান' এটা সত্য না হয়, তখনই এর نَقِيْض অর্থাৎ 'যায়েদ দণ্ডায়মান নয়' এটা সত্য হবে। যদি তা বাস্তবিক হয়, তবে এর সত্যতা স্বীকার্য, কিন্তু এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি স্বীকার্য নয়। কারণ, صُغْرٰى তে যে হুকুম আরোপিত হয়েছে তা কাল্পনিক ও অবাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে। কারণ, قَضِيَّة সমূহের মধ্যে কোনো একটি قَضِيَّة সত্য না হওয়া অসম্ভাব্যতার অন্তর্ভুক্ত। কারণ আমাদের উক্তি– وَاجِبُ الْوُجُوْدِ (আল্লাহ বিদ্যমান) অর্থাৎ সর্ব শ্রোতা অথবা সর্ব দর্শক। (এই সকল قَضِيَّة) নিঃসন্দেহে সত্য। অতএব, তা সত্য না হওয়াটা অসম্ভব হবে। আর যদি كُبْرٰى -এর অবস্থানসমূহ ব্যাপক হয়, তবে আমরা كُلِّى হওয়ার বিষয় অস্বীকার করবো। কারণ, কোনো বিষয় মিথ্যা হলে তার نَقِيْض সত্য হওয়া অপরিহার্য হয় বাস্তব হিসেবে। কেননা, অসম্ভব অবস্থায় উভয় نَقِيْض এক সাথে মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। কেননা, এক অসম্ভব দ্বারা অন্য এক অসম্ভবও লাযেম হতে পারে।

আর উক্ত ধাঁধার-ই পাশাপাশি اَلْمُغَالَطَةُ হচ্ছে– اَلْمُغَالَطَةُ الْعَامَّةُ الْوُرُوْدُ। যা দ্বারা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক; যে কোনো লক্ষ্য প্রমাণ করতে পারবে। অতএব তুমি বলবে, দাবি প্রমাণিত। কেননা, যদি দাবি প্রমাণিত না হয়, তবে তার نَقِيْض প্রমাণিত হবে। আর যখনই তার نَقِيْض প্রমাণিত হবে, তখনই বস্তুসমূহের কোনো একটি বস্তু প্রমাণিত হবে। এর নাতীজা হবে যদি দাবি প্রমাণিত না হয়, বিষয়সমূহের কোনো একটি বিষয় প্রমাণিত হবে। এর عَكْس نَقِيْض হবে ; যদি বিষয়সমূহের কোনো একটি বিষয় প্রমাণিত না হয়, তবে দাবি প্রমাণিত হবে। অথচ তাও বিষয়সমূহের একটি বিষয়। তা 'খালফ' তথা বিরোধপূর্ণ বিষয়। জ্ঞানীগণ তা সমাধান করতে গিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। কেউ বলেন, আমরা এ কথা স্বীকার করবো না যে, উক্ত শর্তিয়া এ আকসের সাথে শর্তিয়ার عَكْس হয়। আর তা কিরূপে হতে পারে ? অথচ বিষয়দ্বয় উমূম ও খুসূস হিসেবে আসল ও আকসের মধ্যে বিপরীতমুখি।

www.eelm.weebly.com

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْحَلُّ সমাধান হলো أَنَّ التَّقَادِيْرَ الْمَأْخُوْذَةَ যেসব অবস্থা নেওয়া হয়েছে فِى الْكُبْرٰى কুবরার ক্ষেত্রে أَعْنِىْ قَوْلَكَ অর্থাৎ তোমার উক্তি كُلَّمَا لَمْ يَصْدُقْ যখনই সত্য হবে না زَيْدٌ قَائِمٌ যায়েদ দণ্ডায়মান صَدَقَ نَقِيْضُهٗ তখন তার নাকীয সত্য হবে أَعْنِىْ زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ অর্থাৎ যায়েদ দণ্ডায়মান নয় إِنْ كَانَتْ وَاقِعِيَّةً আর যদি তা বাস্তবিকই হয় فَصِدْقُهَا তবে তার সত্যতা مُسَلَّمٌ মেনে নেওয়া যায় لٰكِنْ لَا اِنْدِرَاجَ তবে তা গ্রহণযোগ্য নয় إِذِ الْحُكْمُ فِى الصُّغْرٰى কেননা صُغْرٰى এর হুকুমটি إِنَّمَا هُوَ এটা أَنَّ عَدَمَ صِدْقِ قَضِيَّةٍ مِنَ কাল্পনিক عَلَى التَّقَادِيْرِ الْفَرْضِيَّةِ অবাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে হয়েছে ضَرُوْرَةَ কারণ الْغَيْرِ الْوَاقِعِيَّةِ الْقَضَايَا কেননা, কাযিয়াসমূহের মধ্যে কোনো একটি কাযিয়া অসত্য হওয়া مِنَ الْمُمْتَنِعَاتِ তা মুমতানিয়াতের অন্তর্ভুক্ত ضَرُوْرَةَ أَنَّ قَوْلَنَا এ জন্য যে, আমাদের উক্তি اَلْوَاجِبُ مَوْجُوْدٌ আল্লাহ নিশ্চিত অস্তিত্বের অধিকারী أَوْ سَمِيْعٌ অথবা তিনি সর্বশ্রোতা أَوْ بَصِيْرٌ অথবা তিনি সর্বদ্রষ্টা وَاجِبُ الصِّدْقِ নিঃসন্দেহে সত্য وَإِنْ كَانَتْ تَقَادِيْرُ فَيَكُوْنُ عَدَمُ صِدْقِهَا অতএব তা অসত্য হওয়া مُحَالًا অসম্ভব إِذْ كِذْبُ الْكُبْرٰى যদি কুবরার অবস্থানসমূহ أَعَمَّ ব্যাপক হয় مَنَعْنَا الْكُلِّيَّةَ তাহলে আমরা كُلِّيْ হওয়ার বিষয়টি মেনে নেবো না بِحَسْبِ الشَّيْءِ কারণ, কোনো একটা বস্তু মিথ্যা হওয়া إِنَّمَا يَسْتَلْزِمُ এটা لَازِمْ করে صِدْقَ نَقِيْضِهٖ তার نَقِيْض-এর সত্য হওয়াকে الْوَاقِعِ বাস্তবতার ভিত্তিতে فَإِنَّهٗ جَازَ কেননা, সম্ভাবনা থাকে عَلٰى تَقْدِيْرِ الْمُحَالِ অসম্ভব অবস্থায় أَنْ يَكْذِبَ النَّقِيْضَانِ مَعًا এক সাথেই দু'টি نَقِيْض মিথ্যা হওয়া لِأَنَّ الْمُحَالَ কেননা, (এ অবস্থায়) একটি অসম্ভব দ্বারা جَازَ জায়েজ হয় أَنْ يَسْتَلْزِمَ আবশ্যক করা مُحَالًا أُخَرَ অন্য একটি অসম্ভবকে وَيَقْرُبُ مِنْ هٰذِهِ الْأُغْلُوْطَةِ আর এ সংশয়েরই নিকটবর্তী হলো الْمُغَالَطَةُ الْعَامَّةُ الْوُرُوْدُ ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য মুগালাতা الَّتِىْ يُمْكِنُ أَنْ يُثْبِتَ بِهَا যা দ্বারা সাব্যস্ত করা সম্ভব হয় أَيَّ مَطْلُوْبٍ أَرَدْتَ তোমার যে কোনো উদ্দেশ্য كَانَ صَادِقًا তা সত্য হোক أَوْ كَاذِبًا অথবা মিথ্যা হোক فَتَقُوْلُ অতএব তুমি বলবে الْمُدَّعٰى ثَابِتٌ দাবি সাব্যস্ত হয়েছে لِأَنَّهٗ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُدَّعٰى ثَابِتًا কেননা, যদি দাবি সাব্যস্ত না হয় كَانَ نَقِيْضُهٗ ثَابِتًا তাহলে তার নাকীয সাব্যস্ত হবে وَكُلَّمَا كَانَ نَقِيْضُهٗ ثَابِتًا আর যখনই তার নাকীয সাব্যস্ত হবে كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ ثَابِتًا তখন বস্তুসমূহের যে কোনো একটি সাব্যস্ত হবেই يَنْتِجُ এর ফলাফল হবে لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُدَّعٰى ثَابِتًا যদি দাবি সাব্যস্ত না হয় كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ ثَابِتًا তাহলে যে কোনো একটি বস্তু সাব্যস্ত হবে وَيَنْعَكِسُ এবং তার আকস হবে بِعَكْسِ النَّقِيْضِ আকসে নাকীযের لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ ثَابِتًا যদি বস্তুসমূহের কোনো একটি সাব্যস্ত না হয় كَانَ الْمُدَّعٰى ثَابِتًا তখন দাবি সাব্যস্ত হবে مَعَ أَنَّهٗ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ অথচ এটাও বিষয়সমূহের একটি هٰذَا خَلْفٌ এটাই বিরোধপূর্ণ বিষয় وَتَحَيَّرَ الْعُقَلَاءُ জ্ঞানীগণ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন فِىْ حَلِّهٖ এর সমাধান করতে গিয়ে فَمِنْ قَائِلٍ يَقُوْلُ কোনো একজন বলেন إِنَّا لَا نُسَلِّمُ আমরা মেনে নিতে পারি না أَنَّ تِلْكَ الشَّرْطِيَّةَ উক্ত শর্তিয়া تَنْعَكِسُ بِهٰذَا الْعَكْسِ এ فِى الْأَصْلِ عَكْس-এর সাথে عَكْس হবে إِلٰى هٰذِهِ الشَّرْطِيَّةِ এ শর্তিয়ার كَيْفَ আর তা কিভাবে সম্ভব? وَالشَّيْئَانِ অথচ দু'টি বস্তুই وَالْعَكْسِ - أَصْل এবং عَكْس-এর ক্ষেত্রে مُخْتَلِفَانِ বিপরীতমুখী بِالْعُمُوْمِ وَالْخُصُوْصِ উমূম এবং খুসূস হিসেবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَيَقْرُبُ مِنْ هٰذِهِ الخ-এর আলোচনা : এখানে মুসান্নিফ (র.) উক্ত মুগালাতারই পাশাপাশি অন্য একটি ত্রুটির আলোচনা করেছেন। مُغَالَطَةُ عَامَّةِ الْوُرُوْدِ তা এমন মুগালাতা যা প্রত্যেক দাবিকেই সাব্যস্ত করে থাকে, চাই তা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক। উদাহরণ স্বরূপ– যদি বলা হয়, আমার দাবি ছাবেত আছে। আর এ দাবির সত্যতার উপর যুক্তি, যদি এই দাবি সত্য না হয় তাহলে দাবির نَقِيْض ছাবেত হবে। তা সুগরা, আর যখন দাবির নাকীয ছাবেত হবে তখন একটি বিষয় ছাবেত হলো, তা কুবরা। এর নাতীজা হবে যখন দাবি সত্য না হবে তখন কোনো একটি বিষয় ছাবেত হবে। এখন যদি নাতীজার আকসে নাকীয নেওয়া হয়, তাহলে এরূপ হবে যে, যদি কোনো বিষয়ই ছাবেত না হয়, তাহলে দাবি সাব্যস্ত হবে। অথচ দাবিও একটি বিষয়। সুতরাং দাবি ছাবেত না হওয়া প্রমাণিত হলো। অথচ দাবি ছাবেত আছে বলে মেনে এর উপর দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করা হচ্ছিল। দাবি ছাবেত রাখবার দলিল দিতে গিয়ে দাবি ছাবেত না থাকা প্রমাণিত হলো। এ হতে বুঝা যায় যে, দলিলের কোনো এক স্থানে ত্রুটি এসেছে। আর قَوْلُهٗ نَقِيْضُهٗ ثَابِتًا অর্থাৎ নকীয যদি প্রমাণিত না হয়, তবে اِرْتِفَاعُ النَّقِيْضَيْنِ অর্থাৎ দু'টি নাকীয একই সাথে বিদূরিত হওয়া প্রমাণিত হবে, আর তা অসম্ভব।

আর قَوْلُهٗ هٰذَا خَلْفٌ الخ অর্থাৎ নাকীয বিদূরিত হলে এর দাবি প্রমাণিত হবে। অতএব, আকল মিথ্যা হবে, আর এর ফলে নাতীজাও প্রমাণিত হবে। উক্ত খালফ কিয়াসের কারণে সৃষ্টি হতে পারে না। যেহেতু উক্ত কিয়াস ফলপ্রসূ হওয়া بَدِيْهِىْ। এমনিভাবে মুকাদ্দমাদ্বয়ের কারণেও হতে পারে না। অতএব তা সুস্পষ্ট যে উক্ত খালফের সৃষ্টি হয়েছে, দাবিকে না মেনে তার নাকীযের দাবি মানার কারণে। যে কারণে সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, উক্ত দাবি সত্য আর নাকীযের দাবি মিথ্যা বা ভ্রান্ত।

www.eelm.weebly.com

بَلْ عَكْسُ هٰذِهِ الشَّرْطِيَّةِ قَوْلُنَا كُلَّمَا لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ الشَّيْءُ ثَابِتًا كَانَ الْمُدَّعٰى ثَابِتًا وَهُوَ حَقٌّ وَاِنْ شِئْتَ قُلْتَ بِتَقْرِيْرٍ اٰخَرَ اَنَّ عَكْسَ تِلْكَ الشَّرْطِيَّةِ لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الْاَشْيَاءِ ثَابِتًا فِىْ ضِمْنِ نَقِيْضِ الْمُدَّعٰى كَانَ الْمُدَّعٰى ثَابِتًا وَمِنْ مُجِيْبٍ يُجِيْبُ بِاَنَّ الْمُقَدَّمَ فِى الْعَكْسِ مُحَالٌ وَالْمُحَالُ جَازَ اَنْ يَسْتَلْزِمَ نَقِيْضَهُ فَلَا خَلْفَ وَقَدْ وَقَعَ الْاِطْنَابُ فِىْ تَفْصِيْلِ هٰذَا الْبَابِ لِمَا اَنَّ الرَّسَائِلَ الْمُدَوَّنَةَ فِىْ هٰذَا الْفَنِّ الَّتِىْ جَرَتْ فِىْ زَمَانِ هٰذَا عَادَةً فَرَيْتُهَا خَالِيَةً عَنْ تَفْصِيْلِ بَابِ الْمُغَالَطَةِ فَرَأَيْتُ اَنْ اُوَشِّحَ بِذِكْرِهٖ رِسَالَتِىْ هٰذِهٖ لِتَكُوْنَ نَافِعَةً لِلْمُتَعَلِّمِيْنَ مُفِيْدَةً لِلطَّالِبِيْنَ ـ

সরল অনুবাদ : বরং উক্ত شَرْطِيَّة -এর عَكْس হচ্ছে, আমাদের উক্তি– যখনই উক্ত বিষয়টি প্রমাণিত হবে না, তখনই আমাদের দাবি প্রমাণিত হবে, আর এটাই সত্য। আর যদি চাও তবে অন্য এক পন্থায় বলতে পার যে, উক্ত শর্তিয়ার আকস হচ্ছে যদি দাবির نَقِيْض প্রসঙ্গে বিষয়সমূহের কোনো একটি বিষয় প্রমাণিত হয়, তবে দাবি প্রমাণিত হবে। আর কোনো জবাবদাতা এভাবে জবাব দিয়েছেন যে, আকসের মুকাদ্দামা মহাল (অসম্ভব)। আর মহাল (অসম্ভব) দ্বারা এর نَقِيْض সাব্যস্ত হতে পারে। অতএব 'খালফ' সাব্যস্ত হবে না। এ অধ্যায়ের আলোচনা দীর্ঘ হয়ে গেছে। কারণ, উক্ত বিষয়ে রচিত গ্রন্থসমূহ যেগুলো সাধারণত বর্তমানে পাঠ্য পুস্তক হিসেবে গৃহীত সেগুলোতে আমি দেখেছি মুগালাতা অধ্যায় শূন্য। তাই উক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমার এ পুস্তিকাটি সুসজ্জিত করা সমীচীন মনে করলাম, যাতে ছাত্রদের জন্য উপকারী ও বিদ্যান্বেষীদের জন্য ফলপ্রসূ হয়।

فَصْلٌ : وَلَابُدَّ اَنْ يُعْلَمَ اَنَّهٗ اِذَا كَانَ اِحْدٰى مُقَدَّمَتَيِ الْقِيَاسِ غَيْرَ بُرْهَانِيَّةٍ بَلْ كَانَتْ جَدَلِيَّةً اَوْ خِطَابِيَّةً اَوْ شِعْرِيَّةً اَوْ غَيْرَهَا كَانَ الْقِيَاسُ اَيْضًا غَيْرَ بُرْهَانِيٍّ وَكَذَا الْكَلَامُ فِى الْقِيَاسِ الْجَدَلِىْ وَنَظَائِرِهٖ وَبِالْجُمْلَةِ الْمُؤَلَّفُ مِنَ الرَّاجِحِ وَالْمَرْجُوْحِ وَهٰهُنَا قَدْ تَمَّ بَحْثُ الصِّنَاعَاتِ الْخَمْسِ وَبِهٖ تَمَّ مَقَاصِدُ الْفَنِّ بِنَوْعَيْهِ اَعْنِى الْمُوْصِلَ اِلَى التَّصَوُّرِ وَالْمُوْصِلَ اِلَى التَّصْدِيْقِ ـ

পরিচ্ছেদ : এ কথা জেনে রাখা উচিত যে, যদি কিয়াসের মুকাদ্দমাদ্বয়ের (কিয়াসের দু' অংশের) এক মুকাদ্দমা (এক অংশ) বুরহানী না হয়, বরং জাদালী অথবা খেতাবী অথবা শে'রী অথবা অন্য কিছু হয়, তবে উক্ত কিয়াস ও গায়রে বুরহানী হবে। এমনিভাবে কিয়াসে জদলী ও তার নজীরসমূহের ক্ষেত্রে একই কথা। মোটকথা, رَاجِح (প্রবল) ও مَرْجُوْح (অপ্রবল) সমন্বয়ে কিয়াস مَرْجُوْح বা অপ্রবল হবে। এখানে পঞ্চ বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত হলো। আর এর দ্বারাই এ বিষয়ের উভয় উদ্দেশ্য অর্থাৎ অজ্ঞাত تَصَوُّر (তাসাব্বুর)-এর দিকে পৌঁছানকারী এবং অজ্ঞাত تَصْدِيْق -এর দিকে উপাদানকারী এমন বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত হলো।

خَاتِمَةٌ : لِكُلِّ عِلْمٍ ثَلٰثُ اُمُوْرٍ اَحَدُهَا الْمَوْضُوْعُ وَهُوَ مَا يُبْحَثُ فِى الْعِلْمِ عَنْ عَوَارِضِهٖ اَوْ لَوَاحِقِهِ الذَّاتِيَةِ كَبَدَنِ الْاِنْسَانِ لِعِلْمِ الطِّبِّ وَالْكَلِمَةِ وَالْكَلَامِ لِعِلْمِ النَّحْوِ وَالْمِقْدَارِ الْمُتَّصِلِ لِعِلْمِ الْهِنْدَسَةِ وَالْمَعْلُوْمِ التَّصَوُّرِىْ وَالْمَعْلُوْمِ التَّصْدِيْقِىْ لِصِنَاعَتِىْ هٰذِهٖ –

পরিশিষ্ট আলোচনা : প্রত্যেক শাস্ত্রের জন্যই তিনটি বিষয় রয়েছে, তন্মধ্যে একটি مَوْضُوْع বা আলোচ্য বিষয় ; আর তা ঐ বিষয় যার সত্তাগত অবস্থা সম্পর্কে কোন শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। যেমন– মানবদেহ চিকিৎসাশাস্ত্রের জন্য, শব্দ ও বাক্য নাহুশাস্ত্রের জন্য, অবিচ্ছেদ্য পরিমাণ ইঞ্জিনিয়ারিং শাস্ত্রের জন্য এবং জানা تَصَوُّر ও জানা تَصْدِيْق এ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

www.eelm.weebly.com

শাব্দিক অনুবাদ : بَلْ عَكْسُ هٰذِهِ الشَّرْطِيَّةِ বরং এ শর্তিয়ার আকস হলো قَوْلُنَا আমাদের উক্তি كُلَّمَا لَمْ يَكُنْ যখনই হবে না ذٰلِكَ الشَّئُ ثَابِتًا ঐ বস্তুটি সাব্যস্ত كَانَ الْمُدَّعٰى ثَابِتًا তখনই দাবি সাব্যস্ত হবে وَهُوَ حَقٌّ আর এটাই সত্য وَاِنْ شِئْتَ যদি তুমি ইচ্ছা কর قُلْتَ বলতে পার بِتَقْرِيْرٍ اٰخَرَ অন্যভাবে اَنَّ عَكْسَ ذٰلِكَ الشَّرْطِيَّةِ যে, ঐ শর্তিয়ার আকস (বিপরীত বস্তু) এই لَوْ لَمْ يَكُنْ যদি না হয় شَئٌ مِنَ الْاَشْيَاءِ ثَابِتًا কোনো একটি বিষয় সাব্যস্ত فِىْ ضِمْنِ نَقِيْضِ الْمُدَّعٰى দাবির নাকীযের অধীনস্থ كَانَ بِاَنَّ الْمُقَدَّمَ فِى الْعَكْسِ তখন দাবিটি সাব্যস্ত হবে وَمِنْ مُجِيْبٍ يُجِيْبُ কোনো কোনো উত্তরদাতা উত্তর দিয়েছেন بِاَنَّ الْمُقَدَّمَ فِى الْعَكْسِ যে, আকসের মুকাদ্দামটি مُحَالٌ অসম্ভব وَالْمُحَالُ আর অসম্ভব দ্বারা جَازَ اَنْ يَسْتَلْزِمَ সাব্যস্ত হতে পারে نَقِيْضَهُ তার নাকীয فَلَا خَلْفَ অতএব خَلْفٌ সাব্যস্ত হবে না وَقَدْ وَقَعَ الْاِطْنَابُ দীর্ঘ আলোচনা হয়ে গেল فِىْ تَفْصِيْلِ هٰذَا الْبَابِ এ অধ্যায়ের বর্ণনা لِمَا اَنَّ কেননা. রচিত গ্রন্থগুলো فِىْ هٰذَا الْفَنِّ উক্ত বিষয়ে الَّتِىْ جَرَتْ فِىْ زَمَانِ هٰذَا যেগুলো বর্তমানে পাঠ্য পুস্তক হিসেবে গৃহীত عَادَةً সাধারণভাবেই فَرَأَيْتُهَا আমি সেগুলোকে দেখেছি خَالِيَةً মুক্ত عَنْ تَفْصِيْلِ بَابِ الْمُغَالَطَةِ মুগালাতার বিস্তারিত বর্ণনা থেকে فَرَأَيْتُ তাই আমি সমীচীন মনে করলাম اَنْ اُوَشِّحَ সুসজ্জিত করা بِذِكْرِهٖ মুগালাতার বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে رِسَالَتِىْ هٰذِهٖ আমার এ পুস্তিকাটি لِتَكُوْنَ যাতে এটা হয় نَافِعَةً لِلْمُتَعَلِّمِيْنَ শিক্ষার্থীদের জন্য উপকারী مُفِيْدَةً لِلطَّالِبِيْنَ বিদ্যান্বেষীদের জন্য লাভজনক فَصْلٌ পরিচ্ছেদ وَلَابُدَّ اَنْ يُعْلَمَ জেনে রাখা উচিত اَنَّهٗ اِذَا كَانَ নিশ্চয়ই যখন হবে اِحْدٰى مُقَدَّمَتَىِ الْقِيَاسِ কিয়াসের দু'টি মুকাদ্দামার একটি غَيْرَ بُرْهَانِيَّةٍ গায়রে বুরহানী بَلْ كَانَتْ বরং তা হয় جَدَلِيَّةً জাদালী [বিতর্কিত] اَوْ خِطَابِيَّةً অথবা খেতাবী اَوْ شِعْرِيَّةً অথবা শে'রী اَوْ غَيْرَهَا অথবা অন্য কিছু كَانَ الْقِيَاسُ اَيْضًا তাহলে উক্তি কিয়াসটিও হবে غَيْرَ بُرْهَانِىٍّ গায়রে বুরহানী وَكَذَا এমনিভাবে فِى الْقِيَاسِ الْجَدَلِىِّ কিয়াসে জাদালীর ক্ষেত্রে وَنَظَائِرِهٖ এবং তার উদাহরণসমূহের ক্ষেত্রে [একই কথা] بِالْجُمْلَةِ الْكَلَامُ মোটকথা الْمُؤَلَّفُ গঠিত বিষয়টি مِنَ الرَّاجِحِ وَالْمَرْجُوْحِ সবল এবং দুর্বলের সমন্বয়ে مَرْجُوْحٌ মারজূহ (দুর্বল) হিসেবে গণ্য হবে وَهٰهُنَا আর এখানেই قَدْ تَمَّ সমাপ্ত হলো بَحْثُ الصِّنَاعَاتِ الْخَمْسِ পঞ্চ বিষয়ের আলোচনা وَبِهٖ تَمَّ আর এর দ্বারাই সমাপ্ত হবে مَقَاصِدُ الْفَنِّ بِنَوْعَيْهِ এ বিষয়ের উভয় উদ্দেশ্যে اَعْنِىْ অর্থাৎ الْمُوْصِلَ اِلَى التَّصَوُّرِ তাসাব্বুরের দিকে পৌঁছে দেয় وَالْمُوْصِلَ اِلَى التَّصْدِيْقِ এবং যা তাসদীকের দিকে পৌঁছে দেয়। خَاتِمَةٌ পরিশিষ্ট لِكُلِّ عِلْمٍ প্রত্যেক শাস্ত্রের জন্য ثَلٰثُ اُمُوْرٍ তিনটি বিষয় রয়েছে اَحَدُهَا তন্মধ্যে একটি হলো الْمَوْضُوْعُ মাওযূ' (আলোচ্য বিষয়) وَهُوَ আর সেটি হলো مَا يُبْحَثُ আলোচনা করা হয় فِى الْعِلْمِ কোনো শাস্ত্রে عَنْ عَوَارِضِهٖ তার সত্তাগত বিষয়াবলি নিয়ে وَلَوَاحِقِهِ الذَّاتِيَّةِ আর তার সত্তাগত বিষয়াবলি নিয়ে كَبَدَنِ الْاِنْسَانِ যেমন- মানুষের শরীর لِعِلْمِ الطِّبِّ চিকিৎসাশাস্ত্রের জন্য وَالْكَلِمَةِ وَالْكَلَامِ আর শব্দ ও বাক্য لِعِلْمِ النَّحْوِ নাহুশাস্ত্রের জন্য وَالْمِقْدَارِ الْمُتَّصِلِ অবিচ্ছেদ্য পরিমাণ لِعِلْمِ الْهَنْدَسَةِ ইঞ্জিনিয়ারিং শাস্ত্রের জন্য وَالْمَعْلُوْمِ التَّصَوُّرِىِّ وَالْمَعْلُوْمِ التَّصْدِيْقِىِّ আর জানা تَصَوُّرٌ এবং জানা তাসদীক لِصِنَاعَتِىْ هٰذِهٖ আমার এ (মানতিক) শাস্ত্রের জন্য।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِنْ شِئْتَ قُلْتَ بِتَقْرِيْرٍ الخ -এর আলোচনা :

মুগালাতার ব্যাপারে গ্রন্থকারের মন্তব্য : গ্রন্থকার مُغَالَطَةٌ-এর ব্যাপারে বলেছেন تَحَيَّرَ الْعُقَلَاءُ فِىْ حَلِّهٖ (অর্থাৎ এর সমাধানের ব্যাপারে জ্ঞানী ব্যক্তিরাও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন) এরপরও তারা তার তিনটি উত্তর প্রদান করেছেন। যেমন-

প্রথম উত্তর : لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُدَّعٰى ثَابِتًا كَانَ نَقِيْضُهٗ ثَابِتًا وَكُلَّمَا كَانَ نَقِيْضُهٗ ثَابِتًا كَانَ شَئٌ مِنَ الْاَشْيَاءِ ثَابِتًا

এ কিয়াসের নাতীজা হলো- لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُدَّعٰى ثَابِتًا كَانَ شَئٌ مِنَ الْاَشْيَاءِ ثَابِتًا

তুমি এর আকসে নাকীযে বলেছ- لَوْ لَمْ يَكُنْ شَئٌ مِنَ الْاَشْيَاءِ ثَابِتًا كَانَ الْمُدَّعٰى ثَابِتًا

অথচ এটা ভুল। কারণ, নাতীজার মধ্যে যে বস্তু পতিত হয়েছে তা থেকে শুধুমাত্র নাতীজার নাকীযই উদ্দেশ্য। অতঃপর তা খাস হয়েছে। আর যে বস্তু আকসের মধ্যে এসেছে তা আম তথা ব্যাপক হয়ে নাতীজার নাকীয ও অন্যগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে, অতঃপর অত্র عَامٌ খাস-এর আকস হবে না।

নাতীজার আকসে নাকীয হলো- كُلَّمَا لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ الشَّئُ اَىْ نَقِيْضُ الْمُدَّعٰى ثَابِتًا كَانَ الْمُدَّعٰى ثَابِتًا

www.eelm.weebly.com

অত্র আকসটি সঠিক। কারণ, দাবির নাকীয সাব্যস্ত হওয়ার সময় তার দাবি সাব্যস্ত হতে হয়। নয়তো একই সময় দু'টি نَقِيْض বিদূরিত হওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। সুতরাং আমরা যে আকসের কথা বলেছি তা গ্রহণ করা হলে অভিযোগ বিদূরিত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় উত্তর : আমরা যদি স্বীকার করে নেই যে, আকসের শব্দ عَامٌ তথা ব্যাপক হয়ে নাতীজার নাকীয এবং তার বিপরীতকে অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু عَامٌ-এর বাস্তবায়ন কোনো না কোনো খাসের অধীনে থাকা জরুরি; সুতরাং অত্র আমটিও নাতীজার নাকীযের আওতায় বাস্তবায়ন হবে। এ কারণে لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْئٌ مِنَ الْاَشْيَاءِ ثَابِتًا كَانَ الْمُدَّعٰى ثَابِتًا-এর মধ্যে شَيْئٌ দ্বারা নাতীজার নাকীযকে উদ্দেশ্য করা হবে। সুতরাং لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْئٌ مِنَ الْاَشْيَاءِ-এর অর্থ হবে لَوْ لَمْ يَكُنْ نَقِيْضُ الْمُدَّعٰى ثَابِتًا كَانَ الْمُدَّعٰى ثَابِتًا এ অর্থ সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ।

তৃতীয় উত্তর : আকসের মুকাদ্দাম অসম্ভব। কারণ, شَيْئٌ مِنَ الْاَشْيَاءِ প্রমাণিত না হওয়া (وَاجِبُ الْوُجُوْدِ বিদ্যমান থাকা আর অন্যান্য অনেক কিছু প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও) কিভাবে শুদ্ধ হয়। সুতরাং مُقَدَّمَه مُحَال ও তার নাকীযের আবশ্যকীয় হওয়া শুদ্ধ হবে। এ কারণে لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْئٌ مِنَ الْاَشْيَاءِ ثَابِتًا মুকাদ্দামটি জরুরি হয়েছে كَانَ الْمُدَّعٰى ثَابِتًا যা মুকাদ্দামের নাকীয। কারণ, لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْئٌ مِنَ الْاَشْيَاءِ এবং كَانَ شَيْئٌ مِنَ الْاَشْيَاءِ ثَابِتًا كَانَ الْمُدَّعٰى ثَابِتًا দু'টিই এক। সুতরাং যেভাবে كَانَ شَيْئٌ مِنَ الْاَشْيَاءِ ثَابِتًا كَانَ شَيْئٌ ثَابِتًا বলার সময় مُقَدَّمْ এবং تَالِيْ-এর মধ্যে প্রত্যেকটির একটি অপরটির নাকীয شَيْئٌ مِنَ الْاَشْيَاءِ-এর স্থানে كان المدعى বলার সময়ও একটি অপরটির نَقِيْض হবে। কেননা, সেই দাবিও مِنَ الْاَشْيَاءِ-এর একটি।

قَوْلُهُ إِذَا كَانَ إِحْدٰى مُقَدَّمَتَيِ الخ-এর আলোচনা : উল্লেখ্য যে, কিয়াসের এক قَضِيَّة ইতিবাচক ও অপর قَضِيَّة নেতিবাচক হলে নতীজা নেতিবাচক হবে। তদ্রূপ এক قَضِيَّة কুল্লিয়া ও অপর قَضِيَّة জুযয়ী হলে নাতীজা জুযয়ী হবে। তদ্রূপ কিয়াসের একাংশ যদি বুরহানী হয় আর অপরাংশ বুরহানী না হয় ; তাহলে কিয়াসের নাতীজা বুরহানী হবে না। অনুরূপভাবে যে যে কিয়াসের এক قَضِيَّة খেতাবী হয় ও অপর قَضِيَّة শে'রী হয় ; তা হলে এর নাতীজা শে'রী হবে। মোটকথা, দুই قَضِيَّة দ্বারা কিয়াস গঠিত হবে। তন্মধ্যে যা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে অপেক্ষাকৃত কম সম্পর্ক রাখে, নাতীজা সে অনুযায়ী হবে। অর্থাৎ নাতীজা দুর্বল কাযিয়ার অনুপাতে বের হয়।

قَوْلُهُ مُؤَلَّفٌ مِنَ الرَّاجِعِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা গ্রন্থকার একটি উহ্য প্রশ্নের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। প্রশ্নটি হলো صناعت -কে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা ঠিক হয়নি। কেননা, উল্লিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে একটিকে অপরটির সাথে মিলালে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তাও একটি স্বতন্ত্র প্রকারে পরিণত হবে। অতএব, তখন صَنَاعَتْ -এর প্রকার আরো অধিক হবে। উক্ত প্রশ্নের জবাব এই যে, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট মুকাদ্দমার সমন্বয়ে গঠিত কিয়াস নিকৃষ্ট মুকাদ্দমা হিসেবে আখ্যায়িত হয়। যেমনিভাবে কিয়াসের নাতীজা তার নিকৃষ্ট মুকাদ্দামা হিসেবে প্রকাশ পায়। অতএব, ঐটির প্রকার এর চেয়ে অধিক হবে না।

প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেক শাস্ত্রেই তিনটি বিষয় অপরিহার্য। তন্মধ্যে একটি হলো, مَوْضُوْع বা আলোচ্য বিষয়। আল্লামা সিরাজী বলেন, مَوْضُوْع কোনো শাস্ত্রের অংশ বিশেষ হওয়া প্রশ্নযুক্ত নয়। কারণ, مَوْضُوْع দ্বারা যদি তার تَصْدِيْق উদ্দেশ্য হয়, তবে তা শাস্ত্রের অংশবিশেষ এ কথা স্বীকার্য নয়। আর যদি مَوْضُوْع দ্বারা তার تَصَوُّرْ উদ্দেশ্য হয়, তবে তা مَبَادِيْ -এর অন্তর্ভুক্ত।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

١- أَسْبَابُ الْغَلَطِ كَمْ هِيَ؟ وَمَا هِيَ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلاً .

٢- فَصِّلِ الْاَغَالِيْطَ الَّتِيْ تَقَعُ بِسَبَبِ الْمَعْنٰى .

٣- مَا مَعْنٰى اُغْلُوْطَةٍ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلاً .

www.eelm.weebly.com

وَيَنْبَغِى اَنْ يُعْلَمَ اَنَّهُ لَا يُبْحَثُ عَنْ وُجُوْدِ الْمَوْضُوْعِ وَلَايُبْحَثُ عَنْ مَاهِيَتِهٖ فِى الْعِلْمِ الَّذِىْ هُوَ مَوْضُوْعٌ لَهٗ فَلَا يَبْحَثُ الطَّبِيْبُ عَنْ بَدَنِ الْاِنْسَانِ مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ مَوْجُوْدٌ اَوْ جِسْمٌ نَامٍ اَوْ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ وَلَا النَّحْوِىُّ عَنْ حَقِيْقَةِ الْكَلِمَةِ وَالْكَلَامِ وَمِنْ ثَمَّ لَمَّا كَانَ مَوْضُوْعُ عِلْمِ الطَّبْعِى الْجِسْمَ الْمُطْلَقَ وَكَانَ صَاحِبُ هٰذَا الْفَنِّ يُوْرِدُ مَبَاحِثَ الْهَيُوْلٰى وَالصُّوْرَةِ فِى الطَّبْعِيَّاتِ اُشْكِلَ عَلَيْهِ اَنَّ الْهَيُوْلٰى وَالصُّوْرَةَ مِنْ اَجْزَاءِ الْجِسْمِ وَمُقَوِّمَاتِهٖ فَكَيْفَ يُوْرِدُ هٰذِهِ الْمُبَاحِثُ فِى الطَّبْعِيَّاتِ وَاعْتُذِرَ مِنْ قِبَلِهٖ اَنَّ هٰذِهِ الْمَبَاحِثَ اِسْتِطْرَادِيَّةٌ ـ

সরল অনুবাদ : আর তাও জেনে নেওয়া সমীচীন যে, কোনো শাস্ত্রে এর আলোচ্য বিষয়ের অস্তিত্ব এবং এর مَاهِيَتْ (মূলসত্তা) সম্পর্কে আলোচনা করা হয় না। সুতরাং ডাক্তার মানুষের দেহ সম্পর্কে এ হিসেবে আলোচনা করবেন না যে, তার দেহ অস্তিত্বশীল অথবা বৃদ্ধি পায় এমন দেহ অথবা বিবেকশালী প্রাণী। এমনিভাবে নাহুবিদরা শব্দ ও বাক্যের হাকীকত নিয়ে আলোচনা করবেন না। এ কারণেই عِلْم طَبْعِى (ইলমে তাবয়ী)-এর আলোচ্য বিষয় যখন جِسْم مُطْلَقْ (সাধারণ শরীর)। আর উক্ত শাস্ত্রবিদগণ عِلْم طَبْعِى (শরীর বিদ্যাতে) هَيُوْلٰى (মূলধাতু)-এর আকৃতির আলোচনা করেন। তাই তাদের উপর এই প্রশ্নটি উত্থাপন করা হয়েছে যে, هَيُوْلٰى এবং صُوْرَة শরীরে অংশ এবং এর উপাদান, তাহলে কিভাবে শরীর বিদ্যাতে এর আলোচনা করা হলো ? তাদের পক্ষ হতে এ আপত্তি পেশ করা হলো যে, উক্ত আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

শাব্দিক অনুবাদ : وَيَنْبَغِى اَنْ يُعْلَمَ এটাও জেনে নেওয়া উচিত اَنَّهٗ لَا يُبْحَثُ আলোচনা করা হয় না عَنْ وُجُوْدِ الْمَوْضُوْعِ মাওযু'-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে وَلَا يُبْحَثُ এবং আলোচনা করা হয় না عَنْ مَاهِيَتِهٖ তার মাহিয়াত (মূলসত্তা) সম্পর্কে فِى الْعِلْمِ কোনো শাস্ত্রে الَّذِىْ هُوَ مَوْضُوْعٌ لَهٗ যা তার আলোচ্য বিষয় فَلَا يَبْحَثُ الطَّبِيْبُ অতএব ডাক্তার আলোচনা করে না عَنْ بَدَنِ الْاِنْسَانِ মানুষের শরীর নিয়ে مِنْ حَيْثُ এ হিসেবে যে اَنَّهٗ مَوْجُوْدٌ তা অস্তিত্বশীল اَوْ جِسْمٌ نَامٍ অথবা বর্ধনশীল দেহ اَوْ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ অথবা বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণী وَلَا النَّحْوِىُّ (এমনিভাবে) একজন নাহুবিদ আলোচনা করে না عَنْ حَقِيْقَةِ الْكَلِمَةِ وَالْكَلَامِ শব্দ এবং বাক্যের হাকীকত নিয়ে وَمِنْ ثَمَّ আর এ কারণেই لَمَّا كَانَ مَوْضُوْعُ عِلْمِ الطَّبْعِى যখন ইলমে তাবয়ীর আলোচ্য বিষয় الْجِسْمَ الْمُطْلَقَ সাধারণ শরীর وَكَانَ صَاحِبُ هٰذَا الْفَنِّ আর উক্ত শাস্ত্রবিদগণ يُوْرِدُ আলোচনা করেন مَبَاحِثَ الْهَيُوْلٰى মূলধাতুর আলোচনা وَالصُّوْرَةِ এবং আকৃতির আলোচনা فِى الطَّبْعِيَّاتِ তাবয়ী ব্যাপারে اُشْكِلَ عَلَيْهِ তার উপর অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে اَنَّ الْهَيُوْلٰى وَالصُّوْرَةَ যেহেতু মূলধাতু এবং আকৃতি مِنْ اَجْزَاءِ الْجِسْمِ দেহের অংশবিশেষ وَمُقَوِّمَاتِهٖ এবং তার গঠনপ্রকৃতির অংশ فَكَيْفَ يُوْرِدُ কিভাবে করা হলো هٰذِهِ الْمَبَاحِثُ এসব আলোচনা فِى الطَّبْعِيَّاتِ তাবয়ীয়াতের মধ্যে وَاعْتُذِرَ مِنْ قِبَلِهٖ এবং তার (গ্রন্থকারের) পক্ষ থেকে আপত্তি পেশ করা হয় যে اَنَّ هٰذِهِ الْمَبَاحِثَ এ আলোচনাগুলো اِسْتِطْرَادِيَّةٌ প্রাসঙ্গিক।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَحَدُهَا الْمَوْضُوْعُ الخ **-এর আলোচনা :** প্রত্যেকটি শাস্ত্রের জন্য তিনটি বিষয় অপরিহার্য। একটি হলো مَوْضُوْع তথা আলোচ্য বিষয়। আল্লামা সিরাজী বলেন, مَوْضُوْع কোনো শাস্ত্রের অংশবিশেষ হওয়া প্রশ্নমুক্ত নয়। কারণ, যদি مَوْضُوْع দ্বারা তার تَصْدِيْق উদ্দেশ্য হয়, তখন এটা শাস্ত্রের অংশবিশেষ হবে; এটা অনস্বীকার্য আর যদি مَوْضُوْع দ্বারা তার تَصَوُّرْ উদ্দেশ্য হয় তখন এটা مَبَادِئ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

www.eelm.weebly.com

وَثَانِيْهَا مَبَادِيْهِ وَالْمَبَادِىْ مَايُبْتَنٰى عَلَيْهِ الْمَسَائِلُ وَهِىَ اِمَّا تَصَوُّرِيَّةٌ اَىْ حُدُوْدٌ تُورَدُ لِمَوْضُوْعِ الصِّنَاعَةِ وَاَجْزَائِهِ وَجُزْئِيَّاتِهِ وَاَعْرَاضِهِ الذَّاتِيَةِ اَوْ تَصْدِيْقِيَّةٌ وَهِىَ الْمُقَدَّمَاتُ الَّتِىْ تُؤَلَّفُ مِنْهَا قِيَاسَاتُهُ اِمَّا بَدِيْهِيَّةٌ وَيُسَمّٰى الْعُلُوْمُ الْمُتَعَارَفَةُ اَوْ غَيْرُ بَدِيْهِيَّةٍ بَلْ نَظَرِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ فَاِنْ كَانَ التَّسْلِيْمُ عَلٰى سَبِيْلِ حُسْنِ الظَّنِّ مِمَّنْ اَلْقَاهُ اِلَيْهِ تُسَمّٰى اُصُوْلًا مَوْضُوْعَةً فَاِنْ كَانَ التَّسْلِيْمُ مَعَ الْاِسْتِنْكَارِ يُسَمّٰى مُصَادَرَةً وَثَالِثُهَا الْمَسَائِلُ وَهِىَ الَّتِىْ اِشْتَمَلَ الْعِلْمُ عَلَيْهَا وَيُحَاوِلُ اِثْبَاتُهَا بِالدَّلِيْلِ .

সরল অনুবাদ : আর দ্বিতীয়টি এর মাবাদী বা ভূমিকা। আর ভূমিকা এমন একটি বিষয় যার উপর গ্রন্থের মাসআলাসমূহের ভিত্তি। আর সূচনা تَصَوُّرِىْ হবে অর্থাৎ এমন বিষয় যেগুলো শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। তার অংশসমূহ, তার জুযয়ীসমূহ ও তার সত্তাগত অবস্থার জন্য নেওয়া হয়। অথবা تَصْدِيْقِىْ হবে, তাহলে এমন সব উপাদান যা দ্বারা কিয়াসসমূহ বদীহী হবে, তখন এ ধরনের উপাদানসমূহের নাম হবে عُلُوْم مُتَعَارَفْ (পরিচিত জ্ঞান)। অথবা গায়রে বদীহী তথা নাযারী হবে, যা স্বীকার্য। আর যদি যার কাছে উপাদানগুলো পেশ করা হবে, তার কাছে তা উত্তম ধারণার সাথে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে তাদেরকে اُصُوْل مَوْضُوْع বলা হয়। আর যদি তার অপছন্দের সাথে মেনে নেওয়া হয় তাহলে তাদেরকে مُصَادَرَةْ বলা হয়।

আর তৃতীয়টি বিদ্যার মাসায়েল ঐগুলো এমন বিষয় যেগুলোকে সংযোজিত করে এবং যেগুলো দলিলের সাহায্যে ছাবেত করার ইচ্ছা করা হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَثَانِيْهَا আর (তিনটি বিষয়ের) দ্বিতীয়টি হলো مَبَادِيْهِ তার মাবাদী তথা ভূমিকা وَالْمَبَادِىْ আর মাবাদী হলো مَا يُبْتَنٰى عَلَيْهِ (এমন একটি বিষয়) যার উপর নির্ভর করে اَلْمَسَائِلُ বিধানাবলি وَهِىَ اِمَّا تَصَوُّرِيَّةٌ সেগুলো হয়তো তাসাব্বুরী হবে اَىْ حُدُوْدٌ অর্থাৎ এমন বিষয় تُورَدُ لِمَوْضُوْعِ الصِّنَاعَةِ যেগুলো আলোচ্য বিষয়ের জন্য নেওয়া হয় وَاَجْزَائِهِ এবং তার অংশসমূহের জন্য وَجُزْئِيَّاتِهِ এবং তার জুযয়িয়াতের জন্য وَاَعْرَاضِهِ الذَّاتِيَةِ এবং তার সত্তাগত বিষয়াবলির জন্য اَوْ تَصْدِيْقِيَّةٌ অথবা সেগুলো তাসদীকী হবে وَهِىَ الْمُقَدَّمَاتُ সেগুলো এমন সব উপাদান اَلَّتِىْ تُؤَلَّفُ مِنْهَا যা দ্বারা রচনা করা হয় قِيَاسَاتُهُ তার কিয়াসসমূহ اِمَّا بَدِيْهِيَّةٌ সেগুলো হয়তো বাদীহী হবে وَيُسَمّٰى আর এর নাম রাখা হয় اَلْعُلُوْمُ الْمُتَعَارَفَةُ উলূমে মুতা'অরিফা হিসেবে اَوْ غَيْرُ بَدِيْهِيَّةٍ অথবা গাইরে বাদীহী হবে بَلْ বরং نَظَرِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ স্বীকার্য নাযারী হবে فَاِنْ كَانَ التَّسْلِيْمُ যদি মেনে নেওয়া হয় عَلٰى سَبِيْلِ حُسْنِ الظَّنِّ সুধারণা থাকার দরুন مِمَّنْ اَلْقَاهُ اِلَيْهِ বক্তার প্রতি تُسَمّٰى নাম রাখা হয় اُصُوْلًا مَوْضُوْعَةً উসূলে মাওয়ু' হিসেবে فَاِنْ كَانَ التَّسْلِيْمُ আর যদি মেনে নেওয়া হয় مَعَ الْاِسْتِنْكَارِ সংকোচ মনে يُسَمّٰى নাম রাখা হয় مُصَادَرَةً মুসাদারা হিসেবে وَثَالِثُهَا আর তৃতীয় (অপরিহার্য) বিষয়টি হলো اَلْمَسَائِلُ মাসায়েলসমূহ وَهِىَ الَّتِىْ ঐ সকল মাসআলা اِشْتَمَلَ সংযোজিত করে الْعِلْمُ عَلَيْهَا যেগুলোকে শাস্ত্র وَيُحَاوِلُ এবং ইচ্ছা করা হয় اِثْبَاتُهَا যেগুলো সাব্যস্ত করার بِالدَّلِيْلِ দলিলের সাহায্যে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ثَانِيْهَا مَبَادِيْهِ الخ -এর আলোচনা : প্রত্যেক শাস্ত্রেরই তিনটি বিষয় অপরিহার্য। তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি মাবাদী। মাবাদী অর্থ–মূল। যার উপর কোনো বিষয় নির্ভর করে। কোনো শাস্ত্রের মাবাদী ঐ সমস্ত বিষয়, যেগুলোর উপর উক্ত শাস্ত্রের বিধিসমূহ নির্ভরশীল। হয়তো তা تَصَوُّرِىْ হবে অথবা تَصْدِيْقِىْ হবে। ঐ গুলো এমন মুকাদ্দমা যা দ্বারা এর কিয়াসসমূহ গঠিত হয়। ঐ গুলো হয়তো বাদীহী হবে, এগুলোকে عُلُوْم مُتَعَارَفَه বলা হয়। অথবা গায়রে বাদীহী হবে, বরং নাযারী হবে, যা স্বীকার্য। اَلْمُتَعَارَفَةُ এ জন্য বলা হয় যেহেতু ঐ গুলো সর্বজন বিদিত।

www.eelm.weebly.com

فَصْلٌ : فِى الرُّؤُوْسِ الثَّمَانِيَةِ اِعْلَمْ اَنَّ الْقُدَمَاءَ كَانُوْا يَذْكُرُوْنَ فِىْ مَبَادِى الْكُتُبِ اَشْيَاءَ ثَمَانِيَّةً وَيُسَمُّوْنَهَا الرُّؤُوْسَ الثَّمَانِيَّةَ اَحَدُهَا الْغَرَضُ اَعْنِى الْعِلَّةَ الْغَائِيَّةَ لِئَلَّا يَكُوْنَ النَّاظِرُ عَابِثًا وَثَانِيْهَا الْمَنْفَعَةُ لِيَتَسَهَّلَ عَلَيْهِ الْمَشَقَّةُ فِىْ تَحْصِيْلِهٖ وَ ثَالِثُهَا التَّسْمِيَةُ اَعْنِىْ عُنْوَانَ الْعِلْمِ لِيَكُوْنَ عِنْدَ النَّاظِرِ اِجْمَالُ مَايُفَصِّلُهُ الْغَرَضُ وَرَابِعُهَا الْمُؤَلِّفُ لِيَسْكُنَ قَلْبُ الْمُتَعَلِّمِ وَخَامِسُهَا اَنَّهٗ فِىْ اَىِّ مَرْتَبَةٍ هُوَ لِيُعْلَمَ عَلٰى اَىِّ عِلْمٍ يَجِبُ تَقْدِيْمُهٗ وَعَنْ اَىِّ عِلْمٍ يَجِبُ تَاخِيْرُهٗ ـ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : আটটি প্রধান বিষয়াবলি প্রসঙ্গ : জেনে রাখো যে, পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ কিতাবের শুরুতে আটটি বিষয় উল্লেখ করতেন এবং সেগুলোকে اَلرُّؤُوْسُ الثَّمَانِيَةُ বা অষ্টশির নামে আখ্যায়িত করতেন। তন্মধ্যে একটি اَلْغَرْضُ (উদ্দেশ্য) অর্থাৎ اَلْعِلَّةُ الْغَائِيَةُ (সর্বশেষ কারণ)। যাতে অধ্যয়নকারী অনর্থক কাজ না করে। দ্বিতীয়টি اَلْمَنْفَعَةُ (উপকারিতা)। যাতে তা অর্জন করতে যে কষ্টের সম্মুখীন হয় তা লাঘব হয়। তৃতীয়টি اَلتَّسْمِيَةُ (নামকরণ)। অর্থাৎ শাস্ত্রের শিরোনাম। যাতে অধ্যয়নকারী উদ্দেশ্যের সাহায্যে যা বিস্তারিত জানতে পারবে তা সংক্ষিপ্তভাবে জানতে পারে। চতুর্থটি গ্রন্থকার। যাতে ছাত্রের চিত্ত শান্ত হয়। পঞ্চমটি এর স্থান বা মর্যাদা। যাতে জানতে পারে যে, তা কোন শাস্ত্রের পূর্বে আনয়ন করা জরুরি এবং কোন শাস্ত্রের পরে আনয়ন করা জরুরি।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ فِى الرُّؤُوْسِ الثَّمَانِيَةِ আটটি প্রধান বিষয়াবলি সম্পর্কে اِعْلَمْ জেনে রেখো اَنَّ الْقُدَمَاءَ পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ كَانُوْا يَذْكُرُوْنَ তার আলোচনা করতেন فِىْ مَبَادِى الْكُتُبِ কিতাবের শুরুতে اَشْيَاءَ ثَمَانِيَةً আটটি বিষয় وَيُسَمُّوْنَهَا আর তারা সেগুলোর নামকরণ করতেন الرُّؤُوْسَ الثَّمَانِيَةَ অষ্টশির নামে اَحَدُهَا তন্মধ্যে একটি হলো اَلْغَرْضُ উদ্দেশ্য اَعْنِى الْعِلَّةَ الْغَائِيَّةَ অর্থাৎ সর্বশেষ কারণ لِئَلَّايَكُوْنَ عِنْدَ النَّاظِرِ যাতে অধ্যয়নকারী না করে عَابِثًا অনর্থক কাজ وَثَانِيْهَا اَلْمَنْفَعَةُ দ্বিতীয়টি উপকারিতা لِيَتَسَهَّلَ যাতে লাঘব হয় عَلَيْهِ الْمَشَقَّةُ যে কষ্টের সম্মুখীন হয় فِىْ تَحْصِيْلِهٖ তা অর্জন করতে وَثَالِثُهَا التَّسْمِيَةُ তৃতীয়টি নামকরণ اَعْنِىْ অর্থাৎ عُنْوَانُ الْعِلْمِ শাস্ত্রের শিরোনাম لِيَكُوْنَ عِنْدَ النَّاظِرِ যাতে অধ্যয়নকারী জানতে পারে اِجْمَالُ সংক্ষিপ্ত مَا يُفَصِّلُهُ যা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে اَلْغَرْضُ উদ্দেশ্য وَرَابِعُهَا তার চতুর্থটি হলো اَلْمُؤَلِّفُ সংকলক لِيَسْكُنَ যাতে শান্ত হয় قَلْبُ الْمُتَعَلِّمِ শিক্ষার্থীর চিত্ত وَخَامِسُهَا তার পঞ্চমটি হলো اَنَّهٗ فِىْ اَىِّ مَرْتَبَةٍ তা কোন মর্যাদায় هُوَ তা হলো لِيُعْلَمَ যাতে জানা যায় عَلٰى اَىِّ عِلْمٍ যে, সেটি কোন্ শাস্ত্রের উপর يَجِبُ تَقْدِيْمُهٗ আগে আনা জরুরি وَعَنْ اَىِّ عِلْمٍ يَجِبُ تَاخِيْرُهٗ এবং তাকে কোন্ ইলমের পরে আনা জরুরি

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلرُّؤُوْسُ الثَّمَانِيَةُ -এর আলোচনা : مُتَقَدِّمِيْن কিতাবের প্রারম্ভে আটটি বিষয় উল্লেখ করেন এবং সেগুলো رُؤُوْس ثَمَانِيَه বা 'অষ্টশির' নামে আখ্যায়িত। আর رُؤُوْس শব্দটি رَأْس-এর বহুবচন। অর্থ– শির বা মাথা। যেহেতু মাথার ন্যায় উক্ত বিষয়গুলোও গুরুত্বপূর্ণ অথবা মাথার ন্যায় এগুলোও সর্বাগ্রে থাকে, তাই এগুলোকে رُؤُوْس ثَمَانِيَه বা অষ্টশির বলা হয়। যথা– ১. উদ্দেশ্য, ২. উপকারিতা, ৩. নামকরণ, ৪. গ্রন্থকার ; যাতে ছাত্রের চিত্ত শান্ত হয়, ৫. স্থান বা মর্যাদা, ৬. এটা কোন প্রকারের শাস্ত্র, ৭. বিভক্ত করা, ৮. শিক্ষার শ্রেণীবিভাগ।

www.eelm.weebly.com

وَسَادِسُهَا اَنَّهٗ مِنْ اَيِّ عِلْمٍ هُوَ لِيَطْلُبَ مَا يَلِيْقُ وَسَابِعُهَا الْقِسْمَةُ وَهُوَ اَبْوَابُ الْعِلْمِ وَالْكِتَابِ وَثَامِنُهَا اَنْحَاءُ التَّعْلِيْمِ وَهِيَ التَّقْسِيْمُ وَالتَّحْلِيْلُ وَالتَّحْدِيْدُ وَالْبُرْهَانُ لِيُعْرَفَ اَنَّ الْكِتَابَ مُشْتَمِلٌ عَلٰى كُلِّهَا اَوْ بَعْضِهَا-

اَقُوْلُ وَاَنَا مُحَمَّدْ فَضْلُ الْاِمَامِ الْخَيْرِ اٰبَادِيْ هٰذَا اٰخِرُ مَا اَرَدْنَا جَمْعَهٗ وَتَالِيْفَهٗ فِيْ هٰذِهِ الرِّسَالَةِ مِنْ كُتُبِ الْاَقْدَمِيْنَ وَكَلِمَاتِ الْمُتَاَخِّرِيْنَ وَالْغَرْضُ مِنْ هٰذَا التَّالِيْفِ لَيْسَ اِلَّا تَعْلِيْمَ الْمُبْتَدِئِيْنَ وَتَسْهِيْلَ الْاَمْرِ عَلَى الطَّالِبِيْنَ فَاِنْ نَفَعَكَ اَيُّهَا الطَّالِبُ الرَّاغِبُ بِهٰذِهِ الْعُجَالَةِ نَفْعًا يَسِيْرًا فَلَا تَنْسٰى بِدُعَاءِ حُسْنِ الْخَاتِمَةِ وَالنَّجَاةِ مِنْ حَرِّ الْحَاطِمَةِ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ اَوَّلًا وَ اٰخِرًا وَظَاهِرًا وَ بَاطِنًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

সরল অনুবাদ : আর ষষ্ঠটি তা কোন জাতীয় শাস্ত্র, যাতে তদনুযায়ী বিষয় অনুসন্ধান করা হয়। আর সপ্তমটি বিভক্তি তথা গ্রন্থের পরিচ্ছেদ ও অধ্যায়সমূহ। আর অষ্টমটি শিক্ষার শ্রেণীবিভাগ। ঐ গুলো হলো বিভক্তকরণ, তাহ্‌লীল (খুলে দেওয়া) তাহ্‌দীদ (সংজ্ঞা) বুরহান (দলিল) যাতে তা জানা সম্ভব হয় যে, উক্ত কিতাব এসবগুলো কিংবা কিয়দংশ সম্বলিত।

(গ্রন্থকার বলেন,) আমি ফযলে ইমাম খায়রাবাদী বলছি যে, পূর্ববর্তী ওলামা এবং পরবর্তী আলিমদের গ্রন্থ ও বাণীসমূহ হতে এ গ্রন্থে আমার যা কিছু একত্রিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছি, তন্মধ্যে এটাই হলো সর্বশেষ আলোচনা। এ গ্রন্থ সংকলন করার উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের সম্মুখে কোনো বিষয়কে অতি সহজ ও সরলভাবে উপস্থাপন করা। হে অনুরাগী শিক্ষার্থী! তোমরা যদি এ সংক্ষিপ্ত সংকলনটি হতে উপস্থিত জ্ঞানের সাহায্যে সামান্য উপকারও লাভ কর, তাহলে আমার জন্য শুভ মৃত্যু এবং জাহান্নামের [illegible] হতে মুক্তির জন্য দোয়া করতে ভুল করো না। [illegible] তা'আলা আমাদের সর্বশেষ নবী হযরত [illegible] ﷺ-এর উপর প্রারম্ভে পরিসমাপ্তিতে, [illegible] অপ্রকাশ্যে (সর্ব অবস্থায় করুণার বারি [illegible]। এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি [illegible] প্রতিপালক।

শাব্দিক অনুবাদ : وَسَادِسُهَا আর ষষ্ঠটি হলো اَنَّهٗ مِنْ اَيِّ عِلْمٍ هُوَ তা কোন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত لِيَطْلُبَ হতে [illegible] করা যায় مَا يَلِيْقُ তদনুযায়ী বিষয় وَسَابِعُهَا আর সপ্তমটি হলো الْقِسْمَةُ বিভক্তি وَهُوَ اَبْوَابُ الْعِلْمِ وَالْكِتَابِ [illegible] গ্রন্থের অধ্যায়সমূহ وَثَامِنُهَا আর অষ্টমটি হলো اَنْحَاءُ التَّعْلِيْمِ প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিক وَهِيَ আর তা হচ্ছে التَّقْسِيْمُ [illegible] وَالتَّحْلِيْلُ উন্মুক্তকরণ وَالتَّحْدِيْدُ আর সংজ্ঞায়িতকরণ وَالْبُرْهَانُ এবং দলিল لِيُعْرَفَ যাতে জানা যায় اَنَّ الْكِتَابَ [illegible] مُشْتَمِلٌ অন্তর্ভুক্ত عَلٰى كُلِّهَا প্রত্যেক বিষয়ের উপর اَوْ بَعْضِهَا অথবা কিছু বিষয়ের উপর اَقُوْلُ গ্রন্থকার বলেন, [illegible] وَاَنَا مُحَمَّدْ فَضْلُ الْاِمَامِ الْخَيْرِ اٰبَادِيْ আর আমি মুহাম্মদ ফযলে ইমাম খায়রাবাদী هٰذَا اٰخِرُ এটা শেষ [illegible] مَا اَرَدْنَا [illegible]

www.eelm.weebly.com

করেছি جَمْعَهُ وَتَالِيْفَهُ একত্রীকরণ এবং সংকলনের فِىْ هٰذِهِ الرِّسَالَةِ এ বিষয়ে مِنْ كُتُبِ الْاَقْدَمِيْنَ পূর্ববর্তীদের কিতাব থেকে وَكَلِمَاتِ الْمُتَاَخِرِيْنَ এবং পরবর্তীদের বক্তব্য থেকে وَالْغَرَضُ مِنْ هٰذَا التَّالِيْفِ لَيْسَ এ রচনার কোনো উদ্দেশ্য নেই اِلَّا تَعْلِيْمَ الْمُبْتَدِئِيْنَ একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ ব্যতীত وَتَسْهِيْلَ الْاَمْرِ এবং বিষয়টিকে সহজকরণ عَلَى الطَّالِبِيْنَ শিক্ষার্থীদের নিকট فَاِنْ نَفَعَكَ যদি তোমার উপকার লাভ হয় اَيُّهَا الطَّالِبُ الرَّاغِبُ হে আগ্রহী শিক্ষার্থী! بِهٰذِهِ الْعُجَالَةِ এ সংকলন দ্বারা نَفْعًا يَسِيْرًا সামান্যতম উপকার فَلَا تَنْسَنِىْ তবে আমাকে ভুলে যেও না بِدُعَاءٍ দোয়া করতে بِحُسْنِ الْخَاتِمَةِ সুন্দর সমাপ্তির জন্য وَالنَّجَاةِ মুক্তির জন্য مِنْ حَرِّ الْحَاطِمَةِ দহঠকারী উত্তাপ থেকে وَصَلَّى اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা রহম করুন عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ আমাদের নেতা মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ যিনি নবীদের সর্বশেষ اَوَّلًا وَاٰخِرًا প্রারম্ভে ও পরিসমাপ্তিতে وَظَاهِرًا وَ بَاطِنًا প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَثَامِنُهَا اَنْحَاءُ التَّعْلِيْمِ الخ -এর আলোচনা : অষ্টশিরের মধ্যে অষ্টমটি শিক্ষার শ্রেণীবিভাগ। ঐ গুলো হচ্ছে- تَقْسِيْم (বিভক্তকরণ) কোনো জিনিসের সংখ্যার উপর হতে নিচের দিকে বৃদ্ধি পাওয়াকে تَقْسِيْم বলা হয়। যেমন- جِنْس نَوْع এ বিভক্ত হয়। আর তাহ্লীল হচ্ছে, কোনো জিনিসের সংখ্যা নিম্ন দিক হতে উপরের দিকে বৃদ্ধি পাওয়া। আর তাহদীদ এমন جِنْس যা দ্বারা কোনো বিষয়ের প্রতিষ্ঠার উপাদান সম্পর্কে জানা যায়, আর বুরহান এমন নির্ভরযোগ্য জ্ঞান অর্জন পন্থা যা দ্বারা সঠিক জ্ঞান লাভ করা যায়।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

١- مَا هِىَ الْاُمُوْرُ الثَّلَاثَةُ الَّتِىْ لَابُدَّ لِكُلِّ عِلْمٍ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا ـ

٢- بَيِّنِ الرُّؤُوْسَ الثَّمَانِيَةَ مُفَصَّلًا ـ

٣- بَيِّنْ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ فَضْلِ الْاِمَامِ خَيْرِ اٰبَادِىْ وَخِدْمَاتِهٖ فِىْ عِلْمِ الْمَنْطِقِ ـ

www.eelm.weebly.com

এক নজরে মিরকাত

১ নং চিত্র

اَلْاُمُوْرُ الثَّلَاثَةُ فِى الْمُقَدَّمَةِ

ভূমিকায় বর্ণিত তিনটি বিষয়

১. মানতিক শাস্ত্রের সংজ্ঞা تَعْرِيْفٌ
عِلْمٌ بِقَوَانِيْنَ تَعْصَمُ مُرَاعَتُهَا الذِّهْنَ

২. আলোচ্য বিষয় مَوْضُوْعٌ
مَعْلُوْمَاتٌ التَّصَوُّرِيَّةُ وَالتَّصْدِيْقِيَّةُ

৩. উদ্দেশ্য غَرْضٌ
صِيَانَةُ الذِّهْنِ عَنِ الْخَطَاءِ فِى الْفِكْرِ

২ নং চিত্র

عِلْم

هُوَ النِّسْبَةُ الْحَاصِلَةُ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْمَعْلُوْمِ

১. تَصَوُّرٌ
حُصُوْلُ صُوْرَةِ الشَّئِ فِى الْعَقْلِ

- تَصَوُّرٌ بَدِيْهِىْ
  حَاصِلٌ بِلَا نَظْرٍ وَكَسْبٍ ـ
  ঠাণ্ডা, গরম
- تَصَوُّرٌ نَظْرِىٌّ
  يَحْتَاجُ فِىْ حُصُوْلِهِ اِلَى الْفِكْرِ وَ النَّظْرِ
  জিন, ফেরেশতা

২. تَصْدِيْقٌ
تَصَوُّرٌ مَعَهُ حُكْمٌ

- تَصْدِيْقٌ بَدِيْهِىْ
  اَلْحَاصِلُ مِنْ غَيْرِ فِكْرٍ وَ كَسْبٍ ـ
  كُلٌّ বড় جُزْءٌ হতে
- تَصْدِيْقٌ نَظْرِىٌّ
  يَحْتَاجُ اِلَى الْفِكْرِ وَالْكَسْبِ ـ
  পৃথিবী নশ্বর

www.eelm.weebly.com

৪ নং চিত্র

دَلَالَتْ [নির্দেশনা]

(১) دَلَالَتْ لَفْظِيَّهْ
শাব্দিক নির্দেশনা
اَلدَّالُّ فِيْهِ اللَّفْظُ

১ وَضْعِيَّهْ
গঠনগত নির্দেশনা
اَلدَّلَالَةُ بِاعْتِبَارِ الْوَضْعِ كَدَلَالَةِ زَيْدٍ عَلٰى مُسَمَّاهُ

২ طَبْعِيَّهْ
স্বভাবগত
بِاعْتِبَارِ الطَّبْعِ كَدَلَالَةِ أُحْ أُحْ عَلٰى وَضْعِ الصَّدْرِ

৩ عَقْلِيَّهْ
জ্ঞানগত
بِاقْتِضَاءِ الْعَقْلِ كَدَلَالَةِ دَيْزْ عَلٰى وُجُوْدِ اللَّافِظِ

(২) دَلَالَتْ غَيْرُ لَفْظِيَّهْ
অশাব্দিক নির্দেশনা
اَلدَّالُّ فِيْهِ غَيْرُ اللَّفْظِ

১ وَضْعِيَّهْ
গঠনগত
بِاعْتِبَارِ الْوَضْعِ ـ كَدَلَالَةِ ـ الدَّوَالِّ الْأَرْبَعِ ـ عَلٰى مَدْلُوْلَاتِهَا ـ

২ طَبْعِيَّهْ
স্বভাবগত
بِاعْتِبَارِ الطَّبْعِ كَدَلَالَةِ صَهِيْلِ الْفَرَسِ ـ عَلٰى طَلَبِ الْمَاءِ ـ

৩ عَقْلِيَّهْ
জ্ঞানগত
بِاقْتِضَاءِ الْعَقْلِ ـ كَدَلَالَةِ الدُّخَانِ عَلَى النَّارِ

www.eelm.weebly.com

৫ নং চিত্র

اَلدَّالُّ بِالْمُطَابَقَةِ – পূর্ণাঙ্গ নির্দেশক

- ১. مُفْرَد — একক শব্দ — اِنْ لَمْ يَقْصَدْ بِجُزْءِ اللَّفْظِ دَلَالَةً عَلٰى جُزْءِ مَعْنَاهُ
  - ১. اِسْم — বিশেষ্য — اِنْ دَلَّ عَلٰى مَعْنًى مُسْتَقِلٍّ بِلَا اِقْتِرَانِ الزَّمَانِ۔ যথা– زَيْدٌ
  - ২. كَلِمَة — ক্রিয়া — اِنْ دَلَّ عَلٰى مَعْنًى مُسْتَقِلٍّ مَعَ اِقْتِرَانِ الزَّمَانِ۔ যথা– ضَرَبَ
  - ৩. اَدَاة — অব্যয় — اِنْ لَمْ يَدُلَّ عَلٰى مَعْنًى مُسْتَقِلٍّ যথা– عَنْ
- ২. مُرَكَّب — যুক্ত শব্দ — اِنْ قُصِدَ بِجُزْءِ اللَّفْظِ دَلَالَةً عَلٰى جُزْءِ مَعْنَاهُ
  - ১. مُرَكَّبٌ تَامٌّ — পূর্ণ যৌগিক শব্দ — اَنْ يَصِحَّ السُّكُوْتُ عَلَيْهِ যথা– زَيْدٌ قَائِمٌ
    - ১. خَبَر — اِنِ احْتَمَلَ الصِّدْقَ وَالْكِذْبَ — كَزَيْدٌ قَائِمٌ
    - ২. اِنْشَاء — اِنْ لَمْ يَحْتَمِلِ الصِّدْقَ وَالْكِذْبَ — اُنْصُرْ
      - ১. اَمْر — নির্দেশ
      - ২. نَهْي — নিষেধ
      - ৩. تَمَنِّي — আকাঙ্ক্ষা
      - ৪. تَرَجِّيْ — আশা
      - ৫. اِسْتِفْهَام — জিজ্ঞাসা
      - ৬. نِدَاء — আহ্বান
      - ৭. قَسَم — শপথ
      - ৮. تَعَجُّب — বিস্ময়
      - ৯. عُقُوْد — গিরা
      - ১০. مَدْح وَذَم — প্রশংসা তিরস্কার
      - ১১. دُعَاء وَسُوَال اِلْتِمَاس — আবেগ প্রশ্ন
  - ২. مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ — অপূর্ণ যৌগিক শব্দ — اِنْ لَمْ يَصِحَّ السُّكُوْتُ عَلَيْهِ যথা– غُلَامُ زَيْدٍ
    - ১. مُرَكَّبٌ تَقْيِيْدِيٌّ — اَلرَّجُلُ الْعَالِمُ — শিক্ষিত ব্যক্তি
    - ২. مُرَكَّبٌ غَيْرُ تَقْيِيْدِيٍّ — بِزَيْدٍ — যায়েদের সাথে

www.eelm.weebly.com

www.eelm.weebly.com

৮ নং চিত্র

اَلْمَفْهُوْمُ
[শব্দ হতে যা বোধগম্য হয়]

- ১ جُزْئِى
  - ১ حَقِيْقِى — اِنْ مَنَعَ نَفْسُ تَصَوُّرِهٖ عَنْ وُقُوْعِ الشِّرْكَةِ كَزَيْدٍ
  - ২ اِضَافِى — يَصْدُقُ عَلَيْهَا وَعَلٰى غَيْرِهَا جِنْسٌ كَالْاِنْسَانِ
- ২ كُلِّىْ
  - সম্ভাবনা, নিষেধ, অস্তিত্ব ও অস্তিত্ব-হীনতার দিক হতে كُلِّىْ ছয় প্রকার ;
    - ১ مُمْكِنُ الْاَفْرَادِ مَوْجُوْدُ الْكَثِيْرِ مَعَ عَدَمِ التَّنَاهِىْ مَعْلُوْمَاتُ بَارِىْ (تع)
    - ২ مُمْكِنُ الْاَفْرَادِ مَوْجُوْدُ الْكَثِيْرِ مَعَ التَّنَاهِىْ سَبْعُ سَيَّارَةٍ
    - ৩ مُمْكِنُ الْاَفْرَادِ مَوْجُوْدُ الْوَاحِدِ مَعَ اِمْتِنَاعِ الْغَيْرِ وَاجِبُ الْوُجُوْدِ
    - ৪ مُمْكِنُ الْاَفْرَادِ مَوْجُوْدُ الْوَاحِدِ مَعَ اِمْكَانِ الْغَيْرِ شَمْسٌ
    - ৫ مُمْكِنُ الْاَفْرَادِ غَيْرُ مَوْجُوْدُ الْوَاحِدِ عَنْقَاءُ
    - ৬ مُمْتَنِعُ الْاَفْرَادِ شَرِيْكُ الْبَارِىْ

৯ নং চিত্র

www.eelm.weebly.com

www.eelm.weebly.com

১৩নং চিত্র

১৪ নং চিত্র

مُعَرِّفٌ [পরিচয় দাতা]

১. حَدٌّ تَامٌّ
পূর্ণ সংজ্ঞা
اِنْسَانٌ-এর পরিচয়
حَيَوَانٌ نَاطِقٌ

২. حَدٌّ نَاقِصٌ
অপূর্ণ সংজ্ঞা
اِنْسَانٌ-এর পরিচয়
جِسْمٌ نَاطِقٌ

৩. رَسْمٌ تَامٌّ
পূর্ণ চিহ্ন
اِنْسَانٌ-এর পরিচয়
حَيَوَانٌ ضَاحِكٌ

৪. رَسْمٌ نَاقِصٌ
অপূর্ণ চিহ্ন
اِنْسَانٌ-এর পরিচয়
جِسْمٌ ضَاحِكٌ

১৫ নং চিত্র

www.eelm.weebly.com

১৬ নং চিত্র

www.eelm.weebly.com

১৭ নং চিত্র

اَلْقَضِيَّةُ الْحَمْلِيَّةُ بِاعْتِبَارِ الْجِهَةِ وَعَدَمِهَا

- ১ مُطْلَقَه — لَاجِهَةَ لَهٗ
- ২ مُوَجَّهَه — هِيَ الَّتِيْ لَهَا الْجِهَةُ
  - ১ بَسِيطَه
    - ১ ضَرُورِيَّه مُطْلَقَه
    - ২ دَائِمَه مُطْلَقَه
    - ৩ مَشْرُوطَه عَامَّه
    - ৪ عُرْفِيَّه عَامَّه
    - ৫ مُطْلَقَة عَامَّه
    - ৬ مُمْكِنَه عَامَّه
  - ২ مُرَكَّبَة
    - ১ مَشْرُوطَه خَاصَّه
    - ২ عُرْفِيَّة خَاصَّه
    - ৩ وُجُودِيَّه لَاضَرُورِيَّه
    - ৪ وُجُودِيَّه لَادَائِمَه
    - ৫ وَقْتِيَه
    - ৬ مُنْتَشِرَه
    - ৭ مُمْكِنَه خَاصَّه

www.eelm.weebly.com

১৮ নং চিত্র

- اَلْقَضِيَّةُ الشَّرْطِيَّةُ بِاعْتِبَارِ الْاِتِّصَالِ وَالْاِنْفِصَالِ
  - ১ مُنْفَصِلَةٌ
    - ১ حَقِيْقِيَّةٌ
      - ১ اِتِّفَاقِيَّه
      - ২ عِنَادِيَّه
    - ২ مَانِعَةُ الْجَمْعِ
      - ১ اِتِّفَاقِيَّه
      - ২ عِنَادِيَّه
    - ৩ مَانِعَةُ الْخُلُوِّ
      - ১ اِتِّفَاقِيَّه
      - ২ عِنَادِيَّه
  - ২ مُتَّصِلَةٌ
    - ১ اِتِّفَاقِيَّةٌ
    - ২ لُزُوْمِيَّةٌ

www.eelm.weebly.com

২০ নং চিত্র

www.eelm.weebly.com

২১ নং চিত্র

عَكْس مُسْتَوِى

নাম	উদাহরণ	عَكْس مُسْتَوِى	উদাহরণ
مُوجِبَه كُلِّيَّه	كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	مُوجِبَه جُزْئِيَّه	بَعْضُ الْحَيَوَانِ اِنْسَانٌ
مُوجِبَه جُزْئِيَّه	بَعْضُ الْاِنْسَانِ حَيَوَانٌ	مُوجِبَه جُزْئِيَّه	بَعْضُ الْحَيَوَانِ اِنْسَانٌ
سَالِبَه كُلِّيَّه	لَاشَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ	سَالِبَه كُلِّيَّه	لَاشَيْئَ مِنَ الْحَجَرِ بِاِنْسَانٍ
سَالِبَه جُزْئِيَّه	×		এর عَكْس مُسْتَوِى হয় না।

২২ নং চিত্র

عَكْس نَقِيض

মূল قَضِيَّه এর নাম	উদাহরণ	عَكْس نَقِيض	উদাহরণ
مُوجِبَه كُلِّيَّه	كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	مُوجِبَه كُلِّيَّه	كُلُّ لَاحَيَوَانٍ لَا اِنْسَانٌ
مُوجِبَه جُزْئِيَّه	×	×	এর عَكْس نَقِيض হয় না
سَالِبَه كُلِّيَّه	لَاشَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِفَرَسٍ	سَالِبَه جُزْئِيَّه	بَعْضُ الْاَفْرَسِ لَيْسَ بِلَا اِنْسَانٍ
سَالِبَه جُزْئِيَّه	بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِفَرَسٍ	سَالِبَه جُزْئِيَّه	بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِلَا حَيَوَانٍ

২৩ নং চিত্র
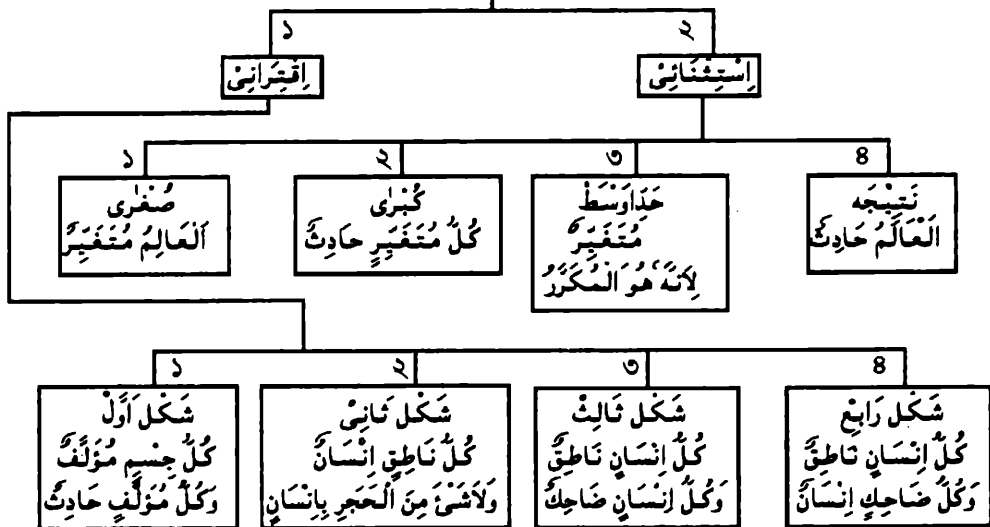
تَمَّتْ بِالْخَيْرِ بِفَضْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَعَوْنِهٖ

www.eelm.weebly.com